প্রকাশক ঃ
বসু
ভারতী প্রকাশনী
৪, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ৯ই মে, ১৯৬০

প্রচ্ছদের ছবি—Portrait by Largillere
Photo : Giraudon ( জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, সৌজন্যে)

প্রচ্ছদ—স্বপন চক্রবর্ত্তী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ—ইমপ্রেশন হাউস
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
এস. কুণ্ডু
জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা—৬

*VALTAIRER UPANYAS : Translated by Sunilkumar Ghosh, Published by Bharati Prakashani, 4, College Row, Calcutta-700009*

ফাদার ম্যাথ্যু শিলিঙস, এস. জে.
প্রিয়বরেষু

জাদিক

মাইক্রোমেগাস

কাঁদিদ

মাষ্টার সিমপল

ব্যাবিলনের রাজকুমারী

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

| | |
|---|---|
| **উপন্যাস ঃ** | মায়ামারীচ |
| | কারাপ্রাচীর |
| | ড্যাফোডিল হাউস |
| | সানিভিলা |
| | রেণীপার্ক |
| | নেপথ্য নায়িকা |
| | গ্রীন হাউস মিস্ট্রি |
| | কালনাগ ইত্যাদি |
| **গল্প সংকলন ঃ** | বিলাসিনী রাই |
| | ভালোবাসা বনাম ভাল বাসা |
| **প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ** | স্বাধীনতার হাতবদল |
| | রাজা গেল রাজ্য গেল |
| | কাম্বোডিয়া ঝড়ের পথে |
| | আর্জেন্টিনা |
| | বিপ্লবী চে গুয়েভারা ইত্যাদি |
| **অনুবাদ গ্রন্থ ঃ** | অসকার ওয়াইলড ( দু'খণ্ড ) |
| | ইবসেন নাট্যসম্ভার ( দু'খণ্ড ) |
| | মোপাসার গল্প ( আংশিক ) |
| | কুষ্ঠরোগীদের বন্ধু ফাদার দামিয়েন |
| | পরিব্রাজক ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইত্যাদি |

## ভূমিকা

পৌরুষ আর মানবতাবোধকে এক বাটখারায় ওজন করা যায় না। পৌরুষ আপনার প্রাণপ্রাচুর্যে পুষ্ট, বিরাট বনস্পতির মত আকাশচুম্বী উন্নাসিকতা নিয়ে, আশপাশের সমস্ত ছোটো ছোটো সৃষ্টিকে তুচ্ছ ব'লে অগ্রাহ্য ক'রে নিজেকে মহিমান্বিত মনে ক'রে অপার আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু মানবতাবোধ ছোটো বড়ো মাঝারি সকলকে একসঙ্গে নিয়ে, কাউকে ঘৃণায় নিজের কাছ থেকে সরিয়ে না দিয়ে একটি বৃহৎ গোষ্ঠী তৈরি করে মানবজাতিকে মহিমান্বিত করে; সমষ্টির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলীন ক'রে দিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করে সে। দীপ্ত পৌরুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মানবতাবোধকে আমরা ভালোবাসি। পৌরুষ আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে; সেইজন্যে তার কাছ থেকে আমরা নিজেদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে চাই, তার অপূর্ব বীর্যবত্তার আস্ফালনে চমৎকৃত যে হই নে সেকথা ঠিক নয়, নিজেদের অক্ষমতাকে চাপা দেওয়ার জন্যে জোরে-জোরে করতালি দিতেও ভুল হয় না আমাদের; কিন্তু মানবতাবোধ আমাদের মনে স্নেহের যাদু বুলিয়ে দেয়, আলো-বাতাসের মত অত্যন্ত সহজভাবে অবলীলাক্রমে আমাদের ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষে প্রবেশ ক'রে আমাদের সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে দেয়, আমাদের জীবনীশক্তিকে সতেজ করে তুলে, নিজেদের ওপরে একটা আত্মনির্ভরতার বীজ অংকুরিত করে। মিশরের পিরামিড যদি পৌরুষের চিহ্ন হয় তো মানবতাবোধ হচ্ছে ঈশ্বরের দান। দুটির মধ্যে তফাৎ এইখানে।

অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন ভলতেয়ার প্রসঙ্গে এই আলোচনার মূল্য কী। সেই কথাটাই বলছি। ভলতেয়ার রাজা-বাদশা ছিলেন না, প্রথম শ্রেণীর কোনো রাজপুরুষ ছিলেন না, গ্যালিলিয়ো-নিউটন প্রভৃতি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, এমন কি, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অভিজাত বংশেরও সন্তান ছিলেন না তিনি; তবু মানবজাতির একটি অনাগত যুগের বার্তা ঘোষণা করে তিনি আমাদের পরম আপনজন হিসাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আপনার স্থান সাবলীলভাবে কায়েমী করে নিয়েছিলেন। যুগাতীত কালের অত্যাচার আর অবিচারের ছবি, অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাস আর পরধর্মের প্রতি চরম অসহিষ্ণুতার মর্মন্তুদ সংঘর্ষ, নিষ্ঠুর মানব-প্রকৃতির স্বৈরাচার আর অসহায় দুর্বল মানুষের নৈরাশ্যের হাহাকার—ভলতেয়ারের জীবন হচ্ছে এদেরই একটি অতিবাস্তব আলেখ্য। উদ্ধত কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারকে মাথা পেতে নিয়ে কোনোদিনই তিনি মানবতাবিরোধী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন

নি। অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি ; ঈশ্বর পরম দয়াবান কি ন্যায়পরায়ন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মত সময়ও তাঁর ছিল না ; মানবধর্মই ছিল তাঁর কাছে সব চেয়ে বড় ধর্ম। যে যুগে মানবধর্ম পদদলিত সেযুগে মানবধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে কলম ধরেছিলেন তিনি। তাঁর বিরাট রচনা সম্ভারের মধ্যে যে পাঁচটি কাহিনীর অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে সেইগুলি থেকেই তাঁর জীবনের আদর্শ এবং লেখনীর ক্ষুরধার কী আর কতটা ছিল তাদের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে একজন বিদগ্ধ সমালোচক যে মন্তব্যটি করেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে ; আলোচনাটি তিনি করেছেন 'কাঁদিদ' সম্পর্কে :

It is indisputably his gift of all time, for it comes to us labelled. With his name on the cover, this tale may be bought in cheap editions in every language of the civilised world. In that fact lies some measure of what this man achieved. When first this masterpiece set man laughing and thinking, it slunk into the world without its author's name, and even in Protestant Geneva it was publicly burnt by that model democracy. The wit still sparkles, the satire still stabs and the prose retains its athletic grace...if we may read him freely, nay are expected for our own full development to read him, this liberty is the prize he won for us in a life of incessant combat. If we enjoy freedom of discussion, if books are nowhere burned alive to-day, save in Hitler's Third Reich, we are the debtors of Voltaire and the pupils he inspired.' [Brailsford ]

কিন্তু ঋণটা কিসের ? এই কাহিনীগুলি কেবল যে শ্রেষ্ঠ কলাবিদের প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর তাই নয়, মানুষের হাতেগড়া ভাস্কর্যের মত নিছক লেখনীচাতুর্যও বেশিদিন বেঁচে থাকে না ; কিন্তু এর মধ্যে হাসির আড়ালে ঝরছে চিরনির্যাতীত মানবাত্মার অশ্রুনির্ঝর, আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মানুষ হিসাবে তাঁর আপসহীন সংগ্রাম। এই যুদ্ধ তাই কেবল রুদ্ধ হাস্যরসের উৎসমুখটিকে খুলে দেয় নি, দিয়েছে আরও কিছু। সেযুগে উদারনৈতিক মতবাদের জন্যে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল মানুষকে, তথাকথিত পবিত্র বস্তু বা মানুষের অপমান করার অপরাধে যুবকদের দিতে হয়েছিল শির। সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক—সমস্ত রকম অধিকার থেকেই মানুষরা বঞ্চিত হয়েছিল সেযুগে। নাগরিক অধিকার, আইনের সামনে ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার —ফরাসীরা এই অধিকার অর্জন করেছিল বিপ্লবের মাধ্যমে, এগুলির জন্যে ফরাসীরা

ঋণী ছিল ভলতেয়ারের কাছে। যে কুখ্যাত ব্যাসটিল দুর্গকে ধূলিসাৎ করার ভেতর দিয়ে ফরাসীরা ফ্রান্সের রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিল তারই দেওয়ালের গায়ে ভলতেয়ারের সমাধির ওপরে লেখা আছে ঃ 'he made us ready for freedom.' ভলতেয়ারের সম্বন্ধে এইটাই হলো সব চেয়ে বড়ো কথা।

'ভলতেয়ার' আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আসল নাম হচ্ছে Francois-Marie Arouet. ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন ; রুগ্ন হয়ে জন্মানোর ফলে, শিশুটির বেঁচে থাকার কোনো আশা কেউ করে নি ; কিন্তু তাদের তিনি নিরাশ করেছিলেন। শৈশবেই ভগ্নস্বাস্থ্যের সঙ্গে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, দৃঢ়তা, অধ্যাবসায় আর অপূর্ব সাহসিকতার সঙ্গে দীর্ঘ চুরাশি বছর ধরে সেই সংগ্রাম তিনি করে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবন হচ্ছে এই অবিরাম কর্মের আর ধর্মের ইতিহাস। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সন্তান ; কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন একজন সফল আইনজীবী ; তাঁর মক্কেলদের মধ্যে ছিল তখনকার কয়েকটি ধনাঢ্য পরিবার। অল্প বয়সে ভলতেয়ারের মাতৃবিয়োগ হয়েছিল ; ফলে বড় বোনের স্নেহচ্ছায়াতেই মানুষ হয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনে ফরাসী মধ্যবিত্ত সংসারের মানুষদের মধ্যে যাঁরা 'পিউরিটান' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল তাদের সাধারণভাবে বলা হতো 'জেনসেনিস্ট'। এরা পোশাক পরিচ্ছদ পরতো সাদাসিদে ; অধ্যয়ন করতো ধর্মগ্রন্থগুলি, পার্থিব আমোদ-প্রমোদ এবং আত্মম্ভরিতা বর্জন করতো ; কিন্তু 'ব্যবসায়িক বিষয়ে তারা ছিল সচেতন'। এদের জীবনাদর্শ ছিল সংঘজীবন-যাপন করার। এই পারলৌকিক জীবনের আদর্শটিকে ভলতেয়ার সম্ভবত শৈশব থেকেই স্বীকার করে নিতে পারেন নি। 'জেনসেনিস্ট' হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বাবা প্রতিপক্ষ যীশুসংঘীদের বিখ্যাত কলেজেই তাঁকে ভর্তি করেছিলেন। এখানে লেখাপড়াটা তাঁর ভালোই হয়েছিল। যীশুসংঘের শিক্ষকদের চেষ্টায় ফরাসী সাহিত্য, আধুনিক যুগের ইতিহাসে তিনি বেশ দক্ষতাই অর্জন করেছিলেন। এই অকালপক্ব যুবকটি খেলাধুলা বেশ একটা পছন্দ করতেন না ; তাঁর বেশী সঙ্গী ছিলেন শিক্ষকরা, ছাত্ররা নয়। অনেক শিক্ষকদের সঙ্গেই তাঁর একটি হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। সারা জীবনই সেই হৃদ্যতা তাঁদের অটুট ছিল!

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি বেশ সুন্দর কবিতা লিখতে পারতেন। কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করারই ইচ্ছা ছিল তাঁর ; কিন্তু তাঁর বাবা জোর ক'রে তাঁকে আইন পড়তে পাঠালেন। আইন পড়ার ইচ্ছা না থাকায় এইখানে কিছু করতে পারেন নি তিনি ; কিন্তু বাস্তবজ্ঞান কিছু লাভ হয়েছিল তাঁর। এটি ছিল তাঁর আলস্যের সঞ্চয়, কিন্তু একেবারে নিষ্ফল নয়। ভবিষ্যৎ জীবনে এটি তাঁর কাজে লেগেছিল। তাঁকে ঢোকানো হলো কূটনৈতিক চাকরিতে ; গেলেন তিনি হেগে। কিন্তু সেখানেও এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে ফেললেন। সেখানে নির্বাসিত একটি

'হিউজিনট' পরিবারের তরুণীর সঙ্গে তাঁর একটি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পত্রপাঠ তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো দেশে। তার পর থেকেই শুরু হলো সংগ্রাম। আইনের সাঁড়াশীকে এড়িয়ে, তাঁর অভিজাত পৃষ্ঠপোষকদের গ্রাম্যবাড়ীতে আত্মগোপন ক'রে, এবং কবিতা পালিশ করে দিন কাটছিল তাঁর। তারপরে তিনি ফিরে এলেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছিল অভিজাত বংশের সংস্কৃতিবান লম্পট ছোকরার দল। সেই দলে ছিল কিছু পাদরী আর স্বাধীনচিন্তাকামী মানুষ। বড়দের সঙ্গে মেলামেশা করতে যুবকটি কোনোদিনই অস্বস্তিবোধ করতেন না। তখনকার দিনে যেসব সাহিত্যিক গোষ্ঠী পরস্পরের নামে কুৎসা প্রচারে মেতে উঠেছিল তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। এই দলটি ছিল তাদের মধ্যে একটি। তিনিও সেই খেলায় মেতে ফ্রান্সের একজন রাজপুরুষকে আক্রমণ করে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখলেন। শোনা যায়, এই কবিতাটি তিনি লেখেননি; তবু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে তাঁকে আটক করার ফরমান বেরোল; এবং ১৭৫৭ সালে ব্যাসটিল দুর্গে অন্তরীণ হলেন তিনি। এখানে তিনি ছিলেন এগার মাস। চতুর্থ হেনরীর গৌরবগাথা নিয়ে তিনি যে মহাকাব্য রচনা করবেন বলে ঠিক করে-করেছিলেন এইখানেই তার প্রথম খসড়াটা তিনি করেছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরে তাঁর প্রথম ট্রাজিডি আত্মপ্রকাশ করে। নাটকটির নাম হচেছ অয়দিপাশ [Oedipus]। সাফল্যের সঙ্গে নাটকটির অভিনীত হওয়ার ফলে তখনকার তরুণদের মধ্যে অগ্রগণ্য সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি। আজকাল ভলতেয়ার বেঁচে আছেন বিশেষ করে তাঁর কাহিনী আর ইতিহাসগুলির ওপরে; কিন্তু সেযুগে তিনি বেঁচেছিলেন ট্রাজিক নাট্যকার হিসেবে। তাছাড়া নিজেও তিনি ছিলেন একজন অপেশাদার দক্ষ অভিনেতা; তাই মঞ্চশিল্প সম্বন্ধে তিনি খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। এর পরে তাঁর যে নাটকগুলি বেরিয়েছিল সেগুলির নাম হচ্ছে মেরোপ [Merope], মহম্মদ [Mahamet], জেয়ার [Zaire], ট্যাঙক্রেড [Tancred]। সবগুলিকেই তখনকার পাঠকপাঠিকারা সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছিল। এই নাটকগুলি সেযুগের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে রূপ দিয়েছিল; কিন্তু নিষ্ঠুরতা আর বর্বরতাকে চাবুক মারার সময় তিনি ছিলেন যাকে বলে দুর্ধর্ষ। এই নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন ফরাসীজাতির গৌরব; সেইজন্যে সে সময়ে ফ্রান্সে নিষ্ঠুর নির্যাতনের যেসব পদ্ধতিগুলি ছিল তাদের কোনোটাই তাঁর ওপরে প্রয়োগ করা হয়নি। তাঁর গ্রন্থগুলি পোড়ানো হয়েছিল সেকথা সত্যি; কিন্তু তাঁকে পোড়ানো হয়নি।

একদিন থিয়েটারে তিনি তাঁর একটি প্রিয় অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন এমন সময় অভিজাত রোহান পরিবারের একটি ছোকরা তাঁর সঙ্গে রসিকতা করে। তার ফলে দুজনের মধ্যে কথাকাটি শুরু হয়; এবং পরে একদিন সেই ছোকরাটি রাস্তায় ডেকে নিয়ে এসে তার চাকরবাকরদের দিয়ে তাঁকে প্রহার করে। পুলিশ

আর আদালতের কাছে শরণাপন্ন হয়েও, ন্যায়বিচার না পেয়ে সেই ছোকরাকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন ; কিন্তু রোহান পরিবার এত প্রভাবশালী ছিল যে এর ফলে তাঁকে ব্যাসটিল কারাগারে আবার অবরুদ্ধ করা হয়। তবে সামান্য কয়েক-দিনের জন্যে। তারপরে ইংলণ্ডে নির্বাসিত হওয়ার শর্তে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এটি ঘটেছিল ১৭২৬ সালে। এই ঘটনাটিই তাঁর পরবর্তী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অভিজাত সমাজে এমন কি প্রথম শ্রেণীর একজন লেখককেও যে কী নির্যাতন সহ্য করতে হয় এবারে তিনি তা বুঝতে পারলেন। এই সময় থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের বিপ্লবের কথা তিনি ভাবতে থাকেন।

ইংলণ্ডে তিনি ছিলেন মোটামুটি তিন বছর। এই সময় খুবই আনন্দে কাটিয়ে-ছিলেন তিনি ; ইংরিজী ভাষা শিখে বড়ো বড়ো জ্ঞানীগুণী মানুষদের সাহচর্যে এসেছিলেন। এখন তিনি নতুন ভলতেয়ার। তখনকার দিনে 'দার্শনিক' বলতে মানুষ যা বুঝতো এখন তিনি সেই ধাপে উঠে গিয়েছেন। বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ম প্রতিভা তখন তাঁর লেখার মধ্যে ক্ষুরধার তরবারির মত ঝলসে উঠতো ; কিন্তু আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্য বলতে যা বোঝা যায় তাকে তিনি বিষবৎ পরিত্যাগ করে-ছিলেন। এই সময়েই নিউটনের আবিষ্কারগুলিকে তিনি চেষ্টা করেছিলেন জনপ্রিয় করতে।

নির্বাসনকাল শেষ হলে তিনি ফিরে এলেন প্যারিশে ; কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের সংগে আবার তাঁর সংঘর্ষ বাধলো। একদিকে তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা আর একদিকে আইনের স্টীম রোলার—সংঘর্ষ বাধলো এই দুটির মধ্যে। তাঁর নাটকগুলি তখনও সগৌরবেই অভিনীত হচ্ছিল ; কিন্তু তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি চোরাই পথে পাচার হচ্ছিল বিদেশে। তাঁর 'ইংলিশ লেটারগুলি' প্রকাশ্যেই পুড়িয়ে ফেলা হলো। তিনি বুঝতে পারলেন আবার তাঁকে ঢুকতে হবে ব্যাসটিল কারাগারে ; এবং বেশী দিনের জন্যে। তাই তিনি ১৭৩৪ সালে পালিয়ে গেলেন লোরেনের সীমান্তে কিরেতে। এইখানে এমিলি নামে একটি অভিজাত বংশের মহিলাবন্ধুর সংগে তাঁর হৃদ্যতা জন্মে। এমিলি তখন পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই হৃদ্যতা পরবর্তী ষোল বছর ধরে অক্ষয় হয়ে ছিল। এমিলির মৃত্যুর পরে সেই হৃদ্যতার অবসান হয়। এইখানে নিয়মিতভাবে ভলতেয়ার কাজ করে গিয়েছিলেন। এখান থেকে বিশ্বের নানান দার্শনিকদের সংগে চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু যে কাজটির দিকে তিনি বেশি নজর দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে ইতিহাস। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলতে বোঝাতো রাজা-রাজড়াদের জীবনকাহিনী এবং যুদ্ধবিগ্রহ-সন্ধি-চুক্তির নিছক ঘটনাপঞ্জী। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল বৈজ্ঞানিক যুগের উপযুক্ত ক'রে ইতিহাসকে ঢেলে সাজাতে। এই কাজটি অবশ্য নিখুঁৎভাবে তিনি করতে পারেন নি : 'This task he performed

however, inperfeetly, with spirit and industry, nor can one deny that this military rationalist strove to be fair even to the enemy, even to Rome.……but there are many flashes of insight, more specially when he stresses the influence of economic motives'. কিন্তু ইতিহাস-রচয়িতাহিসাবে তিনি কোনো বিশেষ দেশের ওপরে পক্ষপাতিত্ব করেন নি। ফ্রান্সের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও, ইংলণ্ডের কোনো ভালো রাজাকে প্রশংসা করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন তিনি ; এবং স্বৈরাচারী নিপীড়ক রাজা, তিনি ফ্রান্সের হলেও, তাঁর কলমের হাত থেকে রেহাই পেতেন না। সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধকে কশাঘাত করেছেন তিনি, প্রশংসা করেছেন ব্যবসাবানিজ্যকে।

বারবার রাজদরবারের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলো তাঁর ; বারবার কোনো-না-কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আবার তা ভেঙে গেল। আবার শীঘ্রই তাঁকে দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হলো। সাহিত্যের দিক থেকে এটিকে শাপে বর বলা যেতে পারে। ১৭৫০ সালে প্যারিশ ছেড়ে তিনি চলে গেলেন প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের কাছে। সেখানে কিছুদিন বেশ ভালোই চলেছিল। রাজা ফরাসী ভাষায় যে সব কবিতা লিখতেন সেগুলিকে সংশোধন করে দিতেন তিনি। প্রতিদিন সান্ধ্যভোজে রাজার সঙ্গে দার্শনিক আলোচনায় তিনি ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আবার তিনি একটা ভুল করে ফেললেন। ফলে রাজার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেল তাঁর।

পরবর্তী দুটি বছর ভলতেয়ার ফরাসীদের সীমান্তবর্তী জার্মানীর নানান শহরে ঘুরে বেড়ালেন ; এবং বেশ আনন্দেই। ভেবেছিলেন ফ্রান্সে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ আসবে তাঁর। কিন্তু ফ্রান্সের তদানিন্তন রাজা পঞ্চদশ লুই-এর মাথাটা ছিল একটু নিরেট। এই ভয়ংকর প্রতিভাধর মানুষটিকে স্বরাজ্যে ফিরে আসার অনুমতি দিতে সাহস হলো না তাঁর। এর ফলে তিনি জেনেভায় এসে পৌঁছলেন। একটি চমৎকার পরিবেশে একটি বাড়ি কিনলেন তিনি ; ঠিক করলেন সেখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন। এখানে তিনি বাস করেছিলেন তেইশ বছর ; এবং খুবই আনন্দে। স্বাধীন পরিবেশে একটি নতুন মানুষের জন্ম হলো। তাঁর জীবনের এই অংশটাই ছিল সব চেয়ে সুখের। এইখানেই কাঁদিদের মত বিশ্বপরিক্রমা ক'রে এসে তিনি চাষ আবাদ শুরু করলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, 'এইটিই হচ্ছে মানুষের সত্যিকার জীবন।' গাছপালা লাগানো আর মাটিতে ফসল উৎপাদন করাই হচ্ছে মানুষের সত্যিকারের ধর্ম। ফরাসী চাষীদের দুঃখ যে কোথায় তা তিনি বুঝতে পারলেন ; এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্যে তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। স্থানীয় অঞ্চলে চেষ্টা করে কিছুটা কর লাঘব করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন বটে ; কিন্তু সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ করতে তিনি পারলেন না। এই সময়েই তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন ; সেটির

নাম The Man with Forty crowns (১৭৬৭)। পরবর্তী সময়ে বিপ্লবীরা এই পুস্তিকাটিকে তাদের পাঠ্য পুস্তকহিসাবে ব্যবহার করতো।

ধীরে ধীরে বার্ধক্য এসে উপস্থিত হলো; কিন্তু মানসিক শক্তি তাঁর তখনও দুর্বল হয় নি। জীবনে তাঁর একটি শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল প্যারিশে ফিরে আসার। পঞ্চদশ লুই-এর মৃত্যু হওয়ায় সেপথ তাঁর পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল; ১৭৭৮ সালে তিনি প্যারিশের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর শেষ নাটক Irene তখন সেখানকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। বিজয়গর্বে প্যারিশে ফিরে এলেন তিনি। প্যারিশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীরাই একজোটে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। তাঁর সম্বর্ধনায় থিয়েটার থিয়েটারে তাঁর নাটকগুলি অভিনীত হ'তে লাগলো। অ্যাকাদমীর কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। তারপরে লিখতে-লিখতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন (১৭৭৮)।

মৃত্যুর সময় একটা সন্দেহ তাঁর ছিল। সেটি হচ্ছে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে। তিনি নিজে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। এইটিই ছিল তাঁর ধর্ম; কিন্তু 'স্বভাব ধর্মের' [ Natural religion ] কাছেই নিজেকে অবনত করেছিলেন তিনি; অর্থাৎ সমাজ-নীতি—সব যুগের সব মানুষের কাছে যা এক এবং অবিসংবাদিত। তিনি মনে করতেন মানুষের ইতিহাসকে যে ধর্মটি বিপর্যস্ত করেছে সেটি হচ্ছে 'অলৌকিক ধর্ম'। তাঁর মধ্যে এটি ছিল অভিশাপ। এই ধর্ম শিখিয়েছিল মানুষকে 'বিশ্বাস করাতে', তাদের 'ন্যায়পরায়ন' হতে শিক্ষা দেয় নি। তিনি বারবার একটি কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করার জন্যে ধর্মের প্রয়োজন হয় না। এই উদার মতবাদের জন্যেই তিনি নাস্তিক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন; এবং নাস্তিকদের মরদেহ সেযুগে কুকুরের মৃতদেহের মত গর্তে ফেলে দেওয়া হতো। অন্তিম লেপনের জন্যে তিনি একটা অপসরফায় আসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু একজন উদ্ধত যাজক তাঁকে বললেন তার জন্যে জীবনে তিনি যত পাপ করেছেন সেগুলিকে স্বীকার করতে হবে। এই ভয়েই তিনি পিছিয়ে এলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর মৃতদেহকে যথারীতি শহরের বাইরে একটি অখ্যাত স্থানে কবর দেওয়া হলো। কোনো শোকযাত্রা হলো না, দেখানো হলো না কোনো সম্মান। তের বছর পরে ফ্রান্সের বিপ্লবী জনসাধারণ তাদের পিতাকে চিনতে পারলো। শহরতলি থেকে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর অস্থিগুলি নিয়ে আসা হলো প্যারিশে, সমাধিস্ত করা হলো প্যানথিয়নে। যে ব্যাসটিল কারাগারে তিনি অন্তরীণ ছিলেন সম্মান দেখানোর জন্যে তারই ধ্বংস-স্তুপের কাছে একবার মাত্র নামানো হলো শাবাধারটিকে। বিশ্বের একটি মহান প্রতিভা নির্বাপিত হলো।

সুনীলকুমার ঘোষ

# জাদিক

অথবা,

# ভাগ্য

## একটি প্রাচ্যদেশীয় ইতিহাস

ZADIG;

or,

FATE

An

ORIENTAL HISTORY

( ১৭৪৮ )

### স্বীকৃতি

[ আমি, লেখক, শিক্ষিত ব'লে সুনাম অর্জন করেছি। উদ্ভাবন করার মত মানসিক দক্ষতাও আমার যথেষ্ট রয়েছে। আমি এই পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি। আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, রচনাটি আমার যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেক করেছে। কেবল তাই নয়; রচনাটি আমার পড়তে খুবই ভালো লেগেছে। এর একটি নীতি রয়েছে; দার্শনিক তত্ত্বও কিছু আছে এর মধ্যে। এমন কি, যারা রোমান্স পছন্দ করে না এই কাহিনীটি পড়ে তারাও আনন্দ পাবে! সেইজন্যে, আমিও এটিকে নিন্দা করেছি; এবং, এটি যে একটি জঘন্য রচনা সেবিষয়ে কাদি-লেকয়রকেও আমি নিশ্চিন্ত করেছি। ]

# সুলতানা শেরাহ্‌র কাছে জাদিক গ্রন্থটির উৎসর্গপত্র

## পত্রলেখক ঃ সাদি

**মাস শিওয়াল : তারিখ আঠারো ; সাল হিজিরা আটশো সাঁইতিরিশ**

নয়নের মণি আপনি, আপনার কথা ভাবলেই মনটা কেমন যেন হু হু ক'রে ওঠে। আপনি হলেন মনের দ্যুতি। আপনার পদধূলি লেহন আমি করব না ; কারণ, কোনোদিনই আপনি পৃথিবীর বুকে পদচারণা করেন না ; করলেও, করেন কেবল ইরানের কার্পেটের বুকে, অথবা, গোলাপ-বিছানো পথের ওপর দিয়ে। একটি গ্রন্থের অনুবাদ আমি আপনাকে উৎসর্গ করছি। গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রাচীন কালের একজন ঋষি। করার মত কোনো কাজ হাতে না থাকায় মহা আরামে তিনি দিন কাটাতেন। সেই সময়েই নিছক চিত্তবিনোদনের জন্যে জাদিকের কাহিনীটি রচনা করেছিলেন তিনি। কাহিনীটির ভেতর দিয়ে লেখক যা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী বলা হয়েছে। এই গ্রন্থটি পড়ার আর ভালোভাবে অনুধাবন করার জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, বর্তমানে যদিও আপনি যুবতী, এবং বিশ্বে যতরকম আমোদ আর প্রমোদ রয়েছে সে সবই আপনার বক্ষোলগ্ন, যদিও আপনি সুন্দরী, এবং আপনার অপরূপ গুণাবলী থাকার জন্যে সেই সৌন্দর্য আরও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে—যদিও সন্ধ্যে থেকে সকাল পর্যন্ত সকলেই আপনার প্রশংসায় মুখর,—আর এই সব কারণেই সহজ, সাধারণ সাংসারিক জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা না থাকার অধিকার আপনার রয়েছে, তবু বিচার-বিবেচনায় আপনি অভ্রান্ত ; রুচিটিও আপনার বেশ মনোরম। লম্বা দাড়িওয়ালা আর ছুঁচোল পাগড়ীধারী বৃদ্ধ দরবেশদের চেয়েও আপনি যে নির্ভুল-ভাবে তর্ক করতে পারেন সেকথা আমি শুনেছি। আপনি বিচক্ষণ, সন্দেহপ্রবণা নন। আপনি কোমল ; কিন্তু দুর্বলা নন। নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরে নির্ভর ক'রে আপনি অপরকে দয়া করেন। বন্ধুদের আপনি ভালোবাসেন, শত্রুবৃদ্ধি করেন না। অপবাদের তীক্ষ্ন শায়ক থেকে আপনার বুদ্ধি কোনোদিনই তার মোহিনী শক্তি আহরণ করে নি। যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, কারও দুর্নাম আপনি করেন না ; অথবা, আপনার কাছ থেকে ক্ষতি হয় না কারও। এক কথায়, আমার ধারণা, আপনার দেহের সৌন্দর্যের মত আত্মাটিও আপনার সুন্দর এবং নির্মল। তা ছাড়া, দর্শনশাস্ত্রে আপনার যে জ্ঞান রয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্যেই

আমার মনে হয়, এই শ্রদ্ধাই বিজ্ঞের রচনাটি পড়ে আপনার স্বগোত্রীয়ারা যে আনন্দ পাবেন তার চেয়ে বেশী আনন্দ পাবেন আপনি।

কাহিনীটি প্রথমে লেখা হয়েছিল ক্যালডী ভাষায়। সে-ভাষা আপনিও জানেন না, আমিও জানি নে। পরে, সুপ্রসিদ্ধ সুলতান আওলাগ-বেগের চিত্তবিনোদনের জন্যে এটিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই সময়ে আরব আর পারস্য দেশের মানুষেরা 'সহস্র এক রজনী', 'সহস্র এক দিন' ইত্যাদি লিখতে শুরু করে। জাদিকের কাহিনী পড়তে আওলাগের ভালো লাগতো; কিন্তু তাঁর বেগমরা বেশী ভালোবাসতেন 'সহস্র এবং এক' পড়তে।

বিজ্ঞ আওলাগ তাঁদের জিজ্ঞাসা করতেন: জাদিকের কাহিনীর চেয়ে এই সব অর্থহীন গালগল্পগুলো তোমাদের এত ভালো লাগে কী করে?

সুলতানারা উত্তর দিতেন: সেই জন্যেই তো ভালো লাগে।

আপনি যে আপনার এই সব পূর্ববর্তিনী সুলতানাদের মত নন একথা ভেবে নিজেই আমি গর্ব অনুভব করছি। আপনি হচ্ছেন একেবারে আসল আওলাগ। আমি এ-আশাও করি যে এই গ্রন্থটির সাধারণ কথোপকথনগুলি প'ড়ে, যেগুলির সঙ্গে 'সহস্র এবং একে'র কোনোই পার্থক্য নেই, একটু কম মুখরোচক এই যা, আপনি যখন পরিশ্রান্ত বোধ করবেন তখন সামান্য সময়ের জন্যে আপনাকে কিছু যুক্তিসংগত আলোচনা শোনানোর সম্মান আমি অর্জন করব। আপনি যদি ফিলিপের পুত্র আলেকজান্দারের সমসাময়িক থালেসট্রিস হতেন, আপনি যদি সলোমনের সময়ে শেবার রাণী হতেন তাহলে সেইসব নরপতি আপনার দরবারে উপস্থিত হতেন আপনার দর্শনপ্রার্থী হয়ে।

স্বর্গীয় শক্তিবর্গের কাছে আমি প্রার্থনা করছি আপনার আনন্দের মধ্যে যেন কোনো ভেজাল না থাকে, আপনার সৌন্দর্য যেন চিরকাল অম্লান থাকে, আপনার সুখের জোয়ারে কোনোদিন যেন ভাটার টান না পড়ে।

সাদি

## প্রথম পরিচ্ছেদ

### এক চক্ষুহীন

রাজা মোয়াবদারের রাজত্বকালে, ব্যাবিলনে জাদিক নামে একটি যুবক বাস করতেন। প্রকৃতি তাঁকে একটি সুন্দর স্বভাব দিয়েছিলেন। শিক্ষা সেই স্বভাবকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছিল। তাঁর ঐশ্চর্য ছিল, আর ছিল যৌবন। তা সত্ত্বেও, নিজের প্রবৃত্তিকে কোনোদিনই তিনি উচ্ছৃংখল হ'তে দেন নি; তাঁর আচার-ব্যবহারকে কলুষিত করার সুযোগ দেন নি কাউকে। মানুষের প্রতিটি কাজকে কঠোর নীতির বাটখারায় কোনোদিনই তিনি ওজন করেন নি। মানুষের যে একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা রয়েছে মানুষকে বিচার করার সময় সেকথাটা সব সময় তিনি মনে রাখতেন। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে সত্যিকার বিদ্যা এবং বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও, যে সব ঢক্কানিনাদ, অর্থহীন এবং অধিকাংশ সময় দুর্বোধ্য আর মূর্খ আলোচনা, হঠকারী অপবাদ, এবং কুৎসিৎ ঠাট্টা-তামাসা সেকালে ব্যাবিলনে কথোপকথনের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকৃত হতো তাদের একটিকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। জারোয়াসটারের প্রথম বইটি পড়ে তিনি একটি নীতি শিক্ষা করেছিলেন। তারই ফলে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আত্মপ্রেম হচ্ছে একটি ফুটবলের মত। বাতাস দিয়ে ওটা ফাঁপানো থাকে। ওর পেটে একটা কাঁটা ফুটিয়ে দিলেই ঝড়ের মূর্তিতে সেই হাওয়া হু হু ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নারী-জাতিকে তিনি যে জয় করে ফেলেছিলেন তা নিয়ে কোনোদিনই তিনি কোনো দম্ভ প্রকাশ করেন নি; অথবা, নারীদের সম্বন্ধে কোনো কুৎসিৎ ধারণাকেই প্রশ্রয় দেন নি তিনি। উদার প্রকৃতির মানুষ বলতে যা বোঝা যায় তিনি ছিলেন সেই রকম। অকৃতজ্ঞ মানুষকেও সাহায্য করতে কোনোদিন তিনি দ্বিধা করেন নি। জারোয়াসটারের সেই মহতী বাণীটি সব সময় তাঁর মনের মধ্যে লেখা থাকতো: 'কুকুররা যদি তোমাকে কামড়িয়েও দেয় তবু খাওয়ার সময় তাদের দিকে কিছু খাবার ছুঁড়ে দিয়ো।' মানুষের পক্ষে যতটা বিজ্ঞ হওয়া সম্ভব ততটা বিজ্ঞই তিনি ছিলেন; কারণ, বিজ্ঞদের সঙ্গেই সব সময় তিনি থাকতে চাইতেন। প্রাচীন ক্যালডিয়ানদের বইগুলি তিনি ভালোভাবে পড়েছিলেন। সে-যুগে প্রকৃতি-দর্শন বলতে যা বোঝা যেত তার নীতিগুলি বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন তিনি। মেটাফিজিক্স অর্থাৎ অধিবিদ্যা সম্বন্ধে সব যুগের মানুষের যে জ্ঞান রয়েছে সেটুকু জ্ঞান তাঁর ছিল। অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই সামান্য; নেই বললেই ভালো হয়। তবু,

সে-যুগের নতুন দর্শনশাস্ত্রকেও তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তিনশ পঁয়ষট্টি দিন আর ছ' ঘণ্টায় এক বছর হয়; আর সূর্যই হচ্ছে এই বিশ্বের কেন্দ্র। কিন্তু সে-যুগের প্রধান বিজ্ঞ মানুষটি রুক্ষ মেজাজ আর ঘৃণ্য উন্নাসিকতা দেখিয়ে যখন তাঁকে বললেন যে এই সব ভুয়ো কথা বিশ্বাস ক'রে তিনি একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলেছেন; এবং সূর্য তার নিজের কক্ষপথে ঘুরছে আর বারোটি মাস নিয়ে একটি বছর তৈরি হয়েছে—এই সব কথা বিশ্বাস ক'রাটা দেশদ্রোহীতা, তখন তিনি বিনীতভাবে বশংবদের মত নিজের মুখটা বন্ধ ক'রে রাখলেন।

জাদিকের অর্থ ছিল প্রচুর। তারই ফলে, তাঁর বন্ধুও জুটেছিল অনেক। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ভালো স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, আর বিশুদ্ধ মন। কোনো বিষয়েই বিশেষ বাড়াবাড়ি করতেন না তিনি। তাঁর হৃদয় ছিল সরল, আর সেই সঙ্গে মহৎ। এই সব কারণেই তিনি ভেবেছিলেন জীবনে সহজেই তিনি সুখী হবেন, এবং ভেবে বেশ আনন্দই পেয়েছিলেন। তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন সেমিরাকে। রূপ, বংশ আর সৌভাগ্য—সব দিক থেকেই পাত্রী হিসাবে ব্যাবিলনে সেমিরা ছিল প্রথম শ্রেণীর রমণী। এই মহিলাটিকে তিনি সত্যিকার ভালোবাসতেন; তাঁর প্রেমকে স্বর্গীয় বলা যায়। আর মহিলাটিও খুবই ভালোবাসতেন তাঁকে। সব সময় তার মন আঁকুপাঁকু করতো তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্যে। শুভ মিলনের মুহূর্তটি প্রায় তাঁদের এগিয়ে এলো। এই সময়ে ব্যাবিলনের একটি তোরণের দিকে একদিন তাঁরা বেড়াতে যাচ্ছিলেন; ইউফ্রেটিস নদীর তীর ধরে পাম গাছের ছায়ায়-ছায়ায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। এমন সময় তাঁরা দেখতে পেলেন কতকগুলি লোক অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। এরা ছিল সেই দেশের মন্ত্রীর ভাইপো যুবক অরকানের অনুচর। তার কাকার চেলারা তোয়াজ ক'রে-ক'রে তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে একেবারে ঢোল বানিয়ে তুলেছিল। ফলে, তার ধারণা হয়েছিল যে যে-কোন কাজই করার অধিকার তার রয়েছে। আর তার জন্যে তাকে কোনো শাস্তি পেতে হবে না। জাদিকের গুণ অথবা লাবণ্য কোনোটাই তার ছিল না। অথচ, সে ভাবতো, জাদিকের চেয়ে তার গুণ রয়েছে অনেক বেশী। পাত্র হিসাবেও সে যোগ্যতর। সুতরাং, তাকে নাকচ ক'রে সেমিরা যে জাদিককে পছন্দ করেছে এই দেখে সে খুবই ক্ষেপে উঠেছিল। দম্ভ থেকেই তার মনে এই হিংসার সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেইজন্যেই তার মনে হলো সেমিরাকে সে খুব ভালোবাসে। তাকে না পেলে সে আর বাঁচবে না। লোকগুলি এসেই ধরে ফেললো সেমিরাকে। কিছুটা ধস্তাধস্তি হলো; ফলে, আঘাত পেল সেমিরা, তার দেহ থেকে রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই করুণ দৃশ্য দেখলে ইমস পাহাড়ের বাঘেদের হৃদয়ও গলে যেতো। আর্তনাদে গগণ বিদীর্ণ করল সেমিরা; চিৎকার ক'রে বলল:

প্রিয় স্বামী ! আমি যাকে পুজো করি তার কাছ থেকে এরা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ।'

নিজের বিপদের কথা গ্রাহ্য না ক'রে মহিলাটি জাদিকের দুর্ভাগ্য নিয়ে বেশী চিন্তিত হলো । এদিকে জাদিক সাহস আর প্রেমের বলে বলীয়ান হয়ে বীরের মত শত্রুদের সঙ্গে লড়তে লাগলেন । মাত্র দুটি ক্রীতদাসকে নিয়ে আক্রমণকারীদের তিনি তাড়িয়ে দিলেন । তারপরে, সেমিরার রক্তাক্ত দেহটাকে বয়ে নিয়ে এলেন । চোখ দুটো খুলে সেমিরা উদ্ধারকর্তার দিকে তাকিয়ে বলল—'ও জাদিক, আগে তোমাকে আমি ভালোবাসতাম ভাবি স্বামী হিসাবে । এখন তোমাকে আমি ভালোবাসি আমার সম্মান আর জীবনের রক্ষাকর্তা হিসাবে ।

এই কথা বলতে গিয়ে সেমিরার হৃদয় যে রকম কেঁপে উঠেছিল সেরকম ভাবে আর কোনোদিন আর কারও হৃদয় কাঁপে নি । আর কোনো সুন্দরীর মুখ থেকে তার প্রেমাস্পদের জন্যে প্রেমের এই চরম ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় নি, নায্য উচ্ছ্বাসের এত কোমল কাকলি শোনা যায় নি কোনোদিন ।

সেমিরা আঘাত পেয়েছিল খুবই সামান্য । ঘা শুকোতে বেশী দেরি হয় নি তার । সেই তুলনায় জাদিকের আঘাত ছিল অনেক বেশী বিপজ্জনক । একটা তীর তাঁর চোখের মধ্যে অনেক দূর ঢুকে গিয়েছিল । প্রেমিককে সুস্থ করার জন্যে প্রার্থনা ক'রে সেমিরা ঈশ্বরকে একেবারে তিতিবিরক্ত করে তুলছিল । প্রেমিকের জন্যে তার দুটি চোখ থেকে অনবরত জল গড়িয়ে পড়তো । কবে জাদিকের চোখ-দুটির সঙ্গে তার চোখ দুটির মিলন হবে সেই আশাতে সে দিন গণতো । কিন্তু জাদিকের চোখের ওপরে যে স্ফোটকটি গজিয়েছিল সেইটিই সবাইকে বিব্রত করেছিল বেশী । প্রখ্যাত চিকিৎসক হারমিসের কাছে মেমফিসে অনতিবিলম্বে একটি লোককে পাঠানো হলো । অনেক সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে হাজির হলেন চিকিৎসক । রোগীকে দেখে তিনি বললেন—রোগীর একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাবে । কোন্ দিন এবং ঠিক কটার সময় তাঁর চোখটি নষ্ট হবে সে-সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি ।

যাওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন—এটা ডান চোখ হলে আমি সহজেই সারাতে পারতাম ; কিন্তু বাঁ চোখের ক্ষত কোনোদিনই সারে না ।

জাদিকের এই দুর্ভাগ্যে সমস্ত ব্যাবিলন শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল ; হারমিসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের তারিফ করলো সবাই । দু'দিনের মধ্যে আপনা থেকেই ফোঁড়াটা ফেটে গেল । সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি । বাঁ চোখটি সারা যে উচিত হয় নি এটা প্রমাণ করার জন্যে হারমিস একটা বই লিখে ফেললেন । সে-বই জাদিক পড়েন নি । কিন্তু বাইরে বেরোনার মত শক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেমিরার বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন তিনি । কারণ, তারই মধ্যে জাদিকের সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত হয়ে ছিল । একমাত্র তাকে দেখার জন্যেই তো জাদিক তাঁর চোখ দুটি

ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। তিন দিন হলো সেমিরা তাদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। সেই চমৎকার মহিলাটি জনসমক্ষে প্রচার করে দিয়েছিল যে কানা লোকদের দেখলে তার গা ঘিন ঘিন করে। রাস্তায় এই সংবাদটি তাঁর কানে গেল। তিনি আরও শুনতে পেলেন যে তার আগের দিনই সেমিরা অরক্যানকে বিয়ে করেছে। এই শুনে জাদিক মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দুঃখে তিনি প্রায় মর-মর হয়ে পড়লেন। অনেক দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত, পার্থিব বিচার-বুদ্ধিই তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলো। এমন কি, ভাগ্যের এই কঠোর বিপর্যয়ও কিছুটা সান্ত্বনা দিল তাঁকে।

তিনি বললেন—রাজদরবারের শিক্ষায় শিক্ষিতা একটি মহিলার খামখেয়ালের জন্যে আমাকে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। এবার সাধারণ একটি নাগরিকের কন্যাকে বিয়ে করার কথা অবশ্যই আমাকে ভাবতে হবে।

এই রকম একটি কন্যা হচ্ছে অ্যাজোরা। পার্থিব জ্ঞান ছিল তার যথেষ্ট। শহরের মধ্যে সেরা একটি বংশে তার জন্ম। অ্যাজোরাকে তিনি বিয়ে করলেন; এবং, বেশ আনন্দের সঙ্গেই মাস খানেক সংসার করলেন তার সঙ্গে। সামান্য একটু চপলতা ছাড়া তার অন্য কোনো খুঁতই জাদিকের চোখে ধরা পড়ে নি। অ্যাজোরার বিশ্বাস ছিল সুন্দর চেহারার যুবকরাই হচ্ছে সব চেয়ে বুদ্ধিমান আর সৎ প্রকৃতির।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### নাক কাটার পরিকল্পনা

এক দিন সকালে, ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বাইরে থেকে বাড়ীতে ফিরে এল অ্যাজোরা। বাড়ীতে ফিরে সোরগোল তুলে চারপাশ কাঁপিয়ে তুললো!

এই দেখে, জাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—প্রিয়তমে, কী হল তোমার? এমন কী ঘটেছে যার ফলে তোমার মেজাজটা এত বিগড়ে গেল?

সে বলল—হায়, হায়! আমি এইমাত্র যা দেখে এলাম তা যদি তুমি দেখতে তাহলে, তোমার মেজাজও এই রকমই বিগড়ে যেতো। সদ্যবিধবা যুবতী কোসরোকে সমবেদনা জানানোর জন্যে আমি গিয়েছিলাম। দু'দিনের মধ্যে সে তার যুবক স্বামীর কবরখানার ওপরে একটা স্তম্ভ তৈরি করেছে। এই মাঠের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা বয়ে গিয়েছে তারই পাশে এই সমাধিস্তম্ভ। ভয়ানক দুঃখের জ্বালায় চিৎকার করতে-করতে সে ঈশ্বরের কাছে দিব্যি গালছিল এই বলে যে যত দিন নদীটা সেই স্তম্ভের পাশ দিয়ে বয়ে যাবে ততদিন সে সেইখানে টানা বসে থাকবে।

জাদিক বললেন—এই থেকে বোঝা যায় যে নারী হিসাবে তার আর জোড়া নেই। স্বামীকে সে সত্যি-সত্যিই ভালোবাসতো। তার ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নেই।

অ্যাজোরা বলল—হায় কপাল ! আমি যখন তার কাছে গেলাম তখন সে কী করছিল তা যদি তুমি দেখতে !

কী করছিল, প্রিয়তমে ?

নদীর স্রোতটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল ।

এই বলেই সেই বিধবা যুবতীটিকে লক্ষ্য ক'রে, সে এত তীব্র এবং দীর্ঘ ভর্ৎসনা করতে লাগলো যে জাদিক স্ত্রীর সতীপনার সোচ্চার প্রকাশ দেখে খুশি তো হলেনই না, বরং, কিছুটা বিরক্ত হলেন ।

জাদিকের একটি বন্ধু ছিল । তার নাম ক্যাডর । যে সব যুবকদের ভেতরে তাঁর স্ত্রী অন্য সকলের চেয়ে বেশী সততা আর গুণ লক্ষ্য করেছিল ক্যাডর ছিল তাদের মধ্যে এক জন । প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে জাদিক তাকে নিজের একজন বিশ্বাসী অনুচর করে নিলেন । ক্যাডরও তাঁর আস্থাভাজন হলো । একটি বান্ধবীর সঙ্গে অ্যাজোরা শহরের বাইরে দিন দুয়েকের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিল । তৃতীয় দিনে বাড়ীতে ফিরে এল সে । কাঁদতে-কাঁদতে চাকররা তাকে জানাল যে আগের দিন রাত্রিতে তাঁর স্বামী হঠাৎ মারা গিয়েছেন ; কিন্তু, এই শোকার্ত বার্তা তাঁকে জানাতে তারা সাহস করে নি । বাগানের ধারে পূর্বপুরুষদের যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেইখানে তাঁর মৃতদেহটিকেও কবর দিয়ে এইমাত্র তারা ফিরে আসছে । এই শুনে অ্যাজোরা কী কান্নাই না কাঁদল ! শুধু চোখের জলই ফেলল না, নিজের মাথার চুল ছিঁড়ল, এবং প্রতিজ্ঞা করল যে সেও স্বামীর সঙ্গে কবরের মধ্যে প্রবেশ করবে । সন্ধ্যেবেলায় ক্যাডর এল ; সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তার অনুমতি চাইল ! তার পাশে বসে এক সঙ্গে কাঁদিল । পরের দিন তাদের কান্নার আবেগ কিছুটা কমল ; তারা একসঙ্গে ভোজন করল । ক্যাডর তাকে জানাল যে তার বন্ধু তাঁর সম্পত্তির বেশীর ভাগ অংশ তাকে দিয়ে গিয়েছেন ; এবং সেই সম্পত্তি তার সঙ্গে ভোগ করার সুযোগ পেলে সে খুবই আনন্দিত হবে । এই শুনে মহিলাটি কাঁদল. আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করল ; অবশেষে ধাতস্থ হল । দিনের বেলায় তারা এক সঙ্গে আহার করত বটে, কিন্তু রাত্রির আহারটা তাদের অনেকক্ষণ ধরেই চলত । এখন তারা আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ করতে লাগল । মৃতের প্রশংসাই করল অ্যাজোরা ; কিন্তু এও স্বীকার করল যে তাঁর দোষও ছিল অনেক—ক্যাডরের সে-সব দোষ নেই ।

রাত্রিতে খাওয়ার সময়, বুকে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বলে চিৎকার করে উঠল ক্যাডর । এই দেখে খুবই অস্থির হয়ে পড়ল অ্যাজোরা । তাকে সেবা করার চেষ্টায় যত রকমের সুগন্ধ দ্রব্য ছিল সব আনাল । তাদের কোন-না-কোনটাতে তার যন্ত্রণার উপশম হ'তে পারে এই ভেবে সেগুলি সে তার দেহে ঘষতে শুরু করল ; প্রখ্যাত চিকিৎসক হারমিস যে তখন ব্যাবিলনে ছিলেন না এই জন্যে সে

হায়-হায় করতে লাগলো। দেহের যে অংশে ক্যাডরের সেই অনবদ্য যন্ত্রণাটি হচ্ছিল সেই জায়গায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্যে নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করতেও সে পিছিয়ে আসে নি।

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল—এই দারুণ যন্ত্রণা কি প্রায় আপনার হয়?

ক্যাডর বলল—মাঝে-মাঝে মনে হয় আমি মারা যাব। এই যন্ত্রণা কমানোর ওষুধ একটিই রয়েছে; সেটি হচ্ছে সম্প্রতি মারা যাওয়া কোন পুরুষমানুষের নাক। যেখানে যন্ত্রণা হচ্ছে সেইখানে যদি নাকটা ঘষে দেওয়া যায় তাহলে, যন্ত্রণাটা এখনই কমে যাবে।

অ্যাজোরা বলল—অদ্ভুত ওষুধ তো!

সে বলল—এক ঝোলা সুগন্ধী দ্রব্য নিয়ে আরনল্ট নাকি মৃগীরোগ সারাতেন; এ ওষুধ তার চেয়ে বেশী অদ্ভুত নয়।

এই যুক্তি, আর সেই সঙ্গে যুবকটির গুণবত্তা, অবশেষে মহিলাটিকে মনোস্থির করতে বাধ্য করল।

সে বলল—অবশ্য, গত জীবনের জগৎ থেকে আগামী জীবনের জগতে প্রবেশ করার পথে আমার স্বামী যখন চিনাভার পোল পেরিয়ে যাবেন তখন প্রথম জীবনের চেয়ে দ্বিতীয় জীবনে তাঁর নাকটা একটু ছোট হওয়ার জন্যে স্বর্গদূত অ্যাসরেল নিশ্চয় তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াবেন না।

এই বলে, একটা ক্ষুর নিয়ে সে তাঁর স্বামীর কবরখানায় হাজির হল; চোখের জলে ভিজিয়ে দিল তাঁর সমাধিস্তম্ভ! দেখলো, কবরখানার মধ্যে জাদিক লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন। নাকটা কাটার জন্যে অ্যাজোরা তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, এক হাতে নাকটা চিপে আর এক হাত দিয়ে ক্ষুরটাকে সরিয়ে দিয়ে ঝটপট দাঁড়িয়ে উঠলেন জাদিক; তারপরে বললেন—ভদ্রে, যুবতী কসরোর বিরুদ্ধে অত জোরে বিষোদ্গার করো না। আমার নাক কাটার আর ক্ষুদে নদীর গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা একই। •

---

* সেই সময়ে ব্যাবিলনে আরনল্ট নামে একজন বাস করতো। সরকারী কাগজপত্রে তার বিজ্ঞাপন দেখে বোঝা যায় যে তার কাঁধ থেকে ঝোলানো ছোট একটা ব্যাগ দিয়ে সে সমস্ত রকম মৃগী রোগ বন্ধ করতো আর মৃগীরোগীকে নীরোগ করতো।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# কুকুর ও ঘোড়া

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জাদিক বুঝতে পেরেছিলেন যে বিয়ের প্রথম মাসটি হচ্ছে, জেনড-এর গ্রন্থে-ও সেই রকমই লেখা রয়েছে, মধুচন্দ্রিমার ; আর দ্বিতীয় মাসটি হচ্ছে তিক্ত সোমরাজ-চন্দ্রিমার মত। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন অ্যাজোরার সংগে বাস করা কঠিন। তাই তাকে পরিত্যাগ করে প্রকৃতির গবেষণার মধ্যে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করলেন জাদিক।

তিনি বললেন—দার্শনিকের চেয়ে কেউ সুখী হতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের চোখের সামনে যে বিরাট গ্রন্থটি স্থাপন করেছেন তিনি সেই গ্রন্থটি পাঠ করেন। যে সত্য তিনি সংগ্রহ করেন সেটি তাঁর নিজস্ব। সেই সত্য দিয়ে নিজের পুষ্টি সাধন করেন তিনি, উন্নত করেন নিজের আত্মাকে। শান্তিতে বেঁচে থাকেন তিনি। মানুষের কাছ থেকে তিনি নির্ভয়। তাঁর প্রেমময়ী পত্নী নাক কাটার জন্যে এগিয়ে আসবেন না।

এই সব ধারণার বশবর্তী হয়ে, ইউফ্রেতিস নদীর ধারে একটি গ্রাম্য বাড়ীতে এসে তিনি বাস করতে লাগলেন। সেখানে গিয়ে পোলের নিচে প্রতিটি সেকেন্ডে ক' ইঞ্চি জল বয়ে যাচ্ছে সে-হিসাব তিনি করলেন না, অথবা 'মেষ মাসের চেয়ে ইঁদুর মাসে' কত কিউবিক ইঞ্চি জল বেশী পড়লো তা গণনা করার জন্যেও তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন না। মাকড়শার জাল থেকে সিল্ক অথবা ভাঙা বোতল থেকে সুন্দর-সুন্দর চীনামাটির বাসন তৈরী করার কথাও স্বপ্নেও ভাবলেন না তিনি। গাছপালা আর জীবজন্তুর আচার-ব্যবহারগুলিই তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন ; এবং এরই ফলে, তিনি যে জ্ঞানলাভ করলেন তা থেকে বুঝতে পারলেন যে অন্য-লোকেরা যাদের মধ্যে এতদিন কেবল ঐক্যই লক্ষ্য করে এসেছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য অনৈক্য ছাড়া আর কিছু নেই।

একদিন একটি ছোট বনের কাছে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন রানীর একটি খোজা তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে কয়েকজন রাজকর্মচারী। দেখে মনে হলো তারা বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কী করবে ঠিক করতে না পেরে, ওদিকে-এদিকে ছোটাছুটি করছে তারা। তাদের হাবভাব দেখে মনে হবে একটা খুব মূল্যবান সম্পত্তি তারা যেন হারিয়ে ফেলেছে ; আর সেইটাই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

প্রথম খোজাটি জিজ্ঞাসা করল—যুবক, রানীর কুকুরটিকে আপনি দেখেছেন ?

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জাদিক উত্তর দিলেন—ওটা তো কুকুরী—কুকুর নয়।

প্রথম খোজাটি বলল—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

জাদিক বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাদের—খুব ছোট মেয়ে স্প্যানিয়েল। সম্প্রতি তার বাচ্চা হয়েছে। সামনের বাঁ পা-টা একটু খুঁড়িয়ে চলে; তার কান দুটো বেশ লম্বা।

আশায় দম বন্ধ হয়ে এল প্রথম খোজার। সে বলল—আপনি তো তাহলে তাকে দেখেছেন।

জাদিক বললেন—না, দেখিনি। রানীর যে একটা মেয়ে-কুকুর রয়েছে তাই আমি জানতাম না।

ঠিক সেই সময়ে, দুর্ভাগ্যের একটি চালও বলা যেতে পারে, ব্যাবিলনের একটি প্রান্তরে সহিসের হাত থেকে একটা ঘোড়া ছিটকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজার আস্তাবলে যত ঘোড়া ছিল এটি হচ্ছে তাদের মধ্যে সেরা। প্রধান খোজাটি মেয়ে কুকুরটার সন্ধানে যে-রকম আগ্রহ আর ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটছিল, ঠিক তেমনিভাবে ঘোড়াটির পেছনে প্রধান শিকারী আর অন্যান্য রাজপুরুষরাও ছুটতে লাগলো। রাজার অশ্ববরটিকে পাশ দিয়ে ছুটে যেতে দেখেছেন কিনা সেই কথাটা প্রধান শিকারী জাদিককে জিজ্ঞাসা করল।

জাদিক বললেন—রাজার আস্তাবলে ওই ঘোড়াটি হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুতগামী। ঘোড়াটা হচ্ছে পাঁচফিট উঁচু, ছোট-ছোট খুর। তার ন্যাজটা হচ্ছে সাড়ে তিন ফিট লম্বা। তার মুখের লাগামে যে মোটা পেরেক আঁটা রয়েছে সেটা সোনার। ওজন তার তেইশ ক্যারেট। তার জুতোগুলো হচ্ছে রুপোর—ওজন, এগার পেনিওয়েট [ দুশ চৌষট্টি গ্রেন ]।

প্রধান শিকারী জিজ্ঞাসা করল—কোন্ দিকে সে গেল? ঘোড়াটা কোথায়?

জাদিক উত্তর দিলেন—আমি তাকে দেখি নি; তার কথাও শুনিনি কখনও।

জাদিকই যে রাজার ঘোড়া আর রানীর মেয়ে-কুকুরটিকে চুরি করেছেন সেবিষয়ে প্রধান শিকারী আর প্রথম খোজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেইজন্যে তারা মহান দেশতারহামের আদালতে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। অতীতে রাশিয়ায় অপরাধী বা ভূমিদাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে যে চাবুক ব্যবহৃত হতো বিচারকেরা তাঁকেও সেই দণ্ডে দণ্ডিত করলেন। এই শেষ নয়। ঠিক হলো চাবুক মারার পরে, বাকি জীবনটা তাঁকে সাইবেরিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শাস্তির এই রায় বেরোতে-না-বেরোতেই, ঘোড়া আর মেয়ে কুকুরটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। শাস্তিটা এবারে মকুব করতে হবে এই ভেবে বিচারকেরা বেশ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়লেন। কিন্তু 'দেখেও, দেখেন নি' এই মিথ্যা ভাষণের জন্যে, তাঁরা জাদিকের জরিমানা করলেন। তার পরিমাণ হচ্ছে চারশ আউন্স সোনা। এই জরিমানা

দিতে হলো তাঁকে। এর পরে, মহান দেশতারহামের বিচারসভাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ তাঁকে দেওয়া হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি এই কথাগুলি বললেন—

'হে ন্যায়পরতার নক্ষত্রমণ্ডলী, আপনারা হচ্ছেন জ্ঞানের আকর, সত্যের প্রতিবিম্ব; আপনাদের ভার হচ্ছে সীসের মত; আপনাদের হৃদয় সিংহের চেয়ে কঠোর; আপনাদের দ্যুতি হচ্ছে হীরের মত; সোনার অনেকগুলি গুণই আপনাদের হৃদয়কে মহিমান্বিত করেছে: এই মহতী সভায় কিছু বলার অনুমতি আমি পেয়েছি। ওরমুজের নামে দিব্যি ক'রে বলছি, মহারানীর সম্মানিতা মেয়ে-কুকুরটিকে অথবা রাজাধিরাজের পবিত্র অশ্বটিকেও আমি দেখিনি। আসল কথাটা আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি: ছোট বনের দিকে আমি বেড়াতে যাচ্ছিলাম। সেইখানেই পরে সম্মানিত খোজা মহাশয় আর প্রথিতযশা প্রধান শিকারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বেড়াতে-বেড়াতে আমি লক্ষ্য করলাম বালির ওপরে একট জানোয়ারের পায়ের ছাপ পড়েছে। আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম ওগুলি হচ্ছে ছোট একটা কুকুরের। ছোট-ছোট বালির ঢিপির ওপরে থাবার যে সব ছাপ দেখলাম তাদের মাঝখানে অল্প লম্বা দাগ পড়েছিল। এই থেকেই বেশ বুঝতে পারলাম যে জানোয়ারটা হচ্ছে একটা মাদি কুকুর। এই কুকুরটির স্তনাগ্রভাগ ঝুলছিল বলেই বোঝা গেল যে সামান্য কয়েক দিন আগেই কুকুরটার বাচ্চা হয়েছে। ভিন্ন জাতীয় কয়েকটি চিহ্ন আমার চোখে পড়লো। জানোয়ারটির সামনের পা দুটির ছাপ যেখানে যেখানে পড়েছে তাদের কাছে-কাছে বালির আস্তরণ সামান্য একটু ঘষে গিয়েছে। এই থেকে প্রতীয়মান হলো যে কুকুরটার কান দুটো লম্বা। বালির ওপরে একটা পায়ের ছাপ কিঞ্চিৎ অগভীর বলেই বুঝতে পারলাম মহামহিমান্বিতা মহারানীর কুকুরটি কিঞ্চিৎ খঞ্জ,—অবশ্য এই শব্দটি ব্যবহার করার অনুমতি যদি আপনারা আমাকে দেন।

'এবারে রাজাধিরাজের অশ্ববরের কথাটা আমি বলছি। অনুগ্রহ ক'রে আপনারা অবধান করুন। বনের মধ্যে আমি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সেই সময়ে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন আমার চোখে পড়লো। এই চিহ্নগুলির দূরত্ব সমান। আমি নিজের মনেই বললাম, এ ঘোড়া না হয়ে যায় না। এ-ঘোড়াটা চমৎকার ছোটে। বনপথটি সংকীর্ণ, সাত ফুটের বেশী চওড়া নয়। রাস্তার মাঝখান থেকে সাড়ে তিনফুট দূরে যে গাছগুলি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের ধুলোও সামান্য ঝরে গিয়েছিল। আমি বললাম—ঘোড়াটার ন্যাজ হচ্ছে সাড়ে তিন ফুট লম্বা। সেই ন্যাজটা ডান আর বাঁ পাশে নাড়া দেওয়ার ফলে গাছ থেকে কিছু কিছু ধুলো ঝরে পড়েছে। আরও একটা জিনিস আমার নজরে পড়লো। ওখানে একটা কুঞ্জবন ছিল। সেখানে যে গাছগুলি ছিল তাদের উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ফুটের কাছাকাছি। সেখানে দেখলাম, ডালগুলির সব পাতাই সদ্য ঝরে পড়েছে। এই থেকে আমি ধরে নিলাম যে ঘোড়াটি

নিশ্চয় ডালগুলি স্পর্শ করেছে ; ঘোড়াটা তাহলে পাঁচফুটই উঁচু হবে। আর লাগামের যে অংশটা ঘোড়ার মুখের মধ্যে ছিল সেটা নিশ্চয় তেইশ ক্যারেট সোনার ; কারণ, সেই লাগামটা একটা পাথরের গায়ে ঘর্ষন করেছিল। সেই পাথরটা যে স্পর্শমণি তা আমি জানি ; পরীক্ষা করেও দেখেছি। এক কথায়, আর এক জাতীয় পাথরের ওপরে তার খুরের যে দাগ পড়েছিল তা থেকেই আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে সেই খুরগুলি রুপো দিয়ে বাঁধানো ; আর সেই রুপো হচ্ছে উন্নত মানের।'

জাদিকের এইরকম তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আর গভীর বিচারবুদ্ধি দেখে বিচারপতিরা খুবই প্রশংসা করলেন তাঁর। এই বক্তৃতার সংবাদ রাজা এবং রানীর কানে গিয়ে পেঁছিল। আশেপাশে চারধারে, ঘরে, বাইরে এবং মন্ত্রীসভায় সর্বত্র এক কথা—জাদিক আর জাদিক। প্রাচীন পুরোহিতরা চেয়েছিলেন যাদুকর হিসাবে তাঁকে পুড়িয়ে মারাই উচিৎ ; তথাপি যে চারশ আউন্স সোনা জরিমানা হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, রাজা তাঁর কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন সেই সোনা তাঁকে ফিরিয়ে দিতে। সেই চারশ আউন্স সঙ্গে নিয়ে রেজিষ্ট্রার, অ্যাটর্নী আর পেয়াদার দল বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে জাদিকের বাড়ীতে হাজির হলো তাঁকে তাঁর সোনা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। বিচার করতে যে খরচা হয়েছিল সেইজন্যে তারা কেবল কেটে নিল তিনশ আঠানব্বুই আউন্স ; বাকিটা তাদের অনুচরেরা মজুরী হিসাবে দাবি করল তারা।

বেশী জানাটা মাঝে-মাঝে কত ভয়ঙ্কর রকমের বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় জাদিক তা দেখতে পেলেন। সেইজন্যে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন এই রকম অবস্থায় ভবিষ্যতে পড়লে তিনি সব কিছু অস্বীকার করবেন।

অচিরেই সেই রকম একটি সুযোগ এল। একজন রাজবন্দী জেল ভেঙে জাদিকের জানালার পাশ দিয়ে পালিয়ে গেল। জাদিককে জেরা করা হল। কোনো উত্তর দিলেন না তিনি ; কিন্তু তিনি যে জানালা থেকে পলাতক বন্দীটির দিকে তাকিয়েছিলেন সেকথা প্রমাণিত হলো। এই অপরাধের জন্যে তাঁর জরিমানা হলো পাঁচশ আউন্স সোনা ; এবং ব্যাবিলনের রীতি অনুসারে, বিচারকদের এই অন্যায় বিচারের জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হলো তাঁদের।

নিজেকে নিজে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন—হায় ভগবান ! যে বনের ভেতর দিয়ে রানীর মাদী কুকুর আর রাজার ঘোড়া গিয়েছে সেখানে বিচরণ করা কতই না বিপজ্জনক ! জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা সতিই দুর্ভাগ্যজনক ! এ-জীবনে সুখী হওয়া কতই না দুরূহ !

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ছিংসুটে মানুষ

দুর্ভাগ্যের কোপে পড়ে তাঁর যে ক্ষতি হয়েছিল সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে জাদিক ঠিক করলেন এবার থেকে তিনি দর্শন পড়বেন এবং সৎ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেবেন জীবন। ব্যাবিলনের বাইরে একটি বাড়ী নিয়ে তিনি সেটিকে ভালোভাবে সাজালেন; ভদ্রলোকের উপভোগ্য সমস্ত কারু আর চারুশিল্পের সমাবেশ করলেন সেখানে, ব্যবস্থা করলেন রুচিসম্মত আমোদপ্রমোদের। সকালে, শিক্ষিত মানুষদের জন্যে তাঁর পাঠাগারের দরজা খুলে রাখা হল। সন্ধ্যায়, তাঁর খাওয়ার টেবিলের চারপাশে সৎ মানুষেরা জমায়েত হতেন। কিন্তু এই বিজ্ঞজনেরা যে কী রকম বিপজ্জনক অতিথি সেকথা তিনি অচিরাৎ বুঝতে পারলেন। গ্রিফিন ভোক্ষণ করা নিষিদ্ধ—এই বলে জোরোয়াস্টারের যে একটি নীতি ছিল একদিন সে-ই নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল তর্ক বাঁধলো।

তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বললেন—গ্রিফিন বলে কোন জন্তুর যদি অস্তিত্বই না থাকে তাহলে তা ভোক্ষণ করতে তিনি নিষেধ করেছেন কেন?

অন্য সবাই বললেন—জোরায়াস্টার যখন নিষেধ করেছেন তখন এরকম জন্তু অবশ্যই রয়েছে।

দুটি বিবদমান দলকে সমঝোতায় আনতে পারলে জাদিক খুশিই হতেন। তাই তিনি বললেন—গ্রিফিন ব'লে যদি কোন জন্তু থাকে তাহলে আমাদের তা ভোক্ষণ করা উচিত নয়; যদি না থাকে, আমরা সম্ভবত তাকে ভোক্ষণ করতে পারবো না। অর্থাৎ, থাক আর না থাক, জরোয়াস্টারকে আমরা মেনে চলবো।

সেখানে একটি বিজ্ঞ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। গ্রিফিনের গুণাগুণ নিয়ে তিনি তেরটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া, যাঁরা আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। এই শুনে তিনি তাড়াতাড়ি একজন মহাযাজকের কাছে জাদিকের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। এই মহাযাজকের নাম হচ্ছে যেবোর। তিনি ছিলেন একজন আকাট মূর্খ। আর সেইজন্যে ব্যাবিলনের অধিবাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে গোঁড়া। সূর্যের পুজো করার জন্যে জাদিককে তিনি জবাই করতে পারতেন; আর তারপরেই বেশ খুশি মনে জোরোয়াস্টারের লেখা ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করতেন। বন্ধু ক্যাডর [একশ পুরোহিতের চেয়ে একটি বন্ধুর দাম অনেক বেশী] যেবোরের কাছে গিয়ে বলল—

-সূর্য এবং গ্রিফিনরা দীর্ঘজীবি হোক। সাবধান, জাদিককে শাস্তি দেওয়ার

চেষ্টা করবেন না। তিনি হচ্ছেন সাধু ব্যক্তি। তাঁর ঘরের ভেতরের উঠোনে অনেক গ্রিফিন রয়েছে ; কিন্তু তিনি তাদের ভোক্ষণ করেন না। তাঁকে যে অভিযুক্ত করেছে সে একজন নাস্তিক। শশকদের খুর যে খণ্ডিত, আর তারা যে নোংরা প্রাণী নয় একথা সে প্রচার করতে ভয় পায় না।

যেবোর তাঁর নেড়া মাথায় ঝাঁকনি দিয়ে বললেন ঃ গ্রিফিনের সম্বন্ধে অবজ্ঞার সংগে চিন্তা করেছে জাদিক ; আর একজন শশকদের সম্বন্ধে অসম্মানের কথা বলেছে। ওদের দুজনকে আমাদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।

একটি সম্মানিত মহিলার সাহায্যে ব্যাপারটাকে সে চুপ করিয়ে দিল। এই মহিলার গর্ভে তার একটি সন্তান জন্মেছিল, এবং প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের সম্বন্ধে মহিলাটির আগ্রহও ছিল খুব বেশী। ফলে, কারও প্রাণদণ্ড হলো না। এই উদারতার জন্যে বিজ্ঞ যাজকমণ্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ সোচ্চার প্রতিবাদ জানাল ; এবং, এই অবিচারের জন্যে ব্যাবিলনের পতন হবে বলে তারা ভবিষ্যদ্বাণী করল।

জাদিক বললেন—কিসের ওপরে মানুষের সুখ নির্ভর করে ? পার্থিব সব কিছুই আমাকে বিপদে ফেলছে : এমন কি যে-সব জিনিসের অস্তিত্ব নেই, তারাও।

শিক্ষিত ব্যক্তিদের তিনি অভিসম্পাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে সৎ সংসর্গ ছাড়া আর কোনো সংসর্গে তিনি মিশবেন না।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সব চেয়ে গুণবান ব্যক্তি আর ব্যাবিলনের সব চেয়ে সুন্দরী মহিলাদের নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের ঘরে মজলিস বসালেন তিনি। তাদের কাছে তিনি সুখাদ্য সরবরাহ করলেন। প্রায় প্রতিটি ভোজের আগে ব্যবস্থা করলেন সুসংগীত পরিবেশন করার। সেই সভা ভদ্র আলোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কেমন ক'রে বুদ্ধি আর শিক্ষার বিকৃতিকে বর্জন করতে হয় এই সব আলোচনা থেকেই তিনি সব বুঝতে পেরেছিলেন। এই বিদগ্ধ আলোচনার মাধ্যমেই বুদ্ধি আর শিক্ষার ব্যভিচারকে সমূলে বিনষ্ট করা যায় ; এবং এই প্রচেষ্টার ফলে এমন একটি সুন্দর মজলিস একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। বন্ধু-নির্বাচন অথবা খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর কোনো দম্ভ প্রকাশ পায় নি। কারণ, সব ক্ষেত্রেই, ছায়ার চেয়ে কায়াকেই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। আর এই সবের মাধ্যমে তিনি যে সম্মান অর্জন করলেন সেই সম্মানের জন্যে তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না।

তাঁর বাড়ীর ঠিক উলটো দিকে একটি লোক বাস করতো। তার নাম অরিমেজেস। তার মুখের চেহারা ছিল বিকৃত : কিন্তু তার মনটা যে কতটা বিকৃত ছিল তা তার মুখের আদল দেখে বোঝা যেতো না। অপরের হিংসায় তার মনটা সব সময় জ্বলতো। দম্ভে সে ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। সবার ওপরে লোকটা ছিল একেবারে বিরক্তিকর। জগতে কোনো কাজেই সে সফল

হতে পারেনি ; তাই পৃথিবীর সব কিছুকে অভিসম্পাৎ দিয়ে সে তার মনের ঝাল মেটাতো। তার অর্থ ছিল বটে : কিন্তু স্তাবক ছিল না। সন্ধ্যার সময় জাদিকের বাড়ীর দরজায় সম্মানিত অতিথিদের গাড়ীর চাকার যে শব্দ হতো তাতেই সে হিংসায় জ্বলে যেতো। তাঁর প্রশংসা শুনে সে আরও বেশী রেগে উঠতো। সে মাঝে-মাঝে জাদিকের বাড়ী যেতো ; এবং তার উপস্থিতি সকলের কাছে অবাঞ্ছনীয় আর অপ্রীতিকর হলেও, ভোজের আসরে সে বসে থাকতো। হার্পিদের* স্পর্শে যে কোন ভোজ্যদ্রব্য যেমন নষ্ট হয়ে যায় তার উপস্থিতিতেও তেমনি সুধীবৃন্দের বিদগ্ধ আলোচনা কলুষিত হতো। একদিন সে ঠিক করলো একটি মহিলাকে ভোজ দিয়ে সে আপ্যায়িত করবে। কিন্তু সেই মহিলাটি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ না ক'রে জাদিকের বাড়ীতে গেলেন তাঁর সঙ্গে নৈশ ভোজন করতে। আর একবার রাজসভায় সে জাদিকের সঙ্গে কথা বলছিল এমন সময় সেই রাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী সোজাসুজি জাদিকের সামনে গিয়ে তাঁকে নৈশভোজের জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন ; অথচ তাকে নিমন্ত্রণ করলেন না।

অতৃপ্ত ঘৃণার পেছনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সত্যিকার কোনো যুক্তি থাকে না। হিংসুটে ব'লে লোকটি ব্যাবিলনে কুখ্যাত ছিল। জাদিককে সবাই বলতো সুখী। তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে সেই হিংসুটে লোকটি উঠে প'ড়ে লাগলো।

কারও ক্ষতি করার সুযোগ দিনে অনেক বার আসে ; কিন্তু ভালো করার সুযোগ আসে বছরে একবার—এই কথাই বিজ্ঞ জোরোয়াস্টার বলে গিয়েছেন।

এক দিন দুজন বন্ধু এবং একটি মহিলার সঙ্গে জাদিক তাঁর বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। এই মহিলাটিকে লক্ষ্য ক'রে তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন ; কিন্তু সেই কথাগুলি কেবল বলার জন্যেই বলা ; তাদের মধ্যে সত্যিকার কোনো তাৎপর্য থাকতো না। এমন সময় সেই হিংসুটে লোকটি জাদিকের সঙ্গে দেখা করতে এল। নানারকম আলোচনা করতে-করতে যুদ্ধের কথা এসে পড়লো। এই যুদ্ধটি হয়েছিল হিরকানিয়ার সামন্ত রাজার সঙ্গে। সেই যুদ্ধে ব্যাবিলনের রাজাধিরাজ সম্প্রতি জয়লাভ করেছিলেন। যুদ্ধটি ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই যুদ্ধে জাদিক রাজাধিরাজের বীরত্বের খুবই প্রশংসা করলেন ; কিন্ত তার চেয়ে বেশী প্রশংসা করলেন সেই মহিলার। তিনি তাঁর ছোট খাতাটি বার করে গড়গড় ক'রে চারটি ছত্র লিখে সেই সুন্দরীকে পড়তে দিলেন। কবিতাটি দেখানোর জন্যে তাঁর বন্ধুরা অনুরোধ করলেন ; কিন্ত তাঁর বিনয়, অথবা, সুনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রেম, তাঁর বন্ধুদের সেই অনুরোধ নাকচ করে দিল। তিনি জানতেন—যাকে উদ্দেশ্য করে মুখে-মুখে

*গ্রিফিন—একরকম কল্পিত প্রাণী, মাথাটা ঈগলের মত, দেহ সিংহের মত।
হার্পি—একরকম উপকথার রাক্ষস। এদের মুখ আর দেহ নারীর মত, ডানা আর লেজ শকুনের মত।

কবিতা রচনা করা হয় একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ সেই কবিতাকে পাঠযোগ্য বলে বিবেচনা করে না। সেইজন্যে খাতার যে পাতায় তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন সেই পাতাটিকে দু'টুকরো ক'রে তিনি গোলাপ ফুলের বনে ছুঁড়ে দিলেন। তাঁর বন্ধুরা বৃথাই সেগুলি খুঁজে বেড়ালো। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হতেই সকলে ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হলো। বাগানে রইলো কেবল সেই হিংসুটে লোকটি। সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল কবিতাটি। শেষ পর্যন্ত কবিতাটির একটা টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে সে বাগান থেকে চলে এলো। কবিতার কাগজটাকে এমনভাবে ছেঁড়া হয়েছিল যে এক একটি ভাগ থেকেই এক একটা অর্থ বোঝা যেতো। মনে হবে, সেটি 'মিনি' কবিতা। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সেই হিংসুটে মানুষটি যে টুকরোটি কুড়িয়ে পেয়েছিল তার মধ্যে লেখা কবিতার সেই ক্ষুদ্র ছত্রগুলির মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছিল সেটি হচ্ছে রাজার বিরুদ্ধে বিষম ক্ষতিকর মন্তব্য। ছত্রগুলি হচ্ছে ঃ

পাপের দরবারে
তাঁর রাজমুকুট ঋণী ;
শান্তির সংসারে
শত্রুর শিরোমনি।

হিংসুটে লোকটি জীবনে সেই প্রথম খুসী হলো। একটি ধার্মিক আর গুণবান মানুষকে ধ্বংস করার সুযোগ এখন সে পেয়েছে। শয়তানের আনন্দে আত্মহারা হয়ে জাদিকের নিজের হাতে লেখা সেই বিদ্রূপতম কবিতাটি সে রাজার কাছে পেশ করলো। ফলে, জাদিক, সেই মহিলা এবং তাঁর দুটি বন্ধু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

বিচার তাড়াতাড়ি শেষ হলো রাজার। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ জাদিক পেলেন না। শাস্তি গ্রহণ করার জন্যে যখন তিনি যাচ্ছিলেন সেই সময়ে সেই হিংসুটে লোকটি তাঁর পথরোধ করে বেশ চিৎকার করে বলল যে তাঁর কবিতাটি একেবারে জঘন্য হয়েছে। ভালো কবি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্যতা তাঁর যে নেই জাদিক তা জানতেন ; কিন্তু তাঁকে যে রাজদ্রোহীতার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এটা বুঝতে পেরেই তিনি আতংকিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই মহিলা এবং তাঁর বন্ধু দুটিও যে বিনা অপরাধে তাঁর সঙ্গে দন্ড পেয়েছেন এই দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন আরও বেশী। তাঁর হাতের লেখা থেকেই তাঁর মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছিল এই জন্যে স্বপক্ষে কিছু বলার অনুমতি তিনি পান নি। ব্যাবিলনের আইন এইরকম ছিল। তাঁকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। বিরাট দর্শকদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। তাঁর জন্যে কেউ আহা উহু করার সাহস পেলো না ; তিনি একটি আত্মপ্রসাদ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন কিনা জানার জন্যে বিপুল জনতা তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তাঁর আত্মীয়স্বজনরাই

কেবল শোকে অস্থির হয়ে উঠলো ; কারণ, তাঁর মৃত্যুর ফলে, তাঁর সম্পত্তি তাদের হাতে যে যাবে না তা তারা বুঝতে পেরেছিল। তাঁর সম্পত্তির তিন ভাগের দুভাগ রাজ তহবিলে বাজেয়াপ্ত হলো ; একভাগ দেওয়া হলো সেই হিংসুকটিকে।

জাদিক যখন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় রাজার টিয়াপাখি খাঁচার ভেতর থেকে উড়ে জাদিকের বাগানের গোলাপ বাগিচার ওপরে গিয়ে বসলো। পাশের গাছ থেকে একটা পিচ ফল বাতাসের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়েছিল একটা লেখা কাগজের ওপরে। টিয়াপাখি কাগজশুদ্ধ সেই পিচ ফলটি তুলে নিয়ে রাজার হাঁটুর ওপরে রেখে দিল। বিশেষ কৌতূহলী হয়ে রাজা সেই কাগজটি তুলে নিয়ে নিলেন ; লেখাটা পড়লেন ; কোনো অর্থ উদ্ধার করতে পারলেন না ; মনে হলো, ছত্রগুলি অন্য কয়েকটি ছত্রের শেষ অংশ। তিনি নিজে কবিতা ভালোবাসতেন ; এবং কবি-প্রকৃতির রাজার কাছ থেকে কিছু করুণা আশা করাটা অযৌক্তিক নয়।

জাদিকের খাতার ছেঁড়া পাতায় যে কবিতাংশটি লেখা ছিল রানীর সেকথা মনে ছিল। সেই অংশটি তিনি আনালেন। দুটি অংশকে তাঁরা মিলিয়ে দেখলেন ; একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। তাঁরা তখন জাদিকের লেখা পুরো কবিতাটি পড়লেন :

স্বেরাচারীদের উল্লাস পাপের দরবারে ;
বদান্যতার কাছে তাঁর রাজমুকুট ঋণী ;
মিলনের আর শান্তির সংসারে,
প্রেমই হচ্ছে শত্রুর শিরোমণি।

জাদিককে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করলেন ; সেই সঙ্গে নির্দেশ দিলেন সেই মহিলাটিকে আর জাদিকের দুটি বন্ধুকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্যে। রাজা এবং রানীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালেন জাদিক ; তিনি ওরকম খারাপ একটি কবিতা লিখেছেন সেই জন্যে বিনীতভাবে তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ; এবং তাঁদের কাছে তিনি এমন বুদ্ধিদীপ্ত এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন যে তাঁরা তো পরম প্রীত হলেনই ; অধিকন্তু তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যমান মনে ক'রে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন, এবং নিজের সততা আর বিশ্বাবত্তায় তাঁদের আরও মুগ্ধ করলেন। সেই হিংসুটে লোকটির সমস্ত সম্পদ তাঁরা তাঁকে দান করলেন। কিন্তু জাদিক সব সম্পত্তি তাকেই ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য, এর জন্যে হিংসুটে লোকটির কোনো আনন্দ হলো না : মনে হলো, নিজের সম্পত্তি সে নিজেই রক্ষা করতে পেরেছে বলে খুশি হয়েছে। দিন দিন জাদিকের ওপরে রাজার শ্রদ্ধা বাড়লো। তাঁর সমস্ত আনন্দের আয়োজনে জাদিককে তিনি নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন ; এবং রাজ্য পরিচালনায় যুক্তি করতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে। সেই দিন থেকে রানীও তাঁর ওপরে

এত কূপাদৃষ্টিপাত করতে লাগলেন যে একদিন সেটি রানীর নিজের কাছে, তাঁর মহামহিম স্বামী রাজার কাছে, জাদিকের কাছে এবং সমগ্র রাজত্বের কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। জাদিক ভাবতে লাগলেন—জীবনে সুখী হওয়াটা দুরূহ বলেই মনে হয়েছিল তাঁর ; কিন্তু আসলে তা নয়।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## উদার রাজা

বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে জাতীয় উৎসব পালন করার সময় এগিয়ে এলো। এই উৎসবটি হতো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর। ব্যাবিলনের রীতি ছিল, নাগরিকদের মধ্যে যাঁরা সব চেয়ে মহৎ কাজ করবেন পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর তাঁদের নাম ঘোষণা করা। শহরের অভিজাত সম্প্রদায় এবং পুরোহিতরা বিচারক থাকতেন। রাজ্যপালের ওপরে ভার ছিল তাঁর শাসনাধীন এলাকার মধ্যে যাঁরা সব চেয়ে মহৎ কাজ করবেন রাজ্য তালিকায় তাঁদের নাম প্রকাশ করা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে প্রথম স্থান পাবেন তা ঠিক হতো ভোটের মাধ্যমে। ফল ঘোষণা করতেন সম্রাট নিজে। পৃথিবীর শেষ সীমান্ত থেকে মানুষরা আসতো এই উৎসব দেখতে। মহামান্য সম্রাটের হাত থেকে বিজয়ী মূল্যবান পাথরে খচিত একটি সোনার কাপ গ্রহণ করতেন। ঠিক সেই সময় মহারাজ নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্রটি পাঠ করতেন :

'আপনার উদারতার জন্যে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করুন ; এবং ঈশ্বর যেন আপনার মত অনেক প্রজা আমাকে দান করেন।'

সেই স্মরণীয় দিনটি উপস্থিত হলো। সিংহাসনে এসে বসলেন সম্রাট। তাঁর চারপাশে পারিষদবর্গ ; এবং পুরোহিত সম্প্রদায়। যে উৎসবে গুণের দ্বারাই গৌরব অর্জিত হয়, দ্রুতগামী অশ্ব বা শারীরিক দক্ষতার ওপরে যা নির্ভর করে না, নানা রাজ্যের প্রতিনিধিরা এলেন সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্যে। এই অমূল্য পুরস্কার পাওয়ার যাঁরা যোগ্য প্রথম রাজ্যপাল তাঁদের বিভিন্ন কার্যাবলীর বিবরণ দাখিল করলেন। যে উদারতার সঙ্গে জাদিক সেই হিংসুটে মানুষটিকে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেই কথাটা সেই তালিকার মধ্যে ছিল না ; কারণ, এই কাজটিকে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় নি।

তিনি প্রথমে নাম পড়লেন একটি বিচারকের। ইনি ভুল ক'রে কোনো একটি নাগরিককে শাস্তি দিয়েছিলেন। ফলে, তাকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছিল। পরে সে নির্দোষ প্রতিপন্ন হওয়ায়, তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে বিচারক স্বেচ্ছায় তাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন। সেই সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে নাগরিকটির যতটা ক্ষতি হয়েছিল ঠিক ততটা।

তারপরে, যার নামটি তিনি পড়লেন সে হচ্ছে একটি যুবক। সে একটি যুবতীকে ভালোবেসেছিল ; এবং তাকেই বিয়ে করতে যাচ্ছিল। সে দেখলো তার একটি বন্ধুও সেই যুবতীটিকে ভালোবাসে ; তাকে না পাওয়ায় সে মৃতপ্রায় হয়েছিল। এই দেখে সেই যুবকটি বন্ধুর হাতে তার প্রেমিকাকে অর্পণ করল, এবং যুবতীটির সমস্ত সম্পত্তি-ও দিয়ে দিল তাকে।

শেষ কালে তিনি নাম করলেন একটি সেনানীর। হিরকেনায়েনের যুদ্ধে এই সেনানীটি মহৎ উদারতার একটি শ্রেষ্ঠ নজির স্থাপন করেছিল। একদল শত্রু তার রক্ষিতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই দেখে তাকে রক্ষা করার জন্যে সে শত্রুদের সংগে লড়াই করছিল। ঠিক সেই সময় সে খবর পেল যে একটু দূরে, আর একদল শত্রু তার মাকে নিয়ে পালাচ্ছে। এই শুনে, কাঁদতে-কাঁদতে রক্ষিতাকে ছেড়ে মাকে রক্ষা করার জন্যে সে ছুটে গেল। অবশেষে সে যখন তার প্রেমিকার কাছে ফিরে এল তখন সে প্রায় মর-মর হয়ে পড়েছে। এই দেখে সেনানীটি নিজের বুকে তরোয়ালটা বসিয়ে দিতে যাবে এমন সময় সেই উন্মত্তের মত কাজ করতে যাওয়ার জন্যে তার মা তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। এই বলে তিনি অভিযোগ করলেন যে সে আত্মহত্যা করলে তাঁর ভরণপোষণ করার আর কেউ থাকবে না। এই শুনে বেঁচে থাকার মত সাহস হয়েছিল সেনানীটির।

বিচারকেরা ঠিক করলেন সেনানীটিকেই প্রথম পুরস্কার দেবেন। কিন্তু আলোচনার সূত্র টেনে নিয়ে রাজা বললেন :

'সেনানী এবং অন্য দুজনের কাজ নিঃসন্দেহে মহৎ ; কিন্তু তাদের মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই। গতকাল জাদিক যা করেছেন তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কয়েক দিন আগে আমার প্রিয় মন্ত্রী কোরেবকে আমি পদচ্যুত করেছিলাম। তার কাজে ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে আমি তিক্ত ভাষায় তিরস্কার করেছিলাম। আমার সভাসদেরা একবাক্যে স্বীকার করলেন যে আমি তার সংগে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছি। কোরেবকে কত কুৎসিৎ কথা বলতে পারে তাই নিয়ে তাদের মধ্যে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। কোরেবের সম্বন্ধে জাদিকের অভিমত কী সেকথা তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তার কাজ শুধু সমর্থনই করলেন না, তার কাজের প্রশংসা করলেন। নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে সমস্ত সম্পত্তি দান করেছেন এমন অনেকের নাম আমাদের ইতিহাসে আমি পড়েছি ; অথবা, মায়ের জন্যে প্রেমিকাকে বর্জন করেছেন এমন মানুষও আমাদের দেশে দুর্লভ নয় ; কিন্তু এর আগে আমি এমন একজন সভাসদেরও নাম শুনিনি যিনি রাজার আস্থা হারিয়েছে এমন কোনো মন্ত্রীকে সমর্থন করেছেন। যাঁদের মহৎ কাজগুলি এইমাত্র ঘোষিত হলো তাঁদের প্রত্যেককে আমি কুড়ি হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিচ্ছি ; কিন্তু কাপটি আমি দিচ্ছি জাদিককে।'

জাদিক বললেন—'মহারাজ, অনুগ্রহ ক'রে অবধান করুন। এই কাপ পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র আপনারই রয়েছে। আপনি সত্যিই এমন একটি কাজ করেছেন যেকাজ আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেন নি ; সে কাজ অতুলনীয়। মহা-পরাক্রমশালী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও, সামান্য একজন যখন আপনার কাজের প্রতিবাদ করতে ধৃষ্টতা দেখিয়েছিল তখন আপনার সেই দাসানুদাসের ওপরে আপনি বিরক্ত হন নি।'

রাজা এবং জাদিক দুজনকে সবাই প্রশংসা করল। যে বিচারক তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তাঁর মক্কেলকে দান করেছিলেন, যে প্রেমিকটি তাঁর প্রেমিকাকে তাঁর বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যে সেনানীটি তাঁর প্রেমিকার নিরাপত্তার চেয়ে মায়ের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই রাজার পুরস্কার গ্রহণ করলেন ; মহৎ ব্যক্তিদের তালিকায় তাঁদের নাম লেখা হলো ; তাও তাঁরা দেখলেন। জাদিক পেলেন কাপ ; সৎ ব'লে সুনাম অর্জন করলেন রাজা ; কিন্তু এই সুনাম বেশী দিন জাদিকের কপালে সইলো না। আইনে যেটুকু নির্ধারিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে উৎসব চললো ; এশিয়ায় সেই স্মৃতি অনেক দিন মানুষের মনে জেগে রইলো।

জাদিক বললেন—'অবশেষে আমি এখন সুখী'।

কিন্তু তিনি মারাত্মক ভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## জাদিক মন্ত্রি হলেন

প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, রাজা জাদিককে সেই পদে অভিষিক্ত করলেন। এই নির্বাচনকে স্বাগত জানালেন ব্যাবিলনের মাহিলারা ; কারণ, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এমন তরুণ যুবক আর কোনোদিনই প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন নি। কিন্তু এই নির্বাচনে বিরক্ত হলে পারিষদবর্গ ; হিংসায় ভরে গেলো তাদের মন। বিশেষ ক'রে সেই হিংসুটে লোকটি রেগে কাঁই হয়ে গেল। রাগের চোটে তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো ; নাকটা তার ফুলে একেবারে ঢোল হয়ে গেল। তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করার জন্যে জাদিক রাজা এবং রানীকে ধন্যবাদ জানালেন ; সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন টিয়াপাখিটিকে।

তিনি বললেন—'আহা, কী সুন্দর পাখি তুমি ! আমার জীবনই কেবল যে তুমি রক্ষা করেছো তা নয়, আমাকে প্রধান মন্ত্রীও করেছো। রানীর মাদী কুকুর আর রাজার ধেড়ে ঘোড়াটা আমার অনেক ক্ষতি করেছে। কিন্তু তুমি আমার

অনেক উপকার করেছো। নশ্বর মানুষদের ভাগ্য কত সরু সুতোর ওপরেই না ঝুলছে! কিন্তু আমার এই সৌভাগ্য হয়ত শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

'শীঘ্রই'—টিয়াপাখিটিও সায় দিল তাঁর কথায়।

টিয়াপাখির কথা শুনে জাদিক কেমন যেন চমকে উঠলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ প্রকৃতি বিজ্ঞানী। টিয়াপাখিরা যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে নিজেকে তিনি তাড়াতাড়ি সামলিয়ে নিলেন; এবং প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করার জন্যে তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন।

অনুশাসনের পবিত্র ক্ষমতাকে যে মেনে চলতে হবে একথা সবাই বুঝতে পারলো; কিন্তু, প্রধান মন্ত্রীর ভারে কেউ নিজেকে ভারাক্রান্ত বলে মনে করল না। ঘরোয়া আলোচনার কণ্ঠ রুদ্ধ করলেন না তিনি; নির্দেশ দিলেন কেউ যেন তাঁর ভয়ে সত্য কথা বলতে দ্বিধা না করে। বিচার করার পরে তিনি যে রায় দিলেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত রায় নয়: আইনের অনুমোদিত রায়। সেই আইনের দেওয়া শাস্তি যখনই তাঁর কাছে কঠোর বলে মনে হয়েছে তখনই তিনি তা কমিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। যেখানে শাস্তির ব্যাপারে কোন আইন নেই সেখানে নিজের বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে তিনি এমন রায় দিয়েছেন যাকে নিঃসন্দেহে জোরোয়াস্টারের বিচার বলে চিহ্নিত করা যায়।

তাঁর নীতি ছিল একটি। এটিকে তাঁর বুদ্ধি অথবা বিজ্ঞতা যাহোক কিছু বলে আপনারা সনাক্ত করতে পারেন। তাঁর নিজের এবং অন্যান্য দেশের মানুষেরা এরই জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। সেই নীতিটি হচ্ছে: নিরপরাধী মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করার চেয়ে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কোনো দোষী যদি মুক্তি পায় সে-ও ভাল। তিনি মনে করতেন আইনের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা, আর তারা যাতে সামাজিক কোনো অপরাধ না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। মানুষ সব সময় সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে; সেই সত্যকে সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর প্রধান দক্ষতা। প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেই তাঁর এই বিরাট দক্ষতাটিকে তিনি কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। ব্যাবিলনের একজন বেশ ধনপতি সওদাগর ইনডিসে মারা যান। মেয়ের বিয়ের খরচ বাদ দিয়ে তাঁর যা কিছু থাকবে সেই সব সম্পত্তি তাঁর দুটি ছেলেকে সমান ভাবে তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়ে গেলেন, যে-ছেলে তাঁকে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসবে সে পাবে বাড়তি তিরিশ হাজার সোনার মোহর। বড় ছেলেটি তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি প্রস্তরবেদী নির্মাণ করল। ছোট ছেলেটি বোনের যা প্রাপ্য তার চেয়ে নিজের অংশ থেকে কিছুটা তাকে দান করল। সবাই বলাবলি করতে লাগলো, বড় ছেলেটি তার বাবাকে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসে; ছোট ভাই

ভালোবাসে তার বোনকে। সুতরাং, তিরিশ হাজার সোনার মোহর বড় ছেলেরই প্রাপ্য।

এক এক করে দুজনকেই ডেকে পাঠালেন জাদিক। বড়টিকে তিনি বললেন—তোমার বাবা মারা যান নি। শেষ অসুখ থেকে তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্যাবিলনে ফিরে আসছেন।

যুবকটি বলল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কিন্তু তাঁর সমাধি মন্দিরটি তৈরি করতে আমার অনেক খরচ হয়ে গিয়েছে।

ছোট ভাইটিকে ডেকে জাদিক সেই একই কথা বললেন।

ছোট ভাইটি বলল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বাবা ফিরে এলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে ফিরিয়ে দেব; কিন্তু বোনকে আমি যা দিয়েছি সেটা তিনি যদি ফিরিয়ে না নেন তাহলেই খুশি হব আমি।

জাদিক বললেন—তোমাকে কিছুই ফিরিয়ে দিতে হবে না। তুমিই তোমার বাবাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসো; সুতরাং, তিরিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমারই প্রাপ্য।

একটি বেশ সম্পদশালিনী যুবতী দুজন পারসী পণ্ডিতকে কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে ব'লে। কয়েক মাস ধরে দুজনের সঙ্গেই সে বেশ মেলামেশা করল; ফলে, সে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে দুজনেই তাকে বিয়ে করতে চাইলো।

যুবতীটি বলল—রাজ্যের একটি প্রজা বৃদ্ধি করার অবস্থায় যে আমাকে ফেলেছে আমি তাকেই বিয়ে করব।

একজন বলল ঃ ও কাজ আমার।

আর একজন বলল ঃ ওকাজ যে করেছে সে আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

যুবতীটি বলল ঃ ঠিক আছে। তোমাদের মধ্যে যে শিশুটিকে সব চেয়ে ভালো শিক্ষা দিতে পারবে তাকেই আমি আমার সন্তানের জনক ব'লে স্বীকার করে নেব।

যুবতীটি একটি সন্তান প্রসব করল। কে তাকে মানুষ করার ভার নেবে এই নিয়ে দুটি পুরোহিতের মধ্যে শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সমস্যার সমাধান করার জন্যে জাদিকের শরণাপন্ন হল তারা। জাদিক দুজনকে ডেকে পাঠালেন!

প্রথম লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ছাত্রকে আপনি কী শেখাবেন?

পণ্ডিতটি বলল—তাকে আমি বাক্যের শব্দবিন্যাস প্রণালী শেখাবো, তর্কবিজ্ঞান শেখাবো, শেখাবো জ্যোতির্বিজ্ঞান আর পিশাচবিদ্যা; বস্তু আর অবস্তু, বিমূর্ত আর মূর্ত বলতে কী বোঝায়, যাযাবরদের নীতি আর পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ঐক্য বলতে আমরা কী বুঝি তাও শেখাবো তাকে।

দ্বিতীয় পণ্ডিতটি বলল—আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি তাকে শেখাবো ন্যায়ধর্ম বলতে কী বোঝায়; সৎ মানুষদের উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে তাকে আমি গড়ে তুলবো।

জাদিক তখন একটু চিৎকার করেই বললেন—সন্তানের পিতা হোন বা না হোন, তার মাকে আপনিই বিয়ে করবেন।

মিডিয়াতে একটি সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ইরাক্স। তাঁর জন্ম হয়েছিল একটি সম্ভ্রান্ত বংশে। হৃদয়টাও তাঁর কলুষিত ছিল না। কিন্তু তাঁর বড় দম্ভ ছিল। আমোদপ্রমোদের দিকেও তাঁর ঝোঁকটা ছিল খুব বেশী। রাজসভায় প্রতিদিনই তাঁর বিরুদ্ধে একটা-না-একটা অভিযোগ আসতে লাগলো। কাউকেই তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না; কেউ সাহস পেতোনা তাঁর কথার বিরুদ্ধে কথা বলতে। ময়ূররাও তাঁর চেয়ে বেশী দাম্ভিক ছিল না; কপোতরাও তাঁর চেয়ে বেশী আমোদপ্রিয় ছিল না; কচ্ছপদের চেয়েও তিনি ছিলেন বেশী অলস। এই রাজাটিকে সংশোধন করার ভার নিলেন জাদিক।

তাঁর কাছে, মনে হল মহারাজের নির্দেশেই, জাদিক একটি দল পাঠালেন। সেই দলের মধ্যে ছিল একজন মূলগায়েন, বারো জনের একদল গাইয়ে, চব্বিশ জন বেহালাবাদক, একজন খানসামা, ছ'জন প্রধান পাচক, আর চারজন রাজকীয় গৃহ-স্থালীর তত্ত্বাবধায়ক। তাদের ওপরে নির্দেশ ছিল তারা যেন রাজাকে এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল না করে। মহারাজের নির্দেশ ছিল নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান-গুলি আক্ষরিক অর্থে প্রতিপালন করতে হবে—তাদের আর কোন রকমেই নড়চড় করা চলবে না। ফলে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়ালো ঃ

প্রথম দিন ইন্দ্রিয়পরবশ ইরাক্স-এর ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে মূল গায়েন তাঁর ঘরে ঢুকলো। তার পেছনে-পেছনে হাজির হলো গাইয়ে আর বেহালা বাজিয়েদের দল। ঝাড়া দুটি ঘণ্টা ধরে তারা একটানা গান ক'রে গেল; এবং তিন মিনিট অন্তর-অন্তর সেই সঙ্গীত লহরীর সঙ্গে একটিমাত্র ধুয়া চললো: 'আহা, গুণপনার শেষ নেই তাঁর। কী মহত্ত্ব, কী রাজমর্যাদা! আহা, প্রভু নিজেকে নিয়ে কতই না সন্তুষ্ট!'

এই সংগীত লহরী পরিবেশনের পরে, রাজগৃহস্থালীর একজন তত্ত্বাবধায়ক পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তাঁর কাছে একটি বক্তৃতা দিল। তাঁর যে গুণগুলির অভাব ছিল বক্তৃতায় সেইগুলিই সে তাঁর ওপরে আরোপ করল। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে, বাজনা বাজিয়ে ইরাক্সকে ভোজনঘরে নিয়ে যাওয়া হল। তিন ঘণ্টা ধরে ভোজন চললো। কথা বলার জন্যে তিনি মুখব্যাদন করা মাত্র, প্রথম তত্ত্বাবধায়কটি বলল—'মহারাজ, যথার্থ কথাই বলছেন!' রাজার মুখ থেকে চারটি শব্দ বেরোনোর আগেই দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়কটি বলল—'যথার্থ, যথার্থ! ইরাক্স যে জবর কথা

বলেছেন, অথবা, বলতে পারতেন এই জন্যে অন্য দুজন তত্ত্বাবধায়ক হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। ভোজনের পরে, আবার শুরু হলো সেই একই গান।

প্রথম দিন রাজার খুবই আনন্দ হল। তিনি ভাবলেন মহারাজাধিরাজ তাঁকে যেটুকু সম্মান দিয়েছেন সেটুকু তাঁরই প্রাপ্য। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানটির পুনরাবৃত্তিতে তিনি একটু কম আনন্দ পেলেন; তৃতীয় দিনে, একটু বিরক্ত হলেন, চতুর্থ দিন অনুষ্ঠানটি তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হলো; পঞ্চম দিনে সেই ধুয়ার ঘ্যানঘ্যানানিটা তাঁর কাছে রীতিমত অত্যাচার বলে মনে হ'তে লাগলো। তারপরে, স্তাবকদলের মুখে প্রতিদিন একই ভাষায় তাঁর প্রশস্তি, এবং একই সময়, ঘন্টা-মিনিট ধরে একই ভাষায় তাঁর বন্দনা গান শুনে তিনি একেবারে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষকালে একেবারে নাজেহাল হয়ে রাজদরবারে তিনি একটি চিঠি পাঠালেন। তিনি লিখলেন মহারাজাধিরাজ যেন অনুগ্রহ ক'রে তাঁর গাইয়ে-বাজিয়ে দলকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন যে তখন থেকে যতটা সম্ভব দম্ভ তিনি পরিত্যাগ করবেন, এবং আরও বেশী কর্মঠ হবেন। তারপর থেকে স্তাবকতা তিনি কম পছন্দ করতেন; বড়-বড় ভোজের আয়োজন করতেন কম। এর ফলে সুখী হলেন তিনি। জেনদ-আভেস্তার উক্তি উদ্ধৃত ক'রে সাডার ঠিকই বলেছেন: 'নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ আনন্দ নয়।'

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## বিবাদ-বিসম্বাদ এবং বিচার

এইভাবে প্রতিদিন বুদ্ধি আর হৃদয়বত্তা দিয়ে জাদিক তাঁর কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। জনসাধারণের কাজ থেকে অচিরাৎ তিনি প্রশংসালাভ করলেন, আর পেলেন ভালোবাসা। বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসাবে পরিগণিত হলেন তিনি। সারা রাজ্য জুড়ে মানুষের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম। নারীরা তাঁর দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো প্রেমমুগ্ধ কটাক্ষ। তাঁর ন্যায়বিচার দেখে পুরুষ মানুষেরা প্রশংসা করলো তাঁর। পণ্ডিতেরা তাঁর কথাকে দেবতার নির্দেশ ব'লে ধ'রে নিলেন। এমন কি পুরোহিতরাও স্বীকার করলেন যে বৃদ্ধ আর্কমাগাস ইবোরের চেয়েও তিনি অনেক কিছু বেশী জানেন। গ্রিফিনের সম্বন্ধে বিশেষ মতবাদ পোষণ করার জন্যে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার কথা আর তাঁরা চিন্তাই করলেন না। তিনি যেটাকে বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে করতেন সেটা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁরা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না।

বিগত পনেরশ' বছর ধরে ব্যাবিলনে ভয়ঙ্কর ধরনের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চলছিল। এরই ফলে, রাজ্যের অধিবাসীরা দুটি বিরুদ্ধ দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল ভাবতো মিথ্রাসের মন্দিরে ঢুকতে গেলে বাঁ পা আগে বাড়িয়ে ঢোকা উচিৎ। আর একটি দল এই প্রথাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। সেই কারণে, মিথ্রাসের মন্দিরে তারা ঢুকতো সব সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে। পবিত্র অগ্নিদেবতার উৎসব যেদিন শুরু হওয়ার কথা সেই দিনটির জন্যে দেশের লোকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। জাদিক কোন্ দলটিকে সমর্থন করেন সেটি দেখার ইচ্ছা ছিল তাদের। সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাঁর ওই চরণ যুগলের ওপরে। সমস্ত শহর সরগরম হয়ে উঠেছিল অধীর আশঙ্কা আর উত্তেজনায়। সেই শুভদিনে জাদিক দুটি পা একসঙ্গে ক'রে মন্দিরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরে, একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করলেন যে দ্যুলোক আর ভূলোকের ঈশ্বর মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে আমল দেন না; তাঁর কাছে ডান আর বাঁ পায়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। সেই হিংসুটে লোকটি আর তার স্ত্রী চারপাশে ব'লে বেড়ালো যে তাঁর আলোচনাটি যথেষ্ট আলঙ্কারিক হয় নি। পাহাড়-পর্বতগুলি তাঁর বক্তৃতা শুনে মনের আনন্দে থরোথরো ক'রে কেঁপে ওঠেনি।

তারা মন্তব্য করল: তাঁর আলোচনার মধ্যে কোনো রস সেই; প্রতিভার কোনো স্ফুরণও দেখা যায় নি তাঁর বক্তৃতায়। সমুদ্রকে আকাশে উড়িয়ে দিতে, নক্ষত্রমণ্ডলীকে ভূপাতিত করতে, এবং সূর্যকে মোমের মত গলিয়ে দিতে তিনি পারেন নি। সত্যিকার প্রাচ্য রীতি বলতে যা বোঝায় তার কোনো লক্ষণ তাঁর বক্তৃতায় দেখা যায় নি

নিজের বক্তব্যে যে যুক্তি রয়েছে এটুকু জেনেই জাদিক সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যে ঠিক পথে চলেছেন, অথবা, তিনি যে যুক্তির অনুশাসন মেনে চলেন, অথবা, তিনি যে সত্যিকার গুণবান এসবের জন্যে বিশ্বের লোকেরা তাঁকে পছন্দ করতো না। তাঁকে সবাই পছন্দ করতো তিনি একজন চমৎকার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ব'লে।

শ্বেতকায় আর কৃষ্ণকায় পারসী পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিরাট একটা তর্ক চলছিল তাকেও তিনি মিটিয়ে দিলেন একই রকম সুন্দর একটি বক্তৃতা দিয়ে। শ্বেতকায়দের মতে শীতকালে পূর্বদিকে মুখ ক'রে ঈশ্বরের উপাসনা করাটা ছিল চরম অধর্ম। দ্বিতীয় দলটির অভিমত হচ্ছে গ্রীষ্মকালে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে যারা উপাসনা করে ঈশ্বর তাদের উপাসনা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেন। জাদিক রায় দিলেন যেদিকে খুশি মুখ ক'রে ঈশ্বরের উপাসনা করার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।

প্রাতঃকালে সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করার একটি সুন্দর গোপন রহস্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি ব্যক্তিগত কাজই হোক, অথবা, সরকারী কাজই হোক; আর এই রহস্যের সমাধান করে তিনি বেশ খুশিই হয়েছিলেন। দিনের বাকি সময়টা ব্যাবিলন শহরের উৎকর্ষ সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। এমন সব

বিয়োগান্ত নাটক তিনি অভিনয় করালেন যেগুলি দেখে দর্শকদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। তিনি এমন সব মিলনান্ত নাটক অভিনয় করালেন যেগুলি দেখে হাসতে-হাসতে দর্শকদের পেটে খিল ধরে গেল। হাসির রেওয়াজটা বলতে গেলে ওদেশে এক রকম উঠেই গিয়েছিল। তাঁর রুচিবোধ আবার সেই রেওয়াজটিকে উজ্জীবিত করল। অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের চেয়ে তিনি যে বেশী জানতেন এমন একটা ভাব কোনোদিনই তিনি প্রকাশ করতেন না। পুরস্কার আর সম্মান দিয়ে তিনি উৎসাহিত করতেন তাঁদের। তাঁদের সেই দক্ষতাকে গোপনেও তিনি হিংসা করতেন না। সন্ধ্যার সময় তাঁর আলোচনায় খুবই আনন্দ পেতেন সম্রাট; তাঁর চেয়েও বেশী পেতেন সম্রাট-মহিষী।

রাজা বললেন—সত্যিকারের একজন দক্ষ মন্ত্রী!

ভারি সুন্দর মন্ত্রী!—মন্তব্য করলেন মহারানী।

সেই সঙ্গে তাঁরা দুজনেই যোগ করলেন—এরকম মানুষের যদি ফাঁসি হয়ে যেত তাহলে. ব্যাপারটা সত্যিই বড় দুঃখের হয়ে দাঁড়াতো।

তাঁর মত ক্ষমতাশালী মানুষ আর কোনোদিন এত মহিলাদের দর্শন দেওয়াটাকে নিজের কর্তব্য ব'লে মনে করেন নি। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো না। তাঁর সঙ্গে দেখা করাটাই তাদের কাজ ছিল। দর্শনপ্রার্থিণীদের মধ্যে সেই হিংসুটে লোকটির স্ত্রীই ছিল সকলের প্রথম। মিথ্রাসের নামে, জেন-আভেস্তার নামে, আর পবিত্র অগ্নিদেবতার নামে শপথ করে সে তাঁকে জানালো যে স্বামীর আচারআচরণকে সে ঘৃণা করে। তার পরে সে তাঁকে গোপনে বলল, তার স্বামীটি কেবল হিংসুটেই নয়, একটি নিষ্ঠুর জানোয়ার বিশেষ। সে তাঁকে নিরালায় বলল যে ঈশ্বর তার এই পাপের জন্যে তাকে শাস্তি দেবেন; যে পবিত্র অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ অমরত্ব লাভ করতে পারে না ঈশ্বর তা থেকে তাকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন। অবশেষে তার মোজা বাঁধা ফিতে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল। স্বভাবজাত বিনয়ের সঙ্গে জাদিক সেই ফিতেটা কুড়িয়ে নিলেন, কিন্তু রমণীটির পায়ে সেটা পরিয়ে দিলেন না। তাঁর এই সামান্য অপরাধ, যদি এটি একটি অপরাধই হয়, ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর। ব্যাপারটা জাদিকের মনেও ছিল না; কিন্তু রমণীটি আদৌ ভুলে যায় নি।

অনেক মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি এমন একটি দিনও তাঁর যায় নি। ব্যাবিলনের গোপন ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় তিনি প্রলোভনের কাছে একবার আত্ম সমর্পণ করেছিলেন। তিনি এটা আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রেমিকাকে উপভোগ তিনি করেছেন বটে, কিন্তু তার জন্যে আনন্দ তিনি পান নি; আর অন্যমনস্কভাবেই প্রেমিকাকে তিনি আলিঙ্গণ করেছেন। অনুগ্রহ দান করছেন

একথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই যাকে তিনি অনুগ্রহ দান করে কৃতার্থ করেছিলেন সে ছিল মহারাণী অ্যাসটার্টির একটি বিশিষ্ট পরিচারিকা। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে এই কোমলপ্রাণা ব্যাবিলনীয়াটি নিজেই নিজেকে বলল ঃ এই লোকটির মাথার খুলিতে রাজকার্যের চিন্তা অবশ্যই গিজগিজ করছে ; কারণ, প্রেম করার সময়েও, জনসাধারণের কথা তিনি ভুলতে পারেন না।

ঠিক যে-সময়ে অধিকাংশ মানুষ নির্বাক হয়ে থাকে, অথবা, কেউ-কেউ দু'একটা পবিত্র কথা বলে, সেই সময়ে জাদিক চিৎকার ক'রে বলতেন—'রানী!' ব্যাবিলন-বাসিনীটি ভাবতো জাদিক অবশেষে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন ; শুধু তাই নয়, তিনি আনন্দে উত্তাল হয়ে প্রেয়সীকে বলছেন—'আমার রানী!' কিন্তু আসলে জাদিক তখনও অন্যমনস্কভাবেই রানী অ্যাস্টার্টির নাম উচ্চারণ করতেন। সেই সুখের মুহূর্তে রমনীটি ধরে নিত জাদিক তাকে উদ্দেশ্য করেই কথাগুলি বলছেন। সে ভাবতো জাদিক বলছেন ঃ 'রানী অ্যাসটার্টির চেয়ে তুমি বেশী সুন্দরী!' প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে জাদিকের হারেম থেকে বেরিয়ে সে তার প্রিয় বান্ধবী সেই হিংসুটে মহিলাটির কাছে গেল নিজের অন্তরঙ্গ কাহিনী বলার জন্যে। তার চেয়ে তার বান্ধবীকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এই ভেবে সেই হিংসুটে মহিলাটি জাদিকের ওপরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো।

সে মন্তব্য করল ঃ আমার পায়ে মোজার ফিতে বেঁধে দেওয়াটাকে তিনি প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। সেই আমি প্রতিজ্ঞা করছি ও-মোজা আর আমি পরবো না।

সেই সুখী রমণীটি হিংসুটে মহিলাকে বলল ঃ তোমার মোজায় বাঁধার ফিতেগুলি তো দেখছি রানীর মোজায় বাঁধা ফিতের মত। রানীর তাঁতির কাছ থেকেই এগুলি তুমি কেনো নাকি?

এই ইঙ্গিৎ পেয়ে হিংসুটে মহিলাটি ভাবতে শুরু করল। সে-কথার কোনো উত্তর বান্ধবীকে না দিয়ে সে গেল তার হিংসুটে স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

ইতিমধ্যে জাদিকের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তিনি লক্ষ্য করলেন সব সময়েই তিনি কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়ছেন। এমন কি যখন তিনি বিচার করতে বসতেন তখনও। তাঁর এই বিভ্রান্তির কারণটা কী তা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। আর সেইটাই ছিল তাঁর একমাত্র দুঃখের কারণ।

একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন এক ঝাড় শুকনো বুনো ওষধির ডাঁটার ওপরে তিনি শুয়ে রয়েছেন। সেই বুনো ঝাড়ের স্তূপের কতগুলি ডাঁটা হচ্ছে কাঁটার মত ছুঁচোল। সেগুলি গায়ে বিঁধার ফলে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তারপরে, স্বপ্নে দেখলেন গোলাপফুল-বিছানো একটি নরম বিছানার ওপরে শুয়ে

আছেন তিনি। সেইখান থেকে চট ক'রে একটা সাপ বেরিয়ে এসে তার লিকলিকে আর বিষাক্ত জিব বার ক'রে তার পায়ে প্রচণ্ড একটি ছোবল বসিয়ে দিল।

তিনি ভাবলেন—কী দুর্দৈব! এই শুকনো কাঁটা ঝোপের ওপরে এতক্ষণ আমি শুয়ে ছিলাম। এখন আমি শুয়ে রয়েছি গোলাপফুল-বিছানো বিছানায়। কিন্তু সাপটার অর্থ কী?

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### রাজার সন্দেহ

এমন কি সুখ থেকেও জাদিকের বিপদ ঘনিয়ে এল। বিশেষ ক'রে, তাঁর গুণগুলিই তাঁর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মহারাজা এবং তাঁর মহিমান্বিতা মহিষীর সঙ্গে প্রতিদিনই তিনি আলাপ করতেন। তাঁদের খুশি করার আগ্রহ থাকার জন্যেই তাঁর কথাবার্তার চমৎকারিত্ব অত উপাদেয় হতো। পোশাক যেমন সৌন্দর্যের লাবণ্য বৃদ্ধি করে, মিষ্টি কথাও সেই রকম খুশি করে মনকে। তাঁর যৌবন আর দৈহিক লাবণ্য অ্যাসটার্টের মনের ওপরে অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্যাপারটা অ্যাসটার্টি প্রথমে খেয়াল করেন নি। তাঁর অকলঙ্ক মনের মধ্যে উচ্ছ্বাস জাগলো; এবং তা ফুলেফেঁপে উঠলো। কিন্তু তিনি তা বুঝতে পারেন নি। যে মানুষটি তাঁর স্বামী এবং সাধারণভাবে সমস্ত রাজ্যের এত প্রিয় তাঁর দর্শন আর মিষ্টি আলাপ বিনা ভয় আর দ্বিধায় তিনি বেশ সহজভাবেই উপভোগ করতেন। রাজার কাছে তিনি সব সময় প্রশংসা করতেন জাদিকের; পরিচারিকাদের কাছে তিনি তাঁর সম্বন্ধে ভালোভালো কথা বলতেন। তিনি যা বলতেন পরিচারিকারা বলতো তার শতগুণ। এইভাবে নানান দিক থেকে জাদিকের ওপরে আকর্ষণটা তাঁর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। অথচ, এদিক থেকে তিনি কিছুমাত্র সচেতন ছিলেন না। জাদিককে উপহারও তিনি অনেক দিলেন। এই সব উপহার থেকেই বোঝা যেত তাঁর দুঃসাহস কত! কিন্তু এটা যে তাঁর একটা দুঃসাহস সেকথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। এক জন অধস্তন কর্মচারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাজ্ঞী যেভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন তিনিও জাদিকের সঙ্গে সেইভাবেই কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে তাঁর প্রকাশভঙ্গীটি প্রেমিকার উচ্ছ্বাসের মতই আত্মপ্রকাশ করতো।

কানা লোকের ওপরে দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল সেমিরার। আর একটি রমণী স্বামীর নাক কাটার উদযোগ করেছিল। এদের দুজনের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী ছিলেন অ্যাসটার্টি। তাঁর এই আত্মীয়তা আর কোমল স্বর শুনে রানী নিজেই কেমন যেন লজ্জা পেতেন। চোখ দুটিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখলেও সেগুলি ফিরে-ফিরে

আবার জাদিকের দিকেই তাকিয়ে থাকতো। এই সব দেখে, জাদিকের মনও কেমন যেন রসঘন হয়ে উঠতো। মনের সেই চাঞ্চল্য দেখে তিনি নিজেও কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। নিজের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম শুরু হলো তাঁর। সেই সংগ্রামে দর্শনের নীতিগুলিকে হাতিয়ার হিসাবে তিনি গ্রহণ করলেন। এই নীতি-গুলি সব সময়েই তাঁর উপকারে এসেছিল। কিন্তু এগুলি নিছক জ্ঞান অর্জনে তাঁকে সাহায্য করেছিল মাত্র। কোনো সান্ত্বনা দিতে পারে নি তাঁকে। কর্তব্য, আর অবহেলিত আনুগত্য প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতাদের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো তাঁর মনের অলিতে-গলিতে। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হলেন বটে, কিন্তু তার জন্যে তাঁকে প্রতিটি মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ফেলতে হয়েছিল। তাঁর যে মিষ্টি আর মনোমুগ্ধকর আত্মীয়তার সুর রাজা আর রাণী, দুজনের কাছেই এত উপাদেয় বলে মনে হতো সেই রকম সুরে রানীর সঙ্গে কথা বলতে আর তিনি সাহস করলেন না। দুশ্চিন্তার কালো মেঘে ঢেকে গেল তাঁর মুখ। তাঁর কথা হলো সংযত এবং অসংলগ্ন। তাঁর চোখ দুটি নিবদ্ধ হলো ভূমিতলে, কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁর চোখ দুটি যখন রানীর চোখ দুটির দিকে তাকাতো তখন সেগুলি উপছে পড়তো অশ্রুতে। দুজনের চোখ থেকেই তখন বেরিয়ে আসতো কামনার রঙিন আলো। দুজনেই যেন দুজনকে লক্ষ্য ক'রে বলতেন ঃ

'আমরা দুজনেই দুজনের প্রেমে বিভোর। তবু তা প্রকাশ করতে আমাদের ভয় হচ্ছে। একটি গর্হিত প্রেমাগ্নিতে আমরা দুজনেই দগ্ধ হচ্ছি।'

কী করবেন বুঝতে না পেরে নিজের ওপরে হতাশ হয়ে রাজসন্নিধান থেকে সরে এলেন জাদিক। তাঁর বুকের ওপরে একটা পাষাণভার চেপে বসেছিল। তাকে কিছুতেই তিনি নামাতে অথবা সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রচণ্ড মানসিক অস্বস্তিতে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁর মনের কথাগুলি তিনি তাঁর বন্ধু ক্যাডরের কাছে প্রকাশ করে ফেললেন। মনে হলো, অনেক দিন ধরেই, একটি রোগের যন্ত্রণা তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন। সেই রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে এমন মর্মান্তিক হয়ে উঠলো যে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, ঠান্ডা ঘামে ভিজে উঠলো তাঁর কপাল। আর তখনই তিনি বুঝলেন যে রোগটি মারাত্মক।

ক্যাডর বলল—আপনার যে উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা নিজের ভেতরেই লুকিয়েছিল সেগুলি আমার চোখে ধরা পড়েছে। যে চিহ্নগুলির ভেতর দিয়ে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায় সেগুলিকে কোনোমতেই লুকিয়ে রাখা যায় না। প্রিয় জাদিক, আপনিই ভেবে দেখুন—আমার চোখে যেটা ধরা পড়েছে সেটা মহারাজের চোখে যে ধরা পড়বে না এটা চিন্তা করার পেছনে সত্যিকার কোন যুক্তি নেই। আর তার ফলে, তিনি হয়ত আপনার ওপরে রুষ্ট হতে পারেন। বিশ্বের মধ্যে মহারাজ হচ্ছেন একজন পয়লা নম্বর সন্দেহপ্রবণ মানুষ। এ ছাড়া তাঁর আর কোনো দোষ নেই।

আপনি নিজে একজন দার্শনিক ; তার চেয়েও বড় কথা, আপনি হচ্ছেন জাদিক। এই দুঃখে আরও অনেক কষ্ট আর ধৈর্যের সঙ্গে আপনি সহ্য করতে পারবেন ; কিন্তু মহারানীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। অ্যাসটার্টি একজন নারী। তাঁর মনের গোপন উচ্ছ্বাস অত্যন্ত সহজভাবেই তাঁর চোখ দুটির ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তিনি যে অপরাধ করছেন তা তিনি বুঝতেও পারছেন না। নিজেকে নিরপরাধ জেনেই মনের সহজ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার জন্যে তিনি যে সব অঙ্গভঙ্গী করেন সেগুলিকে যে সংযত করা দরকার তা তিনি বুঝতেও পারেন না। এইটাই খুব দুঃখের, এর জন্যে যতক্ষণ তিনি নিজেকে ধিক্কার দেওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাবেন না ততক্ষণই তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমি ভয়ে কাঁপবো। আপনাদের দুজনের মনেই যদি এক চিন্তা থাকতো তাহলে, আপনারা সবাইকে প্রতারিত করতে পারতেন। মনের যে উদ্গত উচ্ছ্বাসকে আমরা চেপে রাখতে চাই আমাদের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তা বাইরে প্রকাশ পায় ; কিন্তু তৃপ্ত প্রেমকে সহজে লুকিয়ে রাখা যায়।'

মহারাজা তাঁর পরম পৃষ্ঠপোষক। তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রস্তাবে ভয়ে তিনি কাঁপতে লাগলেন। তাঁর প্রতি অনিচ্ছাকৃত অপরাধ করছেন এই কথা ভেবে সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য আরও বেড়ে উঠলো। ইতিমধ্যে রানী জাদিকের নাম প্রায়শই করতে লাগলেন। তাঁর কথা বলার সময় রানীর গণ্ডদেশ দুটি মাঝে-মাঝে লজ্জায় লালিম হয়ে উঠতো ; চোখ দুটি তিনি নামিয়ে নিতেন নিচের দিকে। রাজার কাছে জাদিকের কথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, কখনও-কখনও কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। জাদিক তাঁদের কাছ থেকে চলে গেলে তিনি কেমন যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন। রানীর এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে রাজাও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর চোখে যা পড়লো তাই তিনি বিশ্বাস করলেন ; এবং কিছুই দেখেন নি বলে সব কিছু উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর স্ত্রীর জুতো জোড়া নীল ; জাদিকের জুতোর রঙও নীল। তাঁর স্ত্রীর রেশমী ফিতে হলদে, জাদিকের টুপীর রঙও হলদে। একজন সুরুচিসম্পন্ন রাজপুত্রের কাছে এই সাদৃশ্যগুলি ভয়ংকর রকমের অর্থবহ ইঙ্গিত। তাঁর মত সন্দিগ্ধচিত্তের কাছে এই সন্দেহগুলি অচিরে বাস্তবে রূপায়িত হলো।

রাজা এবং রানীদের ক্রীতদাস আর দাসীরাই চিরকাল তাঁদের গোপন কাহিনীর ওপরে তদারকী করে এসেছে। তারা শীঘ্রই আবিষ্কার করে ফেললো যে অ্যাসটার্টি হচ্ছেন কোমল হৃদয়া, আর মোয়াবদার হচ্ছেন হিংসুক প্রকৃতির। রাজার কাছে মোজার ফিতেটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেই হিংসুটে লোকটি তার স্ত্রীকে বারবার অনুরোধ করল। ফিতেটা রানীর ফিতের মতই ছিল ; আর জাদিকের দুর্ভাগ্য পূর্ণ করার জন্যে ফিতেটিও ছিল নীল। জাদিকের ওপরে কী ভাবে প্রতিহিংসা

নেবেন এই চিন্তাই রাজাধিরাজের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে দিল। একদিন রাত্রিতে তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করে ফেললেন যে বিষ খাইয়ে রাণীকে তিনি হত্যা করবেন ; আর প্রভাতেই জাদিককে হত্যা করবেন ধনুকের ছিলা দিয়ে। একটি নিষ্ঠুর খোজা রাজার এই সব আদেশ কার্যকরী করতো। তারই ওপরে রাজা এই নির্দেশ দিলেন। সেই সময় রাজার কামরায় ক্ষুদে একটি বামন ছিল। সে কথা বলতে পারতো না বটে, কিন্তু শুনতে পেতো ; তার খুশিমত যেখানে ইচ্ছে যেতে দেওয়া হতো তাকে। গৃহপালিত পোষা জানোয়ারের মত রাজপ্রাসাদের মধ্যে সমস্ত গোপন ঘটনার নীরব দর্শক ছিল সে। এই ক্ষুদে বোবা বামনটি রাণী আর জাদিকের খুবই অনুগত ছিল। রাজার এই ভয়ংকর নির্দেশ শুনে সে যেমন ভয় পেলো তেমনি অবাক হয়ে গেলো। কিন্তু যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কার্যকরী হবে তাকে সে রোধ করবে কেমন ক'রে ? সে লিখতে জানতো না ; কিন্তু ছবি আঁকতে পারতো। কোনো কিছুর প্রতিকৃতি আঁকতে সে ছিল একেবারে সিদ্ধহস্ত। রাণীকে সে কী বলতে চায় সেই কথাটা সেই রাত্রিতে বসে-বসেই একটা কাগজের ওপরে পেনসিল দিয়ে সে এঁকে ফেললো। সেই স্কেচের এক কোণে ছিল রাজার ছবি। তিনি রাগে থরথর ক'রে কাঁপছিলেন। সেই অবস্থায় খোজাকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছিলেন ; আর ছিল একটা নীল ধনুকের ছিলা ; টেবিলের ওপরে একটা ভাঁড়, নীল রঙের মোজা বাঁধা ফিতে আর হলুদ রঙের চুল বাঁধা ফিতে। স্কেচের মাঝখানে ছিল রাণীর একটি ছবি। দাসীর বুকে মাথা রেখে তিনি মারা যাচ্ছেন। তাঁর গায়ের কাছে জাদিককে গলা টিপে হত্যা করা হচ্ছে। স্কেচটা শেষ করেই সে রাণীর একটি পরিচারিকার ঘরে দৌড়ে গেল, তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে রাণীর কাছে সেটা তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা সে তাকে বলল।

মধ্যরাত্রিতে একটি লোক গিয়ে জাদিকের ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো ; তাঁকে জাগিয়ে রাণীর একটি পত্র তাঁর হাতে তুলে দিল। ব্যাপারটা স্বপ্ন, না মায়া, ভেবে অবাক হয়ে গেলেন জাদিক। পত্রটা খুলতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো। কিন্তু পত্রটি খুলেই তিনি বিমূঢ় হয়ে গেলেন ; পত্রটি খুলেই যেরকম হতাশ আর আতঙ্কিত হলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পত্রটিতে লেখা ছিল ঃ

'এখনই পালিয়ে যাও ; না গেলে, তুমি মারা যাবে। আমাদের ভালোবাসা আর আমার হলদে চুলবাঁধা ফিতের দিব্যি দিয়ে তোমাকে বলছি, জাদিক, তুমি এখনই এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি কোনো অপরাধ করিনি ; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, অপরাধিনীর মত আমাকেও মরতে হবে।'

চিঠিটা প'ড়ে জাদিকের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। ক্যাডরকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ক্যাডর এলে বিনা বাক্যব্যয়ে সেই চিঠিটি তিনি তার হাতে তুলে দিলেন। রাণীর সেই নির্দেশ পালন ক'রে তক্ষুণি মেমফিসের পথে রওনা হতে তাঁকে বাধ্য করল ক্যাডর।

সে বলল ঃ আপনি যদি সাহস ক'রে রাণীর খোঁজ করতে যান তাহলে রাণীর মৃত্যু আপনি ত্বরান্বিত করবেন। এ বিষয় নিয়ে রাজার সঙ্গে আপনি যদি কোনো কথা বলতে যান তাহলে রাণীর ভবিষ্যৎ অনিবার্যভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আপনার ভাগ্য আপনাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে আপনি সেই দিকেই চলে যান। আমি প্রচার করে দেব যে আপনি ভারতবর্ষের দিকে চলে গিয়েছেন। আমি শীঘ্রই আপনাকে অনুসরণ করবো; ব্যাবিলনে যা ঘটবে সব আপনাকে জানাবো।

এই বলেই, দুটি উট সংগ্রহ ক'রে, তাদের সে প্রাসাদের একটি পেছনের তোরণের সামনে নিয়ে এলো। উটগুলি ছিল আরবদেশীয়; একটি ক'রে কুঁজ তাদের পিঠে, আর সব চেয়ে দ্রুতগামী। একটিকে জাদিকের ঘরের সামনে এনে মর্মান্তিক দুঃখের সঙ্গে সে তাঁকে তার পিঠে চড়িয়ে দিল। তাঁর সঙ্গে দিল একটিমাত্র চাকরকে। দুঃখ আর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ক্যাডর শীঘ্রই দেখলো তার বন্ধুটি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গিয়েছেন।

এই মহান পলাতকটি পাহাড়ের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে ব্যাবিলনের দৃশ্যটি তিনি দেখতে পেলেন। রাণীর প্রাসাদের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন! মূর্ছাভঙ্গে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো; মরে যাওয়ার ইচ্ছে হলো তাঁর। সবচেয়ে সুন্দরী রমণীটির দুর্ভাগ্যের কথা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলেন তিনি। সেই রমণীটিই যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্ঞী সে বিষয়েও তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। এই সব কথা চিন্তা করার পরে, এক মুহূর্তের জন্যে নিজের কথা ভাবলেন তিনি; তারপরে, কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—'তাহলে, এই মনুষ্যজীবনটা কী? আমার গুণাবলী আমাকে কী বিপদেই না ফেলেছে! দুটি নারী আমার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করেছে। তৃতীয় নারীটি হচ্ছে তাদের চেয়ে বেশী নিরপরাধ আর সুন্দরী। অথচ, তাকেই হত্যা করা হচ্ছে। জীবনে আমি যা কিছু ভালো কাজ করেছি সে-সবই ডেকে এনেছে আমার দুর্ভাগ্য, বিপদ আর দুঃখ। আমাকে তারা সৌভাগ্যের শিখরে তুলেছে; কিন্তু তারপরেই ছুঁড়ে ফেলেছে চরম দুর্ভাগ্যের অতলে।'

এই সব বিষন্ন চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেললো তাঁকে; দুঃখের কুজ্ঝটিকা ঢেকে দিল তাঁর চোখ দুটিকে; মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়লো মৃত্যুর পাণ্ডুরতা; হতাশার অতলান্ত অন্ধকারে তাঁর আত্মা ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই অবস্থায় মিশরের পথে এগিয়ে গেলেন তিনি।

নবম পরিচ্ছেদ

## একটি প্রহৃতা রমণী

নক্ষত্রের আলো দেখে জাদিক তাঁর গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জ আর উজ্বল লুব্ধক নক্ষত্র মিশরের ক্যানোপিয়া শহরের দিকে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। এই সব বিরাট জ্যোতিষ্মান জগতগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। অথচ, আমরা ভাবি এগুলি তুচ্ছ আলোর ফুলকি ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা মূর্খের মত মনে করি এই পৃথিবীটাই কত বিরাট, কতই না বিস্ময়কর সৃষ্টি! অথচ, বিশ্ব-পরিকল্পনায় এর স্থান কত তুচ্ছ, কত নগণ্য! নিজেকে তাঁর তখন একটি মনুষ্য প্রজাতি বলেই মনে হলো; আর সত্যি বলতে কি মানুষ তো তাই; একটি মাটির পরমাণুর ওপরে মানুষের দেহধারী পোকামাকড়ের দল পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করছে, কামড়াকামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে। মনে হলো, মানুষের এই সত্যিকার পরিচয় তাঁর সমস্ত দুর্ভাগ্য, যন্ত্রণা আর হাহাকারকে বিনষ্ট করে ফেলেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, মানুষ হিসাবে তিনি নগণ্য, শহর হিসাবে ব্যাবিলন তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তাঁর আত্মা অনন্ত শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিল; ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি থেকে মুক্তি পেয়ে, বিশ্বের অপরিবর্তনীয় সৃষ্টিবিন্যাসের তত্ত্বের মধ্যে তিনি অবগাহন করলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁর বাস্তব সম্বিৎ ফিরে এলো; স্বস্থানে ফিরে এলেন তিনি। তাঁর মনে হলো, তাঁরই জন্যে অ্যাসটার্টি সম্ভবত মৃত্যু বরণ করেছেন। এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, সেই বিরাট বিশ্ব তাঁর চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মৃতপ্রায় অ্যাসটার্টি আর জাদিকের দুঃখ ছাড়া সারা বিশ্বে আর কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। মহোত্তম দর্শনতত্ত্ব আর অসহ্য দঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে টালমাটাল খেতে-খেতে মিশরের সীমান্তের দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি আস্তানা সংগ্রহের চেষ্টায়, তাঁর বিশ্বাসী ভৃত্যটি আগেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। গ্রামটির প্রান্তসীমায় যে সব বাগান ছিল জাদিক যাচ্ছিলেন সেই দিকে। এমন সময় একটি ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষন করল।

বড় রাস্তা থেকে সামান্য একটু দূরে একটি রমণী কাঁদতে-কাঁদতে স্বর্গ আর মর্ত্যের কাছে কাতর আবেদন জানাচ্ছিল তাকে রক্ষা করার জন্যে; একটি লোক প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জন করতে-করতে ছুটছিল তার পেছনে-পছনে। শেষ পর্যন্ত সে সেই রমণীকে ধরে ফেললো। রমণীটি কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরলো তার পা দুটি। তবু লোকটি তাকে ঘুষির পর ঘুষি মারতে লাগলো; গালাগালি দিতে লাগলো

যা-তা বলে। মিশরীয়টির এবম্বিধ উন্মাদের মত ব্যবহার দেখে, আর রমণীটি যে-স্বরে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে তাই শুনে, জাদিক ভাবলেন লোকটি নিশ্চয় সন্দিগ্ধ প্রকৃতির আর রমণীটি নিশ্চয় ব্যাভিচারিনী। কিন্তু আরও একটু লক্ষ্য করার পরে তিনি দেখলেন রমণীটি অপরূপ সুন্দরী; হতভাগ্য অ্যাসটার্টের সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্যও রয়েছে। এই দেখে, রমণীটির জন্যে তাঁর একটু সহানুভূতি হলো। লোকটির মতিগতি দেখে যথেষ্ট ভয়ও পেলেন তিনি।

মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাসে আকাশ কাঁপিয়ে, রমণীটি জাদিককে সম্বোধন ক'রে বলল: আমাকে সাহায্য করুন। বিশ্বের সব চেয়ে নিষ্ঠুর এই লোকটির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে বাঁচান।

এই করুণ আর্তনাদে বিচলিত হয়ে জাদিক দৌড়ে তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিশরবাসীদের ভাষা কিছুটা তিনি জানতেন; তাই, সেই ভাষাতেই লোকটিকে তিনি বললেন:

আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব ব'লে যদি কিছু থাকে তাহলে এই রমণীটির সৌন্দর্য আর দুর্বলতার প্রতি অবহিত হোন। প্রকৃতি যাঁকে অত অপরূপা ক'রে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আপনার পদতলে পড়ে রয়েছেন, অশ্রু ছাড়া নিজেকে রক্ষা করার অন্য কোনো হাতিয়ার যাঁর নেই তাঁর সঙ্গে আপনি এমন জঘণ্য ব্যবহার করছেন কী করে?

সেই পাগল লোকটি বলল: বুঝেছি। তুমিও দেখছি এর প্রেমে পড়েছ। দাঁড়াও, তোমাকেও মজাটা দেখাচ্ছি।

লোকটি এতক্ষণ রমণীটির চুলের ঝুঁটি শক্ত ক'রে ধরেছিল। এই কথা বলে, রমণীটিকে ছেড়ে, বর্শাটা নিয়ে এই অপরিচিত মানুষটির ওপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। জাদিক ছিলেন প্রকৃতিস্থ; তাঁর রক্ত তখনও চঞ্চল হয়নি। কিন্তু সেই লোকটি ছিল তখন রীতিমত অপ্রকৃতিস্থ। তাই তার ছোঁড়া বর্শাটিকে জাদিক সহজেই এড়িয়ে গেলেন। বর্শায় যেখানে লোহা পরানো ছিল তারই কাছাকাছি একটা জায়গা তিনি ধরে ফেললেন। লোকটি বর্শাটাকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল; জাদিক চেষ্টা করলেন তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে। এই টানাটানির ফলে, বর্শাটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলো। লোকটি তখন তার তরোয়াল খুললো। জাদিকও তাই করলেন। তারপরে শুরু হলো যুদ্ধ। লোকটি এলোপাথাড়ি কোপ বসাতে লাগলো তরোয়ালের; কিন্তু জাদিক দক্ষতার সঙ্গে উদ্যত সব আঘাতগুলিকেই প্রতিহত করতে লাগলেন। রমণীটি ইতিমধ্যে ঘাসের ওপরে উঠে বসে, মাথার খোঁপা গুছোতে-গুছোতে দুজনের যুদ্ধ দেখতে লাগলো; শক্তিতে বলীয়ান ছিল মিশরীয়টি; জাদিক ছিলেন বক্তৃতায় বলীয়ান। একজন তরোয়াল চালালেন বিচারবুদ্ধি আর যুক্তি খাটিয়ে ধীর-স্থির মাথায়, আর একজন পাগলের মত। অন্ধ রাগের বশবর্তী হয়ে যেদিকে-সেদিকে তরোয়ালের খোঁচা

দিচ্ছিল সে। শেষ পর্যন্ত কাছাকাছি এসে জাদিক তাকে নিরস্ত্র করে ফেললেন। এর ফলে, মিশরবাসীটি আরও ক্ষেপে উঠলো। সে চেষ্টা করল তাঁকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর বুকের ওপরে চেপে বসতে। কিন্তু তিনি তাকে ঝাপটে ধরে মাটির ওপরে ফেলে দিলেন; তারপরে তার বুকের ওপরে বসে তরোয়ালটা উঁচিয়ে ধরলেন; কিন্তু হত্যা না ক'রে জীবনভিক্ষা দিলেন তার। জাদিক যখন তার জীবনভিক্ষা দিচ্ছিলেন সেই সময় লোকটি আরও ক্ষেপে উঠে ছোরা বার ক'রে জাদিকের দেহে বসিয়ে দিলে সেটাকে। রীতিমত অপমানিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে জাদিক তাঁর তরোয়ালটা লোকটির বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দিলেন। একটি ভয়ার্ত চিৎকার ক'রে, ছটপট করতে-করতে লোকটি মারা গেল।

জাদিক তখন রমণীটির সামনে গিয়ে বেশ ভদ্র ভাষায় বললেন: ওকে হত্যা করতে আমাকে ও বাধ্য করেছে। আপনার ওপরে ও যে অত্যাচার করেছিল তার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি! ওরকম দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ জীবনে আর কোনোদিন আমি দেখি নি। এখন আপনি তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ভদ্রে, আপনার জন্যে আর কী আমি করতে পারি বলুন।

রমণীটি বললো—বদমাশ কোথাকার! তুই মর, মর! তুই আমার ভালোবাসার লোককে মেরে ফেলেছিস। হায়রে, আমি যদি তোর হৃৎপিণ্ডটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতাম।

জাদিক বললেন—এ কী কথা, ভদ্রে! একটি অদ্ভুত মানুষকে তো আপনি ভালোবেসেছিলেন দেখছি! সে আপনাকে নৃশংসভাবে প্রহার করেছে। আপনাকে রক্ষা করার জন্যে আমাকে আপনি ডেকেছিলেন বলে আমাকে সে মেরেই ফেলতো।

কাঁদতে-কাঁদতে আর বিলাপ করতে-করতে রমণীটি বলল: হায়রে, সে যদি আমাকে এখনও মারতো! আমাকে তার মারাই উচিৎ ছিল! সে যে আমাকে সন্দেহ করতো তার জন্যে আমি নিজেই দায়ী। হায়রে, সে যদি এখনও আমাকে মারতো আর তুমি যদি তার জায়গায় শুয়ে থাকতে তাহলে কত খুশিই না আমি হতাম!

এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন জাদিক। জীবনে এত বিরক্ত আর কারও ওপরে কখনও তিনি হন নি। তিনি বললেন—ভদ্রে, আপনি যে সুন্দরী সেকথা সত্যি; কিন্তু আপনার চরিত্র এত বিকৃত যে মনে হচ্ছে আমারও উচিৎ আপনাকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া। কিন্তু সে-পরিশ্রম আমি করতে চাই নে।

এই বলে, উটের ওপরে আবার তিনি চড়লেন; তারপরে, শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছেন এমন সময় একটা হৈচৈ শুনে তিনি পিছু ফিরে তাকালেন। ব্যাবিলনের চারটি ঘোড়সওয়ার সেইদিকে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল। এ-শব্দ তাদের। রমণীটিকে দেখে, তাদের মধ্যে একজন

চিৎকার ক'রে বলল ঃ এ তো সেই মেয়ে ! আমাদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই মেয়েটির চেহারা হুবহু তার সংগে মিলে যাচ্ছে ।

মৃত মিশরীয়টির দিকে তারা তাকিয়েও দেখলো না ; কিন্তু রমণীকে ধরে ফেললো ।

রমণীটি জাদিককে সম্বোধন ক'রে বলল ঃ হে উদার অপরিচিত মহাশয়, আমাকে আর একবার সাহায্য করুন । আপনার চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করেছিলাম বলে আমাকে ক্ষমা করুন । আবার আমাকে উদ্ধার করুন । আমি চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকবো ।

তার জন্যে যুদ্ধ করার স্পৃহা জাদিকের আর ছিল না ।

তিনি বললেন—অন্য লোক দেখো । তোমার ছলনায় আর আমি ভুলছি না ।

তাছাড়া, তিনি আহত হয়েছিলেন । তাঁর গা-দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছিল । তাঁর নিজেরই তখন সাহায্যের দরকার ছিল । তাঁর ভয় হলো, ব্যাবিলনের ওই চারজন ঘোড়সওয়ারকে হয়ত রাজা মোয়াবদারই পাঠিয়েছেন । সেই জন্যেই, গ্রামের দিকে তাড়াতাড়ি তিনি এগিয়ে গেলেন । ব্যাবিলনের চারজন লোক এসে মিশরীয় রমণীটিকে ধরে নিয়ে গেল কেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না ; কিন্তু তার চেয়েও বেশী দুর্বোধ্য বলে মনে হলো রমণীটির আচরণ ।

## দশম পরিচ্ছেদ

## ক্রীতদাস হলেন জাদিক

মিশরের গ্রামটিতে ঢোকার সংগে সংগে তিনি দেখলেন বিরাট একটি জনতা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে । প্রত্যেকেই চিৎকার করছে ঃ

'এই লোকটাই সুন্দরী মিশোফকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে । এই লোকটাই ক্লিটোসিসকে খুন করেছে ।'

এই শুনে তিনি বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সুন্দরী মিশোফকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন । আমার পক্ষে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবা নারী । আর ক্লিটোসিসের কথা যদি ধরেন তো বলতে পারি আমি তাঁকে খুন করি নি । আত্মরক্ষার্থে আমি তাঁর সংগে যুদ্ধ করেছি মাত্র । সুন্দরী মিশোফকে তিনি নির্দয়ভাবে প্রহার করছিলেন । আমি বিনীতভাবে তাঁকে বাধা দিয়েছিলাম ! তাই তিনি আমাকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন ! আমি একজন বিদেশী ! আশ্রয়ের সন্ধানে আমি মিশরে এসেছি । নিরাপত্তার জন্যে আপনাদের করুণাভিক্ষায় এসে একটি রমণীকে অপহরণ আর একটি লোককে হত্যা করে এখানে আমার জীবন শুরু করা উচিৎ নয় ।

সে-যুগে মিশরের মানুষরা ছিল সৎ প্রকৃতির, কৃপাবান। তাদের হৃদয়টাও ছিল কোমল। তাই তারা জাদিককে আদালতে নিয়ে হাজির হলো। সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রথমেই তারা নির্দেশ দিল তাঁর ক্ষতস্থানটিকে শুশ্রূষা করার। তারপরে, জাদিকের এজাহার সত্যি কিনা তা যাচাই করার জন্যে তাঁকে এবং তাঁর ভৃত্যটিকে তারা পৃথকভাবে পরীক্ষা করল। জাদিক যে নরঘাতক নয় তার প্রমাণ তারা পেলো; কিন্তু নরহত্যার অপরাধে তিনি অপরাধী। এই অপরাধে তাঁকে দণ্ড দেওয়া হলো: তাঁকে অপরের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। শহরের হিতার্থে তাঁর দুটি উটকে বিক্রী করে দেওয়া হলো। সঙ্গে তিনি যেসব সোনাদানা নিয়ে এসেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করে দেওয়া হলো; তাঁকে এবং তাঁর সহযাত্রীকে নিলামে বিক্রী করার জন্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো বাজারে। সেটোক নামে একজন আরবদেশীয় ব্যবসাদার তাঁদের কিনে নিল। কিন্তু শ্রমিকের কাজে মনিবের চেয়ে ভৃত্যের যোগ্যতা বেশী বলে ক্রীতদাসটিকে বিক্রী করা হলো বেশ চড়া দামে। এই দুটি মানুষের মধ্যে তুলনা চলে না। এইভাবে প্রভু হলেন তাঁর ভৃত্যের অধস্তন ক্রীতদাস। দুজনের পায়ে একটা শেকল দিয়ে বাঁধা হলো; এবং এইভাবে আরবদেশীয় বণিকের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদের। পথে যেতে-যেতে, জাদিক তাঁর ভৃত্যকে সান্ত্বনা দিলেন, নির্দেশ দিলেন ধৈর্য ধরতে। কিন্তু মনুষ্যজীবনের ওপরে যথারীতি কিছু মন্তব্য না করে তিনি পারলেন না।

তিনি বললেন—মনে হচ্ছে, তোমার ভাগ্যের ওপরে আমার দুর্ভাগ্যের প্রভাব পড়েছে। আজ পর্যন্ত আমার জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তাদের ভেতরে কোনো কার্য-কারণ সম্বন্ধ আমি খুঁজে পাই নি। একটা মাদী কুকুরের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম এই অপরাধে আমাকে জরিমানা দিতে হয়েছিল। গ্রিফিনের জন্যে একবার আমি শূলে চাপতে চাপতে খুব বেঁচে গিয়েছিলাম। রাজার প্রশংসা ক'রে কয়েক ছত্র কবিতা লিখেছিলাম ব'লে আমাকে বধ্যভূমিতে পাঠানো হয়েছিল। রানীর চুলবাঁধা ফিতের রঙ হলদে ছিল ব'লে আমাকে গলা টিপে হত্যা করার ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল; এবং এখন আমি তোমার সঙ্গে ক্রীতদাস হয়েছি; কারণ, একটা হতভাগা জানোয়ার তার প্রেমিকাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করছিল। এস, মনটাকে আমরা চাঙ্গা করে তুলি। সম্ভবত, এরও শেষ হবে। আরবদেশীয় ব্যবসাদারদের ক্রীতদাস অবশ্যই রাখতে হবে। সেজন্যে অন্য মানুষ যদি ক্রীতদাস হতে পারে তো আমি পারবো না কেন? কারণ আমিও তো মানুষ! এই ব্যবসাদারটি নিষ্ঠুর হবেন না। ক্রীতদাসদের কাছ থেকে কিছু কাজ আদায় করতে গেলে তাদের সঙ্গে তাঁকে ভাল ব্যবহারই করতে হবে।

এই সব কথা তিনি বললেন বটে; কিন্তু ব্যাবিলনের রাণীর ভাগ্যে কী ঘটলো সেই দুশ্চিন্তাতেই তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো।

দিন দুই পরে, ব্যবসাদার সেটোক তাঁর সমস্ত ক্রীতদাস আর উটগুলিকে নিয়ে আরব মরুভূমির দিকে যাত্রা করলেন। হোরেব মরুভূমির কাছাকাছি একটি জায়গায় তাঁর দলের লোকেরা বাস করতো। এই যাত্রা দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাদায়ক। সেইজন্যে প্রভুর চেয়ে তাঁর ভৃত্যের ওপরেই বেশী নির্ভর করেছিলেন তিনি ; কারণ, উঠের পিঠে মাল বোঝাই করার কাজে তারই দক্ষতা ছিল বেশী। আর সেইজন্যে ক্রীতদাসদের ভেতরে তাকেই কিছুটা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। হোরেবে পেঁছিতে তখনও দুদিনের পথ বাকি ছিল। এই সময়ে একটি উট মারা গেল। তার বোঝা সমস্ত চাকরদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হলো। অন্য সকলের মত জাদিককেও তাঁর ভাগ নিতে হয়েছিল। ক্রীতদাসেরা কাঁধে বোঝা নিয়ে শরীর বাঁকিয়ে হাঁটছিল দেখে সেটোক হাসছিলেন। এর কারণ তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেলেন জাদিক। সেই সঙ্গে, হাঁটার সময় দেহের সমতা কেমনভাবে রক্ষা করতে হয় তাও তিনি সেটোককে বুঝিয়ে দিলেন। ব্যবসাদারটি তো অবাক। সেই থেকে তাঁকে তিনি অন্য চোখে দেখতে লাগলেন। সেটোকের কৌতূহল তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন দেখে জাদিক তাঁকে ব্যবসা সংক্রান্ত আরও অনেক কথা শোনালেন। ফলে, সেটোকের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বিভিন্ন ধাতু আর সমান পরিমাণ জিনিসের আপেক্ষিক গুরুত্বের কথা জাদিক বললেন তাঁকে। অনেক প্রয়োজনীয় জীবজন্তুর গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এবং যেসব জন্তু স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ কোনো কাজে আসে না, কী করে তাদের কাজে লাগানো যায় সে-সম্বন্ধেও তাঁর কাছে বক্তৃতা দিলেন তিনি। অবশেষে জাদিককে সেটোক ঋষি বলে ভাবতে শুরু করলেন ; এবং জাদিকের যে ভৃত্যটিকে ইতিপূর্বেই তিনি কিছু সম্মান দেখিয়েছিলেন তাকে বাদ দিয়ে জাদিককেই তিনি নিজের সঙ্গী করে নিলেন। জাদিকের সঙ্গে তিনি ভালো ব্যবহার করলেন ; এবং এই ভালো ব্যবহার করার জন্যে তাঁকে কোনোদিন অনুতাপ করতে হয় নি।

দু'জন সাক্ষীর সামনে, সেটোক একজন ইহুদিকে পাঁচশ আউনস রুপো ধার দিয়েছিলেন। দলের মধ্যে ফিরে এসেই সেটোক ইহুদিটির কাছ থেকে সেই রুপো ফেরৎ চাইলেন। কিন্তু সাক্ষী দুজন মারা যাওয়ার ফলে ঋণ প্রমাণ করার আর কেউ ছিল না। তাই সেই ইহুদি সেটোকের অর্থ বেমালুম আত্মসাৎ ক'রে বসলো ; এবং আরব ব্যবসাদারটিকে চমৎকারভাবে প্রতারণা করার সুযোগ ঈশ্বর যে তাকে দিয়েছেন এই জন্যে নিষ্ঠাভরে তাঁকে সে ধন্যবাদ জানালো। জাদিক এখন সেটোকের উপদেষ্টা হয়েছেন। সুতরাং এই বিপদের কথাটা সেটোক তাঁকে জানালেন।

জাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ জায়গায় এই পাঁচশ আউনস রুপো ওই কাফেরটাকে আপনি দিয়েছিলেন ?

ব্যবসাদারটি বললেন—হোরেব পাহাড়ের কাছে যে একটা বিরাট পাথর রয়েছে তার ওপরে !

যে-লোকটা ধার নিয়েছিল সে-লোকটা কেমন ?

বদমায়েশ ।

সে কি হঠকারী, না, শান্ত প্রকৃতির—খুব সাবধানী, না, অবিবেচক—সেই কথাই আমি জিজ্ঞাসা করছি ।

সেটোক বললেন—টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে সে খুব খারাপ প্রকৃতির মানুষ । মানে, খুবই হঠকারী ।

জাদিক বললেন—ঠিক আছে । আপনার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমিই কথাবার্তা বলবো ।

জাদিক একটি আদালতের শরণাপন্ন হলেন । সেখানে ইহুদিকে ডেকে পাঠানো হলো । বিচারককে সম্বোধন ক'রে তিনি এই কথাগুলি বললেন ঃ

হে ন্যায়পরায়নতার সিংহাসনের উপাধান, আমার মনিবের তরফ থেকে আমি এসেছি এই লোকটার কাছে পাঁচশ আউনস রুপো চাইতে । লোকটা সেই রুপো দিতে অস্বীকার করছে ।

বিচারক প্রশ্ন করলেন—কোনো সাক্ষীসাবুদ রয়েছে ?

না । যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ আর বেঁচে নেই । কিন্তু যে বড় পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে রুপোর তাল গোনা হয়েছিল সেটা এখনও রয়েছে । ধর্মাবতার যদি সেই পাথরটাকে বয়ে আনার নির্দেশ দেন তাহলে আমার মনিবের হয়ে সে-ই সাক্ষী দেবে । পাথরটি এখানে না আসা পর্যন্ত, ইহুদি আর আমি দুজনেই এখানে অপেক্ষা করবো । এটা বয়ে আনার জন্যে যে খরচ হবে তা আমার মনিবই দেবেন ।

বিচারক বললেন—তোমার আর্জি মঞ্জুর হলো ।

এই বলেই তিনি অন্য কাজে মন দিলেন ।

আদালত ভাঙার সময় এগিয়ে আসছে দেখে, বিচারক জাদিককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বন্ধু, তোমার পাথর তো এখনও এসে পেঁছিলো না !

এই শুনে ইহুদিটি একটু হেসে বলল—ইচ্ছে হলে, ধর্মাবতার আগামী কালও এখানে বসে থাকতে পারেন ; কিন্তু তবু পাথরটিকে দেখতে পাবেন না । পাথরটি রয়েছে এখান থেকে ছ'মাইল দূরে ! পনের জন লোক লাগবে তাকে বয়ে আনতে ।

জাদিক চিৎকার করে বললেন—ধর্মাবতার, পাথরটিই যে সাক্ষী দেবে সেকথা কি আগেই আমি বলি নি ? পাথরটি কোথায় রয়েছে লোকটি তা জানে । তার উক্তিতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ওইখানেই তাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল ।

এই শুনেই ইহুদিটি ভয় পেয়ে গেল । তার পরেই সব কিছু স্বীকার করতে সে বাধ্য হলো । বিচারক নির্দেশ দিলেন, যতক্ষণ সে সমস্ত ঋণ শোধ না করবে

ততক্ষণ তাকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হবে। ক্ষিদের খাবার আর তৃষ্ণার জল কিছুই তাকে দেওয়া হবে না। ফলে, অনতিবিলম্বেই সমস্ত ঋণ শোধ করতে বাধ্য হলো সে।

ক্রীতদাস জাদিক আর পাথরের প্রশংসা সারা আরবে ছড়িয়ে পড়লো।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### সহমরণের চিতা

জাদিকের দক্ষতায় সেটোক এত খুশি হলেন যে তিনি তাঁকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ক'রে নিলেন। ব্যাবিলনের সম্রাট তাঁকে যে সম্মান দেখিয়েছিলেন, সেটোক-ও তাঁকে সেই রকম সম্মান দেখাতে লাগলেন। সেটোকের যে কোন স্ত্রী নেই সেইজন্যে তিনি খুশিই হলেন। জাদিক লক্ষ্য করলেন তাঁর মনিবের মধ্যে অনেক স্বাভাবিক ভালো গুণ রয়েছে; তাঁর মনটা সৎ, তাঁর বুদ্ধি আর চিন্তার মধ্যেও কু-এর প্রভাব বড় কম; কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে আরব দেশের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী স্বর্গবাসী অনেক দেবতাকেই সেটোক পুজো করেন। সেই সব দেবদেবীর মধ্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র এবং অসংখ্য নক্ষত্র। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বিজ্ঞতা আর বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে তিনি তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। অবশেষে তিনি তাঁকে বললেন, ওই সব সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র অন্যান্য বস্তুর মতই। তাদের পুজো করা আর গাছ-পাথরকে পুজো করা একই কথা।

সেটোক বললেন—কিন্তু ওঁরা প্রাণ সঞ্চার করেছেন, নিয়ন্ত্রিত করেছেন ঋতুগুলিকে। তাছাড়া, ওঁরা আমাদের কাছ থেকে এত দূরে রয়েছেন যে ওঁদের আমরা শ্রদ্ধা না ক'রে পারি নে।

জাদিক বললেন—লোহিত সমুদ্রের জল থেকে আপনি বেশী সুবিধে পান। ওরই ওপর দিয়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আপনাদের পণ্যবাহী জাহাজগুলি যাতায়াত করে। নক্ষত্রদের মত কোন্ হিসাবে ওটিও প্রাচীন নয়? আপনাদের কাছ থেকে দূরে আছে বলেই যদি ওদের আপনি শ্রদ্ধা করেন তাহলে গ্যাঙ্গারীচদের দেশকেও আপনার শ্রদ্ধা করা উচিত; কারণ ওই দেশটি রয়েছে পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে।

সেটোক বললেন—না, তা নয়। উজ্জ্বলতার জন্যেই নক্ষত্রদের আমরা সম্মান করি।

যে তাঁবুর মধ্যে সেটোকের সঙ্গে তাঁর আহার করার কথাছিল সেইখানে রাত্রিতে তিনি একসঙ্গে অনেকগুলি বাতি জ্বালিয়ে দিলেন; এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই

তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে, সেই জ্বলন্ত বাতিগুলির সামনে নতজানু হয়ে তিনি বললেন—

'হে অনন্ত এবং দ্যুতিময়ীর দল ! প্রসীদ। আমার প্রতি প্রসন্ন হও তোমরা।'

এই বলে, সেটোকের উপস্থিতিকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করেই খাওয়ার জন্যে তিনি টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন।

অবাক হয়ে সেটোক তাঁকে বললেন—কী করছো তুমি ?

জাদিক বললেন—আপনি যা করেন। বাতিগুলির আর সেই সঙ্গে আমার প্রভুকে অগ্রাহ্য ক'রে তাদেরই আমি বন্দনা করছি।

এই নীতিমূলক কথার মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব রয়েছে সেটোক তা বুঝতে পারলেন। ক্রীতদাসের দেওয়া জ্ঞান তাঁর আত্মার গভীরে অনুপ্রবেশ করল। ধূপ ধুনো পুড়িয়ে আর কোনো বস্তুর তিনি পুজো করলেন না ; পুজো করতে লাগলেন সেই অনাদি অনন্তকে যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

সেই সময় আরব দেশে একটি ভয়ংকর প্রথার প্রচলন ছিল। প্রথাটি প্রথমে এসেছিল সিদিয়া থেকে। পরে, ব্রাহ্মণেরা এটিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিয়ে যায়। সেখান থেকে সারা প্রাচ্যে এটি ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো বিবাহিত পুরুষের মৃত্যু হলে তার প্রিয়তমা স্বাধ্বী পত্নী হিসাবে জগতে সুনাম কেনার জন্যে আগ্রহী হতো। সেই উদ্দেশ্যে, মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় শুয়ে সর্ব সমক্ষে সে নিজের জীবন আহুতি দিত। এই উপলক্ষে আয়োজন হতো একটি ভাবগম্ভীর ভোজের। এই উৎসবকে বলা হতো 'বিধবার সহমরণের চিতা', এবং যে জাতের মধ্যে যত বেশী সংখ্যক বিধবা এইভাবে আত্মবিসর্জন দিত সেই জাত তত বেশী শ্রদ্ধার্হ বলে পরিগণিত হতো।

সেটোক যে সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন সেই সম্প্রদায়ের একজন আরববাসী মারা গেল। তার বিধবার নাম ছিল আলমোনা। সতীসাবিত্রী বলতে যা বোঝা যায় সে ছিল তাই। ঢাক আর ভেরীর বাজনার সঙ্গে কবে আর কটার সময় সে জ্বলন্ত চিতার মধ্যে প্রবেশ করবে সেকথা ঘোষণার মাধ্যমে সে সবাইকে জানিয়ে দিল। এই ভয়ংকর প্রথার বিরুদ্ধে জাদিক সোচ্চার প্রতিবাদ করলেন। তিনি সেটোককে বোঝালেন যে একদিন অন্তর অন্তর যুবতী বিধবাদের এইভাবে পুড়ে মরার সুযোগ দেওয়াটা মানুষের গার্হস্থ্য সুখের পরিপন্থী ; কারণ এরা স্টেটকে আরও সন্তান উপহার দিতে পারে, অথবা, যে সব সন্তান এদের ইতিমধ্যেই জন্মেছে, মানুষ করতে পারে তাদের। শেষকালে এই কথা ব'লে তিনি তাঁর বিশ্বাস উৎপাদন করলেন যে এই নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ সাধন করার জন্যে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

সেটোক বললেন—এক হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে নিজেদের পুড়িয়ে মারার অধিকার নারীরা অর্জন করেছে। সময় যে প্রথাটিকে পবিত্র বলে চিহ্নিত

করেছে তাকে বিলোপ করার সাহস কার রয়েছে ? প্রাচীন দুর্নীতির চেয়ে বেশী সম্ভ্রান্ত হস্ত আর কিছু আছে কি ?

জাদিক বললেন—যুক্তিটা হচ্ছে আরও প্রাচীন। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে মোড়লদের সঙ্গে আপনি আলাপ করুন। আমি যাচ্ছি বিধবা যুবতীটির সঙ্গে কথা বলতে।

সেই পরিকল্পনামত, আলমোনার সন্নিধানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। গিয়েই তিনি তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন। খুশি হলো যুবতীটি। তারপরে তিনি তাকে বললেন—'এই সৌন্দর্য আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে একথা ভাবতে কষ্ট হয় আমাদের।' স্বামীর প্রতি তার যে কত আনুগত্য, আর সেই সঙ্গে আগুনে নিজেকে পোড়ানোর তার যে কত সাহস রয়েছে—এই কথা বলে তিনি তার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন।

শেষকালে তিনি বললেন—'আপনি নিশ্চয় আপনার স্বামীকে খুব ভালোবাসতেন—মানে, এত ভালো আর কোনো নারীই তার স্বামীকে বাসে নি।'

যুবতীটি বলল—কে ? আমি ? আমি তাকে আদৌ ভালোবাসতাম না। সে ছিল সন্দিগ্ধ প্রকৃতির একটা জানোয়ার। তার আচরণকে কোনোদিনই আমি সমর্থন করতে পারি নি। কিন্তু আমি মনোস্থির করেছি তারই চিতায় আমি আত্মবিসর্জন দেব। এর আর নড়চড় নেই।

জাদিক বললেন—তাহলে মনে হয়, জীবন্ত পুড়ে মরার মধ্যে বেশ মিষ্টি একটা আমেজ রয়েছে।

যুবতীটি বললো—কী বললেন ! সেকথা ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে আমার। কিন্ত সে-যন্ত্রণাকেও অগ্রাহ্য করতে হবে। আমি সতী সাধ্বী। এভাবে পুড়ে না মরলে আমার সুনাম নষ্ট হবে—সারা বিশ্ব ছি-ছি করবে আমাকে।

পাঁচ জনের কাছ থেকে সুনাম পাওয়ার আশায় এবং নিজের দম্ভ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সে যে নিজেকে পুড়িয়ে মারতে যাচ্ছে এই কথা তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়ার পরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে জাদিক তাকে আপ্যায়িত করলেন। জীবনকে সে যাতে কিঞ্চিৎ ভালোবাসতে পারে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছিলেন যে মানুষটি তার সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর প্রতি তার মধ্যে কিছুটা শুভেচ্ছা জাগানোর···

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—নিজেকে এইভাবে পুড়িয়ে মারার দম্ভ যদি টিকে না থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনি কী করবেন ?

যুবতীটি উত্তর দিল—কী করবো ? মনে হয়, সেক্ষেত্রে আপনাকে বিয়ে করাই উচিৎ হবে আমার।

অ্যাসটার্টের চিন্তায় জাদিকের মন এতহ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে আলমোনার এহ

ঘোষণাকে তিনি না এড়িয়ে গিয়ে পারলেন না ; কিন্তু বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না ক'রে মোড়লদের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। আলমোনার সঙ্গে তাঁর যে সব কথা হয়েছে তাঁদের কাছে সব খুলে বললেন ; এবং তাঁদের এমন একটি আইন তৈরি করার জন্যে উপদেশ দিলেন যার বলে কোনো যুবকের সঙ্গে অন্তত এক ঘণ্টা নিভৃতে আলাপ করার আগে কোনো বিধবা যুবতী নিজেকে পুড়িয়ে মারার অধিকার যেন না পায়। সেদিন থেকে আরবে আর একটি মহিলাও চিতার আগুনে আত্মাহুতি দেয় নি। যুগযুগ ধরে প্রচলিত একটি নিষ্ঠুর প্রথার মূলোচ্ছেদ মাত্র একটি দিনে হওয়ার ফলে সমস্ত আরববাসীরা ঋণী রইলো একমাত্র জাদিকের কাছে। এইভাবে আরব দেশের উপকারী বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত হলেন তিনি।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## নৈশভোজ

জাদিক যে বিজ্ঞ সেবিষয়ে সেটোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই তিনি তাঁকে সঙ্গ ছাড়া করতে চাইলেন না। বাসোরার বিরাট মেলাতে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁকে। বিশ্বের নানান জায়গা থেকে সব চেয়ে ধনী ব্যবসাদারেরা সেখানে জমায়েত হয়েছিল। নানান দেশের অত মানুষকে এক জায়গায় সমবেত হতে দেখে জাদিক খুবই খুশি হলেন। তাঁর মনে হলো সারা বিশ্বের লোকেরা একই পরিবার-ভুক্ত। তারা সবাই বাসোরায় এসে মিলিত হয়েছে। পরের দিন যে টেবিলে তিনি খেতে বসলেন সেই টেবিলে আরও অনেকে খেতে বসেছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল মিশরের অধিবাসী, একজন ভারতীয়, একজন ক্যাথের বাসিন্দা, একজন গ্রীক, একজন কেল্‌ট। এরা ছাড়া খেতে বসেছিল আরও অনেক অপরিচিত মানুষ। তারা আরব উপসাগরের কূলে ব্যবসাপত্তরের খাতিরে এর আগেও অনেকবার জাহাজ নিয়ে যাতায়াত করেছে। তাই নিজেদের কথা বোঝানোর মত কিছুটা আরবী তারা শিখেছিল। টেবিলের ধারে বসেই বোঝা গেল মিশরের অধিবাসীটি ভীষণ চটেছে।

সে বলল—কী যাচ্ছেতাই দেশ এই বাসোরা! জঘন্য, জঘন্য! বিশ্বাস ক'রে তারা আমাকে একশ অউনস সোনা দিতে চাইলো না। অথচ, আমি যে জামিন দিতে চাই তার চেয়ে ভালো জামিন বিশ্বের আর কেউ এদের দিতে পারবে না।

সেটোক বললেন—সে কী কথা! আপনি কী জামিন দিতে চেয়েছিলেন?

মিশরের বাসিন্দাটি বলল—কেন? আমার পিসীর মৃতদেহ! মিশরে তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত রমণী। বাইরে গেলে সব সময়েই তিনি আমার সঙ্গে যেতেন। রাস্তায় তিনি মারা গিয়েছেন! বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ ম্যমীতে আমি তাঁকে

পরিণত করেছি। আমার নিজের দেশ হলে তাঁর দেহটাকে আমি যে-কোনো কাজে জামিন রাখতে পারতাম। আর এখানকার লোকেরা এত পাকা জামিনের বদলেও আমাকে মাত্র একশ আউনস সোনাও ধার দিতে নারাজ! অবাক কাণ্ড!

চটে গিয়ে একটুরো চমৎকার সেদ্ধ মুরগী নিয়ে সে মুখে দিতে যাবে এমন সময় ভারতীয়টি তার হাতটা ধরে ফেলে দুঃখের সুরে বলল—হায়, হায়! এ-কী করছেন?

মমীর অধিকারী লোকটি উত্তর দিল—এই মুরগীরটার একটু চাকছি।

ভারতীয়টি বলল—সাবধান, খাবেন না। মৃতার আত্মা এই মুরগীর পেটে ঢুকে থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে নিজের পিসীর মাংস খেতে হবে আপনাকে। তাতে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। তাই না? মুরগী সেদ্ধ করাটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ।

রাগতভাবে মিশরের বাসিন্দাটি বলল—আপনার ওই প্রকৃতি আর মুরগী বলতে কী বোঝাতে চাইছেন শুনি? আমরা ষাঁড়কে পুজো করি; কিন্তু তবু বেশ স্ফূর্তি করেই আমরা গরুর মাংস খাই।

গঙ্গানদীর দেশ থেকে যে লোকটি এসেছিল সে বলল—আপনারা ষাঁড়ের পুজো করেন? এও কি সম্ভব?

অন্য লোকটি উত্তর দিল—এর চেয়ে আর কিছু সম্ভব রয়েছে? একশ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর ধরে আমরা তাই করে আসছি; এবং সেই জন্যে কেউ আমাদের দোষ দেয় নি।

ভারতীয়টি বললো—'একশ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর! সময়টা বাড়াচ্ছেন আপনি। ভারতে মানুষ দেখা গিয়েছে মাত্র আশী হাজার বছর আগে। আর আপনাদের চেয়ে নিশ্চিৎভাবে আমরা প্রাচীন। গরুকে আমাদের পেটে ঢোকানো অথবা পুজোর বেদীতে তোলার কথা চিন্তা করার আগে গরুর মাংস খেতে ব্রহ্মা আমাদের নিষেধ করেছেন।

মিশরের বাসিন্দাটি বলল—আপনাদের ব্রহ্মা তো একটি জন্তু, দেখতে অবিকল আমাদের এপিসের মত। আপনাদের ব্রহ্মা কী এমন বিরাট কাজ করেছে শুনি?

ব্রাহ্মণটি বলল—তিনিই মনুষ্য জাতিকে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছেন: দাবা খেলা শেখার জন্যে বিশ্ববাসী তাঁরই কাছে ঋণী।

ক্যালডিয়া বা ব্যাবিলনের অধিবাসীটি তার পাশেই বসেছিল। সে মন্তব্য করল—আপনি ভুল করছেন। মৎস্য ওয়ানিসের কাছেই আমরা এই মহান খেলা শেখার জন্যে ঋণী। আর সেই জন্যেই, তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই আমরা পুজো করি নে। তিনি যে একটি স্বর্গীয় বস্তু সেকথা বিশ্বের সবাই আপনাকে বলবে। তাঁর ন্যাজটা হচ্ছে সোনালি, আর রয়েছে সুন্দর একটি মানুষের মাথা। প্রতি দিন

তিনটি ঘণ্টা ক'রে জল ছেড়ে তিনি শুকনো ডাঙায় উঠে বসে থাকেন। তাঁর অনেকগুলি সন্তান। তাঁরা যে সব রাজা একথাটা সবাই জানে। আমার বাড়ীতে তাঁর একটি ছবি রয়েছে। সেই ছবিটিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি পুজো করি। যত ইচ্ছে গরু আমরা ভোক্ষণ করতে পারি, মানে খেয়াল খুশিমত! কিন্তু মাছ রান্না করে খাওয়াটা সত্যিই মহাপাপ। তাছাড়া, আমার কথার প্রতিবাদ করার মত ঐতিহ্য আপনাদের নেই, এবং যোগ্যতাও নেই। মিশরের অধিবাসীরা মনে করে তাদের ঐতিহ্য চলছে একশ পঁয়ত্রিশ হাজার বছর ধরে; আর ভারতবাসীরা মনে করে তাদের সভ্যতা মাত্র আশী হাজার বছরের। কিন্তু আমাদের পাঁজি চার হাজার বছরের পুরানো। আমাকে বিশ্বাস করুন; আপনাদের মূর্খতা বর্জন করুন। আপনাদের প্রত্যেককে ওয়ানিসের একটা করে ছবি আমি দেব।

ক্যাথের লোকটি আলোচনার সূত্র ধরে বলল ঃ মিশরবাসীদের ওপরে আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। শ্রদ্ধা রয়েছে ব্যাবিলনের অধিবাসীদের ওপরে, গ্রীক, কেলটিক ব্রহ্মা, ষাঁড়, এপিস, এবং সুন্দর মাছ ওয়ানিস—সকলের ওপরে। কিন্তু আমি মনে করি লাই অথবা তিয়েন, এই নামেই সাধারণত তাঁকে ডাকা হয়, বিশ্বের সমস্ত ষাঁড় আর সমুদ্রের সমস্ত মাছের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমার মাতৃভূমির সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি নে; তার আয়তন হচ্ছে মিশর, ব্যাবিলন আর ভারতবর্ষকে একসঙ্গে করলে যতটা হয় ততটা। আমাদের দেশের ঐতিহ্য নিয়েও কোনো রকম তর্কে আমি যাব না: কারণ, আমরা প্রাচীন, কি, নবীন সেটা খুবই সামান্য ব্যাপার। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা খুশী। কিন্তু পঞ্জিকার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে হয় যে সমস্ত এশিয়া আমাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছে; এবং ব্যাবিলনে অঙ্কের প্রচার হওয়ার আগেই আমাদের খুব ভালো পঞ্জিকা ছিল।

গ্রীকটি বলল—আপনারা সবাই অজ্ঞ ব্যক্তি। বিশৃঙ্খলাই যে সমস্ত কিছুর জনক, এবং অবয়ব আর বস্তু, এরাই যে বিশ্বকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে তা কি আপনারা জানেন না?

এই বলে গ্রীকটি অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিয়ে গেলো। কিন্তু অবশেষে সে বাধা পেলো কেলটিকের কাছে। সবাই যখন বিতর্কে মসগুল ছিল সেই সময় এই লোকটি দেদার মদ খেয়ে পেট ভর্তি করে কল্পনা করছিল সে এখন সকলের চেয়ে বেশী জানে। এরই ফলে সে দিব্যি দিয়ে বলল—দেখুন মশাইরা, টিউট্যাট আর ওক গাছের পরগাছা ছাড়া বিশ্বে আর কিছু এমন নেই যা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে। আর আমার কথা যদি ধরেন, আমি সব সময় কিছু পরগাছা আমার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।' তার মতে বিশ্বে যত মানুষের আবির্ভাব হয়েছে তাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তার পূর্বপুরুষ সিদিয়ানরা। একথা অবশ্য সত্য যে মাঝে মাঝে তারা নরমাংস ভোজন করেছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, সকলের উচিৎ তাদের জাতিকে

শ্রদ্ধা জানানো। এই বলে সে উপসংহার করল যে কেউ যদি টিউট্যাটদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে তাহলে সে তাকে উচিৎ শিক্ষা দিতে দ্বিধা করবে না।

ঝগড়াটি ক্রমশ জোরালো আর সেই সঙ্গে ঘোরালো হয়ে দাঁড়ালো। সেটোক ভাবলেন এবারে রক্তারক্তি শুরু হবে। এতক্ষণ জাদিক চুপচাপ বসেছিলেন ; এবারে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমেই তিনি কেলটকে সম্বোধন করে বললেন—সকলের মধ্যে আপনিই হচ্ছেন সেরা, মানে, ভয়ংকর ধরনের তার্কিক। আপনি যা বললেন তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। দয়া করে, কয়েকটা ওক গাছের পরগাছা আমাকে দিন।

তারপরে, ভালো বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে তিনি গ্রীসবাসীদের প্রশংসা করলেন ; যারা উত্তেজিত হয়ে গজরাচ্ছিল তাদের শান্ত করলেন তিনি। বিবদমান মানুষগুলির মধ্যে সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ ছিল ক্যাথের মানুষটির কথা। সেইজন্যে তাকে তিনি কিছু বললেন না। অবশেষে তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন—

'বন্ধুগণ, আপনাদের এই বিতর্কের পেছনে সত্যিকার কোনো কারণ নেই ; কারণ, আপনারা একই মতবাদে বিশ্বাসী।'

এই কথা শুনে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো।

কেলটকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন—আপনি এই মিস্‌লটো, অর্থাৎ ওক গাছের গায়ে জড়ানো পরগাছাটাকে পূজা করেন না, পূজা করেন তাঁর যিনি এই ওক গাছ আর তার পরগাছাকে সৃষ্টি করেছেন। এইতো—নাকি ?

কেলট উত্তর দিল—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'সম্মানিত মিশরের অধিবাসী, আপনি নিশ্চয় ষাঁড়ের কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন না, শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁর কাছে যিনি সেই ষাঁড়টিকে সৃষ্টি করেছেন।

মিশরীয়টি উত্তর দিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তা তো বটেই।

জাদিক বলে গেলেন—এবং মৎস্যরাজ, ওয়েনিস ! যিনি সমুদ্র আর মৎস্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর কাছে নিশ্চয় তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন।

ক্যালডিয়ার অধিবাসীটি বলল—অবশ্যই।

তিনি বললেন—ভারতবাসী আর চীনবাসীও, আপনাদেরই মত, স্বীকার করেন যে বিশ্বে একজন প্রথম পুরুষ রয়েছেন। গ্রীক ভদ্রলোকটি যে সব চমৎকার কথাগুলি বলেছেন সেগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। কিন্তু আমি নিশ্চিৎ যে তিনিও স্বীকার করেন, অবয়ব আর বস্তুর ওপরেও একটি মহান সত্তা রয়েছেন। তাঁরই ওপরে সেই দুটি জিনিস নির্ভর করে। না কি ?

গ্রীকটিকে সবাই প্রশংসা করেছিল। সে বলল—ঠিক ওই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

উপসংহারে এলেন জাদিক—তাহলেই বোঝা গেল, আপনারা একই মতবাদে বিশ্বাসী। সুতরাং, আপনাদের মধ্যে বিবাদের কোনো কারণ নেই।

সবাই তাঁকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গণ করল।

পণ্যসম্ভার বেশ চড়া দামে বিক্রী ক'রে, বন্ধু জাদিককে নিয়ে দেশে ফিরলেন সেটোক। দেশে ফিরে এসে জাদিক শুনলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিচার হয়েছে; আর সেই বিচারের রায় অনুসারে তাঁকে অল্প আগুনে আস্তে আস্তে পুড়িয়ে মারা হবে।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### রাঁদিভু

তিনি যখন বাশোরাতে গিয়েছিলেন সেই সময় নক্ষত্রের পূজারী পুরোহিতরা তাঁকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। যে-সব যুবতী বিধবাদের তাঁরা শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন তাদের দামি পাথর আর গয়নাগুলি ন্যায়ত আর ধর্মত তাঁদেরই বলে তাঁরা মনে করতেন। তাঁদের এই আর্থিক ক্ষতি করার জন্যে জাদিককে তাঁরা পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বেশী আর কিছু করার সাধ্য তাঁদের ছিল না। সেইজন্যে তাঁরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এই বলে যে জাদিক স্বর্গীয় দেবতাদের সম্বন্ধে তাঁদের কাছে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। নক্ষত্রেরা যে সমুদ্রে অস্ত যায় না জাদিক এই কথা বলেছেন বলে শফথ গ্রহণ করে তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন। এই ভয়ঙ্কর ঈশ্বর-নিন্দায় বিচারকেরা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এই কুৎসা শুনে তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন; ছিঁড়েই তাঁরা ফেলতেন যদি তাঁরা নিশ্চিৎভাবে জানতে পারতেন যে নতুন পোশাক কেনার জন্যে জাদিকের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা আর ঘৃণার আতিশয্যে অল্প আগুনে তাঁকে পুড়িয়ে মারার শাস্তি দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন।

এই দুঃখজনক ঘটনায় সেটোক হতাশ হয়ে পড়লেন। বন্ধুকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। চুপ ক'রে থাকাই যে তাঁর পক্ষে বাঞ্ছনীয় তা তিনি অনতিবিলম্বেই বুঝতে পারলেন। বিধবা যুবতী আলমোনার বর্তমানে বাঁচার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। এর জন্যে জাদিকের কাছে সে কৃতজ্ঞ ছিল। চিতায় পুড়ে মরা যে একটা জঘন্য ব্যাপার সেকথা জাদিক তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আলমোনা ঠিক করল সেই চিতা থেকে তাঁকে সে রক্ষা করবে। এ-সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বলে পরিকল্পনাটা সে মনে

মনে রেখে দিল। পরের দিনই জাদিককে চিতায় চাপানোর কথা। তাঁকে যদি আদৌ বাঁচাতে হয় তাহলে যা কিছু করণীয় রয়েছে আলমোনাকে তা সেই রাত্রিতেই করতে হবে। সেই উদার আর বিজ্ঞ মহিলাটি নিম্নলিখিত পন্থায় অগ্রসর হলো ঃ

নিজের গায়ে সুগন্ধী আতর ঢাললো আলমোনা। দামি দামি অলংকার আর চমৎকার পোশাক প'রে অপরূপা হয়ে সে প্রধান পুরোহিতের দর্শনপ্রার্থিনী হলো। সেই সম্মানিত বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া মাত্র সে তাঁর কাছে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলল ঃ

'হে মহান্ ভল্লুকের [ গ্রেটবিয়ার ] জ্যেষ্ঠপুত্র, ষণ্ড দেবতার ভ্রাতা, এবং মহান সারমেয়ের খুল্লতাত পুত্র, [প্রধান ধর্মযাজকের এইগুলিই ছিল খেতাব] আমার মনে যে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব জেগেছে সেগুলি একান্তে বলার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি। আমার প্রিয় স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা না করার জন্যে, ভয় হচ্ছে, আমি জঘন্য অপরাধ করেছি ; কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, বাঁচিয়ে রাখার মত আমার কী রয়েছে, রয়েছে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমার এই নশ্বর দেহ ; সেটাও তো শুকিয়ে গিয়েছে। এই দেখুন।

এই বলেই সিল্কের জামার আস্তিনটা গুটিয়ে সে তার নগ্ন হাত দুটি মহাযাজকের সামনে তুলে ধরলো। আহা, কী সুন্দর সেই বাহুর গঠন! সাদা, একেবারে ঝকঝক করছে।

আলমোনা বলল—আপনি দেখতেই পাচ্ছেন—এগুলির কোন দাম নেই।

মহাযাজক মনে-মনে বুঝলেন ওদের দাম অনেক। তাঁর চোখ দুটি সেই কথাই বলল। চোখের ভাষা মুখ দিয়ে সমর্থন করলেন তিনি। তিনি দিব্যি দিয়ে বললেন ওরকম সুন্দর হাত জন্মে আর কখনও তিনি দেখেন নি।

বিধবাটি তখন বলল—হায়রে, আমার হাত দুটি হয়ত ততটা খারাপ নয় ; কিন্তু আমার দেহের অন্যান্য অংশগুলি একেবারে জঘন্য। কিন্তু আপনি স্বীকার করবেন যে আমার ঘাড়টা একেবারে যাচ্ছেতাই।

এই বলে আলমোনা তার সুন্দর কুচযুগল তাঁর চোখের সামনে খুলে দিল। প্রকৃতিদেবী এত সুন্দর জিনিস আর একটিও সৃষ্টি করেন নি। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে হাতির দাঁতের তৈরি আপেলের ওপরে গোলাপ কুঁড়িকেও মনে হতো গাছ থেকে ঝরা লাল রঙের চেয়েও তুচ্ছ ; সদ্য-ধোয়া মেষের শ্বেতবর্ণকেও মনে হতো মলিন পীতবর্ণের। তার কণ্ঠ ; মদির ঢল-ঢল, ঈষৎ বিদ্যুৎনিভ বড় বড় কাজল কালো দুটি চোখ, বিশুদ্ধতম দুগ্ধের শ্বেতবর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত সুন্দরতম রক্তবর্ণে সঞ্জীবিত দুটি গণ্ডদেশ ; লেবানন পাহাড়ের চূড়ার দম্ভ-বিনাশী সুঁছোল তিল ফুলের মত নাসিকাগ্রভাগ, আরব সাগরের সব চেয়ে সুন্দর মুক্তায় গ্রথিত প্রবালদ্বীপের উপকূলের মত দুটি ওষ্ঠাধর—এই 'সব

দেখে সেই মহা বৃদ্ধটির মনে হলো তাঁর বয়স এখন কুড়ি বছরে নেমে এসেছে। কিছু বলার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেললেন, বিড়বিড় ক'রে কোনো রকমে তিনি শুধু তাঁর কোমল আনুগত্যের কথাটা স্বীকার করলেন। জবর রঙ ধরেছে বুঝতে পেরে, আলমোনা তাঁকে অনুরোধ করল জাদিককে মুক্তি দেওয়ার জন্যে।

তিনি বললেন—সুন্দরী, তোমার কথা শুনে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি। আমার আর তিন জন সহকর্মী মুক্তিদানপত্র সই না করলে কেবল আমার কথায় কোনো কাজ হবে না।

আলমোনা বলল—আপনি তো স্বাক্ষর করুন।

মহাযাজক বললেন—খুব খশি হয়ে করছি। এর একটি মাত্র শর্ত হচ্ছে: আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ।

আলমোনা বলল—এই প্রস্তাব দিয়ে আপনি অনুগ্রহ দেখালেন আমাকেই। সূর্যাস্তের পরে আমার বাড়ীতে আপনি পায়ের ধুলো দেবেন; যেদিন শিয়াটের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আকাশে উঠবে সেদিন আমি গোলাপ-রঙা সোফার ওপরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো। সেদিন এই পরিচারিকাকে আপনি যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারবেন।

এই বলে, মহাযাজকের দেওয়া মুক্তি স্বাক্ষর নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে বেরিয়ে আসার পরে মহাবৃদ্ধটি প্রেমে গদগদ হয়ে ভাবতে লাগলেন আলমোনাকে খুশি করতে আমি কি পারবো? সারাটা দিন তিনি স্নান আর শরীর মার্জনায় অতিবাহিত করলেন। সিংহল থেকে নিয়ে আসা দারুচিনির রস পান করলেন; সেই সংগে পান করলেন টিডর আর টারনেট মশলা তৈরি করা নির্যাস; তার পরে, শিয়াটর নক্ষত্রটি আকাশে আবির্ভাবের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে আলমোনা দ্বিতীয় যাজকের বাড়ীতে হাজির হলো। তিনি তাকে নিশ্চিন্ত করলেন যে সূর্য, চন্দ্র, এবং স্বর্গের সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, তাঁর কাছে আলেয়ার মত। আলমোনা তাঁর কাছে জাদিকের প্রাণভিক্ষা চাইলো। তিনি প্রাণভিক্ষা দিলেন মহাযাজক যে শর্ত তাকে দিয়েছিল সেই শর্তে। সে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে বাধ্য হয়ে সে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো অ্যালজিনিব নক্ষত্র যেদিন আকাশে উঠবে সেইদিন তার বাড়ীতে আসতে। সেখান থেকে সে গেলো তৃতীয় আর চতুর্থ যাজকের বাড়ীতে। প্রত্যেকের কাছ থেকে জাদিকের জীবনভিক্ষা নিয়ে প্রত্যেককে এক একটি নক্ষত্রের উদয়ের দিন তার বাড়ীতে আসার আমন্ত্রণ জানালো। তারপরে, একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তার বাড়ীতে আসার জন্যে বিচারকদের কাছে সে অনুরোধলিপি পাঠালো। তাঁরা তার ডাকে সাড়া দিলেন। আলমোনা তাঁদের কাছে যাজকদের সই করা মুক্তিপত্রগুলি দেখিয়ে কী দামে তাকে জাদিকের মুক্তি কিনতে হয়েছে সেসব কথা বলল। যাজকরাও যথাসময়ে তার বাড়ীতে উপস্থিত

হলেন। প্রত্যেকেই অপর যাজকদের দেখে বিস্মিত হলেন ; আরও বিস্মিত হলেন বিচারকদের দেখে। বিচারকদের কাছে তাঁদের গুহ্য কথাগুলি প্রকাশ হওয়ায় খুবই লজ্জিত হলেন তাঁরা। রক্ষা পেলেন জাদিক। আলমোনার বুদ্ধি আর বাগ্মীতা দেখে সেটোক এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করে ফেললেন।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### নৃত্য

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে সেটোকের সেরেনদিব দ্বীপে যাওয়ার দরকার ছিল ; কিন্তু সবাই জানে বিয়ের প্রথম মাস হচ্ছে মধুচন্দ্রিমার মাস। সেইজন্যে, স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। স্ত্রীকে কোনোদিন যে ছেড়ে থাকতে পারবেন সেকথা তিনি ভাবতেও পারলেন না। সুতরাং তাঁর ব্যবসায়িক কাজটি শেষ করে আসার জন্যে জাদিককে তিনি অনুরোধ করলেন।

জাদিক নিজের মনেই বললেন—হায়রে, সুন্দরী অ্যাসটার্টির কাছ থেকে আমাকে আরও দূরে চলে যেতে হবে? কিন্তু আমার যিনি উপকারী তাঁর সেবা করাটা আমার কর্তব্য।

রাজি হলেন তিনি ; চোখের জল ফেললেন ; তারপরে, বিদায় নিয়ে গেলেন।

সেরেনদিবে বেশী দিন থাকার আগেই জাদিকের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। অসামান্য মানুষ ব'লে পরিচিত হলেন তিনি। ব্যবসাদারদের মধ্যে যে সব বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হতো সে সমস্ত তিনি নিষ্পত্তি করে দিতেন। পণ্ডিতদের বন্ধু ছিলেন তিনি এবং যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন তাঁর উপদেশ মেনে নিত তিনি ছিলেন তাদের উপদেষ্টা। তাঁকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সে-দেশের রাজা। ফলে, জাদিকের গুণ কত তা তিনি অচিরাৎ বুঝতে পারলেন। তাঁর ওপরে রাজার আস্থা জন্মালো ; এবং তিনি তাঁকে নিজের বন্ধু করে নিলেন। রাজার বন্ধুত্ব এবং শ্রদ্ধা জাদিকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করল। রাজার মোয়াবদারের অনুগ্রহ তাঁর জীবনে যে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে এনেছিল সেই স্মৃতিই অহোরাত্র তাঁকে পীড়া দিতে লাগলো।

তিনি ভাবতে লাগলেন—আমার সঙ্গ পেয়ে রাজা খুশি হয়েছেন। এতে আমার কি সর্বনাশ হবে না?

কিন্তু তবু রাজার অনুগ্রহের হাত থেকে কিছুতেই নিজেকে তিনি মুক্ত করতে পারছিলেন না। কারণ এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সানবুনাসের পুত্র নাবাশুন, তাঁর পুত্র নুশানার, তাঁর পুত্র সেরেনদিব দ্বীপের মহারাজ নাবুশান ছিলেন

এশিয়ার রাজন্যবর্গের মধ্যে সব চেয়ে উদার প্রকৃতির রাজকুমার। তাঁর সঙ্গে একবার কথা বললে তাঁকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

এই মহামান্য রাজকুমার সকলের কাছ থেকে নিয়ত ভালোবাসা পেয়েছিলেন; এবং তারই ফলে, সবাই তাঁকে প্রতারণা করেছিল, ডান আর বাঁ হাতে লুটেপুটে নিয়েছিল তাঁর কোষাগার। তিনি হয়েছিলেন সেই সব ডাকাতদের শিকার। অবশ্য এই দিক থেকে সেরেনদি দ্বীপের রিসিভার জেনারেলই নীতিগভাবে পথ দেখিয়েছেন। অন্য সবাই সেই পথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছে। রাজা তা জানতেন; জানতেন বলেই, বার বার কোষাধ্যক্ষকে তিনি পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু রাজার প্রাপ্য খাজনাকে অসমভাগে ভাগ করার চিরাচরিত রীতিটিকে কিছুতেই তিনি পরিবর্তন করতে পারেন নি। এই বিভাজনে সব সময় ছোট ভাগটা যেতো রাজকোষাগারে; আর বড়টা যেতো মন্ত্রীদের পকেটে।

রাজা নাবুশান তাঁর এই দুঃখের কথাটা বিজ্ঞ জাদিককে গোপনে বললেন।

তিনি তাঁকে বললেন—আপনি তো কত উৎকৃষ্ট জিনিস জানেন। কোষাধ্যক্ষ যাতে আমার অর্থ ডাকাতি করতে না পারে এমন একটা উপায় বাতলে দিতে পারেন না?

জাদিক বললেন—নিশ্চয় পারি। আমি আপনাকে এমন একটা নিশ্চিৎ পথের সন্ধান দিতে পারি যার ফলে আপনি খাঁটি লোক খুঁজে বার করতে পারবেন।

এই কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে পথটা বাতলে দিতে বললেন।

জাদিক বললেন—কোষাধ্যক্ষের পদের জন্যে যারা আবেদন করবে আপনার সামনে তাদের নাচতে হবে। যে সহজে আর হাল্কাভাবে নাচতে পারবে, জেনে রাখবেন সেই লোকটি হচ্ছে অবিসংবাদিতভাবে খাঁটি।

রাজা বললেন—আপনি ঠাট্টা করছেন। আমার বিশ্বাস এই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে আমি এমন একজনকে বেছে নেব যে লোকটা আমার অর্থ নিয়ে পালিয়ে যাবে। আপনি কি মনে করেন যে লোকটি সহজভাবে লম্ফঝম্প দিতে পারবে সে-ই সব চেয়ে সাধু আর চতুর?

উত্তর দিলেন জাদিক—সে যে সব চেয়ে চতুর হবে সেকথা আমি বলছি নে; কিন্তু সে যে সব চেয়ে সাধু হবে সেকথা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে জাদিক কথাগুলি বললেন যে রাজার মনে হলো রাজস্ব মন্ত্রী বাছাই করার ব্যাপারে জাদিক কোন আধিদৈবিক গুহ্য কথা জানেন।

জাদিক বললেন—আধিদৈবিক বা অবাস্তব কোনো কিছু আমি পছন্দ করি নে। যে সব মানুষ অথবা গ্রন্থ বিরাট বিজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে মিশে বা

সেগুলি প'ড়ে আমি কোনো আনন্দ পাই নি। আমি আপনাকে এইমাত্র যা বললাম সেইমত ব্যবস্থা করতে আমাকে মহারাজ যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনি নিশ্চিৎ হবেন যে আমার গুহ্য কথাটা হচ্ছে খুব সরল এবং সবচেয়ে সহজ।

জাদিকের গুহ্য কথাটা যে খুবই সহজ এবং অলৌকিক মোটেই নয় এই শুনে সেরেনদিবের মহারাজ নাবুশান আরও অবাক হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন—ভালো কথা। ব্যবস্থা করুন।

জাদিক বললেন—আমার ওপরে সব ছেড়ে দিন। এই পরীক্ষায় যতটুকু উপকার হবে বলে ভাবছেন তার চেয়ে অনেক বেশী লাভবান আপনি হবেন।

সেইদিনই তিনি ঘোষণাপত্র জারি করার নির্দেশ দিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে লেখা ছিল যে নুশানাবের পুত্র মহারাজ নাবুশানের রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পদের জন্যে যাঁরা আবেদন করবেন কুম্ভীর মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে হালকা রঙের সিল্কের পোশাক পরে রাজদরবারের পাশের ঘরে তাঁদের যথারীতি উপস্থিত থাকতে হবে।

এই আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল চৌষট্টি। পাশের একটি ঘরে বেহালাবাদকদের ডেকে আনা হয়। নাচের জন্যে প্রতিযোগীরা প্রস্তুত হলেন। কিন্তু এই দরজাটি ছিল বন্ধ। এই ঘরে প্রবেশ করার জন্যে প্রতিযোগীদের একটি ছোট অন্ধকার দালান দিয়ে যেতে হয়েছিল। হালকা অস্ত্রে সজ্জিত একজন অশ্বারোহী সৈনিক প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সঙ্গে ক'রে সেই নাচের ঘরে ঢুকিয়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো; কিন্তু তার আগে সেই অন্ধকার দালানে তাঁদের কিছুক্ষণ ধরে একলা থাকতে হয়েছিল। এই পরিকল্পনার কথা মহারাজাকে আগেই জানানো হয়েছিল। সেই পরিকল্পনামত রাজা তাঁর কোষাগারের সমস্ত অর্থ সেই বারান্দায় ছড়িয়ে রেখেছিলেন।

সমস্ত প্রতিযোগীরা নাচ-ঘরে সমবেত হলে, নাচ শুরু করার নির্দেশ দিলেন মহারাজা। এর আগে আর কোনো নাচিয়ে এত কষ্টে আর এত কুণ্ঠসংভাবে নাচে নি। নাচের সময় সবাই মাথা নিচু ক'রে পিঠ বাঁকিয়ে নাচলেন। মনে হলো, তাঁদের হাতগুলিকে শিরিষের আঁটা দিয়ে কেউ যেন তাঁদের পকেটের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে।

ফিশফিশ ক'রে বললেন জাদিক—আচ্ছা পাজি তো সব!

নাচিয়েদের মধ্যে কেবল একজন খুব স্বচ্ছন্দভাবে নাচলেন। তাঁর মাথা ছিল উঁচু; নির্ভয় দৃষ্টিভঙ্গী, হাতদুটি দুপাশে প্রসারিত, দেহ সোজা, আর পা দুটি খাড়া।

জাদিক বললেন—এই মানুষটিই সাঁচ্চা।

সেই চমৎকার নাচিয়েটিকে রাজা আলিঙ্গন ক'রে নিজের কোষাধ্যক্ষ করবেন

বলে ঘোষণা করলেন। বাকি সকলকে তিনি তিরস্কার করলেন ; তারপরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণতার মানদণ্ডে বিচার ক'রে জরিমানা করলেন তাঁদের। কারণ, অন্ধকার দালানে অপেক্ষা করার সময় প্রত্যেকেই ছড়ানো ধনরত্ন দিয়ে তার পকেট এত ভর্তি করেছিলেন যে সহজভাবে হাঁটা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল।

চৌষট্টি জন নাচিয়েদের মধ্যে তেষট্টিজন চোর—মনুষ্যচরিত্রের এই বিকৃতি দেখে মহারাজা সত্যিই বড় মর্মাহত হলেন। সেই অন্ধকার বারান্দার নাম দেওয়া হলো—'প্রলোভনের অলিন্দ'। পারস্য দেশ হলে এই তেষট্টি জন ভদ্রমহোদয়কে শূলে চড়ানো হতো। অন্য দেশে, এঁদের বিচার করার জন্যে একটি বিশেষ বিচারশালা গঠিত হতো ; এবং এঁরা যা নিয়েছিলেন জরিমানা হিসাবে তার তিন গুণ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করা হতো এঁদের। আর একটি দেশ হলে, এঁদের কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হয়েছে বলে স্বীকৃত হতো ; এবং যাঁরা সত্যিকারের ভালো নাচিয়ে তাঁরা বিবেচিত হতেন অপদার্থ বলে। মহারাজ নাবুশান ছিলেন উদার প্রকৃতির। তাই তাঁদের শাস্তি দেওয়া হলো জনসাধারণের কোষাগারে দান করার জন্যে।

অপরের গুণকে স্বীকৃতি দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। জাদিককে অর্থ দান করলেন তিনি। আজ পর্যন্ত কোনো একটি কোষাধ্যক্ষ তার মনিব রাজার যত অর্থ অপহরণ করেছে জাদিককে দেওয়া অর্থের পরিমাণ তার চেয়েও বেশী।

অ্যাসটার্টের সংবাদ আনার জন্যে সেই অর্থ দিয়ে জাদিক ব্যাবিলনে লোক পাঠালেন। পাঠানোর সময় তাঁর স্বর কাঁপতে লাগলো, তাঁর রক্তোচ্ছ্বাস ভাটার স্রোতে ফিরে গেল তাঁর হৃদয়ে, চোখে নেমে এলো অন্ধকার ; মনে হলো, এখনই তিনি মারা যাবেন। দূতটি চলে গেলো। জাদিক নিজেই তাকে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে, ফিরে এলেন রাজার সন্নিধানে। কাউকে না দেখে ভাবলেন রাজা সম্ভবত তাঁর নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। ভাবলেন, ঘরে তিনি একাই রয়েছেন। এই ভেবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো – হায় ভালোবাসা !

রাজা বললেন—হ্যাঁ, ভালোবাসাই তো ! ওইটাই তো আসল প্রশ্ন। আমার দুঃখের সত্যিকার কারণটা আপনি খুঁজে বার করেছেন। কী মহৎ মানুষ আপনি ! একজন সাধু কোষাধ্যক্ষ খুঁজে বার করার জন্যে আমাকে যেমন সাহায্য আপনি করেছেন, আশা করি, মোটামুটি বিশ্বাসী একটি স্ত্রী খুঁজে বার করতেও আমাকে তেমনি আপনি সাহায্য করবেন।

নিজের ভাবপ্রবণতাকে সংযত করে নিয়ে জাদিক বললেন : যদিচ প্রেমের পথটি বড়ই দুর্গম তথাপি, অর্থবিভাগের মত দাম্পত্যবিভাগেও যথাসাধ্য সাহায্য তাঁকে তিনি করবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## দুটি নীল চোখ

'দেহ এবং হৃদয়…' রাজা জাদিককে বললেন।

কথাগুলি শুনে জাদিক মহারাজকে বাধা না দিয়ে পারলেন না।

তিনি বললেন—আপনি যে 'হৃদয় আর আত্মা' বলেন নি তা শুনে আমি কত খুশিই না হয়েছি। কারণ ব্যাবিলনে মানুষরা এ-দুটি কথা ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করে না। সেখানে এমন কোন বই নেই যাদের ভেতরে 'হৃদয় আর আত্মা' এ দুটি কথা লেখা নেই। এসব বই লিখেছে তারা যাদের ও-দুটির একটিও নেই। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করবেন, মহারাজ ; আপনার কথা বলে যান।

বলে গেলেন নাবুশান :

'আমার দেহ এবং হৃদয়—দুটিই ভালোবাসার কাঙাল। এ-দুটি প্রভুর প্রথমটি উপভোগের সমস্ত রকম সুযোগ পায়। আমার প্রাসাদে রমণী রয়েছে একশজন। তাদের আমি ইচ্ছেমত ভোগ করতে পারি। তারা সবাই সুন্দরী, সবাই তারা আমাকে দেওয়ার জন্যে, খুশি করার জন্যে ইচ্ছুক, ইন্দ্রিয়পরবশ ; অন্তত, আমার সঙ্গে থাকার সময় সেই রকম হাবভাবই তারা দেখায়। কিন্তু এত ভোগেও আমার হৃদয় ভরে না, সুখী হয় না এতটুকু। আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি যে সেরেনদিবের রাজাকেই তারা সোহাগ দেখায়, নাবুশানের ওপরে তাদের বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই। আমার স্ত্রীরা যে বিশ্বাসঘাতিনী সেকথা অবশ্য আমি বলছি নে ; কিন্তু এমন একটি নারীকে আমি পেতে চাই যে আমার হবে একেবারে নিজস্ব। এই রকম একটি রত্ন আহরণ করার জন্যে আমার একশটি সুন্দরী রমণীকে আমি দান করতে পারি। দেখুন দেখি, আমার একশটি সুলতানাব মধ্যে থেকে এমন একজনকেও আপনি খুঁজে পান কিনা যার প্রেম সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

কোষাধ্যক্ষ নির্বাচনের ব্যাপারে জাদিক যেমনভাবে বলেছিলেন এবারেও সেই রকম বললেন—মহারাজ, স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার আমাকে দিন, কিন্তু প্রথমে আমাকে অধিকার দিন আপনার 'প্রলোভনের অলিন্দে' যে অর্থ আপনি ছড়িয়ে রেখেছিলেন সেইগুলি ব্যবহার করার। সেগুলির পাকা হিসাব আপনাকে আমি দেব ; তাছাড়া, একটি অর্থও আপনার খোয়া যাবে না।

রাজা তাঁকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলেন। সেরেনদিব রাজ্য থেকে তিনি বাছাই করলেন তেত্রিশটি সব চেয়ে কুৎসিৎ কুঁজো লোক, যতটা কদাকার তিনি খুঁজে

পেয়েছিলেন ততটা ; তেত্রিশটি সব চেয়ে সুন্দর চেহারার চাকর ; আর তেত্রিশটি সবচেয়ে বচনবাগীশ স্বাস্থ্যবান যাজক। হারেমে প্রবেশ করার অবাধ স্বাধীনতা তাদের তিনি দিলেন। প্রত্যেকটি কুঁজোকে তিনি দিলেন চার হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা। সমস্ত কুঁজোরা প্রথম দিনেই সফল হলো। একমাত্র দেহ ছাড়া, সুলতানাদের দেওয়ার মত চাকরদের আর কিছু ছিল না। দু' তিন দিনের আগে তারা সফল হলো না। যাজকদের আরও একটু অসুবিধে হয়েছিল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেত্রিশটি পুণ্যাত্মা রমণী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল। পর্দার ভেতর দিয়ে প্রতিটি ঘরের দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন রাজা। প্রেমের এইসব অভিজ্ঞান দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন।

একশটি মহিষীর মধ্যে নিরানব্বুই জন এইভাবে তাঁর চোখের ওপরেই আত্মসমর্পণ করল। বাকি রইলো মাত্র একজন। বয়স কম, একেবারে আনকোরা। তার কাছে মহারাজা কোনোদিন যান নি। তার কাছে পরপর তিন জন কুঁজোকে পাঠানো হলো। কুড়ি হাজার স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত তারা তাকে দিতে চাইলো। কিন্তু তাকে পাপের পথে টানা গেলো না। অর্থের দৌলতে কুঁজোরাও যে রূপবান হওয়ার কথা চিন্তা করে এই ভেবে সে হো-হো করে হেসে উঠলো। দুটি বেশ সুন্দর চেহারার চাকর তার কাছে গেলো। সে জবাব দিল রাজা আরও বেশী সুন্দর। যাজকদের মধ্যে সবচেয়ে বচনবাগীশকে পাঠানো হলো তার কাছে ; তারপরে পাঠানো হলো সবচেয়ে দুঃসাহসীকে। বচনবাগীশকে সে দাম্ভিক আর দ্বিতীয়টিকে একেবারে আকাঠ মূর্খ বলে সে অপদস্থ করল।

রমণীটি বলল—হৃদয়টাই হলো আসল। কুঁজোর অর্থ, যুবকের সৌন্দর্য, অথবা যাজকের প্রলোভন—এদের কোনোটার কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করবো না। নুশানাবের পুত্র নাবুশানকেই আমি কেবল ভালোবাসবো ; এবং যতদিন না তিনি আমাকে ভালোবাসবেন ততদিন অপেক্ষা করব আমি।

আনন্দ আর প্রেমে নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেললেন রাজা ; বিস্মিতও কম হলেন না। যে অর্থের দৌলতে কুঁজো লোকগুলো সফল হয়েছিল সেই সব অর্থ তিনি নিয়ে নিলেন ; উপহার দিলেন সুন্দরী ফ্যালিডেকে, যুবতীটির নামই ছিল ওই। তিনি তাকে দিলেন হৃদয়—হৃদয় পাওয়ারই উপযুক্ত সে ছিল। যৌবনের সৌন্দর্য এত উজ্জ্বল, সৌন্দর্যের লাবণ্য এত মনোমুগ্ধকর হয়ে আর কোথাও দেখা দেয় নি। ঐতিহাসিক সততার জন্যে তার ভদ্রতার অভাবটাকে আমি চেপে যেতে পারবো না ; কিন্তু পরীদের মতই সে নাচতো, সাইরেনের মত মিষ্টিসুরে সে গান করতো, এবং আলাপ করতো মূর্তিময়ী করুণার মত। সুরুচি আর নারীধর্ম দুটিই ছিল তার অঙ্গের ভূষণ।

নাবুশান ভালোবাসা পেয়ে ফ্যালিডেকেও ভালোবাসলেন। কিন্তু ফ্যালিডের

চোখ দুটি ছিল নীল। এইটিই রাজার মহা দুঃখের কারণ হয়েছিল। এদেশে একটি প্রাচীন আইন ছিল। সেই আইনে নীলচক্ষু কোনো রমণীর ওপরে কোনো রকম হৃদয়গত দুর্বলতা দেখানো রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে এদেশের মহাযাজক এই বিশেষ আইনটি পাশ করেছিলেন। সেরেন্দিবের প্রথম রাজার রক্ষিতাকে না পাওয়ার ফলে তিনি এই নিষেধ আজ্ঞাটি জারি করেছিলেন।

রাজ্যের সর্ব শ্রেণীর মানুষেরা রাজার এই বিবাহে নানারকম অনুযোগ তুললো। মানুষেরা প্রকাশ্য জনসভায় বলে বেড়াতে লাগলো রাজ্যের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে, ঘনিয়ে এসেছে বিপদ, এবং দুর্ঘটনার সংকেত আর ইংগিতে আকাশ বাতাস ভরে উঠেছে। এক কথায়, নুশানাবের পুত্র নাবুশান দুটি নীল চক্ষুকে ভালোবাসেন। কুঁজোর দল, পয়সাওয়ালা মানুষদের দল, যাজক সম্প্রদায়, কালো চামড়ার নারীরা— সবাই রাজার এহেন বেআইনী এবং নীতিবিগর্হিত কাজের জন্যে বিলাপধ্বনিতে দেশটিকে মুখরিত করে তুলেছিল।

সেরেন্দিব রাজ্যের উত্তরদিকে একরকম অসভ্য জাত বাস করতো। দেশের এই অসন্তোষের সুযোগ নিল তারা, সৎ রাজা নাবুশানের রাজত্ব আক্রমণ করলো। তারা। রাজা তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে যুদ্ধ চালানোর জন্যে অর্থ চাইলেন। রাজ্যের অর্ধেক আয় ভোগ করতো যাজকরা। এই শুনে স্বর্গের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েই তারা সন্তুষ্ট রইলো; রাজাকে সাহায্য করার জন্যে রাজকোষাগারে কিছু অর্থ দিতে অস্বীকার করল। বাজনার সুরের সংগে সুর মিশিয়ে তারা সুন্দর সুন্দর প্রার্থনার পদ আওড়ালো, এবং রাজাকে তারা ছেড়ে দিল অসভ্য আক্রমণকারীদের দয়ার ওপরে।

গভীর দুঃখে রাজা জাদিককে বললেন—প্রিয় জাদিক, এই ভয়ংকর বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করার একটা পথ বাতলে দিতে পারো না তুমি?

জাদিক উত্তর দিলেন—খুব পারি। যাজকদের কাছ থেকে যত ইচ্ছে অর্থ আপনি পেতে পারেন। তারাই যে অঞ্চলে সুরক্ষিত হয়ে রয়েছে সেখান থেকে আপনি শুধু সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আপনার নিজের দুর্গটিকে রক্ষার ব্যবস্থা করুন।

নাবুশান সেই উপদেশ কার্যকরী করতে দ্বিধা করলেন না। এই দেখে, যাজকরা দৌড়ে এসে রাজার পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়লো, এবং তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করলো। মিষ্টি বাজনার সুরে সুর মিশিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার গান গেয়ে রাজা তাদের বললেন—নিজেদের বাড়ীঘর, জমি জায়গা নিজেরা রক্ষা কর গে।

অবশেষে যাজকরা রাজার প্রয়োজনমত অর্থদান করল; রাজা তাড়িয়ে দিলেন বর্বর আক্রমণকারীদের। এই ভাবে বিজ্ঞ আর সময়োচিত উপদেশ দিয়ে, এবং মহৎ

কাজের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, রাজ্যের সব চেয়ে শক্তিমান শ্রেণীর শত্রুতা অর্জন করলেন জাদিক। যাজকসম্প্রদায় এবং কটা চক্ষুর মহিলারা জাদিকের পতন ঘটাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। পয়সাওয়ালা আর কুঁজো লোকেরা তাঁকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিল না। এমনকি তাঁকে সন্দেহ করতে রাজাকেও তারা প্ররোচিত করতে সমর্থ হলো। জোরোয়াস্টার বলেছেন—'সেবার কাজ প্রায়শই পাশের ঘরে পড়ে থাকে; সন্দেহ গোপন কক্ষেও প্রবেশ করে'। প্রতিদিন জাদিকের বিরুদ্ধে নিত্য নতুন অভিযোগ আসতে লাগলো। প্রথম অভিযোগ সাধারণত অগ্রাহ্য হয়; দ্বিতীয় অভিযোগ একটু আঁচড়ে যায়, তৃতীয় অভিযোগ ক্ষতের সৃষ্টি করে, চতুর্থ অভিযোগ আঘাত করে।

বিশেষ ভয় পেয়ে গেলেন জাদিক। বন্ধু সেটোকের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ শেষ করে সমস্ত টাকা তাঁকে নির্বিঘ্নে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। তারপরে ভাবলেন, দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। ঠিক করলেন অ্যাসটার্টির সংবাদ আহরণের জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়বেন।

মনে মনেই তিনি বললেন—কারণ, এখানে থাকলে, যাজকরা আমাকে শূলে চড়াবে। কিন্তু যাব কোথায়? মিশরে গেলে আবার আমাকে ক্রীতদাস হতে হবে। অ্যারেবিয়াতে গেলে সম্ভবত আমাকে পুড়িয়ে মারবে, ব্যাবিলনে মারবে গলা টিপে। তবু, অ্যাসটার্টির কী হলো তা আমাকে জানতেই হবে। বেরিয়ে তো যাই। দেখা যাক, আমার জন্যে দুর্ভাগ্য আরও কী জমিয়ে রেখেছে।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### ডাকাত

যে পথটি অ্যারেবিয়া পেত্রিয়া আর সিরিয়াকে বিভক্ত করেছে তার সীমান্তে এসে তিনি একটি বেশ শক্ত দুর্গের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। সেই সময় একদল সশস্ত্র আরববাসী হঠাৎ সেই দুর্গ থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল রাস্তার ওপরে; তারপরে, তাঁকে ঘিরে ফেলে চিৎকার ক'রে উঠলো তারা—'তোমার কাছে ধনরত্ন যা রয়েছে সে-সব হচ্ছে আমাদের। আর তুমি হচ্ছো আমাদের মনিবের সম্পত্তি'।

তাদের কথার জবাব দিলেন জাদিক তরোয়াল খুলে। তাঁর চাকরটিও ছিল বেশ সাহসী। সেও তার প্রভুকে অনুকরণ করল। যে আরব দস্যুরা তাঁদের আঘাত করতে উদ্যত হলো তাদের প্রথমটিকে হত্যা করলেন তাঁরা, এবং যদিও আরও অনেক দস্যু এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল তবু তাঁরা ভয় পেলেন না। যুদ্ধে তাদের সকলকে বিনাশ করতে তাঁরা স্থিরসংকল্প হলেন। অসংখ্য দস্যুর বিরুদ্ধে দুটি

মানুষ আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। এ-রকম যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলতে পারেনা। দুর্গাধিপতির নাম হচ্ছে অ্যারবোগাদ। জানালা থেকে জাদিকের অপূর্ব বীরত্ব দেখে সেই বীর অপরিচিত মানুষটির ওপরে তার বেশ উঁচু ধারণা জন্মালো—শ্রদ্ধাও বলা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে সে তার লোকদের ডেকে নিয়ে দুটি পথিকের জীবন রক্ষা করল।

মারামারি বন্ধ হওয়ার পরে সে বলল—আমার জমিদারীর ওপর দিয়ে যে কেউ অথবা যা কিছু যাবে সে-সব হচ্ছে আমার ; এবং অন্য লোকের জায়গায় যা কিছু আমার চোখে পড়বে সে-সব জিনিসও আমারই। তবে তুমি দেখছি খুবই সাহসী মানুষ। তাই তোমার ক্ষেত্রে এই সাধারণ আইনটা আমি শিথিল করলাম।

এই বলে জাদিককে সে নিজের দুর্গের ভিতরে নিয়ে এলো, অনুচরদের নির্দেশ দিল তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার জন্যে। সন্ধ্যের সময়, অ্যারবোগাদ তাঁর সঙ্গে ভোজন করতে বসলো। দুর্গাধিপতি ছিল সেই সময় আরববাসীদের একজন যাদের সাধারণভাবে বলা হতো দস্যু। অনেক খারাপ কাজই সে করতো। তবে মাঝে-মাঝে কিছু ভাল কাজও সে যে করতো না সেকথা সত্যি নয়। প্রবল লালসায় উন্মত্ত হয়ে যেমন সে ডাকাতি করতো, তেমনি বিরাট বদান্যতার সঙ্গে বর্ষণ করতো অনুগ্রহ। কাজে সে ছিল অকুতোভয়, মজলিসে ছিল অমায়িক। খাওয়ার টেবিলে ছিল সে অমিতাচারী, লাম্পট্যে ছিল স্ফূর্তিবাজ। সে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতো না ; যা করতো সবই খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করে দিতো। এইটিই ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জাদিকের ওপরে সে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিল। জাদিকের জমাটি আলাপের ফলে ভোজের আসরটি অনেকক্ষণ ধরে স্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে, অ্যারবোগাদ তাঁকে বলল—আমার উপদেশ শোনো। আমার বাহিনীতে তুমি নাম লেখাও। এর চেয়ে ভাল কাজ তুমি আর খুঁজে পাবে না। তাছাড়া, ব্যবসাটাও খারাপ নয় ; এবং বর্তমানে আমি যা হয়েছি একদিন তুমিও হয়ত তাই হ'তে পারবে।

জাদিক বললেন—এই সম্ভ্রান্ত পেশাটি আপনি কত দিন গ্রহণ করেছেন সেকথা কি আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

দুর্গাধিপতি বলল—সেই ছেলেবেলা থেকে। আমি একটি বেশ ভদ্র অমায়িক আরববাসীর চাকর ছিলাম, কিন্তু চাকরের কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এই পৃথিবীর কোনো ভাল ভাগ্য আমাকে দেন নি এটা ভেবে আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। পৃথিবীর শরিকানা তো সকলের। একজন বৃদ্ধ আরববাসীকে আমার এই দুঃখের কথা জানালাম। তিনি বললেন—'বৎস, হতাশ হয়ো না। একটা বালুকণা ছিল। সে সব সময় এই বলে বিলাপ করতো যে মরুভূমির বুকে একটি তুচ্ছ অবহেলিত অণু ছাড়া সে আর কিছু নয়। কয়েক বছর পরে সে একটি হীরায়

পরিণত হলো ; আর সব চেয়ে উজ্জ্বল অলংকার হিসাবে সে এখন একজন ভারতীয় সম্রাটের মুকুটে শোভা পাচ্ছে'। এই কথা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আমিই সেই তুচ্ছ বালির কণা ; হীরা হওয়ার জন্যে আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম। শুরু করলাম দুটি ঘোড়া চুরি করে। শীঘ্রই একদল সঙ্গী জুটে গেল আমার। তখন মরুযাত্রী ছোট-ছোট বণিকদলের অর্থ লুঠপাট করার মত সামর্থ্য আমার হয়েছিল। অন্য মানুষদের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য ছিল সেটাকে এইভাবে ধীরে ধীরে আমি নষ্ট ক'রে ফেললাম। বিশ্বে যে সব ভালো জিনিস রয়েছে তাদের ভাগ আমি নিলাম। এমন কি, সুদ হিসাবে বেশীও পেলাম কিছু। সবাই আমাকে খুবই সম্মান দেখাতো। তারপরে, একদল দস্যুর ক্যাপটেন হলাম আমি। এই দুর্গটাকে জোর করে আমি অধিকার করলাম। সিরিয়ার শাসনকর্তা এখান থেকে একবার আমাকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন আমি বেশ অর্থশালী। তাই ভয় করার মত আমার কোনো কারণ ঘটে নি। সিরিয়ার শাসনকর্তার কাছে আমি প্রচুর উপঢৌকন পাঠালাম। তার ফলে, দুর্গটা আমার তো রয়ে গেলই, অধিকন্তু আরও অনেক বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হলাম আমি। রাজা-ধিরাজের কাছে অ্যারোবিয়া পেত্রিয়া যে নজরানা পাঠায় তিনি আমাকে তার কোষাধ্যক্ষ করে দিলেন। আমি এখন সেই অর্থ গ্রহণ করার কাজটা করি, কিন্তু অর্থ দেওয়ার ব্যাপারটা আমি একেবারে বর্জন করেছি। ব্যাবিলনের রাজাধিরাজ তাঁর একটি ক্ষুদে সামন্ত রাজাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন রাজা মোয়াবদার। তিনি এসেছিলেন আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলার জন্যে। সেই রকম একটা নির্দেশনামা নিয়েই এসেছিলেন তিনি। এখানে এসে আমাকে তিনি সব কথা জানালেন। আমার গলায় ফাঁশ পরানোর জন্যে যে চার জনকে তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর সামনেই সেই চার জনকে গলা টিপে আমি হত্যা করলাম। তারপরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম —'আমাকে মেরে ফেলার জন্যে কত টাকা আপনি দালালি পাবেন ?' তিনি বললেন ঃ 'তিনশ স্বর্ণমুদ্রার কিছু বেশী।' আমার দলে থাকলে তিনি যে আরও বেশী পাবেন সেই কথাটা তাঁকে আমি বুঝিয়ে দিলাম। আমি তাঁকে পরিণত করলাম একটি নিচুমানের ডাকাত। এখন তিনি আমার একজন সবচেয়ে প্রিয় আর ধনী কর্মচারী। তুমি যদি আমার উপদেশ শোনো তাহলে জীবনে তুমি তারই মত সফল হবে। লুঠপাট করার মত এত ভালো সময় তুমি আর পাবে না ; কারণ, রাজা মোয়াবদার নিহত হয়েছেন ; সমস্ত ব্যাবিলনে আজ চরম বিশৃংখলা।

জাদিক বললেন—মোয়াবদার নিহত হয়েছেন ! রাণী অ্যাসটার্টের খবর কী তাহলে ?

অ্যারবোগাদ উত্তর দিল—তা আমি জানি নে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে মোয়াবদারের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই সে নিহত হয়েছে। আর

জানি, ব্যাবিলনের চারপাশে আজ চরম বিশৃঙ্খলা, রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দেশটা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেখানে ভালো সওদা করার সুযোগ এখনও রয়েছে; এবং আমি নিজে ইতিমধ্যেই কিছু চমৎকার সওদা করেছি!

জাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু রাণী? ঈশ্বরের দোহাই, রাণীর পরিণাম কী হলো সে আপনি কিছু জানেন?

সে বলল—জানি। হিরকানিয়ার একটা রাজার কথা আমি শুনেছি। রাণী যদি এই ডামাডোলে মারা গিয়ে না থাকে তাহলে সম্ভবত এখন সে তারই রক্ষিতা হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই সব সংবাদের চেয়ে লুঠপাটের খবরেই আমার আগ্রহ বেশী। আমার এই সব প্রমোদ বিহারে অনেকগুলি মেয়ে মানুষকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি; কিন্তু কাউকেই আমি আটকে রাখি নি। তারা কে, বংশমর্যাদা তাদের কী সে-সব খবর না নিয়ে, সুন্দরী হলেই তাদের আমি চড়া দামে বেচে দিয়েছি। এই জাতীয় পণ্যে, মেয়েরা বড় ঘরের, না, ছোট ঘরের তা নিয়ে কেউ একটা মাথা ঘামায় না। রাণী কুৎসিৎ হলে তার খরিদ্দার পাওয়া যাবে না। মনে হচ্ছে যেন তোমাদের ওই রাণী অ্যাসটার্টিকে আমি বেচে দিয়েছি। হয়ত, সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যাই হোক, আমার তাতে কিছু আসে-যায় না, এবং, আমি মনে করি তোমারও তাতে কিছু এসে যাবে না।

এই বলে, বেশ বড় একপাত্র মদ সে গলার ভেতরে ঢেলে দিল। তারপরেই সে এমন আবোল তাবোল বকতে শুরু করল যে তার কাছ থেকে আর কোনো সংবাদ জাদিক উদ্ধার করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ নির্বাক অবস্থায় চুপচাপ বসে রইলেন জাদিক। কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতাও তাঁর অন্তর্হিত হলো। অ্যারবোগাদ গলায় মদের পর মদ ঢালতে লাগলো, গল্প বলতে লাগলো, বারবার আওড়াতে লাগলো যে বিশ্বের মধ্যে সে সব চেয়ে সুখী; আর সেই রকম অবস্থায় পৌঁছানোর জন্যে বারবার জাদিককে সে তাতাতে লাগলো। অবশেষে মদের মাদকতা তাকে ধীরে ধীরে শান্ত করল আর আচ্ছন্ন করে ফেললো নিদ্রার অবসাদে। সারা রাত্রিটা জাদিক বিরাট একটা অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে কাটালেন।

তিনি নিজের মনেই বললেন—ব্যাপারটা কী! রাজার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছিল? তিনি কি নিহত হয়েছেন? তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্যে দুঃখ না করে পারি না। গোটা সাম্রাজ্যটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর এই ডাকাতটা হচ্ছে সুখী? হায়রে ভাগ্য! হায়রে কপাল! একজন ডাকাত হলো সুখী, আর প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর কীর্তি সম্ভবত হয় নির্মমভাবে ধ্বংস হয়েছে, অথবা, মৃত্যুর চেয়েও খারাপ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে! হায় অ্যাসটার্টি! তুমি কী অবস্থায় আছ?

সকাল হলো। দুর্গের মধ্যে যার সঙ্গেই তাঁর দেখা হলো তাকেই তিনি

রাজার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সবাই ব্যস্ত থাকার ফলে কারও কাছ থেকেই তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। রাত্রিতে একজায়গায় তারা ডাকাতি করেছিল। তারা তখন লুটের ভাগ বাঁটোয়ারায় ব্যস্ত ছিল। সেই ব্যস্ততা আর ডামাডোলের মধ্যে পালিয়ে আসারই সুযোগ পেলেন তিনি। বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে তিনি সেই সুযোগই গ্রহণ করলেন। অত্যন্ত বিষণ্ন মনে বিলাপ করতে-করতে দুর্গ থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন।

অশান্ত মন নিয়ে জাদিক পথ চলতে লাগলেন। কী করবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। সেই হতভাগিনী অ্যাসটার্টি, ব্যাবিলনের রাজা, বিশ্বাসী বন্ধু ক্যাডর, সুখী ডাকাত অ্যারবোগাদ, আর মিশরের সীমান্তে ব্যাবিলনের সেনানীরা যে চঞ্চল রমণীটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, এক কথায়, এ পর্যন্ত যত দুর্ভাগ্য আর নৈরাশ্যের বোঝা তাঁর জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাদের সকলের কথা ভাবতে-ভাবতে তিনি হাঁটতে লাগলেন।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### ধীবরের কথা

অ্যারবোগাদের দুর্গ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে, ছোট একটি নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। তখনও তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, তাঁর মত হতভাগ্য মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই। এমন সময় সেখানে একটি ধীবরকে তিনি দেখতে পেলেন। হাতে তার একটা জাল। কিন্তু সে এতই দুর্বল যে সেই জালটা কিছুতেই সে ফেলতে পারছিল না। জালটা হাতে নিয়ে আকাশের দিকে সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিল।

ধীবরটি বিলাপ করে বলল—আমি নিশ্চিৎ যে এ পৃথিবীতে আমার মত দুঃখী আর কেউ নেই। ব্যাবিলনে আমি যে এক সময় সবচেয়ে নামকরা পনিরের ব্যবসাদার ছিলাম পৃথিবীর লোক তা স্বীকার করতো। কিন্তু এখন আমি সর্বস্বান্ত। আমার অবস্থার লোকেদের যে সব বউ ছিল আমার বউ তাদের সকলের চেয়ে ছিল সুন্দরী। সে-ই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। তা সত্ত্বেও, আমার ছোট একটা বাড়ী ছিল। সেটাকেও লোকে লুঠপাট করে তছনছ করে দিয়েছে। শেষ কালে, আমি এই কুঁড়ে ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছি। মাছ ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় আমার নেই। অথচ, আমি একটা মাছও ধরতে পারি না। হায়রে আমার জাল! তোমাকে আর আমি জলে ছুঁড়বো না। তার জায়গায়, আমি নিজেই জলে ঝাঁপ দেব।

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো ; তারপরে, জলে ডুবে আত্মহত্যা করার মেজাজ নিয়ে সে নদীর দিকে এগোতে লাগলো।

জাদিক নিজের মনে-মনে বললেন—কী ব্যাপার ! আমার মত হতভাগ্য মানুষ পৃথিবীতে রয়েছে নাকি ?

এই মন্তব্যটি হঠাৎ-ই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো ; ধীবরটিকে রক্ষা করার ইচ্ছাটাও তাঁর মনে তেমনি হঠাৎ-ই জেগে উঠলো। তার কাছে দৌড়ে গিয়ে তিনি তাকে থামালেন ; তারপরে, বেশ কোমল আর সহানুভূতির স্বরে তার সঙ্গে কথা বললেন। সমব্যথায় ব্যথীদের কাছে থাকলে আমাদের নিজস্ব ব্যথা অনেকটা কমে যায়—এই রকম একটা কথা সাধারণত শোনা যায়। জোরোয়াস্টারের মতে মানসিক এই অবস্থার উদ্ভব হিংসা থেকে হয়না, হয় প্রয়োজন থেকে। আমাদের মত একটি দুঃখীর দিকে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা ছুটে যাই। সেই সময় পরের দুঃখে সুখ পাওয়াটা অপমানজনক বলেই মনে হয়। তখন দুটি দুঃখী মানুষ যেন দুটি শীর্ণ বৃক্ষের মত। তারা একসঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে ঝড়ের হাত থেকে নিজেদের বাঁচায়।

ধীবরকে জিজ্ঞাসা করলেন জাদিক—দুর্ভাগ্যের হাতে নিজেকে তুমি এইভাবে ছেড়ে দিচ্ছ কেন ?

সে উত্তর দিল—কারণ, আমার মুক্তির কোনো পথ নেই। ব্যাবিলনের কাছে ডার্লব্যাক গ্রামে আমি খুবই অবস্থাপন্ন লোক ছিলাম। স্ত্রীর সাহায্যে আমি যে পনির তৈরি করতাম অত ভাল পনির গোটা দেশে আর কেউ তৈরি করতে পারতো না। রানী অ্যাসটার্টি আর বিখ্যাত মন্ত্রী জাদিক সেই পনির খেতে খুবই ভালো বাসতেন। তাঁদের কাছে আমি ছ'শ পেটি পনির পাঠিয়েছিলাম। একদিন তার দাম আনার জন্যে আমি গেলাম। কিন্তু ব্যাবিলনে এসে শুনলাম রানী এবং জাদিক দুজনেই উধাও হয়ে গিয়েছেন। লর্ড জাদিকের বাড়ীতে আমি দৌড়ে গেলাম। তাঁকে আমি কোনোদিনই দেখিনি ; কিন্তু সম্রাটের অনেক নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা হলো আমার। রাজার পাঞ্জা হাতে পেয়ে তারা বিরাট আনুগত্য আর শৃংখলার সঙ্গে বহালতবিয়তে লুঠপাট করে চলেছে। সেখান থেকে ছুটলাম রানীর পাকশালে ; কয়েকজন লর্ড বললেন—রানী মারা গিয়েছেন। কেউ কেউ বললেন —তিনি জেলখানায়। অবার কেউ কেউ বললেন—তিনি পালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সবাই তাঁরা আমাকে একটা কথাই বললেন। সেই কথাটা হচ্ছে, পনিরের দাম আমি পাবো না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম লর্ড অর্ক্যানের বাড়ী। তিনিও আমার একজন খরিদ্দার ছিলেন। বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে আমি তাকে অনুরোধ করলাম। তিনি আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করলেন, আমাকে নয়। নরম পনিরের চেয়েও আমার স্ত্রীর গায়ের রং ছিল সাদা ; আর আমার দুর্ভাগ্য

শুরু হলো সেই থেকে। যে গোলাপী আর লালচে আভা তার সেই রঙটির শোভা বর্ধন করেছিল তায়ারের রক্তবর্ণের চেয়ে তার জ্যোতি ছিল তীব্র। এইজন্যেই অর্ক্যান তাকে আটকে রাখলেন, এবং আমাকে তাড়িয়ে দিলেন তাঁর বাড়ী থেকে। হতাশ হয়ে আমার প্রিয়তমা পত্নীকে আমি একটা পত্র দিলাম। পত্রবাহককে সে বলল—'হায়, হায়! কী আপদ! পত্রলেখকের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পরিচয় রয়েছে। তার নাম আমি শুনেছি। লোকে বলে সে নাকি বড় সুন্দর পনির তৈরি করতে পারে। তাকে বলো আমাকে কিছু পনির পাঠাতে। তার দাম পাবে।

'বিপদে পড়ে ঠিক করলাম আদালতের শরণাপন্ন হব। তখনও আমার কাছে ছ আউনস সোনা পড়ে ছিল। উকিলকে দিলাম দু' আউনস; আমার জন্যে যে উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল সেই দালালকে দিলাম দু' আউনস; আর প্রধান বিচারকের সেক্রেটারীকে দিলাম দু' আউনস। সব দেওয়া থুয়া শেষ হলো; কিন্তু আমার মামলা শুরু হলো না। এর ভেতরে পনিরের জন্যে যে অর্থ আমার পাওনা ছিল, আর আমার স্ত্রীর যা দাম তাদের চেয়ে বেশী খরচ হয়ে গেলো। বাড়ীটা বিক্রী করার উদ্দেশ্যে আমি গ্রামে ফিরে এলাম। ভেবেছিলাম ওই অর্থ নিয়ে স্ত্রীকে আমি উদ্ধার করে আনবো।

'আমার বাড়ীর দাম কম করে ষাট আউনস স্বর্ণমুদ্রার মত। কিন্তু আমার প্রতিবেশীরা দেখলো আমি দরিদ্র হয়ে পড়েছি, আর বাড়ীটা আমাকে বিক্রী করতেই হবে। প্রথম খরিদ্দারের সঙ্গে দেখা করতে সে দাম দিল তিরিশ আউনস; দ্বিতীয় খরিদ্দার, কুড়ি; তৃতীয়, দশ। এই সব যাচ্ছেতাই দাম পেয়েও, অন্ধের মত বাড়ীটা বিক্রী করে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করছিলাম এমন সময় হিরক্যানীয়ার রাজা ব্যাবিলনে আসার পথে রাস্তায় যা পেলো সব কিছু ধ্বংস করে ফেললেন। আমার বাড়ীর সব কিছু তাঁর লোকেরা লুঠ করল; তারপরে, পুড়িয়ে দিল সেটাকে।

এই ভাবে আমার অর্থ নষ্ট হলো; আমার বাড়ী আর স্ত্রীকে হারিয়ে আমি এই গ্রামে চলে এলাম। এখানেই আপনি আমাকে দেখছেন। এইখানে, মাছ ধরে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করছিলাম আমি। কিন্তু মানুষের মত মাছগুলোও আমার সঙ্গে ন্যাজে খেলছে। একটা মাছও আমি ধরতে পারি না। আমি এখন ক্ষিদের জ্বালায় মর মর; হে মহান সান্ত্বনাকারী, আপনি না এলে এতক্ষণ আমি জলে ডুবে আত্মহত্যা করতাম।

একটানা এই দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ ধীবরটি আর কখনও পায় নি। ভাবের আবেগে বারবার জাদিক তাকে বাধা দিয়ে বলছিলেন—কী! রাণীর কী হলো তা কি তুমি কিছু জান?

ধীবরটি উত্তর দিল—না হুজুর। কিন্তু আমি শুধু এইটুকু জানি যে রাণী অথবা জাদিক কেউ আমার পনিরের দাম দেন নি। আমি শুধু জানি যে

আমার স্ত্রীকে আমি হারিয়েছি ; আর বর্তমানে আমি সর্বনাশের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছি। এছাড়া আর কিছু আমি জানি নে।

জাদিক বললেন—আমি গর্ব করেই বলছি যে সব টাকা তোমার নষ্ট হবে না। এই জাদিকের কথা আমি শুনেছি। সে খুব সাধু মানুষ। সে যদি ব্যাবিলনে ফিরে যায়, আর সেই রকম আশাই সে করে, তার কাছে তুমি যা পাও তার তিনগুণ বেশী সে তোমাকে দেবে। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে সে আদৌ সাধ্বী নয়। আমার উপদেশ, তাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে যেয়ো না। ব্যাবিলনে ফিরে যাও। আমি ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছি। সেইজন্যে তোমার আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাবো ; আর তুমি যাবে হেঁটে। সম্মানিত ক্যাডরের সঙ্গে দেখা ক'রে বলো তার বন্ধুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। তার বাড়ীতে আমার জন্যে অপেক্ষা করো। যাও ; সম্ভবত, চিরকাল তুমি দুঃখী থাকবে না।

এই বলেই তিনি বলে উঠলেন—যে মহান ওরমুজ! এই লোকটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তুমিই আমাকে এইখানে পাঠিয়েছো। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে কাকে তুমি পাঠাবে ?

অ্যারেবিয়া থেকে যে অর্থ নিয়ে তিনি এসেছিলেন, এই বলে, তার অর্ধেক তিনি ধীবরকে দিয়ে দিলেন। ধীবর তো হতভম্ব! আনন্দে আত্মহারা! ক্যাডরের বন্ধুর পা চুম্বন ক'রে সে বলল—আমাকে বাঁচানোর জন্যে স্বর্গ থেকে নিশ্চয় ঈশ্বর আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

ইতিমধ্যে জাদিক নতুন করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তাকে আর সেই সঙ্গে ফেলতে লাগলেন চোখের জল।

ধীবরটি চিৎকার করে বলল—কী! প্রভু! আমাকে যিনি এইমাত্র উপহার দিলেন সেই আপনি কি এতই দুঃখী ?

জাদিক বললেন—তোমার চেয়ে শতগুণ বেশী দুঃখী!

সেই সৎ লোকটি জিজ্ঞাসা করল—গ্রহীতার চেয়ে দাতা বেশী অসুখী এ কেমন ক'রে হয় ?

উত্তর দিলেন জাদিক—কারণ, তোমার চরম দুঃখের উৎস হচ্ছে দারিদ্র্য, আর আমার দুঃখ রয়েছে হৃদয়ের অভ্যন্তরে।

ধীবরটি জিজ্ঞাসা করল ঃ অর্ক্যান কি আপনার স্ত্রীকেও লুঠ ক'রে নিয়েছে ?

এই প্রশ্নে তাঁর সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযানের কথা জাদিকের মনে পড়ে গেলো। রাণীর মাদী কুকুর থেকে শুরু করে ডাকাত অ্যারবোগাদের দুর্গ পর্যন্ত তাঁর দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ তালিকা তিনি তার কাছে পেশ করলেন।

ধীবরকে তিনি বললেন—হায়, হায়! অর্ক্যানের শাস্তি পাওয়া উচিৎ, কিন্তু

সাধারণত, এই সব মানুষরাই ভাগ্যের বরপুত্র হয়। যাই হোক ; লর্ড ক্যাডরের বাড়ীতে তুমি যাও। সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

তারপরে যে যার পথে চলে গেলো তারা। নিজের সৌভাগ্যের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে-দিতে এগিয়ে গেল ধীবর, নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে দুর্ভাগ্যকে অভিযোগ জানতে-জানতে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন জাদিক।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## রূপকথার সরীসৃপ

একটি সুন্দর মাঠে উপস্থিত হলেন জাদিক। দেখলেন, অনেকগুলি রমণী সেই মাঠের ভেতরে বিশেষ আগ্রহের সংগে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভয়ে-ভয়ে একজনের কাছে গিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে একটু সাহায্য করার সম্মান অর্জন করতে পারি কি ?

সিরিয়ান যুবতীটি বলল—সাবধান, ওকাজ করবেন না ; আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি একমাত্র মহিলা ছাড়া সে-জিনিসটি স্পর্শ করার অধিকার আর কারও নেই।

জাদিক বললেন—অদ্ভুত তো ! একমাত্র মহিলা ছাড়া যে জিনিসটি স্পর্শ করার অধিকার আর কারও নেই সে-জিনিসটি কী তা কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

সে উত্তর দিল—রূপকথার সরীসৃপ !

কী বললেন, মাদাম ! রূপকথার ? তা, কেন খুঁজছেন দয়া করে একটু বলবেন কি ?

খুঁজছি আমাদের প্রভু লর্ড ওগালের জন্যে। মাঠের একেবারে শেষে নদীটার ধারে ওই যে একটা দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন ওটি হচ্ছে তাঁরই। লর্ড ওগাল অসুস্থ। চিকিৎসক তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন গোলাপ জলে সিদ্ধ ক'রে ওই সরীসৃপটি খেতে। কিন্তু রূপকথার সরীসৃপ খুবই দুষ্প্রাপ্য ; এবং মহিলা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না বলে, লর্ড ওগাল প্রতিজ্ঞা করেছেন যে মহিলা সেটি খুঁজে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবেন তাকেই তিনি তাঁর প্রিয়তমা মহিষীর পদ দেবেন। এখন আমি খুঁজতে যাই ; কারণ, আমার কোনো সংগী যদি আমার আগে সেটিকে খুঁজে বার করতে পারে তাহলে আমার কী ক্ষতি হবে তা আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন।

তাকে এবং অন্য সিরিয়ান মহিলাদের রূপকথার সরীসৃপ খোঁজার সুযোগ দিয়ে জাদিক মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ছোট নদীটির ধারে এসে তিনি একটি মহিলাকে দেখতে পেলেন। মহিলাটি ঘাসের ওপরে শুয়েছিল। কোনো কিছু

খোঁজাখুঁজির আগ্রহ তার মধ্যে দেখা যায়নি। তাকে দেখে বেশ সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হলো, মনে হলো বেশ বড় ঘরের ; কিন্তু তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল দীর্ঘশ্বাস। তার হাতে ছিল একটা কাঠের টুকরো। সেই টুকরোটা দিয়ে ঘাস আর নদীর মাঝখানে যে বালি ছিল তার ওপরে সে কী সব লিখছিল। মহিলাটি কী লিখছে তা পরীক্ষা করার একটা আগ্রহ হলো জাদিকের। তিনি তার কাছে গিয়ে দেখলেন। প্রথমে তাঁর চোখে পড়লো Z অক্ষরটি : তারপরে A ; তিনি বেশ অবাক হয়ে গেলেন। তারপরে মহিলাটি লিখলো D। চমকে উঠলেন তিনি। কিন্তু তাঁর নামের শেষ দুটি অক্ষর দেখার পরে তিনি এত অবাক হয়ে গেলেন যে অতটা অবাক আর কোনো মানুষ কখনও হয় নি। কিছুক্ষণ তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন ; তারপরে, নিস্তব্ধতা ভেঙে আমতা-আমতা ক'রে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

'হে মহীয়সী রমণী ! এই অপরিচিত মানুষটিকে আপনি ক্ষমা করবেন। আমি একজন হতভাগা ! কী অদ্ভুত দৈবলীলায় আপনার শ্রীহস্তলিখিত জাদিকের নামটি আমার চোখে পড়লো সেই কথাটাই আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

সেই স্বর আর কথাগুলি শুনে, মহিলাটি তার ঘোমটা খুলে ফেললো। ঘোমটা খোলার সময় তার হাতটা কাঁপতে লাগলো। তারপরেই সে জাদিকের দিকে তাকালো ; তাকিয়েই সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সেই আর্তনাদের মধ্যে ছিল কোমলতা, বিস্ময় আর আনন্দ। বিভিন্ন জাতীয় অনুভূতিগুলি পর্যায়ক্রমে তার আত্মার ওপরে আছাড় খেয়ে পড়লো ; তারপরেই সে বাকশক্তিরহিত হয়ে তাঁর বাহু দুটির মধ্যে পড়লো লুটিয়ে।

হাঁ ; মহিলাটি আর কেউ নয় ; স্বয়ং অ্যাসটার্টি। ইনিই ছিলেন ব্যাবিলনের সাম্রাজ্ঞী। এঁকেই গভীরভাবে ভালোবাসতেন জাদিক ; এবং এঁকেই অত ভালোবাসার জন্যে নিজেকে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। ইনি সেই অ্যাসটার্টি যাঁর দুর্ভাগ্যের জন্যে অত বিলাপ করেছিলেন তিনি, এবং যাঁর সংবাদ আহরণ করার জন্যে তিনি অতটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। মুহূর্তের জন্যে তিনি তাঁর সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন ; তারপরে, তিনি অ্যাসটার্টির চোখের দিকে তাকালেন। অ্যাসটার্টির চোখের পাতা দুটি তখন খুলতে আরম্ভ করেছে। সেই চোখ দুটির মধ্যে মেশানো ছিল বিভ্রান্তি আর কোমলতার অবসাদ।

ভাবাবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে জাদিক বললেন—দুর্বল নশ্বর মানুষের ভাগ্যবিধাতা হে অমর দেবতাবৃন্দ, তোমরা কি অ্যাসটার্টিকে সত্যিই আমার কাছে ফিরিয়ে দিলে ? কখন, কোথায় আর কী অবস্থায় তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি ?

অ্যাসটার্টির সামনে নতজানু হয়ে তাঁর পায়ের কাছে ধুলোর মধ্যে নিজের মুখটি রাখলেন জাদিক। ব্যাবিলনের সম্রাজ্ঞী তাঁর মুখটিকে মাটি থেকে তুললেন ; নদীর ধারে পাশে বসালেন তাকে। বারবার তিনি চোখ মুছলেন ; তবু চোখ দুটি

থেকে তাঁর জল ঝরতে লাগলো। কুড়িবার তিনি কথা বলার চেষ্টা করলেন; কুড়িবারই দীর্ঘশ্বাসে তাঁর বাক রুদ্ধ হলো। কী অদ্ভুত ভাবে তাঁরা আবার মিলিত হলেন এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। জাদিক সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই আর একটা প্রশ্ন করলেন তিনি। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা তিনি বলতে শুরু করলেন; কিন্তু বলা শেষ হতে-না হতে, জাদিকের দুর্ভাগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে দুজনেরই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কমে এলো। তারপরে, কী ক'রে, কত বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে জাদিক সেই মাঠে এসে পোঁচেছেন সেই কথাটা ছোট করে তাঁকে তিনি বললেন।

'কিন্তু ওগো দুঃখিনী এবং সম্মানিতা সম্রাজ্ঞী! কী ক'রে এই নির্জন প্রদেশে, ক্রীতদাসীর পোশাকে অন্যান্য ক্রীতদাসীদের সঙ্গে রূপকথার সরীসৃপ অন্বেষণ করার কাজে আমি তোমাকে দেখতে পেলাম? শুনলাম, চিকিৎসকের নির্দেশে সেই সরীসৃপকে নাকি গোলাপ জলে সেদ্ধ করা হবে?

সুন্দরী অ্যাসটার্টি বললেন—'ওরা এখন রূপকথার সরীসৃপ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সুযোগে আমার দুর্ভাগ্যের সমস্ত কাহিনী তোমাকে আমি বলবো—যদিও তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ঈশ্বর আমার সেই ক্ষতিটাকে যথেষ্ট পুষিয়ে দিয়েছেন। তুমি জান তোমার মত সবচেয়ে অমায়িক মানুষের ওপরে আমার সম্রাট স্বামী বিরক্ত হয়েছিলেন: আর সেই জন্যেই এক রাত্রিতে তিনি ঠিক করলেন তোমাকে ফাঁসি দিয়ে আর আমাকে বিষ দিয়ে হত্যা করবেন। কী করে ঈশ্বরের দয়ায় আমার ক্ষুদে বোবা চাকরটি মহারাজের সেই নির্দেশ আমাকে জানাতে পেরেছিল তাও তুমি শুনেছ। আমার নির্দেশ অনুসারে বিশ্বাসী ক্যাডর তোমাকে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। ঠিক তার পরেই মাঝরাতে একটা চোরা পথ দিয়ে সে আমার ঘরে এলো। তারপরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে সে ওরমুজের মন্দিরে হাজির হলো। সেইখানে তার ভাই আমাকে সেই বিরাট মূর্তির ভেতরে বন্ধ ক'রে রাখলো। মূর্তিটা এত বড় যে মন্দিরের ভিত্তি পর্যন্ত গিয়ে পোঁচেছে তার পাদপীঠ; আর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে গম্বুজের মত। বলতে গেলে, সেখানে আমি এক রকম কবরস্থ হয়েই পড়েছিলাম। তবে ক্যাডরের ভাই আমাকে দেখাশুনা করতো, যোগান দিত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের। সকালে, মহারাজার চিকিৎসক আমার ঘরে ঢুকলেন বিষ নিয়ে। সেই বিষ তৈরি হয়েছিল হেনবেন নামে এক রকম বিষলতার রস, আফিঙ, হেমলক, কালো হেলেবোর আর একোনাইট দিয়ে। আর একজন অফিসার সিল্কের দড়ি নিয়ে গিয়েছিল তোমার বাড়ীতে।

আমাদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। রাজাকে বেশ ভালোভাবেই প্রতারণা করতে পেরেছিল ক্যাডর। আমরা পলাতক শুনে সে রাজার কাছে এসে আমাদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ভান করল। সে প্রচার করে দিল যে

তুমি ভারতের দিকে পালিয়ে গিয়েছ, আর আমি পালিয়েছি মেমফিসের পথে। এই শুনে আমাদের ধরে আনার জন্যে রাজা তক্ষুণি তাঁর সেপাইদের পাঠিয়ে দিলেন।

'যে সেপাইরা আমাকে ধরার জন্যে গিয়েছিল তারা আমাকে চিনতো না। আমার স্বামীর নির্দেশে একমাত্র তোমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে তাঁর সামনে আমি মুখ দেখাতে পারতাম না। আমার চেহারার যে বর্ণনা তারা পেয়েছিল সেই-টুকুই ছিল তাদের সম্বল। মিশরের সীমান্তে যে রমণীটিকে তারা দেখলো তার চেহারাটা আমারই মত; সম্ভবত, তার দেহের লাবণ্য আমার চেয়েও কিছুটা বেশী ছিল। সে তখন কাঁদতে-কাঁদতে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই রমণীটিই যে ব্যাবিলনের সাম্রাজ্ঞী সে-বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং, তারা তাকে মোয়াবদারের কাছে ধরে নিয়ে এলো। তাঁরা ভুল করেছে এই দেখে প্রথমেই রাজা খুব ক্ষেপে গেলেন; কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন রমণীটি অপরূপা। এই দেখে, সান্ত্বনা পেলেন তিনি। সেই রমণীটির নাম মিশোফ। মিশরবাসীদের কাছে এই শব্দটির অর্থ যে 'চপলা সুন্দরী' সেটা আমি পরে জানতে পেরেছি। সত্যি কথা বলতে কি সে চপলাই ছিল; কিন্তু তাই বলে, সে চতুর কম ছিল না। মোয়াবদারকে খুশি করে সে তাঁর ওপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করল যে তিনি তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলেন। তারপরেই তার আসল চরিত্রটি ফুটে বেরোল। যত রকমের উচ্ছৃংখল কাজ মানুষে করতে পারে, বিনা দ্বিধায় সে-সব কাজ সে করতে লাগলো। বৃদ্ধ আর বাতগ্রস্ত মহাযাজককে সে তার সামনে নাচার জন্যে নির্দেশ দিল। তিনি নাচতে অস্বীকার করায়, তাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করল। ঘোড়-সওয়ারদের প্রধানকে সে নির্দেশ দিল মাংসের মিষ্টি পিঠে তৈরি করতে। তিনি বলে পাঠালেন যে তিনি রাঁধুনী নন। কিন্তু তাঁর সেই আর্জিতে কোনো কাজ হলো না। তাঁকে পিঠে তৈরি করতেই হলো; কিন্তু সেই পিঠের একটা দিক একটু বেশী ভাজা হয়েছিল বলে তাঁর চাকরি গেল। সেই পদটা সে দিল তার বামনকে; রাজস্বমন্ত্রী করলো তার চাকরকে। এইভাবে সে ব্যাবিলন শাসন করতে লাগলো। আমাকে হারিয়ে সবাই তখন হায়-হায় করছে। আমাকে বিষ দিয়ে আর তোমাকে ফাঁস দিয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে পর্যন্ত রাজা মোটামুটিভাবে ভালই ছিলেন। এখন এই চপলস্বভাবা রমণীটির প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে সমস্ত রাজধর্ম বিসর্জন দিলেন তিনি।

'পবিত্র অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে যেদিন ভোজের আয়োজন হলো সেইদিন তিনি সেই মন্দিরে গেলেন। যে মূর্তির ভেতরে আমি বসেছিলাম সেই মূর্তির পদতলে বসে মিশোফের মঙ্গলকামনায় তিনি দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন। আমি বেশ চেঁচিয়ে বললাম: 'যে রাজা বর্তমানে অত্যাচারী হয়েছে এবং এমন একটি মহিলাকে,

মূর্খতা আর অমিতব্যয়ীতা ছাড়া যার মধ্যে অন্য কোনো মহৎ গুণ নেই, বিয়ে করার জন্যে তার বিচক্ষণ পত্নীকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সেই রাজার আবেদন দেবতারা প্রত্যাখ্যান করছেন।

'এই কথাগুলি শুনে মোয়াবদার হতভম্ব হয়ে গেলেন ; তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃত হলো। আমার সেই অলক্ষ্য বাণী আর মিশোফের অত্যাচার—এই দুটিতে মিলে রাজার সমস্ত বিচারবুদ্ধি নষ্ট করে দিল ; এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলেন।

তাঁর এই উন্মাদ অবস্থাকে সবাই ভেবেছিল ঈশ্বরের দেওয়া শাস্তি বলে। সেইটিই রাজ্যে বিদ্রোহের সূচনা করল। রাজ্যের লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে অস্ত্র ধারণ করার জন্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলো। আলস্য আর অপদার্থতায় ব্যাবিলনবাসীরা একেবারে ডুবে গিয়েছিল। এবারে সেইখানে শুরু হলো রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ। আমাকে মূর্তির ভেতর থেকে বার করে এনে একটি দলের নেত্রী করে দেওয়া হলো। ক্যাডর মেমফিসের দিকে ছুটলো তোমাকে ব্যাবিলনে নিয়ে আসার জন্যে। হিরকানিয়ার রাজার কাছে এই সব ভয়ংকর মারাত্মক সংবাদ পেঁছিলো। তিনি তাঁর সৈন্যবহর নিয়ে ফিরে এসে ক্যালদিয়াতে তৃতীয় একটি দল গড়ে তুললেন। তিনি আক্রমণ করলেন রাজাকে। সেই উচ্ছৃংখল মিশরীয় যুবতীটিকে নিয়ে রাজা পালিয়ে গেলেন। তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মারা গেলেন মোয়াবদার। বিজয়ীর হাতে বন্দিনী হলো মিশোফ। একদল হিরকানিয়ানদের হাতে দুর্ভাগ্যবশত আমি ধরা পড়লাম। তারা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গেল তাদের রাজার তাঁবুতে। ঠিক সেই সময় মিশোফকেও সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। তুমি শুনে নিশ্চয় খুশি হবে যে রাজা সেই মিশরের যুবতীর চেয়ে আমাকেই বেশী সুন্দরী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু একথা শুনলে তুমি দুঃখিত হবে যে রাজা আমাকে তাঁর হারেমে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

'তিনি আমাকে স্পষ্ট আর দৃঢ়ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তখনই তিনি যুদ্ধযাত্রা করছেন ; এবং সেটা শেষ করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। আমার দুঃখ যে কত ভীষণ হয়ে দাঁড়ালো সেকথা একবার ভেবে দেখো তুমি। মোয়াবদারের সঙ্গে আমার বিবাহবন্ধন ইতিমধ্যেই ছিন্ন হয়েছে। এখন আমি জাদিকের স্ত্রী হতে পারতাম। কিন্তু তা না হয়ে আমি পড়লাম কি না এক বর্বরের হাতে। আমার পদমর্যাদা আর সম্ভ্রমবোধ যাতে ক্ষুন্ন না হয় ঠিক সেইভাবেই আমি তাঁর কথার জবাব দিলাম। আমি সব সময় শুনে এসেছি যে আমার মত অবস্থার মানুষদের ওপরে ঈশ্বর একটি আভিজাত্যের ছাপ মেরে দেন। তাদের একটি কথা অথবা চাহনীতে ভব্যতার নীতি লংঘনকারী সব চেয়ে দাম্ভিক আর হঠকারী মানুষও সম্ভ্রমে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। আমি রাণীর মত কথা বললাম ; কিন্তু আমার সঙ্গে

তিনি ব্যবহার করলেন পরিচারিকার মত। সেই হিরকানিয়ার সর্দার আমার সঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছা দেখালেন না। তিনি তাঁর কালো খোজাকে লক্ষ্য করে বললেন—'মেয়েটা বড় উদ্ধত, তবে মেয়েটি যে সুন্দরী সেকথা আমি স্বীকার করছি।' তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন আমার যত্ন-আত্তি করতে। তাঁর অনুগৃহীতারা যে শাসনপদ্ধতির মধ্যে থেকে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে উপযুক্ত পথ্য, ব্যায়াম ইত্যাদির সুযোগ পায় আমি যেন সেগুলি থেকে বঞ্চিতা না হই। তাহলেই, তাঁর অবসরমত যখন তিনি তাঁর অনুগৃহীতাদের সঙ্গে আমাকে নিয়ে মিলনবাসর যাপন করবেন তখন তাঁর যোগ্য সহচরী বলে চিহ্নিতা হবো। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে আমি আত্মহত্যা করবো। তিনি একটু হেসে বললেন যে মহিলারা অতটা রক্তপিপাসু নয়; আর নারীদের এই রকম উত্তেজনা দেখার অভ্যাস তাঁর রয়েছে। এই বলে, আর একটি টিয়াপাখিকে তিনি তাঁর হারেমের খাঁচায় পুরেছেন এই রকম একটা ভাব নিয়ে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। বিশ্বের প্রথম সম্রাজ্ঞীর কী দুরবস্থা একবার ভেবে দেখো; কিন্তু আর আমি কিছু বলবো না; কারণ, জাদিককেই আমি ভালোবাসি!'

এই কথা শুনে জাদিক তাঁর ওপরে লুটিয়ে প'ড়ে চোখের জলে তাঁর পা দুটিকে ভিজিয়ে দিলেন। আদর করে অ্যাসটার্টি তাঁকে তুলে ধরলেন: তারপরে, তাঁর কাহিনী শুরু করলেন আবার:

'দেখলাম আমি একটি বর্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে পড়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছে সেই মূর্খ মেয়েটি। সে-ই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মিশরে সে যে একবার বিপদে পড়েছিল সেই কাহিনী সে আমাকে বলল। সে তোমার চেহারার যা বর্ণনা দিল, এক-কুঁজ-বিশিষ্ট উটের পিঠে চড়ে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় থেকে, এবং অন্যান্য ঘটনার কথা আলোচনা ক'রে আমি বুঝতে পারলাম জাদিকই তাকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করেছিল। তুমি যে তখন মেমফিসে ছিলে সেবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম। সেইখানে যাওয়ার জন্যে আমিও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম! আমি তাকে বললাম: "সুন্দরী মিশোফ, তুমি আমার চেয়ে বেশি সুন্দরী; তাই হিরকানিয়ার রাজাকে তুমিই বেশী খুশী করতে পারবে। আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য কর। তাহলে, এখানে তুমি একলাই রাজত্ব করতে পারবে। তুমি আমাকেও সুখী করবে; আর সেই সঙ্গে তাড়িয়ে দিতে পারবে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে। আমার পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মিশোফ আমার সঙ্গে সহযোগিতা করল। একটিমাত্র মিশরীয় দাসীকে নিয়ে গোপনে পালিয়ে এলাম আমি।

'অ্যারেবিয়ার সীমান্তে আসতে না আসতেই দুর্দান্ত দস্যু অ্যারবোগাদ আমাকে ধরে নিয়ে এলো; তারপরে বিক্রী ক'রে দিল কয়েকজন ব্যবসাদারদের কাছে। তারা

আমাকে এই দুর্গে নিয়ে এলো। এখানেই লর্ড ওগাল বাস করেন। আমার কোন পরিচয় না জেনেই তিনি তাদের কাছ থেকে আমাকে কিনে নিলেন। মানুষটি হচ্ছেন বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ভোজন করা ছাড়া অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য তাঁর জীবনে নেই। তিনি মনে করেন ভোজনের টেবিলে বসার জন্যেই ঈশ্বর তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এত স্থূলাকার হয়ে পড়েছিলেন যে মাঝে-মাঝে মনে হতো দম আটকে তিনি মারা যাবেন। পাকস্থলীর ক্রিয়া ভাল থাকলে চিকিৎসককে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। যখন তিনি খুব বেশী আহার করতেন তখনই চিকিৎসক তাঁর ওপরে প্রতিশোধ নিতেন। তিনি ওগালকে বুঝিয়েছেন যে রূপকথার সরীসৃপকে গোলাপ জলে সেদ্ধ করে খেলে তাঁর অসুখ একেবারে সেরে যাবে। যে ক্রীতদাসী সেই জীবটি ধরে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারবে লর্ড ওগাল তাকেই বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তুমি দেখতেই পাচ্ছ সেই সম্মান অর্জন করার জন্যে নিজেদের মধ্যে ওরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমি ওদের কাজ থেকে দূরে সরে এসেছি : রূপকথার সরীসৃপ খুঁজে বার করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

এই কাহিনীর পরে দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চললো। তারই ভেতরে উভয়ের রাগ-অনুরাগ, তাঁদের তিক্ত জীবন যন্ত্রণা আর পারস্পরিক ভালোবাসার উচ্ছ্বাস সব মূর্ত হয়ে উঠলো। প্রেমের পরীরা তাঁদের সেই বিরহের আর্তিকে প্রেমের দেবী ভেনাসের দরবারে পেঁছে দিলো।

রূপকথার সরীসৃপের কোনো হদিস না পেয়ে, রমণীরা শূন্য হাতে ওগালের কাছে ফিরে গেলো। সেই মহামহিমান্বিত রাজার সঙ্গে জাদিকের পরিচয় ক'রে দেওয়া হলো। জাদিক তাঁকে এই কথাগুলি বললেন ঃ

'জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত স্বাস্থ্যদান করুন। আমি একজন চিকিৎসক। আপনার অসুখের কথা শোনা মাত্র আপনার দুর্গে আমি ছুটে এসেছি। গোলাপ জলে সেদ্ধ করা রূপকথার একটি সরীসৃপও আমি আপনার জন্যে নিয়ে এসেছি। ' আপনাকে বিয়ে করার বাসনা আমার যে হয়েছে তা নয়। ব্যাবিলনের একটি ক্রীতদাসী কয়েক দিন হলো আপনার এখানে এসেছে। আমি কেবল তার মুক্তিভিক্ষা চাই ; আর আমি যদি আপনাকে সুস্থ করতে না পারি তাহলে, তার জায়গায় চিরকাল আপনার দাসত্ব করবো আমি।

তাঁর প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। জাদিকের ভৃত্যটিকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাসটার্টি ব্যাবিলনের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানের সমস্ত সংবাদ তাঁকে সরবরাহ করার প্রতিজ্ঞা করে গেলেন তিনি। মিলনের মত তাঁদের বিদায় মুহূর্তটিও অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। জেনড-এর বিখ্যাত গ্রন্থে বলা হয়েছে—মিলন আর বিদায়ের মুহূর্তগুলি হচ্ছে জীবনের দুটি বিশেষ যুগ। জাদিক রাণীকে খুবই ভালোবাসতেন ;

মুখ আর মনের মধ্যে কোনো ফারাক ছিল না তাঁর ; এবং রাণীর সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটতো। তিনি মুখে যা বলতেন তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসতেন জাদিককে।

এদিকে জাদিক ওগালকে বললেন ঃ

'প্রিয় লর্ড, আমার সরীসৃপটিকে খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এর সমস্ত গুণই আপনার লোমকূপের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করবে। ছোট একটি বলের মধ্যে এটিকে আমি পুরে রেখেছি। ঢেকে রেখেছি একটি পাতলা চামড়া দিয়ে। যথা-শক্তিতে প্রাণপণে এটিকে ঘুষি মারতে হবে আপনাকে ; আর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমিও এটিকে ঘুষি মারবো। এই ব্যায়াম কয়েক দিন করার পরেই আমার ওষুধের গুণ আপনি বুঝতে পারবেন।'

প্রথম দিনে ওগালের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। মনে হলো, ক্লান্তিতে তিনি মারা যাবেন। দ্বিতীয় দিনে কম ক্লান্ত হলেন তিনি, ঘুমোলেনও ভাল। আট দিনের দিন তাঁর শক্তি, স্বাস্থ্য, কর্মশক্তি এবং প্রফুল্লতা সব ফিরে এলো।

জাদিক বললেন—'বলটা নিয়ে আপনি ভালই খেলেছেন, মিতাচারী হয়েছেন। জেনে রাখুন, প্রকৃতিতে রূপকথার সরীসৃপ বলে কোন বস্তু নেই ; স্বাস্থ্য রক্ষার দুটি সম্পদ হচ্ছে মিতাচার আর ব্যায়াম। অমিতাচারের সঙ্গে স্বাস্থ্যকে মিশ খাওয়ানোটা হচ্ছে একটা উদ্ভট ব্যাপার—ঠিক দার্শনিকের দেওয়া গ্রহরত্ন, বিচারকের মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্র, অথবা পণ্ডিতদের মুখে ধর্মতত্ত্বের মত।'

ওগালের প্রথম চিকিৎসক দেখলেন জাদিকের মত লোক চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপজ্জনক হতে পারেন। এই ভয়ে ওষুধ বিক্রেতার সঙ্গে যোগ সাজশে তিনি ঠিক করলেন রূপকথার সরীসৃপের অন্বেষণে জাদিককে তিনি পরলোকে পাঠাবেন। এই ভাবে ভালো কাজ করার ফলে জাদিক এতদিন বিপদের ওপরে বিপদ ডেকে এনেছিলেন ; এবারে ভূরিভোজন বিলাসী একজন লর্ডকে সুস্থ করার জন্যে আর একটু হলে নিজের জীবনটাই তাঁকে হারাতে হতো। তাঁকে উৎকৃষ্ট একটি ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করা হলো। ঠিক হলো, দ্বিতীয় পদ পরিবেশন করার সময়েই তাঁকে বিষ দেওয়া হবে। কিন্তু প্রথম পদ শেষ করার আগেই সুন্দরী অ্যাসটার্টির একটি দূতকে খুশি হয়েই তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে সটান বেরিয়ে গেলেন তিনি।

মহান জোরোয়াস্টার বলেছেন—কোনো সুন্দরী রমণী যখন কোন পুরুষকে ভালোবাসে তখন প্রতিটি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করে সে।

### ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা

বিষম দুর্দৈব আর বিপদে পড়ার পরে কোনো সুন্দরী রাজকুমারী স্বদেশে ফিরে এলে রাজ্যবাসীরা তাঁকে যেমন বিপুল আনন্দে আর হর্ষধ্বনি ক'রে অভ্যর্থনা জানায়, রাণীকেও ব্যাবিলনবাসীরা তেমনি আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো। ব্যাবিলনে এখন অনেকটা শান্তি ফিরে এসেছে। হিরকানিয়ার রাজা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। বিজয়ী ব্যাবিলনবাসীরা ঘোষণা করেছে যে তাদের রাজা হওয়ার জন্যে রাণীর বিয়ে করা উচিৎ। তবে পাত্র নির্বাচনটা তারাই করবে। সেখানে রাণীর কোন মতামত খাটবে না। ব্যাবিলনের রাজপদ বিশ্বের শ্রেষ্ঠপদ বলেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিল যে রাণী অ্যাসটার্টির স্বামী এবং ব্যাবিলনের রাজা নির্বাচন করার সময় কোনো ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তকে তারা প্রশ্রয় দেবে না। বিশ্বের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বীর এবং বিজ্ঞ বলে বিবেচিত হবেন, তারা প্রতিজ্ঞা করল, তাঁকেই তারা ব্যাবিলনের রাজপদে অভিষিক্ত করবে। সেই পরিকল্পনামত শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে বিরাট একটি স্থান নির্বাচিত করা হলো। সেই স্থানটিকে চারপাশে ডিম্বাকারে ঘিরে তৈরি করা হলো একটি মল্লযুদ্ধের আখড়া। এই যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন সশস্ত্র অবস্থায় তাঁদের সেইখানে থাকতে হবে। মল্লযুদ্ধের আখড়ার পাশে প্রত্যেকের জন্যে একটি করে আলাদা আলাদা ঘর থাকবে। সেইখানে তাঁদের লুকিয়ে থাকতে হবে। কেউ যেন তাঁদের চিনতে না পারে। প্রত্যেককে চারজন নাইটের সঙ্গে লড়তে হবে। যাঁরা চার জনকে হারাতে পারবেন সেই সব বিজয়ীদের আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে হবে। এই ভাবে সকলকে যিনি পরাজিত করতে পারবেন তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। যে সব অস্ত্র নিয়ে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন চারদিন পরে সেই সব অস্ত্র নিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হবে। তারপরে পুরোহিতমণ্ডলী তাঁকে যে হেঁয়ালি বলবেন তার সন্তোষজনক উত্তর দিতে হবে তাঁকে। তিনি যদি তার যথার্থ উত্তর দিতে না পারেন তাহলে তিনি রাজা হতে পারবেন না। সেই ক্ষেত্রে, আবার শুরু হবে বর্শা নিয়ে মল্লযুদ্ধ। যিনি যুদ্ধ আর হেঁয়ালি দুটিতেই সফল হবেন তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। কারণ, তারা স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল যে বীরত্ব আর জ্ঞানের দিক থেকে ব্যাবিলনের রাজা হবেন অজেয়। এই প্রতিযোগিতা চলার সময় রাণীকে কঠোর নিয়ন্ত্রাধীনে রাখা হবে। তিনি কেবল মল্লযুদ্ধ দেখতে পাবেন; তবে সেই সময়েও তাঁর মুখটা ঘোমটায় ঢাকা থাকবে। প্রতিযোগীরা যাতে কোন অনুগ্রহ লাভ না

নিগ্রহ ভোগ করতে না পারেন সেই জন্যে রাণী তাঁদের কারও সংগেই কথা বলতে পারবেন না।

এই সমস্ত বিবরণই অ্যাসটার্টি তাঁর প্রেমিককে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে এই উদ্দেশ্যে জানিয়েছিলেন যে তাঁকে লাভ করতে হলে জাদিককে হতে হবে সব চেয়ে বীর আর বিজ্ঞ। সেই বিরাট দিনটির আগের সন্ধ্যায় জাদিক ইউফ্রেতিশ নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নিয়মমত, নিজের নাম আর মুখ ঢেকে রেখে যোদ্ধাদের দলে তিনি নাম লেখালেন। তারপরে, যে ঘরটি তাঁর নামে উঠলো সেই ঘরে তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। মিশরে খুঁজে-খুঁজে তাঁকে না পেয়ে, তাঁর বন্ধু ক্যাডর ব্যাবিলনে ফিরে এসেছিলেন। রাণীর কাছ থেকে উপহার হিসাবে অস্ত্রবর্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ সাজসরঞ্জাম তিনি জাদিকের তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের তরফ থেকে পাঠিয়ে দিলেন একটি সেরা পারশী ঘোড়া। জাদিক বুঝতে পারলেন উপহারগুলি রাণী তাঁকে পাঠিয়েছেন। বুঝতে পেরে, তাঁর সাহস আর প্রেম নতুন শক্তি অর্জন করল। নতুন আশাও উদ্দীপিত করল তাঁকে।

পরের দিন হীরামণিমুক্ত খচিত চাঁদোয়ার নিচে রাণী গিয়ে বসলেন। ব্যাবিলনের অভিজাত সম্প্রদায়ের নরনারীতে ভর্তি হয়ে গেলো খেলার মাঠ। তারপরে যোদ্ধারা মাঠে বেরিয়ে এলেন। সবাই এসে প্রধান বিচারকের পায়ের কাছে নিজের কুলচিহ্নটি রাখলেন। তাঁদের সেই চিহ্নগুলি গুটিকাপাতের দ্বারা নির্ধারিত হলো। জাদিকের চিহ্ন উঠলো সকলের শেষে।

প্রথমে যে লর্ডটি এগিয়ে এলেন তাঁর নাম ইতোবাদ। যেমন ধনী তেমনি দাম্ভিক। তাঁর সাহস ছিল খুব কম, অংগভংগী আরও কুৎসিৎ; বিচারবুদ্ধি ছিল না বললেই হয়। তাঁর মত মানুষেরই যে রাজা হওয়া উচিৎ সেই কথাটা তাঁর বশংবদেরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'হ্যাঁ; কথাটা ঠিক'। তারা তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল। সবুজ আর সোনালি রঙে মেশানো বর্ম ছিল তাঁর গায়ে, সবুজ পালকের পুচ্ছ ছিল তাঁর মাথায়, আর সবুজ ফিতেতে শোভিত ছিল তাঁর বর্শাটি। ইতোবাদ যেভাবে ঘোড়ার রাশ ধরেছিলেন তা থেকে কারও বুঝতে বিলম্ব হলো না যে ব্যাবিলনের রাজদণ্ড গ্রহণ করার জন্যে ঈশ্বর এই মানুষটিকে ধরাধামে পাঠান নি। প্রথমেই যে নাইটটি তাঁর বিরুদ্ধে দৌড়ে গেলেন তাঁর ধাক্কায় ইতোবাদ ঘোড়ার পিঠে আড় হয়ে পড়লেন; দ্বিতীয় নাইটের ধাক্কায় তিনি ঘোড়ার পাছার ওপরে পড়লেন চিৎ হয়ে। তাঁর পা দুটি উঠে গেলো ওপরে; হাত দুটো ছড়িয়ে পড়লো দুপাশে। সামলিয়ে নিলেন ইতোবাদ; কিন্তু তাঁর অংগভংগী এত বিশ্রী ছিল যে মাঠের সব দর্শকবৃন্দ সেই চমৎকার ডিগবাজি দেখে হো-হো করে হেসে উঠলো। তৃতীয় নাইট ঘৃণার

বশেই তাঁর বর্শাটা নিলেন না। তিনি দৌড়ে গিয়ে ইতোবাদের ডান পাটা ধরে অর্ধেকটা ঘুরিয়ে বালির ওপরে লম্বা করে শুইয়ে দিলেন তাকে। মাঠের রক্ষীরা হাসতে-হাসতে তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। চতুর্থ যোদ্ধাটি তাঁর বাঁ পায়ে টান দিয়ে ফেলে দিলেন বাঁদিকে। চারপাশের ধিক্কার ধ্বনির ভেতরে তাঁকে তাঁর তাঁবুর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। খেলার নিয়ম অনুসারে রাত্রিটা সেখানেই তাঁকে কাটাতে হবে। খুব কষ্টে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তিনি বললেন—আমার মত মানুষের অভিজ্ঞতাটা সত্যই কী বিষম!

অন্য যোদ্ধারা মোটামুটি অনেক বেশী ভাল ক'রে যুদ্ধ করলেন, সফলও হলেন অনেক বেশী। কেউ কেউ দুজন যোদ্ধাকে পরাস্ত করলেন; সামান্য কয়েকজন পরাস্ত করলেন তিন জনকে। কিন্তু রাজা ওটামাস ছাড়া কেউ চারজনকে পরাস্ত করতে পারেন নি। অবশেষে জাদিক নামলেন যুদ্ধ করতে। বিপুল দক্ষতার সঙ্গে পর-পর চারজন যোদ্ধাকে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন। এবার শুরু হবে দুটি রথীর লড়াই, ওটামাস, না, জাদিক—কে জেতেন এটা জানার জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে বসে রইলো। ওটামাসের অস্ত্রশস্ত্র ছিল সোনালী আর নীল রঙের। তাঁর মাথার চূড়াটিও সেই একই রঙের। জাদিকের বর্ম ছিল সাদা। নীলবর্ম-পরিহিত আর শ্বেতবর্ম-পরিহিত যোদ্ধাদের মধ্যে জনসাধারণের সদিচ্ছা ভাগ হয়ে গেল। রাণীর বুক তখন ভীষণভাবে কাঁপছিল। শ্বেতবর্মের যোদ্ধার সাফল্যের জন্যে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

দুজন যোদ্ধার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো। দুজনেই অনায়াস স্বচ্ছন্দ্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন; দুজনেই নিপুণভাবে দুজনকে লক্ষ্য করে বর্শার খোঁচা দিলেন। অথচ দুজনেই অটল হয়ে নিজের নিজের ঘোড়ার পিঠে বসে রইলেন। তাঁদের যুদ্ধ দেখে একমাত্র রানী ছাড়া সবাই ভাবলো ব্যাবিলনের দুজন রাজা হলেই ভালো হতো।

অবশেষে তাঁদের ঘোড়াগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তাঁদের বর্ষাগুলি গেলো ভেঙে। জাদিক তখন একটি কৌশল গ্রহণ করলেন। নীলবর্ম-পরিহিত যোদ্ধার পেছনে চলে গেলেন তিনি। তাঁর ঘোড়ার পেছনে লাফ দিয়ে উঠলেন; যোদ্ধাটির কোমরে ধরে ফেলে দিলেন মাটির ওপরে। তারপরে, তাঁর ঘোড়ার ওপরে বসে ওটামাসের চারপাশে ছুটতে লাগলেন। ওটামাস লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন মাটিতে। এই দেখে মাঠের সব দর্শকরা এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—'শ্বেতবর্ম-পরিহিত যোদ্ধারই জয় হয়েছে'।

এই শুনে ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে ওটামাস উঠে দাঁড়ালেন; তারপরে, তরবারি নিষ্কোসিত করলেন তাঁর। নিজের তরবারি খুলে জাদিকও লাফিয়ে নেমে এলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। দুজনেই মাটিতে দাঁড়িয়ে নতুন রকমের যুদ্ধে মাতলেন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো দুজনের। একবার ওটামাস জিতেন তো

আর একবার জিতেন জাদিক। সেই ভয়ংকর ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁদের মুকুট ছিটকে বেরিয়ে গেল; অস্ত্র পড়ে গেলো হাত থেকে। তরোয়ালের মুখ আর বাঁট দিয়ে পরস্পর আঘাত করলেন পরস্পরকে। ডাইনে, বাঁয়ে, মাথায়, বুকে আঘাতের পরে আঘাত পড়লো। তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে পিছিয়ে গেলেন, এগিয়ে এলেন কাছাকাছি; তরোয়াল মাপলেন, আবার সান্নিধ্যে এলেন। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা, সাপের মত বেঁকে গেলেন। সিংহের মত দুজন দুজনকে আক্রমণ করলেন; তাঁদের ঘুষিতে ছিটকে পড়লো আগুনের হলকা। অবশেষে দম নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন; ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বলে ভান করলেন; তারপরে লাফিয়ে পড়লেন ওটামাসের ওপরে। তাঁকে মাটিতে ফেলে তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ওটামাস চিৎকার করে বললেনঃ 'হে শ্বেতবর্ম পরিহিত যোদ্ধা, ব্যাবিলনের সিংহাসনে বসার যোগ্যতা তোমারই রয়েছে।'

রাণীর আনন্দ আর ধরে না। নীলবর্মের যোদ্ধা, শ্বেতবর্ণের যোদ্ধা, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের নিজের নিজের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। এই ছিল খেলার শর্ত, বোবারা এলো তাদের সেবা করার আর খাবার দেওয়ার জন্যে। রাণীর সেই বামন বোবাটি যে জাদিকের সেবা করতে গিয়েছিল এটা সহজেই ধরে নেওয়া যায়। তারপরে সকাল পর্যন্ত ঘুমানোর জন্যে তাঁদের ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেলো। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সকালেই বিজয়ীকে প্রধান বিচারকের কাছে তাঁর প্রতীক চিহ্নটি জমা দিতে হবে। সেই চিহ্নটিকে তাঁর আগে জমা-দেওয়া প্রতীক চিহ্নটির সংগে মিলিয়ে দেখা হবে; এবং তারপরে, নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন তিনি।

জাদিক খুবই প্রেমে পড়েছিলেন বটে; কিন্তু ক্লান্ত-ও তিনি কম হন নি। সেইজন্যে না ঘুমিয়ে তিনি পারেন নি। ইতোবাদ তাঁর কাছে শুয়েছিলেন; কিন্তু চোখ দুটি তিনি একবারও বোজান নি। তিনি রাত্রিতে উঠে জাদিকের তাঁবুতে ঢুকলেন, শ্বেতবর্ণ আর প্রতীক চিহ্নটি তুলে নিয়ে তাদের পরিবর্তে রেখে এলেন নিজের সবুজ অস্ত্রগুলি। সকালে উঠেই বুক ফুলিয়ে তিনি প্রধান বিচারকের কাছে হাজির হলেন; তাঁর কাছে ঘোষণা করলেন যে তিনিই হচ্ছেন বিজয়ী বীর। এটা কেউ আশা করে নি। যাই হোক, তাঁকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হলো। জাদিক তখনও ঘুমুচ্ছিলেন! অবাক আর হতাশ হয়ে অ্যাসটার্টি ব্যাবিলনে ফিরে এলেন। জাদিকের যখন ঘুম ভাঙলো তখন খেলার মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে তিনি তাঁর অস্ত্র খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু এক সবুজ অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সেই সব অস্ত্রই পরলেন তিনি। আর কিছুই তাঁর কাছে ছিল না। অবাক আর ক্রুদ্ধ হয়ে সেই বর্মই পরিধান ক'রে তিনি এগিয়ে গেলেন।

যারা তখনও যুদ্ধের আখড়ায় বসেছিল তারা হুট হুট করে আর শিস দিয়ে

ব্যঙ্গ ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে সামনা-সামনি অপমান করলো তাঁকে। এত নিষ্ঠুর অপমান তাঁর আগে আর কেউ সহ্য করে নি। তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তরোয়াল খুলে দাঁড়ালেন; যারা তাঁকে অপমান করার সাহস পেয়েছিল তাদের সবাইকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন তাঁর সামনে থেকে। কিন্তু কী করবেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না। রাণীর সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারলেন না। রাণী যে তাঁকে শ্বেতবর্মটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেকথা তিনি প্রকাশ্যে বলতে পারলেন না। বলতে গেলে, রাণীর উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে, রাণী যখন দুঃখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, জাদিক তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাগে ফুঁসছিলেন। ইউফ্রেতিশ নদীর ধারে তিনি ঘুরতে লাগলেন। তাঁর গ্রহই যে তাঁকে অনিবার্য দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলেছে সেবিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যে-রমণীটি একচক্ষু লোককে ঘৃণা করতো তার কাছ থেকে শুরু ক'রে তাঁর অশ্ব হারানোর দিন পর্যন্ত যে সব বিপদের মধ্যে তিনি পড়েছিলেন ঘুরতে ঘুরতে সেই সব কথাই তিনি আলোচনা করছিলেন।

মন্তব্য করলেন তিনি—বেশীক্ষণ ধরে ঘুমোনোর ফল এই। একটু কম ঘুমালে এতক্ষণ আমি ব্যাবিলনের সিংহাসনে বসতে পারতাম, পেতে পারতাম অ্যাসটার্টিকে। জ্ঞান, সততা, আর সাহস এত দিন আমাকে কেবল দুঃখই দিয়ে এসেছে।

তারপরে তিনি বিড়বিড় করে ভাগ্যের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করলেন। একটা নিষ্ঠুর নিয়তি যে সৎ মানুষদের ওপরে অত্যাচার করছে, আর সবুজ বর্ম পরিহিত যোদ্ধাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্যে সাহায্য করছে—এই রকম একটা বিশ্বাসও তাঁর যেন হলো। সবুজ বর্মটি পরতে বাধ্য হওয়ার জন্যেই তিনি অতটা অপমানিত বোধ করছিলেন, আর তারই ফলে, নিয়তির বিরুদ্ধে ওই রকম একটি উদ্ধত অভিযোগ তিনি করতে পেরেছিলেন। সেই সময় একটি ব্যবসাদার সেইদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সামান্য দামে তাকেই তিনি তাঁর বর্মটিকে বিক্রী করে দিলেন; একটা লম্বা ঢিলে জামা আর পাগড়ী কিনে নিলেন। সেই পোশাক পরে, ইউফ্রেতিস নদীর দিকে তিনি চলে গেলেন। যেতে-যেতে হতাশ মনে ভাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যের এই অবিচারই তাঁকে কষ্ট দিতে লাগলো।

# সন্ন্যাসী

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এইভাবে তিনি যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তাঁর গায়ের পোশাক সাদা ; সম্মানিত শ্মশ্রুগুলি কটিদেশ পর্যন্ত লম্বিত ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটি বই। সেই বইটি তিনি গভীর মনযোগ সহকারে পড়ছিলেন। জাদিক দাঁড়িয়ে পড়লেন ; তারপরে, গভীর নিষ্ঠাভরে প্রণতি জানালেন তাঁকে। সন্ন্যাসীটি সম্ভ্রান্তভাবেই তাঁকে প্রতি-অভিবাদন করলেন। তাঁর কথা বলার ধরনটি এত সুন্দর ছিল যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার বাসনা হলো জাদিকের। তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী বই পড়ছেন ?

সন্ন্যাসী বললেন—নিয়তির বই। পড়বে ?

এই বলে বইটি তিনি জাদিকের হাতে দিলেন। অনেক ভাষাতেই দখল ছিল তাঁর ; কিন্তু সেই বইটির একটি অক্ষরও তিনি পড়তে পারলেন না। এর ফলে, তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেলো।

সন্ন্যাসীটি মন্তব্য করলেন…মনে হচ্ছে, তুমি বড়ই মনোকষ্টে ভুগছো।

জাদিক বললেন—সেকথা সত্যি। মনোকষ্টের কারণও যথেষ্ট রয়েছে।

সেই বৃদ্ধলোকটি বললেন—আমাকে যদি তুমি তোমার সঙ্গে যেতে দাও তাহলে হয়ত আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি। যারা অসুখী তাদের জীবনে অনেকবারই আমি সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছি।

সন্ন্যাসীর চেহারা, দাড়ি আর বইটি দেখে তাঁর ওপরে বেশ সম্ভ্রম জাগলো জাদিকের। সন্ন্যাসীটি যে জ্ঞানের উচ্চ মার্গে বিচরণ করছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তা বুঝতে পারলেন তিনি! নিয়তি, নীতিজ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, মানুষের সত্যিকার উপকার বলতে কী বোঝা যায়—মানুষের দুর্বলতা, ধর্ম আর আর অধর্ম কী এই সব বিষয়ে তিনি এমন উদ্দীপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে তাঁর ওপরে জাদিকের সম্ভ্রম আর আকর্ষণ অনিবার্যভাবেই বেড়ে গেলো। ব্যাবিলনে ফেরার আগে পর্যন্ত তিনি যাতে তাঁর সঙ্গী হন এইজন্যে জাদিক সন্ন্যাসীকে অনুরোধ জানালেন।

বৃদ্ধটি বললেন—আমিও তোমাকে সেই অনুরোধই করছি। ওরমুজের নামে শপথ নাও যে আমি যাই করি না কেন কয়েক দিনের জন্যে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে না।

শপথ নিলেন জাদিক। তারপরে, দুজনে বেরিয়ে পড়লেন একসঙ্গে।

সন্ধ্যের দিকে, দুটি ভ্রমণকারী একটি অপূর্ব দুর্গের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী যুবকটিকে খুশি মনে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে সন্ন্যাসীটি দুর্গের দরোয়ানকে অনুরোধ জানালেন। দারোয়ানটিকে দেখলেই মানুষে মনে করবে সে একজন বড় ধরনের কেউকেটা। একটা উন্নাসিক ভদ্রতার সঙ্গে সে দুর্গের প্রধান পরিচারকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচারক তাঁদের নিয়ে গেলো দুর্গাধিপতির চমৎকার প্রকোষ্ঠে। দুর্গাধিপতি কোনো রকম সম্মান না দেখিয়ে খাওয়ার টেবিলের শেষপ্রান্তে বসতে বললেন তাঁদের। কিন্তু অন্য সকলের মতই তাঁদেরও সুখাদ্য পরিবেশন করা হলো। তারপরে, হাত মুখ ধোওয়ার জন্যে তাঁদের দেওয়া হলো জল। জলের পাত্রটি ছিল সোনার, নানা রকম মূল্যবান রত্নখচিত। অবশেষে, একটি সুন্দর ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো রাত্রিবাস করার জন্যে। সকালে, একজন পরিচারক এসে তাঁদের প্রত্যেককে একটি ক'রে সোনার মোহর দিয়ে গেলো। তারপরেই বিদায় নিয়ে তাঁরা দুর্গ ত্যাগ করলেন।

হাঁটতে হাঁটতে জাদিক বললেন—দুর্গাধিপতি বেশ সজ্জন বলেই আমার মনে হচ্ছে, তবে একটু দাম্ভিক। তবু আতিথেয়তার কর্তব্যগুলি তিনি বেশ ভালোভাবেই সম্পাদন করেছেন।

ঠিক সেই সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন সন্ন্যাসীটির আলখাল্লায় যে বড় পকেট ছিল সেটি ফুলে ফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে উঠেছে। আরও একটু লক্ষ্য ক'রে তিনি দেখতে পেলেন মূল্যবান পাথরে খোদাই করা একটি সোনার পাত্র তাঁর সেই পকেটটিকে অলংকৃত করেছে। সন্ন্যাসী নিশ্চয় সেটি হাতসাফাই করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তিনি যে লক্ষ্য করেছেন সেকথা বলতে তিনি সাহস পেলেন না। তবে, অবাক হলেন যথেষ্ট।

দুপুরের দিকে সন্ন্যাসী একটি কুঁড়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সেই বাড়ীতে বাস করতো একটি ধনী কৃপণ। কয়েক ঘণ্টা আস্তানা দেওয়ার জন্যে তিনি তাঁর কাছে অনুরোধ জানালেন। শত চিহ্ন পোশাক প'রে একটি ভৃত্য এসে রুক্ষতার উদ্ধত মেজাজে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো। তাঁদের সে একটা আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে পচা খাবার আর তেতো বিয়ার খেতে দিল। আগের দিন সন্ধ্যেবেলার মত সব খাবারই খেলেন তিনি। মনে হলো, বেশ খুশি মনেই তিনি খাচ্ছেন। পাছে তাঁরা কিছু চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে যান এইজন্যে ভৃত্যটি তাঁদের ওপরে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখলো। খাওয়া শেষ হলে রুক্ষ ভাষায় সে তাঁদের চলে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করল। যাওয়ার সময় সেই বৃদ্ধ চাকরটিকে ডেকে সন্ন্যাসী তাঁকে দুটি সোনার মোহর দিলেন। এগুলি সকালে তিনি চুরি করে এনেছিলেন। ভদ্র ব্যবহারের জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন—অনুগ্রহ ক'রে তোমার মনিবের সঙ্গে আমাদের একটু কথা বলতে দাও।

অবাক হয়ে ভৃত্যটি মনিবের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দিল।

সন্ন্যাসী বললেন—মহান প্রভু, আপনি আমাদের ভোজন করিয়ে আপনার উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তার জন্যে কিছু প্রতিদান না দিয়ে আমি পারছি নে। আমার কৃতজ্ঞতার স্মারকচিহ্ন হিসাবে দয়া করে সামান্য এই স্বর্ণপাত্রটি আপনি গ্রহণ করুন।

এই শুনে, কৃপণটি কেবল চমকে উঠলো না ; মনে হলো, সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু সেই ধাক্কা থেকে সামলে নেওয়ার কোনো সুযোগ তাকে না দিয়ে, সন্ন্যাসীটি তাঁর যুবক সহযাত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

জাদিক বললেন—ফাদার, এসবের অর্থ কী? যে লর্ড আমাদের প্রচুরভাবে খাওয়ালেন, আদর আপ্যায়ন করলেন তাঁর বাড়ী থেকে সোনার পাত্র চুরি ক'রে এনে আপনি দিলেন এমন একজনকে যে কেবল কৃপণই নয়, আমাদের সঙ্গেও যে খুব ঘৃণ্য ব্যবহার করেছে।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন—পুত্র, ওই চমৎকার লর্ডটি নিজের দম্ভ চরিতার্থ করার জন্যে আমাদের আদর অভ্যর্থনা করেছিলেন। জিনিসগুলি চুরি যাওয়ার ফলে, তিনি আরও সতর্ক হবেন। আর কৃপণটি শিখবে আরও ভালোভাবে অভ্যর্থনা করতে। আশ্চর্য হয়ো না। আমাকে অনুসরণ কর।

যাঁর সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সে-মানুষটি বিশ্বের সব চেয়ে মূর্খ, না, সব চেয়ে বিজ্ঞ জাদিক তা তখনও বুঝতে পারেন নি। কিন্তু সন্ন্যাসীটি তাঁর সঙ্গে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথা বললেন যে তিনি তাঁকে অনুসরণ না ক'রে পারেন নি। তা ছাড়া, নিজেও তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

সন্ধ্যের দিকে তাঁরা একটি বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ীটি যে কেবল রুচিসম্মতভাবেই তৈরি করা হয়েছিল তা নয় ; আড়ম্বরতার দিকটিকেও বর্জন করা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। অমিতব্যয়িতা অথবা লোভের চিহ্নমাত্র সেখানে দেখা যায় নি। সেই বাড়ীটির মালিক ছিলেন একজন দার্শনিক ! কর্ম-জগত থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন ; শান্তিতে ব'সে ধর্ম আর জ্ঞানের চর্চা করছিলেন তিনি। তবু তাঁর মনুষ্যত্ববোধের কোনো অভাব ছিল না। সেই গ্রামাঞ্চলে তিনি বাড়ীটি তৈরি করেছিলেন। সেখানে অতিথিদের তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন। সেই আতিথেয়তার মধ্যে কোনো রকম দম্ভের প্রকাশ থাকতো না। এই দুটি আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে নিজেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ; একটি প্রকান্ড কামরায় বসালেন তাঁদের। সেইখানে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে তাঁদের যিনি অনুরোধ জানালেন। তারই একটু পরে, তিনি তাঁদের ডেকে নিয়ে গেলেন খাবার ঘরে ; খেতেও দিলেন বেশ ভাল-ভাল জিনিস। খেতে-খেতে ব্যাবিলনে যে শেষ গন্ডগোল হয়েছিল সেই নিয়ে বেশ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন তিনি। মনে হলো,

রাণীর মঙ্গলই তিনি চান ; আর সেইজন্যে সিংহাসনের প্রার্থী হিসাবে জাদিক গিয়ে দাঁড়ালে তিনি যে খুশি হবেন সেকথা বলতেও তিনি দ্বিধা করলেন না।

এই বলে, তিনি শেষ করলেন তাঁর কথা—কিন্তু জাদিকের মত রাজা পাওয়ার যোগ্য নয় ওদেশের মানুষরা।

কথাগুলি শুনে বেশ লজ্জা পেলেন জাদিক। দুঃখ তাঁর দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। আলাপ আলোচনার মধ্যে এই কথাটা তাঁরা স্বীকার করলেন যে বিজ্ঞদের ইচ্ছামত সব সময় জগতে সব কিছু ঘটে না। সন্ন্যাসীটি তাঁর নিজের মতে তবুও অটুট রইলেন। তিনি বললেন ঈশ্বর যে কিভাবে কাজ করেন তা বুঝতে পারার ক্ষমতা মানুষের নেই। ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনাটা বিচার করতে গিয়ে মানুষ ভুল করে ; কারণ, সেই মহৎ পরিকল্পনার এতটুকু অংশ বোঝার মত ক্ষমতাও তার নেই।

মানবিক উচ্ছ্বাস আর আবেগ নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হলো।

জাদিক মন্তব্য করলেন—হায়রে ! ওদের ফল সত্যিই কী মারাত্মক !

সন্ন্যাসীটি বললেন—ওগুলি হচ্ছে পালের বাতাস। জাহাজের পালকে ওরাই ফাঁপিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে জাহাজকে তারা যে ডুবিয়ে দেয় সেকথা সত্যি ; কিন্তু তবু হাওয়া ছাড়া জাহাজ চলবে না। শরীরে পিত্ত বৃদ্ধি হলে মানুষ অসুস্থ হয়, সে খিটমিটে হয়ে পড়ে। তবু, ওটা না থাকলে, আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না। এ-জগতে প্রতিটি জিনিসই বিপজ্জনক ; তবু তার প্রয়োজন রয়েছে।

আমোদ-প্রমোদের কথা উঠলে, সন্ন্যাসী প্রমাণ করলেন যে ওগুলি হচ্ছে ঈশ্বরের উপহার। তিনি বললেন—কারণ, মানুষ যেমন কোনো অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি পারে না নতুন কোনো ভাবের জন্ম দিতে। সে কেবল পারে সব কিছু গ্রহণ করতে। তার মনের যত দুঃখ অথবা আনন্দ সবই আসে বাইরের কোনো কারণ থেকে।

যে মানুষটি যুগপৎ এমন ভাবে উচ্ছৃংখল কাজ করেন এবং সেই সঙ্গে এই রকম যুক্তি দিয়ে আর বিচার করে কথা বলেন তাঁকে দেখে জাদিক কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। তারপরে, আরও কিছুক্ষণ ধরে মনোমুগ্ধকর এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পরে, দার্শনিকটি তাঁদের প্রকোষ্ঠে নিয়ে এলেন। ঈশ্বর যে এই রকম দুজন পণ্ডিত এবং ধার্মিক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন এই জন্যে তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি তাঁদের অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্তু সেই চাওয়ার মধ্যে এমন কোনো দম্ভের প্রকাশ ছিল না যার ফলে কেউ অপমানিত বোধ করতে পারেন। সন্ন্যাসীটি অর্থ প্রত্যাখ্যান ক'রে বিদায় নেওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন ; কারণ, রাত থাকতে থাকতেই তাঁদের ব্যাবিলনের দিকে যেতে হবে। পরম প্রীতির মধ্যেই তাঁরা

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই রকম একটি উদার আর মহৎ প্রকৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় বিশেষ ক'রে জাদিকের মন ভ'রে উঠলো।

নিজেদের কামরাতে গিয়ে তাঁরা দুজনে সেই দার্শনিকটির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। প্রভাতে বৃদ্ধটি তাঁর সংগীকে জাগিয়ে বললেন—এখন আমাদের এখান থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু এঁরা নিদ্রিত থাকা অবস্থাতেই। আমার শ্রদ্ধা আর প্রেমের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে এই লোকটির কাছে আমি কিছু রেখে যাব।

এই বলে একটি জ্বলন্ত বাতি নিয়ে তিনি সেই দার্শনিকটির ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন। আতংকে শিহরিত হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন জাদিক ; এবং এই রকম বর্বর কাজ থেকে তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীটি জোর ক'রে তাঁকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। অনতিবিলম্বেই বাড়ীটি দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। সন্ন্যাসীটি তখন তাঁর সংগীকে নিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েছেন। বেশ শান্ত আর সমাহিত মনে সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অগ্নিকাণ্ডটি দেখতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে পরম পরিতৃপ্তির সংগে তিনি বললেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার প্রিয় অতিথিসেবকের বাড়ীটি একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এই কথা শুনে, হো-হো হেসে ওঠার জন্যে জাদিক প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। সেই সংগে তাঁর বাসনা হয়েছিল সেই সম্মানিত সন্ন্যাসীটিকে যুগপৎ তিরস্কার করা, এবং উপযুক্ত ধোলাই দিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। সেই শক্তিশালী সন্ন্যাসীর যাদুতে আচ্ছন্ন হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁকে অনুসরণ করলেন।

তাঁরা তারপরে হাজির হলেন একটি ধার্মিক আর উদার প্রকৃতির বিধবার বাড়ীতে। সেই বিধবার চোদ্দ বছরের একটি ভাইপো ছিল। ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর। সে-ই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। মহিলাটি তাঁর সাধ্যমত অতিথিদের সেবাযত্ন করলেন। পরের দিন অতিথিরা বিদায় নিয়ে যাবেন। তাঁদের যাওয়ার পথে ছিল একটি নদী। নদীর ওপরে পোলটি ভেঙে যাওয়ার ফলে পারাপার হওয়াটা বড়ই বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। সেইজন্যে অতিথিদের পোলটা পার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁদের সংগে তিনি তাঁর ভাইপোকে পাঠালেন। সানন্দে এবং তৎপরতার সংগে ছোকরাটি তাঁদের আগে-আগে চলতে লাগলো। পোল পেরোনোর সময় সন্ন্যাসীটি সেই ছেলেটিকে বললেন—এস। তোমার পিসীকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে।

এই বলে, চুলের গোছা ধরে ছেলেটিকে ঝপাৎ ক'রে জলের মধ্যে ফেলে দিলেন।

জলের মধ্যে ডুবে গেল ছেলেটি। একবার ভেসে উঠলো। তারপরে, প্রবল জলস্রোতে তলিয়ে গেল একেবারে।

চিৎকার করে উঠলেন জাদিক—রাক্ষস কোথাকার! নরাধম!

তাঁকে বাধা দিয়ে সন্ন্যাসীটি বললেন—সংযতভাবে চলবে—এই প্রতিজ্ঞাই তুমি করেছিলে। জেনে রেখো, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে বাড়ীটিতে আগুন লেগেছিল, তার ধ্বংসাবশেষের নিচে গৃহস্বামী প্রচুর অর্থের সন্ধান পেয়েছেন। জেনে রেখো, ঈশ্বর যার জীবন সংকুচিত করেছেন সেই ছেলেটি বেঁচে থাকলে আর এক বছরের মধ্যে তার পিসীকে খুন করতো, তোমাকে খুন করতো বছর দুয়েকের মধ্যে।

জাদিক চিৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—একথা তোমাকে কে বলেছে, বর্বর কোথাকার! যদি স্বীকারও করা যায় যে এই সব সংবাদ তোমার ওই ভাগ্যালিপি গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে, তাহলেও কোনো নির্দোষ মানুষকে, বিশেষ করে তোমার যে কোনো ক্ষতি করে নি তাকে, এইভাবে ডুবিয়ে মারার অধিকার তোমার কি রয়েছে?

ব্যাবিলননিবাসী জাদিক যখন এই রকম চেঁচামেচি করছিলেন সেই সময় তিনি দেখলেন বৃদ্ধটির শ্মশ্রু অন্তর্হিত হয়েছে, এবং তাঁর মুখমন্ডল যৌবনের সতেজ মসৃণতায় চকচক করছে। সন্ন্যাসীর সেই আলখাল্লা আর নেই; তার পরিবর্তে রয়েছে চারটি সুন্দর পাখা। তাঁর দেহটি আলোর দ্যুতিতে ঝলমল করছে।

এই দেখে মাটির ওপরে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প'ড়ে জাদিক বললেন—হে ঈশ্বর প্রেরিত—দেবদূত! ঈশ্বরের শাশ্বত অনুশাসনের কাছে মাথা নত করতে এই দুর্বল নশ্বর মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তুমি কি স্বর্গ থেকে অবতীর্ণ হয়েছ?

দেবদূত জেসরাদ বললেন—কোনো কিছু না জেনেই মানুষ বিচার করতে বসে। সমস্ত মানুষদের মধ্যে একমাত্র তুমিই দিব্যজ্ঞান অর্জন করার উপযুক্ত।

জাদিক অনুনয় করে বললেন—দয়া করে আমাকে কিছু বলতে দিন। নিজের ওপরে আমার কোনো আস্থা নেই। কিন্তু আমার মনে এখনও একটি সন্দেহ রয়েছে। আপনি কি সেই সন্দেহ নিরসন করবেন? এইভাবে ডুবিয়ে মারার চেয়ে তাকে সংশোধন ক'রে ধার্মিক করার চেষ্টা করাটা কি উচিৎ হতো না।

জেসরাদ বললেন—ও যদি ধার্মিকও হতো, অথবা দীর্ঘজীবন লাভও করতো তাহলেও ও নিস্তার পেতো না। ভাগ্যই ওকে অন্য লোককে দিয়ে খুন করাতো। ও কেবল নিজেই মরতোনা, ওর সঙ্গে নিহত হতো ওর স্ত্রী, আর আর সেই স্ত্রীর গর্ভে ওর সন্তান।

জাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু পৃথিবীতে এই অপরাধ আর দুঃখদারিদ্র্য থাকাটা কি একান্ত প্রয়োজনীয়? আর, সৎ মানুষরাই বা দুর্ভাগ্যের স্বীকার হবে কেন?

উত্তর দিলেন জেসরাদ—দুষ্ট লোকেরা সব সময়েই অসুখী। বিশ্বের মধ্যে যে কটা সৎ মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের সেবা করার জন্যে এই সব দুষ্ট-লোকের প্রয়োজন। বিশ্বে এমন কোনো অমঙ্গল নেই যার মধ্যে থেকে কোনো-না-কোনো মঙ্গলের সৃষ্টি হয়।

জাদিক বললেন—কিন্তু ধরুন, পৃথিবীতে যদি সব ভালোই থাকতো, খারাপ বলে কিছু না থাকতো।

জেসরাদ বললেন—তাহলে পৃথিবীটা আর একটা পৃথিবীতে পরিণত হতো। ঘটনার স্রোত আর এক ভাবে বইতো; সেই স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে হতো বিজ্ঞতা দিয়ে। কিন্তু যে সমাজের কথা তুমি ভাবছো—অর্থাৎ নিখুঁৎ সমাজব্যবস্থা, সেটি কেবল ঈশ্বরের শাশ্বত রাজ্যেই থাকতে পারে; কারণ সেখানে কোনো অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না। ঈশ্বর কোটি-কোটি বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। এই যে অসংখ্য বৈচিত্র্য—এর মূলে রয়েছে ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তি। পৃথিবীতে এমন দুটি গাছ নেই যাদের পাতা এক রকম; এই অনন্ত দ্যুলোকে এমন দুটি বিশ্ব নেই যারা একই রকম। যে ছোট অণুর মত বিশ্বে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ সেখানে সব জিনিসই তাদের নিজের নিজের জায়গা অধিকার করে রয়েছে। কে যে কী ভাবে থাকবে তা নির্দেশ করে দিয়েছে ঈশ্বরের অমোঘ নীতি। কারণ, কার কোথায় স্থান হবে তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর। লোকে ভাবে যে ছেলেটি এইমাত্র মারা গেল সে হঠাৎ নদীর গর্ভে পড়ে গিয়েছে; আর সেইরকম একটি দুর্ঘটনায় এই বাড়ীটি ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ বলে কোথাও কিছু নেই। সবই হচ্ছে হয় পরীক্ষা, না হয় শাস্তি, না হয় পুরস্কার, আর না হয় দূরদর্শীতা। মানুষদের মধ্যে নিজেকে যে সব চেয়ে দুর্ভাগ্যবান বলে মনে করতো সেই জেলের কথা একবার ভেবে দেখ। তার ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্যে ওরমুজ তোমাকে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেই জন্যেই বলছি, হে দুর্বল নশ্বর মানুষ, যাঁকে তোমার পুজো করা উচিৎ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করো না।

জাদিক বললেন—কিন্তু……

কথা শেষ করার সুযোগ পেলেন না জাদিক; 'কিন্তু' শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি দেখলেন দেবদূতটি দশম নভোমণ্ডলের দিকে উড়ে গিয়েছেন। নতজানু হয়ে, জাদিক ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। নভোমণ্ডল থেকে দেবদূতটি চিৎকার ক'রে তাঁকে বললেন—ব্যাবিলনের দিকে এগিয়ে যাও।

## একবিংশতি পরিচ্ছেদ

### ধাঁধাঁ

মন্ত্রমুগ্ধ এবং বজ্রাহতের মত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে লাগলেন জাদিক। ঘুরতে-ঘুরতে যেদিন তিনি ব্যাবিলনে এসে পেঁছিলেন সেইদিনই রাজপ্রাসাদের অলিন্দে যোদ্ধাদের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সকলেই মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গ্র্যানড মেগাসের প্রহেলিকার উত্তর দেওয়ার জন্যে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা। আসে নি কেবল সবুজ বর্মধারী যোদ্ধাটি। জাদিক শহরে উপস্থিত হওয়া মাত্র শহরের লোকেরা তাঁর চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। সকলেই তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে, সবাই আশীর্বাদ করলো তাঁকে। সবাই চাইলো তিনিই যেন ব্যাবিলনের সম্রাট হন। তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন দেখে কাঁপতে-কাঁপতে হিংসুটে লোকটি এক পাশে সরে দাঁড়ালো। যেখানে যোদ্ধাদের সমাবেশ হয়েছিল লোকেরা তাঁকে সেইখানেই নিয়ে গেলো। তাঁর আসার সংবাদ রাণী আগেই পেয়েছিলেন। সেই সংবাদ পেয়ে আশা-নিরাশার উত্তাল তরঙ্গে তাঁর হৃদয় মথিত হলো। আশংকাতে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বর্ম ধারণ না ক'রে জাদিক উপস্থিত হয়েছেন কেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না। ইতোবাদ-ই বা শ্বেত বর্মটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তাও মাথায় ঢুকলো না তাঁর। জাদিককে দেখে চারপাশেই একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। তাঁকে দেখে তারা যেমন অবাক হলো, তেমনি হলো চমৎকৃত; কিন্তু যাঁরা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি সভায় তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।

জাদিক বললেন—অন্য নাইটদের মত আমিও মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমার অস্ত্রগুলি এখানে দেখছি অন্য একটি লোক ধারণ করেছে। আমি যা বললাম তা প্রমাণ করবো; কিন্তু তার আগে ধাঁধাঁর উত্তর দেওয়ার অনুমতি আমি চাই।

তাঁকে অনুমতি দেওয়া হবে কি না এই প্রশ্নটি ভোটে দেওয়া হলো। কিন্তু জাদিক যে সৎ মানুষ—এ সুনাম সকলের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই বিনা দ্বিধায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হলো তাঁকে।

গ্র্যানড মেগাস প্রথম প্রশ্নটি করলেন—

**বিশ্বের মধ্যে কোন্ জিনিসটি সব চেয়ে দীর্ঘ, অথচ সব চেয়ে ছোট? কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে দ্রুতগামী, অথচ, সবচেয়ে মন্থর? কোন্ জিনিসকে ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায়, অথচ, কোন্ জিনিসটি, সবচেয়ে বিস্তৃত? কোন্ জিনিসটিকে আমরা সব চেয়ে অবহেলা করি; কোন্ জিনিসটির জন্যে আমরা অনুতাপ করি**

সবচেয়ে বেশী ? কাকে ছাড়া কিছুই করা সম্ভব নয়, কোন জিনিস ছোটমাত্রকেই গ্রাস করে ? কোন্ জিনিষটি বড়কে আরও বড় করে ?

প্রশ্নগুলি করা হলো ইতোবাদকে। তিনি বললেন, তিনি এত বিরাট মানুষ যে ধাঁধাঁ তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। শক্তি আর সাহস দিয়ে যুদ্ধ জয় করাটাই তাঁর কাজ। আর তাঁর মতে তাঁর কৃতিত্ব পরিমাপ করার মাপকাঠি হলো ওই দুটি। কেউ কেউ বললেন ধাঁধাঁর উত্তর হচ্ছে সৌভাগ্য। কেউ কেউ বললেন—পৃথিবী ; আবার কেউ কেউ বললেন—আলো। জাদিক বললেন ধাঁধাঁর উত্তর হচ্ছে—সময়।

ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি—সময়ের চেয়ে দীর্ঘ আর কিছু নেই : কারণ সময় হলো অনন্ত। সময়ের মত ক্ষুদ্র-ও আর কিছু নেই ; কারণ, যেটুকু সময় আমরা পাই তাতে পরিকল্পনা মত কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করে সময় তার কাছে অত্যন্ত মন্থর ; যে আনন্দ করে, সময় তার কাছে অত্যন্ত দ্রুতগামী। বিরাটত্বের দিক থেকে সময় অনন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ; ক্ষুদ্রতায় সময় অণুতে বিভক্ত। সমস্ত মানুষই সময়কে অবহেলা করে ; আর অনুতাপ করে তার জন্যে। সময়কে বাদ দিয়ে কিছুই করা সম্ভব হয় না। ভবিষ্যতের জন্যে যা রাখা যায় না এ রকম সমস্ত কিছুকেই সময় ধ্বংস করে। যে সব কাজ সত্যিই মহৎ, সময়ই সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখে।

বিচারকমণ্ডলী স্বীকার করলেন জাদিক ঠিক উত্তর দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো—কোন্ জিনিসটিকে আমরা ধন্যবাদ না দিয়েই গ্রহণ করি ? এমন কোন্ জিনিস রয়েছে যেটিকে উপভোগ ক'রেও কী ক'রে উপভোগ করছি তা আমরা বুঝতে পারি নে। নিজেদের অবস্থা না বুঝেই কোন্ জিনিসটি আমরা অপরকে দান করি ? না জেনেই কোন্ জিনিসকে আমরা হারাই।

প্রত্যেকেই ধাঁধাঁটির নিজের নিজের মনোমত ব্যাখ্যা করলেন। একমাত্র জাদিকই অনুমান করলেন যে এই ধাঁধাঁটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জীবন। অন্যান্য ধাঁধাঁগুলিরও তিনি অনায়াস স্বাচ্ছন্দে উত্তর দিলেন। ইতোবাদ সব সময়েই বললেন যে ধাঁধাঁ-গুলির উত্তর খুবই সহজ। চেষ্টা করলে, সবগুলিরই উত্তর তিনি সহজেই দিতে পারতেন। ন্যায়পরায়ণতা বলতে কী বোঝা যায়, পরম শ্রেয় বলতে আমরা কী বুঝি, কী ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়—এই সব ব্যাপারেও তাঁদের প্রশ্ন করা হলো। জাদিকের উত্তরগুলিই নির্ভুল ব'লে বিবেচিত হলো সেখানে।

শেষকালে সকলেই মন্তব্য করলেন—কী দুঃখের কথা! এত বড় পণ্ডিত এত দুর্বল যোদ্ধা হলো কেমন ক'রে ?

জাদিক বললেন—মহামহিমান্বিত ধর্মাবতারগণ, মল্লযুদ্ধে জয়ী হওয়ার সম্মান আমিই অর্জন করেছিলাম। ওই শ্বেত বর্ম আর অস্ত্রগুলি আমারই। আমার নিদ্রিত অবস্থায় লর্ড ইতোবাদ সেগুলি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত

ভেবেছিলেন সবুজ বর্মগুলির চেয়ে শ্বেত বর্মগুলিই তাঁকে ভাল মানাবে। আমার এই ঢিলে জামা আর তরোয়াল নিয়ে আপনাদের সামনেই আমি প্রমাণ করবো যে ওই শ্বেতবর্মগুলি আমার; এবং ওইগুলি দিয়েই সাহসী ওটামাসকে আমি পরাজিত করেছিলাম।

বিরাট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ইতোবাদ মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। শিরস্ত্রাণ, বুক-পিঠ আর হাতে বর্ম পরে, টুপী আর সাধারণ পোশাক-পরা একটি যোদ্ধাকে তিনি যে অবলীলাক্রমে ধরাশায়ী করতে পারবেন সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। রাণীকে অভিবাদন জানিয়ে জাদিক তাঁর তরোয়াল কোষমুক্ত করলেন। ভয় আর আনন্দে রাণী তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কাউকে অভিবাদন না জানিয়েই তরোয়াল খুলে দাঁড়ালেন ইতোবাদ। নির্ভয়ে তিনি জাদিকের দিকে দৌড়ে গেলেন। মনে হলো, এক কোপেই জাদিকের দেহটি তিনি দুখণ্ড করে ফেলবেন। আঘাত কী ক'রে প্রতিহত করতে হয় জাদিক তা জানতেন। ইতোবাদের দুর্বল অংশে সজোরে আঘাত করলেন তিনি। ফলে, ইতোবাদের তরোয়ালটি অচিরাৎ ভেঙে দুখণ্ড হয়ে গেলো। জাদিক তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কোমর ধ'রে তাঁকে মাটির ওপরে আছড়ে ফেললেন; তারপরে, ইতোবাদের গলার ওপরে তাঁর তরোয়ালের মুখটা উঁচিয়ে ধরে, তিনি বললেন—নিরস্ত্র হ'তে যদি বাধা দাও তাহলে তোমাকে আমি হত্যা করবো।

তাঁর মত বীর্যবান পুরুষকে যুদ্ধে হতমান হতে দেখে সব সময়ই ইতোবাদ কেমন যেন অবাক হয়ে যেতেন। জাদিকের এই প্রস্তাবে সম্মত হ'তে, তিনি তাই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করলেন না। আত্মসমর্পণ করলেন জাদিকের কাছে। শান্তভাবে ধীরে ধীরে জাদিক ইতোবাদের মাথা থেকে তাঁর চমৎকার শিরস্ত্রাণটি খুলে নিলেন, খুলে নিলেন তাঁর অনবদ্য বুক-পিঠ আর হাতের বর্মগুলি। সেগুলি পরিধান করলেন নিজে। তারপরে দৌড়ে এসে রাণীর পদতলে লুটিয়ে দিলেন নিজের দেহটিকে। ওই বর্মগুলি যে জাদিকের, ক্যাডর অতি সহজেই তা প্রমাণ করে দিল। সমস্ত জাতির ঐকতানে সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন জাদিক। বিশেষ করে খুশি হলেন রাণী অ্যাসটার্ট। অনেক দুঃখের কালাপানি অতিক্রম করার পরে, যাঁকে সেই মানুষটি ভালোবাসেন তিনি যে জগতের চোখে বীর বলে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে তাঁর স্বামী হতে পেরেছেন এতেই তিনি আনন্দে অভিভূত হলেন। নিজের বাড়ীতে লর্ড খেতাবে ভূষিত হওয়ার জন্যে ইতোবাদ ফিরে গেলেন নিজের প্রাসাদে।

জাদিক রাজা হলেন; সুখী হলেন জাদিক। দেবদূত জেসরাদ যা বলেছিলেন সেকথা মনে পড়লো তাঁর। যে বালুকণা হীরেতে পরিণত হয়েছিল তার-ও কথা মনে পড়লো তাঁর। রাণী এবং জাদিক ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। চঞ্চলা মিশোফকে বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ছেড়ে দিলেন তিনি। ডাকাত অ্যার-

বোগাদকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে একটা বেশ উঁচুপদ তাকে তিনি দিলেন। সেই সঙ্গে এই বলে তাকে সাবধান করে দিলেন যে সত্যিকার যোদ্ধার মত কাজ করতে পারলে তাকে তিনি প্রধান সেনাপতির পদ দেবেন ; আর যদি ডাকাতি করে তাহলে তাকে দেবেন ফাঁসি।

সুন্দরী আলমোনা আর সেটোককে তিনি আরব থেকে ডাকিয়ে নিয়ে এলেন। ব্যাবিলনের বাণিজ্যমন্ত্রীর পদ তাঁকে তিনি দিলেন। ক্যাডর যে কাজ করেছে তার জন্যে সে প্রচুর পুরস্কার পেলো। রাজার বন্ধু হলো সে। বিশ্বে জাদিকই হলেন একমাত্র সম্রাট যাঁর সত্যিকার বন্ধু পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই বামন বোবা মানুষটির কথাও তাঁরা ভুলে যান নি। সেই ধীবরটিকে একটি সুন্দর বাড়ী দিলেন তাঁরা ; সেই সঙ্গে শাস্তি দিলেন অরক্যানকে। একটা বেশ মোটা অংকের অর্থ তার জরিমানা হলো। সেই অর্থ তাকে দিতে হবে ধীবরটিকে, আর সেই সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হবে তার স্ত্রীকে। কিন্তু ধীবরটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিজ্ঞ হয়ে পড়েছিল। সে তাই কেবল অর্থই নিল, স্ত্রীকে নয়।

কিন্তু যে সুন্দরী সেমিরা জাদিককে একটি চক্ষুহীন ব'লে ভেবেছিল তাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া গেলো না। সান্ত্বনা দেওয়া গেলোনা অ্যাজোরাকে। সে যে তার স্বামীর নাক কাটতে গিয়েছিল তার জন্যে সে আর্তনাদ করতে লাগলো। উপহার দিয়ে জাদিক তাদের দুঃখটা অবশ্য কিছুটা লাঘব করেছিলেন। রাগে আর অপমানে জর্জরিত হয়ে সেই হিংসুটে লোকটি মারা গেলো। সমস্ত রাজ্যে বিরাজ করতে লাগলো শান্তি। জাদিকের মত রাজা পেয়ে রাজ্যের মানুষেরা গৌরব অনুভব করতে লাগলো। অভাব হলো না কারও কিছু! বিশ্বে এইটিই ছিল সবচেয়ে সুখের যুগ।

সবাই জাদিকের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করল ; জাদিক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন সকলের মঙ্গলের জন্যে!

[ এইখানেই পাণ্ডুলিপিটির সমাপ্তি। শোনা যায় জাদিকের আরও অনেক দুঃসাহসিক কাহিনী রয়েছে ; এবং সেগুলি অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে! সেগুলিও সত্য। প্রাচ্য ভাষাবিদদের কাছে অনুরোধ জানানো হচ্ছে এই জাতীয় কোনো পাণ্ডুলিপি তাঁদের যদি নজরে আসে তাহলে তাঁরা যেন সেটিকে প্রকাশ করেন। ]

# মাইক্রোমেগাস ঃ

## একটি দার্শনিক কাহিনী

# MICROMEGAS

## A PHILOSOPHICAL TALE

( ১৭৫০ )

প্রথম পরিচ্ছেদ

## লুব্ধক নক্ষত্রবাসী একজনের শনিগ্রহে যাত্রা

লুব্ধক নামে পরিচিত নক্ষত্রের চারপাশে যে-সব গ্রহ আবর্তন করে তাদেরই কোনো একটিতে একটি যুবক বাস করতেন। জীবনে বড় হওয়ার মত অনেক গুণ তাঁর ছিল। আমাদের ক্ষুদে উইঢিবির মত পৃথিবীতে যখন শেষবার তিনি বেড়াতে এসেছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে আমি সম্মানিত ব'লে মনে করেছিলাম। তাঁর নাম ছিল মাইক্রোমেগাস। সমস্ত মহান মানুষদের নামের সঙ্গে এই নামটি চমৎকারভাবে খাপ খেয়েছিল। তাঁর অবয়বটি ছিল উচ্চতায় চব্বিশ মাইলের মত; অর্থাৎ পাঁচ ফুট মাপের বিস্তার হিসাবে চব্বিশ হাজার জ্যামিতিক পদক্ষেপের সমান।

কিছু কিছু অঙ্কশাস্ত্রবিদ আছেন জনসাধারণের কাছে যাঁরা সব সময়েই প্রয়োজনীয়। এই কথা শুনে কালবিলম্ব না করেই হয়ত তাঁরা কলম নিয়ে অংক কষতে বসে যাবেন। লুব্ধক নক্ষত্রের অধিবাসী মিঃ মাইক্রোমেগাস পা থেকে মাথা পর্যন্ত লম্বায় চব্বিশ হাজার ফুট পদক্ষেপের সমান হওয়ায় তাঁরা হিসাব ক'রে বলে দেবেন যে তাঁর দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে একশ কুড়ি হাজার প্রমাণ মাপের পদক্ষেপের সমান; এবং এই পৃথিবীর বাসিন্দা আমাদের উচ্চতা পাঁচ ফুটের সামান্য কিছু বেশী, আর আমাদের এই গোলকের পরিধি সাতশ হাজার মাইল হওয়ায়, আমার ধারণা, তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, যে-নক্ষত্রটি তাঁর জন্ম দিয়েছিল তার পরিধি হচ্ছে আমাদের এই ক্ষুদ্র গোলার্ধের পরিধির চেয়ে ঠিক একলক্ষ কুড়িহাজার ছ'শ হাজার কোটি গুণ বড়। এর চেয়ে সোজা হিসাব বিশ্বে আর কিছু নেই। জার্মানী অথবা ইতালীর কয়েকটি সার্বভৌম রাজার রাজ্য অটোম্যান, মাসকোভী, অথবা, চীন সাম্রাজ্যের কাছে অনেক, অনেক ছোট; তাদের তুলনায় এই রাজ্যগুলির একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আধঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর আয়তনের মধ্যে প্রকৃতি যে কী বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে এইগুলিই তার ক্ষুদ্রতম নিদর্শনমাত্র।

এই মহান রাজকীয় অতিথির চেহারার আয়তন এই রকম বিশাল হওয়ায় তাঁর উদরের বেড় যে পঞ্চাশ হাজার ফুটের সমান হবে সেবিষয়ে আমাদের চিত্র আর ভাস্কর্যশিল্পীরা সহজেই একমত হবেন। দেহের অনুপাতে ওইটাই হবে মানানসই। তাঁর নাসিকা মুখের এক তৃতীয়াংশ, এবং মুখ দৈর্ঘ্যের এক সপ্তমাংশ হওয়ায় এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে লুব্ধক নক্ষত্রবাসী মহাত্মার নাসিকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে

দু'হাজার তিনশ তেত্রিশ ফুটের চেয়ে সামান্য একটু বেশী। এটা মাপজোক ক'রে কারও বার করতে অসুবিধে হবে না।

তাঁর বোধশক্তি ছিল অসামান্য ; যে সব সেরা বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে আমার আলাপ রয়েছে ইনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। অনেক জিনিসের সম্বন্ধেই তাঁর জ্ঞান ছিল একেবারে নিখুঁত ; তাদের মধ্যে কতগুলি ছিল তাঁর নিজের সৃষ্টি : কারণ, তখনও তাঁর বয়স আড়াই শো বছর পূর্ণ হয় নি ; এবং সেই গ্রহের রীতি অনুযায়ী সেখানেরই যীশুসংঘীদের একটি কলেজে তিনি অধ্যয়ন করছিলেন। সেই সময় প্রতিভাবলে, ইউক্লিডের রচিত পঞ্চাশটি জ্যামিতিক সম্পাদ্যের ওপরে কয়েকটি সম্পাদ্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ; এই সংখ্যা ছিল ব্লেইস প্যাসক্যালের[১] সংখ্যার চেয়ে আঠারোটি বেশী। প্যাসক্যালের নিজের বোনের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে তাঁর নিজের আনন্দের জন্যে বত্রিশটি সম্পাদ্যের প্রমাণ ক'রে পরবর্তী জীবনে তিনি সাধারণ একজন জ্যামিতিকার এবং অত্যন্ত নিচু মানের দার্শনিক হিসাবে জীবন কাটিয়েছিলেন। মাইক্রোমেগাসের বয়স যখন চারশ পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি, অথবা, তাঁর শৈশবের শেষ অংশে, তিনি অনেক ছোট-ছোট পোকা-মাকড়ের দেহগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করছিলেন। সেই পোকামাকড়গুলির দেহের ব্যাস একশ ফুটের বেশী হবে না। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। সেই পোকামাকড়গুলির শব-ব্যবচ্ছেদ ক'রে তিনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার ফলে, তাঁকে কিছুটা ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। সে-দেশের কাজিসাহেব বয়সে ছিলেন অতি বৃদ্ধ, এবং মূর্খতারও তাঁর কোনো সীমা ছিল না। তবু সেই গ্রন্থটির মধ্যে মূল প্রস্তাবটিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে কয়েকটি সহায়ক প্রস্তাব রয়েছে এই আবিষ্কার ক'রে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই সহায়ক প্রস্তাবগুলি ছিল তাঁর মতে সন্দেহজনক, অশোভন, হঠকারীতায় পূর্ণ, নাস্তিকতাবাদে বোঝাই, এবং বিকৃত। সেইজন্যে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে তিনি তাঁকে রাজদরবারে অভিযুক্ত করেছিলেন ; কারণ, লেখকের গবেষণার বিষয় ছিল 'লুব্ধক নক্ষত্রের জগতে মাছি এবং শামুকের বাস্তব দেহগঠনের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে কি না।'

মাইক্রোমেগাস তাঁর দার্শনিক তত্ত্বটির সপক্ষে এত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন যে সমস্ত মহিলা নিজেদের মত পরিবর্তন ক'রে তাঁর অনুগামিনী হয়ে পড়েছিল ; এবং এইভাবেই দু'শ কুড়ি বছর কেটে গেল। তারপরে, কাজি সাহেবের ইচ্ছা অনুসারে, বিচারকরা গ্রন্থটি না পড়েই সেটিকে নিষিদ্ধ ব'লে তাঁদের রায় দিলেন ; এবং ফলে, লেখককে আটশ বছরের জন্যে নির্বাসিত করা হলো।

সেই দেশে গোলমাল আর তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে সবসময় হই-হট্টগোল

১। ফরাসী অংকবিদ এবং দার্শনিক [ ১৬২৩-১৬৬২ ]।

চলতো ব'লে, এই নির্বাসনে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হলেন না। কাজিসাহেবকে নিয়ে তিনি বেশ একটা হাসির গান বাঁধলেন ; এই গান রচনার ফলে কাজিসাহেব বিব্রত বোধ করেন নি। তারপরে মাইক্রোমেগাস বিশ্বপরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। শোনা যায়, এই পরিক্রমার পেছনে তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল [ বিজ্ঞব্যক্তিরা এই কথাই বলে থাকেন ] নিজের মনকে উন্নত করা, এবং নিজের শিক্ষাকে সমাপ্ত করা। যারা হুড-তোলা চারঘোড়া বা দু'ঘোড়ার গাড়ীতে ছাড়া অন্য কোনোভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না তারা মাইক্রোমেগাসের পরিভ্রমণের সাজসরঞ্জাম দেখে যে অবাক হয়ে যাবে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ; কারণ, আমরা যারা ক্ষুদে মাটির ঢিপির ওপরে নড়াচড়া করি তারা তাদের প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে কোনো জিনিসের কথা কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু আমাদের এই পর্যটকটি অদ্ভুতভাবে মধ্যাকর্ষণের নিয়মকানুনকে রপ্ত ক'রে ফেলেছিলেন ; সেই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখেছিলেন বিশ্বের সমস্ত আকর্ষণ আর বিকর্ষণের শক্তিকে। তিনি তাঁর জ্ঞানটিকে ক্ষেত্রবিশেষ এবং সময়োচিতভাবে এত দক্ষতার সঙ্গে খাটাতে পারতেন যে পাখিরা যেমন এক ডাল থেকে আর একটি ডালে ছোট ছোট লাফ দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তেমনি তিনি কখনও-কখনও সূর্যকিরণের সাহায্যে, আবার কখনও বা কোনো ধূমকেতুকে ব্যবহার ক'রে তাঁর দলবল নিয়ে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অনায়াস স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে যেতেন। অনতিবিলম্বে দেখা গেল, তিনি ছায়াপথের ভেতর দিয়ে তীব্রবেগে ভেসে চলেছেন ; বিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ডেরহাম তাঁর দুরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আলোকোদ্ভাসিত স্বর্গলোক দেখেছেন ব'লে দম্ভ করেন ; আমি স্বীকার করতে বাধ্য, যে-ছায়াপথের দেহের ওপরে তারকাগুলি চুমকির মত বসানো রয়েছে তাদের মধ্যে দিয়ে সেই স্বর্গলোকটি দেখতে মাইক্রোমেগাস পান নি। এত দ্রুতবেগে তিনি ছুটছিলেন। ডক্টর ডেরহাম যে কিছু ভুল দেখেছিলেন সেকথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই, ঈশ্বরের দোহাই ! কিন্তু মাইক্রোমেগাস সেই জায়গাটির ওপরেই ছিলেন ; এবং কারও কথারই প্রতিবাদ করার বাসনা আমার নেই। সে যাই হোক, অনেক এঁকেবেঁকে, অনেকগুলি মোড় পেরিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি শনিগ্রহে এসে পেঁছিলেন। এবং নতুন নতুন বস্তু দেখতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে, সেই গ্রহটির ক্ষুদ্র আয়তন এবং সেখানকার অধিবাসীদের ক্ষুদ্র অবয়ব দেখে, বিজ্ঞতম দার্শনিকের মুখের ওপরে যেমন একটি দাম্ভিকতা-ভরা আত্মাভিমানের বিদ্রূপ ভেসে ওঠে, তিনি কিছুতেই সেই বিদ্রূপমাখা হাসিটিকে চেপে রাখতে পারলেন না ; কারণ, সত্যিকথা বলতে কি শনিগ্রহটি আমাদের এই পৃথিবীর চেয়ে মাত্র ন'শ গুণ বড় ; এবং সেখানকার অধিবাসীরা এক হাজার ফ্যাদম অর্থাৎ চার হাজার হাত উঁচু ; তাদের বামনই বলা যেতে পারে। মোটের ওপর, কোনো ইতালীয় বেহালা বাদক ফরাসীদেশে এসে যেমন লুলির সুর শুনে উপহাস করেন, সেই রকম এই সব হতভাগ্য ক্ষুদে

অবয়বধারীদের দেখে প্রথমে তিনি উপহাস করেছিলেন। কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্রের এই মানুষটির বুদ্ধিবৃত্তি প্রশংসনীয় ছিল। তাই তিনি অচিরাৎ বুঝতে পারলেন যে চিন্তাশীল কোনো প্রাণী মাত্র ছ' হাজার ফুট দীর্ঘ হওয়ার জন্যে অপরের কাছে একেবারে হাস্যকর নাও হতে পারে। সেইজন্যে, তাঁকে দেখে সেখানকার অধিবাসীদের চমকে-ওঠা ভাবটা কেটে গেলে, তিনি তাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন। বিশেষ ক'রে, শনি অ্যাকাডেমীর সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর বেশ একটা হৃদ্যতা জন্মালো। মানুষটির বুদ্ধিবৃত্তি ভালোই ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, নিজে তিনি যদিও কোনো কিছু আবিষ্কার করেন নি তবু, অন্যান্যেরা যে সব আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের সেই সব আবিষ্কারের কথা তাঁকে তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে বললেন। একজন ক্ষুদে কবি হিসাবেও মোটামুটি নাম একটা তাঁর ছিল ; সেই সঙ্গে নাম ছিল বেশ বড় গণনযন্ত্র বলে, এবং পাঠক-পাঠিকাদের নৈতিক-শিক্ষার মান যাতে উন্নত হয় সেই উদ্দেশ্য সম্পাদক এবং মাইক্রোমেগাসের মধ্যে একদিন যে একটি অসাধারণ কথাবার্তা হয়েছিল সেইটি আমি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করবো।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## লুব্ধক নক্ষত্র এবং শনিগ্রহের অধিবাসীদের মধ্যে আলাপ

সেই মহান পুরুষ মাইক্রোমেগাস লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন ; এবং সম্পাদক তাঁর নাকের কাছে এগিয়ে এলেন।

মাইক্রোমেগাস মন্তব্য করলেন : প্রকৃতি যে বৈচিত্র্যময়ী সেকথা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

শনিগ্রহের অধিবাসীটি বললেন : হ্যাঁ ; কথাটা ঠিক। প্রকৃতি হচ্ছে বাগানের সমতল জমি যার ফুলগুলি—

অপরজন বললেন : পুঃ ! তোমার ওই সব বাগানটাগান ছাড়ো।

সম্পাদক বললেন : প্রকৃতি হচ্ছে সুন্দরী রমণীদের একটা সভা, যাদের পোশাকগুলি···

অপরজন মন্তব্য করলেন : তোমাদের সুন্দরী রমণীরা গোল্লায় যাক ! তাদের নিয়ে আমি কী করব !

'তাহলে, প্রকৃতি হচ্ছে একটি চিত্রশালা, যার···

পর্যটকটি উত্তর দিলেন : তোমাকে আমি শেষ কথা বলে দিচ্ছি। প্রকৃতি হচ্ছে প্রকৃতির মত। তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা করছ কেন ?

সম্পাদক বললেন ঃ  তাতেই যদি আপনি খুশী হোন তাহলে তাই।

পর্যটকটি মন্তব্য করলেন ঃ  আমি খুশি হ'তে চাই নে ; আমি চাই শিখতে ঃ সেইজন্যে কোনো রকম ভণিতা না করে শুরু কর। তোমাদের এই গ্রহের অধিবাসীদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ক'টি আমাকে বল।

বিশ্বৎসমাজের সভ্যটি বললেন ঃ  আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে বাহাত্তরটি। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে সেগুলি এত কম হওয়ার জন্যে আমরা প্রতিদিন অভিযোগ করছি। 'আমাদের কল্পনা আমাদের অভাবকে অতিক্রম করে যাচ্ছে ; কারণ, বাহাত্তরটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি চাঁদ আর মণ্ডল নিয়ে আমরা যথেষ্ট সংকুচিত হয়ে পড়েছি ; এবং আমাদের অদম্য কৌতূহল থাকা সত্বেও, আর বাহাত্তরটি জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকার ফলে যে অসংখ্য আবেগের সৃষ্টি হয় সেগুলি চরিতার্থ করার পরে, অলসভাবে সময় কাটাতে-কাটাতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

মাইক্রোমেগাস বললেন ঃ  তোমার কথা আমি আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি ; কারণ, আমাদের নিজেদের জগতেও প্রায় হাজারটি জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের রয়েছে তবু একটা অস্পষ্ট বাসনা, একটা নাম-না-জানা অস্থিরতা সব সময় আমাদের কাছে প্রচার করছে যে আমরা অকিঞ্চিৎকর জীব ; আর সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই বিশ্বে এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা পূর্ণতার পথে আমাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আমি কিছুটা ঘুরে বেড়িয়েছি এবং এমন সব প্রাণী দেখেছি যারা আমাদের চেয়ে নিম্নমানের ; এবং কেউ কেউ বা আমাদের চেয়ে উন্নতমানের ; কিন্তু এমন আমি একজনকেও দেখি নি যার আকাঙ্ক্ষা তার প্রয়োজনকে ডিঙিয়ে যায় নি ; এবং যার অভাববোধ ছাপিয়ে যায় নি তার সন্তোষকে। সম্ভবত আমি এমন একটি দেশে গিয়ে পৌঁছবো যেখানে কিছুর অভাব নেই ; কিন্তু এই রকম সুখের দেশ কোথাও আছে কিনা সে-সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমার কোনো সংবাদ নেই।

শনিগ্রহের এবং লুব্ধক নক্ষত্রের দুজন বাসিন্দা এই বিষয়ে যত রকম আলোচনা আর গবেষণা রয়েছে সব শেষ করলেন। এই তর্কযুদ্ধে তাঁরা সমান বুদ্ধিমত্তার আর সেই সঙ্গে একই রকমের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ভাবে প্রবল তর্ক-বিতর্কের পরে তাঁরা বস্তুজগতে ফিরে এলেন।

লুব্ধক নক্ষত্রের অধিবাসীটি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ  কত বয়স পর্যন্ত তোমরা মোটামুটি বেঁচে থাক ?

সেই ক্ষুদে ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন ঃ  এক দিনেরও কম। সামান্য, সামান্য।

অন্য ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন ঃ  আমাদের অবস্থাও তাই। আমাদের জীবন যে ক্ষুদ্রপরিসর এই নিয়ে আমরা প্রতিদিন অভিযোগ করছি। এই জন্যেই মনে হয় স্বল্পায়ুই বোধ হয় প্রকৃতির সর্বজনীন নিয়ম।

শনিগ্রহবাসীটি আপশোষ ক'রে বললেন ঃ  হায় হতোস্ম ! পাচশ বার

পরিক্রমণ করতে সূর্যের যত বছর যায় তার চেয়ে বেশী বয়েস পর্যন্ত বাঁচে এমন মানুষ এই গ্রহে খুব কমই রয়েছে ; মানে ; নেই বললেই হয়। [ আমাদের হিসাব মত এই পরিক্রমণগুলি করতে প্রায় পনের হাজার বছর সময় লাগে ! ] তাহলেই আপনি দেখতে পাচ্ছেন, জন্ম-মুহূর্তেই আমরা মারা যাই। আমাদের অস্তিত্ব একটি বিন্দুর চেয়ে বেশী নয় ; আমাদের আয়ু একটি পলকের মত, আর আমাদের গ্রহের আয়তন একটি অণুর সমতুল্য। আমরা একটু শিখতে শুরু করা মাত্র মৃত্যু আমাদের সরিয়ে নিয়ে যায়। ফলে, আমরা যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তা থেকে কোনো রসদ সংগ্রহ করার সময় আমরা পাইনে। আমার নিজের কথাই ধরুন ; কোনো পরিকল্পনা করার মত সময় আমার নেই। অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে নিজেকে আমি মনে করি গোষ্পদের মত। আপনার সামনে আমি বিশেষ ক'রে লজ্জিত এই কথা ভেবে যে আমার দেশের মানুষদের মধ্যে আমি সত্যিকার অভাজন।

এই ঘোষণায়, মাইক্রোমেগাস উত্তর দিলেন :

তুমি যদি দার্শনিক না হও তাহলে আমার ভয় হচ্ছে কথাটা বললে হয়ত তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। কথাটা হচ্ছে আমাদের আয়ু তোমাদের চেয়ে সাতশ গুণ বেশী ; কিন্তু তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো যে অন্য রকম মূর্তিতে প্রকৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে দেহ যখন মৌলিক পদার্থগুলিতে পরিণত হয় তখন তাকে আমরা মৃত্যু বলি ! যখন সেই পরিবর্তনের মুহূর্ত আসে তখন অনন্তকাল বেঁচে থাকা অথবা একটি দিন মাত্র বেঁচে থাকার মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য থাকে না। আমি এমন সব দেশে গিয়েছি যেখানকার অধিবাসীরা আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী বাঁচে ; তবু অল্প আয়ুর জন্যে তারা বিরক্তি প্রকাশ করে ; কিন্তু প্রতি জায়গাতেই মুষ্টিমেয় এমন কিছু বিজ্ঞ মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিভাবে তাঁদের সময়কে খুব ভালোভাবে খাটানো যায় তা তাঁরা জানেন, এবং প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তাকে তার জন্যে ধন্যবাদ জানান। এই বিশ্বের মধ্যে বিরাট, বিপুল একটি বৈচিত্র্য ছাড়িয়ে রয়েছে ; তবু, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে একটি প্রশংসনীয় ঐক্য বর্তমান রয়েছে : দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক—সমস্ত চিন্তাশীল জীবই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক ; কিন্তু আত্মার শক্তি এবং আবেগের দিক থেকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তারা সব সমান : পদার্থ যদিও অনন্ত তবু প্রতিটি গোলার্ধে তাদের গুণ বিভিন্ন। তোমাদের এই বিশ্বে একটি পদার্থের মধ্যে প্রধান প্রধান গুণ কতগুলি ক'রে আছে ?

শনিগ্রহবাসীটি উত্তর দিলেন—যেগুলি গুণ না থাকলে আমাদের বিশ্বাস এই গোলার্ধ তার বর্তমান চেহারায় থাকতে পারতো না আপনি যদি তাদের কথা বলেন তাহলে আমি বলবো তাদের সংখ্যা হচ্ছে সবশুদ্ধ তিনশ : যেমন তাদের ব্যাপ্তি, দুর্ভেদ্যতা, গতি, মাধ্যাকর্ষণ, বিভাজ্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পর্যটকটি বললেন : তোমাদের এই সংকীর্ণ গোলার্ধে এই অল্প সংখ্যক

পদার্থগুলিই সম্ভবত বিশ্বস্রষ্টার উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। তাঁর সব কাজেই তাঁর এই বিজ্ঞতাকে আমি প্রশংসা করি। আমি অনন্ত বৈচিত্র্য দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু যেখানে যতটুকু প্রয়োজন। তোমাদের এই গোলার্ধটি ক্ষুদ্র; এখানকার অধিবাসীরাও তাই! তোমাদের আবেগ আর অনুভূতির সংখ্যা খুবই কম। তোমাদের পদার্থের গুণও তাই মাত্র কয়েকটি। এইটি হচ্ছে পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিভুর্ল কাজ। তোমাদের সূর্যের রঙটা কি রকম বলে মনে হয়—মানে নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে?

শনিগ্রহবাসী উত্তর দিলেন: হলদেটে সাদা। আর একটি রশ্মির ভেতরে আমরা সাতটি রঙ খুঁজে বার করেছি।

লুব্ধক নক্ষত্রের অধিবাসী বললেন: আমাদের সূর্যের রঙ লালচে; এবং আমাদের সূর্যরশ্মির ভেতরে কম ক'রে রয়েছে উনচল্লিশটা মৌলিক রঙ। ঠিক যেমন তোমাদের এই গোলার্ধে দুটি মুখ এক রকম নয়, তেমনি যতগুলি সূর্য আমি এ পর্যন্ত দেখেছি তারা দেখতে কেউ এক রকম নয়।

এই ধরনের নানা প্রশ্নের পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন শনিগ্রহে কতগুলি মৌলিক পদার্থ রয়েছে যেগুলি সত্যিকার ভিন্ন জাতের। তিনি বুঝতে পারলেন শনিগ্রহবাসীরা এই জাতীয় যেসব মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র তিরিশ: যথা—ঈশ্বর, মহাশূন্য, পদার্থ, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং প্রসারণক্ষমতা-সম্পন্ন প্রাণী, এমন সব প্রাণী যাদের প্রসারণ ক্ষমতা আছে, আছে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর ইচ্ছে না করলেও যাদের দেহের কোনো-কোনো অংশ আপনা থেকেই নড়াচড়া করে, চিন্তাশীল মানুষ যাদের ওইভাবে দেহের কোনো অঙ্গ নড়াচড়া করে না, যাদের দেহকে ভেদ করা যায়, যাদের দেহ অভেদ্য এবং বাকি সব। কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্রবাসী যখন তাঁকে বললেন যে তাঁর গ্রহের অধিবাসীরা কম ক'রে তিনশটি পদার্থের সন্ধান পেয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রহ পরিক্রমার ফলে তিনি নিজে আরও তিন হাজার পদার্থ আবিষ্কার করেছেন তখন শনিগ্রহবাসী দার্শনিকটি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন! সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁরা যা জানতেন সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ, এবং যা জানতেন না সে সম্বন্ধে অনেক কিছুর সম্বন্ধে পরস্পরকে ওয়াকিবহাল করার পরে, এবং নিজের কক্ষপথে একবার সম্পূর্ণভাবে পরিক্রমণ করতে সূর্যের যতটা সময় লাগে [ আমাদের হিসাবমত তিন হাজার বছর ] ততটা সময় আলোচনা করার পরে তাঁরা মনোস্থির করলেন যে তাঁরা যুগ্মভাবে সামান্য কয়েকদিনের জন্যে দার্শনিক তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে একটু ঘুরে আসবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## লুব্ধক নক্ষত্রের এবং শনিগ্রহের অধিবাসীদের মহাশূন্যে যাত্রা

অঙ্ক কষার নানা রকম যন্ত্রপাতি ভালোভাবে গুছিয়ে-গাছিয়ে নিয়ে আমাদের দুজন দার্শনিক শনিগ্রহের আবহমন্ডলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন ঠিক এমনি সময়ে শনিগ্রহবাসীর প্রেমিকা তাঁদের মতলবের সামান্য একটু ইঙ্গিত পেয়েই কাঁদতে-কাঁদতে এসে তর্জনগর্জন করতে লাগলো। সেই ক্ষুদে চেহারার রমণীটি দেখতে ভালোই; কালো রঙ, কালো চুল আর কালো চোখ। উচ্চতায় ছ'শ ষাট ফ্যাদমের বেশী নয় [ অর্থাৎ, দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ হাত ] সে; কিন্তু তার রমণীয় চেহারাটি তার বেঁটে হওয়ার ক্ষতিটাকে পুষিয়ে দিয়েছিল।

রমণীটি চীৎকার ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—হায় নিষ্ঠুর পুরুষ! পনেরশ বছর না-না ক'রে শেষ পর্যন্ত আমি তোমার কাছে ধরা দিয়েছি; আর এখনও একশ বছর হয়নি আমি তোমার দুটি বাহুর মধ্যে কাটিয়েছি; এরই মধ্যে তুমি আমাকে ছেড়ে অন্য গ্রহের একটা দানবের সঙ্গে ঘুরতে বেরোলে! যাও, যাও—তুমি নিছক শিল্পবিশারদ; তুমি কোনোদিন ভালোবাসনি। তুমি যদি শনিগ্রহের সত্যিকার মানুষ হ'তে তাহলে স্ত্রীর ওপরে তোমার টান থাকতো। হায়, হায়! কোথায় তুমি যাচ্ছ? তোমার মতলবটা কী? আমাদের পাঁচটি চাঁদ তোমার মত চপল নয়; আমাদের শনি-র চারপাশে যে বলয়বৃত্তটি রয়েছে সেটিও তোমার মত পরিবর্তনশীল নয়। কিন্তু শোনো, আমার সব শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে আর কোনো পুরুষকে আমি ভালোবাসতে পারবো না।

দার্শনিক মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, দার্শনিকটি তাঁর স্ত্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে তার কাঁধে মুখ গুঁজে কাঁদলেন; এবং মূর্ছাভঙ্গের পরে, মহিলাটি আর একটি ফুলবাবুর সঙ্গে কথা বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখান থেকে চলে গেল।

ইতিমধ্যে আমাদের দুজন পণ্ডিত যাত্রা শুরু করলেন; এক লাফে তাঁরা চড়লেন শনির বলয়বৃত্তটির ওপরে। আমাদের এই ক্ষুদে পৃথিবীর একজন প্রসিদ্ধ অধিবাসীর উদ্ভাবনক্ষম কল্পনা অনুসারে তাঁরা দেখলেন সেই বলয়বৃত্তটি একেবারে চ্যাপ্টা: সেখান থেকে একটি চাঁদ থেকে আর একটি চাঁদে তাঁরা অনায়াসে গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগলেন। শেষ চাঁদের কাছ দিয়ে সেই সময় হঠাৎ একটা ধূমকেতু চলে যাচ্ছিল। এই দেখে তাঁরা তাঁদের চাকরবাকর আর যন্ত্রপাতি নিয়ে সেই ধূমকেতুর ওপরে লাফিয়ে পড়লেন। এইভাবে তাঁরা হাজির হলেন একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন লীগ দূরে [ এক মিলিয়ন=দশ লক্ষ। এক লীগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন মাইল ]। সেইখানে

বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। কিন্তু তাঁরা এসে উঠলেন একেবারে বৃহস্পতির ওপরে! সেখানে তাঁরা পুরো একটি বছর ছিলেন! এই গ্রহে তাঁরা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কতগুলি গোপন রহস্যের সমাধান করতে পেরে-ছিলেন। বিরুদ্ধ ধর্মমত গ্রহণের অপরাধে অপরাধীদের দণ্ডদাতাদের, এবং তাঁরা সবাই ভদ্রসন্তান, ভয় না থাকলে, প্রকাশের জন্যে সেগুলিকে খবরের কাগজের দপ্তরে অবশ্যই পাঠানো যেত। সেই সব বিচারকের দল তাঁদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে এমন সব অনুসিদ্ধান্তের মুখোমুখী হয়েছিলেন যেগুলিকে পরিপাক করা তাঁদের পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তা সত্ত্বেও,···জায়গাটির বহু সম্মানিত সর্বপ্রধান খ্রীষ্টীয় যাজকের পাঠাগারে রক্ষিত সেই পাণ্ডুলিপিটি আমি পড়েছি। তিনি যে বদান্যতা এবং সদাশয়তার সঙ্গে তাঁর গ্রন্থগুলি পাঠ করার অনুমতি আমাকে দিয়েছিলেন তার জন্যে তাঁকে প্রশংসা করার মত যথেষ্ট ভাষা আমার নেই। সেইজন্যে মোর্বেরি কাগজের পরবর্তী সংখ্যায় তাঁর সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার বাসনা আমার রয়েছে। সেইখানে আমি তাঁর যুবক বিদগ্ধ পুত্রদের সম্বন্ধে কিছু লিখতে ভুলবো না। তাঁরা যে তাঁদের বহু সম্মানিত পিতার সুনাম বজায় রাখবেন তাঁদের দেখে এই রকম একটি সুন্দর আশা আমার রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা আমাদের পর্যটকদের কাছে ফিরে যাই চলুন। বৃহস্পতি থেকে বেরিয়ে তাঁর তিরিশ লক্ষ মাইল শূন্যপথ অতিক্রম করে গেলেন। যে মঙ্গলগ্রহটিকে আমরা সবাই জানি আমাদের এই ক্ষুদে পৃথিবীর চেয়ে পাঁচগুণ ছোট, সেই মঙ্গল গ্রহের পাশ দিয়ে ভাসতে-ভাসতে তাঁরা তার দুটি চাঁদকে দেখতে পেলেন। সেই দুটি চাঁদ আমাদের জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। আমি জানি ফাদার ক্যামটেল এ দুটি চাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে প্রবন্ধ লিখবেন, এবং একটু মোলায়েম করেই; কিন্তু যাঁরা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি করেন তাঁদের ওপরেই আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সেই সব বিদগ্ধ দার্শনিকরা খুবই অনুভব করেন যে সূর্য থেকে অত দূরে থাকার ফলে এক জোড়া চাঁদের অভাবে মঙ্গলগ্রহকে নিশ্চয় খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের সেই দুটি ভদ্রলোকের কাছে গ্রহটি এতই ছোট বলে মনে হলো যে সেখানে উঠে তাঁরা যে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নেবেন সে-সাহস তাঁদের হলো না। সেইজন্যে, কোনো গ্রামের অকিঞ্চিৎকর আবাসকে তুচ্ছ বলে ঘৃণা ক'রে পর্যটকরা যেমন পরবর্তী শহরের দিকে এগিয়ে যায় সেইরকম আমাদের এই দুজন পর্যটক এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু লুব্ধক নক্ষত্রবাসী আর তাঁর সঙ্গীকে অনতিবিলম্বে এর জন্যে অনুতাপ করতে হয়েছিল; কারণ, অনেকটা সময় ধ'রে তাঁদের ভেসে বেড়াতে হয়েছিল, বিশ্রাম নেওয়ার মত কোনো জায়গা তাঁরা খুঁজে পান নি। অবশেষে কলঙ্কের দাগের মত একটি চিহ্ন তাঁদের চোখে পড়ল। সেটি হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। বৃহস্পতি থেকে বেরিয়ে এসে এই দাগটিকে দেখে অনুকম্পা

ছাড়া অন্য কোনো ভাবের উদয় তাঁদের মনে হলো না। যাই হোক, পাছে তাঁদের দ্বিতীয়বারের জন্যে আবার হতাশ হতে হয় এই ভয়ে তাঁরা পৃথিবীতে অবতরণ করতে মনস্থ করলেন। এই সিদ্ধান্ত ক'রে তাঁরা ধূমকেতুটির পুচ্ছের দিকে এগিয়ে গেলেন; সেইখানে হাতের কাছে সুমেরু-জ্যোতিকে দেখে তাঁরা ধূমকেতু থেকে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন; এবং নতুন বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে, ১৭৩৭ সালের জুলাই মাসের পাঁচ তারিখে বাল্‌তিক সমুদ্রের উত্তর তীরে অবতরণ করলেন তাঁরা।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## আমাদের এই গোলার্ধে তাঁরা কী দেখলেন

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পরে, সকালের জলখাবার হিসাবে দুটি পাহাড়কে ভোক্ষণ করলেন তাঁরা। তাঁদের পাচকেরা সেই পাহাড় দুটিকে চমৎকারভাবে রান্না করেছিল এবং যে সংকীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁরা বসেছিলেন সেটিকে সরেজমিন করার জন্যে তাঁরা উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা তৎক্ষণাৎ পরিভ্রমণ ক'রে এলেন। লুব্ধক নক্ষত্রবাসী এবং তাঁর অনুচরদের প্রতিটি পদক্ষেপ প্রায় তিরিশ হাজার রাজকীয় পদক্ষেপের সমান ছিল; আর শনিগ্রহের বামনটিকে, যাঁর চেহারাটি চারহাজার হাতের বেশী উঁচু ছিল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করতে হয়েছিল; কারণ, তাঁর সঙ্গীটির প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে তাল দেওয়ার জন্যে তাঁকে ফেলতে হয়েছিল কম ক'রে বারটি পদক্ষেপ। পাঠক-পাঠিকা নিজেই বুঝতে পারবেন [ এই রকম একটা তুলনা করা আমাদের পক্ষে যদি সমীচীন হয় ] যে খুব একটা ক্ষুদে 'ল্যাপ-ডগ' যেন প্রাসিয়ার সম্রাটের পদাতিক বাহিনীর ক্যাপটেনের পিছু পিছু এঁকে বেঁকে ছুটছে।

খুব তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে, সেই অপরিচিত মানুষগুলি ছত্রিশ ঘণ্টায় আমাদের গোলার্ধটিকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে এলেন। কথাটা সত্যি যে, সূর্য অথবা বলতে গেলে, পৃথিবী সেই একই পরিমাণ জায়গা একদিনে আবর্তণ করে। কিন্তু পায়ে হেঁটে ঘোরার চেয়ে অক্ষপথে ঘোরা যে অনেক সহজ কাজ এটা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে। যেখান থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেছিলেন সেইখানেই তাঁরা ফিরে এলেন। যাওয়া-আসার পথে যাকে আমরা ভূমধ্যসাগর বলি সেই অতি সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য সমুদ্রটিকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা; এবং দেখতে পেলেন মহাসগর নামধারী এই ছুঁচোর পাহাড়ের চারধারে যে অগভীর পুকুরটি রয়েছে তাকে। এই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে জল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সময় বামনটির আধখানা পা-ও ডুবলো না; আর তাঁর সঙ্গীটির গোড়ালিও ভিজলো না। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত

যাওয়া-আসার পথে এই গোলার্ধটিতে কোনো জীব বাস করে কিনা তা আবিষ্কার করার জন্যে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা ঝুঁকে প'ড়ে দেখলেন, শুয়ে পড়ে দেখলেন, প্রতিটি গলিঘুঁজি হাতড়ালেন। কিন্তু এই পৃথিবীর বুকে যে সব ক্ষুদে প্রাণীরা হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখার মত উপযুক্ত চোখ তাঁদের ছিল না; এবং সেইজন্যে, এই পৃথিবীতে আমাদের আর আমাদের মত জীবদের বেঁচে থাকার যে সৌভাগ্য হয়েছিল একথা সন্দেহ করার যুক্তি তাঁদের বিন্দুমাত্র ছিল না।

বামনটি মাঝে-মাঝে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মত প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পৃথিবীতে কোনো জীবন্ত প্রাণী নেই। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ এই ছিল যে তিনি কাউকে দেখতে পান নি। কিন্তু তাঁর উপসংহারটি যে অযৌক্তিক এই কথাটা মাইক্রোমেগাস বেশ ভদ্রভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি বললেনঃ কারণ, তোমার ওই ক্ষুদে চোখগুলি দিয়ে সাধারণ মাপের নক্ষত্রের চেয়ে পঞ্চাশগুণ ছোট কিছু নক্ষত্র তুমি দেখতে পাওনা; কিন্তু আমি তাদের বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাই। তাই বলে সে-সব নক্ষত্রের যে অস্তিত্ব নেই একথা কি তুমি বলতে পার?

বামনটি উত্তর দিলেনঃ কিন্তু বিশেষ যত্নসহকারে আমি হাতড়ে-হাতড়ে দেখেছি যে!

মাইক্রোমেগাস বললেনঃ তাহলে, তোমার অনুভব করার শক্তিটা নিশ্চয় খারাপ।

বামনটি মন্তব্য করলেনঃ কিন্তু এই গোলার্ধটি বড়ই বিশ্রীভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। গঠনের দিক থেকে এটি এতই অসমতল যে দেখলে হাস্যকর বলে মনে হয়। সমস্ত জায়গাটাই কেমন যেন গোলমেলে, শৃঙ্খলাবর্জিত। ছোট-ছোট স্রোতধারাগুলির দিকে আপনি কেবল একবার তাকিয়ে দেখুন। একটাও সরল রেখায় ছুটছে না।' আর এই পুকুরগুলো। এরা গোলাকারও নয়, দৈর্ঘ্য আর প্রস্থও এদের সমান নয়। ডিমের মতও নয়; সত্যি কথা বলতে কি এদের আকারের মধ্যে কোথাও কোনো সামঞ্জস্য নেই। আর ওই সব ছোট-ছোট ধারালো পাথরের কুঁচিগুলো [ অর্থাৎ পাহাড়গুলি ]। সমস্ত ভূখণ্ডটিকে ওরাই অসমতল ক'রে রেখেছে; আর আমার পায়ের সমস্ত চামড়াকে দিয়েছে ছিঁড়ে। তাছাড়া অনুগ্রহ ক'রে, এদের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করুন। এর দুটো মেরুদেশ কেমন থ্যাপড়ানো। সূর্যের চারদিকে কেমন বিশ্রী বাঁকাভাবে ঘুরছে! মেরুপ্রদেশে চাষ আবাদ করা সেইজন্যেই হয়ত 'অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি, এই রকম একটি অপ্রিয় জায়গায় বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর অনুভূতিপ্রবণ কোনো প্রাণী যে বাস করতে

পারে না সে-বিষয়ে আমি ভালোভাবে অনুসন্ধান ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এখানে কোনো প্রাণী বাস করে না।

মাইক্রোমেগাস বললেন ঃ তাতে কী হয়েছে? তোমার বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে যারা প্রাণীর পর্যায়ে পড়ে এখানে হয়ত সেই জাতীয় কোনো প্রাণী বাস করে না; কিন্তু বাইরে থেকে যতটুকু চোখে পড়ছে তা থেকে মনে হয় না যে বিশ্বপিতা এটিকে শুধুশুধুই সৃষ্টি করেছেন। এখানে সব কিছুই তোমার কাছে এলোমেলো ব'লে মনে হচ্ছে; তার কারণ, বৃহস্পতি অথবা শনিগ্রহে প্রতিটি জিনিস আঁকা রয়েছে জ্যামিতিক রেখার বন্ধনে। সম্ভবত সেই কারণেই এখানে তুমি এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছ! আমার এই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণের ফলে অনেক বৈচিত্র্য যে আমার চোখে পড়েছে সেকথা তোমাকে কি আগে আমি বলি নি?

এই সব যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্যে শনিগ্রহবাসীটি যুক্তি দেখালেন; এইভাবে দুজনের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক যে কত দিন ধরে চলত ঈশ্বর জানেন, কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। দুজনের মধ্যে তর্কযুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল ঠিক সেই সময় সৌভাগ্যবশতঃ মাইক্রোমেগাস উত্তেজনাবশে তাঁর গলায় যে হীরের মালা ছিল সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। ফলে, হীরের টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়ল মাটির ওপরে। সেগুলি দেখতে সুন্দর, কিন্তু সব কটি এক মাপের ছিল না; আকারে তারা ছোটই দেখতে; সেই ছোট-ছোট পাথরের টুকরোগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে আকারে বড় তার ওজন ছিল চারশ পাউন্ড, আর সব চেয়ে যেটি ছোট তার ওজন ছিল পঞ্চাশ। শনিগ্রহবাসী বামনটি সেগুলিকে কুড়োতে গিয়ে দেখলেন, অর্থাৎ দেখে তাঁর মনে হল, যে প্রতিটি হীরের টুকরোকে এমনভাবে কাটা হয়েছে যে সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যে খুব উঁচু ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক। সেইজন্যে তিনি একটা ছোট অণুবীক্ষণ যন্ত্র বার করলেন; সেটির ব্যাস হচ্ছে একশ ষাট ফুট; তারপরে চোখে লাগালেন সেটি। আর মাইক্রোমেগাস যে অণুবীক্ষণযন্ত্রটি তুলে নিয়ে চোখে লাগালেন সেটির ব্যাস ছিল দুহাজার পাঁচশ ফুট। ওই দুটি যন্ত্রেরই পর্যবেক্ষণ করার শক্তি ছিল অতি উত্তম; কিন্তু তা সত্ত্বেও, পর্যবেক্ষকরা প্রথমে কিছুই দেখতে পেলেন না; সেইজন্যে দৃষ্টির সংগে সমতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রগুলিকে ঠিক করা হলো। অবশেষে শনিগ্রহের অধিবাসীটি দেখতে পেলেন বাল্‌টিক সমুদ্রের দুটি তরঙ্গের ওপরে ছায়ার মত খুবই অস্পষ্টভাবে কী যেন একটা জিনিস নড়ছে ঃ সেটা ছিল একটা তিমি; আর কিছু নয়। সেটাকে বিপুল দক্ষতার সংগে তিনি তাঁর কড়ে আঙ্গুল দিয়ে তুলে নিলেন; সেটিকে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের ওপরে রাখলেন; তারপরে লুব্ধক নক্ষত্রবাসীটির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেই দিকে। আমাদের এই গ্রহে যে-সব অদ্ভুত জীব বাস করে তাদের অতি ক্ষুদ্র অবয়ব দেখে তিনি প্রাণভরে হাসলেন। এই গ্রহে যে

জীব বাস করে সে বিষয়ে ইতিমধ্যে শনিগ্রহবাসীটি নিশ্চিৎ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করলেন আমাদের পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোনো জীব নেই ; এবং একজন বিদগ্ধ তার্কিক হওয়ার ফলে এই অণুটির গতির উৎস কোথায় সেই সম্বন্ধে কালবিলম্ব না ক'রেই তিনি গবেষণার কাজ শুরু করে দিলেন। সেই বস্তুটির কল্পনা করার, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করার কোনো শক্তি রয়েছে কিনা সে-সব বিষয়ে জানার জন্যে তিনি খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। সেই জীবটিকে দেখে মাইক্রোমেগাস কিন্তু সত্যিই বড় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। খুবই ধৈর্যের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জীবটিকে পরীক্ষা করলেন তিনি ; এবং সেই প্রায় অদৃশ্য জীবটির মধ্যে আত্মা ব'লে যে কিছু থাকতে পারে এই সিদ্ধান্তে আসার পেছনে কোনো যুক্তি তিনি দেখতে পেলেন না। আমাদের এই পৃথিবীতে মন ব'লে যে কোনো বস্তু নেই এই রকম একটা ধারণা এই দুজন পর্যটকের প্রায় হয়ে গিয়েছিল ; ঠিক এমন সময় তাঁরা অনুবীক্ষণযন্ত্রের ভেতর দিয়ে দেখলেন সমুদ্রের বুকে তিমির মত একটা কী ভাসছে। আমরা খুব ভালোভাবেই জানি যে ওই সময়ে একদল দার্শনিক পৃথিবীর মেরুঅঞ্চল থেকে ফিরে আসছিলেন। সেখানে তাঁরা গিয়েছিলেন পর্যবেক্ষণ করতে। সেই পর্যবেক্ষণের ফলে আজ পর্যন্ত কেউ বেশী বিজ্ঞ হয় নি। সরকারী এবং বেসরকারী কাগজপত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে বথনিয়া উপসাগরের তীরে তাঁদের জাহাজটি চড়ায় আটকে গিয়েছিল, এবং অনেক কষ্টে কোনোরকমে তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ; কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ কোনদিন কোনো কিছুই তলিয়ে দেখতে পারে নি। আমার কথা যদি ধরেন তাহলে, ঠিক যে জিনিসটি যেমন যেমন ঘটেছিল সেই জিনিসটি আমি সঠিকভাবে বর্ণনা করব ; এবং একজন আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের পক্ষে সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## দুটি পর্যটকের অভিজ্ঞতা এবং উপসংহার

যে জায়গায় সেই বস্তুটিকে দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে মাইক্রোমেগাস ধীরে ধীরে তাঁর হাতটি ছড়িয়ে দিলেন ; এবং দুটি আঙুল দিলেন বাড়িয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে দুটিকে তিনি টেনে নিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে তিনি হতাশ হন। তারপরে, খুব আস্তে আস্তে সেগুলি খুললেন এবং বন্ধ করলেন ; এবং তার পরেই বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে জাহাজটিকে তিনি ধরে ফেললেন। সেই জাহাজে এই সব ভদ্রলোকেরা ছিলেন। জাহাজটিকে তুলে তাঁর নখের ওপরে রাখলেন খুব

আলতো ভাবে; যাতে খুব বেশী চাপ না পড়ে সেদিকে সতর্ক হলেন তিনি; তাহলে হয়ত জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

শনিগ্রহবাসী বামনটি বললেন: এই জীবটি আগের জীবের মত নয়।

শনিগ্রহবাসীটি সেই জীব ব'লে পরিচিত বস্তুটিকে তাঁর হাতের চেটোর ওপরে রাখলেন। যাত্রী আর নাবিকরা ভাবলে একটা প্রচন্ড ঘূর্ণিবাত্যায় তাঁরা পাহাড়ের ওপরে আছড়ে পড়েছেন। এই ভেবে তাঁরা চারপাশে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। নাবিকরা কতগুলি মদের পিপে ছুঁড়ে ফেলে সেগুলির পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা অবতরণ করল মাইক্রোমেগাসের হাতের ওপরে। গণিতজ্ঞেরা তাঁদের পরিমাপ যন্ত্রগুলি এবং ল্যাপল্যানডবাসিনী রক্ষিতাদের নিয়ে জাহাজের বাইরে নানান জায়গায় ছিটকে পড়লেন। নামার পথে তাঁরা এমন হট্টগোলের সৃষ্টি করলেন যে শনিগ্রহবাসীর হাতের চেটো অবশেষে সুড়সুড় করতে লাগলো। তাঁর মনে হল কী যেন তাঁর চেটোতে নড়াচড়া করছে। মনে হল একটা লোহার ডান্ডা তাঁর কড়ে আঙুলের মধ্যে প্রায় একফুট ঢুকে গিয়েছে। এই খোঁচা থেকেই তিনি এই উপসংহারে এলেন যে, যে ক্ষুদে জীবটিকে তিনি হাতের ওপরে ধরে রেখেছিলেন সেই খোঁচাটি এসেছিল তারই কাছ থেকে; কিন্তু প্রথমে তিনি এর বেশী সন্দেহ করেন নি; কারণ, যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর দিয়ে একটা তিমি মাছ আর একটা জাহাজ দেখতেও খুবই কষ্ট হয়, তা দিয়ে মানুষের মত একটি অতি অস্পষ্ট জীবকে দেখার কোনো সুবিধে ছিল না। এই মন্তব্য ক'রে কোনো মানুষের দম্ভকে আঘাত করার বাসনা আমার নেই; কিন্তু আপনাদের মধ্যে যাঁরা নামী আর দামী মানুষ তাঁদের কাছে এখানে আমার নিজের একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য পেশ করতে আমি নীতিগতভাবে বাধ্য। ধরে নেওয়া যাক মানুষ সাধারণভাবে পাঁচফুট লম্বা। তাহলে এই পৃথিবীতে আমাদের মত নশ্বর মানুষকে দেখতে হবে দশ ফুট পরিধিবিশিষ্ট একটা গামলার মধ্যে এক ফুট উঁচু কোনো প্রাণীকে ষাট হাজার টুকরো করলে যা দাঁড়ায় অবিকল সেই রকম। আপনারা যদি এমন একটি জীবের কথা চিন্তা করেন যে তার হাতের চেটোতে সমস্ত পৃথিবীটাকে তুলে নিতে পারে, এবং আমাদের যে রকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে তারও সেই অনুপাতে সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে তাহলে আপনারা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক রয়েছে;—এবং অনুগ্রহ ক'রে বলুন তো; যে যুদ্ধগুলির ফলে আমরা দুটি গ্রাম লাভ করেছি, এবং পরে সেগুলি আবার আমাদের হারাতে হয়েছে সেই সব যুদ্ধগুলির সম্বন্ধে এদের ধারণা কী হবে?

পদাতিক বাহিনীর কোনো সেনাপতি এই গ্রন্থটি পড়ার যদি কোনো সুযোগ পান তাহলে আমি নিঃসন্দেহ যে অন্তত দুটি বড় পা তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীতে সংগ্রহ করতেন; কিন্তু আমি তাঁকে নিশ্চিৎ করতে পারি যে তাঁর সে-চেষ্টা ব্যর্থ

হবে ; কারণ, তিনি যাই করুন না কেন, তিনি এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং নগন্য ছাড়া আর কিছু বলে প্রতিভাত হবে না।

শনিগ্রহবাসী দার্শনিকটির সহজাত দক্ষতা কী অপূর্ব ! যে সব সূক্ষ্ম অণুগুলির কথা আমরা আলোচনা করছি সেই দক্ষতার ফলে তাদের তিনি দেখতে পেলেন। যে মৌলিক অণুগুলি দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত হয়েছে সেই অণুগুলিকে আবিষ্কার করে লিয়েনহুক এবং হার্টসোকার এত অভিভূত হন নি। সেই ছোট-ছোট যন্ত্রগুলির গতি নিরীক্ষণ ক'রে, তাদের কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গগুলিকে পরীক্ষা ক'রে, এবং তাদের নানারকম ক্রিয়াকলাপগুলিকে অনুধাবন ক'রে মাইক্রোমেগাস তাহলে কত আনন্দই না পেয়েছিলেন। কী উত্তেজনাতেই না তিনি চিৎকার করে উঠলেন ! কী আনন্দেই না তিনি তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিকে তুলে দিলেন তাঁর সঙ্গীটির হাতে ; এবং কী ভীষণ উত্তেজনায় তাঁরা দুজনেই এক সঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠলেন ঃ

'আমি এদের স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি ; এরা এদের বোঝাগুলি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না ? একবার বসছে, একবার উঠছে !

এই কথা বলতে-বলতে এই রকম অভূতপূর্ব বস্তু দেখে আনন্দে তাঁদের হাত কাঁপতে লাগল, এবং পাছে তাদের হারিয়ে ফেলেন এই জন্যেও ভয় পেলেন তাঁরা। অত্যন্ত সতর্ক অবিশ্বাস থেকে অতিরিক্ত বিশ্বাসের জগতে অকস্মাৎ প্রবেশ করার পথে শনিগ্রহবাসীর মনে হল সেগুলি জীবনপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত। এই মনে ক'রে, তিনি বেশ চিৎকার করেই বলে উঠলেন ঃ

'সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃতিটাকেই আমি তাক লাগিয়ে দিয়েছি।'

তথাপি, চেহারাগুলি দেখে তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি, আর না করি, এটি হচ্ছে অতি সাধারণ একটি ঘটনা।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফল

বামনটির চেয়ে মাইক্রোমেগাসের দর্শনেন্দ্রিয় ছিল তীব্র। তাই তিনি বেশ পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে সেই সব অণুগুলি কথা বলছে। সেকথা তিনি তাঁর সঙ্গীটিকে জানালেন। এই শুনে তিনি লজ্জিত হয়েছিলেন ; কারণ সৃষ্টিতত্ত্বের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকার ফলে সেই রকম ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুগুলি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে পারে একথা বিশ্বাস করতে তাঁর কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ; কারণ, যদিও তিনি কথা বলতে পারতেন, এবং তাঁর সঙ্গীটির মতনই, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

প্রাণীগুলির কথার স্বর তিনি শুনতে পেলেন না। সেইজন্যে তিনি ভেবেছিলেন তাদের কোনো ভাষা নেই। তাছাড়া, সেই সব প্রায় অদৃশ্য প্রাণীদের কথা বলার অংগ থাকবে কেমন ক'রে? আর ঈশ্বরের দোহাই, পরস্পরের কাছে তাদের বলারই বা কী রয়েছে? কথা বলতে গেলে, চিন্তা করার মত অবশ্যই কিছু একটা তাদের রয়েছে। এখন, এই সব পোকামাকড় জাতীয় প্রাণীর আত্মার মত কিছু একটা রয়েছে এটা ভাবা নিছক হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়।

লুব্ধক নক্ষত্রবাসী উত্তর দিলেন: কিন্তু এইমাত্র আপনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা প্রেমালাপ করছে। আপনি কি মনে করেন চিন্তা না ক'রে, ভাষার মত কিছু একটা ব্যবহার না ক'রে, অথবা, অন্ততপক্ষে, কোনো-না-কোনো ভাবে নিজেদের বোঝাতে না পারলে কি প্রেম করা সম্ভব? অথবা, আপনি কি মনে করেন একটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার চেয়ে একটি যুক্তি উত্থাপন করাটা বেশী কষ্টকর? আমার নিজের কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে চাই যে এই ব্যক্তিই একই রকম রহস্যময়।

বামনটি বললেন: বিশ্বাস করা বা না-করা কোনো কিছু করতেই আর আমি সাহস পাচ্ছি নে। মোট কথাটা হচ্ছে এবিষয়ে আমার কোনো মতামত নেই। আসুন, এখন আমরা এই পোকাগুলিকে পরীক্ষা করি; তারপরে, তাদের সম্বন্ধে আমরা গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করবো।

মাইক্রোমেগাস বললেন: 'সর্বান্তঃকরণে'। নখ কাটার জন্য তাঁর কাছে একটা কাঁচি ছিল। এই বলে সেই কাঁচিটা তিনি বার করলেন। সেই কাঁচি দিয়ে তিনি তাঁর বুড়ো আঙুলের নখটা কেটে ফেললেন। সেই কাটা নখ দিয়ে একটি বিরাট কথা বলার মাইক তৈরি করতেন তিনি। দেখতে সেটি হল বিরাট একটি চোঙার মত। তারপরে, নলটাকে তিনি এঁটে দিলেন কানের সংগে। সেই চোঙার বেড়টির পরিধির মধ্যে জাহাজ আর তার যাত্রীরা অবরুদ্ধ থাকার ফলে ক্ষীণতম স্বরটি নখের গোলাকার তন্তুর মধ্যে দিয়ে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেইজন্যে, তাঁর এই কর্মকুশলতাকে ধন্যবাদ, নিচে আমাদের পৃথিবীর যে সব পোকামাকড়রা ছিল তাদের গুনগুনধ্বনি দার্শনিকটি পরিষ্কার ভাবে শুনতে পেলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি শুনতে পেলেন তাদের সুসম উচ্চারিত শব্দ। অবশেষে তিনি বুঝতে পারলেন ভাষাটা হচ্ছে ফরাসী। বামনটিও তাই শুনতে পেলেন—যদিও একটু বেশী কষ্ট ক'রে।

আমাদের পর্যটক দুটির বিস্ময় প্রতি মুহূর্তে বাড়তে লাগলো। তাঁরা শুনলেন একটি কীটপতঙ্গের ঝাঁক বেশ বোধগম্য ভাষায় কথা বলছে। এই শুনে তাঁদের মনে হলো প্রকৃতির পরিহাস বড়ই দুর্বোধ্য। এই রকম কীটানুকীটদের সংগে আলাপ করার জন্যে লুব্ধক নক্ষত্রবাসী এবং তাঁর বামনসংগীটি যে খুবই অধীর হয়ে উঠেছিলেন সেবিষয়ে কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ করার প্রয়োজন আপনার নেই।

বামনটি ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁর সেই মেঘগর্জনের মত স্বর, এবং তার চেয়েও খারাপ, মাইক্রোমেগাসের স্বর হয়ত ওসব কীটদের বধির এবং হতভম্ব ক'রে দেবে ; ফলে তারা হয়ত তাঁদের কথা বুঝতে পারবে না। তাই তাঁদের স্বরটিকে কমিয়ে আনা যে দরকার তা তাঁরা অনুভব করলেন। সেইজন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের মুখের মধ্যে ছোট দাঁত খোঁচার মত একটা জিনিস ঢোকালেন। তার সরু মুখটা গিয়ে ঢুকলো জাহাজটার মধ্যে। লুব্ধক নক্ষত্রবাসীটি বসালেন তাঁর হাঁটুর ওপরে ; জাহাজ আর নাবিকদের বসালেন তাঁর নখের ওপরে ; তারপরে, তাঁর মাথাটা নামিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। অবশেষে এইসব ব্যবস্থা এবং আরও অনেকগুলি সতর্কতা নিয়ে তিনি তাদের এই কথাগুলি বললেন ঃ

'ওহে অদৃশ্য কীটের দল, অসীম ক্ষুদ্রতার এই অতলান্ত গহ্বরে সৃষ্টিকর্তা তোমাদের সৃষ্টি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। বিশ্বপিতার অমায়িকতার প্রশংসা আমি করছি ; করছি এইজন্যে যে, যে গোপন রহস্যকে দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়েছিল, তিনি সেই গোপন রহস্যকে আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। লুব্ধক-নক্ষত্রবাসীরা বিস্ময়ের সঙ্গে তোমাদের অবলোকন করতে সম্ভবত ঘৃণাবোধ করবে না। আমার কথা যদি বল তাহলে আমি বলতে পারি যে কোনো জীবকেই আমি ঘৃণা করি নে ; এবং সেই জন্যে আমার আশ্রয় তোমাদের আমি দান করছি।

যদি বিস্ময় ব'লে কোনো কিছু এ-জগতে থেকে থাকে তাহলে যে সব মানুষেরা সেই কথা শুনেছিল তারা সেই রকম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। কোথা থেকে সেই কথাগুলি যে ভেসে আসছিল সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা তাদের ছিল না। জাহাজের মধ্যে যে পুরোহিত ছিলেন তিনি ব্যাপারটিকে একটি ভৌতিক বলে মনে ক'রে ভূত ছাড়ানোর জন্যে বারবার মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন। নাবিকরা প্রার্থনা করলেন ; এবং দার্শনিকরা গ্রহণ করলেন একটি নিয়মবন্ধ রীতি : কিন্তু তা সত্ত্বেও, কে তাঁদের সংগে কথা বলছিলেন তা তাঁরা অনুমান করতে পারলেন না। তারপরে, শনিগ্রহের বামনটি, মাইক্রোমেগাসের চেয়ে তাঁর স্বরটি ছিল কোমল, তাঁদের জন্মবৃত্তান্ত ছোট ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। শনিগ্রহ থেকে তাঁরা যে শূন্যযাত্রা করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ তাদের জানালেন, মিঃ মাইক্রোমেগাসের পদবী আর গুণগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের ; এবং তারপরে তাদের ক্ষুদ্র আয়বের প্রতি কারুণ্য দেখিয়ে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা সেই রকম দুস্থ অবস্থার মধ্যে চিরকাল বাস করছে কি না। তাদের সেই দুঃস্থ অবস্থাটি যে প্রায়-ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি সে-মন্তব্য করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করলেন না। যে গোলার্ধটিকে তিনি তিমি মাছের সম্পত্তি বলে মনে করেছিলেন, সেখানে তারা কী উদ্দেশ্যে গিয়েছিল সেকথা তাদের তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তারা তাদের অবস্থায় সুখী কি না, তারা তাদের বংশবৃদ্ধি করে কি না, তাদের দেহের মধ্যে আত্মা ব'লে

কিছু আছে কিনা—এসব কথাও তাদের কাছ থেকে জানতে চাইলেন তিনি। এইখানেই শেষ নয়। এই জাতীয় আরও অনেক অনেক প্রশ্ন তাদের তিনি করলেন।

সেই জাহাজের খোলের মধ্যে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন ; অন্যান্যদের চেয়ে তাঁর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হওয়ার ফলে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর কোণ পরিমাপক চতুর্ভুজ যন্ত্রটি বসিয়ে যিনি কথা বলছিলেন তাঁকে দুবার পর্যবেক্ষণ করলেন।

পর্যবেক্ষণ ক'রে গণিতজ্ঞটি মন্তব্য করলেন—'মিঃ কী-ব'লে-ডাকেন-আপনাকে, আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু পা থেকে মাথা পর্যন্ত আপনার দৈর্ঘ্য হচ্ছে চার হাজার হাত……

বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলেন বামনটি ঃ 'চার হাজার হাত ! হরি, হরি ! আমার দেহের উচ্চতা কত তা ও জানলো কেমন ক'রে ? চার হাজার হাত ! পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একেবারে নিখুঁৎ মাপ ! একটা ছোট কীট আমাকে মেপে ফেলল। তাজ্যব ব্যাপার ! এই পরমাণুটা তাহলে নিশ্চয় কোনো জ্যামিতিবিদ হবে ! আমি কতটা লম্বা তা ও জানে। আর আমি ওর অস্তিত্বই বুঝতে পারছি নে ; অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভেতর যা আমি দেখছি তা না দেখারই সামিল !

দার্শনিকটি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আপনার মাপটা আমি নিয়ে নিয়েছি ; এবং আপনার ওই দীর্ঘায়িত সঙ্গীটিরও জরীপ আমি করবো।

প্রস্তাবটিকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করা হলো। হিজ এক্‌সেলেনসী টান হয়ে শুয়ে পড়লেন, কারণ, তিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে তাঁর মাথা মেঘলোক ফুঁড়ে অনেক দূরে উঠে যেত। আমাদের গণিতবিশারদেরা তাঁর দেহের একটি অংশের ওপরে বেশ উঁচু একটা গাছ পুঁতলেন। সেইটি দেহের কোন্ স্থান সেকথা আমাদের বিজ্ঞ সুইফট সাহেব বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করতেন ; কিন্তু নারীদের প্রতি আমার পবিত্র শ্রদ্ধা থাকার ফলে সেই অঙ্গটির নাম করা থেকে আমি বিরত রইলাম। তারপরে, অনেকগুলি ত্রিভুজ একসঙ্গে ক'রে তাঁরা আবিষ্কার করলেন যে যাঁকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করছিলেন তিনি হচ্ছেন একজন দশাসই যুবক : তাঁর দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশ কুড়িহাজার ফুট—একটুও কম নয়।

এই গণনার ফলে, মাইক্রোমেগাস নিম্নোক্ত কথাগুলি বললেন ঃ

'বাইরের চেহারা দেখে আমাদের কোনো কিছু সিদ্ধান্ত করা যে উচিৎ নয় সেকথা এত ভালোভাবে এর আগে আর কোনোদিন আমি বুঝতে পারি নি। হে ঈশ্বর, আপাতদৃষ্টিতে যাদের অতীব ঘৃণ্য জীব ব'লে মনে হবে তাদেরও তুমি বোধশক্তি দান করেছ। যেরকম অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে তুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকে সৃষ্টি করতে পার সেই রকম অবলীলাক্রমে তুমি সৃষ্টি করতে পার অবিশ্বাস্য রকমের বৃহৎ

বস্তুকে ; এবং তোমার এই সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কোথাও যদি এদের চেয়েও ক্ষুদ্রতর জীবের অস্তিত্ব থাকে তাহলেও সম্ভবত তুমি তাদের এমন একটি বুদ্ধি দান করেছ যেটি বিরাট বিরাট অতিকায় জন্তুদের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—যে-সব জন্তুদের আমি স্বর্গে দেখেছি—যাদের একটা পা হচ্ছে যে-গোলার্ধে আমি অবতরণ করেছি তার চেয়েও বড়।

দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে একজন তাঁকে এই বলে নিশ্চিন্ত করলেন যে মানুষের চেয়েও ক্ষুদ্রতর এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যারা বেশ বুদ্ধিমান ; এই বলে তিনি যে কেবল ভার্জিলের লেখা মৌমাছিদের সমস্ত কাহিনীটিই তাঁকে শোনালেন তা নয়, সোয়ামারদান যে সব আবিষ্কার করেছিলেন আর রুমার শব ব্যবচ্ছেদ করে যা পেয়েছিলেন সেই সব কথা তাঁকে তিনি বললেন। এককথায়, মানুষের অনুপাতে মৌমাছির যে অবয়ব, মৌমাছির তুলনায় সেই রকম ক্ষুদ্র অবয়বধারী অনেক জীব যে এই পৃথিবীতে রয়েছে সেকথাও তিনি তাঁকে জানালেন। যে-সব অতিকায় জীবদের কথা লুব্ধক নক্ষত্রবাসীটি বর্ণনা করেছিলেন তাদের কাছে লুব্ধক নক্ষত্রবাসীর চেহারা যত ছোট সেই রকম ছোট জীবও এখানে রয়েছে সেকথাও তিনি তাঁকে বললেন ; এবং সেই অতিকায় জীবগুলিকেও আরও অতিকায় জীবগুলির কাছে যেমন ধুলোর কণার মত মনে হয়—সেই রকম ছোট জীবও এখানে আছে। এই পর্যায়ে আসার পরে আলাপটি বেশ মনোজ্ঞ হয়ে উঠলো ; এবং মাইক্রোমেগাস এই কথাগুলি বললেন।

### সপ্তম অধ্যায়

## মানুষের সঙ্গে আলাপ

'হে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন অণুপরমাণুর দল, তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহ ক'রে ঈশ্বর তাঁর সর্বজ্ঞতার আর শক্তির মহিমা প্রকাশ করেছেন। এই পৃথিবীতে তোমরা যে পবিত্র এবং অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করছ সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, পদার্থের ভারে তোমরা জর্জরিত নও ; এবং, আপাতদৃষ্টিতে, আত্মা বলেও কিছু তোমাদের নেই। তা সত্ত্বেও তোমরা প্রেমের আর গভীরভাবে চিন্তা করার আনন্দে নিশ্চয় তোমাদের জীবন কাটাচ্ছো। অতিমানবিকদের কাছে এইগুলিই হচ্ছে সত্যিকারের আনন্দ। সত্যিকার আনন্দ বলতে যা বোঝা যায় সেরকম আনন্দ আমি কোথাও দেখতে পাইনি ; কিন্তু সেই আনন্দ নিশ্চয় এখানে রয়েছে।

এই দীর্ঘ এবং গর্জনসদৃশ বক্তৃতায় সমবেত দার্শনিকেরা তাঁদের মাথা নাড়লেন। তাঁদের মধ্যে একজন দার্শনিক ছিলেন যিনি ছিলেন তাঁর সমগোত্রীয়দের চেয়ে বেশী স্পষ্টবাদী। তিনি অকপট ভাবেই স্বীকার করলেন যে অতি সামান্য কয়েকজন

অধিবাসী ছাড়া—যাদের প্রতিবেশীরা খুবই অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, বাকী সবাই হচ্ছে বদমাইশ, মূর্খ আর জঘন্য রকমের হতভাগা।

তিনি বললেন ঃ প্রভূত দুষ্কর্ম করার জন্যে আমাদের যথেষ্ট পদার্থ রয়েছে—যদি অবশ্য পদার্থ থেকেই ক্ষতি করার রসদ সংগৃহীত হওয়ার সুযোগ থাকে ; এবং আমাদের বোধশক্তি তীব্র—যদি অবশ্য বোধশক্তি থেকেই অমঙ্গলের জন্ম হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনাকে আমি অবহিত করতে পারি যে ঠিক এই মুহূর্তে, আমি যখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আমাদের প্রজাতির টুপীপরা লাখ খানেক জানোয়ার আমাদেরই স্বজাতি পাগড়ি-পরা সমসংখ্যক জীবকে হত্যা করছে ; অথবা, তাদের হাতে নিহত হচ্ছে ; আর যুগ যুগ ধ'রে সারা পৃথিবীতে প্রায় একই রকমের হত্যাকাণ্ড চলেছে।

এই সংবাদ পেয়ে লুব্ধক নক্ষত্রবাসীটির শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। এই হীনবল নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে এই রকম ভয়ংকর কলহের কারণটা কী সেকথা বলতে তাঁকে তিনি অনুরোধ করলেন।

দার্শনিকটি উত্তর দিলেন ঃ 'বিবাদ হচ্ছে একটা মাটির ঢিপি নিয়ে : সেই ঢিপিটা আপনার পায়ের গোড়ালির চেয়ে বড় হবে না। যে মাটির টুকরোর জন্যে ওই লাখ-লাখ মানুষ—পরস্পরের গলা কাটছে, তার ওপরে তারা বিন্দুমাত্র মালিকানা সত্ব পাবে ব'লে যে তারা মনে করে সেকথা কিন্তু আপনি ভাববেন না ; তারা জানতে চায় সেই টুকরোটা কার হবে—সুলতান খেতাবধারী কোনো বিশেষ ব্যক্তির, না, সিজার খেতাব দিয়ে মানুষে যাকে গৌরবান্বিত করেছে [ কেন করেছে তা আমি জানি নে ] সেই মানুষটির। সেই করুণ অবজ্ঞাত ঢিপিটিকে তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ কোনোদিন দেখিনি, বা, কোনোদিন দেখবেও না ; এবং যে জানোয়ারটার জন্যে ওইসব হতভাগারা পরস্পরকে হত্যা করছে তাদের মধ্যে কেউ জানোয়ারটাকে চোখে পর্যন্ত দেখে নি।'

এই শুনে লুব্ধক নক্ষত্রবাসীর গোটা শরীর ঘৃণায় রি-রি ক'রে উঠলো। তিনি চিৎকার ক'রে বললেন ঃ ওরে সব হতচ্ছাড়ার দল ! এই রকম জঘন্য ক্রোধের আতিশয্যের কথা অকল্পনীয়। দু'একটা পা ফেলে ওই সমস্ত হাস্যকর নরঘাতকদের সমস্ত ঘাঁটিগুলিকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেওয়ার একটা সৎ বাসনা আমার হচ্ছে।

দার্শনিকটি উত্তর দিলেন ঃ সে মেহনদ আপনাকে করতে হবে না। নিজেদের ধ্বংস করার অস্ত্র সংগ্রহ করার মত যথেষ্ট পরিশ্রম তারা নিজেরাই করছে। দশ বছরের শেষে, ওইসব নচ্ছার বেটাদের একশ ভাগের একভাগ লোপাট হয়ে যাবে। কারণ ; আপনি অবশ্যই জেনে রাখবেন যে, যে-কাজটিকে তারা সমর্থন করেছে তার জন্যে তাদের তরোয়াল খুলতে হবে না, অনাহার, অবসাদ আর অমিতাচার এই

পৃথিবীর বুক থেকে ওদের সবাইকে একেবারে মুছে ফেলবে। তাছাড়া ঈশ্বরের শাস্তি সেই সব হতভাগ্যদের ওপরে নেমে আসবে না ; নেমে আসবে সেই সব অকেজো অলস বর্বরদের ওপরে যারা নিজেদের সুরক্ষিত প্রাসাদের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় এবং তারপরে সাফল্যের জন্যে ভাবগম্ভীর পরিবেশে ধন্যবাদ জানায় ঈশ্বরকে।

এই ক্ষুদে মানবজাতির মধ্যে এই রকম বিস্ময়কর বৈপরীত্য দেখে আমাদের পর্যটকটির হৃদয় তাদের জন্যে করুণায় বিগলিত হল।

তিনি বললেন : তুমি ক্ষুদ্রসংখ্যক বিজ্ঞদের মধ্যে একজন, এবং যতদূর মনে হচ্ছে, ভাড়াটে ঘাতকদের ব্যবসায় নিজেকে তুমি নিয়োজিত কর নি। এখন বল তো তোমার পেশাটা কী।

দার্শনিকটি উত্তর দিলেন : আমরা পোকামাকড়ের শব ব্যবচ্ছেদ করি, রেখা মাপি, আঁক কষি, দু'তিনটি বিষয় যা আমরা বুঝি তাতে আমরা সায় দিই, আর দু'তিন হাজার বিষয়ে, যা আমাদের বোঝার বাইরে, সেগুলি নিয়ে আমরা বিবাদ করি।

এই শুনে যে-যে বিষয়ে এই চিন্তাশীল পরমাণুগুলি একমত হয়েছিল সেগুলির সম্বন্ধে তাদের কিছু জিজ্ঞাসা করার খেয়াল হল আগন্তুকদের।

লুব্ধক নক্ষত্রবাসী জিজ্ঞাসা করলেন : মিথুন নক্ষত্রমণ্ডলীর বড় নক্ষত্র থেকে ক্যালিকুলোশ নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত বড় নক্ষত্রটির মধ্যে দূরত্ব কতটা তা তোমরা কেমন করে মাপো ?

এই প্রশ্নটির উত্তরে সবাই একস্বরে উত্তর দিল : সাড়ে বত্রিশ ডিগ্রী।

আর এখান থেকে চাঁদের দূরত্ব কত ?

পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ষাট গুণ।

তারপরে তিনি ঠিক করলেন বাতাসের ভার কত জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁদের তিনি ঘাবড়ে দেবেন। কিন্তু তারা বেশ পরিষ্কার ভাবেই বললেন যে সাধারণ বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে সমপরিমাণ সব চেয়ে হালকা বায়ুমণ্ডলের চেয়ে ন'শ গুণ হালকা ; আর সাধারণ সোনার চেয়ে এক হাজার ন'শ গুণ হালকা।

তাদের উত্তরগুলি শুনে, শনিগ্রহের ক্ষুদে বামনটি অবাক হয়ে গেলেন। মিনিট পনের আগে যাঁদের মধ্যে আত্মা ব'লে যে কোনো বস্তু আছে সেকথা স্বীকার করতে যিনি উৎসাহ বোধ করেন নি এখন সেই মানুষগুলিকেই তাঁর মনে হল যাদুকর ব'লে।

মাইক্রোমেগাস বললেন : ভালো, ভালো। বাইরের বিশ্বের সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান যখন এত উত্তম তখন তোমরা যে অন্তর্জগতের সম্বন্ধেও বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। আত্মা বলতে কী বোঝায় আমাদের বলতো, এবং, এ-সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী ?

এই শুনে দার্শনিকরা আগের মতই সমস্বরে বললেন; কিন্তু কারও সঙ্গে কারও মত মিললো না, সবচেয়ে যিনি বর্ষীয়ান তিনি অ্যারিস্ততলের মতটা বললেন; আর একজন বললেন ডেকারটিসের মত; তৃতীয়জন বললেন ম্যালব্রাঁচির কথা; চতুর্থজন লিবনিজ-এর; পঞ্চমজন বললেন লকের কথা। অ্যারিস্ততলের একজন বৃদ্ধ শিষ্য নিজের ওপরে আস্থা নিয়ে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন:

'আত্মা এমন একটি জিনিস যা আপেক্ষিক নয়, এমন একটি ভাব যার দ্বারা এ যা, তা-ই থাকার ক্ষমতা এর রয়েছে। এই কথাটি লোভারের সংকলনের ৬৩৩ পৃষ্ঠায় অ্যারিস্ততল স্পষ্টভাবে বলে গিয়েছেন।'

এই বলে গ্রীকভাষায় লেখা সেই বক্তব্যটি তিনি মুখস্ত ব'লে গেলেন।

দৈত্যটি বললেন—গ্রীকভাষায় আমি বিশেষ পোক্ত নই।

সেই দার্শনিক মাকড়টি বললেন: আমিও নই।

লুব্ধক নক্ষত্রবাসী জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে তুমি সেই অ্যারিস্ততলকে গ্রীক ভাষায় মুখস্ত বললে কেন?

তিনি উত্তর দিলেন: সেই জন্যেই তো বললাম। যা আমরা বুঝিনে সেটি এমন একটি ভাষায় প্রকাশ করা উচিৎ যে ভাষাটি আমাদের পক্ষে বোঝা যায় না।

ডেকারটিসের শিষ্য এইবার মুখ খুললেন।

তিনি বললেন—আত্মা হচ্ছে একটি পবিত্র শক্তি অথবা বুদ্ধিবৃত্তি। মায়ের গর্ভে থাকার সময়েই সে অধিবিদ্যা শিক্ষা করে; কিন্তু সেই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে, সে স্কুলে যেতে বাধ্য হয়। যে জ্ঞান সে হারিয়ে ফেলেছিল সেই জ্ঞান সে আবার অর্জন করে; কিন্তু সে জ্ঞান সে কোনোদিনই অর্জন করতে পারবে না।

সেই চব্বিশ মাইল লম্বা জানোয়ারটি উত্তর দিলেন—সুতরাং মুখে রুটি তোলার সময় ভুলে যাওয়ার জন্যে মায়ের গর্ভে আত্মা কী জিনিস তা শেখার প্রয়োজন তোমার হয়েছিল? কিন্তু পবিত্র শক্তি বলতে তুমি কী বোঝ?

দার্শনিকটি জিজ্ঞাসা করলেন—এই প্রশ্নটি আমাকে আপনি করছেন কোন্ উদ্দেশ্যে? এ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই। যাই হোক আমার মনে হয় সেটা জানা না-জানা একই কথা।

লুব্ধক নক্ষত্রবাসী জের টানলেন—অন্তত, পদার্থ কী তা তুমি জানো?

অপরটি বললেন—অবশ্যই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ওই পাথরটা ধূসরবর্ণের; ওর একটা অবয়ব আছে; ওর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা রয়েছে, রয়েছে আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং ওকে ভাগ করা যায়।

দৈত্যটি বললেন, ঠিক। তোমার পর্যবেক্ষণ অনুসারে, যার বর্ণ ধূসর, যার গুরুত্ব রয়েছে, যাকে ভাগ করা যায় সেই বস্তুটি কী তা আমি জানতে চাই। তুমি দেখতে পেয়েছ কয়েকটা মাত্র গুণ, কিন্তু জিনিসটার প্রকৃতি কী তা কি তুমি জানো?

ডেকারটিসের শিষ্যটি বললেন—না, সত্যিই আমি তা জানিনে।

তাহলে, পদার্থ বলতে কী বোঝা যায় তা তুমি জানো না ?

তারপরে তাঁর বুড়ো আঙুলের ওপরে আর একজন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর দিকে ঘুরে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আত্মা কী জিনিস এবং তার কাজ কী।

ম্যালব্রাঁচির শিষ্যটি উত্তর দিলেন—কিছু না। সব জিনিসই ঈশ্বর আমার সুবিধের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মধ্যেই আমি সব কিছু দেখতে পাই ; তাঁরই সাহায্যে আমি কাজ করি। তিনিই হচ্ছেন বিশ্বের কর্মকর্তা ; এবং তাঁর কাজের মধ্যে আমি কখনও নাক গলাই নে।

লুব্ধক নক্ষত্রের বিজ্ঞটি বললেন—'তাহলে তো মনে হচ্ছে তুমি একেবারে কিছু নও।' তারপরে, লিবনিজের শিষ্যের দিকে তাকিয়ে তিনি যোগ করলেন—'বন্ধু শোনো ; এ সম্বন্ধে তোমার মতটা কী ?'

সেই দার্শনিকটি উত্তর দিলেন—আমার মতে আত্মা হচ্ছে একটি হাত ; সেই হাতটি ঘণ্টার দিকে তোলা রয়েছে ; আর আমার দেহটা কাজ করছে ঘড়ির। অথবা, আপনার ইচ্ছে হলে বলতে পারেন, আমার আত্মাটি হচ্ছে ঘড়ি, এবং দেহটা হচ্ছে নির্দেশক একটা যন্ত্র ; অথবা, আবার, আমার আত্মা হচ্ছে বিশ্বের আয়না, আমার দেহটি সেই আয়নার ফ্রেম। এই সবই পরিষ্কার ; এর আর কোনো নড়চড় নেই।

লকের একটি শিষ্য সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; সেই বিষয়ে তাঁর মত চাওয়া হলে তিনি বললেন ঃ

'কোন্ শক্তির বলে আমি চিন্তা করি তা আমি জানি নে ; কিন্তু এই বিশ্বে যে অকিঞ্চিৎকর এবং বুদ্ধিমান বস্তু রয়েছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; এবং পদার্থের মধ্যে চিন্তা করার শক্তিটিকে অনুপ্রবেশ করানো ঈশ্বরের পক্ষে যে অসম্ভব সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে—আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য না পেলে এটা আমি কোনোদিনই চিন্তা করতে পারতাম না। অনন্ত শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি। সেই শ্রদ্ধার সীমানা নির্ধারণ করাটা আমার পক্ষে অশোভনীয় হবে। •আমি কিছুই স্বীকার করি নে ; এবং আমি এইটুকু বিশ্বাস করেই সন্তুষ্ট যে যাদের অস্তিত্ব রয়েছে বলে আমরা সাধারণত মনে করি নে সেই রকম আরও অনেক বস্তু এই বিশ্বে রয়েছে।'

এই ঘোষণায় লুব্ধক নক্ষত্রের অধিবাসীটি মৃদু হাসলেন ; এবং এই নীতির প্রবক্তাকে অন্যদের চেয়ে কম বিচক্ষণ বলে মনে হলো না তাঁর। আর শনিগ্রহের অধিবাসীর সম্বন্ধে এটুকু বলা যায় যে দুজনের চেহারার মধ্যে অতিকায় পার্থক্য না থাকলে লকের শিষ্যকে তিনি তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আর একটি পোকা ছিলেন। তিনি তাঁর দার্শনিক বন্ধুদের থামিয়ে দিয়ে বললেন যে ইতালীয় ধর্মতত্ত্ববিদ সেনট টমাস অ্যাকুইনাসের ধর্মতত্ত্বসারে গোপন

রহস্যটা তিনি জানেন। এই ব'লে, মহাশূন্য থেকে আগত সেই দুটি আগন্তুকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরীপ করলেন তিনি; তিনি তারপরে, তাঁদের মুখের ওপরেই বলে দিলেন যে তাঁদের, তাঁদের আদব-কায়দা, পোশাকের ছাঁটকাট, তাঁদের সূর্যগুলির এবং নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র মানুষের প্রয়োজনে। এই উন্মত্ত প্রলাপ শুনে, আমাদের দুজন পর্যটক হতভম্ব হয়ে একে অপরের গায়ের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। এমন ভাবে অট্টহাসিতে গগন বিদীর্ণ করলেন যে সে-হাসি কিছুতেই আর থামে না। এরকম হাসি [ হোমারের মতে ] অবিনশ্বর দেবতারাই হাসতে পারেন। তাঁদের উদরগুলি সেই হাসির গমকে প্রবল বেগে আন্দোলিত হলো; তাঁদের কাঁধগুলি ওঠা-নামা করতে লাগলো পর্যায়ক্রমে; এবং শারীরিক এই আন্দোলনের সময় জাহাজটি লুব্ধক নক্ষত্রবাসীর নখ থেকে পড়ল গিয়ে শনিগ্রহবাসীর প্যান্টের পকেটে। সেই সব বিজ্ঞ মানুষ সেইখানে অনেক পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জাহাজটিকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়ালেন। অবশেষে, জাহাজটিকে খুঁজে পাওয়া গেল; এবং আবার সব ঠিকঠাক করা হল। তারপরে লুব্ধক নক্ষত্রবাসিটি সেই সব ক্ষুদ্র মাকড়গুলির সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ আবার শুরু করলেন। সেই সব অসম্ভব ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির এই রকম অসম্ভব ধরনের দম্ভ দেখে মনে-মনে তিনি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন বটে, তবু আবার তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললেন বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তাদের জন্যে তিনি একটি ভালো দর্শনের বই লিখবেন; এত ছোট অক্ষরে সেটি লেখা হবে যে তারা হয়তো তা পড়তেই পারবে না। সেইটি পড়ে, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী তা তারা বুঝতে পারবে। সেই কথা মত, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে তিনি তাদের একটি গ্রন্থ উপহার দিয়ে গেলেন। সেই গ্রন্থটিকে প্যারিসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল; কিন্তু বৃদ্ধ সেক্রেটারী যখন সেটিকে খুললেন তখন তার মধ্যে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না! যা তিনি দেখলেন সেটি হচ্ছে একখানা সাদা পাতা মাত্র।

তিনি মন্তব্য করলেন: হা! হা! এই রকমই আশা করেছিলাম।

# কাঁদিদ

অথবা

# আশাবাদী

# CANDIDE
Or, The
# OPTIMIST

ডক্টর র‍্যালফের জার্মানী ভাষায় লিখিত কাহিনী থেকে নেওয়া। তার সংগে যোগ করা হয়েছে ডক্টরের পকেট থেকে পাওয়া কিছু টুকরো টুকরো লিপি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে র‍্যালফ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মিনডেন-এ নশ্বর দেহত্যাগ করেছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি দুর্গে মানুষ হয়েছিল কাঁদিদ ; তারপরে, একদিন সে সেখান থেকে বিতাড়িত হলো।

ওয়েস্টফালিয়ার একটি দুর্গ। দুর্গাধিপতি ছিলেন থানডার-টেন-ট্রনকের মহিমান্বিত ব্যারন। সেইখানে একটি যুবক বাস করত ; প্রকৃতি তাকে স্বভাবটি দিয়েছিলেন বড় সুন্দর। তার মনের চেহারা মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল। যুবকটি ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। অত সরল মানুষ সেযুগে এক রকম ছিল না বললেই হয়। সেই নির্ভেজাল সরলতার সঙ্গে ছিল তার বিচার করার দক্ষতা। সে-দক্ষতা বিজ্ঞ মানুষদের মত একেবারে নিখুঁৎ। যত দূর মনে হয়, এই যুবকটির নাম ছিল কাঁদিদ। এ-বাড়ির পুরানো চাকরবাকরদের ধারণা, সে হচ্ছে ব্যারনের বোনের ছেলে। ছেলেটির বাবা বলে যাঁকে তাদের সন্দেহ হতো তিনি ছিলেন শক্তিমান একটি জাত ভদ্রলোক। পাশাপাশি অঞ্চলেই বাস করতেন তিনি। যুবতীটি, অর্থাৎ, কাঁদিদের মা, যে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন তার কারণ হচ্ছে তিনি তিন কুড়ি এগার জন পূর্বপুরুষদের তালিকার বেশী কোন তালিকা যুবকটি তাঁর কাছে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর বংশবৃক্ষের বাকি অংশটুকু মহাকালের করালগ্রাসে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ওয়েস্টফালিয়ার ব্যারন ছিলেন মহাপ্রতাপান্বিত জমিদার। তাঁর দুর্গের কেবল যে একটা দরজাই ছিল তাই না ; সেইসঙ্গে ছিল সাতটা জানালা। তাঁর যে বিরাট একটি হল-ঘর ছিল তার দরজার ওপরে টাঙানো থাকতো নক্সাকাটা একটা পর্দা। গ্রেহাউন্ড নিয়ে তিনি শিকার করতে বেরোতেন না। শিকার করার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন ঝুলন্ত কান-ওয়ালা কদাকার চেহারার বিরাট বিরাট কুকুর আর ঝলঝলে কান-ওয়ালা লোমে ঢাকা ছোট এক রকমের কুকুর। তাঁর সহিসরা শিকারীর কাজ করত, আর স্থানীয় গীর্জার যাজক ছিলেন সাহায্যদান করার সরকারী কর্মচারী। তাঁর প্রজারা তাঁকে সম্বোধন করতেন 'মি লার্ড' বলে! এমন একটা গল্পও তিনি বলতেন না যা শুনলে লোকে হেসে কুটি-কুটি না হতো। আড়ালে-আবডালে মানুষ যে তাঁকে কিছুটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করত একথাও একেবারে সত্যি নয়।

ব্যারনের পত্নী পরম শ্রদ্ধেয়া ব্যারনেস। তাঁর ওজন ছিল সাড়ে তিনশ পাউন্ড। এ থেকেই বুঝতে পারছেন তিনিও বড় একটা হেঁজিপেঁজি ছিলেন না। তাছাড়া, তাঁর সারা দেহের মধ্যে এমন একটা সম্ভ্রান্ত আভিজাত্য মাখানো ছিল, চলনে-বলনে এমন একটা উঁচু মানের পরিচয় তিনি দিতেন যাতে সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য

হতো। তাঁর মেয়ের নাম কুনিগুন্দ। বয়স সতেরর কাছাকাছি—পূর্ণ যুবতী। রঙটি তাজা, শান্তশিষ্ট, মাংসল, হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল। পুরুষরা তাকে একটি আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে মনে করত। ব্যারনের যুবক পুত্রটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্যানগ্লস ছিলেন গৃহশিক্ষক। এই পরিবারে তাঁর ছিল অখণ্ড প্রতাপ। সবাই তাঁর কথাকে দৈববাণী বলে মনে করতেন। বয়স আর চরিত্রধর্ম অনুযায়ী বাচ্চা কাঁদিদ প্যানগ্লসের সমস্ত শিক্ষা সহজ আর সরল ভাবেই শুনে যেত।

শিক্ষক প্যানগ্লস ছিলেন একেবারে পাণ্ডিত্যের জাহাজ। দর্শনশাস্ত্র থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব কী যে শিক্ষা তিনি দিতেন না তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাঁর শিক্ষার কথা শুনে সকলের তাক লেগে যেত। তিনি প্রমাণ করতে পারতেন যে কারণ না থাকলে কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। তিনি বলতেন, এই পৃথিবীটাই হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; আর সেই সৃষ্টির মধ্যে ব্যারনের দুর্গটি হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর এবং অভিজাত; আর 'আমার লেডী' হচ্ছেন বিশ্বের সমস্ত ব্যারন-পত্নীদের মুকুটমণি।

তিনি বললেন—'বস্তু যা রয়েছে তা থেকে সে যে অন্য কিছু হতে পারে না তা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়; কারণ, সব জিনিসই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন; সেই জন্যে সেই বস্তুগুলি সর্বোৎকৃষ্ট না হয়ে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাকের কথা ধরা যাক। ঈশ্বর নাক সৃষ্টি করেছেন কেন? করেছেন, চশমা পরার জন্যে। সেই জন্যেই আমরা চশমা পরি। পা যে মোজা পরার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্যে আমরা মোজা পরি। পাথর তৈরি হয়েছে কাটার আর দুর্গ তৈরি করার জন্যে; সেই জন্যেই আমাদের মহিমান্বিত ব্যারন এমন চমৎকার দুর্গ তৈরি করাতে পেরেছেন। কারণ, এই অঞ্চলের ব্যারন শ্রেষ্ঠ, তাঁর আবাসস্থলও সেই রকম শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিৎ। শুয়োরের জন্ম হয়েছে খাওয়ার জন্যে; সেই জন্যেই, সারা বছর ধরে আমরা শুয়োরের মাংস ভোক্ষণ করি। যারা বলে, ঈশ্বর যা করেছেন তা ঠিক, তারা নির্ভুলভাবে নিজেদের ভাবটা প্রকাশ করতে পারে না। তাদের বলা উচিৎ, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাই সর্বোৎকৃষ্ট।

এই সব উপদেশ কাঁদিদ বেশ মন দিয়েই শুনলো, বিশ্বাসও করল সত্য বলে; কারণ কুমারী ব্যারন-কন্যাকে তার বেশ আকর্ষণীয়াই মনে হয়েছিল, যদিও সেই কথাটা তার সামনে বলার মত সাহস কোনদিন তার হয় নি। ফলে সে এই উপসংহারে এল যে থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন হওয়ার সৌভাগ্য যখন তার হয় নি, তখন তার পক্ষে মিস কুনিগুন্দ হতে পারলে ভাল হতো; তাও যখন সম্ভব নয়, তখন তাকে প্রতিদিন দেখার আনন্দ পেলে মন্দ হতো না; সেটাও যখন সম্ভব

একদিন কুমারী কুনিগুন্ড পাশাপাশি ছোট একটি বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই বনটিকে বলা হতো পার্ক। ঝোপের মধ্যে দিয়ে সে দেখলো, বিজ্ঞ পণ্ডিত প্যানগ্লস কুনিগুন্ডর মায়ের পরিচারিকাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন। পরিচারিকাটির রঙ কটা, খুবই চটুলা, আর চেহারাটিও তার খুবই খুবসুরৎ। মিস কুনিগুন্ডর মনটা ছিল বৈজ্ঞানিক; বিশেষ করে প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের দিকে তার ঝোঁকটা ছিল খুবই প্রবল। তাই তার চোখের সামনে পণ্ডিত দার্শনিক প্যানগ্লস প্রযুক্তিবিজ্ঞানের যে পরীক্ষা বারবার করছিলেন সেইটিকে সে অভূতপূর্ব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। কার্য আর কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্যানগ্লস যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার শক্তি যে কত এবার সে বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলো। কোন কিছুই আর ঝাপসা রইলো না তার কাছে। মনের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য নিয়ে সে ফিরে গেল। মনটা তার খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠলো তার হৃদয়। যুবক কাঁদিদের কথা মনে হল তার। ভাবলো, সে আর যুবক কাঁদিদ, দুজনেরই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জমার যথেষ্ট কারণ থাকাটা বিচিত্র নয়।

ফেরার পথে অকস্মাৎ কাঁদিদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে লজ্জা পেল; লজ্জা পেল কাঁদিদও। দুজনেরই গাল লালিম হয়ে উঠলো। স্খলিত কণ্ঠে কুনিগুন্ড তাকে বলল—সুপ্রভাত। কাঁদিদও তাকে প্রতি-অভিনন্দন জানিয়েছিল; কিন্তু কী বলেছিল সেকথা তার মনে ছিল না। পরের দিন ডিনার শেষ হওয়ার পরে দুজনেই টেবিল থেকে উঠে পড়লো; তারপরে, সকলের অলক্ষে তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। কুনিগুন্ড তার রুমালটা ফেলে দিল; কাঁদিদ কুড়িয়ে নিল সেটা। নিরপরাধ মনে কুনিগুন্ড তার হাতটা ধরলো; আর কাঁদিদও নিষ্পাপ মনে গভীর আবেগে, সূক্ষ্ম অনুভূতির চাপে এবং বিশেষ সুচারু ভঙ্গিমায় তার হাতে চুমু খেলো। তার প্রতিটি আবেদন ছিল অপরূপ, অথবা অভূতপূর্ব। দুজনেরই ওষ্ঠাধর মিলিত হল। চকচক করে উঠলো চারটি চোখ; কাঁপতে লাগলো চারটি জানু, ছড়িয়ে পড়লো চারটি হাত; কী ধরবে, কাকে ধরবে বুঝতে পারলো না কিছুই। ঠিক এমনি সময় থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন সেই দিকে আসছিলেন। কার্য আর কারণের সম্পর্কটা কী, দাঁড়িয়ে একটু দেখলেন তিনি; তারপরেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁদিদের তলপেটে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য পদাঘাত ক'রে তাকে অভিনন্দন জানালেন তিনি; তারপরে তাকে দুর্গের বাইরে বার করে দিলেন। মিস কুনিগুন্ড সেইখানেই মূর্ছা গেল। মূর্ছা ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যারনেস তার কানের ওপরে বসিয়ে দিলেন কয়েকটা ঘুষি। তারপরে বিশ্বের সব চেয়ে সুন্দর এবং আরামদায়ক সেই দুর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো একটা কী হল, কী হল ভাব।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## বুলগেরিয়ানদের হাতে পড়ে কাঁদিদের কী হল

এইভাবে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে, অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো কাঁদিদ। কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল সে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালো। চোখ দুটি তার জলে ভরে গেল। যে অপরূপ দুর্গে তার অপরূপ যুবতী ব্যারনকন্যা রয়েছে সেই দিকে মাঝে মাঝে সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। ভগ্নহৃদয়ে অনাহারে একটা মাঠের আলের ওপরে ঘুমানোর জন্যে সে শুয়ে পড়লো। ঝাঁকে-ঝাঁকে বরফ পড়লো তার ওপরে। সকালে ঘুম ভাঙলো। দেখলো, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে তার। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলেই সে মারা যেত। তাই সে উঠে পড়লো; তারপরে, হামাগুড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে পাশের শহরে এসে সে হাজির হল। শহরটির নাম ওয়াল্ডবারগফ-ট্রারবকডিকড্রফ। পকেটে তার তখন একটি পয়সাও ছিল না। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে সে তখন অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়েছে। একটা সরাইখানার সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বেশীক্ষণ সেখানে সে দাঁড়ায় নি; এমন সময় নীল পোশাক-পরা দুটি লোক এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

একজন আর একজনকে বলল—সত্যি বলছি কমরেড, ওই যে যুবকটিকে দেখছো ও সত্যিই সুঠাম, স্বাস্থ্যবান; আর মাপটাও মানানসই।

তারপরে, তারা কাঁদিদের কাছে হাজির হয়ে যথেষ্ট ভদ্র আর নম্রভাবে তাকে তাদের সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো।

মিষ্টি করে বিনীতভাবে কাঁদিদ তাদের বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, নিমন্ত্রণ করে আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার কাছে কোন অর্থ নেই।

নীল পোশাক-পরা দুটি লোকের মধ্যে একজন বলল—অর্থের কথা বলছেন স্যার! অর্থ! আপনার মত সুঠাম চেহারার আর বুদ্ধিমান যুবকের কিছু খরচ করার দরকার হয় না। কী বলছেন, স্যার! আপনার উচ্চতা কি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি নয়?

ঘাড়টা একটু নুইয়ে সে বলল—হ্যাঁ, ভদ্রমোহদয়গণ, আপনারা ঠিকই বলেছেন। আমার উচ্চতা ওই রকমই।

তারা বলল—তাহলে, আসুন; আমাদের সঙ্গে খাবেন চলুন। আপনার

খাওয়ার কোন খরচ তো আপনাকে দিতেই দেব না ; উপরন্তু আপনার মত চতুর যুবকের অর্থের অভাব হবে এও আমরা হতে দেব না। পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যেই তো মানুষের জন্ম হয়েছিল।

কাঁদিদ বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। আমাদের গুরু প্যানগ্লসও ঠিক এই কথাই বলেন। আর সব কিছুই যে ভালোর জন্যে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিৎ।

তারপরে, তার সেই উদার সংগীরা কিছু স্বর্ণমুদ্রা নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করল। সেগুলি কালবিলম্ব না করেই সে গ্রহণ করল ; সেই সংগে তাদের একটা হ্যাণ্ডনোট দেওয়ার প্রস্তাবও সে দিল। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করল। তারপরে সবাই মিলে খেতে বসলো টেবিলে।

—আচ্ছা, আপনার কি কোন কিছুর উপর প্রবল প্রীতি নেই—

সে বলল—আছে, আছে ; নিশ্চয় আছে। সুন্দরী মিস কুনিগুর ওপরে আমার আকর্ষণ ভীষণ রয়েছে।

তাদের একজন বলল—তা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তা নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করছি বলুগেরিয়ার রাজার প্রতি আপনার কি কোন প্রীতি নেই? মানে, বেশ বড় রকমের ?

কাঁদিদ বলল—কার ওপরে ? বুলগেরিয়ার রাজার ওপরে ? না না—তা থাকবে কেন ! জীবনে তাঁকে আমি কোনদিন দেখিই নি।

এ-ও কি সম্ভব ! তিনি হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে মনোহর রাজা ! আসুন, সবাই মিলে তাঁর স্বাস্থ্য কামনায় আমরা মদ্য পান করি।

কাঁদিদ বলল—সর্বান্তিকরণে, ভদ্রমহোদয়গণ !

এই বলে মদের পেয়ালাটা সে গলার মধ্যে উজাড় করে দিল !

নীল পোশাকধারী দুটি লোক চমৎকৃত হয়ে বলল—ব্র্যাভো ! এখন আপনিই হচ্ছেন বুলগেরিয়ার সাহায্যকারী, রক্ষাকর্তা, আর বীরযোদ্ধা। আপনার কপাল ফিরেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার দিকে মুখ তুলে হেসেছেন। এবার আপনি গৌরব অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছেন।

এই বলে শেকল দিয়ে বেঁধে তারা তাকে তাদের ব্যারাকে নিয়ে হাজির হল। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ডান-বাঁ করানো হল। একেই মিলিটারী পরিভাষায় বলা হয় কুচকাওয়াজ অর্থাৎ প্যারেড। কেবল ডান-বাঁ, আর বাঁ-ডান। বারুদগাদা শিক হাতে দেওয়া হল। সেই শিক নিয়ে সে বন্দুকের নলের মধ্যে একবার করে ঢোকায় আর একবার করে তোলে। তারপরে, তারা তাকে দিয়ে গুলি ছোঁড়ালো, মার্চ করালো। তারপরে দিল তিরিশটি বেত্রাঘাত। পরের দিন, প্যারেডটা সে একটু ভালোভাবেই করল। ফলে, বেত্রাঘাতের সংখ্যা নামলো কুড়িতে। পরের দিন, সেটা

কমে এলো দশে। তার সহকর্মীরা মন্তব্য করল এমন অদ্ভুত ধী-সম্পন্ন যুবক জীবনে তারা খুবই কম দেখেছে, দেখে নি বললেই হয়।

কাঁদিদ তো অবাক, একেবারে হতভম্ব! সে যে কেমন করে একজন বীরপুরুষ হয়ে উঠলো তা সে ভাবতেই পারলো না। এক বসন্তকালের প্রভাতে হঠাৎ তার মনে হল একটু বেড়িয়ে আসি। মনে হতেই সে সোজা বেরিয়ে গেল; ভাবলো, যেমন করে ইচ্ছে আর যখন ইচ্ছে পা দুটির সদ্ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার মানুষের রয়েছে, রয়েছে বন্য অসভ্য জন্তুদেরও। মাইল ছয়েকও সে হাঁটে নি, এমন সময় ছ'জন বীরপুরুষ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছ'ফুট লম্বা তারা—পালোয়ান। তার গলা আর গোড়ালিকে শিকল দিয়ে বেঁধে তারা তাকে একটা কারাগারে নিক্ষেপ করল। সামরিক আদালতের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে বলা হল, তার সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে: একটি হচ্ছে, তাকে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে ছত্রিশবার ছুটে যেতে হবে আর আসতে হবে; আর সেই সময় সামরিক বিচার অনুসারে যে কোন সেনানী তাকে বেত, কিল, ঘুষি যা ইচ্ছে তাই মারতে পারবে। অথবা, বন্দুক ছুঁড়ে তার মাথার খুলিটি উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই দুটির মধ্যে কোন্ পথ সে বেছে নেবে? প্রতিবাদ জানালো কাঁদিদ। সে বলল, মানুষের চিন্তা হচ্ছে স্বাধীন; আর সেই স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সে কোনটাই বেছে নিতে রাজী নয়। কিন্তু সেকথা আদালত শুনতে রাজি হল না। একটা পথ তাকে বেছে নিতেই হবে। সুতরাং স্বর্গীয় সেই স্বাধীন ইচ্ছার বলে সে প্রথম পথটাই বেছে নিল। দুবার সে ছুটে গেল আর ফিরে এল। তারপরে, আর সে পারলো না। বাহিনীতে সৈন্য ছিল প্রায় দশ হাজার। সুতরাং, এই যাওয়া আর আসায় তার ঘাড়ের ওপরে পড়লো প্রায় চার হাজার বেত। ঘাড় থেকে পাছা পর্যন্ত মাংস কেটে তার সব হাড় বেরিয়ে পড়লো। তারা যখন তৃতীয়বার মহড়া নেওয়ার জন্য তাকে তালিম দিতে লাগলো তখন আমাদের এই যুবক বীরটি আর তাতে রাজি হল না। সে তাদের অনুরোধ জানালো তারা যেন দয়া করে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেয়। এই দয়া তাকে দেখানো হল। তারা তার চোখ দুটো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল; তারপরে, তাকে নতজানু হয়ে বসালো। ঠিক সেই সময় বুলগেরিয়ার মহারাজ হঠাৎ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপরাধী কি অপরাধ করেছে জানতে চাইলেন তিনি। এই রাজকুমারের অন্তর্দৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। কাঁদিদের সম্বন্ধে তিনি যা শুনলেন তাতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে কাঁদিদ একটি দার্শনিক যুবক। সংসারের জ্ঞান তার নেই বললেই হয়। তাঁর সহজাত দয়াদ্র চরিত্রের জন্যে তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করলেন। এই সৎ কাজের জন্যে প্রতিটি পত্রিকায় এবং প্রতি যুগে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। দায়োস-কবিরাজের আবিষ্কার করা এক রকম মলমের সাহায্যে একজন দক্ষ শল্যবিদ কাঁদিদকে তিন সপ্তাহে সুস্থ করে তুললেন।

তার ক্ষতগুলি শুকিয়ে গিয়ে চামড়া দেখা গেল। তারপরে সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারলো। ঠিক এই সময় বুলগেরিয়ার রাজা অ্যাবারেপের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### বুলগেরিয়ানদের কাছ থেকে কাঁদিদ কী করে পালিয়ে গেল ; এবং তারপর

অনবদ্য ! অপরূপ ! এত বীরত্ব, এত সামরিক সাজসজ্জা, এমন সুষ্ঠু সৈন্যবিন্যাস—এই দুটি বিবদমান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যা দেখা গেল এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নি। তুরী-ভেরি, বাঁশী-সানাই, ঢাক-কামান—সব মিলে এমন একটি কর্ণতৃপ্তিকর মহাগীতের সৃষ্টি যুদ্ধক্ষেত্রে হয়েছিল তেমনটি নরকেও শোনা যেত না। উৎসব শুরু হল কামান দাগার সঙ্গে-সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি দলে ছ'হাজার করে লোক মা ধরিত্রীর কোলে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই পৃথিবীতে যে সব বদমাইশের দল মাছির মত ভন্‌ভন্ করছিল, বন্দুকের গুলি তাদের মধ্যে নয় থেকে দশ হাজার লোককে পরলোকের পথে উড়িয়ে দিল। তারপরে সামনে এগিয়ে এল সঙ্গীনের ঝাঁক। তাতেও খতম হল কয়েক হাজার। হতাহতের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। দার্শনিকের মত কাঁপতে লাগলো কাঁদিদ ; এই বীরত্বপূর্ণ হত্যাকান্ডের সময় যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রাখলো সে।

অবশেষে একদিন, দুটি দেশের রাজা ঈশ্বরের স্তোত্র গাইবার জন্যে নিজেদের তাঁবুতে ব্যবস্থা করালেন। সেই সুযোগে কাঁদিদ দৃঢ় সংকল্প করল যে সে পালিয়ে যাবে, এবং অন্য কোথাও গিয়ে কার্য আর কারণের মধ্যে যে গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। রাশি রাশি মৃত আর মরণোন্মুখ মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে প্রথম যেখানে সে উপস্থিত হল সেটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রেরই একটি পাশাপাশি গ্রাম ; জায়গাটা অ্যাবারিয়েন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বুলগেরিয়ানরা সেই গ্রামটিকে পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দিয়েছিল। সেখানে কয়েকজন বৃদ্ধ লোক আহত হয়ে পড়েছিল। তারা তাকিয়ে ছিল তাদের মৃতপ্রায় স্ত্রীদের দিকে। দেখালো তাদের স্ত্রীদের গলা কাটা ; তারা শিশুদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। তাদের বুক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি যুবতী পড়ে রয়েছে ; তাদের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়েছে। বুলগেরিয়ান বীর যোদ্ধারা তাদের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা মেটানোর পরে সেই সব যুবতীদের পেট এফাল-ওফাল

করে হত্যা করেছে। বাকি সকলের দেহ আধপোড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই পৃথিবী থেকে কেউ যদি তাদের সরিয়ে দেয় এই জন্যে করুণভাবে সকলের কাছে প্রার্থনা করছে তারা। তাদের চারপাশে মাটিতে ছড়ানো রয়েছে মড়ার মাথা, মরা মানুষের হাত আর পা।

যত তাড়াতাড়ি পারে, কাঁদিদ সেখান থেকে চলে গেল; উপস্থিত হল বুলগেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রামে। সেখানেও সেই একই রকম করুণ দৃশ্য। এখানে যে কর্মযজ্ঞ হয়েছে তার হোতা হচ্ছে অ্যাবারেসের বীর যোদ্ধারা। সেই মৃদু সঞ্চালিত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর দিয়ে হেঁটে, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ভিতর দিয়ে অবশেষে সে যেখানে এসে পেঁছিলো সে জায়গাটা যুদ্ধসীমানার বাইরে। ছোট একটি থলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ খাবার আর হৃদয়ের মধ্যে মিস কুঁনিগুঁর ছবি—এই সম্বল করে সে হেঁটে চলল। হল্যাণ্ডে পেঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার খাবার গেল শেষ হয়ে। সে শুনেছিল সেখানকার মানুষেরা সব ধনী, খ্রীষ্টের ওপরে তাদের বিশ্বাস অচল। এই শুনে নিশ্চিৎ হয়েছিল যে মিস কুঁনিগুঁর উজ্জ্বল চোখের চাহনির কবলে পড়ে ব্যারনের দুর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে সেখানে যেমন সে ভূরিভোজন করত এখানেও সে ঠিক তেমনি সমাদরই পাবে।

পথে কয়েকটি গম্ভীর চেহারার লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তাদের কাছে সে কিছু সাহায্য চাইলো। তাদের মধ্যে সবাই তাকে বলল সে যদি এইভাবে ব্যবসা চালাতে থাকে তাহলে তারা তাকে 'শুদ্ধিকরণ গৃহে' পাঠিয়ে দেবে। কী ভাবে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেইখানে তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

তারপরে সে আর একটি মানুষের শরণাপন্ন হল। মানুষটি ঘণ্টাখানেক ধরে দানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিরাট একটি জনসমাবেশে একঘন্টা ধরে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তাটি চওড়া টুপীর নিচে থেকে তাঁর ক্ষুদে-ক্ষুদে দুটি চোখ বার করে তার দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকালেন; তারপরে বেশ কঠোরভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার হে? কোন ভাল কাজের জন্যে এসেছ?

বেশ বিনীত ভাবেই কাঁদিদ বলল—স্যার, আমার ধারণা, কোন কারণ ছাড়া কোন কাজ সংগঠিত হতে পারে না। সব জিনিসই শিকলের আংটা দিয়ে আঁটা; এবং তা কেবল ভালোর জন্যে নয়, সবচেয়ে ভালোর জন্যে। মিস কুঁনিগুঁর কাছ থেকে যে আমাকে নির্বাসিত হতে হবে তারও প্রয়োজন ছিল। সৈন্যবাহিনীর বেত খাওয়ার জন্যে আমাকে যে ঘোড়দৌড় করতে হবে তারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। যতদিন না স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পারি ততদিন আমাকে ভিক্ষে করতে হবে, তার পেছনেও প্রয়োজনীয় কোন কারণ রয়েছে। এ সমস্তই ঈশ্বরের বিধান। এসব জিনিস অন্যভাবে ঘটতে পারত না।

বক্তাটি বললেন—বন্ধু, শোন। তুমি কি পোপকে খ্রীষ্টবিদ্বেষী বলতে চাও?

কাঁদিদ বলল—সত্যি বলতে কি তেমন কোন সংবাদ আমার কানে আসে নি। কিন্তু তিনি খ্রীষ্টবিদ্বেষী হন, বা না হন, বর্তমানে আমার কিছু খাবার চাই।

বক্তাটি বললেন—পান আর ভোজন কোনটা পাওয়ারই যোগ্য তুমি নও। তুমি একটা হতভাগা বাউণ্ডুলে! দূর হও! আমার কাছ থেকে সরে যাও। বেঁচে থাকতে আমার কাছে আর তুমি আসবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বক্তাটির স্ত্রী হঠাৎ জানালার ভেতর দিয়ে তাঁর মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপরে, পোপ খ্রীষ্টবিদ্বেষী কিনা এ বিষয়ে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সেই লোকটিকে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা গামলা তার মাথার ওপরে উজাড় করে দিলেন। গামলায় ছিল—। হা ঈশ্বর! ধর্মের বিষয়ে গোঁড়ামি মহিলাদের কত দূরেই না টেনে নিয়ে যায়!

সেইখানে জেমস নামে একজন অ্যানাব্যাপটিস্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কোন দিনই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নি। একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, দ্বিপদ, পক্ষহীন তাঁরই স্বগোত্র একটি মানুষের ওপরে এই ঘৃণ্য আর নির্মম অত্যাচার তিনি দেখলেন। দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাকে পরিষ্কার করালেন, খেতে দিলেন; সেই সঙ্গে দিলেন দুটি মুদ্রা, সেই সঙ্গে প্রস্তাব দিলেন যে তাকে তিনি তাঁদের নিজের ব্যবসা শেখাবেন। হল্যাণ্ডে তৈরি পারশীয়ান সিল্ক বোনাই ছিল তাঁর ব্যবসা। এই শুনে কাঁদিদ তাঁর পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—গুরু প্যানগ্লস আমাকে যে সত্যি কথাই বলেছেন এখন আমি তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি। তিনি বলেছিলেন, এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্যেই; কারণ, ওই কালো পোশাক-পরা ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর হাতে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে আমি যত কষ্ট পেয়েছি তার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি আপনার বদান্যতা দেখে।

পরের দিন কাঁদিদ বাইরে বেড়াচ্ছিল এমন সময় একটা ভিক্ষুককে সে দেখতে পেল। ভিক্ষুকটির গোটা গা খোস-পাঁচড়ায় ভর্তি। তার চোখ দুটি মাথার খুলির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তার নাকের ডগাটা কে যেন খেয়ে ফেলেছে। তার মুখটা গেছে একদিকে বেঁকে। তার দাঁতগুলো কয়লার মত কালো, জোরে জোরে হাঁচছে আর কাশছে লোকটি। থুথু ফেলার যতবারই সে চেষ্টা করছে ততবারই একটা করে দাঁত খুলে পড়ে যাচ্ছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## পুরানো দার্শনিক শিক্ষককে কাঁদিদ কেমন করে খুঁজে পেল। তাদের কী হল?

করুণা এবং ভীতিতে দ্বিধাবিভক্ত হল কাঁদিদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করুণাই জয়ী হল তার! সাধু অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমস তাকে যে দুটি মুদ্রা দিয়েছিলেন সে দুটি সেই কদাকার লোকটিকে সে দিয়ে দিল। সেই ছায়ামূর্তিটি তার দিকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলো। তারপরে, কাঁদতে-কাঁদতে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার গলাটা। ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল কাঁদিদ।

একজন হতভাগ্য আর একজন হতভাগ্যকে বলল—একী কাণ্ড! তোমার প্রিয় প্যানগ্লসকে চিনতে পারছো না?

কাঁদিদ অবাক হয়ে বলল—কী শুনলাম! আপনিই আমার সেই প্রিয় গুরু! আপনার এই অবস্থা হয়েছে? কী ভয়ানক দুর্ভাগ্য আপনাকে গ্রাস করেছে? সেই অপরূপ আর আনন্দময় দুর্গ পরিত্যাগ করে এখানে এসেছেন কেন? যুবতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মিস কুনিগুন্দের খবর কী?

প্যানগ্লস বললেন—হা ঈশ্বর! এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে আমি দাঁড়াতে পারছি নে।

এই শুনে কাঁদিদ তাঁকে তৎক্ষণাৎ অ্যানাব্যাপটিস্টের ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে গেল। কিছু খাবারও যোগাড় করে দিল তাকে। প্যানাগ্লস একটু বিশ্রাম নেওয়ার পরে, মিস কুনিগুন্দের সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করল কাঁদিদ।

প্যানাগ্লস বলে—সে বেঁচে নেই।

শোনামাত্র মূর্ছা গেল কাঁদিদ। আস্তাবলের মধ্যে হঠাৎ একটু পচা ভিনিগার দেখতে পেলেন প্যানগ্লস। তাই দিয়ে তিনি তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। চোখ মেলে তাকালো কাঁদিদ।

—বেঁচে নেই! মিস্ কুনিগুন্দ মারা গিয়েছে? হায় হায়! বিশ্বের সেরা জিনিসটি এখন কোথায়? কিন্তু কী অসুখে মারা গেল? তার বাবা লাথি মেরে আমাকে সেই অপরূপ দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই দুঃখেই কি?

প্যানাগ্লস বললেন—না, একজন যুবতীকে যতবার বলাৎকার করা যায় ততবার বলাৎকার করার পরে বুলগেরিয়ান সেনানীরা তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি সব বার করে দেয়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে ব্যারনের মাথার ওপরে তারা বন্দুকের পেছন দিয়ে আঘাত করে। ব্যারণের স্ত্রীকে কেটে টুকরো

টুকরো করে ফেলে তারা। আমার হতভাগ্য শিষ্যটির অবস্থাও হলো তার বোনের মত। আর দুর্গের কথা যদি বল তাহলে, তারা তার একটা পাথরও আর আস্ত রাখে নি। দুর্গের মধ্যে যত পশুপাখি আর গাছপালা ছিল সব তারা ধ্বংস করেছে। কিন্তু সেই অত্যাচারের প্রতিহিংসা নিতে আমরাও ছাড়ি নি। কারণ, অ্যাবারেস সেনানীরা পার্শ্ববর্তী ব্যারনীতেও সেই একই কাজ করেছে। জায়গাটা হচ্ছে একটি বুলগেরিয়ান লর্ডের।

এই কথা শুনে, কাঁদিদ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লো, কিন্তু আপনা থেকেই জ্ঞান ফিরে এল তার। তারপরে যা সে বলা উচিৎ বলে মনে করল তাই সে বলে গেল। কার্যকারণ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করল; প্যানগ্লসের ওই রকম ভয়ানক দুরবস্থার পেছনে কী বিশেষ কারণ রয়েছে সে বিষয়েও প্রশ্ন করল সে।

প্যানগ্লস বললেন—বিশেষ কারণটা হচ্ছে প্রেম, ভালোবাসা—মনুষ্যজাতির সুখ আর আনন্দ। ভালোবাসা—বিশ্বকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে, সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা আত্মা।

কাঁদিদ বলল—হায়, হায়! প্রেম সম্বন্ধে আমারও কিছুটা জ্ঞান হয়েছে। আমি জানি এই প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের সম্রাট, আত্মার আত্মা। অথচ, এই ভালোবাসার জন্যে আমাকে দিতে হয়েছে একটি মাত্র চুম্বন, মাত্র একটি; আর পেছনে খেয়েছি এক কুড়ি লাথি। কিন্তু এই রকম একটি সুন্দর কারণ আপনার ওপরে এমন ভয়ংকর রকমের কার্য সংগঠিত করল কেমন করে?

উত্তর দিলেন প্যানগ্লস—হায় বৎস, কাঁদিদ; প্যাকিটিকে নিশ্চয় তোমার মনে রয়েছে; সেই যে ফুটফুটে মেয়েটা, তরুণীও বলতে পার, ব্যারনেসের পরিচারিকা ছিল সে। তারই বাহুর বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি স্বর্গ-সুখ অনুভব করেছিলাম। আর এই যে নরকযন্ত্রণা আমি ভোগ করছি এটা হচ্ছে তারই ফল। মেয়েটা এই কুৎসিত রোগে ভুগছিল। সম্ভবত, সেই রোগেই সে মারা গিয়েছে। রোগটি সে উপহার হিসাবে পেয়েছিল নীতিবাগীশ একজন ফ্র্যানসিসক্যান ধর্মযাজকের কাছ থেকে। এই রোগটিকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একটি পাহাড়ী ঝর্ণার উৎসমুখ থেকে। এর জন্যে তিনি ঋণী ছিলেন একজন বৃদ্ধা কাউনটেসের কাছে। কাউনটেস এটি পেয়েছিলেন একটি ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে; সে এটা পেয়েছিল একটি মার্কুইসের বিধবার কাছ থেকে। মার্কুইসের বিধবা এই রোগটি সংগ্রহ করেছিল তার একটি চাকরের কাছ থেকে। চাকরটি পেয়েছিল একজন খ্রীষ্টীয় যাজকের কাছ থেকে। শিক্ষানবীশ থাকার সময় যাজকটি এই রোগ সংগ্রহ করেছিলেন ক্রিসটোফার কলম্বাসের একজন সহ-অভিযাত্রীর কাছ থেকে। অবশ্য আমার কথা যদি ধর তাহলে বলতে হয়, এই রোগটিকে উপহার হিসাবে আমি কাউকে দিয়ে যেতে পারবো না: কারণ, আমি এখন মরতে বসেছি!

কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—ও প্যানগ্লস ! কী অদ্ভুত বংশপরিক্রমা ! এর মূলে নিশ্চয় শয়তানের কোন কারসাজি রয়েছে ! তাই না ?

সেই বিজ্ঞ সবজান্তা ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন—মোটেই না। এটিকে গ্রহণ না করে উপায় ছিল না ; অথবা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের এই পৃথিবীর গঠনে এটি একটি মৌল এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ, আমেরিকার কোন একটি দ্বীপে, কলম্বাস যদি এই রোগে আক্রান্ত না হতেন তাহলে আমরা চকোলেট পেতাম না ; অথবা মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের লাক্ষাজাতীয় কীটের কোন সন্ধান পেতাম না, যদিও একথা সত্যি যে এই রোগ মনুষ্যজাতিকে দূষিত করেছে, বাধার সৃষ্টি করেছে মানুষের প্রযজনে। লক্ষ্য করলে, এটাও তুমি দেখতে পাবে যে এখনও পর্যন্ত ধর্মীয় বিতর্কের মত এই রোগটি আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তুর্কী, ভারতবাসী, পারশ্যদেশবাসী, চীনদেশের লোক, শ্যামদেশের অধিবাসী, আর জাপানীদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই রোগের কোন পরিচয় হয় নি ; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই রোগটির সঙ্গে তারা যে পরিচিত হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বর্তমানে, রোগটি আমাদের মধ্যে বিপুলভাবে পরিক্রমা শুরু করেছে, বিশেষ করে, যে সব বাহিনীতে সুশৃঙ্খল সৈন্য রয়েছে, যারা অন্য দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গেই এই রোগের আঁতাতটা বেশী। কারণ একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যখন ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সমসংখ্যক আর একটি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তখন উভয় পক্ষের কুড়ি হাজার সেনানী এই রোগের শিকার হয়।

কাঁদিদ বলল—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো ! কিন্তু আপনাকে তো সেরে উঠতে হবে।

প্যানগ্লস বললেন—কী করে তা সম্ভব ? বন্ধু, এ বিশ্বে আমার একটি কপর্দকও নেই। ডাক্তারের ফি না দিলে যে তোমার গায়ে ছুরিটাও বসাবে না তা বোধ হয় তুমি জান।

এই শেষ কথায় কাঁদিদ বেশ দুঃখ পেল। সে ছুটলো উদারহৃদয় অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমসের কাছে ; তাঁর পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে তার বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কথা সে এমন মর্মান্তিক ভাষায় ব্যক্ত করল যে তিনি কোন রকম দ্বিধা না করেই ডঃ প্যানগ্লসকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্যে খরচ করতে রাজি হলেন। অসুখ তাঁর সারলো ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা চোখ আর একটা কান তাঁকে জন্মের মত খোয়াতে হল। তাঁর হস্তাক্ষর ভাল ছিল, সেই সঙ্গে হিসাব-নিকাশটাও তিনি ভালোভাবেই করতে পারতেন। সেই জন্যে অ্যানাবাপটিস্ট তাঁকে তাঁর হিসাব পরীক্ষকের কাজ দিলেন। দু'মাস পরে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাঁকে লিসবনে যেতে হয়েছিল। 'সেই সময় এই দু'জন দার্শনিককে তিনি জাহাজে

চাপিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে প্যানগ্লস তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রত্যেক জিনিস এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যে তার চেয়ে আরও ভাল করে তাকে তৈরি করা যেত না। এ বিষয়ে জেমস্ তাঁর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলেন না।

তিনি বললেন—মানুষ প্রথমে ছিল একেবারে নিষ্পরাধ। তারপরে, কোন কোন বিষয়ে নিশ্চয় সে সেই পথ থেকে সরে এসেছে। কারণ তারা কেউ নেকড়ে বাঘ হয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তবু তারা পরস্পরের সঙ্গে শিকারী পশুর মতই ব্যবহার করে। ঈশ্বর তাদের কুড়ি পাউন্ড ওজনের গোলাও দেন নি, সঙ্গীণ দিয়েও পৃথিবীতে পাঠান নি; কিন্তু তবু পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যে তারা এই সব তৈরি করেছে। এগুলির সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস যোগ করতে পারি। সেটি কেবল দেউলিয়া হওয়ার কথাই নয়; আইনও। এই আইন দেউলিয়াদের সম্পত্তিই কেবল গ্রাস করে না; পাওনাদারদেরও ঠকায়। সেই আইন তৈরি করেছে মানুষ।

একচক্ষু ডাক্তারটি বললেন—এসবেরও নিশ্চয় প্রয়োজন রয়েছে; কারণ, যাতে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় সেইটাই সরকারের মুনাফা বৃদ্ধি করে। সেই জন্যে ব্যক্তিগত জীবনে যত দুর্ভাগ্য নেমে আসবে জনসাধারণের সৌভাগ্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

যখন তিনি এইভাবে আলোচনা করছিলেন সেই সময় আকাশ মেঘে ঢেকে এলো, চারদিক থেকে বইতে লাগলো ঝড়ো হাওয়া। ভয়ঙ্কর একটা ঝড় এসে আক্রমণ করল জাহাজটিকে। জাহাজটি তখন লিসবন বন্দরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### ঝড় উঠলো, জাহাজ ভাঙলো; শুরু হল ভূমিকম্প। ডাক্তার প্যানগ্লস, কাঁদিদ আর জেমসের কপালে কী ঘটলো…

সমুদ্রের ওপরে ভীষণভাবে টালমাটাল খেতে লাগলো জাহাজটি। জাহাজের প্রায় অর্ধেক যাত্রী সেই ঝাঁকুনিতে জাহাজের এপাশ থেকে অন্য পাশে, আবার অন্য পাশ থেকে এপাশে গড়াতে লাগলো। এই গড়ানির দাপটে তাদের স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়লো, আধমরার মত হয়ে গেল সব। ফলে, তাদের সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেকথা চিন্তা করার মতও তাদের কোন সম্বিত ছিল না। অন্য যাত্রীরা চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে প্রার্থনা করতে শুরু করল। পালগুলি সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; মাস্তুল ভেঙে পড়লো জাহাজের ওপরে, জাহাজের খোলটা ফুটো হয়ে গেল। সবাই তখন কর্মে ব্যস্ত; কিন্তু সেই প্রচণ্ড হট্টগোলে প্রথমতঃ কারও কথা শোনা যাচ্ছিল না; দ্বিতীয়তঃ শোনা গেলেও, কেউ কারও নির্দেশ

পালন করছিল না। অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমস্ তখন ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ছিলেন বলেই, অন্য সকলের মত তিনিও জাহাজটাকে বাঁচানোর কাজে সকলের সংগে সাহায্য করছিলেন; এমন সময় একটা জানোয়ার নাবিক এসে তাঁকে এমন একখানা ঘুষি মারলো যে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজের ঘুষির ধাক্কা সামলাতে না পেরে সেই নাবিক ব্যাটাই হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে লটকে পড়লো; তারপরে, দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল একটা ভাঙা মাস্তুলের ওপরে; পড়ামাত্র মাস্তুলটাকে সে জাপটে ধরে ফেললো। সাধু জেমস্ দৌড়ে গেলেন তাকে সাহায্য করতে; আবার টেনে তুললেন তাকে; কিন্তু সেই চেষ্টায় নিজেই পড়ে গেলেন সমুদ্রের ওপরে, আর সেই নাবিকের সামনেই। কিন্তু নাবিক তাঁকে বাঁচানোর জন্যে কোন চেষ্টাই করল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল কাঁদিদ। সে দেখলো তার উপকারী বন্ধু একবার জলের ওপরে উঠছেন, আর একবার নির্মম তরংগের গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এই দেখে তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে সে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় দার্শনিক প্যানগ্লস তাকে বাধা দিয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে অ্যানা-ব্যাপটিস্ট ওইখানে ডুবে মরবেন বলেই লিসবনের তীরভূমিটিকে তৈরি করা হয়েছে। কার্য আর কারণের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায় সেটা যখন তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন এমন সময় জাহাজটি চুরমার হয়ে ভেঙে গেল; জাহাজের সবাই মারা গেল; বেঁচে রইলো কেবল কাঁদিদ আর প্যানগ্লস। আর বেঁচে রইলো সেই জানোয়ার নাবিকটি। সৎ অ্যানাব্যাপটিস্টের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার কারণ ছিল সে-ই। বদমাইশটা সাঁতারে গিয়ে তীরে উঠলো; কিন্তু ওরা দুজনে তীরে গেল একটা তক্তাকে আশ্রয় করে।

তীরে উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে, তারা লিসবন শহরের দিকে হাঁটতে লাগলো। অর্থ তাদের কাছে যৎসামান্যই ছিল। সমুদ্রে ডুবে মরার হাত থেকে বেঁচে সেই অর্থ দিয়ে অনাহারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করল তারা।

পরম উপকারী বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করারও সময় পায় নি তারা। সবেমাত্র শহরের মাটিতে পা দিয়েছে এমন সময় আর এক বিপত্তি। শুরু হল ভূমিকম্প। তাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো! ফুঁশতে লাগলো সমুদ্র। উত্তাল তরংগগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে তীরের পাশে নোঙরবাঁধা জাহাজগুলির ওপরে আছড়ে পড়লো; ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল তাদের। বড়-বড় আগুনের শিখা আর পোড়া কাঠ ছড়িয়ে পড়লো পথে-ঘাটে চারধারে। কাঁপতে লাগলো বাড়ি; দুলতে-দুলতে ভিতশুদ্ধ উপড়িয়ে পড়লো মাটির ওপরে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সব; সেই সংগে নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ ত্রিশ হাজার বাসিন্দাদের সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবন্ত সমাধি হল।

সেই নাবিকটা শিস দিতে দিতে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে বলল—যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই। এখানে কিছু পাওয়া যাবে না।

প্যানগ্লস বললেন—এই ঘটনার অনিবার্য কারণটা কী হতে পারে ?

কাঁদিদ বলল—নিশ্চয় আজ শেষ বিচারের দিন।

লুটপাট করার বাসনায় নাবিকটা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে ধ্বংসস্তূপের দিকে দৌড়ে গেল। সেখানে কিছু টাকা সে কুড়িয়ে পেল। সেই টাকা দিয়ে মদ কিনে সে খেলো। কিছুটা ঘুমানোর পরে প্রকৃতিস্থ হল। তারপরেই সে দেখল একটি কোমলস্বভাবা সুন্দরী তারই দিকে এগিয়ে আসছে। এইটিই প্রথম জীবন্ত প্রাণী যা তার চোখে পড়লো। ভেঙে-পড়া ঘরবাড়ির ভেতর দিয়ে অর্ধ সমাধিস্থ মানুষের আর্তনাদ আর মৃত ব্যক্তিদের পাশ কাটিয়ে আসছিল মেয়েটি। নাবিকটি তার অনুগ্রহ কিনে নিল টাকা দিয়ে। এমন সময় প্যানগ্লস তার জামার আস্তিনে টান দিলেন, বললেন—বন্ধুবর, এটা ঠিক ন্যায়সঙ্গত কাজ হচ্ছে না। সার্বিক নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছ তুমি। এ সময়ে ওকাজ করাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না।

নাবিকটি বলল—গোল্লায় যাও তুমি। আমি একজন নাবিক। ব্যাটাভিয়ায় আমার জন্ম। চারবার জাপানের পথে আমি গিয়েছি। চারবারই মৃত্যুকে কলা দেখিয়েছি আমি। আর তুমি আমাকে দেখাতে এসেছ সার্বিক নীতি! ওদিক থেকে আমি একেবারে ঝানটু মাল।

ভেঙে পড়ার সময় বাড়ি থেকে কয়েকটা পাথরের টুকরো কাঁদিদের গায়ে এসে লেগেছিল। তাতেই বেচারা রাস্তার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল। বালি-চুণ-সুরকি এসে প্রায় ঢেকে দিয়েছিল তাকে।

সে প্যানগ্লসকে বলল—ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে একটু মদ আর তেল দিন। আমি মরে যাচ্ছি।

প্যানগ্লস বললেন—মাটিতে মাটিতে প্রবল ঘর্ষণ নতুন কিছু নয়। আমেরিকার লিমা শহরেও গত বছর এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। একই কারণ, একই ঘটনা। লিমা থেকে লিসবন পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ সমস্ত পথের ওপরে নিশ্চয় সালফার বোঝাই একটা ট্রেন যাতায়াত করছে।

কাঁদিদ বলল—এর চেয়ে বেশী সম্ভব আর কী হতে পারে? কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তেল আর একটু মদ দিন।

দার্শনিক বললেন—সম্ভব! এটা যে সত্যি তা আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব।

এই শুনেই মূর্ছা গেল কাঁদিদ। পাশাপাশি একটা ঝর্ণা থেকে প্যানগ্লস তাকে একটু জল এনে দিলেন।

পরের দিন, খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার পেয়ে তাদের ক্লান্ত শরীরটাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করলো। তারপরে, আহত আর বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করার জন্যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল। তাদের এই মানবতার জন্যে স্থানীয় লোকেরা

পরিবর্তিত অবস্থায় যেটুকু সম্ভব সেই রকম খাবার তাদের খেতে দিল। সে খাবারও বিশেষ একটা খারাপ নয়। এই খাবার স্থানীয় লোকদের কাছে সত্যিই বড় দুঃখজনক। চোখের জলে তাদের নিজেদের খাবারও ভিজে যাচ্ছিল; কিন্তু এ ছাড়া অন্য ঘটনা যে ঘটতে পারত না সেই কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বলে সেই দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে প্যানগ্লস স্থানীয় অধিবাসীদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি বললেন—কারণ, এই যা ঘটলো তার সবটাই ভালোর জন্যে; মানে, সবচেয়ে ভালোর জন্যে। কারণ, লিবসনে যদি কোন আগ্নেয়গিরি থাকে, তাহলে সেই আগ্নেয়গিরি অন্য কোথাও থাকবে না। কারণ, যা রয়েছে তা না থাকাটা অসম্ভব। এই থেকে বোঝা যায় যে সব জিনিসেরই শেষ পরিণতি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো।

কালো পোশাক পরে বেঁটেখাটো একটি লোক তাঁর পাশে বসেছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, রোমান ক্যাথলিক বিচারশালার একজন সরকারী কর্মচারী তিনি। এই মানুষটি তাঁর কথা শুনে, অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে বললেন—প্রিয় মহাশয়, আমাদের আদিম পাপে আপনি সম্ভবতঃ বিশ্বাসী নন। সব জিনিসই যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহলে মানুষের পতন হতো না, অথবা, মানুষের ওপরে শাস্তিও নেমে আসতো না।

আরও বিনীতভাবে প্যানগ্লস বললেন—ইয়োর একসেলেনসী, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, মানুষের পতনই বলুন, আর সেই পতনজনিত শাস্তিই বলুন বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে।

সেই কর্মচারিটি বললেন—অর্থাৎ, মানুষের যে একটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রয়েছে তা আপনি বিশ্বাস করেন না।

প্যানগ্লস বললেন—ইয়োর একসেলেনসী, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে অনিবার্য প্রয়োজনেব কোন বিরোধ নেই। কারণ. স্বাধীনতা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ছিল; কারণ তারই মধ্যে ইচ্ছাশক্তি—

প্যানেগ্লস তাঁর বক্তব্যটি বুঝিয়ে বলছিলেন এমন সময় সেই মানুষটি তাঁর একটি চাকরকে ইশারা করলেন। চাকরটি তাঁকে এক গ্লাস পোর্ট মার্কা মদ দিচ্ছিল।

## ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প বন্ধ করার জন্যে পর্তুগীজরা অধিবাসীদের পুড়িয়ে মারার একটি অপূর্ব আয়োজন করল ; কাঁদিদকে কেমন করে বেত্রাঘাত করা হল

লিসবন শহরের চার ভাগের তিন ভাগ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেল। তারপরে সেই দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা একটা মজলিসে বসলেন। সমস্যাটা হল দেশটিকে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে কেমন করে বাঁচানো যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে সেই প্রকল্পটিকে সার্থক করার জন্যে প্রকাশ্যে নাস্তিকদের পুড়িয়ে মেরে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার চেয়ে বেশী কার্যকরী পন্থা তাঁদের কাছে আর নেই। কয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বিরাট আড়ম্বর আর অনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকজন লোককে অল্প আগুনে পুড়িয়ে মারাই হচ্ছে ভূমিকম্প বন্ধ করার অবিসংবাদিত উপায়।

সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা বিসকার সমুদ্রোপকূলের একটি লোককে পাকড়ালো। লোকটি তার ধর্মমাকে বিয়ে করেছিল। সেই সঙ্গে তারা ধরে আনলো দুজন পর্তুগীজকে। তাদের অপরাধ হচ্ছে নুন দিয়ে জারানো শুয়োরের চর্বি মাখানো বাচ্চা মুরগীর মাংস খেতে খেতে তারা মুরগীর পিঠের মাংসটা তুলে ফেলে দিয়েছিল। খানাপিনার পরে তারা এসে ডাক্তার প্যানগ্লস আর তাঁর শিষ্য কাঁদিদকে ধরে নিয়ে গেল। প্যানগ্লসকে ধরে নিয়ে গেল তাঁর মনের কথা খোলাখুলিভাবে বলার জন্যে ; আর কাঁদিদকে পাকড়ানো হল প্যানগ্লসকে সমর্থন করছে এই সন্দেহে।

তাদের প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরগুলি খুবই আতপবর্জিত অর্থাৎ ঠান্ডা। বাইরে থেকে সূর্য ঢুকে সেই ঘরের শীতলতা নষ্ট করতে পারে নি। আটদিন পরে তাদের সকলের গায়ে অপরাধীর পোশাক জড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের মাথার ওপরে বসানো হল কাগজের তৈরি পাদরীদের মুকুট। কাঁদিদের মাথার টুপীতে আর গায়ের পোশাকে অগ্নিশিখা এঁকে দেওয়া হল। শিখার মুখগুলি নিচের দিকে। সেই সঙ্গে এঁকে দেওয়া হল কয়েকটি শয়তানের বাচ্চার মূর্তি। এগুলির লেজ আর নখ কিছুই ছিল না। কিন্তু প্যানগ্লসের পোশাকে যে সব শয়তান বাচ্চাদের ছবি আঁকা ছিল তাদের লেজ আর নখ দুটিই ছিল, আর আগুনে শিখাগুলির মুখ ছিল ওপরের দিকে।

এই জাতীয় পোশাকে অপরাধীদের সুসজ্জিত ক'রে দলবদ্ধ হয়ে তারা কদম-কদম এগিয়ে গেল। তাদের আত্মার যাতে সংগতি হয় এই উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রার সময় করুণ

কণ্ঠে প্রার্থনা করা হল। সেই শব্দ তাদের কানে গেল। প্রার্থনার পরে শুরু হল সুরেলা কণ্ঠে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ। সেই সুরের তালে তালে বেত মারা হল কাঁদিদকে। বিসকা উপসাগরের লোকটিকে আর যে দুটি লোক শুয়োরের মাংস খেতে রাজি হয়নি তাদের পুড়িয়ে মারা হল। যদিও এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফাঁসি দেওয়াটা সাধারণ রীতি বলে গণ্য হতো না তবু ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল প্যানগ্লসকে। সেই দিনই আর একটি ভূমিকম্প হল; আগের চেয়ে আরও ভীষণ—যাকে বলা হয় ভীষণতম। ক্ষয় আর ক্ষতিও হল সেই অনুপাতে চরম।

অবাক, বিস্ময়াবিভূত হয়ে গেল কাঁদিদ; শুধু তাই নয়; ভয়ে হতভম্ব হয়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটা তার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে কাঁপতে নিজেকেই নিজে সে বলল—এই যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হয় তাহলে, অন্য সবাই কী অপরাধ করল? আমাকে যদি কেবলমাত্র বেত্রাঘাতই করা হতো তাহলে বুলগেরিয়ানদের মধ্যে আমি যে রকম সহ্য করেছিলাম এখানেও সেই রকমই সহ্য করতাম। কিন্তু হায়রে প্রিয় প্যানগ্লস, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক! তোমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলে মৃত্যু বরণ করতে হল, এ-ও দেখার জন্যে আমি বেঁচে রইলাম! আর কেন তোমাকে ওরা হত্যা করলো তাও আমি জানতে পারলাম না! হায় অ্যানাব্যাপটিস্ট, উদার, শ্রেষ্ঠ মানুষ! এই বন্দরে তুমিও এইভাবে ডুবে মারা গেলে—তাও আমাকে দেখতে হল! হায় মিস কুঁনিগুঁ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যুবতী, তোমাকেও শেষ পর্যন্ত এমন সব শত্রুদের হাতে পড়তে হল যারা তোমার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি সব বার করে দিল!

যেখানে তাকে ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়েছিল, বেত মারা হয়েছিল, পাপ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল আর আশীর্বাদ করা হয়েছিল সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারলো সে পালিয়ে এল। পথে একটি বৃদ্ধা তার সামনে এসে বলল—বৎস, সাহসী হও; আমার পিছু পিছু এস।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

## বৃদ্ধার বাড়িতে কাঁদিদের যত্ন আর পরিচর্যা, প্রিয়তমাকে সে খুঁজে পেলো কেমন ক'রে

সাহস সে সংগ্রহ করতে পারেনি বটে; কিন্তু বৃদ্ধাটিকে সে অনুসরণ করেছিল। অনুসরণ করতে-করতে সে এসে হাজির হল একটি জীর্ণ বাড়িতে। সেখানে এসে ক্ষতস্থানে মালিশ করার জন্যে বৃদ্ধাটি তাকে এক বাটি মলম দিল। একটি পরিপাটি বিছানা করে দিল তাকে। বিছানার কাছে আলনার গায়ে যে সব পোষাক ঝুলছিল সে গুলিও তাকে পরতে বলল। তারপরে, তার সামনে খাদ্য আর পানীয় রেখে গেল।

বৃদ্ধাটি বলল—এখন তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমোও। আমাদের পুণ্যবতী অ্যাটোকার লেডী, পাদুয়ার মহান সাধু অ্যানটনী, আর কমপোসটেলার মহামান্য সেণ্ট জেমস্ তোমাকে রক্ষা করুন। আমি আবার কাল আসবো।

এ-ক'দিন ধরে সে যা দেখেছিল আর যে যন্ত্রণাভোগ করেছিল তাতে কাঁদিদ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল; বৃদ্ধাটির যে বদান্যতা আর মহানুভবতা সে এখন দেখলো তাতে সে আরও হতভম্ব হয়ে গেল। একবার মনে হল, বৃদ্ধার হাতে চুম খেয়ে সে তার কৃতজ্ঞতা জানাবে।

বৃদ্ধাটি বল—আমার হাতে চুম খাওয়ার দরকার নেই তোমার। পিঠে মলমটা ভাল করে মালিশ করো। তারপরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

এত বিপর্যয়ের পরেও কাঁদিদ খেলো; এবং তারপরে ঘুমালো। পরের দিন সকালে বৃদ্ধাটি তার প্রাতরাশ নিয়ে এল; পিঠটা পরীক্ষা করে নিজেই আর একটা মলম তার পিঠে ঘষে দিল। যথাসময়ে ফিরে এল বৃদ্ধা; সঙ্গে নিয়ে এল তার দিনের বেলার খাবার। রাত্রিতে আবার সে এল; সঙ্গে নিয়ে এল রাত্রির খাবার। পরের দিনও সে একই কাজ করল।

কাঁদিদ তাকে জিজ্ঞাসা করল—কে আপনি? কোন্ দেবতা আপনার হৃদয় এত করুণায় ভরিয়ে দিয়েছেন? এর প্রতিদান আমি আপনাকে কী দেব?

সেই করুণা বৃদ্ধাটি চুপ করে রইলো। যাকে বলে একেবারে নিশ্চুপ। সন্ধ্যেবেলা সে ফিরে এল; কিন্তু সঙ্গে কোন খাবার আনলো না।

সে বলল—আমার সঙ্গে এস; কিন্তু কোন কথা বলো না।

সে কাঁদিদের হাত ধরে সিকি মাইল দূরে একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে গেল একটি নির্জন বাড়িতে। বাড়ির চারপাশে পরিখা আর বাগান। বৃদ্ধাটি একটি ছোট দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে গেল। সে কাঁদিদকে পেছনের দুটি সিঁড়ি পার করে একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি বেশ ভালো করে সাজানো। দামী দামী আসবাব ছিল সেখানে। বৃদ্ধাটি তাকে একটি সোফার ওপরে বসিয়ে তার মুখের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। একটা স্বপ্নের ঘোরে অতীতচারণা করতে লাগলো কাঁদিদ! অতীত জীবন তার কাছে মনে হল একটা দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার জীবন হয়ে উঠেছে সুন্দর, খুবই আরামের।

বৃদ্ধাটি তাড়াতাড়িই ফিরে এল। একটি যুবতীকে অনেক কষ্টে ধরে ধরে নিয়ে এল ভেতরে। যুবতীটির পা টলছিল। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার চেহারাটি বেশ অভিজাত, দীর্ঘাঙ্গিনী; পোশাক বেশ দামী; হীরের গয়না চকচক্ করছে দেহে। মুখে তার একটা ঘোমটা!

বৃদ্ধাটি কাঁদিদকে বলল—ঘোমটা খুলে দাও।

কাঁদিদ তার সামনে এগিয়ে গেল ; তারপরে কম্পিত হাতে ঘোমটা খুলে দিল তার। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আশ্চর্য! মনে হল, সে যেন মিস কুনিগুন্দকেই সামনে দেখছে! তাকেই সে দেখলো ; হ্যাঁ, সত্যিই! মিস কুনিগুন্দই বটে। সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো! একটা কথাও মুখ থেকে বেরোল না তার! সে তার পায়ের ওপরে পড়ে গেল। সোফার ওপরে কুনিগুন্দ মূর্চ্ছা গেল। বৃদ্ধাটি তাদের নাকের ওপরটা স্পিরিট দিয়ে ঘষে দিতেই তাদের জ্ঞান আর শক্তি ফিরে এল। তার পরে তারা কথা বলতে শুরু করল। প্রথমে তারা ভাঙা-ভাঙা কথায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। তাদের প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল আর আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়তে লাগলো মাঝে মাঝে। তারা যাতে কম গোলমাল করে তাই চেয়েছিল বৃদ্ধাটি। কিন্তু তাদের সামাল দিতে না পেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—হায় ঈশ্বর! তুমিই? আমি কি মিস কুনিগুন্দকে দেখছি আর দেখছি জীবিতা অবস্থায়? পর্তুগালে তোমাকে কি আবার আমি খুঁজে পেলাম? তাহলে, তোমার ওপরে তারা বলাৎকার করে নি? তাহলে, তারা তোমার পেট কেটে ফেলে নি? দার্শনিক প্যানগ্লস তো আমাকে সেই সংবাদই দিয়েছিলেন!

মিস কুনিগুন্দ বললেন—সত্যিই, তারা তা করেছিল। কিন্তু এই দুজাতীয় দুর্ঘটনায় মানুষ যে মারা যাবেই সেকথা সব সময় সত্যি হয় না।

কিন্তু তোমার বাবা মা নিহত হয়েছেন?

হ্যাঁ। সংবাদটা সত্যি,—এই বলে সে কেঁদে ফেললো।

এবং তোমার ভাই?

এবং, আমার ভাই-ও নিহত হয়েছে।

তুমি এখানে এলে কী করে? আর আমি যে এখানে রয়েছি তাই বা তুমি কেমন করে জানলে? আর কী অদ্ভুত কৌশলে তুমি আমাকে এই বাড়িতে আনালে?

মিস কুনিগুন্দ বলল—তোমাকে আমি সব বলবো। তুমি যেদিন আমাকে নিরপরাধ একটি চুম্বন দিয়েছিলে এবং যার ফলে, নির্মম লাথি খেয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে সেদিন থেকে কী কী দুর্ভাগ্যের মধ্যে তুমি পড়েছিলে সে সব কথা আগে তুমি আমাকে বল।

মিস কুনিগুন্দর নির্দেশ, অথবা, অনুরোধ সে অবনত মস্তকে মেনে নিল। তখনও তার হতভম্ব ভাবটা একেবারে কেটে যায় নি বটে, যদিও তার স্বর নির্জীব হয়ে কাঁপছিল, যদিও তার পিঠে তখনও বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল তবু এই অন্তর্বর্তীকালে তার জীবনে যে সব ঘটনা আর দুর্ঘটনা ঘটেছিল সে-সব কথা আনুপূর্বিক সে তার

কাছে বর্ণনা করল, যাকে বলে একেবারে নির্ভেজাল, নিখাদ স্মৃতিচারণা। সে যখন সৎ উদার অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমসের মৃত্যুর কথা বলল, প্যানগ্লসের ফাঁসির সংবাদ দিল তখন কুঁনিগুঁ স্বর্গের দিকে তার চোখ দুটি তুলে ধরলো। সেই চোখ দুটি তার তখন জলে ভিজে গিয়েছে। তারপরে, কাঁদিদের কাছে সে তার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বলল। কাঁদিদ তার একটি কথাও না শুনে পারে নি; যখন সে কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল কাঁদিদ চোখ দিয়ে গিলছে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

## কুঁনিগুঁর কাহিনী

'বিছানায় শুয়ে আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম এমন সময় ঈশ্বর করুণা করে বুলগেরিয়ানদের আমাদের সুন্দর দুর্গ থানডার-টেন-ট্রনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা আমার বাবা আর ভাইকে হত্যা করল, কুঁচিয়ে ফেললো আমার মাকে। একটি দীর্ঘাঙ্গি বুলগেরিয়ান সেনানী দেখলো যে সেই দৃশ্য দেখে আমি মূর্ছিতা হয়ে পড়েছি। এই দেখে সে আমার ওপরে বলাৎকার করার চেষ্টা করল। বলাৎকার করার সময়েই আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি চিৎকার করলাম, ধস্তাধস্তি করলাম, কামড়ে দিলাম, আঁচড়ে দিলাম। আমি সেই দীর্ঘাঙ্গি সেনানীটির চোখ দুটোও হয়ত উপড়ে ফেলতাম! তখন আমি জানতাম না যে আমার বাবার দুর্গে যা ঘটেছে সেটাই হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা, সেই বর্বর সেনানীটা তার ছোরা দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করল। সেই দাগ এখনও আমার কোমরে রয়েছে।

যতখানি সরল মানুষ হ'তে পারে সেই রকম সরল মনে কাঁদিদ বলল—আশা করি সে দাগ আমি দেখবো।

নিশ্চয়। কিন্তু এখন আমাকে বলতে দাও।

হ্যাঁ; বল।

সে বলে গেল—একজন বুলগেরিয়ান ক্যাপ্টেন এসে আমার ঘর্মাক্তরক্তাক্ত দেহটা দেখলো। সেনানীটি তখনও তার কাজে ব্যস্ত ছিল। কেউ যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। তাকে কোন সম্মান দেখালো না দেখে ক্যাপ্টেন রেগে তরোয়ালের এক কোপে আমার বুকের ওপরে শায়িত সেই সেনানীটিকে কেটে ফেললো। তারপরে আমাকে চিকিৎসা করে সারালো। সেরে ওঠার পরে, যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। তার যে সব সামান্য জামাকাপড় ছিল সেগুলি আমি কাচতাম, রান্না করে দিতাম তার। সে মনে করত আমি খুবই সুন্দরী—তার কথাটা সত্যি। তার চেহারাটা ভালই ছিল তাও আমি অস্বীকার করছি নে। সাদা নরম দেহের চামড়া; কিন্তু সে খুবই বোকা ছিল;

কিন্তু দর্শনের কিছুই সে জানতো না। স্পষ্টই বোঝা গেল, ডক্টর প্যানগ্লসের কাছে সে লেখাপড়া শেখেনি। তিন মাসের মধ্যে তার সমস্ত টাকাই সে উড়িয়ে ফেললো ; তারপরে আর আমাকে তার ভাল না লাগায়, সে আমাকে একজন ইহুদীর কাছে বেচে দিল। ইহুদীটির নাম ডন ইশাচার। লোকটির হল্যান্ড আর পর্তুগালে ব্যবসা ছিল ; মেয়েদের ওপরে তার মোহ ছিল বড় বেশী। এই ইহুদীটি আমার সঙ্গে সত্যিই বেশ ভাল ব্যবহার করেছিল। তার আশা ছিল আমার অনুগ্রহ সে লাভ করতে পারবে। কিন্তু আমার ওপরে সে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। একটি ভদ্র মেয়ের ওপরে একবার ধর্ষন করা যেতে পারে ; কিন্তু তার ফলে, তার নৈতিক উৎকর্ষ আরও বেড়ে যায়। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমাকে সে এইখানে নিয়ে এসেছে। আগে আমি বিশ্বাস করতাম আমাদের মত সুন্দর দুর্গ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই ; কিন্তু এখন সে ভুল আমার ভেঙেছে।

'ধর্মীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি একদিন প্রার্থনাসভায় আমাকে দেখেছিল। তারপরে যতক্ষণ প্রার্থনা চলছিল ততক্ষণই সে আমার দিকে তেরচা চোখে তাকিয়েছিল। প্রার্থনাসভা শেষ হলে, সে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে জানালো যে বিশেষ কোন গোপন ব্যাপারে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমাকে তার প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমার পিতৃ পরিচয় তাকে আমি দিলাম। অত বড় বংশের মেয়ে হয়ে একজন ইহুদীর রক্ষিতা হয়ে থাকাটা আমার পক্ষে যে কতটা অপমানজনক সেই কথাটা আমাকে সে বলল। লর্ডশিপের হাতে আমাকে দেওয়ার কথা ইশাচারকে সে লোক দিয়ে বলালো। ইশাচার ছিল সরকারের ব্যাঙ্কার, পয়সাওয়ালা মানুষ। তাকে সহজে টোপ গেলানো গেল না। প্রধান বিচারপতি তাকে এই বলে ভয় দেখালো যে তার প্রস্তাবে রাজি না হলে তাকে বিধর্মী বলে পুড়িয়ে মারা হবে। মোট কথা, আমার মনিব ইহুদিটিকে ভয় দেখিয়ে একটা আপসরফায় আনা হল। দুজনের মধ্যে ঠিক হল যে আমি দুজনেরই হেফাজতে থাকবো। ইহুদী আসবে সোমবার, বুধবার আর স্যাবাথের দিনে, আর প্রধান বিচারপতি আসবে সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে। এই ব্যবস্থাই ছ'মাস চলছে, তবে তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে যে বিবাদ বাঁধতো সেকথা সত্যি। শনিবার রাত্রি থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত মোশীয় অনুশাসনের অন্তর্গত, না, নবসন্ধির ( বাইবেলের ) অন্তর্গত এই নিয়েই বিবাদ। আমার দিক থেকে এতদিন দুজনকেই আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। আর সেই কারণেই ওরা দুজনেই এখনও আমাকে ভালোবাসে।

'অবশেষে, ভূমিকম্পের প্রকোপ থেকে দেশবাসীদের বাঁচানোর জন্যে এবং ইশাচারকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে, প্রধান বিচারপতি একটি বিধর্মী নিধন যজ্ঞের আয়োজন করল। সেই অনুষ্ঠানে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বসার জন্যে

ভালো জায়গাও একটা আমি পেয়েছিলাম। খ্রীষ্টযাগের অনুষ্ঠান আর হত্যার মাঝখানে মহিলাদের জলযোগ করতে দেওয়া হয়েছিল। দুজন ইহুদীকে আর বিসকার লোকটিকে পুড়িয়ে মারতে দেখে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। সৎ বিসকার লোকটি তার ধর্মমাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু প্যানগ্লসের মত দেখতে একটি লোককে অপরাধীর পোশাক আর পাদরীদের মুকুট পরে থাকতে দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, সেই সঙ্গে আতঙ্কিত হলাম; দুর্ভাবনাতেও পড়লাম বেশ। চোখ দুটো রগড়ে বারবার তাঁর দিকে তাকাতে লাগলাম। চোখের ওপরে দেখলাম তাকে ফাঁসি দেওয়া হল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরে আসতে না-আসতেই দেখলাম তুমি উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তখন যে কী ভয়, দুঃখ আর হতাশায় আমি ভেঙে পড়লাম তা আর আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সত্যিই আমি স্বীকার করছি যে তোমার গায়ের চামড়া সেই বুলগেরিয়ান ক্যাপ্টেনের চেয়েও অনেক ফর্সা, এবং অনেক বেশী মনোহর। চিৎকার করে উঠলাম আমি। বলতে যাচ্ছিলাম—'বর্বররা, থামো, থামো!' কিন্তু তখন আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। তাছাড়া, তখন চিৎকার করেও কোন লাভ হতো না। তোমাকে প্রচণ্ড প্রহার করার পরে আমি নিজের মনেই বললাম—'সেই সুন্দর কাঁদিদ আর বিজ্ঞ প্যানগ্লস লিসবনে এলেন কেমন করে? তাদের মধ্যে একজন খাবেন একশটা চাবুক, আর একজন প্রাণ হারাবে ফাঁসির দড়িতে। আর সেই শাস্তি দিয়েছেন মহান প্রধান বিচারক; আর আমি হচ্ছি তাঁর প্রিয় রক্ষিতা? ভাবলাম, 'বিশ্বে যা ঘটছে তাই ঠিক এবং উত্তম' এই কথা বলে প্যানগ্লস নির্মম ভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন।

'এইভাবে কখনও উত্তেজিত, কখনও বা হতভম্ব হয়ে, কখনও বা বিকৃতমস্তিষ্ক, কখনও বা মস্তিষ্ক হারিয়ে, আবার কখনও দুঃখে উন্মাদ হয়ে মনে মনে অনেক কথা আমি ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম বাবা, মা আর ভাইকে হত্যার কথা; ভাবতে লাগলাম সেই বর্বর বুলগেরিয়ান সৈনিকটির কথা, আমার কোমরে সে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেই কথা; বুলগেরিয়ান ক্যাপ্টেনের ঘরে আমি যে বালিকা রাঁধুনীর কাজ করেছিলাম সেই কথা; ভাবছিলাম বদমাইশ ডন ইশাচার, আর নিষ্ঠুর বিচারপতির কাছে আমি যে বাঁদীর জীবন কাটাচ্ছি সেই কথা, ভাবছিলাম ডক্টর প্যানগ্লসের ফাঁসির কথা, ভাবছিলাম তোমার চাবুক খাওয়ার কথা। ভাবছিলাম পর্দার আড়ালে যেদিন তোমাকে আমি শেষ চুমু খেয়েছিলাম সেদিনের কথা। এতদিন পরে আমি যেখানে রয়েছি সেইখানে তুমিও যে এসেছ সেই জন্যে ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। আমার ওই বুড়ী দাসীটিকে বলে দিলাম ও যেন যত শীঘ্র পারে তোমাকে নিয়ে আসে। আমার নির্দেশ সে ভালোভাবেই পালন করেছে। এখন এখানে তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে. আর তোমার সঙ্গে কথা বলে

আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি সে কথা তোমাকে আর কী বলবো ? কিন্তু এখন নিশ্চয় তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আমারও ক্ষিদে কম পায়নি। সুতরাং এখন খাবে চল।

এর পরে কালবিলম্ব না করে এই দুটি প্রেমিক প্রেমিকা খেতে বসলো। খাওয়া-দাওয়ার পরে পূর্বোক্ত সেই অপরূপ সোফার উপরে দুজনে গিয়ে বসলো তারা। এমন সময় নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘরে ঢুকলো বাড়ির একজন মালিক ডন ইশাচার। দিনটা ছিল স্যাবাথ, অর্থাৎ ইহুদীদের বিশ্রামের দিন। সে এসেছিল আনন্দ করতে, আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জানাতে তার ভালবাসা।

### নবম পরিচ্ছেদ

## কুঁনিগুঁ, কাঁদিদ, প্রধান বিচারপতি আর ইহুদী—এদের কী হল

ব্যাবিলন পরাধীন হওয়ার পরে ইস্রায়েলে যে সব ইহুদি বাস করতো ইশাচার ছিল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বদরাগী।

সে রেগে বলল—বলি, ব্যাপারটা কী, গ্যালিলীর কুকুরী লর্ড ইনকুইজিটর [ প্রধান বিচারপতি ] আসছেন ; তাতেও তোমার আশ মিটছে না! আবার অংশীদার হিসাবে এই রাসকেলটাকে ঘরে ডেকে এনেছ ?

এই বলেই একটা বেশ বড় গোছের ছোরা সে কোমর থেকে টেনে বার করল। এই ছোরাটা সে সব সময় সঙ্গে নিয়ে বেরোত। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে যে কোন অস্ত্র থাকতে পারে সে-কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। তাই বিপুল বিক্রমে সে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু বৃদ্ধাটি তাকে যে সব পরিচ্ছদ দিয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের সৎ ওয়েস্টফালিয়ার যুবকটি সুন্দর একটি তরোয়ালও পেয়েছিল। কাঁদিদ সেই তরোয়ালটি খুলে দাঁড়ালো। তার চরিত্র খুবই নম্র আর যুবক হিসাবে তার মেজাজটিও মিষ্টি ছিল সেকথা সত্যি ; কিন্তু তার মধ্যেও যে বীরত্ব কম ছিল না সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। সেই তরোয়াল সোজা সে ইহুদীর ওপরে বিপুল বিক্রমে বসিয়ে দিল। ছটফট করতে করতে ইহুদীটি সুন্দরী কুঁনিগুঁর পায়ের কাছে মাটির ওপরে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লো।

চিৎকার করে উঠলো কুঁনিগুঁ—হোলি ভার্জিন! এবার আমাদের অবস্থা কী হবে ? আমার ঘরে একটা মানুষ খুন হল! শান্তিরক্ষকরা যদি এসে পড়ে তাহলেই আমাদের দফা রফা।

কাঁদিদ বলল—প্যানগ্লসকে ওরা যদি ফাঁসি দিয়ে মেরে না ফেলতো তাহলে, এই বিপদে তিনি আমাদের যথেষ্ট ভালো উপদেশ দিতে পারতেন ; কারণ দার্শনিক

হিসাবে তিনি বেশ বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু যেহেতু বর্তমানে তিনি এখানে নেই, এস আমরা বৃদ্ধা মহিলাটির উপদেশ গ্রহণ করি।

মহিলাটি সত্যিই বেশ বুদ্ধিমতী। সে কুনিগুণ্ডকে এ বিষয়ে যথোচিৎ উপদেশও দিচ্ছিলো। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ আর একটা দরজা খুলে গেল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। তারই ফলে, পঞ্জিকামতে রবিবার শুরু হওয়ার কথা। চুক্তির বলে, এই সময়টা লর্ড ইনকুইজিটরের। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন বেত্রাহত কাঁদিদ খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; তারই সামনে মেঝের ওপরে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে লম্বা হয়ে। ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল কুনিগুণ্ড ; বৃদ্ধাটি তখনও তাকে উপদেশ দিচ্ছিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে, হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল কাঁদিদের মাথায়।

সে ভাবলো—এই সৎ এবং ধার্মিক মানুষটি যদি বাইরে থেকে কোন সাহায্য চান, তাহলে, নিঃসন্দেহে তারা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে, আর সম্ভবত মিস কুনিগুণ্ডর অবস্থাও আমার চেয়ে ভাল হবে না। তাছাড়া, আমার এই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের জন্যে এই লোকটাই দায়ী। এ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার হাত এখন রক্তে লাল হয়েছে। অতএব, আর দ্বিধা করার সময় নেই।

সমস্ত চিন্তাধারাটি তার পরিষ্কার এবং ঝরঝরে। কোন অংশে তার ঝাপসা বলে কিছু ছিল না। ইনকুইজিটরকে তাঁর হতভম্বভাব কাটানোর জন্যে বিন্দুমাত্র সময় না দিয়েই, সে তার তরোয়ালটা তুলে এক কোপ বসিয়ে দিল তাঁর দেহে, ইনকুইজিটরের দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে গেল ইহুদীর পাশে।

কুনিগুণ্ড চিৎকার করে উঠলো—হায় ঈশ্বর! আর একটা সুন্দর কাজ! এখন আমাদের আর বাঁচার পথ রইলো না। নাস্তিক বলে, বিধর্মী বলে ওরা আমাকে কোতল করবে। আমাদের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, তোমার মত এমন স্নিগ্ধ মেজাজের মানুষ কেমন করে দু'মিনিটের মধ্যে একজন ইহুদী আর একজন প্রধান যাজককে হত্যা করে ফেললে।

কাঁদিদ বলল—সুন্দরি, মানুষ প্রেমে পড়লে হিংসুটে হয়ে ওঠে। তার ওপরে সে যখন ধর্মীয় আদালতে চাবুক খায় তখন সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

বৃদ্ধাটি তখন মুখ ফোটালো।

সে বলল—আস্তাবলে তিনটে বেশ তাজা ঘোড়া রয়েছে। তাদের জিন, আর লাগাম রয়েছে অনেক। আমাদের বীর কাঁদিদ সেগুলিকে তৈরি করুন। মাদামের রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে। চলুন, আমরা এখনই তাদের পিঠে গিয়ে চড়ি। আমার তো একটা মাত্র পাছা। আমরা সব কাডিজের দিকে পালিয়ে যাই চলুন। আজকের আবহাওয়াটা বড় চমৎকার! ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রাত্রিতে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যেতে কী ভালোই না লাগে!

আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সময় নষ্ট না করে, কাঁদিদ ঘোড়াগুলির পিঠে জিন ছড়িয়ে দিল। তারপরে, মিস কুঁনিগুঁ, বৃদ্ধা, আর সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লো। ত্রিশ মাইলের আগে তারা আর কোথাও থামে নি। তারা যখন পথের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে দৌড়ে চলেছে এমন সময় যাজকরা সেই ঘরে এসে ঢুকলো। লর্ড ইনকুইটিজর অর্থাৎ ধর্মীয় আদালতের প্রধান বিচারপতির মৃত-দেহটির সৎকার করা হল মহা আড়ম্বরের সঙ্গে আর ইহুদী ইশাচারের দেহটিকে ফেলে দেওয়া হল গোবরের গাদায়।

এরই ভেতরে ওরা তিনজন অ্যারসেনা শহরে গিয়ে পেঁাচেছে। সিয়েরা মোরেনার পাহাড়ের ওপরে ছোট এই শহরটি। সেইখানে পেঁাছে একটি সরাইখানার ভেতরে বসে নিম্নলিখিত আলোচনা করল তারা।

### দশম পরিচ্ছেদ

## কী রকম বিপদাপন্ন অবস্থায় কুঁনিগুঁ কাঁদিদ এবং বৃদ্ধাটি কাডিজে হাজির হল ; এবং তাঁদের সমুদ্রযাত্রা

কাডিজে পেঁাছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো কুঁনিগু ; আমার ওই সব স্বর্ণমুদ্রা আর হীরেগুলি চুরি করল কে? আমরা এখন কেমন করে বাঁচবো? আমাকে আরও অর্থ দেবে এমন ইনকুইজিটর আর ইহুদীদের আমি কোথায় পাব?

বৃদ্ধাটি বলল—হায়, হায়! আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে একাজ সেই ফ্রানসিসক্যান পাদরী বাবার। বাদাজোস-এ তিনিই তো গত রাত্রিতে আমাদের সঙ্গে একই সরাইখানায় ঘুমিয়েছিলেন। ঈশ্বর না করুন, আমি যেন অন্যায়ভাবে কারও ঘাড়ে দোষ না চাপাই ; কিন্তু গত রাত্রিতে পাদরী বাবা দু'বার আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন ; এবং সকালে আমাদের আগেই সরাইখানা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

কাঁদিদ বলল—হায় হায়! প্যানগ্লস আমার কাছে প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে এই বিশ্বের সব জিনিসের ওপর সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। সেই সব জিনিস ভোগ করার অধিকারও রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের। কিন্তু এই নীতি অনুসারে, আমরা যাতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারি সেরকম কিছু জিনিস পাদরীবাবারও আমাদের জন্যে রেখে যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সুন্দরি কুঁনিগুঁ, সত্যিই কি তোমার কাছে কিছু নেই?

সে বলল—না। একটি কপর্দকও নেই।

তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?—ভেঙ্গে পড়লো কাঁদিদ।

বৃদ্ধাটি বলল—একটা ঘোড়া বেচে দাও। আমার তো একটা মাত্র পাছা, আমি মাদামের পেছনে চেপে বসবো। এইভাবেই আমরা কাডিজে পেঁছে যাব। নিশ্চিন্ত থাকো।

সেই সরাইখানায় সেণ্ট বেনিডিক্টের সম্প্রদায়ভুক্ত একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। ঘোড়াটি তিনি বেশ সস্তাতেই কিনে নিলেন। দুটি ঘোড়ার পিঠে তিনজনে তারা বেরিয়ে পড়লো। লুসিনা, কেলাস এবং লেব্রিজার ভেতর দিয়ে অবশেষে তারা এসে পেঁছিলো কাডিজে। তারা গিয়ে দেখলো, শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক, প্যারাগুয়ের যীশুসংঘীদের টাইট দেওয়ার জন্যে একটি রণতরী প্রস্তুত হচ্ছে; পদাতিক বাহিনী জড়ো হচ্ছে মার্চ করে। স্পেন আর পর্তুগালের রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে যীশুসংঘীরা প্যালেস্টাইন শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সব ভারতীয় সম্প্রদায় বাস করতো তাদের নাকি মদৎ দিচ্ছে—এই হচ্ছে তাদের অপরাধ। কাঁদিদ আগেই বুলগেরিয়ান বাহিনীতে কাজ করেছিল। এখন সেই ছোট সেনাবাহিনীর সেনাপতির সামনে সে এমন দক্ষতার সংগে কুচকাওয়াজ করলো যে সেনাপতি খুশি হয়ে তাকে একটি পদাতিক বাহিনীর ক্যাপটেন করে দিলেন। ক্যাপটেন হয়ে কাঁদিদ মিস কুঁনিগুন্দ, বৃদ্ধা পরিচারিকা, দুটি চাকর—আর পর্তুগালের প্রধান ইনকুইজিটরের দুটি আনদালুসিয়ান ঘোড়া নিয়ে জাহাজে চাপলো।

জাহাজে যেতে-যেতে হতভাগ্য প্যানগ্লসের দর্শন নিয়ে গভীর তত্বালোচনা করে বেশ আনন্দেই দিন কাটালো তারা।

কাঁদিদ বলল—এখন আমরা আর একটি জগতে পদার্পণ করছি, এবং নিশ্চয় সেখানকার সব কিছুই সেরা জিনিস। কারণ, এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে শারীরিক আর নৈতিক দিক থেকে আমাদের কপালে যা ঘটে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু কারণ আমাদের রয়েছে—সে কারণ যত সামান্যই হোক।

মিস কুঁনিগুন্দ বলল—তোমার প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা থাকলেও আমি যা দেখেছি আর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সে সব চিন্তা করলেও ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

কাঁদিদ বলল—সব ভাল হয়ে যাবে। আমাদের ইউরোপের সমুদ্রের চেয়ে এই নতুন জগতের সমুদ্র অনেক ভালো। এ-সমুদ্র অনেক শান্ত, হাওয়াটাও বেশ নিয়মমাফিক বইছে।

কুঁনিগুন্দ বলল—ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার যে ভোগান্তি গিয়েছে তাতে কোন কিছুতেই ভালো আশা করতে আর ভরসা হয় না।

বৃদ্ধা পরিচারিকাটি এই শুনে একটু বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করল—এত হইচই আর অভিযোগই বা কিসের? আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি তার অর্ধেকও যদি তোমরা ভোগ করতে তাহলে, হ্যাঁ এ সবের না হয় একটা কারণ থাকত।

সেই ভালোমানুষ বৃদ্ধাটির কথা শুনে মিস কুনিগুন্ হাসি চেপে রাখতে পারলো না ; সে ভাবলো তার চেয়ে বেশী দুর্ভাগ্যে আর কেউ পড়েছে একথা ভাবার পেছনে সত্যিকার কারও কোন যুক্তি নেই।

কুনিগুন্ বলল—তাই বটে ! তোমার ওপরে তো দু'জন বুলগেরিয়ান বলাৎকার করে নি ; তোমার পেটে তো ছোরা দিয়ে কেউ দুটো গভীর ফুটো করেনি ; তোমার চোখের সামনে তো তোমার দুটো দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নি ; তোমার দুটি বাবা, আর দুটি মাকে তো কেউ তোমার চোখের ওপরে বর্বরের মত হত্যা করে নি ; সবার ওপরে, ধর্মীয় বিচারের প্রহসন করে তোমার দুজন প্রেমিককে তো কেউ আগুনে ঝলসিয়ে মেরে ফেলে নি। তাহলে তুমি যে আমার চেয়ে বেশী হতভাগিনী কী করে হলে তা আমি বুঝতে পারছি নে। ওদের সংগে আর একটা জিনিস যোগ কর : ব্যারনের মেয়ে হয়ে আর ব্যারনের স্ত্রী হওয়ার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল, আমার ছিল বাহাত্তরটি রাজকীয় পোশাক। তা সত্ত্বেও কী ভাবে আমাকে দিন কাটাতে হয়েছে জানো ? দিন কাটাতে হয়েছে নোংরা দুঃস্থ একটি পাচিকা হিসাবে। এর পরেও তুমি বলতে চাও যে আমার চেয়ে তোমার দুঃখ বেশী ?

বৃদ্ধা মহিলাটি উত্তর দিল—মিস, আমার বংশপরিচয় কী তুমি এখনও তা জানো না। আমি যদি তোমাকে আমার পিঠটা দেখাই তাহলে তুমি আর এই ধরনের কথা বলবে না ; কার দুঃখ বেশী তা নিয়ে আর বিচার করতেও যাবে না।

এই কথা শুনে তারা দুজনেই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলো। তাদের কৌতূহল দেখে বৃদ্ধাটি নিজের কাহিনী বলতে লাগলো।

### একাদশ পরিচ্ছেদ

## বৃদ্ধা মহিলার ইতিহাস

'সব সময়েই চোখে আমি ঝাপসা দেখতাম না। আমার নাক চিরকালই থুতনি স্পর্শ করতো না। চিরকালই আমি চাকরাণী ছিলাম না। আমি যে দশম পোপ আরব্যানের মেয়ে সেকথা তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আর একথাটাও তোমরা জেনে রাখো যে আমি হচ্ছি প্যালেসটিনার রাজকুমারী। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমি মানুষ হয়েছি দুর্গের মধ্যে। তার সংগে তুলনা করলে মনে হবে সমস্ত জার্মান ব্যারনদের দুর্গগুলি হচ্ছে ঘোড়ার আস্তাবল। আর আমার একটা পোশাকের দাম কত ছিল জান ? তাই দিয়ে ওয়েস্টফালিয়া প্রদেশের অর্ধেকটা কিনে নেওয়া যেত। আমার সৌন্দর্য ছিল, ছিল বুদ্ধি আর ধীশক্তি ; চারুকলার প্রতিটি বিভাগেই ছিল আমার দক্ষতা ; আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, অপরের কাছ থেকে পাওয়া আনুগত্যের মধ্যে আমি বড় হয়েছি। জীবনে আমার যা আশা ছিল অত আশা

আর কোন মেয়েরই ছিল না। সেই বয়সেই পুরুষদের হৃদয়ে আমি প্রেম সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম ; আমার কুচযুগল ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে লাগলো। আর কী সুন্দর সেই দুটি কুচ ! শ্বেতবর্ণ, দৃঢ় ! মেডিসীর ভেনাসের বুকের মত স্বচ্ছ, সুন্দর, পীনোন্নত। আমার ভ্রূদুটি ছিল ঝুলের মত কালো। আর আমার চোখের কথা যদি বল তাহলে বলতে হয় সে-দুটির ভেতর থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে পড়ত ; এবং আমাদের অঞ্চলের কবিরা আমাকে বলতেন সেই বিদ্যুচ্ছটায় নাকি নক্ষত্রের জ্যোতিও ঢাকা পড়ে যায়। অমাকে সাজানোর সময় আর আমাকে উলঙ্গ করার সময় আমার পরিচারিকারা আমার সামনে আর পেছনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। আর পুরুষরা যে যার নিজের জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইতো। আমার রূপবহ্নিতে দগ্ধ হতো তারা।

'মাসা কারবারার একটি যুবরাজের সঙ্গে আমাব বিয়ে ঠিক হয়েছিল। আর সে কী যে-সে রাজকুমার ! কী সুন্দর তার চেহারা ! ঠিক আমারই মত। মিষ্টি স্বভাব, ভদ্র, তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালী। আমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু, আমিও তাকে খুবই ভালোবাসতাম। দয়িতকে প্রথম দেখে যুবতীরা যেমন স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে পুজো করে আমিও তাকে সেই রকম মনের মাধুরী দিয়ে পুজো করতাম। বিরাট আয়োজন আর আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা হল। সেই সঙ্গে বিরাট ভোজ শুরু হল ; গান-বাজনা, হইচই—সুরাপান চলল অশ্রান্ত জলকল্লোলের মত। অভিনীত হল প্রহসন। আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে ইতালীর সমস্ত কবিরা চতুর্দশ-পদী কবিতা রচনা করল—যদিও তাদের একটাও পাতে দেওয়ার মত হয় নি। আমার আনন্দ হৃদয়-পেয়ালা উপচিয়ে পড়তে লাগলো ; সুখের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠলাম আমি। এমন সময় একটি বৃদ্ধা মার্শিয়নেস, তিনি আমার স্বামী রাজকুমারের উপপত্নী ছিলেন—তাঁকে চকোলেট খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। মার্শিয়নেসের বাড়ি থেকে ফিরে আসার দু'ঘণ্টার মধ্যে ভয়ঙ্কর ধরনের কাঁপুনি এল তাঁর : আর তাতেই তিনি মারা গেলেন। কিন্তু এও সামান্য। আমার মত গভীর দুখ না পেলেও, মা হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আর সেই জন্যেই তিনি ঠিক করলেন সেই মারাত্মক জায়গায় আর তিনি থাকবেন না। গেয়িটার পাশাপাশি একটি অঞ্চলে মায়ের একটি বড় সুন্দর জমিদারী ছিল। সেই জন্যে বেশ চওড়া একটা পালের জাহাজে চেপে সমুদ্রযাত্রা করলাম আমরা। রোমে সেন্ট পিটারের যে সিংহাসন রয়েছে তারই মত মসৃণ গতিতে জাহাজটি আমাদের ভেসে চলল। যেতে-যেতে আমাদের জাহাজে একদল জলদস্যু উঠে এল। পোপের বিশ্বস্ত সৈনিকদের মত আমাদের লোকেরাও আত্মরক্ষা করল। তারা জলদস্যুদের কাছে নতজানু হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল ; তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জলদস্যুপতির কাছে প্রার্থনা জানালো।

'মুর-দস্যুরা সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের মত আমাদের গা থেকে সব পোশাক খুলে নিল। আমার মা, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিচারিকা এবং আমার সঙ্গেও তারা একই ব্যবহার করল। এই সব সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা কত তাড়াতাড়ি আমাদের উলঙ্গ করে ফেললো তা ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। এসব বিষয়ে তাদের ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার সব চেয়ে অবাক লাগলো তারা যখন আমাদের দেহের যে অংশে কেবল ওষুধ দেওয়ার জন্যেই পিচকিরি প্রবেশ করানো হয় সেই জায়গায় তারা আঙ্গুল ঢোকাতে লাগলো। ব্যাপারটা আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকলো ; কারণ, ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে জানার আগে তাদের বিষয়ে এই ভাবেই আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করে থাকি। পরে কারণটা জানতে পেরেছিলাম। কারণটা হচ্ছে আমাদের শারীরিক সেই গুহাগুলির মধ্যে কোন হীরা লুকানো আছে কিনা সেইটাই দেখার চেষ্টা। অনন্ত কাল ধরে যে সব ভদ্রসন্তানেরা সমুদ্রের ওপরে বিভীষিকার সৃষ্টি করে আসছে এই রীতিটিকেই তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতো। আমি আরও শুনলাম, মালটার ধর্মীয় যোদ্ধারাও একাজ করতে বিরত হতেন না। যখনই তাঁদের হাতে মুরজাতীয় কোন নারী অথবা পুরুষ ধরা পড়তো তখনই তাঁরা এই প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান চালাতেন। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের নিয়মই এই। এই নিয়ম তারা কেউ ভাঙতো না।

'একটি যুবতী রাজকুমারী আর তার মাকে এইভাবে ক্রীতদাসীর বেশে মরক্কোতে নিয়ে যাওয়া হল। এটা যে কত বড় মর্মান্তিক তা বোধ হয় তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সেই জলদস্যুদের জাহাজে আমরা যে কী দুর্ভোগে পড়েছিলাম তা বোধ হয় তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। আমাদের সাধারণ পরিচারিকারাও এত সুন্দরী ছিল যে তামাম আফ্রিকায় অমন সুন্দরী একটি মেয়েকেও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আর আমি তো ছিলাম অপরূপা। একেবারে উর্বশী। তার উপরে আমি ছিলাম অনূঢ়া। কিন্তু হায়রে! সেই কৌমার্যকে আমি বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার যে কৌমার্যকে মাসা-কাররারার যুবরাজের জন্যে তুলে রেখেছিলাম সেই কুসুমটিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললো' সেই মুরিশ জাহাজের ক্যাপটেন। লোকটা ছিল ভীষণদর্শন একটি নিগ্রো। সে মনে করল, আমার ওপরে বলাৎকার করে সে আমাকে সম্মানিতা করছে। সত্যি বলতে কি, প্যালেসটিনার রাজকুমারী আমার সহ্য করার শক্তি ছিল অদ্ভুত। তা না হলে, মরক্কোতে পৌঁছানোর আগে জাহাজের ওপরে যে শারীরিক কষ্ট আর ধকল আমাদের সহ্য করতে হয়েছিল তা আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু এই সব সাধারণ কথা বলে আমি তোমাদের সময় নষ্ট করবো না। এসব কাহিনী ফলোয়া করে বলার মত নয়।

'মরক্কোতে নেমে দেখলাম সেখানে রক্তগঙ্গা বইছে। সম্রাট মুলে ইশমেইলের

পঞ্চাশটি পত্র। তাদের প্রত্যেকেই এক একটি দলের নেতা হয়ে বসেছে। ফলে গৃহযুদ্ধ বেঁধেছে পঞ্চাশটি। কালোর বিরুদ্ধে কালো, কালোর বিরুদ্ধে পিঙ্গল— বেঁধেছে লড়াই। লড়াই বেঁধেছে পিঙ্গলের সঙ্গে পিঙ্গলের, মুলাটোর সঙ্গে মুলাটোর। এক কথায়, সারা দেশ জুড়ে চলেছে হত্যার তাণ্ডব নৃত্য।

'আমরা তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের ক্যাপটেন যে দলের লোক তার বিরুদ্ধ দলের লোকেরা এসে তার লুণ্ঠিত দ্রব্য কেড়ে নেওয়ার জন্যে আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। টাকা আর হীরা-মুক্তার পরেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি ছিলাম আমরা। এই সব সম্পত্তি গ্রাস করার জন্যে যে তুমুল লড়াই বাঁধলো তা আমি চোখের ওপরে দেখেছি। সেরকম লড়াই ইউরোপের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তোমরা কোন দিন দেখ নি। আফ্রিকার মানুষদের ভেতরে যে দুটি জিনিস সচরাচর দেখা যায় উত্তরের দেশগুলির মধ্যে সেগুলি দেখা যায় না; অর্থাৎ তাদের ধমনীতে রক্ত তাড়াতাড়ি টগবগ করে ওঠে না; নারীদের প্রতি তাদের লালসাও ওদের মত অত মারাত্মক নয়! ইউরোপীয়ানদের ধমনীতে মনে হয় শুধু দুধ রয়েছে। কিন্তু মাউণ্ট অ্যাটলাশ আর তার আশপাশের অধিবাসীদের শিরায় শিরায় জ্বলছে আগুন আর গন্ধক। কারা আমাদের পাবে সেটা ঠিক করার জন্যে তাদের দেশের সিংহ, বাঘ আর সাপেদের হিংস্রতা নিয়ে তারা লড়াই করতে লাগলো। একটা মুর আমার মায়ের ডান হাতটা ধরে টানলো; আর একটা টান দিল বাঁ হাত ধরে। এইভাবে সৈন্যেরা আমাদের দলের প্রত্যেকটি মেয়ের হাত আর পা ধরে টানাটানি সুরু করে দিল। আমার ক্যাপটেন আমাকে তার পেছনে আড়াল করে রেখেছিল। যে তার কাছে আসছিল তাকেই সে তার লম্বা তরোয়াল দিয়ে কেটে কুঁচিয়ে ফেলছিল। অবশেষে দেখলাম, আমার মাকে সেই সব রাক্ষসরা টেনে হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। বন্দীরা, আমার সঙ্গীরা, মুরের দল, সেনানীরা মুলাটোরা নাবিকরা, কালো, পিঙ্গল মানুষেরা, এবং অবশেষে আমার ক্যাপটেন সবাই নিহত হল; আমি একা কেবল পড়ে রইলাম সেই শবদেহের স্তূপের ভেতরে। নয়শ মাইল দীর্ঘ এই দেশটিতে প্রতিদিন সেই একই রকমের নৃশংস ঘটনা তখন ঘটছিলো। তবু নবী মহম্মদ প্রতিদিন যে পাঁচবার করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশের একটাও তারা ভাঙে নি।

'সেই সব জবাই করা মৃতদেহের ওপর থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ছোট একটা নদীর পাড়ে যে কমলালেবুর গাছ ছিল হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে তারই নীচে গিয়ে বসলাম। সেইখানে ভয়, আতঙ্ক, হতাশা আর ক্ষিদেতে অবশ হয়ে আমি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লাম! এইভাবে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আমি পড়ে রইলাম। আমার শরীরে কোন জোর ছিল না, সম্বিতও প্রায় আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় মনে হল আমার দেহের উপরে কে

যেন নড়াচড়া করছে। তাতেই আমার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলে দেখলাম সামনেই একটি লোক। তার মুখটি বড় সুন্দর। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে কী যেন আমাকে বলল।

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## বৃদ্ধা মহিলার দুঃসাহসিক কাহিনী চলছে

'আমার দেশীয় ভাষায় লোকটিকে কথা বলতে শুনে, আমি যুগপৎ বিস্মিত আর আনন্দিত হলাম। বিশেষ আশ্চর্য হলাম যুবকটির কথায়। তাকে বললাম সে যে সব অভিযোগ করছে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্য এই দুনিয়াতে ঘটে। এবং আমার মন্তব্যটি যে সত্যি সেটা তাকে বোঝানোর জন্যে আমার জীবনে যে সব দুর্ভোগ ঘটেছে, যে সব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে পড়তে হয়েছে সেই ইতিহাস ছোট করে তার কাছে আমি বললাম, এবং, তারপরে আবার আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে সে পাশাপাশি একটি কুটিরে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে সে আমাকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল, আমাকে কিছু খাবার এনে দিল। আমাকে সে খাওয়ালো, সান্ত্বনা দিল, আদর করল, এবং বলল আমার মত অপরূপ সুন্দরী আর কোথাও সে দেখে নি : আর তার যা ক্ষতি হয়েছে সে-ক্ষতি আর কেউ কখনও পূরণ করতে পারবে না। এই কথা বলে সে খুবই দুঃখ করতে লাগলো।

'সে বলল—নেপলসে আমার জন্ম হয়েছিলো। সেই দেশে বছরে দু'তিন হাজার শিশুকে খাসি করা হয়। অস্ত্রোপচারে অনেকেই মারা যায়। কারও কারও স্বর এত মিষ্টি হয় যে অনেক কিন্নরকন্ঠীও সেই স্বর শুনে লজ্জা পায়। বাকি সকলকে পাঠানো হয় অঞ্চল আর সাম্রাজ্য শাসন করার জন্যে। বেশ আনন্দের সংগেই এই অস্ত্রোপচার সহ্য করেছিলাম। তারই ফলে, প্যালেসটিনার রাজকুমারীর গির্জাতে আমি চাকরি পেয়েছিলাম গান গাইবার।

'আমি চিৎকার করে উঠলাম—সে কী কথা! আমার মায়ের গির্জাতে?

'ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো যুবকটি। তারপরে বলল—তুমি কী বলতে চাও তুমিই সেই যুবতী রাজকুমারী? সেই তন্বী সুন্দরী? তোমাকেই আমি ছ'বছর পর্যন্ত কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম? তোমাকে আজ আমি যে রকম সুন্দরী দেখছি শৈশবেই যার মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি আমি দেখেছিলাম। তুমিই কি সেই রাজকুমারী? অহো ভাগ্যম!

'আমি উত্তর দিলাম—আমিই সেই রাজকুমারী। একশ' গজের মত দূরে আমার মায়ের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে।

'আমার জীবনে যে সব দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল সে-সব কথা আমি তাকে বললাম। সে-ও আমাকে বলল তার জীবনের কাহিনী। চুক্তিপত্রের খসড়া পাকা করার জন্যে কোন একটি খ্রীশ্চান রাজকুমার তাকে মরক্কোর রাজার দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেই শর্ত অনুযায়ী অন্যান্য খ্রীশ্চান সাম্রাজ্যের ব্যবসাপাতি ধ্বংস করার জনো সেই খ্রীশ্চান রাজকুমার মরক্কোর রাজার কাছ থেকে সামরিক উপকরণ আর জাহাজ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

'খোজাটি বলল—সেই কাজ আমি শেষ করেছি। আমি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। সিটাকে গিয়ে আমি জাহাজ ধরবো। সেই সঙ্গে তোমাকেও আমি ইতালীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

'আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে উঠলো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু সে আমাকে ইতালীতে নিয়ে গেল না। নিয়ে গেল অ্যালজিয়ারস-এ। সেখানকার রাজ্যপালের কাছে আমাকে বিক্রী করে দিল। ক্রীতদাসী হিসাবে সেখানে আমি সামান্য কিছুদিন বাস করেছিলাম ; এমন সময় আফ্রিকা, এশিয়া আর ইউরোপ পরিভ্রমণ করে হই-হই করতে-করতে প্লেগ দ্বিগুন বেগে সেই দেশে ঢুকে পড়লো। ভূমিকম্প তুমি দেখেছ। কিন্তু মিস কুনিগন্দ, প্লেগ যে কী বস্তু তা কি কোনো দিন তোমার চোখে পড়েছে?'

যুবতী ব্যারনেস বলল—না ; কোনোদিন পড়ে নি।

বৃদ্ধাটি বলে গেল—তা যদি দেখতে, তাহলে, তার তুলনায় ভূমিকম্প তোমার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হতো। আফ্রিকায় এটি অতি সাধারণ অসুখ। আমিও সেই অসুখে পড়লাম। পোপের মেয়ে আমি। বয়স তখন আমার মাত্র পনের বছর। তিন মাসের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জীবনে কী বিপর্যয় আমার নেমে এল! ভাবতে পার? অর্থাভাবে জর্জরিত হয়েছি আমি ; হয়েছি ক্রীতদাসী। প্রায় প্রতিদিন বলাৎকারের অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। মায়ের দেহকে চার টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে আমারই চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের কবলে পড়েছি! আর এখন অ্যালজিয়ারস-এ ধরলো আমাকে প্লেগে! ব্যাপারটা কী তা কি তুমি অনুধাবন করতে পারছো? সেই রোগে অবশ্য আমি মারা যাই নি ; কিন্তু আমার সেই খোজা, সুলতান, তাঁর পারিষদবর্গ, রাজকর্মচারীর দল, হারেমের সুন্দরীরা—সবাই সেই রোগে খতম হয়ে গেল।

'সেই ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রথম ধাক্কা একটু কমার পরেই, সুলতানের যে সব ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী তখন-ও বেঁচেছিল তাদের বেচে দেওয়া হল। একটি বণিক আমাকে কিনে টিউনিশে নিয়ে গেল। সেই লোকটা আমাকে আর একটা বণিকের কাছে বেচে দিল। সে আবার আমাকে বিক্রী করে দিল ত্রিপলীর একটি ব্যবসাদারের কাছে। ত্রিপলী থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়ার একটি লোক।

সেখান থেকে বিক্রী হলাম স্মিরনাতে, স্মিরনা থেকে কনস্তান্তিনোপলে। এই ভাবে হাত ফিরতি হতে-হতে শেষ পর্যন্ত আমি সম্পত্তি হলাম একটি তুর্কী সুলতানের প্রধান দেহরক্ষীর। সেই সময় রাশিয়ানরা 'আজোব' শহরটি অবরোধ করে বসেছিল। আমি সেই দেহরক্ষীর বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সেই শহরটিকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যুদ্ধক্ষেত্রে।

'এই দেহরক্ষীটির নারীপ্রীতি প্রবল থাকার ফলে, যুদ্ধে যাওয়ার সময় সে তার সব ক্রীতদাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেল। তাদের রাখলো লেক ম্যায়োটিসের ওপরে ছোট একটা দুর্গের মধ্যে। আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে রেখে গেল দুটি কালো খোজা আর কুড়িজন সৈন্যকে। আমাদের সেনানীরা রাশিয়ানদের একেবারে কচুকাটা করে ছেড়ে দিল; কিন্তু অনতিবিলম্বে বদলা নিল তারা। ঝটিকার বেগে 'আজোব' শহর তারা দখল করল। তারপরে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে তারা জবাই করতে লাগলো, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ কাউকে বাদ দিল না। পুড়িয়ে ছাই করে দিল শহরটাকে। আমাদের ছোট দুর্গটাই কেবল সেই মারমুখী অত্যাচারকে কোনো মতে প্রতিরোধ করে চলেছিল। শত্রুরা ঠিক করল, না খেতে দিয়ে আমাদের তারা শুকিয়ে মারবে। সেই কুড়িজন রক্ষী প্রতিজ্ঞা করল বেঁচে থাকতে কিছুতেই তারা শত্রুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না। অনাহারের চাপ সহ্য করতে না পেরে দুজন খোজাকে কেটে তারা খেয়ে ফেললো; তবু তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল না। কিছুদিন পরে তারা ঠিক করল মেয়েদেরও কেটে তারা খেয়ে ফেলবে।

'আমাদের যিনি ইমাম তিনি ছিলেন বড়ই ধার্মিক। দয়ার অবতারও তাঁকে বলা যায়। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে বললেন তারা যেন সব মেয়েদের একসঙ্গে জবাই না করে।

তিনি বললেন—এখানে যেসব ভদ্রমহিলা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের পাছা থেকে এক তাল করে মাংস কেটে নাও। তাতেই তোমাদের ভালোভাবে চলে যাবে। ভবিষ্যতে আবার যদি তোমাদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই তোমরা তা আবার পেতে পারবে; কারণ, কাটা মাংস আবার গজিয়ে উঠবে। আল্লা তোমাদের এই উদার কাজকে সমর্থন এবং তোমাদের উদ্ধার করবেন।

'এই রকম একটি জোরালো বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অতি সহজেই তিনি তাঁর উপদেশের সারবত্তাটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন। আমাদের সকলের ওপরেই যথারীতি অস্ত্রোপচার করা হল। ছুন্নৎ ক্রিয়া সম্পাদন করার পরে ক্ষতস্থানে যে মলম প্রয়োগ করা হয়, আমাদের ক্ষতস্থানে ইমাম সেই মলম প্রয়োগ করলেন। মৃত্যুর জন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

'আমাদের পাছার মাংস রান্না করে রক্ষীরা সবেমাত্র ভুরিভোজ সেরে ঢেকুর

তুলছে এমন সময় হারে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাশিয়ানরা। সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছিলো চওড়া-চওড়া নৌকো। একটা রক্ষীও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো না। আমাদের সেই মর্মান্তিক অবস্থার দিকে রাশিয়ানরা বিন্দুমাত্র তাকালো না। বিশ্বের সর্বত্র ফরাসী শল্যবিদেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। রাশিয়ানদের সঙ্গে সেই রকম দক্ষ একজন ফরাসী শল্যবিদ ছিলেন। তিনি চিকিৎসার ভার নিয়ে আমাদের সুস্থ করে তুললেন। আমাদের ঘা একদম শুকিয়ে যাওয়ার পরে তিনি আমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন। সেকথা জীবনে আমি ভুলতে পারবো না। আমাদের যা ঘটেছিলো তার জন্যে আমরা যাতে কষ্ট বা দুঃখ না পাই সে-বিষয়েও আমাদের উপদেশ দিতে তিনি দ্বিধা করলেন না। তিনি আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে অনেক অবরোধেই এই রকম ঘটনা ঘটে। এইটাই হচ্ছে যুদ্ধের আইন।

'চলাফেরার মত শক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গিনীদের মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি পড়লাম একটি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের হাতে। তিনি আমাকে তাঁর বাগানে কাজ করাতেন; আর প্রতিদিন বেত মারতেন কুড়ি ঘা করে। কিন্তু দু'বছর পরে, রাজসভার চক্রান্তের ফলে, অন্য ত্রিশজনের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকটিকে চাকার ওপরে পিষে মেরে ফেলা হয়। এই সুযোগে সেখান থেকে আমি পালিয়ে গেলাম। রাশিয়ার অনেক অঞ্চলে আমি ঘুরে বেড়ালাম। অনেকদিন নানান সরাইখানায় আমি চাকরানীর কাজ করলাম; প্রথমে রিগাতে; তারপরে রসটকে, উইসমারে, লিপসিকে, ক্যাসেলে, উট্রেচেতে, লিডেনে, হেগে আর রটারদামে। দুঃখ আর অপমানের জীবনে আমি অনেক সহ্য করেছি। আমার পাছা আছে মাত্র একটি। কিন্তু আমি যে পোপের মেয়ে সেকথা কোনদিনই আমি ভুলতে পারি নি। নিজেকে হত্যা করার চেষ্টা কতবার যে আমি করেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পারি নি। এখনও জীবনকে আমি ভালোবাসি। এই হাস্যকর দুর্বলতাটি সম্ভবত আমাদের চরিত্রের একটি বিপজ্জনক নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে; কারণ, যে বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের আমরা মুক্ত করতে চাই সেই বোঝাই দিনের পর দিন বয়ে বেড়ানোর মত হাস্যকর আর কিছু কি আছে? এক কথায় যে সাপ আমাদের গ্রাস করে ফেলবে তাকে আদর করা, আর যে আমাদের বুকে ছোবল মারবে সেই সাপটাকে সোহাগ করা কি বিপজ্জনক নয়? আর সেইটাই কি আমরা দিনরাত করে যাচ্ছি না?

'দুর্ভাগ্যের চাপে পড়ে অনেক দেশেই আমি ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছি; অনেক সরাইখানাতেই আমি চাকরানীর কাজ করেছি। সেই বিস্তীর্ণ পরিক্রমায় আমি অনেক, অনেক লোক দেখেছি যাদের কাছে জীবনটা হয়ে উঠেছিল বিষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যারা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিল সেরকম মানুষ আমি দেখেছি মাত্র বারো জন; তার বেশী নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে তিনজন নিগ্রো, চারজন ইংরেজ, চারজন

গোঁয়োনিজ, রোবেক নামে একজন জার্মান অধ্যাপক। শেষকালে আমি ছিলাম ডন ইশাচার নামে একজন ইহুদীর বাড়িতে; সুন্দরী যুবতী, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমাকে সেইখানেই তিনি রেখেছিলেন। তোমাদের ভাগ্যের সংগেই নিজের ভাগ্যকে আমি জড়িয়ে ফেলেছি। আমার জীবনের কাহিনীর চেয়ে তোমাদের কাহিনীই আমাকে আকর্ষণ করেছে বেশী। নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে তোমরা যদি এত হইচই না করতে তাহলে, হয়ত এ-কাহিনী তোমাদের আমি বলতামও না। তাছাড়া, জাহাজে সময় কাটানোর জন্যেও এই ধরনের কাহিনী বলার রীতি একটা রয়েছে। এক কথায়, মিস, এই পৃথিবীর অনেক জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। সেই জন্যেই বলছি, আমার উপদেশ গ্রহণ কর। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ফেলো তোমরা। প্রত্যেক যাত্রীকেই তার নিজের নিজের জীবনের কাহিনী বলতে বল। সবাই তারা নিজেদের দুঃখ আর নিষ্ঠুর ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা বলবে। তারা বলবে তাদের মত দুঃখী আর কেউ নেই; তারা বলবে দুর্ভাগ্যের হাতে যে বিড়ম্বনা তারা সহ্য করেছে সে রকম বিড়ম্বনা আর কাউকে সহ্য করতে হয়নি। একথা তারা যদি না বলে তাহলে, তোমরা আমার মাথাটা নিচু করে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো। সে অনুমতি আমি তোমাদের দিচ্ছি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

## সুন্দরী কুঁনিগুঁ আর বৃদ্ধা মহিলাটিকে কী করে ছেড়ে যেতে বাধ্য হল কাঁদিদ।

বৃদ্ধা মহিলাটির জীবনের কাহিনী আর তাঁর দুঃসাহসিক পরিক্রমার কথা সুন্দরী কুঁনিগুঁ সব শুনলো; শুনে, তার পদমর্যাদা আর গুণের ওপরে যেটুকু শ্রদ্ধা দেখানো তার উচিত ছিল সেটুকু শ্রদ্ধা কুঁনিগুঁ বৃদ্ধাকে দেখাতে দ্বিধা করল না। বৃদ্ধার প্রস্তাব সে অতি সহজেই গ্রহণ করল; এবং প্রত্যেক যাত্রীকে তার জীবনের ঘটনা বলতে সে অনুরোধ জানালো। তাদের কাহিনী শুনে সে আর কাঁদিদ দুজনেই স্বীকার করতে বাধ্য হল যে বৃদ্ধা যা বলেছিল সেকথা সব সত্যি।

কাঁদিদ বলল—খুবই দুঃখের কথা যে ঋষি প্যানগ্লসকে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হল। বিধর্মীদের শাস্তি দেওয়ার রীতি হচ্ছে তাদের পুড়িয়ে মারা। সেই রীতি তাঁর ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় নি। বেঁচে থাকলে, পৃথিবী আর সমুদ্রের ওপরে যে সব নৈতিক আর শারীরিক ব্যাধি ছড়িয়ে রয়েছে তাদের ওপরে তিনি একটি অদ্ভুত সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। আমার ধারণা, ( কাউকে আমি অশ্রদ্ধা করছি না ) এ-বিষয়ে কিছু বিপরীত মন্তব্য করার মত সাহস থাকা আমার উচিত ছিল।

সবাই যখন নিজের নিজের জীবনের ঘটনা আর দুর্ঘটনার কথা বর্ণনা করছিল সেই ফাঁকে জাহাজ তার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে জাহাজ থামলো বুয়েনস এয়ারস-এর একটি বন্দরে এসে। কুনিগুণ্ড, ক্যাপটেন কাঁদিদ আর বৃদ্ধা মহিলা—তিনজন জাহাজ থেকে নেমে এল; তারপরে, দেখা করতে গেল গভর্নরের সঙ্গে। গভর্নরের নাম হচ্ছে ডন ফারনানদো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনা ওয়াই ল্যামপোরডস ওয়াই সুজা। এতগুলি নাম যার রয়েছে, সে যেমন উদ্ধত প্রকৃতির হয়, আমাদের এই ভদ্রলোকও সেইরকম উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন; সকল মানুষের ওপরে তাঁর একটি মহতী ঘৃণা ছিল, নাকটা তিনি সব সময় বিশেষ ভাবে উঁচিয়ে রাখতেন; কথা বলতেন বাজখাঁই গলায়, মেজাজটা ছিল তাঁর খুবই কড়া, আর সেই সঙ্গে চড়া; তিনি যখন হাঁটতেন তখন তাঁর দাম্ভিক পদযুগলের ভারে পৃথিবীটা কেঁপে উঠতো। মহামহিমের এবম্বিধ আচরণে, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য যার হতো, তখন তাঁকে আচ্ছা করে বেত্রাঘাত করার প্রলোভন তাকে খুব কষ্ট করেই দমন করতে হতো। নারীর প্রতি তাঁর যে প্রীতি ছিল সেটি নিঃসন্দেহে অশালীনতার পর্যায়ে গিয়ে পেঁছেছিল। তাঁর চোখে কুনিগুণ্ড ছিল স্বর্গের অপ্সরী। তিনি প্রথম কথা বললেন কুনিগুণ্ডকে। জিজ্ঞাসা করলেন সে ক্যাপটেনের স্ত্রী কিনা। যে মেজাজে প্রশ্নটি তিনি করলেন তাতে কাঁদিদ দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেল। সত্যি সত্যিই কুনিগুণ্ডর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি। সুতরাং বিয়ে হয়েছে সেকথা কাঁদিদ বলতে সাহস করল না। সে যে তার বোন সেকথাও সে বলতে পারলো না; কারণ কুনিগুণ্ড সত্যি সত্যিই তার বোন নয়। এই জাতীয় মিথ্যা ভাষণ প্রাচীন কালের মানুষদের কাছে যথেষ্ট, এবং আধুনিক কালের মানুষদের কাছে যৎকিঞ্চিৎ কার্যকরী হলেও, কাঁদিদের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ হৃদয় তাকে মিথ্যা কথা বলতে দিল না।

সে বলল—মিস কুনিগুণ্ড বিয়ে করে আমাকে সম্মানিত করবেন; এবং আমাদের সেই বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়ে শাহানশাহ আপনি আমাদের অনুগৃহীত করবেন আপনার কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

ডন ফারনানদো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনা ওয়াই ল্যামপোরডস ওয়াই সুজা কাঁদিদের কথা শুনে গোঁফে মোচড় দিয়ে একটা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন; তারপরে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করার নির্দেশ দিলেন তাকে। সেই নির্দেশ পালন করার জন্যে কাঁদিদ সেখান থেকে চলে গেল। মিস কুনিগুণ্ড রয়ে গেল রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল বেশ আবেগের সঙ্গেই কুনিগুণ্ডকে তাঁর প্রেম নিবেদন করলেন; এবং কথা দিলেন যে পরের দিন সকালেই তিনি গির্জায় গিয়ে সকলের সামনে তাঁর হাত তাকে নিবেদন করবেন; অথবা, তার মত অপরূপ সুন্দরী রমণী যা চাইবে তাই তিনি তাকে দেবেন। বিষয়টা নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে

আলোচনা করার জন্যে সে মিনিট পনেরোর মত সময় চাইলো। সময় নিয়ে সে বৃদ্ধাটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হল।

বৃদ্ধা মহিলাটি এই উপদেশ দিল—মিস, রাজবাড়ির চিহ্ন আঁকা তোমার পোশাক রয়েছে বাহাত্তরটি। সেকথা সত্য। কিন্তু বর্তমানে তোমার হাতে একটি কপর্দকও নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অপরূপ গোঁফ-ওয়ালা বিশেষ সম্ভ্রান্ত একজন রাজ্যপালের স্ত্রী যদি হতে না পার তাহলে, দোষটা হবে তোমারই। তুমি যে মাত্র একজনকেই ভালোবাস এ-গর্ব করে তোমার লাভ কী? একজন বুলগেরিয়ান সেনানী তোমার ওপরে বলাৎকার করেছে। একজন ইহুদী আর একজন ইনকুইজিটর তোমার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নি। কেউ দর্ভাগ্যে পড়লে তার কাছ থেকে সুযোগ আদায় করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। আমি একথা জোর করেই বলছি যে তোমার অবস্থায় আমি পড়লে বিনা দ্বিধায় গভর্নরকে আমি বিয়ে করতাম। আর বিয়ে করে বীর ক্যাপটেন কাঁদিদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতাম।

বার্ধক্যের বিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃদ্ধাটি যখন কুনিগুণ্ডকে বোঝাচ্ছিলো এমন সময় ছোট একটা জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়লো। একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দলবল নিয়ে সেই জাহাজে ছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে এই রকম।

বৃদ্ধা মহিলাটি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে লিসবন থেকে দ্রুত পালিয়ে আসার পথে তারা যখন বাদাজোর সরাইখানায় রাত কাটাচ্ছিলো সেই সময় লম্বা জামাপরা একটি ফ্রানসিসকান পাদরীই কুনিগুণ্ডর অর্থ আর হীরা-মুক্তাগুলি চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিলো। সেই পাদরীবাবা একটি মণিকারের দোকানে গিয়েছিলো কয়েকটা হীরে বিক্রী করতে। মণিকারটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে সেগুলি হচ্ছে গ্র্যান্ড ইনকুইজিটরের। সুতরাং তার ফাঁসির হুকুম হল। কিন্তু ফাঁসির দড়িতে গলাটা বাড়িয়ে দেওয়ার আগে সে কবুল করেছিল যে ওইগুলি সে চুরি করেছে। যাদের কাছ থেকে সে জিনিসগুলি চুরি করেছিল তাদের চেহারার একটা বর্ণনা সে দিয়েছিল; কোন্ পথ ধরে তারা এসেছিল সেকথাও সে তাদের বলেছিল। কুনিগুণ্ড আর কাঁদিদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই দুজনকে ধরার জন্যে কাডিজে লোক পাঠিয়েছিল তারা। যে জাহাজে করে তাদের পাঠানো হয়েছিল সেই জাহাজ এখন বুয়েনোস এয়াবস-এ এসে পৌঁছেছে। গ্র্যান্ড ইনকুইজিটরের হত্যাকারীদের ধরার জন্যে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন সে-সংবাদ সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের কী করতে হবে সেকথা বুঝে নিতে বিজ্ঞ মহিলাটির বিলম্ব হলো না।

সে কুনিগুণ্ডকে বলল—তুমি এখন এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো না; কিন্তু তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। মহামান্য ইনকুইজিটরকে তো তুমি খুন

করো নি। তা ছাড়া, গভর্ণর তোমাকে ভালোবাসেন। তোমার সংগে কাউকে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে দেবেন না; সুতরাং তুমি তোমার ঘাটি আঁকড়ে থাকো।

এই বলে সে দৌড়ে কাঁদিদের কাছে গেল; তাকে বলল—পালাও, পালাও। এখান থেকে এখনই পালিয়ে যাও। তা না হলে, তুমি জীবন্ত দগ্ধ হবে।

কাঁদিদ দেখলো অপেক্ষা করার মত যথেষ্ট সময় তার হাতে নেই; কিন্তু কুঁনিগুঁকে ছেড়ে সে যাবে কোথায়? আর যাওয়ার জায়গা-ই বা কোথায় তার রয়েছে?

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## প্যারাগুয়েতে যীশুসংঘীদের কাছে কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো কী রকম অভ্যর্থনা পেলো

কাডিজ থেকে আসার পথে কাঁদিদ একটি অনুচর সংগ্রহ করে এনেছিল। এই রকম অনুচর সাধারণতঃ স্পেনের উপকূলে অথবা উপনিবেশগুলিতে পাওয়া যায়। এই লোকটির চারভাগের এক ভাগ হচ্ছে স্প্যানিয়ার্ড; সংকর জাতীয়; জন্ম তার টুকুম্যানে। জীবনে সাফল্যের সংগে সে অনেক কাজই করেছিল। গির্জায় গানের জলসায় সাহায্যকারীর কাজ করেছিল, গির্জাসংলগ্ন কবরখানায় কাজ করেছিল জমাদারের; জাহাজে খালাসীর কাজ করেছিল, হয়েছিল মঠধারী সন্ন্যাসী, ফেরিওয়ালা হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় জিনিস ফেরি করেছিল, সৈনিক বৃত্তি করেছিল, ফাইফরমাশ খাটার জন্যে লোকের বাড়িতে করেছিল চাকরাগিরি। এই কৃতিমান মানুষটির নাম হচ্ছে ক্যাকাম্বো। তার মনিব কাঁদিদ ছিল সত্যিকারের উদার হৃদয়বিশিষ্ট একটি মানুষ। সেই জন্যে মনিবকে সে খুবই ভালোবাসতো। সে তাড়াতাড়ি আনদা-লুসিয়েন জাতের দুটি ঘোড়া তৈরি করে ফেললো।

ঘোড়া ঠিক করে সে কাঁদিদকে বলল—আসুন প্রভু; বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন সেই মত কাজ করি আসুন। পেছনের দিকে না তাকিয়ে আমরা এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়ি চলুন।

হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো কাঁদিদ। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—হায় প্রিয়ে কুঁনিগুঁ! এ কী দুদৈব! ঠিক যখন রাজ্যপাল আমাদের বিবাহ উৎসবে পায়ের ধুলো দিয়ে আমাদের সম্মানিত করতে যাচ্ছেন সেই সময় তোমাকে ছেড়ে যেতে আমি বাধ্য হলাম। কুঁনিগুঁ, কতদিন তোমাকে হারিয়েছিলাম। তারপরে তোমাকে ফিরে পেলাম। এখন তোমার কী হবে?

ক্যাকাম্বো সান্ত্বনা দিয়ে বলল—প্রভু! তার যা ইচ্ছে হয় তাই সে করুক গে। মেয়েরা কোন দিনই তলিয়ে যায় না। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন। সুতরাং, আর দেরী নয়। আমরা আমাদের পথ দেখি আসুন।

কাঁদিদের মাথাটা তখন গরম হয়ে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? কোথায় আমরা যাব? কুনিগুঁ ছাড়া আমরা করবোই বা কী?

ক্যাকাম্বো বলল—কমপোসটেলার সেন্ট জেমসের দিব্যি, আপনি যাচ্ছিলেন প্যারাগুয়ের যীশু সংঘীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এখন চলুন; তাদের হয়ে আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে। রাস্তাটা আমার মুখস্ত। আপনাকে আমি তাদের রাজত্বে নিয়ে যাব। বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনীর ব্যারাকে কুচকাওয়াজে দক্ষ একজন ক্যাপটেনকে পেলে তারা খুশিই হবে; আপনার সৌভাগ্য নিশ্চয় প্রচুর পরিমানে ফিরে যাবে। এক জগতে আমরা যদি হিসাব নিকাশ করে না উঠতে পারি, অন্য জগতে করবো। নতুন জিনিস দেখার আর নতুন বীরত্ব দেখানোর মধ্যে আনন্দ রয়েছে।

কাঁদিদ বলল—তুমি তাহলে প্যারাগুয়েতে ছিলে?

ক্যাকাম্বো বলল—হ্যাঁ; সত্যিই ছিলাম, 'কলেজ অফ অ্যাসামপ্সনে,' আমি ছিলাম একজন স্কাউট। কাডিজের পথঘাট আমি যেমন ভালোভাবে চিনি লোস প্যাড্রেসের নতুন সরকারের সঙ্গেও আমার তেমনি পরিচয় রয়েছে। ও! এই সরকারটি যে চমৎকার সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। দেশটি এখন ন'শ মাইল চওড়া; দেশটিতে রয়েছে তিরিশটি অঞ্চল। পাদরীবাবারই সেখানকার সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষের সেখানে কোনো সম্পত্তি ব'লে কিছু নেই। বিচার আর ন্যায়ের একেবারে চরম পরাকাষ্ঠা! আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি যে এই সব পাদরীবাবাদের মত পবিত্র আত্মা আর কেউ রয়েছেন বলে আমার চোখে পড়ছে না। তাঁরা বিশ্বের এই অংশে স্পেন আর পর্তুগালের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; আর ঠিক সেই সময়েই তাঁরা এই সব দেশের রাজাদের মরণকালের পাপ স্বীকারোক্তি শোনেন। আমেরিকাতে স্পেনের যে-সব নাগরিক রয়েছে তাদের তাঁরা হত্যা করেন; অথচ মাদ্রিদে তাঁরা তাদের আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। ঠিক এই রকম ব্যবহারের জন্যে তাঁদের ওপরে আমি বেজায় খুশি। চলুন, আমরা এগিয়ে যাই। নশ্বর মানুষদের ভেতরে আপনিই হবেন সবচেয়ে ভাগ্যবান। বুলগেরিয়েন কুচকাওয়াজ জানেন এই রকম একজন ক্যাপটেন তাঁদের দলে যোগ দিতে যাচেছন এ কথা শুনলে পাদরীবাবারা কি আনন্দেই ঐ দুটো হাত তুলে নাচবেন!

প্যারাগুয়ের প্রথম ফটকের কাছে পৌঁছে ক্যাকাম্বো অগ্রবর্তী বাহিনীর রক্ষীকে

ডেকে বলল যে একজন ক্যাপটেন মহামান্য সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চান। প্রধান রক্ষীবাহিনীর কাছে এই সংবাদটি পাঠানো হল। সংবাদটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্যারাগুয়েন অফিসার ছুটলো সেনাপতির কাছে। তারপর তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে এই বার্তাটি তাঁকে দিল। কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করা হলো, এবং তাদের দুটি ঘোড়াকে তারা অন্তরীণ করল। দু ধারে মাস্কেট বন্দুকধারী বাহিনী চলল। তাদের মাঝখানে এই দুটি অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া হলো। তিন কোণা একটি টুপি মাথায় দিয়ে সেনাপতি অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি সুন্দর করে সেলাই করা গাউন তাঁর পরণে; পাশে ঝোলানো একটি তরোয়াল; হাতে ছোট একটা বর্শা। তিনি তাদের দেখেই একটা ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চব্বিশটি সৈন্য অপরিচিত লোক দুটির চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। একজন সার্জেন্ট জানালো যে তাদের অপেক্ষা করতে হবে; সেনাপতি এখন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কারণ সেই অঞ্চলের সম্মানিত পাদরীবাবা তাঁর সামনে ছাড়া আর কারও সামনে স্পেন দেশের কাউকে কথা বলতে দেবেন না; অথবা, তিন ঘন্টার বেশী তাকে তাঁর অঞ্চলে থাকারও অনুমতি দেবেন না তিনি।

ক্যাকাম্বো জিজ্ঞাসা করল—অঞ্চলের সম্মানিত পাদরীবাবা কোথায়?

সার্জেন্ট বলল—তিনি এইমাত্র প্রার্থনা সভা থেকে বেরিয়ে প্যারেডে গিয়েছেন। তিন ঘন্টার মধ্যে তাঁর পদধূলি নেওয়ার সৌভাগ্য আপনাদের হয়ত হতে পারে।

ক্যাকাম্বো বলল—কিন্তু ক্যাপটেন আর আমি মোটেই স্পেন দেশের মানুষ নই। আমরা হচ্ছি জার্মান। ক্ষিদেতে আমাদের পেট চুঁইচুঁই করছে। আপনি কি বলতে চান মহামান্য পাদরীবাবার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা না খেয়ে থাকবো?

এই শুনে সার্জেন্ট তখনই সেনাপতির কাছে সব নিবেদন করল।

মাননীয় সেনাপতি মহাশয় বললেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ওই লোকটি যখন জার্মান তখন ওর কী বলার রয়েছে তা আমি শুনবো। ওকে আমার তাঁবুতে নিয়ে এস।

তৎক্ষণাৎ তারা কাঁদিদকে সেনাপতির সুন্দর তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুটির পাশ দিয়ে লম্বা একটি রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে। তার দুপাশে গাছের সারি। সবুজ আর সোনালি মার্বেল দিয়ে সেই পথটি সাজানো। পাশেই দ্রাক্ষালতা দিয়ে ঘর করা। সেখানে টিয়াপাখি আছে, গান-করা পাখি আছে, উড়ন্ত পাখি আছে, গিনিপিগ আছে, আর রয়েছে অদ্ভুত রকমের সব পাখি। সোনার পাত্রে চমৎকার একটি প্রাতরাশ দেওয়া হলো তাঁকে। প্যারাগুইয়ের সৈনিকরা রোদে মাঠের ওপরে বসে কাঠের গামলায় মোটা ভারতীয় শস্য সেদ্ধ করে খাচ্ছে। সম্মানিত পাদরী সেনাপতি তাঁর শীতল তাঁবুর ভেতরে বিশ্রাম করতে গেলেন।

সেনাপতিটি যুবক, এবং চেহারাটি তাঁর বড়ই সুন্দর। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ত্বকটি মসৃণ। ভুরু দুটি বঙ্কিম। চোখ দুটি তীক্ষ্ন। কানের ডগাগুলি লাল, জিবটা সিঁদুর-রঙা ; বেশ সাহসী। অপরকে হুকুম করার মতই তাঁর চেহারা। কিন্তু এই রকম সাহস একজন স্প্যানিয়ার্ডের অথবা যীশুসংঘীর মধ্যেও থাকার কথা নয়।

কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে অস্ত্র আর ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। ক্যাকাম্বো বেচারা ঘোড়া দুটোকে কিছু গমের দানা খেতে দিল সেইখানে। কিন্তু হঠাৎ যাতে কোন অঘটন না ঘটে এই জন্যে চারপাশে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো।

সেনাপতির পরিধানের প্রান্তদেশ চুম্বন করে, তাঁর সঙ্গে টেবিলের পাশে গিয়ে বসলো কাঁদিদ।

যীশুসংঘী তাঁর ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মনে হচ্ছে আপনি জার্মান ?

কাঁদিদ বলল—হ্যাঁ, মাননীয় ফাদার।

কথাগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনের মধ্যে দুজনেরই যে একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কেউ আর চেপে রাখতে পারলো না।

জার্মানীর কোন্ অঞ্চলের মানুষ আপনি ?

কাঁদিদ বলল—ওয়েস্টফালিয়ার নোংরা অঞ্চলে। আমার জন্ম থানডর-টেন-ট্রনক-এ।

সেনাপতিটি বললেন—ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ-ও কি সম্ভব!

চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—কী কাণ্ড!

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ?

এই বলেই দুজনে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চোখের জল ফেললো।

মাননীয় ফাদার! তা হলে, তুমিই ? সুন্দরী কুঁনিগুঁর ভাই তুমি ? তোমাকেই বুলগেরিয়ানরা হত্যা করেছিল ? তুমিই ব্যারনের পুত্র ? তুমি এখন প্যারাগুয়ের যীশুসংঘী! সত্যি কী আশ্চর্য এই জগৎ! ও প্যানগ্লস! তোমার যদি ফাঁসি না হতো তাহলে কী আনন্দই না তুমি পেতে!

নিগ্রো ক্রীতদাসদের বিদায় দিলেন সেনাপতি। যে সব লোকেরা স্ফটিকপাত্রে তাঁদের খাবার পরিবেশন করছিল তাদেরও সরিয়ে দেওয়া হলো। ঈশ্বর আর সেন্ট ইগনাসিয়াসকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি। কাঁদিদকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আবার তাঁরা কাঁদতে লাগলেন।

কাঁদিদ বলল—তোমার বোন কুঁনিগুঁর কথা বললে তুমি আরও অবাক হবে,

ক্ষুব্ধ হবে। তোমার বোনের পেট কেটে দিয়েছিল বলে গুজব রটেছিল। এখন সে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

কোথায় ?

তোমারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, বুয়েনোস আয়াসের গভর্নরের কাছে। আমি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম।

দুজনে মিলে নানারকম গল্প করতে লাগলো। সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে নতুন নতুন ভাবাবেগের চাপে পড়ল তারা। মনে হচ্ছিল জিবের ওপরে তাদের আত্মাগুলি পতপত করে উড়ছিল ; চিকচিক করছিল চোখের ভেতরে। সত্যিকার জার্মানদের মতই টেবিলের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে তারা গল্প করল। আঞ্চলিক পাদরীপ্রধানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। সেনাপতি তার প্রিয় কাঁদিদকে এই কথাগুলি বললো ঃ

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

## প্রিয় কুঁনিগুঁর ভাইকে কাঁদিদ কেমন করে হত্যা করল

'যেদিন আমার চোখের ওপরে আমার বাবা আর মাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, বলাৎকার করা হলো আমার বোনকে, সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি আমি এখনও ভুলি নি ; জীবনে কোন দিন ভুলতেও পারবো না। বুলগেরিয়ানরা চলে যাওয়ার পরে, চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আমার প্রিয় বোনের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আমার বাবার, মার, আমার নিজের, দুটি পরিচারিকার দেহগুলি একটা ঠেলাগাড়ীর ওপর চাপানো ছিল ; সেই সঙ্গে ছিল তিনটি বাচ্চা বাচ্চা ছেলের দেহ। বুলগেরিয়েনরা ছেলেগুলির গলা কেটে দিয়েছিল। আমাদের দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দূরে যীশু সংঘীদের একটি গীর্জা ছিল। কবর দেওয়ার জন্যে আমাদের দেহগুলিকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একজন পাদরী আমাদের ওপরে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন। সেই জলে মেশানো ছিল নুন। কী জ্বালা! কয়েকটা ফোঁটা আমার চোখের ভেতরে ঢুকে গেল। আমার চোখের পাতাগুলি একটু একটু নড়তে লাগলো। পাদরীবাবা তা লক্ষ্য করলেন। তারপরে, আমার বুকের ওপরে একটা হাত রাখলেন তিনি। বুঝতে পারলেন আমার হৃৎপিণ্ডটা তখনও একটু একটু নড়ছে। এই দেখে, তিনি আমার চিকিৎসা করালেন ; সেবা আর যত্নেরও ত্রুটি রাখলেন না। ফলে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। প্রিয় কাঁদিদ, দেখতে যে আমি খুবই সুপুরুষ ছিলাম তা তুমি জানো। এখন আমার চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। এই গীর্জার প্রধান মাননীয় ফাদার

ক্লাউন্ট আমাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন। গীর্জার শিক্ষানবীশের পোশাক আমাকে তিনি দিলেন। কয়েক বছর পরে, গির্জা থেকে আমাকে পাঠানো হলো রোমে। কিছু যুবক জার্মান যীশু সংঘীর দরকার ছিল আমাদের সেনাপতির। প্যারাগুয়ের রাজারা স্পেনীয় যীশু সংঘীদের খুব বেশী পছন্দ করেন না। কারণ, তারা খুব একটা বাধ্য নয়। তাই তাঁরা অন্য দেশের যীশু সংঘীদের বেশী পছন্দ করেন। মাননীয় ফাদার জেনারেল মনে করলেন ভিনদেশী সৈন্যসংগ্রহের কাজে আমার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। একটি পোল আর তাইরোলিজ বাহিনী নিয়ে আমি রোমের পথে যাত্রা করলাম। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পরে সহ-উপযাজক ও লেফটন্যান্টের পদ দিয়ে আমাকে তাঁরা সম্মানিত করলেন। এখন কর্ণেল এবং পাদরী। স্পেনের রাজার সৈন্যবাহিনীকে আমরা উষ্ণ আতিথেয়তা জানাবো। তারা যে ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং গোহারান হারবে সেকথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। আমাদের সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বরই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমার স্নেহের বোন কুনিগুন্ডি কি সত্যিই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বুয়েনোস আরার্সের রাজ্যপালের কাছে রয়েছে?

দিব্যি দিয়ে কাঁদিদ বলল যে কথাটা সত্যি; এবং সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়। এই শুনে, দুজনের চোখ দিয়েই ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরতে লাগলো। সেই জল গড়িয়ে পড়লো গালের ওপর দিয়ে।

কাঁদিদকে তার নিজের ভাই আর উদ্ধারকর্তা বলে সম্বোধন করে ব্যারন বারবার তাকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

তিনি বললেন—প্রিয় কাঁদিদ, কী সৌভাগ্য আমাদের! খোলা তরোয়াল নিয়ে সেই শহরে প্রবেশ করে আমার বোনকে উদ্ধার করে আনবো!

কাঁদিদ বলল—সেকথা আর বলতে! তাহলেই আমার আশা সার্থক হবে। কারণ, ঠিক করেছি আমি তাকে বিয়ে করব। আশা করছি, এখনও তা সম্ভব হবে।

ব্যারন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন—তোমার ঔদ্ধত্য তো কম নয়! তুমি! আমার বোনের বাহাত্তরটি রাজবংশতিলক আঁকা রাজবেশ রয়েছে। তাকে তুমি বিয়ে করবে! আমার ধারণা, তোমার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই তুমি এই কথাটা আমার মুখের ওপরে বলতে পারলে!

তাঁর মুখে এই রকম অপ্রত্যাশিত এবং কিম্ভুতকিমাকার একটা কথা শুনে বজ্রাহত হয়ে গেল কাঁদিদ। সে বলল—মাননীয় ফাদার, বিশ্বের যত রাজবেশ রয়েছে তাদের আর কোন দাম নেই। একজন ইহুদী আর একজন ইনকুইজিটারের হাত থেকে তোমার বোনকে আমি উদ্ধার করেছি। আমার কাছে সে অনেকভাবে ঋণী; আমাকে বিয়ে করার জন্যে সেও মনোস্থির করে ফেলেছে! মাস্টার প্যানগ্লস

আমাকে বলেছিলেন, চরিত্রের দিক থেকে, সব মানুষই সমান। সুতরাং, তোমার বোনকে আমি যে বিয়ে করবোই সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

থানডার-টেন-ট্রনকের যীশুসংঘী ব্যারন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন—শয়তান, তাই থাকবো। এই বলে তাঁর তরোয়ালের উলটো পিঠ দিয়ে কাঁদিদের মুখে আঘাত করলেন তিনি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাঁদিদ তার তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে ব্যারনের বুকের মধ্যে সেটা আমূল বসিয়ে দিল। তারপরেই সেই তরোয়ালটা টেনে বার করে নিয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো।

চিৎকার করে সে বলল—হায় ঈশ্বর! এ কী করলাম! এ কী করলাম আমার পুরানো প্রভু, আমার বন্ধু, আমার শ্যালককে খুন করে ফেললাম! বিশ্বে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আমি। আর ইতিমধ্যেই তিন-তিন জনকে হত্যা করলাম! আর এই তিন জনের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন পাদরী!

তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলো ক্যাকাম্বো, দৌড়ে এল সে।

তার প্রভু বলল—আর কিছু বাকি নেই। এবারে আমাদের চরম খেসারৎ দিতে হবে! এরা নিশ্চয় তাঁবুর ভেতর এসে ঢুকবে। তখন তরোয়াল হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেই আমাদের মরতে হবে।

এরকম দুঃসাহসিক দুর্ঘটনা ক্যাকাম্বো জীবনে দেখেছে। এই ব্যাপারে সে হতাশ হলো না! সে ব্যারনের গা থেকে তার যীশুসংঘীর পোশাকগুলি খুলে নিল। সেই পোশাক পরিয়ে দিল কাঁদিদকে। মৃত লোকটিক তিন-কোণা টুপীটিও সে চাপিয়ে দিল কাঁদিদের মাথায়। তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপালো। একটার পর একটা এই সব কাজগুলিই খুব তাড়াতাড়ি করে ফেললো সে। তার চিন্তা আর কাজ একই সংগে চললো।

তারপরে সে বলল—এবারে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিন প্রভু। সবাই ভাববে আপনি একজন যীশুসংঘী। সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যাচ্ছেন। তারা আমাদের ধরে ফেলার আগেই আমরা দেশের সীমানা পেরিয়ে হাওয়া হয়ে যাব।

এই বলেই, সে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করতে করতে ছুটলো—রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো! মাননীয় ফাদার কর্ণেল আসছেন!

## দুটি মেয়ে, দুটি হনুমান, আর অরিলোন নামধারী বর্বরদের নিয়ে আমাদের ওই দুটি পর্যটকের কী হল

জার্মান যীশুসংঘী মারা গিয়েছে এই সংবাদ জানাজানি হওয়ার আগেই তারা সেই দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে গেল। ক্যাকাম্বো ছিল খুব সংসারী মানুষ। তাই সে আগে থাকতেই তার থলির মধ্যে খাবার ভর্তি করে রেখেছিল। তাদের ছিল রুটি, চকোলেট, শুয়োরের মাংস, ফল, আর কয়েক বোতল মদ। আনদালুসিয়েন ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে তারা একটা অদ্ভুত জায়গার মধ্যে ঢুকে গেল। রাস্তা বলতে কোন কিছু সেখানে তাদের চোখে পড়লো না। অবশেষে, একটি সুন্দর মাঠ চোখে পড়লো তাদের। তার পাশ দিয়ে ছোট-ছোট নদীর খাড়িগুলি বয়ে চলেছে। আমাদের সেই দুজন পর্যটক ঘাস খাওয়ানোর জন্যে তাদের ঘোড়া দুটিকে সেখানে ছেড়ে দিল। তারপরে কিছু খাবার মুখে দেওয়ার জন্যে ক্যাকাম্বো তার মনিবকে অনুরোধ করল ; আর দৃষ্টান্ত হিসাবে, সে নিজেই শুরু করল খেতে।

কাঁদিদ বলল—আমার প্রভু ব্যারনের পুত্রকে আমি হত্যা করেছি ; সুন্দরী কুনিগুণ্ডের সঙ্গে আর কোনোদিনই আমার দেখা হবে না। এর পরেও তুমি আমাকে শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা কী করে বলছো? সেই সুন্দরীর কাছ থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখ আর হতাশার মধ্যে বেশীদিন এই হতভাগ্য জীবনটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভটা কী? যীশুসংঘীরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা ছাপানোর জন্যে যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে তারা আমার সম্বন্ধে কী ভীষণ কুৎসা প্রচার করবে সেকথা একবার ভেবে দেখেছ?

এই সব মনোজ্ঞ আত্মসমালোচনা করতে-করতে সে খেতে লাগলো। সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়। এমন সময় কয়েকটি চিৎকার এসে আমাদের এই দুটি ভবঘুরের কর্ণপটাহ আক্রমণ করলো। মনে হল, চিৎকারটি একটি মেয়ের। চিৎকারটা দুঃখের, না, আনন্দের তা তারা বুঝতে পারলো না। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে তারা চমকে উঠলো। অজানা জায়গায় এই ধরনের চিৎকার মানুষের যে অস্বস্তি আর আশংকার সৃষ্টি করে তাদের মনও সেই রকম অজ্ঞাত কোনো বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলো। এই চিৎকার আসছিল দুটি মেয়ের কাছ থেকে। তৃণাচ্ছাদিত সামান্য ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তরের ওপরে সেই দুটি মেয়ে উলঙ্গ হচ্ছিলো। আর দুটো বাঁদর তাদের সামনে-সামনে ঘুরে তাদের পাছা কামড়াচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে কাঁদিদের খুব মায়া হল। বুলগেরিয়ানদের সঙ্গে থাকার সময় সে বন্দুক

ছুঁড়তে শিখেছিলো। ঝোপের মধ্যে কোন পাখি বসে থাকলে কোন পাতা নষ্ট না করেই সে পাখিটাকে গুলি করতে পারতো। সুতরাং সে তার দুমুখো স্প্যানিশ মাস্কেটটা তুলে নিল, ঘোড়া টিপলো ; তারপরেই দুটো বাঁদর প্রাণ হারিয়ে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লো।

এই দেখে সে বলল—প্রিয় ক্যাকাম্বো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মেয়ে দুটিকে আমি উদ্ধার করেছি। একজন ইনকুইজিটর আর একজন যীশুসংঘীর হত্যার ফলে আমি যদি কিছু পাপ করে থাকি তাহলে, এই দুটি মেয়ের জীবন রক্ষা করে তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। কে জানে এরা হয়ত কোন সৎ বংশের মেয়ে। আর এই সাহায্যের জন্যে এদেশে আমাদের হয়ত অনেক কিছু সুবিধে হতে পারে।

আরও কী সব সে বলতে যাচ্ছিল ; কিন্তু বলা হল না। সে হতভম্ব হয়ে দেখলো যে সেই দুটি মেয়ে পরম প্রীতির সঙ্গে মৃত বানর দুটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, চোখের জলে মুছিয়ে দিচ্ছে তাদের ক্ষতস্থানগুলিকে, আর সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলছে।

এই দেখে ক্যাকাম্বোকে সে বলল—এই রকম অদ্ভুত সৎ চরিত্রের মানুষ এখানে যে দেখতে পাব সেকথা আমি ভাবতে পারি নি।

ক্যাকাম্বো বলল—প্রভু, আপনি একটি অদ্ভুত কাজই করেছেন। আপনি কি জানেন, যে বানর দুটিকে আপনি হত্যা করেছেন তারা হচ্ছে ওই মেয়ে দুটির প্রেমিক ?

প্রেমিক ! তুমি আমাব সঙ্গে ঠাট্টা করছো, ক্যাকাম্বো। এ হতেই পারে না ! এ আমি বিশ্বাস করতে নারাজ—একেবারেই নারাজ।

ক্যাকাম্বো বলল—প্রিয় স্যার, সব কিছুতেই আপনি অবাক হচ্ছেন। বানরেরা মহিলাদের প্রেমময় অনুগ্রহ লাভ করেছে এমন দেশ এ বিশ্বে যে রয়েছে সেকথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ? আমি যেমন চারভাগের এক ভাগ স্প্যানিয়ার্ড তারাও তেমনি চার ভাগের এক ভাগ মানুষ।

কাঁদিদ বলল—হায়রে ! আমার বেশ মনে রয়েছে গুরুদেব প্যানগ্লস একবার আমাকে বলেছিলেন প্রাচীন যুগে এই রকম দুর্ঘটনা প্রায় ঘটতো। আর জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে মানবজাতির এই সংসর্গের ফলে যাদের জন্ম হতো তাদের কারও-কারও দেহের অর্দ্ধেকটা মানুষ আর অর্দ্ধেকটা ঘোড়ার মত, কারও-কারও ছোট-ছোট শিঙ আর লেজ থাকতো, আবার কেউ-কেউ হতো অর্দ্ধেকটা মানুষ আর অর্দ্ধেকটা ছাগলের মত ; এবং প্রাচীন কালের অনেক মানুষ এই জাতীয় দৈত্য দেখেছে। কিন্তু আমার কাছে এই সব জীবের অস্তিত্ব কাল্পনিক বলে মনে হতো।

ক্যাকাম্বো বলল—কিন্তু এসব ঘটনা যে সত্যি তা তো এখন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে! উপযুক্ত শিক্ষা না থাকার ফলে, মানুষেরা এই সব জন্তুজানোয়ারদের কী ভাবে ব্যবহার করছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই সব ভদ্রমহিলারা আমাদের কোন কুৎসিৎ ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবেন।

এই সব বিজ্ঞ মন্তব্য কাঁদিদের ওপরে যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ, তারপরেই সে মাঠ পরিত্যাগ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে সে ক্যাকাম্বোর সঙ্গে রাত্রির আহার শেষ করল; তারপরে, গ্র্যান্ড ইনকুইজিটর, বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপাল এবং ব্যারনকে প্রাণ ভরে অভিশাপ দিতে-দিতে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলে তারা অবাক হয়ে দেখলো যে নড়াচড়া করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে! কারণ হচ্ছে—সেই অঞ্চলে অরিলোনস নামে একটি মনুষ্য সম্প্রদায় বাস করতো। সেই মেয়ে দুটি তাদের হাতে ওদের ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে, গাছের ছাল দিয়ে তৈরি বেশ মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে তারা ওদের শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলো। ওদের ঘিরে পঞ্চাশজন উলঙ্গ অরিলোন দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তীরধনুক, কাঠের মুগুর, আর পাথরের তৈরি হালকা ধরনের কুড়োল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আগুন জ্বালিয়ে তার ওপরে বিরাট একটা কড়াই চাপিয়েছিল। বাকি সবাই খুঁড়ছিল গর্ত; কিন্তু চিৎকার করছিল সবাই। চিৎকার করে তারা বলছিল—যীশুসংঘী যীশুসংঘী! এবার আমরা বদলা নেব। আনন্দ কর! মজা কর! এদের আমরা খাব; রান্না করে সবাই মিলে খাব এস।

ক্যাকাম্বো গভীর দুঃখের সঙ্গে বলল, ওই দুটি বালিকা আমাদের যে ফাঁদে ফেলবে সেকথা আমি আগেই বলেছিলাম, স্যার!

সেই ফুটন্ত কড়াই আর গর্ত দেখে, কাঁদিদ কেঁদে ফেলে বলল—মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের হয় সেদ্ধ করবে, আর না হয় আগুনে ঝলসে রোস্ট বানাবে। মানুষের পবিত্র চরিত্র তৈরি হওয়ার রীতিটা দেখতে পেলে গুরুদেব প্যানগ্লস কী বলতেন সেইটা ভেবেই আজ আমার দুঃখ হচ্ছে! তিনি বলতেন পৃথিবীতে যা ঘটে সবই ঠিক। তা হয়ত সত্যি; কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে মিস কুনিগুণ্ডকে হারিয়ে এই সব অরিলোনদের হাতে রোস্ট হওয়াটা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক।

গভীর দুঃখ এবং ততোধিক বিপদের মধ্যেও ক্যাকাম্বো কোন দিন তার বুদ্ধি হারায় নি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কাঁদিদকে সে বলল—হতাশ হবেন না। এই লোকগুলোর হতচ্ছাড়া ভাষা আমি কিছু কিছু বুঝি। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।

কাঁদিদ বলল—তাই কর ভাই। তাজা মানুষকে সেদ্ধ আর রোস্ট করাটা যে

কী বীভৎস কাজ আর এই ধরনের কাজের মধ্যে খ্রীশ্চান ধর্ম যে বিন্দুমাত্র নেই সেই কথাটা যাতে ওদের মাথায় ঢোকে সেই ব্যবস্থা করো।

ক্যাকাম্বো বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, একজন যীশুসংঘীকে তোমরা পুড়িয়ে খাবে এই কথাটাই সম্ভবত তোমরা ভাবছো। তা যদি ভেবে থাকো তাহলে, ভালই করেছ। তোমাদের যারা শত্রু তাদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করলে তোমরা কোন অন্যায় করবে না। তাছাড়া, প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে প্রতিবেশীদের খুন করা। আর সেই জন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের সবাই এই নীতিটি মেনে চলছে। আমরা যে মানুষের মাংস খাই না তার কারণ হচ্ছে মানুষের মাংসের চেয়ে ভাল মাংস খাওয়ার মত সংস্থান আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমাদের মত সংস্থান তোমাদের নেই। তোমাদের বিজয়ের ফসল আকাশের পাখির মুখে তুলে দেওয়ার চেয়ে শত্রুদের ভোজন করা তোমাদের কাছে অনেক বেশী ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের বন্ধুদের ভোজন করতে চাও না। তোমরা ভাবছ একজন যীশুসংঘীকে তোমরা রোস্ট করে খাবে; কিন্তু এইখানেই তোমরা ভুল করেছো। আমার প্রভু তোমাদের বন্ধু, তোমাদের রক্ষাকর্তা। যে মানুষটি তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করছেন তাঁকেই তোমরা আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছো! আর আমার কথা যদি ধর তো বলতে পারি আমি হচ্ছি তোমাদের দেশের মানুষ। এই ভদ্রলোক হচ্ছেন আমার মনিব। তিনি তো যীশুসংঘী ননই; সম্প্রতি তিনি ওই সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে তারই পোশাক নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন। তোমাদের ভুলটা হয়েছে সেই জন্যেই। আমি যে সত্যি কথা বলছি তার প্রমাণ যদি তোমরা চাও, তাহলে, ওঁর এই পোশাকটা খুলে নাও; সেটা নিয়ে যাও যীশুসংঘীদের রাজ্যের প্রথম সীমান্তে; গিয়ে জিজ্ঞাসা করো আমার মনিব তাদের একজন অফিসারকে হত্যা করেছে কি না। এর জন্যে বেশী সময় তোমাদের নষ্ট হবে না; তাছাড়া, আমরা তো রইলামই। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমরা না হয় এসে আমাদের আগুনে ঝলসিয়ে খেয়ো। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে আমি জানি, সামাজিক নীতি, মনুষ্যত্ব, আর ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায় তা তোমাদের অবশ্যই জানা রয়েছে। আশা করি, সেই নীতি অনুসারে, আমার বিশ্বাস, তোমরা আমাদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করবে না।

অরিলোনদের কাছে এই বক্তৃতাটি খুবই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হলো; এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে তারা দুজনকে দ্রুত পাঠিয়ে দিল। সেই দুজন বিজ্ঞের মত তাদের কর্তব্য পালন করল; এবং তাড়াতাড়ি ফিরে এল শুভ সংবাদ নিয়ে। তারপরে তারা দুজন বন্দীকে মুক্তি দিল; ভব্যতা আর আতিথেয়তা বলতে যা বোঝায় সবই দেখালো তাদের, স্ফূর্তি করার জন্যে যুবতীদের দান করল। ভাল ভাল খাবার দিল খেতে এবং নিজেদের দেশের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল তাদের।

নিয়ে যেতে যেতে আনন্দে তারা চিৎকার করতে লাগলো—ওরা যীশুসংঘী নয়, যীশুসংঘী নয়!

তার মুক্তির কারণটাকে কাঁদিদ প্রশংসা না করে পারলো না।

সে চিৎকার করে বলল—মানুষই বা কী! তাদের রীতি-নীতিই বা কী! আমি যদি মিস কুনিগুন্ডের ভাইয়ের বুকে তরোয়ালটা আমূল বসিয়ে না দিতাম তাহলে নিশ্চয় আজ জীবন্ত অবস্থায় এদের পেটে যেতাম আমি। আসল কথাটা হচ্ছে নির্ভেজাল প্রকৃতি! আহা, কী ধাতু দিয়ে তা গড়া! এবং এরা যেই জানতে পারলো যে আমি যীশুসংঘী নই, অমনি এরা আমাদের খেলো তো না-ই; বরং অজস্র ভদ্রতা দেখালো!

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### কাঁদিদ আর তার ভৃত্য হাজির হলো। এল ডোরাডো দেশে। সেখানে গিয়ে তারা কী দেখলো

তারা অরিলোনস-এর সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর, ক্যাকাম্বো কাঁদিদকে বলল—দেখছেন তো, পৃথিবীর এই অক্ষাংশও অন্য অক্ষাংশের মতই। আমার কথা শুনুন। সোজা রাস্তা দিয়ে আমরা ইউরোপে ফিরে যাই চলুন।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু কী করে আমরা যাব? আর যাবই বা কোথায়? আমার নিজের দেশে? বুলগেরিয়ান আর আবারেসরা সেখানে বসে আছে; তরোয়ালের খোঁচায় আর আগুন জেবলে দেশটাকে শ্মশান করে দিচ্ছে। আমরা কি পর্তুগালে ফিরে যাব? সেখানে গেলেই আমাকে তারা পুড়িয়ে মারবে। আর আমরা যদি এখানে থাকি তাহলেও, প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। কিন্তু যে অঞ্চলে মিস কুনিগুন্ড রয়েছে সে অঞ্চলই বা আমি ছেড়ে যাই কী করে?

ক্যাকাম্বো বলল—চলুন, আমরা কেইয়িনের দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে কয়েকজন ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। কারণ, আপনি জানেন এই ভদ্রলোকেরা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তারা হয়ত আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে। এই সব বিপর্যয়ের জন্যে ঈশ্বরও আমাদের ওপরে কৃপা করবেন।

কিন্তু কেইয়িনে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। জায়গাটা কোথায় সেটা তারা মোটামুটি ভাবে জানতো, কিন্তু পথে ছিল অনেক বাধা। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, চড়াই, উতরাই, ডাকাত, বর্বর জাতি—সব গিজগিজ করছিল সেই পথের ওপরে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে তাদের ঘোড়া দুটি মারা গেল। তাদের খাবারও গেল

ফুরিয়ে। পুরো একটা মাস ধরে তারা বুনো ফল খেয়ে রইলো। অবশেষে তারা ছোট একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলো। নদীটির ধারে-ধারে নারকেল গাছের সারি। গাছগুলি দেখে তাদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হলো।

সেই বুড়োটির মত ক্যাকাম্বোও সব সময় ভাল-ভাল উপদেশই দিচ্ছিলো। সে কাঁদিককে বলল—আর এখানে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা অনেক হেঁটেছি। নদীর ধারে ছোট একটা ছিপ দেখছি। ছিপটা খালি। ওই ছিপে নারকেল বোঝাই করে আমরা ভেসে পড়ি আসুন। নদী সব সময় জনবহুল জায়গার পাশ দিয়ে বয়ে যায়। স্রোতের টানে ভেসে গেলেই কোন লোকালয়ের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে যাব। যদি ভাল কিছু দেখতে না পাই, নতুন কিছু তো দেখতে পাব।

কাঁদিদ বলল—রাজি। এখন আমরা ভাগ্যের হাতেই নিজেদের সঁপে দিই এস।

নদীর স্রোতে কয়েক মাইল ভেসে গেল তারা। মাঝে-মাঝে তীরের ওপরে অজস্র ফুল ধরেছিল; কোথাও-কোথাও একেবারে ফাঁকা। কোথাও বা মাটি মসৃণ আর সমতল, কোথাও বা পাহাড়ী, আর খাড়াই। যতই এগোতে লাগলো ততই নদী চওড়া হতে লাগলো; তারপরে নৌকোটা একটা ভয়ংকর পাহাড়ের সামনে এসে হাজির হলো; এর চূড়াগুলি উঁচু হয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইখানে এসে আমাদের দুজন যাত্রী সাহস করে সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে ছিপটা ভাসিয়ে দিল। নদীর জল প্রচন্ড গর্জনে আর আবর্তে তাদের টেনে নিয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সকাল হলো। আবার তারা সকালের আলো দেখতে পেলো; কিন্তু তাদের ছিপটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মাইল খানেক তারা এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো: তারপরে, তারা হাজির হল একটা পাহাড়ী চত্বরে। চত্বরটা বেশ বড়, আর ফাঁকা। তার চারপাশে দুরধিগম্য পর্বতমালা। জায়গায় জায়গায় ফুলের চাষও যেমন রয়েছে, ফসলের চাষও রয়েছে সেই রকম। যুগপৎ আনন্দ আর প্রয়োজন মেটাচ্ছে জায়গাটা। রাস্তাগুলি বোঝাই, অথবা, শোভিত রয়েছে গাড়ীতে; গাড়ীগুলি তৈরি হয়েছে চকচকে জিনিস দিয়ে। সেগুলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একজাতীয় বড়-বড় মেষ। তাদের গায়ের রঙ লাল। তাতে যে সব নর-নারী চেপেছে তারা অদ্ভুত রকমের সুন্দর। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে গাড়ীগুলি। এত জোরে যে প্রথম শ্রেণীর আনদালুসিয়া, তেতুয়ান, অথবা মেকিনেজ ঘোড়াও অত জোরে ছুটতে পারে না।

কাঁদিদ বলল—এই দেশটা ওয়েস্টফালিয়ার চেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম যে গ্রামটি তাদের চোখে পড়লো সেইখানেই তারা থামলো। ঢোকার পথে কতগুলি শিশুকে দেখলো তারা। তাদের গায়ে সব চেয়ে দামী ব্রোকেডের ছিন্ন পোশাক, তারা সবাই চাকা নিয়ে খেলছে। বিশ্বের অন্য অক্ষাংশের এই দুটি

বাসিন্দা যা দেখলো তাতে বেশ আমোদ পেলো। এই চাকাগুলি গোলাকার, বেগনে, লাল আর সবুজ রঙের। তাদের গা থেকে তীব্র জ্যোতি বেরোচ্ছিলো। আমাদের এই ভ্রমণকারীরা তাদের কয়েকটা তুলে নিল। মনে হলো তারা সব সোনার, এমারেল্ড রুবি, আর হীরে দিয়ে তৈরি। তাদের মধ্যে সব চেয়ে কম দামী ধাতু দিয়ে আকবর বাদশাহের যদি সিংহাসন তৈরি করা যেতো সেটি হতো বিশ্বের অপূর্ব সিংহাসন।

ক্যাকাম্বো বলল—এই যারা খেলছে তারা নিঃসংশয়ে সব রাজপুত্র।

এই কথা সে যখন বলছে এমন সময় গ্রামের স্কুল মাস্টার ছাত্রদের স্কুলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এলেন।

কাঁদিদ বলল—উনি হচ্ছেন রাজবংশের শিক্ষক।

সেই ছিন্ন পোশাক পরা ছোকরাগুলি তাদের খেলা ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় সেই গোল চাকতিগুলি ফেলে রেখে গেলো পেছনে। কাঁদিদ সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ছুটলো স্কুলের ভেতরে; তারপরে শিক্ষকের কাছে সসম্ভ্রমে মাথাটি নুইয়ে ইঙ্গিতে জানালো যে রাজকুমারেরা সোনা আর মূল্যবান ধাতুগুলি ফেলে চলে গিয়েছে। মুচকি হেসে শিক্ষকটি সেগুলিকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন; তারপরে ভীষণ অবাক হয়ে কাঁদিদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

আমাদের ভ্রমণকারীরা অবশ্য সেই সব সোনা, রুবি আর এমারেল্ডগুলি কুড়িয়ে নিতে ভুললো না।

তারপরেই কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—আমরা কোথায় এসেছি? রাজার সন্তানেরা নিশ্চয় খুব চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে; কারণ, সোনা আর মূল্যবান জিনিসগুলিকে ঘৃণা করতে তাদের শেখানো হয়েছে।

ব্যাপার দেখে প্রভুর মত ক্যাকাম্বোও অবাক হয়ে গেলো।

সেই গ্রামের যে প্রথম বাড়িটি তাদের চোখে পড়লো সেইখানেই হাজির হল তারা। ইউরোপে প্রাসাদ বলতে যা বোঝা যায় এই বাড়িটি ঠিক সেই রকম। দরজার সামনে এক দল লোক পায়চারি করছিল। ঘরের ভেতরে যারা বসেছিল তাদের সংখ্যা আরও বেশী। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল খুব মিষ্টি একটা বাজনার স্বর; আর রান্নাঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল খুব মিষ্টি একটা খাবারের গন্ধ। দরজার কাছে এগিয়ে গেলো ক্যাকাম্বো। শুনলো সেখানকার লোকেরা পেরুভিয়ান ভাষায় কথায় বলছে। ওইটাই তারও মাতৃভাষা। কারণ সে যে টুকুমানের একটি গ্রামে জন্মেছিল সেকথা সবাই জানে। সেইখানে ওই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে কথা বলা হতো না।

সে কাঁদিদকে বলল—এখানে আমি আপনার দোভাষীর কাজ করবো। আসুন, আমরা ভেতরে যাই। এটা হচ্ছে একটা আহারের স্থান।

ভেতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে দুজন পরিচারক আর দুজন পরিচারিকা তাদের ডেকে নিয়ে সবাই যেখানে ভোজন করে সেই জায়গায় বসালো। পরিচারিকাদের পরনে সোনার কাপড়, চুলগুলি বাঁধা জরির কাজ করা সুন্দর ফিতে দিয়ে! তাদের ডিনার খেতে দেওয়া হল : চারটি পাত্রের ওপরে বিভিন্ন রকমের 'সুপ', প্রত্যেকটি সুপের সঙ্গে সেদ্ধ করা হয়েছে চারটি করে নধর লম্বা লেজওয়ালা টিয়াপাখি জাতীয় এক রকমের পাখি ; একটা বেশ বড়, মানে, বিরাট পাত্র। তার ওপরে রয়েছে দু'হন্দর ওজনের সেদ্ধ মাংস, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এই রকম দুটি রোস্টকরা বানর, আর একটা পাত্রে রয়েছে তিনশ' ছোট গানকরা পাখি ; একটাতে রয়েছে সেদ্ধ করা ছশ' ফ্লাই বার্ড' ; সঙ্গে আছে চমৎকার মাংসের কোর্মা, আর সুস্বাদু চাটনি। এই সব খানা-ই দেওয়া হয়েছে স্ফটিকের পাত্রে ; আখ থেকে মাড়াই করা চমৎকার মদ। পরিচারক আর পরিচারিকার দল সকলের হাতের কাছে সেটি এগিয়ে দিল।

সেখানে যারা বসে খাচ্ছিল তাদের অধিকাংশই হচ্ছে ব্যবসাদার আর মালগাড়ীর গাড়োয়ান। খুবই ভদ্র তারা। বেশ বিবেচনা আর সাবধানতার সঙ্গে তারা ক্যাকাম্বোকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। ক্যাকাম্বো তাদেব যে সব প্রশ্ন করল সেগুলির উত্তর বেশ ভদ্র আর সন্তোষজনকভাবেই তারা দিল।

ডিনার শেষ হওয়ার পরে, কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো ঠিক করল এই খানার মূল্য হিসাবে তারা বেশ ভাল দামই দেবে। এই ভেবে বেশ ভারি দেখে দুটো সোনার তাল বার করে টেবিলের ওপরে সে দুটিকে তারা রাখলো। আসার সময় ওগুলি রাস্তা থেকে তারা কুড়িয়ে এনেছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক আর তাঁর স্ত্রী সেই জিনিস দুটিকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির দাপটে তাঁদের দেহ এতই কাঁপতে লাগলো যে কিছুক্ষণ তাঁরা কোন কথাই বলতে পারলেন না!

হাসি থামলে, মালিক বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে বিদেশী তা আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের মত বিদেশীরা এ-অঞ্চলে প্রায় আসেন না। তাই তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক রকম নেই বললেই হয়। এই সব নুড়িগুলি আপনারা আমাদের দিলেন বলে আমরা যে হাসছিলাম তার জন্যে আমাদের আপনারা ক্ষমা করবেন। এদেশের অর্থ নিশ্চয় আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এই বাড়িতে খানাপিনা করার জন্যে কাউকে কোন মূল্য দিতে হয় না। এই দেশে যারা ব্যবসাপাতি করে তাদের জন্যেই সরকার এই সব সরাইখানা খুলেছেন। এখানে আপনাদের সেবা আর যত্নের যথেষ্ট ত্রুটি হয়েছে। হবেই। কারণ, এটি একটি দরিদ্র গ্রাম ; কিন্তু অন্য সব সরাইখানার প্রতিটিতেই আপনাদের মত উঁচুদরের মানুষদের যোগ্য আদর আর যত্নের সুব্যবস্থা রয়েছে।

মালিক যে সব কথা বললেন সেগুলির সবই ক্যাকাম্বো বুঝিয়ে বলল

কাঁদিদকে। বলার সময় ক্যাকাম্বোর স্বরে যে-রকম বিস্ময় ফুটে উঠেছিল সেই রকম বিস্ময়ের সঙ্গেই কাঁদিদ তার কথাগুলি শুনলো।

একজন আর একজনকে বলল—এটা কী রকম দেশ! বিশ্বের লোকেরা তো এদেশের কথা শোনে নি। আমাদের অঞ্চলে যে রকম প্রকৃতি আমরা দেখতে পাই, এখানে প্রকৃতি তা নয়। সম্ভবত, বিশ্বের একমাত্র এইখানেই সব জিনিস খাঁটি। কারণ পৃথিবীতে এই-রকম একটা জায়গা অবশ্যই কোথাও থাকবে। গুরুদেব প্যানগ্লস যাই বলুন না কেন ওয়েস্টফালিয়াতে সব কিছুই যে খারাপ সেটা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## এল ডোরাডো' দেশে তারা কী দেখলো

মালিককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেল ক্যাকাম্বো। তাতেই বোঝা গেল এই দেশটির সম্বন্ধে কৌতূহলের অবধি নেই তার।

এই শুনে সৎ মালিকটি তাকে বললেন—আমি খুবই অজ্ঞ, স্যার; কিন্তু সেই অজ্ঞতাতেই আমি খুশি। অবশ্য, আমাদেরই পাশের গাঁয়ে একটি বৃদ্ধ থাকেন। সম্প্রতি তিনি আদালত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সারা দেশে সব চেয়ে শিক্ষিত মানুষ তিনি; মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর আর জোড়া নেই।

এই বলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিটির বাড়ির পথটা তিনি ক্যাকাম্বোকে দেখিয়ে দিলেন। কাঁদিদ এখন দ্বিতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে; সে সব সময় তার চাকরের পিছু পিছু ঘুরতে লাগলো। তারা যে ঘরে ঢুকলো সেটি অত্যন্ত সাদাসিদে। দরজাটা মাত্র রুপোর ছিল, ভেতরের ছাদটা তৈরি হয়েছিল মাত্র পেটা সোনা দিয়ে। কিন্তু বাড়িটি এমন রুচিসম্মতভাবে তৈরি হয়েছিল যে সব চেয়ে ধনীর প্রাসাদের সঙ্গেও সে স্বচ্ছন্দে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামতে পারতো। পাশের ঘরটিই কেবল রুবি আর পান্না দিয়ে মোড়া, কিন্তু সব কিছুই সেখানে এমন সুচারুভাবে সাজানো ছিল যে তার ফলে বাড়িটির সব সাধারণত্ব পুষিয়ে গিয়েছিল।

এই বিদেশী এবং অপরিচিত দুটি মানুষকে বৃদ্ধটি অভ্যর্থনা করে সোফার ওপরে বসালেন। সোফাটি তৈরি হয়েছিল ছোট-ছোট গান-করা পাখির পালক দিয়ে। হাতলহীন সোনার পাত্রে তাদের মদ দেওয়ার জন্যে চাকরকে নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপরে তাদের কৌতূহল তিনি এইভাবে মেটালেন:

'আমার বয়স এখন একশ' বাহাত্তর বছর। আমার স্বর্গীয় পিতা ছিলেন রাজার অশ্বপালক। পেরুতে যে চিত্তচমৎকারী বিপ্লব ঘটেছিল তা তিনি নিজের

চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে এই বিপ্লবের কাহিনী আমি শুনেছি। এই সাম্রাজ্যটি হচ্ছে ইনকাদের প্রাচীন পৈতৃক সম্পত্তি। মূর্খের মত তারা নিজেদের দেশ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর অন্য একটি অঞ্চল দখল করতে গিয়েছিল; কিন্তু অবশেষে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে গিয়ে তারা হেরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

'তাদের বংশের যে-সব রাজকুমার তাঁদের নিজেদের দেশে থেকে গিয়েছিলেন তাঁরা বিজ্ঞতার কাজই করেছিলেন। সমস্ত দেশের অনুমতিক্রমে তাঁরা এই ঘোষণা করে দিলেন যে সে-দেশের কোনো লোক সেই ক্ষুদ্র দেশটি পরিত্যাগ করে যেতে পারবে না। সেই জরুরী আইনের বলেই আমরা আমাদের সুখ আর সারল্য বজায় রাখতে পেরেছি। এদেশের সম্বন্ধে স্প্যানিয়ার্ডদের একটা গোলমেলে ধারণা ছিল। তারা এই দেশটির নাম দিয়েছিলো এল ডোরাডো। প্রায় একশ বছর আগে, স্যার ওয়ালটার র‍্যালে নামে একজন ইংরাজ এ দেশের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু দুর্গম আর খাড়াই পাহাড় আমাদের দেশটিকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে। তারই ফলে, ইউরোপের লোভী আর উন্মাদ মানুষদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। আমাদের দেশের পথে-ঘাটে যে সব নুড়ি আর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি কুড়ানোর লোভ তাদের অদম্য। সেই লোভে তারা আমাদের সকলকে নির্বিবাদে হত্যা করতেও সংকোচ বোধ করতো না।'

অনেকক্ষণ ধরেই তাদের আলোচনা চললো। তাদের আলোচনার বিশেষ বিষয় ছিল সরকারের গঠন প্রক্রিয়া, মহিলা, আমোদ প্রমোদ আর চিত্রকলা। দর্শনশাস্ত্রের ওপরে কাঁদিদের একটা ঝোঁক ছিল। দেশের মানুষদের কোনো ধর্ম রয়েছে কিনা সেকথা বৃদ্ধকে সে জিজ্ঞাসা করল।

প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধটি একটু লালচে হয়ে গেলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সে বিষয়ে আপনার কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে? আপনার কি মনে হয় আমরা সব জঘন্য মানুষ? কৃতজ্ঞতা বলে আমাদের কিছু নেই?

এল ডোরোডোর সহকারী ধর্ম কী, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে ক্যাকাম্বো তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। এই রকম একটি প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধটির গাল আবার লাল হয়ে উঠলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো দেশে দুটো ধর্ম থাকে নাকি? আমার মনে হয়, আমাদের ধর্মই হচ্ছে সারা পৃথিবীর ধর্ম। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের ভজনা করি।

কাঁদিদের সন্দেহটি স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে ক্যাকাম্বো তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—একটি মাত্র ঈশ্বরকেই কি আপনারা ভজনা করেন?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—নিশ্চয়। ঈশ্বর দুটিও নেই, তিনটিও নেই,

চারটিও নেই। আপনারা পৃথিবীর যে-অংশে বাস করেন সেখানকার মানুষেরা যে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে সেকথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য।

যাই হোক, বৃদ্ধকে কাঁদিদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করল। এল ডোরাডোর মানুষ কী বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সেটা জানতে চাইলো সে।

সেই মাননীয় ঋষিটি বললেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমরা আদৌ করি নে। আমাদের যা প্রয়োজন সবই তিনি আমাদের দিয়েছেন। তাঁর কাছে চাইবার মত আর কিছুই আমাদের নেই। সেইজন্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

সেই দেশের জন কয়েক পাদরীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে কাঁদিদের হয়েছিল। সেই ইচ্ছেটা ক্যাকাম্বোর মুখ দিয়ে বৃদ্ধটির কাছে সে প্রকাশ করল।

এই শুনে একটু হেসে তিনি বললেন—বন্ধুগণ, আমরা সবাই পাদরী। রাজা এবং প্রতিটি পরিবারের প্রথম পুরুষেরা প্রতিদিন সকালে ভক্তিভরে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন পাঁচ থেকে ছ' হাজার গাইয়ে-বাজিয়ের দল।

ক্যাকাম্বো বলল—কী বললেন! ঝগড়া বাধানোর জন্যে, শাসন করার জন্যে, ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্যে, তাঁদের মতের সঙ্গে যাদের মত মেলেনা তাদের পুড়িয়ে মারার জন্যে এখানে কোন পাদরী সম্প্রদায় নেই? তাজ্জব কি বাৎ!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—আপনারা কি আমাদের মূর্খ বলে মনে করেন? এখানে আমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই; সুতরাং, পাদরী সম্প্রদায় বলতে আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারছি নে।

এই সমস্ত আলোচনার সময়ে কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলো কাঁদিদ। সে নিজের মনে-মনেই বলল—ওয়েস্টফালিয়া আর এই দেশের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য! আমাদের বন্ধু প্যানগ্লস এল ডোরাডো দেশটি দেখলে কিছুতেই বলতে পারতেন না যে থানডার-টেন-ট্রনকের দুর্গটি বিশ্বের সেরা! কথাটা সত্যি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দেখে বেড়ানোর মত ভালো জিনিস আর নেই।

সমাপ্ত হলো দীর্ঘ আলোচনার। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছটা মেষকে সাজানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন; সঙ্গে দিলেন ছজন সহিস। তাদের সঙ্গে দিলেন বারোটি চাকর। রাজসভায় এই দুটি পর্যটককে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন চাকরদের।

তিনি বললেন—আপনাদের সঙ্গে আমি নিজে যেতে পারলাম না সেজন্যে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার এই বয়সটাই সেই সম্মান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। রাজা আপনাদের ভালোভাবেই অভ্যর্থনা জানাবেন। তাঁর অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত আপনাদের কিছু থাকবে না। আর একটা

কথা। আমাদের দেশের রীতিনীতি আপনাদের সম্পূর্ণরূপে খুশি করতে না পারলেও, আশা করি আপনারাও সেগুলির কুৎসা করবেন না।

কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো দুজনেই গাড়ীর ওপরে উঠে বসলো। ছয় মেষের গাড়ী তাদের নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো তীর বেগে। শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে রাজপ্রাসাদ। মিনিট পনেরর আগেই তারা সেখানে পেঁৗছে গেলো। রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারেই দেউড়ী; বারান্দাও বলতে পারেন তাকে। উঁচুতে দুশ কুড়ি ফুট, চওড়ায় একশ' ফুট। কিন্তু সেই দেউড়ীটা যে কি জাতীয় মশলা দিয়ে তৈরি হয়েছিলো তা ভাষায় বর্ণনা করা একেবারে অসম্ভব। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, যে সব নুড়ি আর পাথরকে আমরা সোনা আর মূল্যবান পাথর বলে সনাক্ত করি, দেউড়ীটি তৈরি হয়েছিল তাদের চেয়ে অনেক অনেক উন্নত শ্রেণীর পাথর দিয়ে।

গাড়ী থেকে নামার সময়, কুড়িটি তন্বী, সুন্দরী, অনূঢ়া যুবতী তাদের অভ্যর্থনা জানালো, স্নানের ঘরে নিয়ে গেলো। সেইখানে 'হামিং বার্ড' অর্থাৎ গুনগুনে পাখির পালক দিয়ে তৈরি করা পোশাক তাদের পরালো। তারপরে, রাজপ্রাসাদের উচ্চপদস্থ পুরুষ এবং মহিলা রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে রাজপ্রকোষ্ঠে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় এক হাজার করে গায়ক-শিল্পীর দল দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়ালো। দুটি সারির মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলো তারা। এইটাই হচ্ছে এখানকার দেশাচার। রাজপ্রকোষ্ঠের কাছাকাছি এসে পড়লো তারা। কী ভাবে মহারাজের কাছে তারা নজরানা দেবে সেই কথাটা ক্যাকাম্বো একটি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করল। মহারাজের সামনে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোই কি সে দেশের রীতি? না, মাটির ওপরে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়াই সে-দেশের প্রথা? তারা কি মহারাজের সামনে দুটো হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে দেবে? না, হাত দুটিকে পেছনের দিকে বেঁধে রাখবে? তারা কি জিব দিয়ে মাটি চাটবে? এক কথায়, এই সব ক্ষেত্রে সেই দেশে কী ধরনের প্রথা রয়েছে?

সেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীটি বললেন—এসব ক্ষেত্রে এখানকার রীতি হচ্ছে দুহাত দিয়ে মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরা, এবং তাঁর দুটি গালে দুটি চুমু খাওয়া।

সেই প্রথা অনুযায়ী রাজসন্নিধানে হাজির হয়ে কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো মহারাজের গলাটি দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো; মহারাজ যথেষ্ট বদান্যতার সঙ্গে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন, এবং খুবই বিনীতভাবে তার সঙ্গে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের।

খানা তৈরি হওয়ার আগে, পর্যটক দুটিকে শহর দেখিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন মহারাজা। রাস্তায় বেরিয়ে বিরাট-বিরাট আকাশচুম্বী প্রাসাদ দেখলো তারা;

দেখলো হাট আর বাজার। বাজারগুলির সবক'টিই সহস্রস্তম্ভী। দেখলো ঝরনা; তা ছাড়া দেখলো গোলাপজলের ঝরনা; আর আখ পিষে সুরা বার করার প্রক্রিয়া। সেই সুরা আর গোলাপজলের ঝরনাগুলি বড়-বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পার্কগুলি এক রকমের দামী পাথর দিয়ে মোড়া। সেই সব পাথর থেকে লবঙ্গ আর দারুচিনির গন্ধ বেরোচ্ছে। 'হাইকোর্ট অফ জাসটিস,' আর পার্লিয়ামেন্ট দেখতে চাইলো কাঁদিদ। তারা শুনলো, ওদেশে মামলা-মকোদ্দমা নেই বলে ও দুটি জিনিসও সেখানে নেই। সেখানে কোন কয়েদখানা রয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করল কাঁদিদ। না, নেই। কিন্তু একটা বাড়ি দেখে সে যুগপৎ আনন্দ পেলো আর বিস্মিত হলো। সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানভবন। সেখানকার গ্যালারীটি হচ্ছে দু'হাজার ফুট লম্বা। গণিতশাস্ত্র আর প্রকৃতিদর্শনের অজস্র যন্ত্র সেখানে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

শহরে এত জিনিস দেখার ছিল তার কতটুকুই বা দেখার সময় পেলো তারা! সারাটা বিকাল ধরে যা দেখেছিল তা এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। তারপরে, তাদের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনা হলো। চাকর ক্যাকাম্বো, আর রাজসভার কয়েকজন মহিলার সংগে মহারাজের পাশে খেতে বসলো কাঁদিদ। এত সুরুচিসম্পন্ন ভোজের আসর আর কোনোদিনই সে দেখে নি। খেতে বসে মহারাজ যে-রকম সরস বাক-চাতুর্য দেখিয়েছিলেন সেরকমটি আজ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন দেখাতে পারে নি। মহারাজের সরস বাক্যগুলি ক্যাকাম্বো অনুবাদ করে কাঁদিদকে শোনালো। এই দেশে অনেক জিনিস দেখেই কাঁদিদ হতভম্ব হয়েছিলো। রাজার পরিহাসবাক্যের অনুবাদ শুনে সে কম হতভম্ব হয় নি। কারণ, রাজার সরস বাক্যগুলি যদিও সে অনুবাদের মাধ্যমে শুনেছিল তবুও সেগুলি সরস বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। অতিথিবৎসল এই দেশটিতে তারা প্রায় একমাস কাটালো। সেই সময় কাঁদিদ ক্রমাগত ক্যাকাম্বোকে বলে যাচ্ছিল:

'বন্ধু, আমি যেখানে জন্মেছিলাম সে-জায়গাটা যে এর তুলনায় কিছু নয় সেই কথাটা তোমার কাছে আবার আমি স্বীকার করছি; কিন্তু তবু মিস কুনিগু এখানে নেই; এবং নিঃসন্দেহে, তোমারও কোন প্রেমিকা হয়ত ইউরোপে রয়েছে। এখানে থেকে গেলে আমরা এখানকার মানুষদের মতই হয়ে যাবো। কিন্তু এক ডজন এল ডোরাডোর মেষের পিঠে চাপিয়ে এখানকার পথের নুড়ি-পাথরগুলি যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে, ইউরোপে যত রাজা রয়েছেন তাঁদের চেয়ে ধনী হয়ে যাবো আমরা। ধর্মীয় আদালতের মহাযাজকের ভয়ে আর আমাদের জীবন কাটাতে হবে না; আর মিস কুনিগুকেও হয়ত আমরা উদ্ধার করে আনতে পারবো।

এই বক্তৃতা শুনে খুবই খুশি হলো ক্যাকাম্বো। বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ, নিজেদের দেশের লোকের কাছে নাম কেনার চেষ্টা, আর চারপাশ ঘুরে

বেড়ানোর ফলে তারা যা দেখেছে সেই সব কথা গর্ব করে বলে বেড়ানোর দম্ভ এই দুটি পর্যটকের মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করল যে তারা ঠিক করে ফেললো সেখানে আর তারা সুখী হতে পারবে না। দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তারা তাই মহারাজের অনুমতি চাইলো।

মহারাজ বললেন—দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা তোমাদের কাছে হবে হঠকারিতা, আর মূর্খামির নামান্তরমাত্র। আমার সাম্রাজ্যে যে অনেক অসুবিধে রয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু মানুষ যদি কোথাও শান্তিতে বাস করতে চায়, তাহলে, সেই জায়গাটা হচ্ছে এই দেশ। অবশ্য, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের, অথবা, কোন বিদেশীকে আটকে রাখার ইচ্ছা নিশ্চয় আমার নেই। সেটা হবে একটা অত্যাচার। আমাদের রীতিনীতি আর অনুশাসন দুটিই সেই বাধ্যবাধকতাকে এ-দেশের সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে মনে করে। সব মানুষই স্বাধীন। যখন খুশি, এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার তোমাদের রয়েছে ; কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার সময় অনেক বিপদ আপদের মুখে তোমাদের পড়তে হবে। ওই যে উঁচু আর খিলান-দেওয়া পাহাড়গুলি দেখছো ওর নিচে দিয়ে যে খরস্রোতা নদীটি বয়ে যাচ্ছে তার স্রোতের উজানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। ওই স্রোতেই তোমরা ভেসে এসে এখানে উঠেছো বটে, কিন্তু সে একটা অলৌকিক কাজ ; কারণ যে পর্বতমালা আমার রাজত্বটিকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে তাদের উচ্চতা দশ হাজার ফুট, আর একেবারে খাড়াই। সেখানে ওঠা আর সেখান থেকে নামা একেবারেই দুঃসাধ্য। তবু এদেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যখন তোমরা মনস্থ করেছো তখন এখনই আমি আমার যন্ত্র-মন্দিরের অধিকর্তাকে নির্দেশ পাঠাচ্ছি। তোমাদের নিরাপদে ওপাশে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছে দেওয়ার পরে আর কিন্তু তোমরা তাঁর সাহায্য পাবে না। কারণ, আমার প্রজারা প্রতিজ্ঞা করেছে কোনোদিনই তারা দেশের বাইরে যাবে না। সেই প্রতিজ্ঞা না ভাঙার মত যথেষ্ট বিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। তোমাদের আর কী চাই আমাকে বল।'

ক্যাকাম্বো বলল—মহারাজাধিরাজ, আমরা চাই কয়েকটি মেষ, খাবার, আর আপনার দেশের কিছু নুড়ি-পাথর আর পথের ধুলো।

এই অনুরোধ শুনে রাজাধিরাজ মুচকে একটু হাসলেন। তারপরে বললেন—আমাদের দেশের হলদে মাটিতে তোমরা ইউরোপীয়ানরা যে কী খুঁজে পাও তা আমি কল্পনাও করতে পারি নে। ঠিক আছে ; যত পারো নিয়ে যাও। এতে তোমাদের বেশ উপকার হতে পারে।

এই দুটি অনবদ্য চরিত্রের মানুষকে সাম্রাজ্যের বাইরে পার করে দিয়ে আসার জন্যে যন্ত্রশিল্পীদের নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন হাজার গণিত বিশারদ সেই নির্দেশ পেয়ে কাজে বসে গেলেন ; পনোর দিনের মাথায় শেষ হলো কাজটি। এই

কাজটি শেষ করতে সে-দেশের মুদ্রায় কুড়ি মিলিয়ন স্টারলিঙের বেশী খরচ হয় নি। কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে বসানো হলো সেই যন্ত্রটির ওপরে। তারা সঙ্গে নিল দুটো বড় লাল মেষ। তাদের মুখে ছিল লাগাম; পিঠে ছিল জিন। পাহাড়ের অপর পাড়ে গিয়ে তাদের পিঠে চড়ে তারা যাবে। কুড়িটা মেষ তাদের খাবার বয়ে নিয়ে গেলো। দেশের মধ্যে যা কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ছিল সেগুলি বোঝাই করে নিয়ে গেলো তিরিশটি মেষ। পঞ্চাশটি মেষ গেল সোনা আর অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ নিয়ে। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে মহারাজ এই দুটি ভবঘুরেকে আলিঙ্গন করলেন।

তাদের বেরিয়ে আসার সময় যে-দৃশ্যটির অবতারণা হয়েছিল তা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। যেভাবে তাদের আর মেষগুলিকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো তাতে যন্ত্রশিল্পীদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিরাপদ জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েই গণিত-বিশারদেরা, আর যন্ত্রশিল্পীরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। মিস কুনিগুন্‌ডকে তার মেষগুলি উপহার দেওয়ার চিন্তায় মসগুল হয়ে রইলো কাঁদিদ।

সে বলল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যদি অর্থ দিয়ে মিস কুনিগুন্‌ডকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে, বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপালকে দেওয়ার মত অনেক অর্থ আমার রয়েছে। চল; তাড়াতাড়ি আমরা কেইনিনের দিকে এগিয়ে যাই। সেখান থেকেই জাহাজ ধরবো আমরা। তারপরে, কোন্ সাম্রাজ্য আমরা কিনবো সে চিন্তা ধীরে-সুস্থে করলেই হবে।

### ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

## সুরিনামে তাদের কী হলো; মার্টিনের সঙ্গে কাঁদিদের পরিচয়

আমাদের পর্যটক দুটির প্রথম দিনের যাত্রাটি সুখপ্রদই হয়েছিল। ইউরোপ এশিয়া আর আফ্রিকায় যত ধনরত্ন আছে সেগুলির চেয়েও বেশী অর্থ তাদের রয়েছে এই আনন্দে তাদের বুকের ছাতি ফুলে উঠলো। প্রেমে উন্মাদ হয়ে কাঁদিদ গাছে গাছে কুনিগুন্‌ডর নাম লিখতে লাগলো। দ্বিতীয় দিনে তাদের দুটি মেষ চোরা বালিতে পড়ে গেলো; মালশুদ্ধ তলিয়ে গেল তার ভেতরে। কয়েক দিন পরে, পথশ্রম সহ্য করতে না পেরে মারা গেলো দুটি মেষ। সাত-আটটি মেষ মরুভূমিতে না খেতে পেয়ে দেহত্যাগ করল। আর অন্যান্যগুলি বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে! হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল, একশ দিন পদ-যাত্রার শেষে বেঁচে রয়েছে মাত্র দুটি মেষ।

কাঁদিদ ক্যাকাম্বোকে বলল—এই পৃথিবীর সম্পদ যে কত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, প্রিয় বন্ধু, তা বোধ হয় তুমি দেখতে পাচ্ছো। মিস কুনিগুন্ডকে আবার চাক্ষুষ দেখার মত সত্যিকার আনন্দ আর ধর্ম এ-বিশ্বে আর কিছু নেই।

ক্যাকাম্বো বলল—খুবই সত্যি! কিন্তু এখনও আমাদের দুটি মেষ রয়েছে। তাদের পিঠে আমাদের যা সম্পদ আছে তা স্পেনের রাজার চেয়েও বেশী। দূরে একটা শহর দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওর নাম সুরিনাম। ডাচদের শহর ওটা। আমাদের দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হয়েছে। এবার আমরা সুখের মুখ দেখতে পাবো।

শহরের কাছে এসেই তারা দেখতে পেলো মাটির ওপরে একটি নিগ্রো টান টান হয়ে শুয়ে রয়েছে। দেহের পোশাকটা তার আধখানা। এক জোড়া নীল রঙের তুলোর ট্রাউজার। আধখানা বলছি এইজন্যে যে দরিদ্র লোকটির বাঁ পা আর ডান হাত ছিল না।

কাঁদিদ ডাচ ভাষায় বলল—হায় ঈশ্বর! এই শোচনীয় অবস্থায় এখানে কী করছো তুমি?

নিগ্রোটি বলল—আমার মনিব, বিখ্যাত ব্যবসাদার মাইনহার ভ্যানদার-দেনদারের জন্যে অপেক্ষা করছি।

ওই লোকটাই কি তোমার সঙ্গে এই রকম নির্দয় ব্যবহার করেছে?

নিগ্রোটি বলল—হ্যাঁ, স্যার। এখানে এই রীতিই প্রচলিত রয়েছে। বছরে দুবার তারা আমাদের এক জোড়া করে তুলোর ট্রাউজার দেয়। আমাদের দেহের আবরণ বলতে সম্বল মাত্র ওইটি। আখের ক্ষেতে কাজ করার সময় কারখানায় আমাদের একটা আঙ্গুল যখন উড়ে যায়, ওরা তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা হাত কেটে ফেলে। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, ওরা আমাদের একখানা পা কেটে দেয়। আমার ক্ষেত্রে দুটো কারণই ঘটেছে। ইউরোপকে চিনি খাওয়ানোর জন্যে আমাকে এই খেসারত দিতে হচ্ছে। কিন্তু তবু গায়নার উপকূলে দশটি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে, বিক্রি করে দিয়ে মা বলেছিলেন—প্রিয় পুত্র, ওঁদের চিরকাল স্তব করো। তোমাকে ওঁরা ভালভাবেই রাখবেন। প্রভু শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হওয়ার সম্মান তুমি লাভ করেছ। প্রভুদের সেবা করে তুমি তোমার বাবামার কপাল ফেরাবে। হায়রে! আমি তাঁদের কপাল ফেরাতে পেরেছি কি না জানি নে। কিন্তু তাঁরা আমার কপাল ফেরাতে পারেন নি। কুকুর, বানর, টিয়াপাখি—এদের অবস্থা আমার চেয়ে হাজারগুণ ভালো। ঈশ্বরের অন্ধ স্তাবক ডাচেরা আমাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিল। প্রতি রবিবার প্রার্থনা সভায় তারা আমাকে বলে যে সাদা আর কালো—সবাই হচ্ছে আদমের সন্তান। আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি যে বংশতালিকার সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু এই সব পাদরীবাবা যা বলেন তা যদি সত্যি হতো তাহলে আমরা হচ্ছি সব বৈমাত্রেয় ভাই। আপনি আমাকে

যদি বলতে অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি সেই সব বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে যে রকম খারাপ ব্যবহার করে মানুষের ওপরে তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার আর কেউ করতে পারে না।

এই শুনে চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—ও প্যানগ্লস! এরকম জঘন্য, নারকীয় কাজ কোনদিনই আমি কল্পনাও করতে পারি নি। এখানেই আমার শেষ। নিজের বিচার বিবেচনার ফলে, আশাবাদকে পরিত্যাগ করতে আমি বাধ্য হলাম।

ক্যাকাম্বো জিজ্ঞাসা করল—কী বললেন স্যার! আশাবাদ! সেটা আবার কী বস্তু?

কাঁদিদ বলল—আশাবাদ হচ্ছে একটা গোঁয়ার্তুমি! সব চেয়ে খারাপ অবস্থায় যখন মানুষ বলে বিশ্বের সব কিছুই সব চেয়ে ভালো তখনই তাকে বলা হয় আশাবাদী!

এই বলে, হতভাগ্য নিগ্রোটির দিকে সে তাকিয়ে রইলো। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ দুটো থেকে। সেই রকম কাঁদতে কাঁদতে সে সুরিনাম শহরে প্রবেশ করল।

বুয়েনোস আয়ার্সে যাওয়ার জন্যে বন্দরে কোন জাহাজ অপেক্ষা করছে কি না, শহরে ঢুকেই আমাদের এই দুটি পর্যটক খোঁজ খবর নিতে লাগলো। যে লোকটির কাছে তারা এই প্রশ্নটি করেছিল সৌভাগ্যক্রমে সেই লোকটিই হচ্ছে একটি স্প্যানিশ জাহাজের মালিক। মোটামুটি একটা ভাড়ায় সে তাদের নিয়ে যেতে চাইলো; ব্যবস্থাটা পাকা করার জন্যে সে তাদের একটি সরাইখানায় ডাকলো। কাঁদিদ আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাকাম্বো মেষ দুটি নিয়ে যথাসময়ে সেইখানে হাজির হলো।

কাঁদিদ সরল প্রকৃতির মানুষ। মনের ভেতরে সে কিছু চেপেচুপে রাখতে পারে না। স্প্যানিয়ার্ডটির কাছে তার দুঃসাহসিক অভিযানের সব কথা সে খুলে বলল। মিস কুঁনিগুঁকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সে যে বদ্ধপরিকর সেকথা বলতেও সে দ্বিধা করল না।

জাহাজের মালিক বলল—সে ক্ষেত্রে, বুয়েনোস আয়ার্সে আপনাকে না নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করবো আমি। কারণ, আপনার পরিকল্পনা মত কাজ করার চেষ্টা করলে, আমাদের সবাইকে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে। সুন্দরী কুঁনিগুঁ হচ্ছে এখন গভর্ণরের আদরের উপপত্নী।

কেউ যেন কাঁদিদের গালে দুটো বিরাশী শিক্কার চড় বসিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে সে খুব কাঁদলো। ক্যাকাম্বোকে একপাশে ডেকে সে বলল—

'প্রিয় বন্ধু, তোমাকে কী করতে হবে বলছি। আমাদের প্রত্যেকের পকেটে পাঁচ থেকে ছ'মিলিয়ন দামের হীরে রয়েছে। এসব বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী চতুর। তুমি নিজে বুয়েনোস আয়ার্সে গিয়ে কুঁনিগুঁকে নিয়ে পালিয়ে এস।

গভর্ণর কোন গোলমাল করলে তাকে এক মিলিয়ন দিয়ো। তাতেও রাজি না হলে, দু' মিলিয়ন দিয়ো। তুমি ধর্মীয় আদালতের মহাযাজককে খুন করনি। সুতরাং, তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আর একটা জাহাজে করে ভেনিসে গিয়ে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। ভেনিস হচ্ছে স্বাধীন নগরী। সেখানে বুলগেরিয়েন, অ্যাবারেস, ইহুদী অথবা মহাযাজকের কোন ভয় নেই।

এই বিজ্ঞ প্রস্তাবে আনন্দে ক্যাকাম্বো হাততালি দিয়ে উঠলো। তবে, এত ভাল প্রভুকে ছেড়ে চলে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো তার; কারণ, কাঁদিদ তাকে চাকরের মত দেখতো না, দেখতো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। কিন্তু প্রভুর জন্যে কিছু করতে যাচ্ছে এই আনন্দে সে তার দুঃখ ভুলে গেলো। চোখের জলের ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। সেই বৃদ্ধা মহিলাকে ভুলে না যাওয়ার কথা ক্যাকাম্বোকে বারবার সে অনুরোধ করল। সেই দিনই বেরিয়ে গেলো ক্যাকাম্বো। এই ক্যাকাম্বো সত্যিকারের একজন সৎ মানুষ।

সুরিনামে আরও কয়েকটা দিন রয়ে গেলো কাঁদিদ। তাকে আর তার দুটি মেষকে ইতালীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাহাজের একটি ক্যাপটেনের জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্যে অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনতে লাগলো সে। অবশেষে মাইনহার ভ্যানদারদেনদার, একটি বড় ডাচ জাহাজের ক্যাপটেন, তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—আমাকে, আমার চাকরবাকরদের, এই যে দেখছেন দুটি মেষ তাদের, আর আমার জিনিসপত্র সোজাসুজি ভেনিসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কত নেবেন আপনি ?

ক্যাপটেন দশ হাজার ডাচ মুদ্রা চাইলো। বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলো কাঁদিদ।

চতুর ক্যাপটেন ভাবলো—ও হো! এই লোকটার নিশ্চয় অনেক অর্থ রয়েছে। বিনা দ্বিধায় এক কথায় ও দশ হাজার ডাচ মুদ্রা দিতে রাজি হয়ে গেলো ?

একটু পরে ফিরে এসে সে কাঁদিদকে বলল—দ্বিতীয়বার সে ভেবে দেখলো কুড়ি হাজারের কমে সে তাদের নিয়ে যেতে পারবে না।

কাঁদিদ বললো—বেশ তো, বেশ তো! তাই হবে।

আবার ভাবতে বসলো ক্যাপটেন—গোল্লায় যাও! লোকটা কুড়ি হাজার মুদ্রা এমন ভাবে দিতে রাজি হলো যে মনে হচ্ছে ও যেন দশটা মুদ্রা আমাকে দিচ্ছে।

আবার সে কিছুটা ঘুরে ফিরে এসে কাঁদিদকে বলল—উঁহু! তিরিশ হাজার ডাচ মুদ্রার কমে সে তাকে ভেনিসে নিয়ে যেতে পারবে না।

কাঁদিদ বললো—তিরিশ হাজারই পাবেন।

ডাচম্যানটি আবার ভাবতে লাগলো—কী আশ্চর্য। মনে হচ্ছে তিরিশ হাজার ডাচ মুদ্রা ওর কাছে কিছুই নয়। ওই মেষগুলির পিঠে নিশ্চয় অনেক অর্থ রয়েছে। এখন আর কোন কথা ওকে আমি বলব না। ও আগে তিরিশ হাজার দিক। তারপরে দেখা যাবে।

কাঁদিদ দুটো ছোট হীরে বিক্রি করল। তাদের মধ্যে যেটা ছোট তার দামই তিরিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশী। আগেই কাঁদিদ সেই ভাড়াটা ক্যাপটেনকে দিয়ে দিল। দুটো মেষকে জাহাজে তোলা হলো। কাঁদিদ গেলো একটা ছোট নৌকোতে! ক্যাপটেন এই সুযোগে তার পাল তুলে জাহাজ ছেড়ে দিল, হাওয়ার বেগে চলতে লাগলো জাহাজটা। হতভম্ব হয়ে কাঁদিদ দেখলো জাহাজটা তার চোখের বাইরে চলে গিয়েছে।

সে চেঁচিয়ে বলল—আমাদের পুরনো পৃথিবীতে মানুষ যেমন চালাকী খেলতো এও সেই রকম একটা চালাকী।

দুঃখে মুহ্যমান হয়ে সে তীরে ফিরে এলো। সত্যি সত্যি কুড়িটা রাজার সম্পদ সে হারিয়ে ফেললো।

তীরে নেমেই সে ডাচ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলো। মানসিক কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে সে আদালতের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো। দরজাটা খোলা থাকায় ভেতরে ঢুকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সমস্ত খুলে সে নালিশ জানালো। সেই বিশেষ ক্ষেত্রে যত জোরে তার কথা বলা উচিত ছিল তার চেয়ে একটু জোরেই সে কথা বলে ফেলেছিল। তার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই তাকে দশ হাজার ডাচ মুদ্রা জরিমানা করলেন। তারপরে, কাঁদিদ যা বললে সে সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনে ক্যাপটেন ফিরে এলে ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করবেন বলে তিনি আশ্বাস দিলেন; কিন্তু কোর্ট ফি হিসাবে তিনি তাকে আদালতে দশ হাজার ডাচ মুদ্রা জমা দিতে বললেন।

আদালতের এই ব্যবহারে কাঁদিদের মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেলো। কথাটা সত্যি যে এর চেয়ে হাজারগুণ বেশী দুর্বিপাকে জীবনে সে পড়েছে; কিন্তু বিচারকের নিরুত্তাপ ঔদ্ধত্য আর জাহাজের ক্যাপটেনের ডাকাতি তার মনে প্রচন্ড ক্রোধের সৃষ্টি করল; ফলে, একটা গভীর বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেললো তাকে। মানবজাতি তার সমস্ত জঘন্য আর ক্লেদাক্ত চেহারা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো; মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়লো। কয়েকদিন পরে, সে শুনল একজন ফরাসী জাহাজের ক্যাপটেন বর্দুতে যাবে। আর কোনো হীরে তার না থাকায় সে ন্যায্য মূল্যেই জাহাজের একটা কেবিন ভাড়া করল; সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দিল যে এই সমুদ্রযাত্রায় যে তাকে সঙ্গদান করবে তার খাওয়া আর রাস্তা খরচ সে নিজে দেবে। তবে, মানুষটিকে সৎ প্রকৃতির হতে হবে। সেই সঙ্গে তার আরও দুটি

গুণ থাকা দরকার। একটি হচ্ছে, নিজের অবস্থায় তাকে চরম অসন্তুষ্ট থাকতে হবে; অপরটি হচ্ছে, নিজের দেশে তাকে হতে হবে সবচেয়ে ভাগ্যহীন। তাহলে, তাকে সে বাড়তি দশ হাজার ডাচ মুদ্রা দেবে।

এই ঘোষণা শোনামাত্র কাতারে-কাতারে লোক আসতে লাগলো তার কাছে। এত লোক এলো যে একটা প্রকান্ড যুদ্ধের জাহাজেও তাদের স্থান সংকুলান হতো না। সেই বিরাট জনতা থেকে সম্ভাব্য কুড়িজনকে সে বেছে নিল। সেই কুড়িজনের ভেতর থেকে সবচেয়ে বেশী সামাজিক বোধ যার আছে, মানসিক উৎকর্ষ যার সবচেয়ে বেশী—সেই রকম লোককেই সে বেছে নেবে—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাদের সে তার সরাইখানায় নিমন্ত্রণ করল; সেই সংগে জানিয়ে দিল যে রাত্রির ভোজনও সে তাদের দেবে; তবে প্রত্যেককেই তার নিজের-নিজের জীবনের কাহিনী বলতে হবে; আর শপথ নিয়ে বলতে হবে যে সে যা বলছে তা সত্য। সেই সংগে সে এও ঘোষণা করে দিল যে যাকে সে অনুগ্রহ করার যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করবে এবং জীবনে যে সবচেয়ে বীতস্পৃহ হবে তাকেই সে নির্বাচিত করবে। বাকি সকলকে সে একটা করে উপহার দেবে।

এই অদ্ভুত ধরনের সভাটি চলল ভোর চারটে পর্যন্ত। একে-একে সকলেরই ব্যক্তিগত কাহিনী সে শুনলো। শুনতে-শুনতে বুয়েনোস আয়ার্সে যাওয়ার পথে বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে যা বলেছিল, এবং তার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে যে খেসারৎ দিতে সে রাজি হয়েছিল, সেই কথাটা মনে পড়ে গেলো কাঁদিদের। সে বলেছিল, জাহাজে এমন কেউ নেই যে জীবনে বড় রকমের বিপদে পড়ে নি। তাদের প্রত্যেকের কাহিনী শুনে প্যানগ্লসের কথাই মনে পড়ে গেল তার।

সে বলল—আমার পুরানো গুরুদেব এখানে আজ থাকলে হতভম্ব হয়ে যেতেন। তাঁর প্রিয় নীতির পক্ষে কিছু বলা কঠিন হয়ে উঠতো তাঁর পক্ষে। হায়রে! তিনি যদি আজ এখানে থাকতেন? সব জিনিসই যদি ভালো হয় তাহলে, সে-সব জিনিস পাওয়া যায় একমাত্র এল ডোরাডোতে; বিশ্বের আর কোথাও তা পাওয়া সম্ভব নয়।

শেষকালে, সে একজন দরিদ্রকে বেছে নিল। আমস্টারডামে এক বই-এর দোকানে সে দশ বছর কাজ করেছে। কাজ করে তার ধারণা হয়েছে, চাকরির মত এমন ঘৃণ্য জিনিস জগতে আর নেই!

এই পণ্ডিতটি যে সত্যিকারের সৎ সে-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। তার স্ত্রী তার অর্থ চুরি করেছে, ছেলেরা তাকে মারধোর করেছে, তার মেয়ে তাকে পরিত্যাগ করে একজন পর্তুগীজের সংগে পালিয়ে গিয়েছে। খেয়ে-পরে কোনো রকমে বেঁচে থাকার জন্য সে একটা চাকরি করতো। সেই চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সোসিনিয়েন মনে ক'রে সুরিনামের পাদরীরা তার ওপরে

নির্যাতন করেছে। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও যে তারই মত হতভাগ্য সেকথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না ; কিন্তু কাঁদিদ ভেবেছিল একজন পণ্ডিত মানুষ তার সংগে থাকলে সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমীটা তার নষ্ট হবে। এই নির্বাচনে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাদের ধারণা, কাঁদিদ তাদের ওপরে ন্যায় বিচার করে নি। কিন্তু প্রত্যেককে একশ' করে ডাচ মুদ্রা দিয়ে সে তাদের মুখ বন্ধ করে দিল।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

## সমুদ্র যাত্রায় কাঁদিদ আর মার্টিনের কী হলো

বৃদ্ধ পণ্ডিতটির নাম মার্টিন। কাঁদিদের সংগে জাহাজে চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন বোর্দুতে। দুজনেই তাঁরা পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছিলেন ; দুঃখও পেয়েছিলেন যথেষ্ট! উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সুরিনাম থেকে জাহাজটি যদি জাপানে যেতো তাহলে মানুষের নীতি আর তার স্বভাবজাত দুর্নীতি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করে সারা পথটাই তাঁরা বেশ আনন্দের সংগেই কাটিয়ে দিতে পারতেন।

দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে কাঁদিদের যে সুবিধে ছিল মার্টিনের তা ছিল না। মিস কুনিগুণ্ডকে আবার দেখার আশায় আনন্দে সে মসগুল হয়ে থাকতো ; কিন্তু বেচারা পণ্ডিতের সেরকম কোনো আশা ছিল না! অবশ্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার বোঝাই করা থলেগুলি নিয়ে তার যে প্রায় একশটা মেষ নষ্ট হয়েছিল সেকথা সত্যি ; এবং ডাচ ক্যাপটেনের কাপট্যে তার ধমনীর রক্ত যে বারবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেকথাও মিথ্যে নয় ; তবু অবশিষ্ট যে অর্থ তার কাছে ছিল তা অনেক ; হীরে যা ছিল সেগুলির সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। এই সব ভেবে এবং বিশেষ করে, খাওয়া-দাওয়ার পরে সে যখন মিস কুনিগুণ্ডর কথা চিন্তা করতো, তখন তার মনে হতো প্যানগ্লসের বিজ্ঞবাণীটিই হয়ত সত্যি।

কাঁদিদ মার্টিনকে জিজ্ঞাসা করল—যে নীতিতে বিশ্ব চলছে সে সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কী বলুন তো? মানুষের নীতি আর স্বাভাবিক দুর্নীতিবোধের সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কী?

মার্টিন বললেন—স্যার, আমাদের পাদরীরা সোসিনিয়ান বলে আমাকে অভিযুক্ত করেছিল ; কিন্তু আসলে আমি ম্যানিকিয়ান।

কাঁদিদ বলল—আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। বর্তমান জগতে ম্যানিকিয়ান বলে কেউ নেই।

মার্টিন বললেন—অথচ আমি তাই ; না হয়ে উপায় নেই আমার। অন্য কিছু হওয়ার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি নে।

কাঁদিদ বলল—তাহলে নিশ্চয় শয়তানই আপনার মাথাটা বিগড়িয়ে দিয়েছে।

মার্টিন বললেন—জগতের সব ব্যাপারেই শয়তান খুব বেশী মাথা ঘামায়। সব জায়গাতেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং, আমার মধ্যেও সে যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে? কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে যখনই আমি এই গোলাকার পদার্থের, অথবা, আরও কোনো ক্ষুদ্র পদার্থের দিকে তাকিয়ে দেখি তখনই আমার মনে হয় ঈশ্বর এটিকে একটি অনিষ্টকারী শক্তির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা থেকে আমি অবশ্য এল ডোরাডোকে বাদ দিচ্ছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায় না এমন কোনো রাষ্ট্রের নাম আমার জানা নেই। অথবা, এমন কোনো পরিবার আমার চোখে পড়ে নি যা অন্য কোনো পরিবারকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর নয়। পৃথিবীর সর্বত্র দরিদ্রেরা ধনীদের কাছে নতজানু হয়ে রয়েছে; ধনীরা দরিদ্রদের ভেড়ার পালের মত মনে করে। তাদের লোম আর মাংস বিক্রী করে তারা অর্থ রোজগার করছে। লাখ-লাখ ঘাতকের দল ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হত্যা, লুটপাট, রাহাজানির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তাদের রুজি রোজগার করে যাচ্ছে। কেন করছে? কারণ, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভদ্র পেশা। এমন কি সেই সব দেশেও যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি বজায় রয়েছে বলে সবাই মনে করে, যেখানে চারুকলার চর্চা হয়, সেখানকার অধিবাসীরাও পরস্পরকে হিংসা করে, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় জর্জরিত। অবরুদ্ধ নগরের অধিবাসীদের চেয়ে তারাও কম শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে না; বিদেশী শত্রুর আক্রমণের চেয়ে, ব্যক্তিগত আক্রমণ অনেক বেশী মারাত্মক। দেশের সামগ্রিক বিপদের চেয়ে ব্যক্তিগত বিপদ আরও বেশী ভয়াবহ। এক কথায়, আমি এত দেখেছি আর এত কষ্টভোগ করেছি যে আমার মনে হয়েছে শয়তান হচ্ছে ঈশ্বরের মতই ক্ষমতাশালী, আর সেই জন্যেই আমি আজ ম্যানিকিয়ান।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে কিছু ভালো জিনিসও তো রয়েছে, না কি?

মার্টিন বললেন—থাকতে পারে; কিন্তু আমার চোখে সেরকম কিছু পড়ে নি।

তাঁরা যখন এই রকম গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন সেই সময় কামানের গর্জন শোনা গেল। উত্তরোত্তর সেই শব্দ বাড়তে লাগলো। দুজনেই দূরবীণ চোখে লাগালেন। দেখা গেলো প্রায় তিন মাইল দূরে দুটি জাহাজ পরম হৃদ্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বাতাসে সেই দুটি জাহাজ ফরাসী জাহাজের কাছাকাছি চলে আসার ফলে তাদের মধ্যে লড়াইটি বেশ ভালোভাবেই দেখা গেলো। অবশেষে সেই দুটির মধ্যে একটি জাহাজ অন্যটির ওপরে একটা গোলা ছুঁড়লো। তারই ফলে, দ্বিতীয় জাহাজটি সরাসরি ডুবে গেলো। ডুবন্ত জাহাজের ওপরে শ'খানেক লোক ছিল। জাহাজ ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আকাশের দিকে হাত তুলে মর্মভেদী

আর্তনাদ করতে লাগলো। এক মুহূর্তের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালা তাদের গ্রাস করে ফেললো।

এই দেখে মার্টিন বললেন—মানুষ যে মানুষের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে তা আপনি নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, স্যার।

কাঁদিদ বলল—ব্যাপারটা যে সত্যিকার বীভৎস সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এই কথা বলার সময় কাঁদিদ দেখলো চকচকে একটি জিনিস তাদের জাহাজের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার রঙটা লাল। জিনিসটা কী দেখার জন্যে একটা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেলো, সেটা আর কিছু নয়, কাঁদিদের একটা মেষ। এল ডোরাডোর হীরা বোঝাই একশটা মেষ হারানোর সময় কাঁদিদের যথেষ্ট দুঃখ হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু এই মেষটিকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী।

ফরাসী ক্যাপটেন দেখতে পেলেন যে বিজয়ী জাহাজটি হচ্ছে ফরাসী সম্রাটের; আর যে জাহাজটি ডুবে গেলো সেটি হচ্ছে ডাচ জলদস্যুদের। এর ক্যাপটেনই কাঁদিদের হীরা মুক্তা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই বদমাইশটা যে বিপুল সম্পত্তি সংগ্রহ করেছিল সে-সবই তার সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেলো। বেঁচে গেলে কেবল একঠি মেষ।

কাঁদিদ মার্টিনকে বলল—পাপের শাস্তি যে মাঝে-মাঝে হয় তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এই দস্যুটা তার যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে।

মার্টিন বললেন—খুবই সত্যি। কিন্তু ওই যাত্রীরা কী অপরাধ করেছিল? ওরা ধ্বংস হলো কেন? ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন অপরাধীকে, আর শয়তান ডুবিয়ে দিয়েছে বাকি সকলকে।

ফরাসী আর স্প্যানিস জাহাজ দুটি তাদের পথে এগিয়ে গেলো। কাঁদিদ এবং মার্টিনের মধ্যে আলোচনাও চললো এগিয়ে। চৌদ্দ দিন ধরে তাদের মধ্যে তর্ক চললো। চৌদ্দ দিন পরেও নিজেদের মধ্যে একই দূরত্ব বজায় ছিল তাদের। এতটুকু এগোতে পারে নি তারা। যাই হোক, নিজেদের মধ্যে তর্ক করে তারা আনন্দ পেয়েছিল, সন্তুষ্ট হয়েছিল নিজেদের মধ্যে ভাবধারার আদানপ্রদান ক'রে, আর পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে। কাঁদিদ তার মেষটিকে জড়িয়ে ধরে বলল—তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি; সেই জন্যে কুনিগুণ্ডকেও হয়ত আবার দেখতে পাবো।

## এই ভাবে তর্ক আর আলোচনা করতে করতে কাঁদিদ আর মার্টিন ফ্রান্সের তীরে উপস্থিত হলো

অবশেষে ফরাসী উপকূল দৃষ্টিগোচর হলো।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—মিঃ মার্টিন, আপনি কোনো দিন ফ্রান্সে ছিলেন?

মার্টিন বললেন—হ্যাঁ, স্যার। ফ্রান্সের অনেক অঞ্চলেই আমি ছিলাম। কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীই উন্মাদ। কয়েকটি অঞ্চলের লোকেরা খুবই ধূর্ত, অন্যান্য অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা কোথাও ভদ্র, আর কোথাও বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। আবার কোনো-কোনো অঞ্চলের লোকেরা বেশ বাকপটু। তাদের সব চেয়ে বড় প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রেম, দ্বিতীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে পরনিন্দা, তৃতীয় আর সব চেয়ে শেষ প্রবৃত্তি হচ্ছে বাচালতা।

কিন্তু আপনি কি কোনোদিন প্যারিসে ছিলেন, মিঃ মার্টিন?

হ্যাঁ, স্যার, ছিলাম। যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথা আমি এইমাত্র বললাম তাদের অনেকেই এই শহরে থাকে। এ একটা হট্টগোলের জায়গা। হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের দল আনন্দ বা আমোদ পাওয়ার আশায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে; কিন্তু কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। এই শহরে আমি অল্প দিনই ছিলাম। সেই সময়ে আর কিছু আমার চোখে পড়ে নি। প্যারিসে পৌঁছনোর পরে সেন্ট জারমেইনের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেইখানে পকেট-মারেরা আমার সব টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমাকেই ডাকাত বলে পাকড়িয়ে এক সপ্তাহ তারা জেলখানায় পুরে রাখলো। তারপরে, প্রেসে আমি ছোট একটা চাকরির যোগাড় করলাম; সামান্য যা কিছু পেয়েছিলাম তাতেই পায়ে হেঁটে হল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার জন্যে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করলাম। যারা লিখতো, যারা অসন্তুষ্ট ছিল, এবং ধর্মের কেচ্ছায় যারা মসগুল হয়ে থাকতো সে-সব লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। শোনা যায়, এখানকার মানুষরা নাকি খুবই নম্র। আমার বিশ্বাস, হয়তো তারা তাই।

কাঁদিদ বলল—আমার কথা যদি বলেন, ফ্রান্স দেখার কোনো কৌতূহল আমার নেই। প্রিয় বন্ধু, আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে এল ডোরাডোতে এক মাস কাটানোর পরে মিস কুনিগুণ্ডকে দেখা ছাড়া বিশ্বের আর কিছুই দেখার সাধ আমার নেই। তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি ভেনিসে যাচ্ছি।

ইতালীতে যাওয়ার পথে আমি ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন না?

মার্টিন বললেন—সর্বান্তঃকরণে; লোকে বলে, ভদ্র ভেনিসিয়েন ছাড়া ভেনিস কারও কাছে ভালো লাগে না। তবে, যে সব বিদেশীদের অনেক টাকা পয়সা রয়েছে তাদের তারা বেশ আদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানায়। আমার কোনো অর্থ নেই; কিন্তু আপনার আছে। সুতরাং, আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।

কাঁদিদ বলল—এখন যখন আমরা দেশের সম্বন্ধে কথা বলছি, তখন আপনার কি মনে হয়, এই জাহাজের ক্যাপটেনের বড় বইটায় যে কথা লেখা রয়েছে, এই পৃথিবীটা একদিন সমুদ্র ছিল?

মার্টিন বললেন—কিছুদিন ধরে যে সব কল্পিত অগ্নিবর্ষী দৈত্যদের গল্প আমরা শুনে আসছি তাদের যেমন আমি বিশ্বাস করি নে, এই কথাও আমার কাছে তেমনি অবিশ্বাস্য।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—তাহলে, এই পৃথিবীটা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী?

মার্টিন বললেন—উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উন্মাদ করা।

কাঁদিদ বলল—অরিলোনস দেশে সেই দুটি মেয়ে যে দুটি বানরকে ভালবাসতো তাতে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন না? আপনাকে আমি সে-গল্প বলেছি।

মার্টিন বললেন—আশ্চর্য! মোটেই নয়। এই প্রবৃত্তিতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই। আমি অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি। কোনো কিছুতেই আমি আর আশ্চর্য হই নে।

কাঁদিদ বলল—আপনার কি ধারণা, আজকালকার মানুষের মত চিরকালই মানুষ এই রকম হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে? তারা কি চিরকালই মিথ্যে কথা বলছে, প্রতারণা করছে, বিশ্বাসঘাতকতা করছে? তারা কি চিরকালই অকৃতজ্ঞ; চিরকালই কি তারা অব্যবস্থিতচিত্ত? হিংসা, উচ্চাকাংখা, আর নিষ্ঠুরতা—এরাই কি তাদের চির সঙ্গী?

মার্টিন বললেন—পায়রাকে সামনে পেলে বাজপাখি যে চিরকাল তাকে খেয়ে ফেলতে অভ্যস্ত—একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

অবশ্যই করি।

বেশ কথা। চিরকালই বাজপাখির স্বভাব যদি এক রকম হয় তাহলে মানুষের স্বভাব যে ভিন্ন হবে সেকথা আপনি ভাবছেন কেমন করে?

কাঁদিদ বলল—কিন্তু যাদের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনেক রয়েছে।

এইভাবে আলোচনা করতে করতে একসময় তারা বোর্দুতে এসে উপস্থিত হলো।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

## ফ্রান্সে কাঁদিদ আর মার্টিন

এল ডোরাডো থেকে আনা কয়েকটা নুড়ি বিক্রী করার জন্যে যতটুকু সময় লেগেছিল তার বেশী সময় কাঁদিদ বোর্দুতে ছিল না। সেই সময়ের মধ্যেই সে দুই বা ততোধিক অশ্ব-সংযুক্ত একটি গাড়ী সংগ্রহ করল; কারণ, দার্শনিক মার্টিনকে ছাড়া এক পা-ও সে কোথাও যেতে রাজি ছিল না। তার একমাত্র অস্বস্তি লাগছিল মেষটিকে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল বলে। মেষটিকে সে রেখে গিয়েছিল বোর্দুর অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের তত্ত্বাবধানে। পণ্ডিতরা ঘোষণা করে দিলেন যে মেষটির লোম লাল কেন এটা যিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারবেন তাঁকে সেই বছরে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই পুরস্কারটি হাতিয়ে নিলেন উত্তরাংশের একজন পণ্ডিত। 'ক'-এর সঙ্গে 'খ' যোগ করে সেই যোগফল থেকে বাদ দিলেন 'গ'; বিয়োগফলকে ভাগ করলেন 'ঘ' দিয়ে। এই সূত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে মেষটির লোম লাল হ'তে বাধ্য; আর উপসংহার করলেন এই বলে যে মেষটি তার জাতীয় রোগেই অবশ্য মারা যাবে।

ইতিমধ্যে রাস্তায় অথবা সরাইখানাতে যে সব পর্যটকদের সঙ্গে কাঁদিদের দেখা হয়েছিল তারা সবাই তাকে একবাক্যে বলেছিল যে তারা প্যারিসে যাচ্ছে। সকলের এই আগ্রহ দেখে রাজধানীতে যাওয়ার একটা আগ্রহ তারও হলো; তাছাড়া, প্যারিস থেকে ভেনিসের দূরত্ব এমন একটা কিছু বেশীও নয়; সুতরাং প্যারিসে যাবে বলে সেও মনস্থ করে ফেললো।

সেণ্ট মার্কু অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সে শহরে প্রবেশ করল। সেই অঞ্চলে প্রবেশ করেই তার মনে হলো ওয়েস্টফালিয়াতেও এমন নোংরা পল্লী সে দেখে নি।

এই পদযাত্রায় কাঁদিদ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে, সরাইখানায় কয়েকটা দিন থাকার পরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার আঙুলে বেশ বড় একটা হীরের আংটি ছিল; তার লটবহরের ভেতরে ছিল বেশ ভারি একটা বাক্স। ফলে, তাকে চিকিৎসা করার জন্যে বরাহুত হয়েই দুজন চিকিৎসক এসে হাজির হলেন, এঁদের সে কোনোদিন চিনতোও না। হাজির হলেন এমন কয়েকজন অতি পরিচিত বন্ধু-বান্ধব যাদের সে কোনোদিন চোখেও দেখে নি। হাজির হলো দুটি মহিলা। তারা তার জন্যে 'সুপ' গরম করতে লাগলো।

মার্টিন তাকে বললেন, বেশ মনে রয়েছে. আমি যখন প্রথম প্যারিসে আসি তখনও আমি এই রকমই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। খুবই দরিদ্র থাকার ফলে,

আমার কাছে কোনো বন্ধু, সেবিকা অথবা চিকিৎসক আসে নি। তা সত্ত্বেও আমি সেরে উঠেছিলাম।

যাই হোক, উগ্র চিকিৎসা আর রক্তক্ষরণের ফলে, কাঁদিদের শরীর আরও খারাপ হয়ে গেলো। স্থানীয় গির্জা থেকে পাদরী ছুটে এলেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে কাঁদিদের কাছে শেষ যাত্রার কিছু পাথেয় চাইলেন তিনি। সেই অর্থ নাকি তার পরলোকে যাওয়ার পারানি। তাঁর অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করল কাঁদিদ। কিন্তু তার দুটি মহিলা ভক্ত তাকে জানালো যে ওইটিই হচ্ছে ওখানকার নতুন রীতি। কাঁদিদ সেই নতুন রীতিটি মানতে রাজি হলো না; পাদরীটিকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে মার্টিনের হয়েছিল। কেরাণীটি দিব্যি গেলে বলল যে মরার পরে কাঁদিদের দেহ খ্রীশ্চানসম্মতভাবে কবরস্থ হওয়ার সুযোগ পাবে না। এর উত্তরে মার্টিন ক্ষেপে গিয়ে বললেন যে তাঁদের আর জ্বালাতন করলে তিনি কেরাণীটিকে জীবন্ত কবর দেবেন। ঝগড়াটা বেশ বেঁধে উঠলো। তারপরে, কাঁধে ধাক্কা দিয়ে কেরাণীটিকে মার্টিন দরজার বাইরে বার করে দিলেন। সেই নিয়ে একটা কেলেংকারী ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে; শারীরিক বল প্রয়োগের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও রুজু হলো একটা।

অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলো কাঁদিদ, কিন্তু বিদেশযাত্রার মত শক্তি না পাওয়ায় সন্ধ্যাবেলাটা নিজের কামরায় সে কয়েকজন সুধী এবং বিজ্ঞদের সংগে গল্পগুজব করে বেশ আনন্দেই কাটাতে লাগলো। তারা বেশ জমাটি খেলা খেলতে শুরু করল। একটা খেলাতেও জিততে পারলো না দেখে কাঁদিদ বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলো। কিন্তু এ-ব্যাপারে মার্টিন মোটেই আশ্চর্য হলেন না। যারা এই খেলায় যোগ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিল তাদের মধ্যে ছিল বেশ ফিটফাট কেতাদুরস্ত পিরিগোর্ড-এর পাদরী; ছোটখাটো দেখতে; এ ছিল সেই জাতীয় লোক যারা নবাগত কোনো পর্যটকের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকতো; তাকে শহরের নানা রকম কেলেংকারীর গল্প বলতো; আদর আপ্যায়ন করতো, মিষ্টি-মিষ্টি কথায় মাৎ করে দিতো তাদের। এক কথায়, শারীরিক আর মানসিক যত রকমের সুড়সুড়ি রয়েছে কোনোটাই দিতে কার্পণ্য করতো না তারা। কোথায় কত খরচ করলে কী ধরনের আনন্দ পাওয়া যায় সেই সংবাদ নতুন কোনো অতিথিকে সরবরাহ করতো তারা। এই লোকটি কাঁদিদ আর মার্টিনকে থিয়েটারে নিয়ে গেলো। সেখানে একটি নতুন ট্র্যাজিডি অভিনীত হচ্ছিল। কাঁদিদ দেখলো কয়েকজন সংস্কৃতিবান এবং সংস্কৃতিবতী দর্শকদের মধ্যে সে বসে রয়েছে। এর জন্যে কয়েকটি সু-অভিনীত দৃশ্যে চোখের জল ফেলতে সে অবশ্য দ্বিধা করে নি। দুটি অংকের বিরতির মধ্যে একজন তাকে বলল—

"চোখের জল ফেলাটা আপনার অন্যায় হয়েছে। অভিনেত্রীটি অভিনয় করে জঘন্য; আর অভিনেতাটি অভিনয় করে জঘন্যতর। আর নাটকটা তো একেবারেই

অভিনয়ের অযোগ্য। যাকে বলে অখাদ্য। নাট্যকার আরবী ভাষার একটি অক্ষরও বোঝে না ; অথচ, আরব দেশের একটি অঞ্চলকে সে তার নাটকের 'দৃশ্য' করেছে। তা ছাড়া, অন্তরঙ্গ ভাব বলতে যা বোঝায় লোকটা তা বিশ্বাস করে না। আগামী-কাল আমি আপনাকে এক গোছা পামফেলট দেখাবো। তাতে এর বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা পড়তে পারবেন আপনি।

কাঁদিদ পাদরীকে জিজ্ঞাসা করল—স্যার, এরকম কত নাটক ফ্রান্সে রয়েছে ?

তা পাঁচ ছ' হাজার হবে।

বলেন কী ? এত ? কিন্তু ভালো নাটক কতগুলি আছে ?

পনের-ষোলটার মত।

মার্টিন বললেন—এত !

মাঝে-মাঝে ওখানে একটি বাজে ট্র্যাজিডি অভিনীত হতো। সেই নাটকে যে অভিনেত্রীটি রাণী এলিজাবেথের ভূমিকায় অভিনয় করতো তাকে কাঁদিদের বেশ পছন্দ হয়ে গেলো।

সে মার্টিনকে বলল—এই অভিনেত্রীটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। মিস কুঁনিগুঁর সঙ্গে ওর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলে আমি খুশি হতাম।

পিরিগোর্ডের পাদরী রাজি হয়ে গেলো। ঠিক হলো, অভিনেত্রীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সে কাঁদিদের আলাপ করিয়ে দেবে। কাঁদিদ মানুষ হয়েছে জার্মানীতে। এই সব ক্ষেত্রে কী উপঢৌকন নিয়ে যেতে হয় এবং ফ্রান্সে রাণী এলিজাবেথকে কী চোখে সবাই দেখে এই সব বিষয়ে কিছু জানতে চাইলো কাঁদিদ।

পাদরী বলল—এসব ব্যাপারে কিছু বিশিষ্ট আচরণ দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। মফঃসল শহরে আমরা তাঁদের মদের দোকানে নিয়ে যাই। কিন্তু এই প্যারিসে যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকেন ততদিনই তাঁদের আমরা সম্মান দেখাই, অবশ্য, দেখতে তাঁরা যদি সুন্দরী হন। তাঁরা মারা গেলে তাঁদের দেহ আমরা গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলি।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—রাণীর দেহ গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলবেন—মানে ?

মার্টিন বললেন—ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। খাঁটি সত্যি কথা বলেছেন। মিলি মনিমী যখন বিদায় নিলেন, অর্থাৎ, পরলোকের পথে যাত্রা করলেন তখন আমি প্যারিসেই ছিলাম। কবরস্থ হওয়ার অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি সে-অধিকার তাঁকে দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, গির্জার সংলগ্ন কবরখানায় যে সব ভিখারী শুয়ে রয়েছে তাদের পাশে শুয়ে পচে মরার মত একটু স্থানও তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাঁকে কবর দেওয়া হলো তাঁর দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কোথায়

জানেন ? বার্গেনডি স্ট্রীটের একটি কোণে। ভদ্রমহিলার রুচি ছিল খুবই উন্নত ধরনের। তাঁর মৃতদেহের এই দুর্দশা দেখে নিশ্চয় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন।

কাঁদিদ বলল—কাজটা খুব ভদ্রোচিত হয় নি।

মার্টিন বললেন—কী বললেন ! এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। এ-জাতের স্বভাবই এই। বিশ্বের যত রকম পরস্পরাবিরোধী ভাব রয়েছে, অব্যবস্থচিত্ততা রয়েছে সব আপনি দেখতে পাবেন এদেশের সরকারী দপ্তরখানায়, আদালতে, গির্জায় আর জনসাধারণের মধ্যে। বড়ই অদ্ভুত, বিচিত্র এই দেশ।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—এ দেশের লোকেরা সব সময় হাসে বলে যে প্রবাদ রয়েছে সেকথা কি সত্যি ?

পাদরী বলল—খুব সত্যি, কিন্তু হাসে তারা ক্রোধে, হো-হো করে অট্টহাসি হেসে নিজেদের অভিযোগ প্রকাশ করে তারা। মুখের ওপরে হাসিটি ফুটিয়ে তুলে তারা বিশ্বের জঘন্যতম কাজ করে।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—যে অভিনয় দেখে আমি অতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আর যাদের অভিনয় আমাকে অতটা মুগ্ধ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমার কাছে যে কুৎসা প্রচার করেছিল সেই বলিবর্দটি কে ?

পাদরী বলল—ও একটা বাজে লোক। নতুন বই আর অভিনয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেই ওরা রুজি-রোজগার করে। ওরা হচ্ছে নপুংসকের দল। ওদের যা নেই যাদের সেই জিনিসটি আছে তাদেরই ওরা ঘৃণা করে, তেমনি ওরাও জীবনে কোনোদিন সাফল্যের মুখ দেখে নি। তাই, কেউ সাফল্য লাভ করুক তা ওরা সহ্য করতে পারে না। ও হচ্ছে সেই ধরনের সাপ যে নিজের বিষ খেয়েই বেঁচে থাকে। ওদের বলা হয় পুস্তিকালেখক।

কাঁদিদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—সেটা আবার কী বস্তু ?

পাদরী বলল—কী বস্তু মানে ? যে পুস্তিকা লেখে সেই পুস্তিকালেখক।

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে তিন জনে তারা এই সব আলোচনা করছিল। সেই সময় অভিনয় শেষ হওয়ার ফলে দর্শকরা যে যার চলে যাচ্ছিলো।

কাঁদিদ বলল—মিস কুনিগুকে আবার দেখার জন্যে যদিও আমি খুবই অস্থির হয়ে উঠেছি তবুও মিলি ক্লেরোঁর সঙ্গে নৈশভোজ খাওয়ার বেশ আগ্রহ জন্মেছে আমার। কারণ, সত্যিই তাঁকে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

এই অভিনেত্রীর বাড়িতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসা-যাওয়া করেন। তাই পাদরীটি সেখানে ঢুকতে চাইছিল না।

পাদরী বলল—আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে অন্য লোকের আসার কথা রয়েছে। কিন্তু আমার পরিচিতা একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা আছেন। তাঁর বাড়িতে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন প্যারিসে তাঁরাও বেশ মান্যগন্য। রুচি আর সংস্কৃতি, কোনোদিক

থেকেই তাঁরা কারও চেয়ে কম যান না। তাঁর সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। সেখানে যে সব আচার আর ব্যবহার আপনি দেখতে পাবেন তাতে আপনার মনে হবে আপনি কম পক্ষে চারটি বছর ধরে প্যারিসে বাস করছেন।

এই সব কথা শুনে স্বভাবতই কাঁদিদের কৌতূহল বেড়ে গেলো। পাদরী তাকে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে সে তাতে কোনো আপত্তি জানালো না। ভদ্রমহিলার বাড়িটি ছিল সেণ্ট হোনোরো-র একেবারে প্রান্তসীমায়। ভদ্রমহিলার সঙ্গীরা তখন তাস নিয়ে জুয়া খেলছিল। বারোটি বিমর্ষ জুয়াড়ীদের প্রত্যেকের হাতে এক গোছা করে তাস। এই জুয়া খেলেই তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। চারপাশ চুপচাপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। একটি বিবর্ণ বিষাদ জুয়াড়ীদের মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল। যে লোকটা টাকার বাণ্ডিল নিয়ে বসে ছিল তার সারা সত্তায় ফুটে উঠেছিল একটা অস্থির উদ্বেগ। গৃহকর্ত্রী সেই লোকটির পাশে বসে ছিলেন। খেলোয়াড়রা যে সব সংকেতবাক্য উচ্চারণ করেছিল যে ভাবে তাস ভেঁজে হাত সাফাই করছিল, যে নির্মম ত্রুটিহীন ভাবে ডাক দিচ্ছিল, সেই সব তিনি বিড়ালীর মত তীক্ষ্ম অথচ অকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন। সেই সঙ্গে খদ্দেররা যাতে ভয় না পায় সেই জন্যে নম্রভাবেই উৎসাহ দিচ্ছিলেন তাদের। এই ভদ্রমহিলা হচ্ছেন প্যারোলিগন্যাকের মার্কুসের গৃহিণী। তাঁর মেয়ের বয়স পনেরর কাছাকাছি। সেও খেলছিল তাস। দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে কেউ কেউ যখন নিজেদের মধ্যে নিরপরাধ কোনো প্রতারণা করার চেষ্টা করছিল তখনই সে তার মাকে ইঙ্গিত করে তা জানিয়ে দিচ্ছিল। কাঁদিদ, মার্টিন আর পাদরী যখন ঢুকলো তখন সেখানে খেলা চলছিলো পুরোদমে। নিজেদের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে কেউ উঠে তাদের অভিবাদন তো করলই না; এমন কি তাদের দিকে ফিরেও চাইলো না কেউ।

কাঁদিদ বলল—হায়রে থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারনেস হলে আমাদের কত ভদ্রভাবেই না তিনি অভ্যর্থনা জানাতেন।

যাই হোক, পাদরী গিয়ে মার্কুসিয়া মহিষীর কানে ফিস ফিস করে কিছু একটা বলল; তিনি অর্ধোত্থিতা হয়ে কাঁদিদকে মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, মার্টিনকে অভিবাদন জানালেন সম্ভ্রান্তভাবে মাথাটা একটু নাড়িয়ে। কাঁদিদকে বসার একটা জায়গা দিয়ে তার হাতে এক প্যাকেট তাস ধরিয়ে দিলেন। দু দানেই সে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হারলো। তারপরে, সবাই উন্নতমানের নৈশভোজে অংশগ্রহণ করল। অত টাকা হেরেও যে কাঁদিদের মনে কোনো কিছু হয় নি এটা দেখে তারা সবাই বেশ অবাক হয়ে গেলো। চাকররা নিজেদের ভাষায় বলাবলি করতে লাগল—ইনি নিশ্চয় কোনো ইংরেজ লর্ড।

প্যারিসে যে জাতীয় নৈশভোজ হয় এটিও সেই জাতীয়। প্রথমে সব চুপচাপ,

তারপরে অনেক অর্থহীন গুঞ্জন ; তারপরে রসিকতা, তাদের অধিকাংশই খেলো ধরনের, মিথ্যা অপকাহিনী প্রচার, মূর্খের মত যুক্তি, সামান্য কিছু রাজনৈতিক আলোচনা, এবং অনেক কলঙ্ক বা কুৎসা প্রচার। নতুন গ্রন্থ নিয়েও আলোচনা হলো তাদের মধ্যে।

পিরিগোর্ডের পাদরী বলল—ধর্মতত্ত্বের ডক্টর মসিয়ে গচা যে প্রেমের উপন্যাসটি লিখছেন সেটা আপনারা দেখেছেন ?

অতিথিদের একজন বলল—দেখেছি ; কিন্তু পড়ার মত ধৈর্য আমার ছিল না। আমাদের দেশে অনেক উদ্ধত লেখক রয়েছে ; কিন্তু গচার ধারে কাছে কেউ পৌঁছাতে পারে নি। ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত ডক্টর শ্বেতাবধারী গচা একেবারে চরম উদ্ধত। এই সব নোংরা জিনিস পড়ে-পড়ে আমি এতই পরিতৃপ্ত হয়ে উঠি যে সেই সব হজম করার জন্যে আমি তাসের জুয়াতে আসি।

পাদরী জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আর্চডিকোন টুবুলে-র 'মিলেনীর' সম্বন্ধে আমাদের অভিমত কী ?

প্যারোলিগন্যাকের জমিদার পত্নী চিৎকার করে বললেন—ওঃ, বিশ্রী! বিশ্রী! পড়তে-পড়তে মাথা ধরে যায়। বিশ্বের সবাই যা জানে সেই কথাটা আবার বলার জন্যে কী কষ্টই না তাঁকে করতে হয়েছে! যে যুক্তি দেওয়ার জন্যে তিনি অত কষ্ট করেছেন আসলে সেটা যুক্তিই নয়। অন্য লোকের বাক-চতুর্যকে কী বিশ্রী ভাবেই না তিনি ব্যবহার করেছেন! অন্য লোকের কাছ থেকে চুরি করা জিনিস নিয়ে কী অখাদ্যই না তিনি পরিবেশন করেছেন! বিরক্তিকর! বিরক্তিকর! কিন্তু আর তিনি আমাকে বিরক্ত করতে পারবেন না। আর্চ ডিকোনের কয়েকটা পাতা পড়াই যথেষ্ট। তার বেশী আর কিছু পড়ার দরকার নেই।

সেই টেবিলে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বসে খাচ্ছিলেন। তিনিও মহিলাটির মন্তব্যের সংগে একমত হলেন। তারপরে তাঁরা ট্র্যাজিডি নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। মহিলাটি জানতে চাইলেন অপাঠ্য এমন কয়েকটি ট্র্যাজিডি এখন অভিনীত হচ্ছে কেন ? সেই সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিতটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে কোনো কোনো জিনিস রয়েছে যার মধ্যে গুণ না থাকলেও, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে। কয়েকটি কথায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে নাটকের মধ্যে কিছু কিছু রোমাণ্টিক ঘটনা ছিটিয়ে দিলেই নাট্যকারের কাজ শেষ হয় না, দর্শকদের চমক দেওয়াতেই নাট্যকারের শেষ হয় না দায়িত্ব ; চিন্তাধারাটা হবে নতুন ; অথচ, দুর্বোধগম্য নয় ; তাকে হতে হবে গম্ভীর, কিন্তু সব সময়েই স্বাভাবিক। মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই লেখকের ; কথা বলানোর জন্যে তার মুখে দিতে হবে উপযুক্ত ভাষা। লেখককে হতে হবে সম্পূর্ণরূপে কবি ; কিন্তু কোনো চরিত্রের মুখে তাঁর বিশেষ বক্তব্যটি ফুটে উঠবে না। ভাষায় থাকবে তাঁর দখল ; সেই

ভাষাকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে দিতে হয়ে তাঁকে ; কিন্তু কোনো জায়গাতেই অর্থটা যেন কাব্যের দাসত্ব স্বীকার না করে।

উপসংহার করলেন তিনি—এই নিয়মগুলি যে মেনে চলবে না সে দু চারটে মোটামুটি রকমের ভালো ট্র্যাজিডি লিখলেও ভালো লেখকের দলে পড়তে পারবে না। ভালো ট্র্যাজিডি মাত্র গুটি কয়েকই রয়েছে ; সুন্দর কাব্যিক ভাষায় লেখা রয়েছে কয়েকটি গীতিকাব্যমূলক উপাখ্যান ; অন্য সবগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক কচকচি ; শুনতে-শুনতে দর্শকরা ঘুমিয়ে পড়ে ; অথবা বড় বড় কথার তুবড়ীবাজি। লোকে শুনে বিরক্ত হয়। অন্য কিছু নাটক রয়েছে যেগুলিকে পাগলের প্রলাপ বলা যেতে পারে ; যেমন তাদের ভাষা, তেমনি তাদের আঙ্গিক আর ব্যঞ্জনা! মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা তারা জানে না বলেই দেবতাদের সঙ্গে তারা কথা বলে। তাদের কথার মধ্যে নতুন কিছু নেই ; অসার উপমা-ব্যঞ্জনায় সেগুলি পূর্ণ।

এই সব আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো কাঁদিদ ; শুনে বক্তাটির ওপর তার গভীর শ্রদ্ধা হলো। উক্ত মহিলাটি যত্ন করে তাঁর পাশে কাঁদিদকে বসতে দিয়েছিলেন। সেই জন্যে সে তাঁর কানে-কানে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল যে ভদ্রলোক অমন প্রাঞ্জল ভাষায় এমন মনোজ্ঞ বক্তৃতাটি দিলেন তিনি কে?

মহিলাটি বললেন—ইনি একজন পণ্ডিত মানুষ। উনি কোনোদিনই তাস খেলেন না। সন্ধ্যেবেলাটা কাটানোর জন্যে পাদরী ও'কে মাঝে-মাঝে এখানে নিয়ে আসেন। লেখা, বিশেষ করে ট্র্যাজিডি বিচার করার দক্ষতা ও'র অপূর্ব। উনি নিজে একখানা ট্র্যাজিডি লিখেছিলেন। সেটা পড়ে সবাই ছি-ছি করেছে। সেই বইটা বই-এর দোকানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। একখানা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সেটা তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—কী পণ্ডিত মানুষ! একেবারে দ্বিতীয় প্যানগ্লস!

তারপরে, সেই বক্তার দিকে ঘুরে বললেন—স্যার, এই পার্থিব আর নৈতিক জগতে সব কিছুই যে সব চেয়ে ভালোর জন্যে, এবং যে জিনিসটি যে রকম তার চেয়ে যে সে আরও ভালো হতে পারে না, আশা করি, আপনি নিশ্চয় তা বিশ্বাস করেন।

সেই পণ্ডিত লোকটি বললেন—স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, ওসব কিছু ভাবিনে আমি। আমি দেখছি, পৃথিবীর যা কিছু সবই খারাপের জন্যে। মানুষ জানে না তার পদবী কী, কাজ কী? সে কী করে, তার কী করা উচিত, সবই তার কাছে অজানা। এই সন্ধ্যেটাই কেবল আমরা আনন্দে কাটাই। এই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় আমাদের বাজে ঝগড়া আর গোলমালে কেটে যায়। জেনসেনিস্টদের

সঙ্গে লড়াই হচ্ছে মলিনিস্টদের, পার্লামেন্টের সঙ্গে চার্চের, পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের, দেশের সঙ্গে দেশের, অর্থশালীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের লড়াই। বিবাদ চলেছে তো চলেছেই। মোট কথা, এ যুদ্ধের আর শেষ নেই।

কাঁদিদ বলল—সেকথা ঠিক। এর চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা আমি দেখেছি, তবু, যে বিজ্ঞ ব্যক্তিটির দুর্ভাগ্যবশত ফাঁসি হলো, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে এ-বিশ্বের সব জিনিসই ভালোর জন্যে ; আর এই যে মাঝে-মাঝে আমরা অমঙ্গল দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে সুন্দর একটি ছবির ওপরে কালো ছায়ার মত।

মার্টিন বললেন—আপনার সেই শনদাঁড়ির মত শুকনো পণ্ডিত আমাকে ওই সব কথা বলে উপহাস করেছেন। এই যে ছায়ার কথা আপনি বললেন সেগুলি হচ্ছে ভয়ংকর কলঙ্ক।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু তার জন্যে দায়ী মানুষ নিজে। তারা ও ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

মার্টিন বললেন—তারা যে অন্যায় করে তার জন্যে তারা দায়ী নয়।

জুয়াড়ীদের বেশীর ভাগই এই আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলো না। তারা বসে-বসে মদ খেতে লাগলো। সেই সময় সেই পণ্ডিত লোকটির সঙ্গে মার্টিন আলোচনা করতে লাগলেন ; আর গৃহকর্ত্রীর কাছে কাঁদিদ তার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলো।

নৈশ ভোজন শেষ হওয়ার পরে, মহিলাটি কাঁদিদকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি সোফার ওপরে বসালেন, বললেন,—থ্যনডার-টেন-ট্রনকের মিস কুঁনিগুঁকে তুমি এখনও এত ভালবাস ?

হ্যাঁ ; মাদাম।

একটু মিষ্টি হেসে তিনি তাকে বললেন—ওয়েষ্টফালিয়ার যুবকের মতই তুমি কথা বলছ কোনো ফরাসী যুবক হলে বলতো—মাদাম, মিস কুঁনিগুঁর ওপরে আমার যে গভীর আকর্ষণ ছিল সেকথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনাকে দেখার পরে, মনে হচ্ছে, সেরকম ভালো আর তাকে আমি বাসি নে।

কাঁদিদ বলল—হায় মাদাম! যা বললে আপনি খুশি হন তা আমি বলবো।

'মনে হচ্ছে, তাঁর রুমালটা কুড়োতে গিয়েই তাকে তুমি ভালবেসেছিলে, এখন তুমি আমার মোজা-বাঁধা ফিতেটা কুড়োবে।'

কাঁদিদ বললো—সর্বান্তঃকরণে।

মহিলাটি বললেন—মোজাটা বেঁধে দাও।

বাঁধতে চেষ্টা করল কাঁদিদ।

মহিলাটি বললেন—শোন! তুমি হচ্ছো বিদেশী এই প্যারিসে আমার যে সব

প্রেমিক রয়েছে তাদের আমি পনের দিন যন্ত্রণা ভোগ করাই। কিন্তু তোমার কাছে প্রথম দর্শনেই আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম। কারণ, একটি ওয়েস্টফালিয়ার যুবককে আমার দেশের হয়ে আমি সম্মান জানাতে চাই।

কাঁদিদের হাতে যে দুটি বিরাট হীরে ছিল সে দুটির দিকে সুন্দরী মহিলাটি সতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন, এবং সে দুটির এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যে হীরে দুটি তার হাত থেকে তাঁর আংগুলের স্থানান্তরিত হলো।

পাদরীর সংগে বাড়ি যাওয়ার সময় কাঁদিদের বিবেক তাকে দংশন করে উঠলো। তার মনে হলো, মিস কুনিগুঁর প্রতি সে অবিশ্বাসের কাজ করেছে। তার মনে যে অস্বস্তি জেগেছিল তার জন্যে পাদরীও তাকে সহানুভূতি জানালো। কাঁদিদ জুয়ায় যে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হারিয়েছিল তার সামান্য একটু অংশ সে পাবে। এবং যে দুটি হীরে কাঁদিদ কিছুটা ইচ্ছে করে এবং কিছুটা বাধ্য হয়ে মহিলাটিকে দিয়েছে তার যা দাম হবে তারও সামান্য কিছু তার পাওয়ার কথা। কিন্তু তার আশা ছিল আরও বেশী। কাঁদিদের-সংগে আলাপের সুযোগটাকে সে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সে মিস কুঁনিগুঁর কথা ফলোয়া করে কাঁদিদের কাছে বর্ণনা করল। কাঁদিদ তাকে নিশ্চিন্ত করল যে সুন্দরী কুঁনিগুঁর কাছে তার এই বিশ্বাসঘাতক প্রবৃত্তির জন্যে সে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাইবে : অবশ্য, ভেনিসে তার সংগে দেখা হওয়ার সময়ে।

পাদরী কাঁদিদের কাছে আরও বেশী করে ভদ্রতা দেখাতে লাগলো। কাঁদিদ যা বলল সবেতেই সে বেশ উৎসাহ দেখালো, যা করল অথবা, করার ইচ্ছা প্রকাশ করল সবটাতেই সে বেশ উৎসাহের সংগে সমর্থন জানালো তাকে।

তাহলে স্যার, ভেনিসেই আপনি মিলনবাসরে যাচ্ছেন ?

কাঁদিদ বলল—হ্যাঁ, মঁসিয়ে পাদরী! আমাকে যেতেই হবে, খুঁজে বার করতে হবে মিস কুঁনিগুঁকে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে কাঁদিদ অনর্গল কথা বলতে ভালবাসতো। সেই রীতি অনুসারে, বিখ্যাত ওয়েস্টফালিয়ার সুন্দরীকে নিয়ে তার যে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার কিছুটা সে পাদরীর কাছে বর্ণনা করল।

পাদরী বলল—মনে হচ্ছে, মিস কুঁনিগুঁ খুবই বুদ্ধিমতী রমণী, তাঁর চিঠিপত্রও খুবই চিত্তাকর্ষক।

কাঁদিদ বলল—তার কাছ থেকে আমি কোনো দিন কোনো চিঠি পাই নি, কারণ মনে রাখবেন, তার জন্যে লাথি খেয়ে দুর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে তাকে কোনো চিঠি আমি লিখতে পারি নি। বিশেষ করে, সেখান থেকে চলে আসার পরে আমি শুনলাম সে মারা গিয়েছে। তাকে আমি ফিরে পেলাম বটে; কিন্তু আবার তাকে আমি হারালাম! এখান থেকে আড়াই হাজার লিগ দূরে তার কাছে আমি

একজন দূতকে পাঠিয়েছি ; এবং তার কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে আমার দূতটির ফিরে আসার কথা সেখানেই তার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।

খুব মন দিয়ে পাদরী তার কথা শুনলো। মনে হলো, ব্যাপারটা নিয়ে সে খুবই চিন্তা করছে। এই দুটি বিদেশীকে হৃদ্যতার সংগে আলিংগন করে পাদরী বিদায় নিল। পরের দিন ঘুম ভেঙে জাগার পরেই কাঁদিদ নিম্নলিখিত চিঠিটি পেলো—

'আমার প্রিয় প্রেমিক, এই শহরে আমি আট দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছি। তুমি যে এখানে এসেছো সে-সংবাদ আমি পেয়েছি। আমার ওঠার শক্তি যদি থাকতো তাহলে, আমি উড়ে তোমার বুকে গিয়ে আশ্রয় নিতাম, বোর্দ্যুতে তুমি যে পরিকল্পনা করেছিলে সে সব কথা আমি শুনেছি। বিশ্বাসী ক্যাকাম্বো আর সেই বৃদ্ধাকে আমি সেখানে ছেড়ে এসেছি। তারা আমার পেছনে আসছে। আমার যা ছিল বুয়েনোস আয়ার্সের গভর্নর সব নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তোমার হৃদয় আমার রয়েছে। এস, তোমার উপস্থিতি হয় আমাকে বাঁচাবে, অথবা আনন্দের মধ্যে আমার মৃত্যুর কারণ হবে।'

প্রিয়তমা কুনিগুন্দর অসুস্থতা দুঃখে আর শোকে তাকে মুহ্যমান করে তুললেও, এই সুন্দর এবং অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে কাঁদিদ আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। এই দুটি উত্তেজনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাঁদিদ তার সোনা আর হীরে নিয়ে একটি লোকের মাথায় চাপিয়ে মিস কুনিগুন্দ যেখানে রয়েছে সেইখানে মার্টিনকে যাওয়ার নির্দেশ দিল। ভাবাবেগে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটলো সে, তার বুকটা দুরু দুরু করতে লাগলো ; জিব গেলো জড়িয়ে। একটা ঘরের পর্দা সরানোর চেষ্টা করলো সে ; বিছানার ধারে একটা বাতি আনতে বললো।

মেয়ে চাকরটি বললো—সাবধান। আলো তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এই বলে সে পর্দাটা আবার টেনে দিল।

কাঁদতে-কাঁদতে কাঁদিদ বলল—প্রিয়তমে, কেমন আছ তুমি ? আমাকে যদি দেখতে না পাও, অন্তত কথা বলো।

মেয়ে চাকরটি বলল—তিনি কথা বলতে পারেন না।

যে মেয়েটি ভেতরে শুয়েছিলো সে তার মোটা হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেই হাতটা চোখের জলে ভিজিয়ে দিল কাঁদিদ, তারপরে সোনা আর হীরেতে বোঝাই তার থলিটা সে চেয়ারের ওপরে রাখলো।

ঠিক এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঢুকলো, তার পেছনে পাদরী, আর কিছু বন্দুকধারী সৈন্য।

পাদরী বলল—এই সেই দুজন বিদেশী, এদের ওপরে সন্দেহ হচ্ছে।

সে তাদের ধরিয়ে দিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দিল তাদের ফাটকে নিয়ে যেতে।

কাঁদিদ বলল—এল ডোরাডোতে পর্যটকদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার কেউ করে না।

মার্টিন বললেন—আমি এখন সত্যি সত্যিই ম্যানিকেরিয়ান। আগের চেয়ে অনেক বেশী।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—আমাদের স্যার, আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

অফিসারটি বললো—ফাটকে।

এতক্ষণে মার্টিন ধাতস্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মেয়েটি কুনিগন্দ সেজেছিল সে হচ্ছে প্রতারক, আর পিরিগোর্ডের পাদরী হচ্ছে প্রবঞ্চক। কাঁদিদের সরলতার সুযোগ সে খুবই তাড়াতাড়ি নিয়েছিল। আর ওই অফিসারটি হচ্ছে আর একটা বদমাশ, ওদের হাত থেকে তাঁরা সহজেই ছাড়া পেতে পারেন।

কাঁদিদ মার্টিনের উপদেশ মত কাজ করল। আদালতে যাওয়ার চেয়ে আসল কুনিগন্দকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। অফিসারটিকে তিনটি ছোট হীরে, আর বাকি সকলকে তিন হাজার পিসটোল দেওয়ার সে প্রস্তাব করল।

নিম্ন শ্রেণীর বিচারকটি বলল—চমৎকার ! স্যার, আপনি যদি জঘন্য অপরাধও করতেন তাহলে, এর পরে আমার চোখে আপনি শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন। তিনটি হীরের দাম হবে তিন হাজার পিসটোল। আপনাকে হাজতে পাঠানোর চেয়ে, স্যার আপনার সেবা করে কাটাতে চির জীবন আমি রাজি আছি। নরম্যাণ্ডীতে আমার এক ভাই রয়েছে, আমি নিজে আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাব। আমার ভাইকে দেওয়ার মত আর কোনো হীরে যদি আপনার থাকে সেও তাহলে, আমার মতই আপনার যত্ন নেবে।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু বিদেশীদের তারা সব গ্রেপ্তার করছে কেন ?

পিরিগোর্ডের পাদরী বলল—কারণ আর্ট্রিবেটির একটা হতভাগা কার কাছ থেকে কী যেন সব গাঁজাখোরী গল্প শুনে তার বাবাকে খুন করেছিল। ১৬১০ সালের মে মাসে যে হত্যা হয়েছিলো সে রকম নয়। ১৫৯৪ সালের ডিসেম্বরে যে রকম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল ঠিক সেই রকম ; আর অন্যান্য বছর, আর মাসে গাঁজাখোরী গল্প শুনে অন্যসব হতচ্ছাড়া শয়তানরা যে রকম হত্যা করে সেই রকম।

পাদরীর কথাটা ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দিল অফিসারটি।

চিৎকার করে উঠল কাঁদিদ—কী বলছেন ! যে দেশে মানুষেরা সব সময় হাসছে আর গান করে দিন কাটাচ্ছে সেইখানে এই রকম জঘন্য হত্যাকাণ্ড মানুষে করতে পারে ? যেখানে বানররা বাঘকে ক্ষেপিয়ে তোলে সেই ঘৃণ্য দেশ কি তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করার কোন উপায় নেই ? আমার দেশে আমি ভালুক দেখেছি ; কিন্তু এক এল ডোরাডো ছাড়া অন্য কোথাও মানুষ আমি দেখি নি।

সে অফিসারটিকে বলল—স্যার, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ভেনিসে যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দিন। সেখানে মিস কুনিগুন্দ'র জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

অফিসারটি বলল—আমি আপনাদের লোয়ার নরম্যাণ্ডী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। তার বেশী নয়।

এই বলে, কাঁদিদের শেকল খুলে দেওয়ার জন্যে সে নির্দেশ দিল; তারপরে, তার অনুচরদের বিদায় দিল। তাদের বিদায় দিয়ে সে কাঁদিদ আর মার্টিনকে নিয়ে লোয়ার নরম্যাণ্ডীর ডিপিতে গিয়ে তার ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিল, তিনটি হীরে পেয়ে সেই নরম্যানটি খুবই অনুগৃহীত হয়েছিল। সেই সময় একটি ডাচ জাহাজ সমুদ্রে ভাসার জন্যে তৈরি হয়েছিল। সেই নরম্যান ভদ্রলোক তাকে আর তাঁর সংগীদের খুব ভালো ভাবে যত্ন করে সেই জাহাজে তুলে দিল। জাহাজটি যাত্রা করল ইংলণ্ডের পোর্টসমাউথের দিকে। ভেনিসে যাওয়ার ওটা সোজা পথ নয়। কিন্তু কাঁদিদ ভাবলো আপাতত সে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এর পরে ভেনিসে যাওয়ার সুযোগ যে সে অনায়াসেই পাবে সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না।

## ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

### কাঁদিদ আর মার্টিন ইংলণ্ডের তীরে এসে পোঁছুলো। সেখানে তারা কী দেখলো

ডাচ জাহাজে উঠে চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—আ, প্যানগ্লস, প্যানগ্লস! আ, মার্টিন! মার্টিন! আ, প্রিয় মিস কুনিগুন্দ! কী রকমের জগৎ এটা!

মার্টিন বলল—কী রকম আবার! খুবই যাচ্ছেতাই! যাচ্ছেতাই!

কাঁদিদ বলল—ইংলণ্ড দেশটার সংগে তো আপনার পরিচয় রয়েছে। ফরাসীদের মত ওখানকার লোকেরাও কি আকাট মুর্খ?

মার্টিন বললেন—হ্যাঁ, তবে অন্য ভাবে। আপনি বোধ হয় জানেন, কানাডার পাশে কয়েক একর বরফের জন্যে এই দুটো দেশ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। আর এই যুদ্ধে তারা যে খরচ করছে তাই দিয়ে সারা কানাডা দেশটাকেই কেনা যেতো। পাগলা গারদে ঢোকানোর মত লোক ফ্রান্সে বেশী, না, ইংলণ্ডে বেশী সে কথা বলার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি কেবল মোটামুটি এইটুকু জানি যে, যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানকার লোকেরা খুবই জঘন্য আর বিষণ্ণ প্রকৃতির।

এইভাবে গল্প করতে-করতে তারা পোর্টসমাউথে এসে পৌঁছলো। দেখা গেলো তীরে, বন্দরের ওপরে দু'পাশে সারিবন্দী হয়ে গাদা গাদা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে একটি লোকের দিকে। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ

চেহারার। একটি যুদ্ধ জাহাজের ডেকের ওপরে সে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। তার চোখ দুটি বাঁধা। এই লোকটির সামনে চারটি সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। তাদের প্রত্যেকে যতদূর সম্ভব স্থির মাথায় সেই লোকটির মাথার খুলি লক্ষ্য করে তিনটি করে বুলেট ছুঁড়লো; তারপরে, গভীর আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে-স্থান পরিত্যাগ করল। কাজটি শেষ হয়ে গেলে জনতাও খুব খুশি হয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—এসবের মানেটা কী? কোন্ শয়তানটা সারা জগৎটাকে এইভাবে কব্জায় পুরেছে!

অনুষ্ঠান আর অত আড়ম্বরের সঙ্গে যে স্বাস্থ্যবান লোকটিকে পৃথিবী থেকে পাচার করে দেওয়া হলো সেই লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করল কাঁদিদ; শুনলো, সে একজন নৌ-সেনাপতি।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল—তোমরা তোমাদের নিজেদের নৌ-সেনাপতিকে এইভাবে হত্যা করলে কেন?

কারণ, ওঁর অধীনস্থ যথেষ্ট সংখ্যক সেনাদের উনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন নি। আপনি নিশ্চয় জানেন ফরাসী নৌবাহিনীর সঙ্গে আমাদের নৌবাহিনীর একটি সংঘর্ষ হয়েছিল। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে শত্রুদের যতটা কাছাকাছি যাওয়া উচিত ছিল ততটা কাছাকাছি তিনি যেতে পারেন নি।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু, তাহলে, ফরাসী নৌবাহিনীর সেনাপতিও নিশ্চয় এঁর কাছ থেকে ততটা দূরেই ছিলেনে।

তা অবশ্য ছিলেন। তবে, মাঝে-মাঝে একজন নৌ-সেনাপতিকে হত্যা করার রীতি এদেশে প্রচলিত রয়েছে। তাতে অন্য সব সেনাপতিদের সাহস বাড়ে।

এই দৃশ্য দেখে আর শুনে কাঁদিদ এতই মর্মাহত হলো যে সে কিছুতেই তীরে নামতে চাইলো না। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে ভেনিসে পেঁছে দেওয়ার জন্যে সে ডাচ ক্যাপটেনের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করল। সুরিনামের একটি ডাচ ক্যাপটেন কিছুদিন আগে তার যথাসর্বস্ব ডাকাতি করেছিল তা জেনেও, সে তার সঙ্গে একটা রফায় আসতে দ্বিধা করলো না।

দুদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেলো ক্যাপটেন। ফ্রান্সের পাশ দিয়ে তাদের জাহাজ ভেসে গেলো; দূরে থেকে তারা দেখতে পেলো লিসবনকে। কাঁদিদের বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো, ধীরে-ধীরে তাদের জাহাজ এসে পেঁছিলো ভূমধ্যসাগরে। তারপরে ভেনিসের কূলে এসে জাহাজ ভিড়লো তাদের।

মার্টিনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদিদ বলল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখানেই প্রিয়তমা কুনিগুঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হওয়ার কথা। ক্যাকাম্বোর ওপরে আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে; মানে, নিজের মতই। সবই ভালো, সবই ভালো—খুবই ভালো, মানে, যতটা ভালো হওয়া সম্ভব।

## চতুরীর্বংশতি পরিচ্ছেদ

### প্যাকিটি এবং রোমান ক্যাথলিক সংবাদ

ভেনিসে নেমে সে ক্যাকাম্বোকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। প্রত্যেকটি সরাইখানায়, প্রতিটি কফি হাউসে এবং সমস্ত আমোদপ্রিয় সৌখিন মহিলাদের মধ্যে সে তাকে খুঁজে বেড়ালো। যে সব জাহাজ আর বোট বন্দরে এসে প্রতিদিন ভিড়ছিল সেখানে সে তার খোঁজ করলো : কিন্তু ক্যাকাম্বোর কোন সংবাদ নেই।

সে মার্টিনকে বলল—বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো! সুরিনাম থেকে বোর্দুতে গেলাম আমি, সেখান থেকে স্থলপথে প্যারিস, প্যারিস থেকে দিপে, সেখান থেকে পোর্টসমাউথ, সেখান থেকে পর্তুগাল আর স্পেনের তীর ঘেঁষে ভূমধ্যসাগর, সেখান থেকে হাজির হলাম ভেনিসে। এখানেও কয়েক মাস আমার কাটলো। তবু এখনও সুন্দরী কুনিগুন্দ এসে পৌঁছলো না? তার পরিবর্তে আমার সংগে দেখা হলো একটি পার্শিয়ান জোচ্চোর আর পিরিগোর্ডের রাস্কেল পাদরীর সংগে। কুনিগুন্দ নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। এখন তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর আমার উপায় নেই। হায়রে, এই হতচ্ছাড়া ইউরোপে ফিরে না এসে এল-ডোরাডোর স্বর্গীয় উদ্যানে থেকে গেলে আমার কী ভালোই না হতো! প্রিয় মার্টিন, আপনি ঠিকই বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। সবই এখানে দুঃখ ; সবই প্রতারণা।

গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে ; কোন অপেরাতেও গেলো না, কার্নিভ্যালের দিকেও পা বাড়ালো না। কোন মহিলাও তাকে বিন্দুমাত্র ও প্রলুব্ধ করতে পারলো না।

মার্টিন বললেন—সত্যি বলছি, আপনি খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ। তাই আপনি ভাবতে পারলেন যে একজন রাসকেল অপদার্থ চাকর পাঁচ থেকে ছ' মিলিয়ন টাকা পকেটে নিয়ে আপনার প্রেমিকাকে খুঁজতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে ছুটে যাবে আর সেইখান থেকে খুঁজে বার করে আপনার কাছে এনে দেবে তাকে। তাকে যদি সে খুঁজে পায়-ও, তাহলে, সে নিজেই তাকে ভোগ করবে। যদি না পায়, আর কোনো মেয়েকে সে যোগাড় করে নেবে। আমার উপদেশ শুনুন। আপনার ভৃত্য ক্যাকাম্বো, আর প্রেমিকা কুনিগুন্দকে আপনি একদম ভুলে যান।

মার্টিনের দীর্ঘ বক্তৃতাটি সান্ত্বনাদায়িনী হয় নি ; সেই বক্তৃতা শুনে কাঁদিদের দুঃখ তো কমলোই না : বরং, বেড়ে গেলো। সম্ভবত, এক এল ডোরাডো ছাড়া, যেখানে বাইরের কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, বিশ্বে যে কোথাও পুণ্য বা সুখ বলতে কিছু নেই এই কথাটাই মার্টিন বারবার তাকে বোঝাতে লাগলেন।

এই ভাবে এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের খুব জোর আলোচনা চলছিলো। তবু, মিস কুনিগুন্দের আশা কাঁদিদ কিছুতেই ছাড়তে পারছিলো না। সেই সময় কাঁদিদ সেন্ট মার্ক প্লেসে একটি রোমান ক্যাথলিক পাদরীকে দেখতে পেলো। তার বাহুর বেষ্টনে একটি মেয়ে। পাদরীর দেহটি বেশ মসৃণ, নাদুস-নুদুস এবং বলিষ্ঠ। তার চোখ দুটো চকচক করছিল; তার চাল-চলন, আদব-কায়দা বেশ সপ্রতিভ, আর সম্ভ্রান্ত। মেয়েটিও দেখতে সুন্দরী। মেয়েটি একটা গান গাইছিল; মাঝে মাঝে সে পাদরীটির দিকে মদির নয়ন তুলে তাকাচ্ছিল, আর তার লাল গাল দুটিতে প্রেমিকার চিমটি কেটে সোহাগ জানাচ্ছিল।

কাঁদিদ মার্টিনকে বলল—এই দুটি মানুষ যে সুখী সেটা অন্তত আপনি স্বীকার করবেন। এল-ডোরাডো ছাড়া, এই বিরাট বিশ্বের কোথাও ভাগ্যহত মানুষ ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি নি। কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি এরা সুখী।

মার্টিন বললেন—তাই ধরুন। বাজীতে আপনি হারবেন। আপনি যাই বলুন, ওরা সুখী নয়।

এই শুনে কাঁদিদ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো: তারপরে খুবই বিনীত ভাবে তার সরাইখানাতে এসে তাদের সঙ্গে ভোজন করার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালো। সেই সঙ্গে সে একথাও জানাতে ভুললো না যে সেই ভোজে থাকবে কিছু ময়দার লম্বা পিঠে, লোম্বার্ড প্যাট্রিজের সঙ্গে থাকবে ক্যাভিয়েয়ার; পানীয় হিসাবে দেওয়া হবে মণ্টিপুলপিয়ানো, ল্যাক্রিমা ক্রিস্টি, সাইপ্রাস আর স্যামোস মদ। এই শুনে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল পাদরীটি। মেয়েটি তার পিছু পিছু আসতে লাগলো। আশ্চর্য আর অবাক হওয়ার দৃষ্টিতে মেয়েটি কাঁদিদের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো। সেই সঙ্গে গাল দুটি বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার। কাঁদিদের ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো:

মিঃ কাঁদিদ, আপনি! হতভাগিনী প্যাকিটিকে আপনি ভুলে গেলেন কেমন করে? আপনি কি এখনও তাকে চিনতে পারছেন না?

কুনিগুন্দের চিন্তাতেই মসগুল থাকার ফলে, কাঁদিদ তার দিকে এতক্ষণ ভালোভাবে তাকানোর সময় পায় নি। এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সে বলে উঠলো—আরে আরে, তুমি! তোমারই জন্যে ডক্টর প্যানগ্লসের ওই রকম সুন্দর চেহারা হয়েছিল?

প্যাকিটি বলল—হ্যাঁ, স্যার! দুঃখের কথা, তার জন্যে আমিই দায়ী। বুঝতে পারছি আপনি সবই জানেন। লেডী ব্যারনেস এবং তাঁর সুন্দরী কন্যা কুনিগুন্দের সংসারে কী দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল সে সব সংবাদই আমি পেয়েছি! কিন্তু আপনাকে আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে আমার দুর্ভাগ্যও তাদের চেয়ে কম নয়।

আমাকে যখন আপনি শেষ দেখেছিলেন তখন আমি ছিলাম নিষ্পাপ। ফ্র্যানসিসক্যান দলের একজন নীতিবাগীশ পাদরীই আমাকে ফুসলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল ; এবং, খুবই সহজে। তার ফল হলো ভয়ংকর। ব্যারন যেদিন আপনার পাছায় লাথি মারতে-মারতে দুর্গ থেকে বার করে দিলেন তারই কিছুদিন পরে ওই দুর্গ ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হয়েছিল ; এবং একজন নামকরা ডাক্তার যদি আমার ওপরে অনুগ্রহ না করতেন তাহলে, আমি এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতাম। সেই কৃতজ্ঞতায় কিছুদিন রক্ষিতা হিসাবে তাঁর কাছে আমাকে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি যেমন রাক্ষসী তেমনি হিংসুটে। আমাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে, প্রতিদিন তিনি আমাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করতেন! ও বাবা! ভদ্রমহিলা তো নয় ; একেবারে সাক্ষাৎ ওলাইচণ্ডী! মানুষের জগতে ডাক্তারের মত কদাকার প্রাণী আমার চোখে আর পড়ে নি! আর কী দুর্ভাগ্য আমার বলুন! যে মানুষটাকে আমি বিন্দুমাত্র ভালোবাসতাম না তারই জন্যে আমাকে প্রতিদিন ওই রকম ধোলাই খেতে হতো! স্যার, একজন ডাক্তারকে যদি কোনো বদরাগী মেয়েমানুষ বিয়ে করে তাহলে তার অবস্থাটা কী রকম বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় তা আপনি বুঝতেই পারছেন! স্ত্রীর এই রকম দুর্ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে সামান্য একটু সর্দির জন্যে তিনি স্ত্রীকে এমন একটা ওষুধ দিলেন যে দু'ঘণ্টার আগেই ভদ্রমহিলার সারা দেহে ভয়ংকর রকমের খাঁচ দেখা দিল ; আর তাতেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। ফলে, স্বামীটি পালিয়ে গেলেন ; আমাকে জেলে যেতে হলো। আমার নিরপরাধ আমাকে বাঁচাতে পারলো না ; তার একমাত্র কারণ, আমি ছিলাম সুন্দরী। জজসাহেব আমাকে মুক্তি দিতে চাইলেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো, ডাক্তারের স্থানটি তাঁকে দিতে হবে। যাই হোক, আমার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী হাজির হলো। ফলে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি বিতাড়িতা হলাম ; এবং এই ঘৃণিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হলাম। আমাদের এই দেহ পুরুষদের কাছে খুবই মুখরোচক, অথচ, এই জীবন যাপন করার জন্যে আমাদের মত হতভাগিনীদের কী দুঃখই না ভোগ করতে হয়। অবশেষে ভেনিসে এসে আমি এই ব্যবসা চালাতে লাগলাম। হায়, স্যার, আমাদের কী দুর্ভোগ ভুগতে হয় তা যদি আপনি জানতেন। দিনের পর দিন উদাসভাবে আমাদের শুয়ে থাকতে হয় বুড়ো ব্যবসাদার, আইন সভার সদস্য, পাদরী, আর মাতালদের সঙ্গে। তাদের সমস্ত কিছু ঔদ্ধত্য আর গালাগালি সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। প্রায়ই আমাদের পেটিকোট ধার করে আনতে হয়। সেই পেটিকোট আবার জোর করে নিয়ে নেয় অন্য কোন বেশ্যা। একজন মক্কেল আমাদের যা দিয়ে যায় আর একজন মক্কেল এসে কেড়ে নিয়ে যায় সেটাকে। সিভিল ম্যাজিস্ট্রেটরা জেলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করে।

তাছাড়া, চোখের ওপরে দেখতে পাই বৃদ্ধ বয়সের করাল ছায়া, হাসপাতাল আর আবর্জনার স্তূপ। এসব থেকে আপনি বুঝতেই পারেন আমার মত হতভাগিনী মেয়ে জগতে খুব কমই রয়েছে।

সেই ঘরে সৎ কাঁদিদের কাছে প্যাকিটি এইভাবে অকপটে তার কাহিনী বলল। কাছেই বসেছিলেন মার্টিন। এই কথা শুনে তিনি বললেন—দেখলেন স্যার, আধখানা বাজী আমি জিতে গেলাম।

ডিনার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পাদরী জিরোফ্লি বাইরের ঘরে বসে মহা আনন্দে দু'এক গ্লাস করে মদ্যপান করে নিজেকে সতেজ করে রাখছিলেন।

কাঁদিদ প্যাকিটিকে বলল—কিন্তু তোমাকে দেখে তো বেশ স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ সন্তুষ্ট। দেখলাম. গান করতে-করতে পাদরীকে তুমি আদর করছো। সেই দেখে ভেবেছিলাম তুমি খুবই সুখী। এখন দেখছি সেই পরিমাণেই তুমি দুঃখী।

প্যাকিটি বলল—হায় স্যার, আমাদের ব্যবসায় অনেক দুঃখের মধ্যে ওটা একটা। গতকাল, একজন অফিসার এসে উলঙ্গ করে আমাকে মারলো। তবু আজ আমাকে হাসতেই হবে; আনন্দ করতেই হবে পাদরীকে খুশি করার জন্যে।

তার কথা বিশ্বাস করল কাঁদিদ; মার্টিন যে ঠিকই বলেছেন সে বিষয়ে তার আর কোনো সন্দেহ রইলো না। পাদরী, প্যাকিটি আর মার্টিনের সঙ্গে সে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলো। খাওয়াটা ভালোই হলো। তারপরে কিছুটা স্বাধীনভাবে গল্প করতে লাগলো তারা।

কাঁদিদ বলল—ফাদার, আমার মনে হচ্ছে, আপনি যে রকম সুখী সেরকম সুখ রাজাদেরও নেই। আনন্দ আর স্বাস্থের ছাপ পড়েছে আপনার মুখের ওপরে। আপনার মনোরঞ্জন করার জন্যে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতীকে আপনি পেয়েছেন। মনে হচ্ছে. নিজের ব্যাপারে আপনি বেশ খুশি।

জিরোফ্লি বলল—বিশ্বাস করুন স্যার, থিয়েটিনরা, অর্থাৎ আমার যা পেশা, একেবারে সমুদ্রের অতলে বাস করছে। কতবার যে কনভেন্টে আগুন লাগিয়ে দিতে আমি প্রলুব্ধ হয়েছিলাম তা আর কী বলব! কতবারই না ভেবেছিলাম ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে টার্ক হবো। আমার যখন পনের বছর বয়স সেই সময় আমার বড় ভাইয়ের ভাগ্য ফেরানোর জন্যে আমার বাবা মা এই ঘৃণিত পোশাক পরতে আমাকে বাধ্য করেছিলেন। গোল্লায় যাক আমার দাদা! আমাদের মঠে রয়েছে কেবল বাদ-বিসংবাদ, মারামারি, আর হিংসা। কথাটা সত্যি যে কিছু প্রচারের কাজ করে সামান্য কিছু অর্থ আমি রোজগার করেছি। তার অর্ধেকটা চুরি করেছে আমাদের মঠের প্রধান মোহান্ত; বাকিটা খরচ হয়েছে আমার সঙ্গিনীদের পেছনে। কিন্তু সন্ধ্যের সময় আমি যখন মঠে আমার ঘরে গিয়ে পৌঁছাই তখন

মনে হয় দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে আমি ভেঙে ফেলি। আর আমাদের মঠের সব সন্ন্যাসীদেরই এই একই অবস্থা।

কাঁদিদের দিকে তাকিয়ে চিরাচরিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে মার্টিন বললেন—এবার কী মনে হচ্ছে আপনার? সব বাজীটাই আমি জিতে নিয়েছি, কী বলেন?

প্যাকিটকে দু'হাজার আর ফ্রায়ার জিরোফ্লিকে এক হাজার পিয়েস্ত্রা দিয়ে সে বলল—আমি নিশ্চিৎ যে এর পরে তোমরা সুখী হবে।

মার্টিন বললেন—আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার ধারণা, এই অর্থ পেয়ে ওরা আরও গোল্লায় যাবে।

কাঁদিদ বলল—সে যাই হোক। একটা জিনিস আমাকে বেশ সান্ত্বনা দিচ্ছে যাদের সঙ্গে কোন দিনই আমাদের দেখা হবে না বলে মনে করি তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়; সেই জন্যেই বোধ হয় আমি লাল মেষ আর প্যাকিটকে ফিরে পেয়েছি। তাহলে, মিস কুনিগুন্‌কেও ফিরে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে।

মার্টিন বললেন—আশা করি একদিন সে আপনাকে সুখী করতে পারবে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার বেশ সন্দেহ রয়েছে।

কাঁদিদ বলল—আপনাকে বিশ্বাস করানো বড় কঠিন।

মার্টিন বললেন—কারণ, পৃথিবীটাকে আমি দেখেছি।

কাঁদিদ বলল—ওই সব হালকা নৌকোর মাঝিদের দেখুন। ওরা সব সময়েই গান করছে, তাই না?

মার্টিন বললেন—বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওরা কী রকম ব্যবহার করে তা আপনি দেখেন নি। ভেনিসের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের যেমন ভয়ানক দুঃখ আর হতাশা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ওই জেলেদের। তা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটের জীবনের চেয়ে নৌকোর মাঝি-মাল্লাদের জীবন আমার কাছে অনেক ভালো বলে মনে হয়। কিন্তু পার্থক্যটা এত সামান্য যে তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ধকল সহ্য না করাই ভাল।

কাঁদিদ বলল—সিনেটর পোকোকুরান্ত-এর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি আমি। ব্রেনতার ওই সুন্দর বাড়িতে তিনি থাকেন। লোকে বলে, বিদেশীদের তিনি বেশ বিনীতভাবেই আদর অভ্যর্থনা জানান। সবাই বলে, এই মানুষটির মধ্যে অস্থিরতা বলে কিছু নেই।

মার্টিন বললেন—এই রকম অত্যাশ্চর্য মানুষটিকে দেখতে পেলে আমি খুব খুশি হতাম।

এই শুনে সিনেটের কাছে কাঁদিদ একটি দূতকে পাঠালো; বলে দিল, পরের দিন তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

## পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

## একজন সম্ভ্রান্ত ভেনিসবাসী সিনেটর পোকোকুরান্তের বাড়িতে তারা গেলো

ছোট একটা হালকা নৌকোর ওপরে চেপে কাঁদিদ আর মার্টিন ব্রেনতার সম্ভ্রান্ত সিনেটর পোকোকুরান্তের বাড়িতে গিয়ে পেঁছালো। বাগানটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো; মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর মর্মর মূর্তিগুলি দাঁড় করানো রয়েছে। স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে তাঁর প্রাসাদটি ছিল সত্যাই বড় চমৎকার। এই প্রাসাদের প্রভু যিনি তাঁর বয়স ষাট; অত্যন্ত ধনী মানুষ। খুবই ভদ্রতার সঙ্গে তিনি এই দুজন পর্যটককে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু সেই অভ্যর্থনার মধ্যে কোনো রকম আড়ম্বর ছিল না। এতে কিছুটা আশাভঙ্গ হলো কাঁদিদের; মার্টিনের কিন্তু বেশ ভালই লাগলো।

প্রথমেই এলো দুটি সুবেশা তরুণী। তাদের হাতে চকোলেট; বেশ গরম আর ফেনায়িত সেই চকোলেট। তাদের সৌন্দর্য, ভাবভঙ্গী আর চাল-চলনের লাবণ্যকে তারিফ না করে পারলো না কাঁদিদ।

সিনেটর বললেন—এই মেয়ে দুটি ভালোই। মাঝে-মাঝে ওদের আমি আমার পাশে শোওয়াই; কারণ, শহরের মেয়েদের দেখে-দেখে আন্তরিকভাবেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাদের বাচালতা, বিদ্বেষ, বিবাদ, আর তাদের অর্বাচীনতা আমাকে বড়ই বিরক্ত করে তুলেছে। তাদের চাপল্য, তাদের কদর্যতা, তাদের দম্ভ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সনেট লিখে-লিখে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছে; সেই সঙ্গে বিরক্তি ধরেছে তাদের ওপরে কবিতা লেখানোর জন্যে পয়সা খরচ ক'রে। কিন্তু আর বলবোই বা কী! এই দুটি মেয়েও আমার ওপরে আজকাল একটু উদাসীন হয়ে পড়েছে।

কিছু জলযোগ সেরে কাঁদিদ বিরাট ছবির গ্যালারীতে গিয়ে ঢুকলো। সেই ঘরে অদ্ভুত সুন্দর অনেক ছবি ছিল। সেই দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। প্রথম দুটি ছবি যিনি এঁকেছেন তার নাম জানতে চাইলো কাঁদিদ।

সিনেটর বললেন—ও দুটি হচ্ছে র‍্যাফেলের আঁকা। কয়েক বছর আগে অনেক টাকা খরচ করে ওই দুটি ছবি আমি কিনেছিলাম দম্ভ করে; কারণ, শুনেছিলাম ইতালীতে ও দুটির জোড়া সুন্দর ছবি আর নেই। কিন্তু ওদের দেখে যে আমি আনন্দ পেয়েছি সেকথা আমি বলতে পারবো না। ছবির রঙটা হচ্ছে কালো, ঘন কালো। মূর্তিগুলি তেমন ফোটে নি; আঁকাটাও যে বেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছে তাও

মনে হচ্ছে না আমার। আসল বস্তুটার সঙ্গে ঝালরের কোন সম্পর্ক নেই। এত প্রশংসা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে এদের মধ্যে প্রকৃতির সত্যিকার ছবিটা ফুটে নি। যে ছবির মধ্যে প্রকৃতিকে আমি দেখতে পাইনে তাকে আমি ছবি বলেই মনে করি না আর সেরকম ছবিও কোথাও নেই। আমার ছবির সংগ্রহশালাটি খুবই সুন্দর ; কিন্তু এতে আমি আনন্দ পাই নে।

ডিনার তৈরি হওয়ার আগে সিনেটর একটি কনসার্ট বাজানোর নির্দেশ দিলেন। কাঁদিদ কনসার্ট শুনে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

সম্ভ্রান্ত সিনেটর বললেন—এই শব্দ কাউকে-কাউকে হয়তো বা সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ দিতে পারে ; কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী এই বাজনা চললে মানুষ স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে উঠবে, যদিও সেকথাটা স্বীকার করার মত সাহস তার হবে না। যা কিছু কঠিন তাকে অনুশীলন করাই হচ্ছে সংগীতের ধর্ম। এখন কথাটা হচ্ছে, কঠিন কোনো কিছুই মানুষকে বেশীক্ষণ ধরে খুশি করতে পারে না। আমার মনে হয়, অপেরাগুলি যদি ওরকম ভয়ংকর ধরনের না হতো তাহলে সেখানে যাওয়াটা আমার কাছে অনেক বেশী আনন্দদায়ক হতো। লোকে যে এই সব সংগীতমুখর অকথ্য ট্র্যাজিডিগুলিকে কী করে সহ্য করে সেকথা ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। এই সব নাটকে দৃশ্যগুলিকে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের ভেতরে ঢোকানো হয় তিন-চারটে বিশ্রী ধরনের গান—মনে হবে সেগুলিকে কেউ যেন কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এসবের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় অভি-নেত্রীর গান গাইবার কিছু সুযোগ দেওয়া। কোনো নপুংসককে স্বর কাঁপিয়ে সীজার বা ক্যাটোর গুরুগম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখে অথবা মঞ্চের ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে নাচানাচি করতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কেউ যদি মারা যেতে চায় তো সে মারা যাক ; আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি যে তুচ্ছ আনন্দ আধুনিক ইতালীর গৌরব বলে ঘোষিত হচ্ছে, আর যে অপেরাতে যাওয়ার জন্যে মানুষ হইচই করে চড়া দামে টিকিট কাটছে—সে আনন্দ অনেক দিনই আমি পরিত্যাগ করেছি।

সিনেটরের এইসব ভাবপ্রবণ কথাগুলির প্রতিবাদ করল কাঁদিদ ; কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র আর রুচিসম্মতভাবে। আর মার্টিন বৃদ্ধ সিনেটরের সঙ্গে একমত হলেন।

ডিনার দেওয়া হতেই সবাই টেবিলে গিয়ে বসলো ; তারপরে, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা সবাই লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হলো। হোমারের বইটি বেশ দামী চামড়ায় বাঁধাই করা হয়েছে দেখে, সিনেটরের উন্নত রুচির খুবই প্রশংসা করল কাঁদিদ।

সে বলল—জার্মানীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্যানগ্লসের কাছে এই বইটি একদিন সত্যিই সুখকর ছিল।

সিনেটর বেশ নিরুত্তাপের সঙ্গেই বললেন—হোমার আমার প্রিয় কবি নন। তাঁকে পড়ে আমি আনন্দ পাচ্ছি এই কথাটা একদিন আমাকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটিতে যে অজস্র যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সবই একই ধরনের। তাঁর দেবতারা কিছু না করেই সব সময় ছোটাছুটি করছে। এই সব যুদ্ধের মূলে কারণ হচ্ছে তাঁর হেলেন ; এই সুবিস্তৃত গ্রন্থখানির মধ্যে তার কোনো ভূমিকা নেই বললেই হয়। তাঁর ট্রয় অত দিন অবরুদ্ধ হয়ে রইলো ; কিন্তু প্রতিপক্ষ তাকে অধিকার করতে পারলো না। মোট কথা, এই সব অসঙ্গতির জন্যেই গ্রন্থটি আমার কাছে খুবই জলো বলে মনে হয়। এই গ্রন্থখানি পড়ে আমার মত তাঁরাও বিরক্ত হয়েছেন কিনা সেকথা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি ; যাঁরা সত্যভাষী তাঁরা আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন যে এই গ্রন্থটি পড়তে-পড়তে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন। তবু প্রাচীন যুগের একটি সাহিত্যিক মনুমেণ্ট হিসাবে বইটিকে তাঁরা নিজেদের লাইব্রেরীতে স্থান দিয়েছেন ; অথবা যাকে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না এই রকম মরচে-ধরা মেডেলকে মানুষ যে রকমভাবে তাকের ওপরে তুলে রাখে, হোমারকেও তারা সেই রকম ভাবে তুলে রাখে।

কাঁদিদ বলল কিন্তু ভার্জিলের সম্বন্ধেও আশা করি আপনার ঠিক এই রকম ধারণা নয় ?

সিনেটর বললেন অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে ইনিডের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, আর ষষ্ঠ সর্গগুলি সত্যিই খুব উন্নত মানের। তবে সাধু ইনিস, তাঁর মূর্খ রাজা ল্যাটিমাস, অযত্নবর্দ্ধিত আমাতা, আর তাঁর নীরস ল্যাভিনিয়া—আমার ধারণা এদের মত দুর্বল চরিত্র আর কোথাও আমি দেখি নি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ট্যাসোর স্থান আমার কাছে এঁদের সকলের ওপরে, এমন কি, গল্পবাজ অ্যারিয়োস্টোর চেয়েও।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল হোরেস পড়ে আপনি গভীর আনন্দ পান কি না জিজ্ঞাসা করতে পারি।

সিনেটর বললেন—এই লেখকের রচনায় নীতিবাক্য রয়েছে। সেই সব নীতি অনুসরণ করে পার্থিব মানুষেরা অনেক লাভবান হতে পারে। কিন্তু নীতি বচনের চেয়েও মানুষের স্মৃতিতে যা সহজেই বিধৃত হয়ে থাকে তা হচ্ছে ওঁর কবিতায় ছোট ছোট অথচ শক্তিশালী ছন্দ, কিন্তু তিনি যে ব্রানভিসিয়ামে গিয়েছিলেন এবং নিম্ন-স্তরের ডিনারের বর্ণনা করেছিলেন তাতে আমি কোনো অদ্ভুত চমক দেখি নে, কিংবা তাঁর একটি রুপিলিয়াসের সঙ্গে, যার কথায় বিষ মেশানো ছিল, আর একটি রুপিলিয়াসের মধ্যে, যার কথার সঙ্গে মেশানো ছিল ভিনিগার যে নোংরা আর নিম্নস্তরের ঝগড়া বাঁধানো হয়েছে তার মধ্যেও আমি কোন চমক দেখতে পাই নে। বৃদ্ধা মহিলা আর ডাইনীদের বিরুদ্ধে তিনি যে কুরুচিপূর্ণ কবিতা লিখেছেন

সেগুলি পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমি বিরক্ত হয়েছি ; অথবা তিনি যে তাঁর বন্ধু মেইসিনাসকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেন তাহলে তাঁর মাথা আকাশের মধ্যে উঠে যাবে—এই কথার মধ্যেও আমি কোন গৌরব দেখতে পাচ্ছি নে। যারা অজ্ঞ পাঠক তারা নামকরা লেখকের আবর্জনাস্তূপকেও প্রশংসা করে থাকে। নিজেকে খুশি করার জন্যেই আমি পড়ি, আমার উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় না এমন কোন বই-ই আমি পড়ি নে।

কোন ক্ষেত্রেই নিজের বিচার-বিবেচনাকে খাটাতে হবে না, এই রকম একটা মনোভাব নিয়েই কাঁদিদ মানুষ হয়েছিল তাই সিনেটরের কথা শুনে সে রীতিমত আশ্চর্য হলো, কিন্তু মার্টিন স্বীকার করলেন সিনেটরের যুক্তিতে যথেষ্ট জোর রয়েছে।

কাঁদিদ বলল—ওঃ! এই তো সিসারো। এই বিরাট পণ্ডিতের লেখা পড়ে নিশ্চয় আপনি ক্লান্ত হন নি ?

সিনেটর বললেন—আসল কথাটা কি জানেন ? সিসারোকে আমি আদৌ পড়ি নে। র‍্যাবিরিয়াসদের জন্যে তিনি ওকালতি করছেন, না, ক্লুয়েনটিয়াসদের জন্যে তিনি সাফাই গাইছেন তা জেনে আমার কী হবে ? আমি নিজেই তো কার্যকারণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। এক সময়, তাঁর দার্শনিক লেখাগুলি পড়তে আমার ভালো লাগতো ; কিন্তু যখন আমি দেখলাম সব কিছুতেই তিনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন তখন আমার মনে হয়েছিল তাঁর মত জ্ঞান আমারও রয়েছে ; সুতরাং অজ্ঞতা শেখার জন্যে আমার কোনো গুরুর প্রয়োজন হয় নি।

মার্টিন বললেন—এইত দেখছি, অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের আশীটা খন্ড আপনার এখানে রয়েছে। এগুলির মধ্যে নিশ্চয় কোনো মূল্যবান জিনিস আছে।

সিনেটর বললেন—থাকতে পারতো ; এই আবর্জনাগুলিকে যারা গ্রন্থাকারে সাজিয়েছে তাদের মধ্যে কারও যদি আলপিন তৈরি করার বিদ্যেটা আবিষ্কার করার মত জ্ঞান থাকতো। কিন্তু এই খণ্ডগুলিতে যা আছে সবই উদ্ভট ; মানুষের সত্যিকার উপকার হয় এমন একটাও কিছু এগুলির মধ্যে নেই।

কাঁদিদ বলল—ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসী ভাষায় লেখা অজস্র নাটক দেখছি এখানে।

সিনেটর বললেন—হ্যাঁ ; হাজার তিনেক ; তবে মনে হয় তিন ডজনের বেশী পড়ার মত বই ওদের মধ্যে নেই। আর ওই যে সব মোটা মোটা ধর্মগ্রন্থ আর উপদেশগাথা দেখছেন ওদের সব জড়িয়ে যা দাম হবে তার চেয়ে সেনেকার এক পাতার দাম অনেক বেশী। ওগুলি যে আমি অথবা অন্য কেউ পড়ে না, আশা করি, সেকথা আপনারা বিশ্বাস করেন।

কয়েকটি তাক ইংরিজী গ্রন্থে ভর্তি ছিল। মার্টিন সেগুলি দেখতে পেলেন।

তিনি বললেন—আশা করি আপনার মত একজন রিপাবলিক্যান এই সব গ্রন্থ পড়ে খুশিই হবেন ; কারণ এইগুলি স্বাধীনতার মহৎ আবেগে রচিত।

সিনেটর বললেন—দেখুন, আমরা যা ভাবি তাই যদি লিখতে পারি তাহলে সেইটিই হবে মহৎ। একেই আমরা বলি মানুষের অধিকার। সারা ইতালীতে আমরা যা ভাবি না, চিন্তা করি না কেবল সেইগুলিই লিখে যাই। সীজার আর আন্তোনিয়াসদের বংশধরেরা ডোমিনিকান পাদরীদের অনুমোদন ছাড়া একটা কথাও চিন্তা করতে পারে না। দলগত উচ্ছ্বাস আর আবেগের তোড়ে সুফলগুলি যদি ভেসে না যেত তাহলে ইংরেজদের বলিষ্ঠ চিন্তায় আমি একেবারে মোহিত হয়ে যেতাম।

মিলটনের একখানি গ্রন্থ দেখে কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করল মিলটনকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের পর্যায়ে ফেলেন কি না।

সিনেটর তীক্ষ্ন ভাবেই বললেন—কে? ওই বর্বর কবি যিনি ছ্যাকড়া গাড়ীর ছন্দে দশটি সর্গে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রথম অধ্যায়ের একটি বিরক্তিকর ভাষ্য রচনা করেছেন? গ্রীকদের সেই অপটু পুচ্ছগ্রাহক? সৃষ্টির পরিকল্পনা করার জন্যে স্বর্গের অস্ত্রাগার থেকে এক জোড়া কম্পাস মেসাইয়ার হাতে তুলে দিয়ে সৃষ্টিকে তিনি বিকৃত করেছেন। কিন্তু মোসেসের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন একটি নির্দেশে। যিনি ট্যাসোর নরক আর শয়তানকে বিকৃত করেছেন, আপনার কি ধারণা, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি? যিনি লুসিফারকে একবার করেছেন ব্যাঙ, আর একবার করেছেন বামন—তাঁকে শ্রদ্ধা করবো আমি? যিনি লুসিফারের মুখ দিয়ে একই কথা বারবার বলিয়েছেন, যিনি তাকে স্কুলের পাদরীতে রূপান্তরিত করেছেন তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করবো? যিনি অ্যারিয়োস্টোর আগ্নেয়াস্ত্রের হাস্যকর উদ্ভাবনের অসম্ভাব্য গম্ভীর অনুকরণ করে স্বর্গে দেবদূতে আর শয়তানদের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? এই সব কাল্পনিক কাহিনীগুলি কেবল জেগে স্বপ্ন দেখার মতই নয় ; এগুলি পড়লে মন বিষণ্ণ হয়। তাই এতে আমি আনন্দ পাইনে, অন্য কোনো ইতালীর মানুষও পায় না। কিন্তু যে মানুষের রুচিজ্ঞান একেবারে নষ্ট হয়নি সেই মানুষ পাপ আর মৃত্যুর বিবাহ, আর মৃত্যুর গর্ভ থেকে সাপের জন্মকে খুবই বিতৃষ্ণার চোখে দেখবে। কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদের আশ্রমের তিনি যে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় সেটি হচ্ছে কবরখনকেরই একমাত্র যোগ্য স্থান। এই অদ্ভুত, অসংস্কৃত এবং অরুচিকর কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় নি। কবিকে তাঁর সমকালীন কবিরা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন এখন আমি তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করছি।

এই বক্তৃতা শুনে কাঁদিদ স্পষ্টতই মর্মাহত হলো ; হোমার আর মিলটনের ওপরে খুবই শ্রদ্ধা ছিল তার।

সে মার্টিনকে আস্তে আস্তে বলল—হায়রে! ভয় হচ্ছে আমাদের জার্মান কবিদেরও ইনি ঘৃণার চোখে দেখেন।

মার্টিন বললেন—তাতে বিরাট রকমের কোনো ক্ষতি হবে না।

কাঁদিদ তবুও নিজের মনে মনে বলল—কী আশ্চর্য মানুষ! এই মানুষটির প্রতিভা কী বিরাট! কোনো কিছুতেই ভদ্রলোক সন্তুষ্ট নন?

লাইব্রেরী দেখা শেষ করে তাঁরা গেলেন বাগানে ; কাঁদিদ বাগানটির প্রশংসা করলে সিনেটর বললেন—একী একটা বাগান। এমন খারাপভাবে সাজানো বাগান বিশ্বের আর কোথাও আমি দেখিনি সব ছেলেমানুষী, সব ছেলেমানুষী! কালকেই আমি আরও একটা সুন্দর পরিকল্পনা করবো।

আমাদের দুজন পর্যটক সিনেটরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসা মাত্র কাঁদিদ বলল—এই মানুষটি যে সব চেয়ে সুখী আশা করি এখন তা নিশ্চয় আপনি স্বীকার করছেন ; কারণ, নিজের সম্পত্তির ওপরেও এঁর কোনো মোহ নেই।

মার্টিন বললেন—কিন্তু উনি যে নিজের সম্পদকে ঠিক সেই রকম অপছন্দ করেন তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? অনেক আগে প্লেটো একবার বলেছিলেন, যারা বিচার বিবেচনা না করেই সব রকম খাবার পরিত্যাগ করে তাদের পাকস্থলী মোটেই উঁচু দরের নয়।

কাঁদিদ বলল—সত্যি। কিন্তু তবু প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে খুঁৎ বার করার মধ্যে, অনেকে যেখানে আনন্দ পায় সেখানে দোষ ধরার মধ্যে একটা বেশ আনন্দ আছে।

মার্টিন বললেন—আনন্দ না পাওয়ার মধ্যেই আনন্দ আছে।

কাঁদিদ বলল—মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমিই সুখী হবো—অবশ্য কুঁনিগুঁকে আমার কাছে ফিরে পাওয়ার পরে।

মার্টিন বললেন—আশা করাটা ভালোই।

ইতিমধ্যে দিন কেটে গেলো, কেটে গেলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ আর ক্যাকাম্বোর কোনো সংবাদ নেই। প্যাকিট অথবা পাদরী অত টাকা পেয়েও কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্যে একবারও তার কাছে আসে নি। কিন্তু কাঁদিদ দুঃখে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে তাদের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবার সময়ও সে পায় না।

## যে ছ'টি অপরিচিত লোকের সঙ্গে তারা নৈশ ভোজন করল তারা কে ?

কাঁদিদ যে সরাইখানাতে ছিল সেখানে আরও কয়েক জন বিদেশী ভদ্রলোক থাকতেন। একদিন অনুচর মার্টিনের সঙ্গে কাঁদিদ নৈশভোজে বসেছিল। সঙ্গে ছিল তার সেই বিদেশী ভদ্রলোকেরা। এমন সময় একটা লোক তার পেছনে এসে দাঁড়ালো। লোকটার মুখ ঝুলের মত কালো। লোকটা কাঁদিদের হাত ধরে বলল —আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন ; পিছিয়ে আসবেন না যেন।

সে ঘুরেই যাকে দেখতে পেলো সে হচ্ছে ক্যাকাম্বো। এক কুঁনিগু ছাড়া অন্য কাউকে দেখলে সে এত আনন্দ পেতো না, আশ্চর্যও হতো না এত। আনন্দে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলো। প্রিয় বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞাসা করল : 'কুঁনিগু'-ও নিশ্চয় এখানে আছে ? কোথায়, সে কোথায় ? আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চল। তার সামনেই আনন্দে আমি মারা যাবো।

ক্যাকাম্বো বলল—কুঁনিগু এখানে নেই। আছে কনস্‌ট্যানটিনোপলে।

হায় ভগবান ! কনস্‌ট্যানটিনোপলে ! কিন্তু চীনদেশে থাকলেও কিছু আসে যায় না। সেখানেই আমি যেতাম। চল ; আমরা এগিয়ে যাই।

ক্যাকাম্বো বলল—খাওয়া-দাওয়া সেরেই আমরা যাবো। বর্তমানে আর কিছু আপনাকে বলার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা করবো না। এখন আমি অপরের ক্রীতদাস। আমার প্রভু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে এবার চলে যেতে হবে ; খাওয়ার টেবিলের পাশে প্রভুর জন্যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু একটা কথাও কাউকে বলবেন না। শুধু খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হোন।

আনন্দ আর দুঃখ—এ দুটি ভাবাবেগে কাঁদিদের হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো। বিশ্বাসী অনুচরকে আবার ফিরে পেয়ে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে যে অপরের ক্রীতদাস এই সংবাদ শুনে বিস্মিত হলো সে। তার বুক দুর দুর করতে লাগলো ; তার চিন্তাধারা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো ; কিন্তু প্রিয়তমাকে সে যে উদ্ধার করতে পারবে সেদিকে কোনরকম সন্দেহ তার ছিল না। এই সব আশা আর নিরাশায় আন্দোলিত হয়ে সে খেতে বসলো। তার সঙ্গে ছিলেন মার্টিন ; সব জিনিসটাই তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন ছ'জন বিদেশী। ভেনিসে তাঁরা এসেছিলেন কার্নিভ্যাল দেখতে।

এই সব অপরিচিত বিদেশীদের একজনের পাশে ক্যাকাম্বো দাঁড়িয়েছিল। ভোজ শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সে তার মনিবের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে তাঁর কানে কানে বলল—মহারাজ, জাহাজ তৈরি। আপনার ইচ্ছে হলেই তার ওপরে গিয়ে চড়তে পারেন।

এই কথা বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ক্যাকাম্বোর কথা শুনে, অতিথিরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বললেন না। এমন সময় আর একটি চাকর তার মনিবের কাছে এসে বলল—মহারাজের অশ্বযান পাদুয়াতে তৈরি হয়ে রয়েছে। জাহাজ-ও তৈরি।

তার মনিব একটা ইঙ্গিত করতেই সে সরে গেলো। সবাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য ভাবটা আরও বেড়ে উঠলো সকলের। উপস্থিত হলো তৃতীয় ভৃত্য। সে তার মনিবের কাছে গিয়ে বলল—মহারাজ, আমার কথা যদি শোনেন, তাহলে, এখানে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। আমি গিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখছি।

এই বলেই সে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

কাঁদিদ আর মার্টিন ভাবলো বোধ হয় কার্নিভ্যালের আমোদ। আর এরাই হচ্ছে সেই অভিনয়ের অভিনেতা। তারপরে এগিয়ে এলো চতুর্থ ভৃত্য। সে চতুর্থ বিদেশীটির কাছে গিয়ে বলল—যখনই ইচ্ছে হলে, মহারাজ যাত্রা করতে পারেন।

এই বলে অন্য চাকরগুলির মত সেও ঝটিতি স্থানত্যাগ করল।

এগিয়ে এলো পঞ্চম ভৃত্য। সে তার মনিবকে একই কথা বলল। কিন্তু ছ'নম্বর ভৃত্যটি তার প্রভুর কাছে অন্য কথা বলল। প্রভুটি বসেছিলেন কাঁদিদের পাশে। ভৃত্যটি বলল ঃ

'সত্যি বলছি, ওরা মহারাজকেও আর বিশ্বাস করে না ; আমাকেও করে না। আমাদের দুজনকেই ওরা আজ জেলে পাঠাতে পারে। সুতরাং, আমার ব্যবস্থা আমি করছি। বিদায়।'

চাকররা সব চলে গেলো, কাঁদিদ আর মার্টিনের সঙ্গে সবাই গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। অবশেষে সেই নিস্তব্ধতা ভাঙলো কাঁদিদ ঃ ভদ্রমহোদয়গণ, সত্যি বলছি, এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত রসিকতা! আপনারা সব রাজা হলেন কেমন করে? আমার কথা যদি ধরেন তাহলে, বলতে পারি আমার বা আমার বন্ধুর শরীরে রাজ-বংশের এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

বেশ গম্ভীরভাবেই, ক্যাকাম্বোর প্রভু ইতালীয় ভাষায় বললেন ঃ আমি মোটেই রসিকতা করছি নে। আমার নাম হচ্ছে অ্যাকমেট থ্রী। অনেক বছর ধরে আমি ছিলাম গ্র্যান্ড সুলতান। আমার ভাইকে আমি সিংহাসনচ্যুত করেছিলাম। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল আমার ভাইপো। আমার মন্ত্রীদের গর্দান গেলো ; আমাকে

নির্বাসিত করা হলো প্রাচীন সিরাগলিয়ো জেলে। মাঝে-মাঝে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে আমার ভাইপো, গ্র্যান্ড সুলতান মামুদ আমাকে বিদেশভ্রমণে যেতে অনুমতি দেন। আর সেই জন্যেই কার্নিভ্যাল দেখার উদ্দেশ্যে আমি ভেনিসে এসেছি।

অ্যাকমেটের পাশে যে যুবকটি বসেছিলেন তিনি বললেন তার পরে—

'আমার নাম হচ্ছে ইভান। এক সময় সমস্ত রাশিয়ার আমি সম্রাট ছিলাম; কিন্তু খুব শৈশবেই আমি সিংহাসনচ্যুত হই। আমার বাবা মাকে বন্দী করা হয়। জেলখানাতেই আমি মানুষ হয়েছি। তবুও, মাঝে-মাঝে বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ আমি পাই। অবশ্য আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে সব সময়েই আমার সঙ্গে লোকজন থাকে। কার্নিভ্যাল দেখার জন্যে ভেনিসে আমি এসেছি।

তৃতীয়টি বললেন—

'আমার নাম চার্লস এডওয়ার্ড। আমি হচ্ছি ইংলন্ডের রাজা। আমার পক্ষে আমার বাবা সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার অধিকার রক্ষা করার জন্যে আমি যুদ্ধ করেছি। আমার আটশ' অনুচরের বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিন্ডটা কেটে বার করে তাদের চোখের ওপরেই শত্রুরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি নিজে বন্দী অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। আমার সম্রাট পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি রোমে যাচ্ছি। আমি, আর আমার ঠাকুর্দার মতই আমার বাবাও সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। আমি এসেছি ভেনিসে কার্নিভ্যাল দেখতে।

চতুর্থটি বললেন—

'আমি হচ্ছি পোল্যান্ডের রাজা। যুদ্ধের ফলে, আমার পৈত্রিক সাম্রাজ্য আমি হারিয়েছি। আমার বাবাও একইভাবে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন; সুলতান অ্যাকমেট, সম্রাট ইভান এবং রাজা চার্লস এডওয়ার্ডের মতই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছি। ঈশ্বর তাঁদের দীর্ঘজীবি করুণ। আমি ভেনিসে এসেছি কার্নিভ্যাল দেখতে।

পঞ্চমটি বললেন—

'আমিও পোল্যান্ডের রাজা, আমি রাজ্য হারিয়েছি দু'বার। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে নতুন সাম্রাজ্য দিয়েছেন। ভিসটুলা নদীর ধারে সমস্ত সারম্যাটিয়েন রাজারা যত ভালো কাজ করতে পেরেছেন, তার চেয়ে আমার সেই সাম্রাজ্যে অনেক ভালো কাজ আমি করেছি। ওঁদের মত আমিও নিজেকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কার্নিভ্যাল দেখতে আমি এসেছি ভেনিসে।

এবার ষষ্ঠ রাজার বলার সুযোগ হলো। তিনি বললেন: ভদ্রমহোদয়গণ, কথাটা সত্যি যে আপনাদের মত বড় রাজা আমি নই। তবে আমি যে একজন মুকুটধারী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার নাম থিয়োডোর। আমি হচ্ছি কর্সিকার নির্বাচিত রাজা। আমার খেতাব হচ্ছে ম্যাজেসটি—মহারাজাধিরাজ। অথচ, এখন আমাকে কেউ সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখায় না। মুদ্রার ওপরে আমি

আমার নাম খোদাই করিয়েছি ; কিন্তু এখন আমি নিজে কপর্দকশূন্য। আমার দুজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন অথচ, এখন আমার একটাও চাকর নেই। এক সময় আমি বসে থাকতাম সিংহাসনে। এখন সেই সিংহাসন লণ্ডনের একটা সাধারণ কয়েদখানায় ঘাসের ওপরে পাতা রয়েছে। আমি ভেনিসে এসেছি কার্নিভ্যাল দেখতে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাকেও এখানে হয়ত জেলেই পচতে হবে।

অন্য পাঁচটি রাজা তাঁর কথাগুলি খুবই মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। এই কাহিনী শুনে তাঁদের মনে করুণার উদ্রেক হলো, তাঁদের প্রত্যেকেই জামা কাপড় কেনার জন্যে সেই কপর্দকশূন্য মহারাজকে কুড়িটি সিকুইম উপহার দিলেন। কাঁদিদ তাঁকে দিলেন একটি হীরে। তার দাম হচ্ছে এই পাঁচটি রাজার উপহারের একশগুণ।

পাঁচজন রাজা বললেন—এই অতি সাধারণ মানুষটি কে? ওর তো দেখছি অনেক অর্থ রয়েছে ; আর ও যা দিল তা আমাদের যে কোন রাজার চেয়ে একশ' গুণ বেশী। স্যার, আপনিও কি একজন রাজা ?

না, ভদ্রমহোদয়গণ, রাজা হওয়ার আমার কোন বাসনা নেই।

তাঁরা টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবেন এমন সময় চারজন মহামান্য ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন, যুদ্ধে তাঁদেরও সাম্রাজ্য অপহৃত হয়েছে। তাঁরা এসেছেন ভেনিসে যে কার্নিভ্যাল চলছিল তারই শেষ অংশটি দেখতে। কাঁদিদ তাঁদের গ্রাহ্য করল না, কারণ সে তখন কনস্টানটিনোপল-এ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, সেখানে সে যাবে প্রিয়তমা কুনিগুন্ডের উদ্দেশ্যে।

### সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

## কাঁদিদের কনস্টানটিনোপল যাত্রা

সুলতান অ্যাকমেটকে কনস্টানটিনোপলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, বিশ্বস্ত ক্যাকাম্বো তুর্কী জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলো। সেই জাহাজে সে কাঁদিদ আর মার্টিনকেও তুলে নিলো। সেই দুঃস্থ হাইনেসের কাছ থেকে সসম্ভ্রমে বিদায় নিয়ে তারাও তাই জাহাজে উঠে এলো, জাহাজে ওঠার সময়, কাঁদিদ মার্টিনকে বলল :

'আপনি দেখলেন, ছ'টি সিংহাসনচ্যুত রাজার সঙ্গে আমরা নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করলাম ; এবং, তাঁদের একজনকে কিছু অর্থও আমি দিলাম। আমার ধারণা, এমন আরও অনেক রাজকুমার রয়েছেন যাঁরা ওঁদের চেয়েও বেশী দুর্ভাগা ! আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে, বলতে পারি, আমি হারিয়েছি একশটা মেষ। কিন্তু আমি যাচ্ছি কুনিগুন্ডের বাহুর মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে। হায় মার্টিন, আমি আবার বলছি, প্যানগ্লসই ঠিক কথা বলেছিলেন, বিশ্বে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্য।

মার্টিন বললেন—আশা করি, তাই হোক।

কিন্তু ভেনিসে আমাদের অপ্রত্যাশিত একটি অভিজ্ঞতা হলো। এ রকম ঘটনা আগে কারও জীবনে ঘটেছে একথা আমার মনে হয় না। একটা সাধারণ সরাইখানায় ছ'টি সিংহাসনচ্যুত রাজকুমারদের সংগে আমরা এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছি—এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মার্টিন বললেন—আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যেগুলির চেয়ে এগুলি মোটেই বেশী বিস্ময়কর নয়। সিংহাসনচ্যুত হওয়াটা রাজাদের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। আর তাঁদের সংগে নৈশভোজে আমাদের যোগ দেওয়ার কথা যদি বলেন তাহলে, সেটা নেহাতই একটা আকস্মিক ব্যাপার। ওর মধ্যে নিজেদের সম্মানিত বোধ করার মত কিছু নেই। পকেটে রেস্ত থাকলে কে কার সংগে বসে খেলো তাতে কী যায় আসে?

জাহাজের ওপরে উঠেই সে দৌড়ে গেলো তার পুরানো ভৃত্য তথা বন্ধু ক্যাকাম্বোর কাছে। দুহাতে তাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। জিজ্ঞাসা করল—এখন কুঁনিগুঁর সংবাদ কী? সে কি এখনও আমাকে ভালোবাসে? সে কি এখনও সেই রকম অপরূপ সুন্দরী রয়েছে? কেমন আছে সে? তুমি নিশ্চয় তার জন্যে কনস্টানটিনোপল-এ একটা প্রাসাদ কিনেছ?

ক্যাকাম্বো বলল—প্রিয় প্রভু, কুঁনিগু বর্তমানে প্রোপনটিসের ধারে একটি কপর্দকশূন্য রাজকুমারের বাড়িতে খাবার থালা মাজছে। র‍্যাগোটস্কী নামে একটি প্রাচীন রাজবংশে সে এখন বন্দিনী হয়ে রয়েছে। নির্বাসনে সংসার চালানোর জন্যে গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রতিদিন তাঁকে তিনটি ক্রাউন দেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে কুঁনিগুঁর সৌন্দর্য বলে আর কিছু নেই। সে একেবারে কদাকার হয়ে গিয়েছে; যাকে বলে, কিম্ভূতকিমাকার।

কাঁদিদ বলল—সুন্দরী হোক, আর কদাকারই হোক, আমি এক কথার মানুষ। আর সেই জন্যে, তাকে ভালোবাসতে আমি বাধ্য। কিন্তু তার এই দুরবস্থা হলো কেমন করে? তোমার হাতে তাকে আমি পাঁচ থেকে ছ'মিলিয়ন টাকা পাঠিয়েছিলাম।

ক্যাকাম্বো বলল—হায়, হায়! এ কী বলছেন! সেনর ডন ফারনানদো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনাস ওয়াই ল্যামপোরদস ওয়াই সুজা, অর্থাৎ বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপালকে দু'মিলিয়ন টাকা দেওয়ার কথা আমার ছিল না? দেওয়ার কথা ছিল মিস কুঁনিগুঁর মুক্তিপণ হিসাবে, তাকে আমার সংগে নিয়ে আসার জন্যে। তার পরে বাকি যা ছিল সে সব আমাদের কাছ থেকে একজন বীর জলদস্যু কেড়ে নেয় নি? তারপরে সেই জলদস্যু আমাদের সংগে ক'রে

মাতাপান অন্তরীপে নিয়ে যায়নি ? সেখান থেকে সে আমাদের মিলোতে, মিলো থেকে নিকারিয়ার, সেখান থেকে স্যামোসে, স্যামোস থেকে পেত্রায়, সেখান থেকে দারদানেসিলে, তারপরে মারমোরা, সেখান থেকে স্কুটারিতে নিয়ে যায় নি ? যে রাজকুমারের কথা আমি আপনাকে বললাম কুনিগুন্ড এবং বৃদ্ধাটি এখন তাঁরই ওখানে চাকরাণীর কাজ করছে। আর আমি হয়েছি সিংহাসনচ্যুত সুলতানের ক্রীতদাস।

উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—আরে বাস ! বিপদ, বিপদ আর বিপদ ! মরুক গে যাক। এখনও কিছু হীরে আমার রয়েছে। তাই দিয়ে সহজেই আমি কুনিগুন্ডকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। খুবই দুঃখের কথা, সে এত কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছে।

তারপরে মার্টিনের দিকে ঘুরে সে বলল—বন্ধু, তুমি কী বল ? কে সব চেয়ে কৃপার্হ—সম্রাট অ্যাকমেট, সম্রাট ইভান, রাজা চার্লস এডওয়ার্ড, না, আমি ?

মার্টিন বললেন—তোমাদের সকলের অবস্থায় না পড়লে আমার পক্ষে এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

কাঁদিদ কেঁদে ফেলে বলল—হায়রে, প্যানগ্লস আজ এখানে থাকলে, এ সব কথা তিনি জানতেন, এবং আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন।

মার্টিন বললেন—তোমার প্যানগ্লস কোন্ দাড়িপাল্লায় মনুষ্যজাতির দুর্ভাগ্যকে ওজন করে তাদের দুঃখের প্রকৃত পরিমাপ করতে পারতেন তা আমি জানি নে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের দুঃখ আর কষ্ট তোমাদের এই রাজা চার্লস এডওয়ার্ড, সম্রাট ইভান অথবা সুলতান অ্যাকমেটের দুঃখের চেয়ে শতগুণ বেশী।

কাঁদিদ বলল—তা অবশ্য হতে পারে।

কয়েক দিনের ভেতরে তারা বসফোরাসে পেঁছিলো। তারপরেই, ক্যাকাম্বোর মুক্তির জন্যে কাঁদিদকে অনেক টাকা দিতে হলো। তারপরে, কোন সময় নষ্ট না করেই ক্যাকাম্বোকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে একটা নৌকোয় চেপে প্রোপনটিসের তীরের দিকে সে এগিয়ে গেলো কুনিগুন্ডকে খুঁজতে,—যদিও কুনিগুন্ডর চেহারা কদাকার হয়ে গিয়েছিলো তবু তার কথার খেলাপ হলো না।

নৌকো যারা বাইছিলো তাদের মধ্যে দুজন ছিল ক্রীতদাস। তারা নৌকো বাইতে পারছিলো না ; আর তাদের পিঠের উপরে নৌকোর ক্যাপটেন গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি ছড়িটা সপাং সপাং করে প্রায়ই বসিয়ে দিচ্ছিলো। স্বভাবজাত করুণার জন্যেই কাঁদিদ অন্য মাঝিদের চেয়ে তাদের দিকেই একটু বেশী তাকিয়ে দেখছিলো। তারপরে, সে আর্তহৃদয়ে তাদের দিকে একটু এগিয়ে গেলো। ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত হলেও, তাদের দেহের সঙ্গে প্যানগ্লস আর মিস কুনিগুন্ডর ভাই হতভাগ্য

ব্যারনের দেহের খুবই সাদৃশ্য ছিল। এই রকম একটা ধারণা হতেই দুঃখ আর অনুকম্পায় তার হৃদয়টা মুচড়ে উঠলো। সে তাদের দিকে আরও একটু ভালোভাবে তাকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

সে মার্টিনের দিকে ঘুরে বলল—সত্যি বলছি, আমার গুরু প্যানগ্লসকে মোটামুটিভাবে ফাঁসিতে ঝুলতে আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম, আর দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমি নিজেই যদি ব্যারনের দেহের ভেতরে আমার তরোয়ালটি ঢুকিয়ে না দিতাম তাহলে ওই দুটি মাঝি যে তারাই সেকথা আমি অবিশ্বাস করতে পারতাম না।

কাঁদিদের মুখ থেকে ব্যারন আর প্যানগ্লস কথা দুটি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'জন চিৎকার করে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল, তারপরে, ছেড়ে দিল দাঁড়গুলি। এই দেখে ক্যাপটেন তাদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বেদম পেটাতে লাগলো তাদের।

চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—থামো, থামো। এ দুজনের জন্যে তুমি যা চাও তাই আমি দেবো।

তাদের মধ্যে একজন বলল—ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ তো কাঁদিদ!

আর একজন বলল—কাঁদিদ! তাই তো দেখছি!

কাঁদিদ বলল—আমি স্বপ্ন দেখছি, না, জেগে রয়েছি? আমি কি সত্যিই এই নৌকোতে চড়ে যাচ্ছি? এই কি আমার সেই ব্যারন? ওঁকেই কি আমি হত্যা করেছি? আর উনিই কি আমার সেই গুরু প্যানগ্লস? ওঁকেই আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলতে দেখেছি?

তারা দুজনেই পৃথক পৃথক ভাবে চিৎকার করে উঠলো—সেই আমি! সেই আমি!

মার্টিন জিজ্ঞাসা করলেন—কী বললেন! এই মানুষটিই তোমার সেই বিখ্যাত দার্শনিক?

নৌকোর সেই ক্যাপটেনটিকে কাঁদিদ বলল—প্রিয় মশাই, ইনি হচ্ছেন থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন; অর্থাৎ জার্মানি সাম্রাজ্যের প্রথম ব্যারন। আর ইনি হচ্ছেন মিঃ প্যানগ্লস, জার্মানীতে এত বড় পণ্ডিত দার্শনিক আর নেই। এঁদের মুক্তিপণ হিসাবে কত টাকা আপনি চান?

তুর্কী ক্যাপটেন বলল—বটে রে খ্রীশ্চান কুকুর! এ দুটো কুত্তা খ্রীশ্চান ক্রীতদাসের মধ্যে একটা ব্যারন, আর একটা হচ্ছে দার্শনিক। নিজেদের দেশে নিশ্চয় এরা খুবই প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সুতরাং এদের মুক্তিপণ হিসাবে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দিতে হবে।

সে বলল—স্যার, আপনি তাই পাবেন, কনস্টানটিনোপলে আমাকে খুব তাড়া-তাড়ি, মানে, খুব—খুব তাড়াতাড়ি—পেঁছিয়ে দিন, সেখানে পেঁছে দেওয়া মাত্র ওই পরিমাণ মুদ্রা আপনি পেয়ে যাবেন, না, না! আগে আমাকে আপনি মিস কুনিগুণ্ডর কাছে নিয়ে চলুন।

কাঁদিদের প্রথম প্রস্তাবে খুশি হয়ে ক্যাপটেন নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল, তারপর মাঝিদের এত জোরে দাঁড় ফেলার নির্দেশ দিল যে নৌকোটা পাখির চেয়েও দ্রুত গতিতে জলের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলো।

ব্যারন আর প্যানগ্লসকে আলিঙ্গন করে আর আশা মেটে না কাঁদিদের!

তাহলে প্রিয় ব্যারন, আমি তোমাকে খুন করি নি, কেমন? আর প্রিয় প্যানগ্লস, ফাঁসির পরেও তুমি বেঁচে উঠেছো, তাই না? কিন্তু এই তুর্কী জাহাজে তোমরা ক্রীতদাস হলে কেমন করে?

ব্যারন জিজ্ঞাসা করলো—আমার প্রিয় বোন এদেশে রয়েছে একথা কি সত্যি?

ক্যাকাম্বো বললেন—এবং আমার প্রিয় কাঁদিদকে কি আমি আবার দেখছি?

তাদের সঙ্গে মার্টিন আর ক্যাকাম্বোর পরিচয় করিয়ে দিল কাঁদিদ। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা; তারপরে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগলো। বিদ্যুতের বেগে ছুটতে লাগলো নৌকাটা। শীঘ্রই তারা বন্দরে এসে পেঁছিলো। কাঁদিদ নেমেই একজন ইহুদীকে ডেকে পাঠালো। ইহুদী এলে তার কাছে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রায় একটা হীরে বিক্রী করল। তার দাম হচ্ছে একলাখ। কিন্তু ইহুদীটি আব্রাহামের নামে শপথ করে বললো ওর বেশী দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মুদ্রাগুলি পেয়েই ব্যারন আর প্যানগ্লসের মুক্তিপণ হিসাবে সেগুলি সে ক্যাপটেনকে দিয়ে দিলো। প্যানগ্লস মুক্তিদাতার পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ব্যারন তাকে দিল ধন্যবাদ; সেই সঙ্গে কথা দিল সুযোগ পেলেই সেই অর্থ সে তাকে ফিরিয়ে দেবে।

সে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আমার বোন টার্কিতে রয়েছে সে কথা কি সত্যি?

ক্যাকাম্বো বলল—থাকার সম্ভাবনাই বেশী, কারণ ট্রানসিলভারের একটি রাজকুমারের বাড়িতে সে বাসন মাজে।

অন্য দুটি ইহুদীর কাছে কয়েকটি হীরে বিক্রী করে সবাইকে নিয়ে আর একটি নৌকোতে চড়ে দাসত্ব থেকে কুনিগণ্ডকে উদ্ধার করার জন্য কাঁদিদ নিজের পথে যাত্রা করল।

## অষ্টাবিংশতি পরিচ্ছেদ

## কাঁদিদ, কুঁনিগুঁ, প্যানগ্লসও মার্টিন ইত্যাদির কী হলো

কাঁদিদ ব্যারনকে বলল—আমাকে ক্ষমা কর; মাননীয় ফাদার, তোমার দেহের ভেতর দিয়ে তরোয়াল চালিয়ে দেওয়ার জন্যে আবার তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ব্যারন বললো—ওকথা আর বলো না। স্বীকার করছি, অত তাড়াতাড়ি আমারও

মেজাজ খারাপ করাটা উচিত হয়নি। কিন্তু এই জাহাজে কী করে আমি ক্রীতদাস হলাম সেটা জানার জন্যে তুমি উদ্‌গ্রীব হয়েছো বলে সেই কাহিনীটা তোমাকে আমি বলছি। তুমি আমার দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিলে কলেজের এক ডাক্তার আমার সেই ক্ষত সারিয়ে দিলেন। তারপরে একদল স্প্যানিশ সৈন্য আমাদের আক্রমণ করে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। শেকলে বেঁধে তারা আমাকে বুয়েনোস আয়ার্সের জেলে বন্দী করে রাখে। ঠিক সেই সময়েই আমার বোন সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো। সেই সময় সেনাপতির কাছে রোমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি আমি চাইলাম, পেলামও। সেনাপতি কনস্টান্টিনোপলের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে পুরোহিত নিযুক্ত করে আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিলেন। নতুন অফিসে আমি এক সপ্তাহও চাকরি করি নি, এমন সময় এক সন্ধ্যায় একটি তুর্কী যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। যুবকটি খুবই সুন্দর; চেহারাটিও বেশ সুগঠিত। আবহাওয়াটা খুব গরম ছিল। যুবকটির স্নান করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তার সঙ্গে আমিও স্নান করতে গেলাম। একজন তুর্কী যুবকের সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করাটা কোন খ্রীশ্চানের পক্ষে যে অপরাধ তা আমি জানতাম না। আমাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে পায়ের তলায় একশটা বেত মারলো; তারপরে আমাকে তারা জাহাজের ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল। এর চেয়ে গুরুতর অন্যায় আর যে কিছু রয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি নে। কিন্তু তুর্কীদের দেশে নির্বাসিত ট্রানসিলভ্যানিয়ার একটি রাজপুত্রের কাছে আমার বোন কী করে বাসন মাজার চাকরানী হয়ে এলো সেটা জানার বড় আগ্রহ হয়েছে আমার।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু প্রিয় প্যানগ্লস, তোমাকে আবার আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কী রকম ব্যাপার হলো ?

প্যানগ্লস বললেন—তুমি যে আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখেছিলে সেটা ঠিক, যদিও নিয়ম মতে, তাদের উচিৎ ছিল আমাকে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু তোমার হয়ত মনে রয়েছে, তারা আমাকে যখন পোড়াতে গিয়েছিলো তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো! এত জোরে ঝড় বইছিলো যে আগুন জ্বালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আর কোন উপায় না দেখে তারা আমাকে ফাঁসিই দিলো। একজন শল্য চিকিৎসক আমার দেহটা কিনে তাঁর বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমায় শব ব্যবচ্ছেদ করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। আমার নাভিস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লম্বালম্বি ফালা করার জন্যে আমার দেহের মধ্যে বেশ মোক্ষমভাবেই তিনি ছুরিটা বসিয়ে দিলেন। আমাকে তারা যেভাবে ফাঁসি দিয়েছিল অমন অপদার্থ ভাবে আমার আগে কেউ ফাঁসিতে ঝোলে নি। আসল কথাটা হচ্ছে হোলি ইন-কুইজিশন থেকে আমাকে ফাঁস দেওয়ার ভার যার ওপরে দেওয়া হয়েছিলো সে হচ্ছে একজন নিম্নপদস্থ যাজকের অধস্তন কর্মচারী। পোড়ানোর ব্যাপারে সে ছিল

পাকা ; কিন্তু ফাঁসির ব্যাপারে সে ছিল একেবারে আনকোরা। এ-ব্যাপারে সে কিছুই জানতো না বললেই হয়। দড়িটা ভিজে গিয়েছিলো ; তাই যে রকম ফাঁস লাগা উচিৎ ছিল দড়িটা পিছলে যাওয়ায় সে রকম ফাঁস আমার গলায় লাগে নি। আসল কথাটা হলো, আমি তখনও নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম। সেই মোক্ষম ছুরিকাঘাতে আমি এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে শল্য চিকিৎসকটি ভয়ে আঁৎকে উঠে উলটে লম্বা হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেলেন। তারপরে, একটা শয়তানের শব ব্যবচ্ছেদ করছেন ভেবে তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামার ফলে গড়িয়ে পড়লেন নিচে। তাঁর এই চিৎকার আর পতনের শব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তারপরে টেবিলের ওপরে ছুরিকাহত অবস্থায় আমাকে পড়ে থাকতে দেখে স্বামীর চেয়েও তিনি ভয় পেয়ে গেলেন বেশী। তিনিও তরতর করে নিচে নেমে গেলেন ; কিন্তু নামতে গিয়ে পড়লেন স্বামীর ওপরে। একটু সামলে নেওয়ার পরে আমার কানে এলো, স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বলছেন—'প্রিয়তম, একটা বিধর্মীর দেহ কাটার কথা তুমি কী করে ভাবতে পারলে বলতো ? ওদের দেহে সব সময় যে শয়তান বাস করে তা কি তুমি জানো না ? আমি এখই পাদরীর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনছি ; তিনি এসেই ভূতটাকে তাড়িয়ে দেবেন।' তাকে এইভাবে কথা বলতে শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমি কাঁপতে লাগলাম ; এবং তখনও পর্যন্ত যেটুকু শক্তি আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু জড়ো করে ক্ষীণ স্বরে আমি বললাম—'আমার প্রতি দয়া করুন'। অবশেষে পোর্তুগীজ নাপিত সাহস করে আমার পেটটা সেলাই করে দিলো ; তার স্ত্রী সেবাশুশ্রূষা করল আমার। দিন পনরোর ভেতরেই আমি হাঁটাচলা করতে পারলাম। নাপিতটি মল্টোর একটি নাইটের কাছে আমাকে চাকর হিসাবে পাঠিয়ে দিলো। নাইটটি যাচ্ছিলেন ভেনিসে। কিন্তু আমার ভাড়া দেওয়ার মত কোন অর্থ মনিবের নেই দেখে আমি একটি ভেনিসিয়্যান ব্যবসাদারের কাছে চাকরি নিয়ে তার সংগে এলাম কনস্টান্টিনোপলে।

একদিন আমি একটি মসজিদে ঢুকলাম। সেখানে দেখলাম একজন বৃদ্ধ ইমাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন ; এবং দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বেশ সুন্দরী যুবতী শিষ্যা। শিষ্যাটি প্রার্থনা করছিল, তার ঘাড়টা ছিল একেবারে খোলা. তার বুকের ওপরে ছিল নানান সুগন্ধী ফুল দিয়ে তৈরি করা একটা ফুলের তোড়া। তোড়াটা তার বুক থেকে পড়ে গেল মাটির ওপরে। সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে তক্ষুনি আমি তার কাছে ছুটে গেলাম ; তারপরে খুব সম্ভ্রমের সংগে অভিবাদন করে তোড়াটা তুলে দিলাম তার হাতে। তোড়াটা তুলে দিতে আমার এতটা সময় লেগেছিলো যে ইমাম সাহেব চটে উঠলেন ; তারপরে আমি খ্রীশ্চান তা বুঝতে পেরে সাহায্যের জন্যে তিনি চেঁচাতে লাগলেন। কাদির কাছে তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো ; আমার পায়ের তলায়

একশ' ঘা বেত মারার নির্দেশ দিলেন কাদি। তারপরে, আমাকে তারা পাঠিয়ে দিলেন জাহাজের খোলে। সেখানে আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। দেখলাম সেই একই বেঞ্চের সঙ্গে আমার লর্ড ব্যারনও বাঁধা রয়েছেন। সেই জাহাজে মার্শেলিশ-এর চারটি যুবক ছিলেন, নেপলস-এর পাঁচটি পাদরী, কফুর্র দুটি মঠধারী সন্ন্যাসী। তারা বললেন এরকম ঘটনা রোজই প্রায় ঘটছে। ব্যারন অভিযোগ করলেন যে আমার চেয়ে কম অপরাধ করে তিনি বেশী শাস্তি পেয়েছেন; আমি বললাম একজন যুবক তুর্কীর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করার চেয়ে তোড়া কুড়িয়ে সেটা কোন যুবতীর বুকে স্থাপন করাটা অনেক কম অপরাধজনক। এই নিয়ে প্রত্যহই আমাদের বিবাদ বাঁধতো, আর তার জন্যে প্রতিদিনই আমরা কুড়ি ঘা করে বেত খেতাম, এমন সময় পার্থিব ঘটনা প্রবাহের অনিবার্য যোগসূত্রের ফলে তুমি সেই জাহাজে এসে মুক্তিপণ দিয়ে আমাদের মুক্ত করলে।

কাঁদিদ বলল—আচ্ছা প্রিয় প্যানগ্লস, আমাকে একটা কথা বলতো। তোমাকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তোমার দেহটাকে যখন কাটা হচ্ছিলো, তোমাকে তারা যখন বেত মারছিল, তোমাকে যখন দাঁড় টানতে হচ্ছিলো তখন কি তোমার মনে হতো পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্যে ?

উত্তর দিলেন প্যানগ্লস—আমি সব সময়েই আমার প্রথম মতবাদে বিশ্বাসী। কারণ, যাই ঘটুক আর নাই ঘটুক, আমি একজন দার্শনিক। আমার অনুভূতিকে, ভাবপ্রবণতাকে অবিশ্বাস বা পরিত্যাগ করাটা আমার শোভা পায় না। বিশেষ করে, লিবনিটজের মতবাদ কখনও ভুল হতে পারে না; আর আগে থেকে যে সংযোগ স্থির করা রয়েছে তার মত সুন্দর জিনিস আর কিছু নেই।

### উনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

## কী ভাবে কাঁদিদ কুঁনিগুঁ আর বৃদ্ধা মহিলাটিকে আবার খুঁজে পেলো

কাঁদিদ, ব্যারন, প্যানগ্লস, মার্টিন এবং ক্যাকাম্বো নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বলতে-বলতে এবং পৃথিবীর সম্ভাব্য আর অসম্ভাব্য ঘটনার ওপরে তাদের যুক্তি আর অযুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে-করতে এগিয়ে যাচ্ছিলো; যাওয়ার পথে কার্য আর কারণের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না; নৈতিক আর আধিভৌতিক অমঙ্গল বলতে কী বোঝায়, স্বাধীন ইচ্ছা আর প্রায়োজনিক ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য কী এইগুলিরও চুলচেরা আলোচনা হচ্ছিলো তাদের; কেউ যদি ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে তুর্কী জাহাজের দাঁড়ের সঙ্গে শেকল বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে

তার সান্ত্বনা কী থাকতে পারে এই সবও তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। এই সব আলোচনা করতে করতে তারা প্রোপোনটিসের উপকূলে ট্রানসিলভেনিয়ার রাজকুমারদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। প্রথম যে দৃশ্যটি তাদের চোখে পড়ল সেটি হচ্ছে মিস কুনিগুণ্ড আর সেই বৃদ্ধাটি একটা দড়ির ওপরে টেবিলের ঢাকনা শুকোচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে ব্যারন বিবর্ণ হয়ে গেলো। এমন কি অমন যে কোমল হৃদয় আর স্নেহশীল প্রেমিক কাঁদিদ সেও দেখলো তার সুন্দরী কুনিগুণ্ডর শরীর রোদে ঝলসিয়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে, চোখে পড়েছে ছানি, ঘাড়টা গিয়েছে শুকিয়ে, মুখ আর হাতের ওপরে বলিরেখাতে ছেয়ে গিয়েছে, সারা শরীর গিজগিজ করছে খুসকিতে। এই দেখে সেও ভয়ে পিছিয়ে এলো। কিন্তু সেই ধাক্কা থেকে সামলিয়ে নিয়ে নিছক ভব্যতার খাতিরেই সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কুনিগুণ্ড তাকে আর তার ভাইকে আলিঙ্গন করল। সবাই আলিঙ্গন করল বৃদ্ধাটিকে, মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিল কাঁদিদ।

পাশেই একটা ছোট খামার ছিল, আরও ভাল কিছু পাওয়ার আগে ওইখানে আপাতত থাকার জন্যে বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদিদকে একটি প্রস্তাব দিল। কুনিগুণ্ড যে কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছে সে সংবাদটা তার জানা ছিল না; কারণ, কেউ তাকে সেকথা বলে নি। এমন জোর করে কাঁদিদকে সে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিল যে বেচারা তাকে না বলতে পারলো না। ব্যারনকে সে জানিয়ে দিল যে সে তার বোনকে বিয়ে করবে।

ব্যারন বলল—আমার বোন তোমাকে বিয়ে করে তার জন্ম আর বংশের অমর্যাদা করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না; সহ্য করবো না তোমার এই ঔদ্ধত্যকে। না, আমার ভাইপো-ভাগনের দল যে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় সম্ভ্রমের যোগ্য নয় এর জন্যে আমি কোনদিনই তিরস্কৃত হবো না। কোন সাম্রাজ্যের ব্যারন নয় এমন কাউকেই আমার বোন বিয়ে করতে পারবে না।

এই শুনে কুনিগুণ্ড তাঁর ভাইয়ের পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে মত পরিবর্তন করার জন্যে অনেক আবেদন করল; কিন্তু ব্যারন অনড়, অটল। কিছুতেই সে তার মত পরিবর্তন করতে রাজি নয়।

কাঁদিদ বলল—মূর্খ কোথাকার! তোমাকে কি আমি মুক্তিপণ দিয়ে জাহাজের খোল থেকে উদ্ধার করি নি? তোমার বোন কি পরের ঘরে চাকরানীবৃত্তি করেনি? তার চেহারা কি কুৎসিৎ কদাকার নয়? তবু তাকে আমি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। আর সেই বিয়েতে বাধা দিচ্ছো তুমি? আমার মনে যে ক্রোধ হচ্ছে সেই ক্রোধের নির্দেশ যদি আমি পালন করি তাহলে আবার তোমাকে আমার হত্যা করা উচিৎ।

ব্যারন বলল—তুমি আমাকে আবার হত্যা করতে পার ; কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে রয়েছি ততদিন তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে পারবে না।

## ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

### উপসংহার

সত্যি বলতে কি, কুঁনিগুঁকে বিয়ে করার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না কাঁদিদের। কিন্তু ব্যারনের চরম ঔদ্ধত্য বিয়েটা পাকা করে ফেলতে তাকে বাধ্য করল। আর কুঁনিগুঁ মোলায়েম করে এমন ভাবে চাপ দিল যে সে আর পিছু হটতে পারলো না। প্যানগ্লস, মার্টিন আর বিশ্বাসী ক্যাকাম্বোর সংগে এ বিষয়ে সে পরামর্শ করল। প্যানগ্লস এই উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক পত্র রচনা করলেন। সেই রচনা নিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে বোনের ওপরে কোন অধিকার ব্যারনের নেই, এবং সেই দেশের সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী, কুঁনিগুঁ বাঁ হাত দিয়ে কাঁদিদকে বিয়ে করতে পারে। মার্টিনের অভিমত হচ্ছে ব্যারনকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক। ক্যাকাম্বো ঠিক করল ব্যারনকে তুর্কী জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে ফেরৎ পাঠানো উচিৎ। তারপরে, প্রথম যে জাহাজ ছাড়বে সেই জাহাজে করে তাকে ফাদার জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেই ঠিক হবে। এই উপদেশটাই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হলো সবার। বৃদ্ধাটিও এই প্রস্তাব সমর্থন করল। তার বোনের কাছে এ-বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করা হলো না। সামান্য অর্থ খরচ করেই সমস্যাটার সুরাহা হয়ে গেলো। যীশুসংঘীটির সংগে একটু ছলনা করে তারা বেশ আনন্দই পেলো ; এইভাবে জার্মান ব্যারনের দর্প চূর্ণ করল তারা।

এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে এত ঝড়-ঝাপটা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ অতিক্রম করার পরে, কাঁদিদ যখন তার প্রিয়তমাকে বিয়ে করে দার্শনিক প্যানগ্লস, মার্টিন আর বিজ্ঞ ক্যাকাম্বোর সংগে এবং প্রাচীন ইনকাদের দেশ থেকে অত হীরে নিয়ে এসে সংসার পাতলো তখন এই পৃথিবীতে সে খুব আনন্দের সংগে জীবন কাটাবে। কিন্তু ইহুদীদের কাছে সে এত ঠকেছিলো যে তার সেই খামারটি ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট ছিল না। তার স্ত্রী প্রতিদিন কুৎসিৎ থেকে কদাকার হতে লাগলো। বৃদ্ধাটি কেবল যে পংগু হয়ে পড়েছিলো তা নয়, সে কুঁনিগুঁর চেয়েও বদমেজাজী হয়ে উঠলো। ক্যাকাম্বো কাজ করতো বাগাতে ; ফসল কাঁধে করে কনসটান্টিনোপল-এ নিয়ে যেতো বিক্রী করতে। তার আর খাটার শক্তি ছিল না। নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে লাগলো সে, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একটা চাকরি যোগাড় করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন প্যানগ্লস। মার্টিনের দৃঢ়

বিশ্বাস কোন অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। সব কিছুকেই তাই তিনি ধৈর্যের সংগে মানিয়ে নিলেন। মাঝে-মাঝে দর্শন আর নীতি নিয়ে প্যানগ্লস তর্ক করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে খামারের জানালার পাশ দিয়ে নৌকো ভেসে যেতো। সেই নৌকোতে বোঝাই থাকতো পাশা আর কাদির দল। লেমনস, মিতিলিন, আর এরজেরোমে সেই সব নৌকোতে করে তাদের নির্বাসনে পাঠানো হতো। তাদের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্যে আবার আসতো নতুন পাশা আর কাদির দল। কিছুদিন পরে, তাদেরও আবার পাঠানো হতো নির্বাসনে। কিছু লোকের মাথায় অদ্ভুতভাবে খড় চাপিয়ে উপহার হিসাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সাবলাইম পোর্টিতে। তারা তা দেখতে পেতো। এই সব দৃশ্যে মাঝে-মাঝে তাদের একঘেয়ে জীবনে কিছুটা ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করতো। যখন তাদের ঝগড়া-বিবাদ হতো না তখন তাদের বিরক্তিকর জীবনের গুমোট এত বেশী হতো যে তাদের অসহ্য হয়ে উঠতো।

তাদেরই আশেপাশে একজন বিখ্যাত দরবেশ বাস করতেন। দার্শনিক হিসাবে তাঁর নাম ছিল। তাঁর সংগে আলোচনা করতে তারা একবার তার বাড়িতে গেলো। প্যানগ্লস ছিলেন এই দলটির মুখপাত্র। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—

গুরু, মানুষের মত এই অদ্ভুত জানোয়ারটির সৃষ্টি কেন হয়েছে সেই কথাটাই আপনার কাছে আমরা জানতে এসেছি।

দরবেশটি বললেন—এসব বিষয় নিয়ে আপনারা মাথা খারাপ করছেন কেন? ও নিয়ে কিছু ভাবার অধিকার কি আপনাদের আছে?

কাঁদদ বলল—কিন্তু মাননীয় ফাদার, পৃথিবীটা যে ভীষণ নোংরামিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে!

দরবেশ বললেন—তাতে কী বোঝায়? অমঙ্গল, না মঙ্গল? তুর্কীর রাজা মিশরে যখন জাহাজ পাঠান তখন তার ভেতরে ইঁদুররা সুখে ঘুরে বেড়াতে পারবে কি পারবে না তা নিয়ে কি তিনি মাথা ঘামান?

প্যানগ্লস জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে, আমরা কী করবো?

চুপচাপ বসে থাকুন।

প্যানগ্লস বললেন—ভেবেছিলাম, সম্ভাব্য সমস্ত বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে কার্য আর কারণের মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না, অমঙ্গলের উৎস কোথায়, আত্মার প্রকৃতি কী, এবং যে ঐক্য আগে থাকতেই ঠিক করে রাখা হয়েছে তার স্বরূপটি কী—এই সব তত্ত্ব আর তথ্য নিয়ে আপনার সংগে আমরা আলোচনা করবো; আর সেই ভেবেই আমরা বেশ গর্ব অনুভব করছিলাম।

এই কথা শুনে দরবেশ তাঁদের নাকের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁরা যখন এই রকম আলোচনা করছিলেন তখন চারপাশে সংবাদ ছড়িয়ে

পড়লো যে কনসটানটিনোপলে দুজন মন্ত্রী আর একজন মোল্লাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে আর শূলে চড়ানো হয়েছে কয়েকজন বন্ধুকে। কিছুক্ষণ ধরে এই দুঃসংবাদে চারপাশ সরগম হয়ে রইলো। প্যানগ্লস, কাঁদিদ আর মার্টিনের সঙ্গে তাঁদের ছোট খামারে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় পথে সুদর্শন একটি বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। কমলালেবুর বনে মাথায় ছাউনিদেওয়া একটি বেদীর ওপরে সেই ভদ্রলোকটি বসেছিলেন। প্যানগ্লস কেবল তার্কিকই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন কৌতূহলী। যে মোল্লাটিকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে তার নামটা কী ভদ্রলোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

সেই শান্তশিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—তা আমি বলতে পারবো না, আমি কোন মোল্লা বা মন্ত্রীর নাম জানি নে। আপনি যে সংবাদ দিলেন সে সংবাদও আমার কানে আসে নি। আমার ধারণা, যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাদের মাঝে-মাঝে এই রকম বিপদে পড়তে হয়; আর পড়াই তাদের উচিৎ। কিন্তু কনসটানটিনোপলে কী ঘটছে সেসব কথা কোনদিনই আমি জানতে চাই নে। বাগানে আমি যা চাষ করি সেই সব ফসল কনস্টানটিনোপলে পাঠিয়ে দিয়েই আমি খুশি।

এই কথাগুলি বলে, অপরিচিতদের তিনি তাঁর বাড়ির ভেতরে আসার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁর দুটি ছেলে বাড়ির তৈরি বরফ দেওয়া ঠান্ডা সরবৎ তাঁদের খেতে দিল। তাছাড়া, মিষ্টি লেবু, আর লেবুর সরবৎ, আনারস, পেস্তা, বাদাম, ব্যাটাভিয়া বা ওয়েস্ট ইনডিজের কফি নয়, বেশ উৎকৃষ্ট ধরনের কফি তাঁদের খেতে দিল। তারপরে, এই সৎ মুসলমানের দুটি মেয়ে কাঁদিদ, প্যানগ্লস আর মার্টিনের দাড়িগুলিতে আতর মাখিয়ে দিল।

কাঁদিদ তুর্কটিকে জিজ্ঞাসা করল—আপনার নিশ্চয় বড় জমিদারী রয়েছে?

তিনি বললেন—আমার জমি কুড়ি একরের বেশী নেই। সেই সমস্ত জমিও নিজের ছেলেদের নিয়ে আমি চাষ করি। আমরা যে জিনিসকে এড়িয়ে চলি সেগুলি হচ্ছে আলস্য, পাপ আর অভাব।

বাড়ি ফেরার পথে তুর্কী বৃদ্ধটির কথাগুলি কাঁদিদের মনে গভীর রেখাপাত করল।

সে প্যানগ্লস আর মার্টিনকে বলল—যে ছ'টি রাজার সঙ্গে নৈশ ভোজ করার সম্মান আমরা অর্জন করেছিলাম, আমার বিশ্বাস এই সৎ বৃদ্ধটি তাঁদের চেয়ে অনেক ভালো জীবন বেছে নিয়েছেন।

প্যানগ্লস বললেন—মানুষের আভিজাত্য জিনিসটা বড়ই বিপজ্জনক, অবশ্য দার্শনিকদের মতবাদ যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি সোয়াবাইটদের রাজা এগলোন এহুদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়েছিলো অ্যাবসালোমকে, বুকে তিনি খেয়েছিলেন বর্শার খোঁচা;

যেরোবোয়ামের পুত্র রাজা নাদাবকে হত্যা করেছিলেন বা-শা জিমরি হত্যা করেছিলেন রাজা এলাহ্‌কে, আহাজিয়া নিহত হয়েছিলেন জেহুর হাতে; যেহয়াদা হত্যা করেছিলেন আথালিয়াকে; রাজা যেহয়াকিম, যেকোনিয়া, এবং জেডেকিয়া বন্দী হয়েছিলেন। ক্রিসাস, অ্যাসটিয়াগাস, ডেরিয়াস, সায়রাকুসের ডায়োনিসাস, পাইরাস, হ্যানিবল, যুগারথা, অ্যারিয়োভিসটাস, পম্পে, নিরো, ওথো, ভিটেলিয়াস, ডোমিটিয়ান, ইংলন্ডের দ্বিতীয় রিচার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ হেনরী, তৃতীয় রিচার্ড, মেরী স্টুয়ার্ট, প্রথম চার্লস, ফ্রান্সের তিন জন হেনরী এবং সম্রাট চতুর্থ হেনরী—এঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে সব কথা আলোচনা করার আর দরকার নেই।

কাঁদিদ বলল—আমাদের বাগানের যে যত্ন নেওয়া উচিৎ সেকথা নিশ্চয় তোমাদের কারও বলার প্রয়োজন নেই।

মার্টিন বললেন—তর্ক বিবাদ না করে কাজ করাটাই হচ্ছে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

এই ছোট দলটির সবাই এই প্রশংসনীয় পরিকল্পনায় মেতে উঠলো; এবং তাদের বিচারবুদ্ধি আর কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করল এই উদযোগে। সেই ছোট জমিতে প্রচুর ফসল ফললো। কুনিগুন্দ সত্যি-সত্যিই বড় কদাকার হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু মাংসের পিঠে গড়ার ব্যাপারে সে সুন্দর দক্ষতা অর্জন করেছিল। প্যাকিটি করতো সেলাই-এর কাজ। বৃদ্ধাটির ওপরে ভার ছিল পোশাক পরিচ্ছদের। ব্রাদার জিরোফ্লি পর্যন্ত সবাই কিছু কিছু কাজ করতো। জিরোফ্লি ছিল ভালো ছুতোর মিস্ত্রী, সেই কাজ করে সে সৎভাবে জীবন কাটাতে লাগলো। মাঝে-মাঝে প্যানগ্লস কাঁদিদকে বলতেন—

সম্ভাব্য বিশ্বের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ বিশ্বে সব ঘটনার মধ্যেই একটা বেশ যোগসূত্র রয়েছে। এক কথায়, মিস কুনিগুন্দের প্রেমে পড়ার জন্যে পাছায় লাথি খেয়ে সেদিন যদি তুমি সেই সুন্দর দুর্গ থেকে বিতাড়িত না হতে, ইনকুইজিশনে যদি শাস্তি না পেতে, পায়ে হেঁটে যদি আমেরিকায় না ঘুরতে, ব্যারনের দেহে যদি তরোয়ালের কোপ না বসাতে, সেই ভালো দেশ এল ডোরাডো থেকে যে মেষগুলিকে এনেছিলে সেগুলি যদি সব বিনষ্ট না হতো তাহলে, এখানে বসে-বসে কমলালেবুর রস আর পিসটাচিয়ো বাদাম তোফা আরামে খাওয়ার সুযোগ আজ তুমি পেতে না।

কাঁদিদ বলল—চমৎকার কথা বলেছেন। কিন্তু এখন আমাদের বাগানে কাজ করতে যাওয়ার সময় হয়েছে।

# সরলতার প্রতিমূর্তি

**MASTER SIMPLE**

**১৭৬৭**

**আদিক-১৬**

## প্রথম পরিচ্ছেদ

# পাহাড়ের ওপরে মা মারীয়ার মন্দিরের আচার্য এবং তাঁর বোনের দেখা হলো একজন হুরোণের সঙ্গে

সাধু দানস্তান ছিলেন একজন আইরিশ; পেশায় তিনি ছিলেন মন্দিরের আচার্য। আয়ারল্যাণ্ডের ছোট পাহাড়টি ছেড়ে একদিন তিনি বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর জাহাজটি ফরাসী উপকূলের দিকে এগোতে লাগলো। অবশেষে জাহাজটি এসে উপস্থিত হলো সেনট মালো উপসাগরে। সেখানে উপস্থিত হয়ে পাহাড়কে আশীর্বাদ করলেন তিনি। পাহাড়টি শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা নিচু ক'রে কয়েকবার তাঁকে প্রণাম করল; তারপরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে গেল তার আগেকার জায়গায়।

এইখানে সাধু দানস্তান ছোট একটি মঠের পত্তনি করে তার নাম দিলেন পাহাড়ের মঠ। সবাই জানে জায়গাটি এখনও সেই নামেই পরিচিত রয়েছে।

১৬৮৯ সালের পনেরই জুলাই। সময় সন্ধ্যা। পাহাড়ের ওপরে মা মারীয়ার মন্দিরের আচার্য আবে দ্য কের্কাবঁ তাঁর বোন কুমারী দ্য কের্কাবঁ-র সঙ্গে হাওয়া খাওয়ার জন্যে সমুদ্রের উপকূলে বেড়াচ্ছিলেন। আচার্যের বয়স একটু বেশীই; কিন্তু পুরোহিত হিসাবে তিনি বেশ ভালোই ছিলেন। প্রতিবেশীরা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন, যেমন আগে তাঁকে ভালোবাসতো তাদের পত্নীরা। তাঁর প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা পুরোহিত ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাঁর পরিচিত মানুষদের সঙ্গে রাত্রির ভোজন শেষ ক'রে বিছানায় হেঁটে যেতে পারতেন। তাঁর এই গুণটির জন্যেই সবাই তাঁকে বেশী ক'রে শ্রদ্ধা জানাতো। ধর্মতত্ত্বটা তিনি মোটামুটি ভালোভাবেই পড়াশুনা করেছিলেন, এবং ক্যানটারবারীর প্রথম আর্চবিশপ সাধু আগষ্টিনের গ্রন্থ পড়তে-পড়তে যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সেই সময় ফরাসী হাস্যরসিক ফ্রঁকয় র‍্যাবেল-কে নিয়ে নিজেকে একটু তাজা করে নিতেন তিনি। সেইজন্যে সারা বিশ্বের লোক তাঁর প্রশংসা করতো।

বিয়ে করার খুব ইচ্ছে থাকলেও, কুমারী দ্য কের্কাবঁ কোনোদিন বিয়ে করেন নি। তাঁর চরিত্রটিও ছিল বেশ সৎ। সুবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা হিসাবেও সুনাম ছিল তাঁর। আমোদ-প্রমোদ করতে তিনি ভালোবাসতেন; সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত রমণী।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আচার্য তাঁর বোনকে বললেন ঃ

'হায়রে! এইখানেই ১৬৬৯ সালে আমাদের হতভাগ্য ভাইটি তার স্ত্রী, আমাদের ভ্রাতৃবধূ মাদাম দ্য কের্কাবর্কে নিয়ে 'সোয়ালো' নামে একটি রণতরীতে চেপেছিলো। সে যাচ্ছিল ক্যানাডাতে। সে যদি মারা না যেত তাহলে আমরা সম্ভবত আবার তাকে দেখতে পেতাম ;

কুমারী দ্য কের্কাবর্ বললেন ঃ আমরা শুনেছি আমাদের ভ্রাতৃবধূটিকে ইরোকীরা মেরে ফেলেছে। তুমি কি তা বিশ্বাস কর? কথাটা সত্যি যে তাকে কেউ খেয়ে না ফেললে সে এতদিন ফিরে আসতো। সারাজীবন ধরেই তার জন্যে আমাকে চোখের জল ফেলতে হবে। মেয়েটি বড় সুন্দর ছিল। আর আমাদের ভাইটিও ছিল বেশ বুদ্ধিমান ; সে নিশ্চয় এতদিনে বেশ পয়সা করতো।

এইভাবে তাঁরা কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় তাঁরা দেখলেন জোয়ারের তোড়ে ছোট একটা জাহাজ র‍্যান উপসাগরের ভেতরে এসে ঢুকলো। খাবার জিনিস বিক্রী করার জন্যে জাহাজটা আসছিল ইংলন্ড থেকে। আচার্য বা তাঁর বোনের দিকে না তাকিয়েই নাবিকরা লাফ দিয়ে তীরের ওপরে নেমে পড়লো। তাঁদের প্রতি এই অবজ্ঞা দেখানোর জন্যে নাবিকদের ব্যবহারে তাঁরা বেশ মর্মাহত হলেন।

তাদের মধ্যে একজন যুবক ছিলেন ; বেশ স্বাস্থ্যবান, সুঠাম চেহারা তাঁর। তিনি অবশ্য তাঁর সংগীদের মাথার ওপর দিয়ে লাফ মেরে তীব্রবেগে ছুটে এসে কুমারী দ্য কের্কাবর্র সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, মাথাটা অবনত ক'রে অভিবাদন জানানোর কায়দাটা তাঁর জানা ছিল না ; তাই তিনি তাঁর মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে কুমারীকে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর চেহারা আর পোশাক ভাই আর বোন দুজনেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর মাথার ওপরে কোনো টুপী ছিল না ; পা দুটিতে ছিল না কোনো আবরণ। ছোট দুটি চপ্পলে তাঁর চেটো পা দুটি ছিল ঢাকা। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের লোকেরা যে-রকম ছোট আঁটসাট জামা পরতো সেই রকম ছোট একটি জামা ছিল তাঁর গায়ে। ফলে, তাঁর দেহের সৌন্দর্য বাইরে থেকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। মাথার ওপর থেকে তাঁর দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ঝুলে পড়েছিল কাঁধের নিচে। তাঁর হাবভাবটি ছিল বেশ মিষ্টি, কিন্তু জংগী। বারবা-ডোসের জল দিয়ে ভর্তি করা ছোট একটা বোতল ছিল তাঁর একটি হাতে ; আর একটি হাতে ছিল তাঁর একটা ঝোলা ; সেই ঝোলার মধ্যে ছিল হাতলশূন্য বড় একটা পানপাত্র, আর সমুদ্রের হাওয়ায় শুকনো খটখটে বিস্কুট। ফরাসী ভাষাটা বোঝা যায় এমন ভাবেই তিনি কথা বললেন। কুমারী দ্য কের্কাবর্ আর তাঁর ভাইকে বারবাডেসের কিছু জল তিনি দিলেন। তাঁদের সংগে সেই জল তিনি খেলেন ; দ্বিতীয়বার খেতে বাধ্য করলেন তাঁদের দুজনকে ; এই সব কাজই তিনি এমন সরল আর স্বাভাবিক ছন্দে করলেন যে ভাই আর বোন দুজনেই বেশ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা তাঁকে সাহায্য

করার বাসনা জানালেন ; জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচয় ; এবং তিনি কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি জানেন না ; তাঁর কিছু কৌতূহল রয়েছে ; ফরাসী উপকূলের গঠন কিরকম সেইটা দেখতেই তিনি এসেছিলেন। সেটা দেখা তাঁর শেষ হয়েছে, এবং এবার তিনি ফিরে যেতে চান।

যুবকটির উচ্চারণ শুনে আচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি ইংরেজ নয় ; সেইজন্যে কোন্ দেশের তিনি বাসিন্দা একথা তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

যুবকটি উত্তর দিলেন— আমি হচ্ছি হুরোণ।

এই শুনে কুমারী দ্য কের্কাবি' চমৎকৃত হয়ে গেলেন। একজন হুরোণ তাঁর সঙ্গে এমন বিনীতভাবে কথা বললেন এই দেখে তিনি একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে নৈশভোজন করার জন্যে তিনি যুবকটিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন যুবকটি। তিন জনে মিলে পাহাড়ের ওপরে মা মারীয়ার মঠে হাজির হলেন তাঁরা। সেই খাটো চেহারার বর্তুলাকার রমণীটি তাঁর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটি দিয়ে মনে হলো যুবকটিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলবেন ; আচার্যকে মাঝে-মাঝে তিনি বলতে লাগলেন ঃ

'এই দীর্ঘকায় যুবকটির মুখের রঙ দেখেছ ? লিলি আর গোলাপগুচ্ছের মত। কী সুন্দর ওর চামড়া ! হুরোণদের মধ্যে ও-রকম ত্বক দেখা যায় না !

আচার্য বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ. ভগ্নি।

কুমারী কের্কাবি' একটা একটা ক'রে হাজারটা প্রশ্ন করলেন তাঁকে ; তিনিও একটি একটি ক'রে সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন—যে প্রশ্নের যে-রকম উত্তর হওয়া উচিৎ সেইভাবে।

মঠে একজন হুরোণ এসে উপস্থিত হয়েছে এই সংবাদ ঝটিতি চারপাশে ছড়িয়ে পড়লো। এই শুনে সেই অঞ্চলে যত সভ্য এবং বিদগ্ধ নরনারী ছিলেন তাঁরা সবাই তাড়াতাড়ি সেখানে এসে নৈশভোজে যোগ দিলেন। অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ এলেন তাঁর সুন্দরী, সুশিক্ষিতা যুবতী বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে। ম্যাজিস্ট্রেট এলেন ; এলেন কর আদায়কারী। সঙ্গে এলেন তাঁদের পত্নীরা। বিদেশীটিকে বসানো হলো কুমারী দ্য কের্কাবি' এবং কুমারী দ্য সেঁতিইভের মাঝখানে। সবাই যুবকটির দিকে বেশ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁরা সবাই যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, এবং একসঙ্গে সবাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন নানা রকম প্রশ্ন। এতে হুরোণটি বিভ্রান্ত হলেন না। মনে হলো ইংরাজ রাজনীতিবিদ লর্ড বলিংব্রোকের সেই নীতিটিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নীতিটি হচ্ছে 'কোনো কিছুতেই মুগ্ধ হয়ো না ; কিন্তু অত গোলমালে ক্লান্ত হয়ে বেশ মিষ্টি অথচ ভারিক্কীভাবে অবশেষে তিনি তাঁদের বললেন ঃ

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের দেশে মানুষেরা একজন একজন ক'রে কথা বলে।

আপনারা যদি আপনাদের কথা আমাকে শুনতে না দেন তাহলে আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব কেমন ক'রে ?

যুক্তি সব সময়ে মানুষদের চিন্তা করার একট সময় দেয় ! যুবকটির কথা শুনে তাই তাঁরা সবাই চুপ ক'রে গেলেন। কোনো বিদেশীকে সে-অঞ্চলে দেখতে পেলেই নীতিগতভাবেই ম্যাজিস্ট্রেট তার সম্পত্তিকে গ্রাস করতেন। সেই অঞ্চলে যে আসতো তাকে প্রশ্ন করার প্রথম অধিকার ছিল তাঁর। তিনি ছ ইঞ্চি পরিমাণ মুখব্যাদন ক'রে শুরু করলেন ঃ

'স্যার, আপনার নাম ?'

হুরোণটি উত্তর দিলেন ঃ আমাকে সব সময়েই মানুষে মাষ্টার সিমপল ব'লে ডাকে ; এবং আমি যা ভাবি সব সময় তাই বলি, আর যা ইচ্ছে যায় তাই করি ব'লে ইংরেজরা আমার সেই নামটিকে অনুমোদন করেছে।

'কিন্তু হুরোণ হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে আপনি ইংলণ্ডে এলেন কেমন ক'রে ?'

'আমাকে সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিছুটা বাধা দেওয়ার পরে ইংরেজরা আমাকে বন্দী করেছিল ; কিন্তু আমাদের মতই ইংরেজরা বীরের জাত, আর আমাদের মতই তারা সৎ। সেইজন্যে তারা আমাকে প্রস্তাব দিলে ইচ্ছে হলে আমি বাড়ী ফিরে যেতে পারি, অথবা, তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডেও আসতে পারি। বিশ্বকে দেখার একটা স্বাভাবিক বাসনা আমার ছিল বলেই আমি দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করেছিলাম।

তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটটি বললেন—'কিন্তু স্যার, নিজের বাবা মাকে ছেড়ে আসার কথা আপনি ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে ?'

বিদেশীটি উত্তর দিলেন ঃ কারণ, আমার বাবা মা কাউকেই আমি কোনোদিন জানতাম না।

এই শুনে সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাদের হৃদয় বিগলিত হলো। তাঁরা সবাই তাঁর কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন—'বাবা বা মা কাউকেই না !

কুমারী দ্য কের্কাব' তাঁর আচার্য ভাইটিকে বললেন ঃ তাঁদের স্থান আমরা দুজনেই গ্রহণ করবো। এই হুরোণ ভদ্রলোকটি কী চমৎকার।

একটি আভিজাত্যমণ্ডিত এবং গর্বিত অন্তরঙ্গতার সুরে মাস্টার সিমপল ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে কারও সাহায্যের প্রয়োজন তাঁর নেই।

সেই বিরাট চেহারার ম্যাজিস্ট্রেট বললেন ঃ মাষ্টার সিমপল, আমি দেখতে পাচ্ছি যে একজন হুরোণের কাছ থেকে যতটা আশা করা যায় তার চেয়েও ভালোভাবে আপনি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারেন।

তিনি বললেন ঃ হুরোণীয়াতে আমি যখন বালক ছিলাম সেই সময় তারা একজন ফরাসীকে বন্দী করেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব জন্মে গিয়েছিল।

তিনি আমাকে ফরাসী ভাষা শিখিয়েছিলেন। কোনো একটা জিনিস শিখবো ব'লে মনে হলে আমি তা খুব তাড়াতাড়িই শিখে ফেলতে পারি। প্লিমাথে আসার পরে আপনাদের একজন ফরাসী বাস্তুহারার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আপনারা কেন যে ফরাসীদের 'হিউজিনট' বলেন তা আমি জানি নে। আপনাদের ভাষার ওপরে আমার যে দখল ছিল সেটাকে তিনি অনেকটা পোক্ত ক'রে দিয়েছিলেন ; এবং আপনাদের ভাষায় আমার ভাব প্রকাশ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের দেশটা দেখার জন্যে আমি বেরিয়ে এসেছি ; কারণ, ফরাসীদের আমার খুবই ভালোলাগে—যদি না অবশ্য তাঁরা আমাকে বেশী প্রশ্ন করেন।

এই মার্জিত ইঙ্গিৎটি দেওয়া সত্বেও, অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলেন : হুরোণ, ইংরেজী আর ফরাসী এই তিনটি ভাষার মধ্যে কোনটি আপনার বেশ ভালো লাগে ?

মাস্টার সিমপল উত্তর দিলেন : হুরোণ ; সেবিষয়ে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে ?

এই শুনে কুমারী দ্য কের্কাবঁ একটু অবাক হয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন : এও কি সম্ভব ? আমি সব সময়েই ভাবতাম ফরাসী ভাষাই সব সময়ে সুন্দর—এক 'লোয়ার ব্রিটেনী'র ভাষা ছাড়া।

তারপরে হুরোণদের দেশে তামাককে তারা কী বলে তা জানার জন্যে সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

তিনি বললেন—'ভায়া'।

খাওয়া বোঝাতে কোন শব্দ উচ্চারণ করে তারা ?

'এস্‌সেনটেন।'

প্রেম করাকে কোন শব্দ দিয়ে বোঝায় সেটা জানার জন্যে কুমারী দ্য কের্কবঁ একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন।

তিনি বললেন সেই কথাটা হচ্ছে 'ট্রোভ্যানডার' ; এবং এই কথাটার ওপরে বেশ জোর দিয়েই বললেন : তার পেছনে যুক্তিও আছে যথেষ্ট। ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় এই ভাবটিকে প্রকাশ করার জন্যে যে শব্দ রয়েছে, আমাদের দেশেও সেই শব্দটি দিয়ে অবিকল সেই ভাবটিকেই প্রকাশ করা হয়। সব মানুষের কাছেই ওই শব্দটি খুবই সুন্দর ব'লে মনে হয়।

কট্টর ফ্রানসিসক্যাসপন্থী মান্যবর এবং স্বনামধন্য ফাদার সাগার থিয়োডাট আচার্যকে হুরোণভাষার একটি ব্যাকরণ দিয়েছিলেন। ব্যাকরণটি তাঁর লাইব্রেরীতেই ছিল। সেটিকে দেখার জন্যে আচার্য তাঁর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপরেই বেশ আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন তিনি ; মনটাও তখন তাঁর বেশ কোমল হয়ে উঠেছিল। তিনি এসে স্বীকার করলেন যে বিদেশীটি একজন সত্যিকারের হুরোণ।

কত রকমের যে ভাষা রয়েছে তাই নিয়ে মজলিসে কিঞ্চিৎ আলোচনা হলো ; এবং সবাই একমত হলেন যে 'ব্যাবেলের গম্বুজে'র মত ব্যাপারটা না থাকলে সমস্ত বিশ্বই আজ ফরাসী ভাষায় কথা বলতো।

সন্দেহপ্রবণ ম্যাজিস্ট্রেটের এই বিদেশীটির সম্বন্ধে তখনও কিছুটা সন্দেহ ছিল ; এখন তাঁর মনেও যুবকটির প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা জাগলো। আগের চেয়ে আরও ভদ্র আর মোলায়েমভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, যদিও তার কারণটা যে কী তা হুরোণের মাথায় ঢুকলো না।

হুরোণদের দেশে যুবক-যুবতীরা কেমন ভাবে প্রেমালাপ ক'রে সেটা জানার জন্যে কুমারী দ্য সেঁতিইভের খুবই কৌতূহল হয়েছিল।

হুরোণটি বললেন—'আপনাদের মত শ্রোতৃমণ্ডলীকে খুশি করার জন্যে বীরের মত কাজ করে।'

এই শুনে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে সমস্বরে তারিফ করল, এবং হাততালি দিল। কুমারী দ্য সেঁতিইভ লজ্জা পেলেন একটু। তাঁর মুখের রঙটা লালিম হয়ে উঠলো। কিন্তু খুবই খুশি হলেন তিনি। কুমারী দ্য কের্কাবঁ-র অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু তিনি অতটা খুশি হলেন না। এই বীরত্বপূর্ণ শিষ্টাচার যে তাঁকে লক্ষ্য ক'রে করা হয় নি এইজন্যে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ ছিল না ব'লে হুরোণের প্রতি তাঁর স্নেহ বিন্দুমাত্র কমলো না। আরও আত্মপ্রসাদের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—দেশের বাড়ীতে আপনার কজন রক্ষিতা রয়েছে ?

বিদেশীটি উত্তর দিলেন—কোনোদিনই একজনের বেশী ছিল না। তিনি হচ্ছেন কুমারী আবাকাবা, আমার প্রিয় ধাইমার বান্ধবী। আমার প্রিয় আবাকাবা যতটা সরল কোনো শরগাছ আজ পর্যন্ত ততটা সরল হয় নি, কোনো ঈগল পাখি তার মত ভয়ংকর নয়, কোনো হরিণ তার চেয়ে জোরে ছুটতে পারে না। একদিন সে একটা খড়গোসের পিছু ধাওয়া করে যেখানে হাজির হয়েছিল সে জায়গাটা আমাদের পাড়া থেকে দেড়শো মাইলের বেশী হবে না। একটা বদমাস বাস করতো সেখান থেকে তিনশ মাইল দূরে অটোয়া নদীর ধারে। সেই লোকটা তার কাছ থেকে খরগোসটা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এই কথা শুনে আমি সেখানে দৌড়ে গেলাম ; এবং আমার গদার একটি ঘায়ে তাকে শুইয়ে দিলাম মাটিতে। তারপরে তার হাত আর পা বেঁধে তাকে হাজির করলাম আমার রক্ষিতার পায়ের কাছে। আবাকাবার বাপমা তাকে খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল ; কিন্তু এই রকম খানা খেতে আমার কোনো-দিনই ভালো লাগতো না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম ; তাকে আমি আমার বন্ধু করে নিলাম। আবাকাবা আমার ব্যবহারে এতই খুশি হয়েছিল যে তার যত প্রেমিক ছিল তাদের সকলের মধ্যে আমাকেই সে পছন্দ করতো বেশী। তাকে একটা ভাল্লুকে

খেয়ে শেষ করে না ফেললে আমাকে সে সেই রকমই ভালোবেসে যেত। সেই ভালুকটাকে মেরে অনেক দিন আমি তার চামড়া পরে ঘুরে বেড়িয়েছি ; কিন্তু তাতে আমি সান্ত্বনা পাইনি।

আবাকাবা তাঁর একমাত্র রক্ষিতা ছিল, আর সে আর বেঁচে নেই এই শুনে কুমারী দ্য সেঁতিইভ মনে-মনে বেশ আনন্দ পেলেন ; কিন্তু তবু এই আনন্দের কারণটা কী তা তিনি বুঝতে পারলেন না। সকলের দৃষ্টি হুরোণের ওপরে গিয়ে পড়লো। তাঁর দেশের মানুষদের মুখ থেকে অটোয়া রিভার ভ্যালির লোকটিকে তিনি যে উদ্ধার করেছিলেন সেইজন্যে সবাই পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করলেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করার তৃষ্ণাটিকে কিছুতেই দমন করতে পারলেন না। ফলে, হুরোণ কোন্ ধর্মাবলম্বী সেকথাও তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ; তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন তিনি ইংরেজদের, না ফরাসীদের, না, হিউজিনটদের—কোন্ ধর্মের মানুষ।

তিনি বললেন—আমি আমার নিজের ধর্মের মানুষ, ঠিক যেমন আপনারা আপনাদের।

কুমারী দ্য কের্কাবঁ এই শুনে একেবারে চীৎকার ক'রে উঠলেন—হায় ভগবান! বুঝতে পারছি হতচ্ছাড়া ইংরেজরা ওঁকে দীক্ষাস্নান দেওয়ার কথা একবারও ভাবে নি।

কুমারী দ্য সেঁনিইভ মন্তব্য করলেন : হায়, হায়! এ কি করে সম্ভব! হুরোণরা রোমান ক্যাথলিক নয় একথা ভাবা সম্ভব কি করে? মাননীয় যীশুসংঘের ফাদাররা সারা বিশ্বকে কি রোমান ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা দেন নি?

মাস্টার সিমপল তাঁকে এই বলে নিশ্চিৎ করলেন যে তাঁর দেশে কাউকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করা হয় না ; কোনো হুরোণ কোনোদিনই তার মত পরিবর্তন করে না ; এবং তাঁদের ভাষায় এমন একটি শব্দ নেই যার অর্থ হচ্ছে চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা।

এই শেষ কথাগুলি কুমারী দ্য সেঁতিইভকে অদ্ভুতরকমে খুশি করল।

কুমারী দ্য কের্কাবঁ আচার্যকে বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরাই ওঁকে দীক্ষিত করবো, আমরাই ওঁকে দীক্ষা দেব। দাদা, সে সম্মান তোমারই হবে। আর আমি হব ওঁর গড মাদার, পালিতা মা। অ্যাবে দা সেঁতিইভ পুণ্য কুণ্ডের কাছে ওঁকে নিয়ে যাবেন। ধর্মানুষ্ঠানটা ভালোই হবে। সারা ব্রিটেনে এই নিয়ে কথা বলবে সবাই, আমাদের সম্মান দেখাবে খুব।

গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে সবাই একমত হলেন। সবাই তাঁরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলেন : আমরা ওঁকে দীক্ষাস্নান করাবো।

হুরোণ তাঁদের এই রকম উল্লাসে বাধা দিয়ে বললেন—ইংল্যান্ডে সবাই তাদের খুশিমত বেঁচে থাকার অনুমতি পায়। যে প্রস্তাবটি তাঁকে দেওয়া হলো তাতে তাঁর সম্মতি ছিল না। তিনি তাদের একথা না বলে পারলেন না যে হুরোণদের

আইন অবিকল লোয়ার ব্রিটেনীর মত—কোথাও এতটুকু ইতরবিশেষ নেই। পরের দিন তিনি ফিরে আসবেন এই কথা বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তারা থামলেন বারবাডো থেকে আনা তাঁর জলের বোতলটি নিঃশেষ ক'রে। তারপরে সবাই গেলেন ঘুমাতে।

হুরোণকে তাঁর ঘরে পোঁছে দেওয়া হলো। কেমন ক'রে হুরোণ বিছানার ওপরে শোন, দরজার গায়ে একটা ফুটো দিয়ে তাই দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না কুমারী দ্য কের্কাবি এবং তাঁর বান্ধবী কুমারী দ্য সেঁতিইভ। তাঁরা দেখলেন হুরোণ মেঝের ওপরে কম্বল বিছালেন, এবং তার ওপরে শুলেন। এমন-ভাবে শরীরটিকে তিনি এলিয়ে দিলেন বিশ্বের মধ্যে যাকে বলা যায় অপরূপ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## মাস্টার সিমপল নামে কথিত হুরোণকে সকলেই আত্মীয় ব'লে স্বীকার করলেন

চিরদিনের অভ্যাসমত মাস্টার সিমপল সূর্য ওঠার সংগে সংগে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এই সময়টিকে বলে 'মোরগ-ডাকার সময়', হুরোণীয়াতে বলা হয় 'দিনের তূর্যনাদ'। সূর্য তাঁর দৈনন্দিন পরিক্রমার অর্দ্ধেকটা পথ এগিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত অলসভাবে বিনিদ্র অবস্থায় যারা বিছানার ওপরে গড়াগড়ি দেয়, কিন্তু তবু ওঠে না, এবং জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সন্দেহজনক অবস্থায় অতগুলি মূল্যবান ঘণ্টা নষ্ট করে, এবং যারা অভিযোগ করে যে জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী সেই সব কেতাব-দরস্ত মানুষদের তিনি অনুকরণ করতেন না।

ইতিমধ্যেই তিনি ছ' থেকে ন' মাইল চষে বেড়িয়েছেন, এবং একটি বাটুল দিয়ে পনোর জোড়া পাখি শিকার করেছেন। সেইগুলি নিয়ে ফিরে আসার পরে, তিনি দেখলেন পাহাড়ের ওপরে আমাদের মা মারীয়ার মঠের আচার্য তাঁর রুচিবতী ভগ্নীকে নিয়ে রাত্রিবাসের টুপী মাথায় দিয়ে তাঁদের ছোট বাগানটির মধ্যে পদচারণা করছেন। প্রভাতকালের পরিশ্রমের ফসলগুলি তিনি তাঁদের কাছে সমর্পণ করলেন। ছোট তাবিজের মত একটা জিনিস সব সময় তিনি গলায় পরে থাকতেন; সেইটা তিনি বুকের ভেতর থেকে বার ক'রে তাঁরা যে দয়া করে তাঁকে অভ্যার্থনা করেছেন সেইজন্যে সেটি গ্রহণ করতে তাদের তিনি অনুরোধ জানালেন।

তিনি বললেন: আমার যা কিছু রয়েছে সেগুলির মধ্যে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান। যতদিন এই ছোট খেলনাটা আমার কাছে থাকবে ততদিন আমার কোনো

দুঃখ থাকবে না। এই কথা গণকরা আমাকে বলেছেন। আপনারা যাতে চিরকাল সুখে থাকতে পারেন সেইজন্যে আমি এটি আপনাদের দিচ্ছি।

হুরোণের সেই সরল কথা শুনে আচার্য এবং তাঁর ভগ্নী একটু মুচকি হাসলেন। যুবকটির মূর্খতা দেখে মনে হলো তাঁদের হাসির মধ্যে একটু করুণা মেশানো ছিল। সেই উপহারের ভেতরে দুট প্রতিকৃতি ছিল। দেখলেই মনে হবে সেগুলি খুবই অপটু হাতের আঁকা। প্রতিকৃতি দুটি একসঙ্গে বাঁধা ছিল চর্বিমাখানো সুতো দিয়ে।

হুরোণীয়াতে কোনো চিত্রকর রয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন কুমারী দ্য কের্কাবঁ।

মাষ্টার সিমপল বললেন: না। ছবি আঁকার কৌতূহল আমার হয়েছিল ধাইমায়ের কাছ থেকে। কানাডার ফরাসীরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সেই যুদ্ধে ধাইমার স্বামী একজন ফরাসী সেনানীকে হারিয়ে তার পোশাকগুলি কেড়ে নিয়েছিলেন। সেইগুলির ভেতর থেকে ছবিগুলি তিনি পেয়েছিলেন। আমার জ্ঞান এই পর্যন্ত।

আচার্য গভীর মনোযোগ সহকারে ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর মুখের রঙ বদলালো, তাঁর হাত দুটি কাঁপতে লাগলো; মনে হলো, তিনি বেশ অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

তিনি চেঁচিয়েই বললেন: পর্বতবাসিনী মা মারীয়ার দিব্যি, আমার খুব বিশ্বাস এই মুখগুলি হচ্ছে আমার ভাই ক্যাপটেনের আর তার স্ত্রীর মুখ।

একই রকম অভিভূতা হয়ে তাঁর ভগ্নী সেই ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁরও মনে হলো আচার্য ঠিক কথাই বলেছেন। এই দেখে তাঁরা দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন; তাঁদের মন যুগপৎ আনন্দ আর দুঃখে আন্দোলিত হলো। তাঁদের দুজনের মনই দ্রবীভূত হলো, তাঁরা দুজনেই কাঁদলেন, তাঁদের দুজনেরই বুকের মধ্যে তোলপাড় ক'রে উঠলো রক্ত; তাঁরা কেঁদে ফেললেন, পরস্পরের হাত থেকে ছবিগুলি নিয়ে তাঁরা টানাটানি করলেন; এবং সেকেণ্ডে কম ক'রে কুড়ি বার ছবিগুলি তাঁদের হাত পরিবর্তন করল। মনে হলো চোখ দিয়ে তাঁরা হুরোণের ছবিগুলি গিলে খাবেন। তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন; মাঝে-মাঝে দুজনে একসঙ্গে দুজনকে প্রশ্ন করলেন; জানতে চাইলেন কখন আর কোথায় আর কেমন ক'রে সেই ক্ষুদে ছবিগুলি ধাই-এর হাতে এসে পড়েছিল। তাঁদের হারানো ভাই ক্যাপটেন সেদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁরা সময় নিয়ে নানারকম যোগবিয়োগ করলেন। তিনি যে হুরোণদের দেশ পর্যন্ত গিয়েছিলেন সেই সংবাদ তাঁরা পেয়েছিলেন ব'লে মনে পড়লো তাঁদের। তারপর থেকে তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো সংবাদ তাঁরা পান নি।

'হুরোণটি তাঁদের বলেছিলেন যে বাবা বা মা কাউকেই তিনি জানেন না। আচার্য

ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি লক্ষ্য করলেন যে হ্রোণোর ছোট্ট একটু দাড়ি রয়েছে ; এবং তিনি বেশ ভালোভাবেই জানতেন যে হ্রোণদের কোনো দাড়ি থাকে না। তাঁর থুতনিটা ছিল কিছু লোমশ। সেইজন্যে তিনি হচ্ছেন কোনো ইউরোপবাসীর সন্তান।

তিনি বললেন ঃ ১৬৬৯ সালে আমার ভাই আর তাঁর স্ত্রী হ্রোণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর তাদের দেখা যায় নি। আমার ভাইপো তখন নিশ্চয় মাতৃদুগ্ধ পান করতো। সেই হ্রোণ ধাইটি নিশ্চয় সেই শিশুটিকে রক্ষা করে তাকে লালনপালন করেছিল।

অবশেষে হাজারটা প্রশ্ন করার আর হাজারটা উত্তর শোনার পরে, আচার্য এবং তাঁর ভগ্নী এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে হ্রোণটি হচ্ছেন তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ; দুচোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়লো তাঁদের ; এবং একজন হ্রোণ যে লোয়ার ব্রিটেনীর আচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র হতে পারে এই ভেবে মাষ্টার সিমপল খুব হাসলেন।

সবাই মিলে নিচে নেমে এলেন। মাসিয়ার দ্য সেঁতিইভ মানুষের চেহারা দেখে তার পরিচয় বার করতে খুবই দক্ষ ছিলেন। হ্রোণের চেহারার সংগে ছবি দুটি মিলিয়ে দেখলেন তিনি, হ্রোণ তাঁর চোখ দুটি পেয়েছেন তাঁর মায়ের, তাঁর কপাল আর নাকটি পেয়েছেন প্রয়াত ক্যাপটেন কের্কাবঁ-র ; এবং গালদুটি পেয়েছেন দুজনের।

কুমারী দ্য সেঁতিইভ হ্রোণের বাবা বা মা কাউকেই দেখেন নি ; তবু তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে তাঁদের দুজনের সংগেই হ্রোণের হুবহু সাদৃশ্য ছিল। পরম দয়াময় ঈশ্বর এবং এই বিশ্বের ঘটনার যোগসূত্রকে তাঁরা ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এক কথায়, হ্রোণের জন্ম সম্বন্ধে তাঁরা এতই নিশ্চিত হয়েছিলেন, প্রমাণগুলিকে তাঁরা এতই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছিলেন যে হ্রোণ নিজেই রাজি হলেন আচার্যের ভাইপো হতে ; বললেন যে, অন্য যে-কোনো মানুষের মত তাঁকে কাকা বললেই তিনি মেনে নিচ্ছেন।

পর্বতাসীনা আমাদের মা মারীয়ার মন্দিরে আ... গেলেন ধন্যবাদ জানাতে ; আর হ্রোণ ব্যাপারটার ওপরে কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে ঘরে গিয়ে মদ খেয়ে ফূর্তি করতে লাগলেন।

যে সব ইংরেজ তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল তাদের জাহাজ ভাসানোর সময় হয়েছিল। তারা এসে তাঁকে জানালো যে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে।

তিনি তাদের বললেন—কোনো কাকা বা কাকী অথবা পিসীর সংগে সম্ভবতঃ তোমাদের দেখা হয় নি। আমি এখানে থাকবো। তোমরা প্লীমাথে ফিরে যাও। আমি বর্তমানে আচার্যের ভাইপো। এই পৃথিবীতে আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই, তাই আমি আমার সব পোশাক-আসাক তোমাদের দিয়ে দিলাম।

লোয়ার ব্রিটেনীর সঙ্গে হ্যুরোণের কোনো সম্বন্ধ রয়েছে, কি, নেই সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করেই ইংরেজরা জাহাজ ভাসিয়ে চলে গেল।

জ্যেঠা-কাকা-পিসে-মামা-মেশো, জ্যেঠী-কাকী-পিসী-মামী-মাসী এবং অন্যান্য সকলের 'প্রভু, তোমার জয় হোক' কীর্তন করার পরে, ম্যাজিস্ট্রেট আর একবার অজস্র প্রশ্নের ঘূর্ণাবর্তে হ্যুরোণকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানোর পরে, সমবেত ভদ্রমহোদয় এবং মহোদয়াদের বিস্ময়, আনন্দ আর অনুগ্রহ-বিতরণ পর্ব শেষ হওয়ার পরে, সকলেই সিদ্ধান্ত নিলেন যে মাস্টার সিমপলকে যত শীঘ্র সম্ভব দীক্ষাস্নান দিতে হবে। কিন্তু বাইশ বছরের দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান চেহারার হ্যুরোণের কাছে, পুনর্জন্ম বলতে কী বোঝায় সে-সম্বন্ধে যে শিশুটির বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, এটা ছিল অন্য ব্যাপার। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল সেবিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছিল না ; কিন্তু সেইটাই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ালো ; কারণ, অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ মনে করেছিলেন, যে মানুষ ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করে নি তার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকতে পারে না।

আচার্য অবশ্য সকলের কাছে এই মন্তব্য করলেন যে যদিও তাঁর বুদ্ধিমান ভাইপোটি লোয়ার ব্রিটেনীতে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি তবু কেবল সেইজন্যেই তিনি যে কাণ্ডজ্ঞানবিরহিত সেকথা প্রমাণিত হয় না ; কারণ সব প্রশ্ন-গুলিরই তিনি বেশ বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন। এবং তাঁর বাবা এবং মা, দুজনের গুণ দিয়েই যে প্রকৃতি তাঁর ওপরে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন একথা বলতে কারও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তারপরে, তিনি কোনো বই পড়েছেন কিনা সেকথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন র‍্যাবেলের ইংরেজী অনুবাদ তিনি পড়েছেন, কন্ঠস্থ করেছেন শ্যেকস্পীয়রের কিছু কিছু অংশ। অ্যামেরিকা থেকে প্লীমাথের আসার সময় জাহাজের যিনি ক্যাপটেন ছিলেন বইগুলি ছিল তাঁরই সম্পত্তি ; সেই বইগুলি পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন ! সেই বইগুলির সম্বন্ধে নানান ধরনের প্রশ্ন করতে ভুললেন না ম্যাজিস্ট্রেট।

হ্যুরোণ বললেন : আমার ধারণা বইগুলির কিছু কিছু অংশ আমি বুঝতে পেরেছিলাম ; সবটা নয়। সেকথা আমি স্বীকার করছি।

অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ আলোচনা শুনে এই মন্তব্য করলেন যে ওই ভাবেই তিনি নিজে সব সময় পড়াশুনা করেছেন, এবং অন্য মানুষরাও আর কোনোভাবে পড়াশুনা করে না।

হ্যুরোণকে তিনি বললেন : তুমি নিশ্চয় বাইবেল পড়েছ।

মসিঁয়ে অ্যাবে, কোনোদিন না, কোনোদিন না ! ক্যাপটেনের বইগুলির মধ্যে ওটি ছিল না। ওই বইটির নামও কেউ আমার কাছে করে নি।

কুমারী দ্য কের্কাবি এই শুনে বললেন : হতভাগা ইংরেজদের আচরণ এই রকম ! বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের চেয়ে তারা বেশী পছন্দ করে শ্যেকসপীয়রের নাটককে, বড়দিনের কিশমিশ মেশানো হালুয়াকে, অথবা, এক বোতল রাম জাতীয় মদকে। এইজন্যে আমেরিকার একটি মানুষকেও তারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারে নি। তারা যে ঈশ্বরের অভিশপ্ত সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। খুব শীঘ্রই তাদের কাছ থেকে আমরা জামাইকা আর ভার্জিনিয়া জয় করে নেব।

সে-সব যাই হোক গে, সেনট মালোতে যে সব দর্জি বাস করতো তাদের মধ্যে সেরা দর্জিকে ডেকে পাঠানো হলো হুরোণকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাজানোর জন্যে। সবাই যে যার চলে গেলেন ; অন্য জায়গায় কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট স্থান ত্যাগ করলেন। কুমারী দ্য সেঁতিইভ সেই যুবক আগন্তুকটিকে দেখার জন্যে বিদায় নেওয়ার পরেও বারকয়েক তাঁর দিকে ফিরে এলেন ; এবং হুরোণ তাঁকে দেখে মাথাটা এত নিচু করে অভিবাদনের পর অভিবাদন জানালেন যে অত অভিবাদন জীবনে আর কাউকেই তিনি করেন নি।

বিদায় নেওয়ার সময় কলেজ থেকে পাশ করা একটি গর্দভ সন্তানকে কুমারী দ্য সেঁতিইভকে উপহার দিয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট ; কিন্তু হুরোণের বিনীত আচরণে তিনি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে সেই গর্দভটির দিকে তিনি একবারও ফিরে তাকালেন না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## মাষ্টার সিমপল নামে কথিত হুরোণকে দীক্ষা দেওয়া হলো

আচার্য দেখলেন হুরোণের কিছুটা বয়স হয়েছে ; এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ঈশ্বর তাঁকে একটি ভ্রাতুষ্পুত্র পাঠিয়েছেন। তিনি ভাবলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে তিনি যদি দীক্ষা দিতে পারেন, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রটি যদি তাঁর নির্দেশমত কাজ করতে রাজি হন তাহলে তাঁর যাজকপদের বৃত্তিটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে তিনি তুলে দিতে পারবেন।

হুরোণের স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই উচ্চমানের। লোয়ার ব্রিটেনীর কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে বাস করার ফলে তাঁর স্বাস্থ্যটি বেশ কষ্টসহিষ্ণু হয়েছিল, শক্তি অর্জন করেছিলেন তিনি কানাডার জলবায়ু থেকে। ফলে, তাঁর মাথাটি এত শক্ত হয়েছিল যে সে-মাথায় আঘাত লাগলেও তাতে তাঁর কিছু আসতো-যেতো না, আর সেই মাথার ভেতরে একটা কিছু গেঁথে দেওয়া হলে তা মুছে যেতো না কোনোদিনই। কোনো জিনিসই তিনি ভুলে যেতেন না। যে সব অবান্তর মূর্খ চিন্তাগুলি

আমাদের অভিভূত ক'রে ফেলে বাল্যকালে সেগুলি তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে সেটিকে কোনোদিন অকেজো ক'রে তুলতে পারে নি ; তাই কোনো জিনিসের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা ছিল খুবই জীবন্ত, এবং নিখুঁৎ। অবশেষে আচার্য এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছলেন যে তাঁকে তিনি 'নবসন্ধি' [ নিউ টেসটামেনট ] পড়াবেন। এই গ্রন্থটি হুরোণ খুবই আনন্দের সঙ্গে আদ্যোপান্ত পাঠ করলেন ; কিন্তু কখন আর কোন দেশে সেই গ্রন্থে বর্ণিত দুঃসাহসিক ঘটনাগুলি ঘটেছিল সে বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা না থাকায় তিনি নিঃসংশয়ে ধরে নিলেন যে সেই সব ঘটনাগুলি লোয়ার ব্রিটেনীতেই ঘটেছিল ; এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে ক্যায়াফাস আর পন্টিয়াস পাইলেটের একবার দেখা পেলে সেই দুটি বদমাইশের মাথাগুলি তিনি তাঁদের গর্দান থেকে নামিয়ে দেবেন।

তাঁর এই সরল এবং সৎ স্বভাবে তাঁর খুল্লতাত মুগ্ধ হয়ে শীঘ্রই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। তাঁর সেই শুভ প্রচেষ্টাকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন আচার্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁদের মাথাগুলিকে গর্দানচ্যুত করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ, একহাজার ছ'শ নব্বুই বছর পূর্বেই তাঁরা দেহরক্ষা করেছেন। অনতিবিলম্বেই হুরোণ সমস্ত বইটিকে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেললেন। মাঝে-মাঝে এমন কতগুলি কঠিন কাজ করার প্রস্তাব তিনি দিলেন যেগুলি শুনে আচার্য নিজেকে খুবই বিপদগ্রস্ত ব'লে মনে করলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে অ্যাবে-দ্য-সেঁতিইভের পরামর্শ নিতে হয়েছিলে। সেই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত বুঝতে না পেরে, হুরোণের সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলার জন্যে অ্যাবে লোয়ার ব্রিটেনীর যীশুসংঘের একজন ফাদারকে নিয়ে এলেন।

অবশেষে পরম করুণাময় ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করলেন। হুরোণ খ্রীশ্চান হতে প্রতিজ্ঞা করলেন। খ্রীশ্চান হতে গেলে প্রথমেই যে তাঁকে সুন্নত [ লিঙ্গাগ্রের চর্ম ছেদন ] করতে হবে সেবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি বললেন ঃ যে বইটি আমার হাতে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এমন একজন পুরুষ আমার চোখে পড়ে নি যাকে সুন্নত করতে হয় নি। এই থেকেই প্রতীয়মান হয় যে আমাকেও সেটি অবশ্যই বর্জন করতে হবে ; এবং যত তাড়াতাড়ি তা করা যায় ততই মঙ্গলজনক।

গ্রামের শল্য চিকিৎসককে তিনি ডেকে পাঠালেন , তিনি ঠিক করেছিলেন তাঁকে দিয়েই অস্ত্রোপচারটি তিনি করাবেন। তিনি ভেবেছিলেন কাজটি সুসম্পন্ন হলে কুমারী দ্য কের্কাব' এবং অন্য সবাইকেই তিনি খুবই আনন্দ দিতে পারবেন। শল্য চিকিৎসক এরকম অস্ত্রোপচার জীবনে আর কখনও করেন নি। এই ঘটনাটি আচার্য এবং তাঁর ভগ্নীকে তিনি জানালে সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। দয়াময়ী মহিলা কের্কাব' জানতেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রটি পয়লা নম্বরের গোঁয়ার এবং

কোনো কিছু করার ব্যাপারে অতিশয় তৎপর। পাছে তিনি নিজেই নিজের ওপরে অনভিজ্ঞের মত অস্ত্রোপচার করে বসেন এই ভয়ে কুমারী দ্য কের্কাবি' কাঁপতে লাগলেন। তার ফলে যে বিষময় ফল হবে তার জন্যে যুবতীরাই সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হয়েছিলেন ; কারণ, তাঁদের হৃদয়গুলি ছিল দয়ার আধার।

আচার্য হুরোণের ভুলটিকে শুধরে দিলেন। তিনি বললেন, সুন্নত করা আজকালকার রীতি নয়, এবং দীক্ষাস্নান অধুনা খুবই সরল আর সেই সঙ্গে বেশী স্বাস্থ্যকর হিসাবে পরিগণিত হয়েছে ; সেই সঙ্গে জানালেন যে ঈশ্বরানুগ্রহের আধুনিক বিধানটি পুরাকালের মত জোর জুলুমের আর কষ্টসাধ্য বিধান নয়। হুরোণের বিচারবুদ্ধি আর প্রকৃতি দুটিই ছিল ভালো। তিনি এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন ; কিন্তু শীঘ্রই তাঁর ভুলটা স্বীকার ক'রে নিলেন। এই রকম ঘটনা ইয়োরোপের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সচরাচর ঘটে না। এক কথায়, তাঁদের খুশিমত যে কোনো সময় দীক্ষাস্নান করতে তিনি রাজি হলেন।

কিন্তু তার আগে পাপস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল ; এবং এই বাধাটিকে অতিক্রম করা ছিল খুবই কষ্টকর। তাঁর কাকা তাঁকে যে বইটি দিয়েছিলেন সেটি সব সময় তাঁর পকেটে থাকতো। একজন প্রেরিত শিষ্যকেও যে পাপস্বীকার করানো হয়েছে এরকম নজির সেই বইটির কোথাও তিনি খুঁজে পান নি ; আর এইটিই তাঁকে খুবই অস্থির ক'রে তুললো। সাধু জেমস-এর লিখিত একটি পত্রের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আচার্য তাঁকে শান্ত করলেন। সেই পত্রে এই কথাগুলি লেখা রয়েছে ঃ 'পরস্পরের কাছে নিজেদের পাপস্বীকার কর।' এই কটি কথা নাস্তিকদের কাছে অনেক গোলমালের সৃষ্টি করেছে। হুরোণ কোনো বাদ-প্রতিবাদে না গিয়ে একজন কট্টর ফ্রান্সিসপন্থীর কাছে তাঁর পাপস্বীকার করলেন। নিজের পাপস্বীকার করার পরে, পাপস্বীকার শোনার চেয়ার থেকে সাধুটিকে টেনে আনলেন তিনি ; তারপরে, শক্ত হাতে তাঁকে টেনে ধরে, নিজের চেয়ারে বসলেন ; তারপরে সাধুকে তাঁর সামনে নতজানু ক'রে বসালেন।

'আসুন বন্ধু ; বই-এ লেখা রয়েছে যে আমরা পরস্পরের কাছে নিজেদের পাপ স্বীকার করবো। আপনার কাছে আমি আমার পাপস্বীকার করেছি। এবার আপনাকে আমার সামনে পাপস্বীকার না করলে চলবে না।'

এই কথা ব'লে, তিনি তাঁর শক্ত হাঁটুটা দিয়ে তাঁর প্রতিপক্ষের পেটের ওপরে চাপ দিলেন। সাধুটি রেগে গর্জিয়ে এবং যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠলেন। সেই শব্দে গীর্জা মুখরিত হয়ে উঠলো। চারপাশ থেকে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এলো সবাই। তারা এসে দেখলো যে নবিশটি সাধু জেমসের নামে সন্ন্যাসীটির জামার আস্তিন পাকড়ে ধ'রে আছেন। একজন 'লোয়ার ব্রিটেনী', একজন হুরোণ, এবং একজন ইংরাজকে যুগপৎ দীক্ষাস্নান করানোর আনন্দে সবাই এতবেশী মশগুল

হয়ে উঠেছিল যে ওই জাতীয় ক্ষুদ্র এবং অদ্ভুত ঘটনাগুলি তাদের মনে কোনো রকম রেখাপাত করতে পারলো না। কিছু কিছু শাস্ত্রবিদ্‌ও রয়েছেন যাঁরা মনে করেন পাপস্বীকার করার কোনো প্রয়োজনীয়তাও নেই ; কারণ দীক্ষাস্নানের মধ্যেই সব কিছু অনুষ্ঠান বিধৃত রয়েছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্যে সেনট মালোর ধর্মপালকে নির্বাচিত করা হলো। একজন হুরোণকে দীক্ষা দেওয়ার অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার সুযোগ পেয়ে তিনি যে খুবই গর্ব অনুভব করেছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য।

বেশ সেজেগুজে অনুচরবর্গের সংগে কদম কদম এসে উপস্থিত হলেন তিনি! পেছনে-পেছনে এলেন তাঁর অধীনস্থ পুরোহিতের দল। ঈশ্বরের আশীর্বাদে কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর সব চেয়ে সুন্দর গাউন পরলেন, এবং অনুষ্ঠানে সুন্দরী হিসাবে গণ্য হওয়ার উদ্দেশ্যে সেনট মালো থেকে ডেকে পাঠালেন একজন নাপিতকে তাঁর কবরী রচনা করার জন্যে। সব বিষয়ে কৌতূহলী ম্যাজিস্ট্রেট অঞ্চলের সব দিক থেকে ঝেঁটিয়ে লোক নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। গীর্জাটিকে সাজানো হলো চমৎকারভাবে। কিন্তু পূত জলকুণ্ডের কাছে হুরোণকে যখন ডাকা হলো তখন তাঁকে পাওয়া গেল না।

তাঁর কাকা আর পিসী সর্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়ালেন। শিকারে যাওয়াই তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল। সবাই ভাবলেন তিনি বোধ হয় শিকার করতেই বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবাই আশপাশের বনজংগল আর গ্রামগুলিতে তাঁকে অন্বেষণ করে বেরোলেন। কিন্তু হুরোণের কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। তাঁদের ভয় হ'তে লাগলো হয়ত তিনি ইংলণ্ডেই ফিরে গিয়েছেন। তিনি যে দেশটিকে ভালোবাসেন একথা তিনি বলেছিলেন ব'লে কারও কারও স্মরণ হলো। আচার্য এবং তাঁর বোনকে সবাই বোঝালো যে সেদেশে কাউকে দীক্ষাস্নান করানো হয় না। এই শুনে তাঁদের ভাইপোর আত্মার সদগতির জন্যে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন তাঁরা। এই সব দেখে ধর্মপাল বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন ; ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি। আচার্য এবং অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ হয়ে পড়লেন হতাশ। তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্য নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সমস্ত পথচারীদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর সম্বন্ধে। কুমারী দ্য কের্কাবঁ কেঁদে ফেললেন। কুমারী দ্য সেঁতিইভ কাঁদলেন না ; কিন্ত গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাই দেখে মনে হলো মহিলা হিসাবে তিনি খুবই সাত্ত্বিক প্রকৃতির। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী র‍্যানসের তীরে ঝোপঝাড় আর শরগাছের বনে এইভাবে বিষণ্ণ বদনে তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এমন সময় তাঁরা দেখলেন নদীর মাঝখানে একটি বিরাট চেহারার মানুষ, বেশ সাদাটে, বুকের ওপরে দুটি হাত রেখে চিৎ সাঁতার কাটছে। এই দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন তাঁরা, এবং ছুটে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

কিন্তু কৌতূহল সব জিনিসের চেয়ে বলশালী। তাই তাঁরা শরগাছের মধ্যে নিঃসন্দেহে আত্মগোপন করলেন। এবং যখন তাঁরা বেশ বুঝতে পারলেন যে বাইরে থেকে তাঁদের কেউ দেখতে পাবে না, তখনই তাঁদের বাসনা হলো সেই ভাসমান পদার্থটিকে ভালোভাবে দেখার।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### হুরোণকে দীক্ষাস্নান করানো হলো

আচার্য এবং অ্যাবে নদীর ধারে ছুটে গিয়ে হুরোণকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি, তুমি ওখানে কী করছো ?

তিনি বললেন : সত্যি কথা বলতে কি, ভদ্রমহোদয়গণ, আমি দীক্ষাস্নানের জন্যে অপেক্ষা করছি। একঘণ্টা ধরে আমি একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি ; এবং আমাকে এইভাবে জলে হাবুডুবু খাওয়ানোটা খুব ভালো হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না।

আচার্য মিষ্টি ক'রে তাঁকে বললেন : শোনো বাপু ; লোয়ার ব্রিটেনীতে দীক্ষাস্নান করার রীতি এটা নয়। জামাকাপড় পরে আমাদের সঙ্গে তুমি চলে এস।

এই সব আলোচনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন কুমারী দ্য সেঁতিইভ। তিনি তাঁর সঙ্গিনীটিকে ফিস ফিস ক'রে বললেন : তোমার কি মনে হয় তাড়াতাড়ি উনি জামাকাপড় পরে ফেলবেন ?

হুরোণ অবশ্য আচার্যকে বললেন : আগের মত এখন আর আপনি যা-তা বলে আমাকে বোঝাতে পারবেন না। এযাবৎকাল আমি খুব ভালোভাবেই বইটি পড়েছি, অন্য কোনোভাবে যে দীক্ষাস্নান করা যায় না সেবিষয়ে আমি নিশ্চিৎ। রাণী ক্যানডেকের খোজাকে একটা ছোট নদীর মধ্যে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আপনি যে বইটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন সেই বইটির মধ্যেও লেখা এমন একটা মানুষের নাম আপনি আমাকে দেখান যাকে অন্য কোনোভাবে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। হয় আমি আদৌ দীক্ষাগ্রহণ করবো না ; অথবা, সমস্ত অনুষ্ঠান এই নদীর মধ্যে আপনাদের করতে হবে।

রীতি-নীতি যে সব পালটে গিয়েছে সে-সব কথা বলে তাঁকে বোঝানো বৃথা। তিনি বারবার কেবল রাণী ক্যানডেকের সেই খোজাটার কথাই বলতে লাগলেন। কুমারী দ্য সেঁতিইভ এবং তাঁর পিসীমা এতক্ষণ ধরে শরগাছের মধ্যে আত্মগোপন করে তাঁর হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। এ সম্বন্ধে হুরোণের সঙ্গে বাক্যালাপ করার

জন্যে তাঁদের অনুরোধ করা হলো। হুরোণের যে খোজার মত একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষের নাম উচ্চারণ করা উচিত নয় এই কথাটা তাঁকে বলার জন্যে তাঁদের অনুরোধ করা হলো, কিন্তু তাঁদের রুচি এতই পরিশীলিত যে এবিষয়ে তাঁরা কিছুই বলতে রাজি হলেন না; শেষকালে স্বয়ং ধর্মপাল এগিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে। সেটা বড় হেঁজিপেঁজি ব্যাপার নয়; কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু সুবিধে করতে পারলেন না। ধর্মপালের সঙ্গে হুরোণ তর্কযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন—আমার কাকা যে বইটি আমাকে দিয়েছেন তার মধ্যে লেখা আছে এমন একটা লোকের নাম আমাকে আপনি দেখিয়ে দিন নদীর মধ্যে ছাড়া অন্য জায়গায় যাকে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। যদি দেখাতে পারেন তাহলে, আপনি যা বলবেন তাই আমি করবো।

তাঁর পিসী হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করলেন কুমারী দ্য সেঁতিইভের কাছে তাঁর ভাইপোটি সেই প্রথম মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন। এতটা নোয়ালেন যা তিনি দলের অন্য কারও কাছে নোয়ান নি; এবং সেই সুদর্শনা যুবতীটিকে যতটা হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি সম্মান জানালেন এমন কি ধর্মপালকে অভিবাদন করার সময়েও তাঁর আচার-আচরণে ততটা সম্ভ্রম ফুটে ওঠে নি। সেই বিরাট মানসিক বেদনায় তিনি মনে করলেন কুমারী সেঁতিইভের শরণাপন্ন হওয়াটাই তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে। ব্রিটেনের রীতি অনুযায়ী হুরোণ যাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন সেই জন্যে তাঁকে রাজি করাতে, মহিলাটিকে অনুরোধ করলেন তিনি; কারণ, তাঁর ধারণা, নদীর স্রোতে দীক্ষাগ্রহণ করলে সত্যিকার খ্রীশ্চান তিনি কোনোদিনই হতে পারবেন না।

এতবড় গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের ভার পেয়ে মনে-মনে আনন্দ পেলেন কুমারী দ্য সেঁতিইভ; লজ্জায় মুখটা তাঁর একটু লালিম হয়ে গেল। বিনীতভাবে হুরোণের কাছে গিয়ে বেশ ভদ্রভাবে তাঁর হাতে একটি মৃদু মোচড় দিয়ে বললেন: কি ব্যাপার! আমাকে খুশি করার জন্যে আপনি কি কিছুই করবেন না?

এই কথাগুলি বলার সময়, তিনি তাঁর চোখদুটিকে নামালেন; তারপরেই কমনীয় ভ্রূভঙ্গী ক'রে সে দুটিকে আবার তুলে ধরলেন।

'ও, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনি আমাকে যা বলবেন—যা নির্দেশ করবেন সব আমি করব—সে জলে দীক্ষাস্নানই হোক, আগুনে নেমে অথবা রক্তে স্নান করেই হোক, সব আমি করব।

আচার্যের পীড়াপীড়িতে, ম্যাজিস্ট্রেটের বারংবার জিজ্ঞাসাবাদে, ধর্মপালের যুক্তিতে যা হলো না, মাত্র দুটি কথায় সেই কাজ সুসম্পন্ন করার গৌরব অর্জন করলে কুমারী দ্য সেঁতিইভ। তিনি যে জয়লাভ করেছিলেন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন; কিন্তু তার গুরুত্বটা তখনও তিনি ভালোভাবে বুঝতে পারেন নি।

দীক্ষাস্নানের অনুষ্ঠান শেষ হলো; এবং হুরোণ তা গ্রহণ করলেন যথোপযুক্ত

ভব্যতা, আড়ম্বরতা আর যেভাবে গ্রহণ করা উচিৎ ঠিক সেইভাবে। অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ এবং তার ভগ্নী প্রস্তাব দিলেন যে পবিত্র কুণ্ডের কাছে হুরোণকে তাঁরা নিয়ে যাবেন। তাঁর কাকা এবং পিসী সেই প্রস্তাবে মত দিতে বাধ্য হলেন। ধর্মমা হওয়ার আনন্দে কুমারী দ্য সেঁতিইভের চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। সেই উঁচু ধরনের খেতাবটি কীভাবে যে তাঁকে বেঁধে ফেলেছিল তা তিনি বুঝতে পারেন নি। সম্মানটিকে গ্রহণ করলেন তিনি ; কিন্তু তার মারাত্মক ফল সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন।

এমন কোনো অনুষ্ঠানের কথা আমরা শুনি নি যার পরে কোনো ভোজের ব্যবস্থা হয় নি। সেইজন্যে দীক্ষাস্নানের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে সবাই খাবার টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন। এই দেখে লোয়ার ব্রিটেনীর রসিক মানুষেরা মন্তব্য করলেন যে তাঁদের সুরাকে দীক্ষাস্নান করাতে তাঁরা চান না। আচার্য বললেন রাজা সলোমনের মতে, সুরা মানুষকে আনন্দ দেয়। প্রভু ধর্মপাল সেই সঙ্গে বললেন যে কুলপিতা যুডার উচিৎ ছিল তাঁর গাধার বাচ্চাটাকে দ্রাক্ষালতায় বেঁধে দ্রাক্ষার রক্তে তাঁর আলখাল্লাটিকে চুবিয়ে দেওয়া ; আর লোয়ার ব্রিটেনীতে সেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন, কারণ, ঈশ্বর লোয়ার ব্রিটেনীর জন্যে কোনো দ্রাক্ষালতার ব্যবস্থা করেন নি। হুরোণের দীক্ষাগ্রহণের জন্যে সবাই একটা ভালো কথা বলার চেষ্টা করলেন, এবং তাঁর ধর্মমার উদ্দেশ্যে শিষ্টাচার প্রদর্শন করলেন। মানুষকে সব সময় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রশ্ন করাই ছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ; হুরোণ তাঁর প্রতিশ্রুতি মেনে চলবেন কিনা সেকথা তাঁকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

হুরোণ বললেন : আমার সর্বস্ব আমি কুমারী দ্য সেঁতিইভের কাছে জমা রেখেছি। প্রতিশ্রুতি মেনে না চলা আমার পক্ষে কি সম্ভব ?

এর পরে হুরোণের বেশ উৎসাহ দেখা গেল। ধর্মমার স্বাস্থ্যকামনায় অনেক-গুলি সুরার পাত্র পর-পর তিনি গলার মধ্যে ঢাললেন।

তারপরে তিনি বললেন : আপনি নিজের হাতে আমাকে যদি দীক্ষাস্নান করাতেন তাহলে আমার ঘাড়ের যে অংশে জল ঢালা হয়েছিল সেই অংশটি পুড়ে যেত।

ম্যাজিস্ট্রেট ভাবলেন হুরোণ কথাটা বেশ কবিত্ব করেই বলেছেন। তিনি জানতেন না যে কানাডাতে রূপকই হচ্ছে অতি ব্যবহৃত একটি বাক্যালংকার। কিন্তু হুরোণের ধর্মমা এই কথা শুনে খুব খুশি হলেন।

দীক্ষাস্নানের পরে হুরোণের নাম দেওয়া হল হারকিউলিস [ মহাকায় ]। সেনট মালোর ধর্মপাল এই মহান সাধুটির নাম কোনোদিন শোনেন নি। তাই তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোন মহাজন। যীশুসংঘের ফাদারটি খুবই শিক্ষিত মানুষ। তিনি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে হারকিউলিস একজন সাধু।

তিনি বারোটি অলৌকিক কাজ করেছিলেন। ত্রয়োদশ অলৌকিক কাজটি আগের বারোটির চেয়ে অনেক বেশী আশ্চর্যজনক; কিন্তু সেটিকে ব্যাখ্যা করে বলা যীশুসংঘী কোনো ফাদারের উচিৎ হবে না। এটি হচ্ছে পঞ্চাশটি অনূঢ়া কন্যাকে একরাত্রিতে গর্ভবতী নারীতে রূপান্তরিত করা। সেইখানে একটি ভাঁড় বসেছিল। সে বেশ আন্তরিকভাবে এই অলৌকিক ঘটনাটি সকলের কাছে বর্ণনা করল। এই কাহিনীটি শুনে মহিলারা লজ্জায় তাঁদের চোখগুলি নামিয়ে নিলেন; হুরোণের চেহারা দেখে তাঁদের মনে হলো সাধুটির সুনাম রক্ষা করার শক্তি তাঁর রয়েছে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## হুরোণ প্রেমে পড়লেন

একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই দীক্ষাস্নানের আর ভোজন উৎসবের পর থেকে কুমারী দ্য সেঁতিইভ বেশ আগ্রহভরেই চাইছিলেন, এই রকম আর একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন হোক। সেইখানে ধর্মপাল মাষ্টার হারকিউলস সিমপলের সাহায্যকারিনী হিসাবে আবার তাঁকেই নির্বাচন করলে তিনি খুবই খুশি হবেন। তবে অবশ্য একটি শিক্ষিত পরিবারে ভালোভাবে মানুষ হওয়ার ফলে এই রকম সুকুমার অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করতে এমন কি নিজের কাছেও তিনি লজ্জা পেলেন; তা ছাড়া, নারী হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই লজ্জাশীলা। যদি কখনও তাঁর কোনো দৃষ্টি, কোনো কথা, কোনো হাবভাব, এবং কোনো চিন্তা কখনও প্রকাশ হয়ে পড়ত তাহলে সেটিকে একটি অপূর্ব মনোরম লজ্জার আড়ালে তিনি সুন্দরভাবে লুকিয়ে ফেলতেন। মহিলা হিসাবে তিনি ছিলেন বেশ কোমল প্রকৃতির, প্রাণবতী, এবং বিচক্ষণা।

ধর্মপাল চলে যাওয়ার পরেই, হুরোণ এবং কুমারী দ্য সেঁতিইভ পরস্পরের সঙ্গে দেখা করলেন। পরস্পরকে তাঁরা যে মনে-মনে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সেকথা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন নি। যে সব কথা সেদিন তাঁরা আলোচনা করেছিলেন সে-সম্বন্ধে আগে তাঁরা কিছু চিন্তাও করেন নি। যুবকটির মনে কোনো রকম মারপ্যাঁচ ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন যে তাঁকে তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন; এবং যে সুন্দরী আবাকাবাকে তিনি নিজের দেশে অত ভালোবাসতেন, সে যে তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না সেকথা পরিষ্কার ভাবে বলতে তিনি কোনো দ্বিধা করেন নি।

স্বভাবজাত লজ্জায় কুমারী দ্য সেঁতিইভ বললেন যে হুরোণের উচিৎ ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর কাকা আচার্য এবং তাঁর পিসীমার সঙ্গে এখনই আলাপ করা; আর তিনি

নিজে বিষয়টা নিয়ে তাঁর দাদা অ্যাবে দ্য সেঁতিইভের সঙ্গে একটু অলোচনা করবেন। এদিক থেকে কেউ যে কোনো বিরোধীতা করবেন না এই কথা ভেবে তিনি যে বেশ উৎফুল্ল হয়েছেন একথা বলতেও তাঁর কোনো আপত্তি হলো না।

যুবকটি বললেন এ বিষয়ে কারও কিছু মত নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। তাঁরা কী করবেন সেবিষয়ে অন্যদের কাছে গিয়ে তাদের মত নেওয়াটাকে তিনি যৎপরোনাস্তি হাস্যকর বলেই মনে করেন। তিনি এই বলে শেষ করলেন যে উভয় পক্ষ রাজি হলে তাদের মিলনকে সার্থক করার জন্যে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন না।

নিজের যুক্তিকে সমর্থন করার জন্যে তিনি বললেন—খাওয়ার, শিকার করার, বা ঘুমানোর ইচ্ছে হলে আমি কখনও কারও মত নিই নে। প্রেমের ব্যাপারেও সেই রকম যাকে আমরা পেতে চাই তার মতটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমার কাকা বা পিসী কারও সঙ্গেই আমি প্রেমে পড়ি নি বলে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে তাঁদের কারও সঙ্গে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আর আমার কথা যদি শোনো তাহলে বলতে পারি এবিষয়ে তোমার ও অ্যাবে দ্য সেঁতিইভের কোনো উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সভ্য সমাজের রীতিনীতিগুলি হুরোণ যাতে মেনে চলেন সেইজন্যে তিনি যে তাঁর সুচারু প্রভাব আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি খাটাবেন সেটা আমরা ধরে নিতে পারি। তাই এই কথা শুনে তিনি এমন কি একটু চটেও উঠলেন; কিন্তু তারপরেই নরম হলেন তিনি। এইভাবেই দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছিল, এবং কতক্ষণ চলতো তা বলা দুষ্কর, ঠিক এমন সময়ে সূর্য অস্তাচলের দিকে ঢ'লে পড়ায় ফলে বোনকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অ্যাবে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আচার্য এবং তাঁর ভগ্নী অনুষ্ঠান এবং দীর্ঘ ভোজে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের বিশ্রাম করতে দিয়ে হুরোণ চলে গেলেন। হুরোণী ভাষায় তাঁর প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে কিছু পদ্য লিখে কিছুটা রাত তিনি কাটালেন; কারণ, আমাদের জানা উচিৎ যে প্রেম মানুষকে প্রেমের কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করে নি বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের পরে, কুমারী দ্য কের্কাব'র সামনে আচার্য হুরোণকে এই কথাগুলি বললেন, কথাগুলি শুনে কুমারী দ্য কের্কাব'র মন বেশ দ্রবীভূতই হলো।

'প্রিয় বৎস, তুমি যে শেষ পর্যন্ত লোয়ার ব্রিটেনীর ক্রীশ্চান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছে তার জন্যে ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। আমার বেশ বয়স হয়েছে। আমার ভাই যে স্থাবর সম্পত্তি রেখে গিয়েছে তা অতি সামান্য। আমার আশ্রমটি বেশ বড়। তুমি যদি যাজকের

পেশা গ্রহণ কর, আশা করছি তা তুমি করবে, তাহলে তোমার হাতে সেই আশ্রমটি দিয়ে আমি অবসর নেব। বৃদ্ধ বয়সে আমার সান্ত্বনার পাত্র হয়ে, আমার সেই সম্পত্তি ভোগ করে তুমি বেশ আনন্দেই কাটাতে পারবে।

হুরোণ বললেন—কাকা, আপনার মঙ্গল হোক ; যতদিন পারেন আপনি বেঁচে থাকুন। যাজক হওয়া বলতে কী বোঝায় তা আমি জানি নে ; পদত্যাগ করা বা অবসর নেওয়া কাকে বলে তাও আমার অজানা। কিন্তু কোনো কিছুতেই আমার আপত্তি নেই—যদি অবশ্য আমার নিজের সম্পত্তি হিসাবে কুমারী দ্য সেঁতিইভকে আমি পাই।

'হায়, হায় বৎস ! তুমি একী বলছ ? সেই সুন্দরী যুবতীটিকে ভালোবেসে তুমি উন্মাদ হয়ে গেলে নাকি ?

'হ্যাঁ, কাকা—তাই !'

'হায়, হায় ! তাঁকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।'

'খুবই সম্ভব কাকা ; কারণ, আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় সে কেবল আমার হাতই ধরে নি, আমাকে বিয়ে করার কথাও দিয়েছে। আমি অবশ্যই তাকে বিয়ে করব'।

'আমি তোমাকে বলছি, তাকে বিয়ে করা তোমার কিছুতেই চলবে না। সে তোমার ধর্মমা। ধর্মপুত্রের হাতে প্রেমের মোচড় দেওয়া ধর্মমার কাছে একটি মারাত্মক পাপ, সমস্ত মানবিক এবং ঐশনীতির পরিপন্থী।

'তোমার নীতিশাস্ত্র গোল্লায় যাক, কাকা। তুমি ঠাট্টা করছ। ধর্মমাকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ হবে কেন ? বিশেষ ক'রে ধর্মমা যখন যুবতী আর সুন্দরী ! যে সব যুবতীরা দীক্ষাস্নানে সাহায্য করে তাদের বিয়ে করাটা যে অন্যায় সেরকম কথা তুমি যে বইটি আমাকে পড়তে দিয়েছিলে তার মধ্যে কোথাও তো লেখা নেই। তোমার বইটিতে যা নেই এমন অসংখ্য কাজ এইখানে যে হচ্ছে, এবং যা লেখা রয়েছে তা যে হচ্ছে না তা আমি প্রতিদিনই দেখছি। সেই সব কাজগুলি দেখে আমি যে বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েছি সেকথা তোমার কাছে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। দীক্ষাস্নানে আমার ধর্মমা হয়েছিল ব'লে, সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভকে আমি যদি না পাই তাহলে তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে তাকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব। এবং দীক্ষাস্নানের অনুষ্ঠানকে আমি নাকচ করে দেব।

আচার্য তো হতভম্ব ; কুমারী দ্য কের্কাবঁর চোখদুটি ছলছল।

কুমারী দ্য কের্কাবঁ বললেন : দাদা, খ্রীষ্টধর্ম পরিত্যাগ ক'রে আমাদের ভাইপোটির আত্মাকে কলুষিত করার দরকার নেই। আমাদের পবিত্র পোপমহোদয় এবিষয়ে তাঁর নির্দেশ দিতে পারেন। তাহলে সত্যিকার খ্রীশ্চান হয়েও, যাকে ভালোবাসে তাকে বিয়ে করে ও খুশি হ'তে পারবে।

বুদ্ধিমান হারকিউলিস এই শুনে তাঁর পিসীকে জড়িয়ে ধরলেন।

তিনি বললেন : ঈশ্বরের দোহাই, এই সুন্দর মানুষটি কে ? ছেলেমেয়েদের ভেতরে প্রেমের উচ্ছ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার মত উদারতা যাঁর রয়েছে সেই পোপ মহোদয় কোথায় থাকেন আমাকে বল। আমি এখনই তাঁর কাছে গিয়ে এবিষয়ে কথা বলব।

পোপ মহোদয় কে, এবং তাঁর সম্ভ্রম আর প্রতিপত্তি কতটা সেবিষয়ে বেশ ভালোভাবে তাঁরা তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন। এই শুনে হুরোণ আরও বেশী অবাক হয়ে গেলেন।

হুরোণ বললেন : কিন্তু কাকা, এসম্বন্ধে কোনো কথা তো তোমার বই-এ লেখা নেই। আমি তো ঘুরে বেড়িয়েছি। সমুদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। আমরা এখন সমুদ্রের উপকূলভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছি। পোপ মহোদয় এখান থেকে বারোশ মাইল দূরে ভূমধ্যসাগরের দিকে থাকেন। তাঁর ভাষাও আমি জানি নে। কুমারী দ্য সেঁতিইভকে ছেড়ে তাকে পাওয়ার জন্যে সেই মানুষটির কাছে আমাকে যেতে হবে। এটা এত হাস্যকর একটি প্রস্তাব যে আমার মাথায় তা ঢুকছে না, কিন্তু অ্যাবি দ্য সেঁতিইভ মাত্র কয়েক মাইল দূরে থাকেন। তাঁর কাছেই আমি প্রথমে যাব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তাকে আমি বিয়ে করব।

কুমারী দ্য কের্কাব' আচার্যকে বললেন—হায়, হায় দাদা ; আমাদের ভাইপোকে তুমি কোনোদিনই যাজক করতে পারবে না।

এই সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট খুবই বিরক্ত হলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন তাঁর ছেলের সঙ্গে কুমারী দ্য সেঁতিইভের বিয়ে দেবেন। তাঁর ছেলেটি তাঁর চেয়েও অনেক বেশী এবং অনির্ভরযোগ্য মূর্খ বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিল।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই ব'লে বুদ্ধিমান হারকিউলিস ছুটলেন তাঁর প্রেমিকার বাড়ীর দিকে। সেখানে হাজির হয়ে বাড়ীর বৃদ্ধ চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করলেন তার গৃহস্বামিনীর শোওয়ার ঘর কোনটা। ঘরের সন্ধান নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলেন। খিল মজুত না থাকায় দরজাগুলি খুলে গেল। খোলা দরজার ভেতর দিয়ে তিনি দৌড়ে গেলেন বিছানার দিকে।

ঘুম থেকে চমকে উঠে কুমারী দ্য সেঁতিইভ চিৎকার করে উঠলেন : কে ! কে ! তুমি, কী করছ ! থাম, থাম !

হ্যুরোণ উত্তর দিলেন ঃ  আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

এই বলেই তিনি তাঁর বৈবাহিক কর্তব্যগুলি প্রায় পালন করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু কুমারী সেঁতিইভ তাঁকে বাধা দিলেন। হাজার হোক তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত ; তাছাড়া, যুবতীজনোচিৎ ভব্যতার অভাব তাঁর ছিল না।

পরিহাস বলতে কী বোঝায় হ্যুরোন তা বুঝতেন না। তাঁর মনে হলো এগুলি হচ্ছে কর্তব্যকর্মকে এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা—একেবারে অবান্তর।

তিনি বললেন ঃ  আমার প্রথম প্রেমিকা আবাকাবা তোমার মত ব্যবহার করে নি। সততা বলে তোমার কিছু নেই। আমাকে বিয়ে করবে বলে তুমি কথা দিয়েছিলে ; কিন্তু তুমি আমাকে বিয়ে করবে না। কথা দিয়ে না রাখাটা হচ্ছে প্রথম নীতিভঙ্গের কাজ। তুমি যাতে তোমার কথা রাখতে পার সে-শিক্ষা তোমাকে আমি দেব। তোমাকে আবার আমি সতীত্বের পথে টেনে নিয়ে যাব।

নিজের পৌরুষ রক্ষার ব্যাপারে মাষ্টার সিমপল ছিলেন দুর্ধর্ষ, অকুতোভয়। দীক্ষাস্নানের সময় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল হারকিউলস। সেই পৃষ্ঠপোষক সিদ্ধ-পুরুষের যোগ্য শিষ্য তিনি ছিলেন ; এবং তিনি যে কত যোগ্য ছিলেন সেটা তিনি হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি যুবতীর আর্ত চিৎকারে, যুবতীটি যে সতী এবং বিচক্ষণ ছিলেন এথেকেই তা বোঝা যায়, আকৃষ্ট হয়ে বিজ্ঞ অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ তাঁর গৃহরক্ষী বৃদ্ধ অনুরক্ত ভৃত্য এবং গ্রাম্য যাজককে সঙ্গে নিয়ে সেইখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে আক্রমণকারীর সাহস কিছুটা শান্ত হলো।

অ্যাবে চিৎকার করে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ঃ  হায় ঈশ্বর ! প্রিয় প্রতিবেশী, কী করছ তুমি ?

যুবকটি উত্তর দিলেন ঃ  আমার যা করা উচিত। আমি আমার স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করছি।

কুমারী সেঁতিইভ তাঁর কাপড়চোপড় ঠিক করে নিলেন ; লজ্জাও তিনি বেশ পেয়েছিলেন। সমবেত প্রচেষ্টায় প্রেমিককে আর একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর আচরণ যে জঘন্য হয়েছে এইজন্যে অ্যাবে খুব তর্জনগর্জন করলেন। প্রকৃতির নীতির দোহাই দিয়ে হ্যুরোণ নিজের আচরণকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন প্রকৃতির নীতি কী তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। অ্যাবের মত হচ্ছে যা বাস্তব নীতি তাকে অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে ; এবং মানুষ যাকে প্রথা বলে স্বীকার করে নিয়েছে সেটিকে মেনে না চলাটা হচ্ছে নষ্টামি আর ব্যাভিচার। নোটারী, যাজক, সাক্ষীসাবুদ, চুক্তিপত্র এবং ঈশ্বরের বিধান এগুলিকে কিছুতেই পরিহার করা যায় না। বিজ্ঞ হারকিউলিস এর বিরুদ্ধে যে বক্তব্য রাখলেন সেই রকম বক্তব্য বর্বররাই চিরকাল রেখে এসেছে। সেটি হচ্ছে ঃ  আপনাদের কাছে বিয়ের ব্যাপারে

এতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এইজন্যে আপনারা নিশ্চয় দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ—যাকে বলে বদমাশ !

এই কথা শুনে, অ্যাবে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন : স্বীকার করছি, আমাদের ভেতরে কিছু মানুষ রয়েছে যারা কামুক প্রকৃতির আর প্রতারক ; এবং সমস্ত হুরোণকে যদি একটা শহরে জমা করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ওইসব চরিত্রের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে এখন অনেক মানুষও আছেন যাঁরা বিচক্ষণ, সৎ এবং বিদগ্ধ। এই সব মানুষরাই সামাজিক আইনগুলি প্রণয়ন করেছেন। আমাদের মধ্যে যিনি যত সৎ তিনি এই নিয়মগুলিকে ততবেশী মেনে চলেন। ধর্ম, নীতি আর সততার নীতিগুলিকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। সেইজন্যেই তাঁরা পাপীদের কাছে আদর্শের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

এই উত্তরটিতে কাজ হলো। হুরোণের মনটা যে ঝরঝরে ছিল সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই চাটুকার বাক্যগুলি শুনে কিছুটা নরম হলেন তিনি ; ভবিষ্যতের আশাও কিছু তার ভেতরে ছিল। এই কথার জালে সারা বিশ্বই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। প্রসাধন সমাপ্ত ক'রে ইতিমধ্যে কুমারী দ্য সেঁতিইভ সেখানে ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। বেশ ভব্যতা আর শিষ্টাচারের সঙ্গে কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো। কিন্তু এই ভব্যতা সত্ত্বেও, বুদ্ধিমান হারকিউলিসের চোখ দুটি চকচক করতে লাগলো। এর ফলে, তাঁর প্রণয়ী অবিরাম লজ্জা পেতে লাগলেন, এবং সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ লাগলেন কাঁপতে।

অনেক কষ্টে হুরোণকে তাঁর আত্মীয়দের কাছে ফিরে পাঠানো হলো। সেই সুন্দরী চটুলাক্ষী কুমারী দ্য সেঁতিইভ আলোচনার মাঝখানে কথা বলাটা আবার প্রয়োজন ব'লে মনে করলেন। যতই তাঁর মনে হলো হুরোণের ওপরে তাঁর প্রভাব রয়েছে ততই তিনি তাঁকে ভালোবাসলেন। তিনি তাঁকে চলে যেতে বাধ্য করলেন, কিন্তু তাঁকে চলে যেতে বলতে বেশ কষ্ট হলো তাঁর। অ্যাবে যে কুমারী দ্য সেঁতিইভের অনেক বছর ধরে কেবল দাদাই ছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর অভিভাবকও ছিলেন। হুরোণ চলে গেলে সেই ভয়ানক প্রেমিকের জোরজবরের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে বোনকে অনেক বোঝালেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গে অ্যাবের বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অ্যাবে গেলেন তাঁর কাছে বিষয়টা নিয়ে পরামর্শ করার জন্যে। বোনকে একটি সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে উপদেশ দিলেন। এটাকে একটা ভয়ংকর শাস্তি ব'লে মনে হলো তাঁর। বিশেষ কোনো ভাবাবেগের শিকার নয় এমন কোনো যুবতীর পক্ষে এটা এমন একটা শাস্তি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রেমে পড়েছে এমন কোনো যুবতীর পক্ষে এই ব্যবস্থা একটা মূর্তিমতী হতাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

আচার্যের বাড়ীতে ফিরে গিয়ে হারকিউলিস তাঁকে যা যা ঘটেছিল সব বললেন ;

কিছুই চেপে রাখলেন না। আচার্যের কাছ থেকে একই রকমের ধমক খেলেন তিনি; তার কিছু প্রভাব তাঁর ওপরে পড়লো তা সত্যি; কিন্তু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি রইলো অটুট। কিন্তু পরের দিন, প্রকৃতির আর চিরাচরিত রীতিগুলির নিয়ম আর নীতিগুলি নিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন বলে তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন এমন সময় অপমানজনক আনন্দের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জানালেন যে তিনি সন্যাসিনীদের আশ্রমে চলে গিয়েছেন।

এই শুনে তিনি বললেন: ভালো কথা; আশ্রমে গিয়েই তার সঙ্গে আমি আলাপ করব।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন: তা হবে না।

এই বলে আশ্রম জিনিসটা কী তা তিনি তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন শব্দটি যে ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে তার অর্থ হচ্ছে 'সভা'। সেই সভাতে যেতে পারবেন না কেন হুরোণ তা বুঝতে পারলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে বললেন, সেই সভাটা হচ্ছে একটা কয়েদখানার মত। মেয়েদের সেখানে আটকে রাখা হয়। প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই ভয়াভয়। এই রকম কোনো প্রতিষ্ঠান হুরোণীয়া এবং ইংলণ্ডে নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কথা শুনে হুরোণ প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অ্যাবে দ্য সেঁতিইভের চেয়ে কম নিষ্ঠুর ছিলেন না ইকালিয়ার রাজা। তিনি যখন তাঁর কন্যা আয়োলার, আয়োলা অ্যাবের বোনের চেয়ে কম সুন্দরী ছিলেন না, হারকিউলিসের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হলেন না সেই সময় হার্কিউলিসও এই রকম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে আসার অথবা প্রেমিকার সঙ্গে সেই আগুনে পুড়ে মরার জন্যে তিনি তৈরি হয়েছিলেন। এই ঘোষণায় কুমারী দ্য কের্কাবঁ এতই ভয় পেয়ে গেলেন যে তাঁর ভাইপোকে যাজকপদে অধিষ্ঠিত দেখার আশা তিনি বর্জন করলেন এবং এই ভেবে কাঁদতে লাগলেন যে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করার পরে নিশ্চয় কোনো শয়তান তাঁর ভাইপোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## ইংরেজদের তাড়িয়ে দিলেন হুরোণ

সরল হুরোণ সমুদ্রতীরের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গেলেন। দেখে মনে হলো খুবই বিষন্ন হয়েছেন তিনি। দুঃখের ছবি তাঁর সমস্ত দেহের ওপরে ফুটে উঠেছিল স্পষ্টভাবে। দু'-চোঙা বন্দুকটি তাঁর কাঁধের ওপরে বসানো; কোমর থেকে ঝুলছিল তাঁর একটি ধারালো বাঁকা তরোয়াল। যেতে-যেতে মাঝে-মাঝে এক আধটা

পাখি শিকার করলেন তিনি। প্রায়ই ইচ্ছে হলো নিজের বুকে গুলি মারার। কিন্তু কুমারী দ্য সেঁতিইভের জন্যেই যাহোক তখনও তাঁর বাঁচার একটু আগ্রহ ছিল। একবার তাঁর কাকাকে, একবার পিসীকে, একবার লোয়ার ব্রিটেনীকে এবং একবার দীক্ষাস্নানকে ক্রমান্বয়ে অভিশাপ দিতে-দিতে এগোতে লাগলেন তিনি ; মাঝে-মাঝে আবার তাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেও মনে করলেন। কারণ, যাঁকে তিনি ভালোবাসেন তাঁর সঙ্গে তাদের মাধ্যমেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর। তিনি ঠিক করলেন সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমটিকে তিনি পুড়িয়ে দেবেন ; কিন্তু পাছে তাঁর প্রেমিকা সেই আগুনে পুড়ে মরে সেই ভয়ে আশ্রমটিকে পোড়ানোর ইচ্ছাটিকে প্রশমিত করলেন তিনি। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন আবেগে তাঁর মন এতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যে পূর্বের আর পশ্চিমের ঝড়ে ও ইংলিশ প্রণালীর ঢেউগুলি ততটা উত্তাল হয়ে ওঠে না।

কোথায় যাচ্ছেন সেবিষয়ে কিছু না জেনেই খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন তিনি। এমন সময় একটা ঢাকের শব্দ তাঁর কানে এলো। অনেকটা দূরে বিরাট একটি জনতাকে তিনি দেখতে পেলেন। কিছু লোক উপকূলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে ; বাকিরা সব সেখান থেকে দৌড়ে যাচ্ছে পালিয়ে।

চারপাশে অসংখ্য চিৎকার আর আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো। ব্যাপারটা কী জানার জন্যে তাঁর বেশ কৌতূহল হলো। সাহস-ও তাঁর কম ছিল না। যেখানে প্রচণ্ড হইচই উঠছিল এই চিৎকার তাঁকে তৎক্ষণাৎ ঠেলে নিয়ে গেলো সেইদিকে। দু'একটা লাফ দিয়েই সেখানে পেঁছে গেলেন তিনি। বেসামরিক যোদ্ধৃবৃন্দের সেনাপতি আচার্যের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে ভোজন করছিলেন। তিনি তাঁকে তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললেন। চিনে ফেলেই দুটি হাত প্রসারিত ক'রে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন তিনি।

'আ! মাষ্টার সিমপল! উনি আমাদের হয়ে যুদ্ধ করবেন'।

বেসামরিক বাহিনীর যোদ্ধাদের চোখ মুখ ইতিমধ্যেই ভয়ে সাদা হয়ে গেছলো। সেনাপতির এই কথা শুনে তারা সেই ধাক্কা থেকে সামলে উঠলো ; তার পরে, সমস্বরে চিৎকার করল :

'উনি তো হুরোণ ; সরল, অপকট হুরোণ'।

হুরোণ জিজ্ঞাসা করলেন : ভদ্রমহোদয়গণ, ব্যাপারটা কী? আপনারা এত ভয় পেয়েছেন কেন? তারা কি আপনাদের প্রেমিকাদের সন্ন্যাসীদের আশ্রমে আটকে রেখেছে?

এই কথা শোনামাত্র অসংখ্য বিভ্রান্ত মানুষ চিৎকার করে উঠলো : ইংরেজরা যে জাহাজ থেকে সৈন্য নামাচ্ছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

হ্রোণ বললেনঃ ভালো কথা। তারা বীরের জাত। তারা কোনোদিন আমার প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায় নি।

সেনাপতিটি তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে তারা আসছে পাহাড়ের উপরে যে মঠটা রয়েছে তাকে লুঠপাঠ করতে, তার কাকার মদ খেতে, এবং সম্ভবতঃ, কুমারী দ্য সেঁতিইভকে নিয়ে পালিয়ে যেতে; বুঝিয়ে দিলেন যে. যে ছোট জাহাজটি ব্রিটেনীর উপকূলভাগে তাঁকে নামিয়ে দিয়েছিল তারা এসেছিল কেবল সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে উপকূলভাগটিকে পরিদর্শন করতে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করেই তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে; এবং, অঞ্চল অরক্ষিত হয়ে পড়ে রয়েছে।

তিনি বললেনঃ ব্যাপারটা যদি এই হয় তাহলে বলতে হবে তারা প্রকৃতির নীতি লঙ্ঘন করছে। তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার অনুমতি আমাকে দিন। তাদের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আমি বসবাস করেছি। তাদের ভাষা আমি জানি। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলব। আমার মনে হয় না তাদের কোনো খারাপ মতলব রয়েছে।

তাঁরা যখন এইরকম আলাপ আলোচনা করছিলেন সেই সময় ইংরেজদের যুদ্ধ-জাহাজ তীরে এসে ভিড়লো! এই দেখেই হুরোণ দৌড়ে গিয়ে একটা ছোটো ডিঙির ওপরে লাফিয়ে উঠে পড়লেন। তারপরে তাড়াতাড়ি নৌ-সেনাপতির জাহাজের ধারে নিজেই দাঁড় বেয়ে হাজির হলেন। ডিঙি থেকে জাহাজের ওপরে উঠেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন নিয়মমাফিক যুদ্ধ ঘোষনা না ক'রে তারা উপকূলভাগটিকে লুণ্ঠন করতে এসেছে একথা সত্যি কি না।

এই কথা শুনে নৌ-সেনাপতি আর তাঁর নাবিকরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো; তারপরে তাঁকে মদ খাইয়ে ফিরে পাঠিয়ে দিলে।

সরল হারকিউলিস এই অভ্যর্থনায় বিশেষ রাগান্বিত হয়ে তাঁর দেশের মানুষদের আর আচার্যের পক্ষে তাঁর পুরানো বন্ধুদের ধোলাই দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না। আশপাশের ভদ্রলোকের চারপাশ থেকে ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে। কিছু কামান তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। সেগুলিকে তিনি একটার পর একটা ছুঁড়ে গেলেন। ইংরেজরা উপকূলে নেমে এলো। তিনি তাদের আক্রমণ করার জন্য দৌড়ে গেলেন; এবং নিজের হাতে তাদের তিনজনকে নিহত করলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে যে রসিকতা করেছিল এমন কি সেই নৌসেনাপতিকেও তিনি আহত করলেন। তাঁর সেই শক্তি দেখে সমস্ত বেসামরিক সেনাবাহিনী খুবই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। ইংরেজরা উপকূল পরিত্যাগ ক'রে তাদের জাহাজের ওপরে উঠে পড়লো। সারা উপকূল জুড়ে উঠলো জয়োধ্বনিঃ 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন! চিরকাল' বেঁচে থাকুক আমাদের সরল হারকিউলিস।

তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্যে সবাই ছুটে গেলো। তিনি সামান্যই আঘাত

পেয়েছিলেন। সেই আঘাত থেকে সামান্য একটু রক্ত পড়ছিল। সেই রক্ত মুছে দেওয়ার জন্যে সকলের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হায়রে। এখন যদি কুমারী দ্য সেঁতিইভ থাকতেন তাহলে, তিনিই আমার এই ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিতেন!

যুদ্ধের সময় ম্যাজিস্ট্রেট একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে বসেছিলেন। হুরোণকে প্রশংসা করার জন্যে অন্য সকলের সংগে তিনিও সেখানে হাজির হলেন; গিয়ে দেখলেন প্রায় আধডজন যুবক তাঁর চারপাশে ঘিরে তাঁর সেবা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে হুরোণ যা বললেন তা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট বেশ বিস্মিত হলেন ঃ

'বন্ধুগণ, পাহাড়ের আচার্যকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করাটা কিছু নয়। আমাদের উদ্ধার করতে হবে একটি যুবতীকে। সেটাই হচ্ছে বড় কাজ।'

এই কথাগুলি শুনেই যুবকদের ধমনীতে রক্ত টগবগ ক'রে উঠলো। তাঁদের সংগে নিয়ে, তিনি সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমের দিকে এগোতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অনেক লোকই তাঁর পিছু পিছু চলতে আরম্ভ করেছে। তাদের অভিসন্ধির কথা ম্যাজিস্ট্রেট যদি সেনাধ্যক্ষকে তৎক্ষণাৎ না জানাতেন, এবং সেই প্রফুল্ল অভিযান-কারীদের পেছনে একদল সত্যিকার সামরিক বাহিনী পাঠানোর ব্যবস্থা যদি না করতেন তাহলে হুরোণের ইচ্ছাটিই পূর্ণ হতো। শেষ পর্যন্ত হুরোণকে তার কাকা আর পিসিমার কাছে ফিরিয়ে আনা হলো; তাঁরা চোখের জলে তাঁর সারা অংগটি ভিজিয়ে দিলেন, মিষ্টি কথায় অভিভূত করে ফেললেন তাঁকে।

তাঁর কাকা বললেন ঃ তুমি যে পাদরী, বা অনুযাজক কোনো দিনই হতে পারবে না তা আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তুমি হবে একজন সামরিক অফিসার; আমার ভাই ক্যাপটেনের চেয়েও সাহসী হবে এবং সম্ভবত, আরও দরিদ্র।

কুমারী দ্য কের্কাবি-র কান্না আর থামে না। তাঁকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন ঃ ভাইয়ের মত, ও-ও তাহলে কারও হাতে মারা যাবে। তার চেয়ে ওর পাদরী হওয়াই ভালো।

যুদ্ধের সময় হুরোণ গিনিতে বোঝাই বেশ বড়ো একটা থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেটি সম্ভবত ইংরেজদের নৌসেনাপতিই ফেলে গিয়েছিল। সেই অর্থ দিয়ে যে সমস্ত লোয়ার ব্রিটেনীকে কেনা যাবে, আর কুমারী দ্য সেঁতিইভকেও সম্মানিতা মহান রমণীতে পরিণত করা সম্ভব হবে সেবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি দেশের হয়ে যা করেছেন তার জন্যে পুরস্কার গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ভার্সেলিতে যাওয়ার জন্যে সবাই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সেনাপতি এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীরা তাঁকে প্রচুর পরিচয় এবং প্রশংসাপত্র দিয়ে দিলেন। আচার্য এবং তাঁর ভগ্নীও এই শুভ যাত্রার পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন।

রাজার সঙ্গে দেখা করার কোনো অসুবিধে তাঁর যাতে না হয় সেদিক থেকে সবাই ভরসা দিলেন তাঁকে। রাজার সঙ্গে পরিচয় হলেই এই অঞ্চলে বেশ মান্যগণ্য ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন তিনি। ইংরেজদের কাছ থেকে হুরোণ যে গিনির থলেটা পেয়েছিলেন তার মধ্যে আচার্য এবং তাঁর ভগ্নী নিজেদের সঞ্চয় থেকে আরও কিছু ঢুকিয়ে দিলেন। হুরোণ নিজেকেই বললেন ঃ

'রাজার সঙ্গে দেখা হলে কুমারী দ্য সেঁতিইভের সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার কথা তাঁকে আমি বলবো। তিনি নিশ্চয় আমার প্রস্তাবে অমত করবেন না।

এই ভেবে তিনি যাত্রা করলেন। সারা অঞ্চল আনন্দে গর্জন করে উঠলো। তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চারপাশে। তাঁর পিসীমার চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। কাকা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন। সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের মিষ্টি স্মৃতিগুলিকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি যাত্রা করলেন রাজদর্শনে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### রাজসভায় হাজির হলেন হুরোণ। পথে কয়েক জন হিউজিনটের সঙ্গে ভোজন করলেন

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সরলতার প্রতিমূর্তি হারকিউলিস সামুরে যাওয়ার রাস্তা ধরলেন; কারণ, সেই সময় রাজসভায় যাওয়ার অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। সামুরে এসে তিনি দেখলেন রাস্তায় লোকজন নেই বললেই হয়; অনেক পরিবারই আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে সেস্থান পরিত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি বিস্মিত হলেন; শুনলেন, ছ'বছর আগে ওখানকার লোকসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজারের ওপরে; কিন্তু তখন সেখানের লোকসংখ্যা ছ'হাজারের বেশী হবে না। রাত্রিতে ভোজন করার সময় সরাইখানায় এই কথাটা তিনি বলেছিলেন। সেই সময়ে খানার টেবিলে কয়েকজন প্রোটেসট্যান্ট উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন তিক্ত ভাষায় এর প্রতিবাদ করল; কয়েকজন রাগে কাঁপতে লাগলো, অন্য সবাই কাঁদতে-কাঁদতে বলল ঃ 'Nos dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus.

হুরোণ লাতিন ভাষা জানতেন না। তাই তাঁকে শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হলো। অর্থটি হচ্ছে ঃ 'আমরা আমাদের সুখের বাস্তুজমিগুলি পরিত্যাগ করছি; আমাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের দেশ ছেড়ে আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'পালিয়ে না গেলে, পোপকে আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হবে।'

'এবং কেন তাঁকে আপনারা স্বীকার করবেন না ? আপনারা বিবাহ করতে চান এরকম কোনো ধর্মমা তাহলে আপনাদের নেই ; কারণ আমি শুনেছি যে একমাত্র তিনিই এই রকম বিবাহের অনুমতি দেন।'

'বুঝলেন না, স্যার ? এই পোপ ব'লে বেড়াচ্ছেন যে তিনি সমস্ত রাজাদের প্রভু।'

'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের পেশা কী ?'

'কেন, স্যার। আমাদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছে কাপড়ের ব্যাপারী আর কারিগর।'

তিনি বললেন : 'আপনাদের পোশাক-আসাক আর তৈরি করা জিনিসপত্রের মালিক হওয়ার অধিকার এই পোপ যদি চান তাহলে, তাঁকে স্বীকার না ক'রে আপনারা ভালোই করেছেন ; এবং রাজাদের কথা যদি বলেন, এ বিষয়ে তাঁরা কী করবেন, না করবেন সেটা হলো তাঁদের ব্যাপার। তা নিয়ে নিজেদের আপনারা বিব্রত করছেন কেন ?'

এই কথা শুনে, কালো পোশাকপরা একটি বেঁটে গোছের লোক যুক্তির সূত্রটি তুলে নিয়ে দলটির অভিযোগগুলি বেশ বিস্তৃতার সংগে ব্যাখ্যা করলেন। 'নানতির এডিকট'গুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়ে তিনি এমন ভাবে একটি বক্তৃতা দিলেন, যে, পঞ্চাশ হাজার বাস্তুত্যাগীদের দুর্ভাগ্যের কথা এত করুণভাবে তিনি বর্ণনা করলেন যে, ক্রুদ্ধ সামরিকবাহিনীর হাতে যে আরও পঞ্চাশ হাজার মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় জানালেন যে সরলতার প্রতিমূর্তি হারকিউলিস অশ্রুবিসর্জন না ক'রে পারলেন না।

তিনি বললেন : যে মহান রাজার সুনাম এমন কি হুরোণদের দেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তিনি এইভাবে এতগুলি মানুষকে হত্যা করবেন এর কারণটা কী ? বেঁচে থাকলে তারা তো তাঁকে ভালোবাসতে পারতো ? যে হাতগুলি তাঁর সেবা করতে পারতো তাদের তিনি যে কেন বিনষ্ট করলেন তা আমি বুঝতে পারছি নে।

সেই বেঁটে বাগ্মীটি উত্তর দিলেন : 'কারণ, অন্যান্য মহান রাজাদের মতই, তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে তিনি কোনো কথা বললেই সব মানুষই সেই কথার অর্থ বুঝে তাঁর সংগে সায় দেবে। তাঁকে বোঝানো হয়েছিল যে তাঁর গায়ক লুলি যেমন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অপেরার সাজসজ্জা পরিবর্তন করতে পারেন সেই রকম তাড়াতাড়ি ধর্মপরিবর্তন করতে আমাদের বাধ্য করতে পারেন তিনি। ইতিমধ্যে পাঁচ থেকে ছ'হাজার মানুষকে, যারা তাঁর কাজে লাগতে পারতো, তিনি যে কেবল হারিয়েছেন তা নয়, তিনি তাদের শত্রুতেও পরিণত করেছেন ; আর ইংলণ্ডের যিনি এখন সর্বময় কর্তা সেই রাজা

উইলিয়ম এই সব নির্যাতিত ফরাসীদের নিয়ে কয়েকটি বাহিনী সৃষ্টি করেছেন ; তার ফলে তারাও তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। একাজ তিনি যদি না করতেন তাহলে তারাও তার জন্যে যুদ্ধ করতো।

'এই রকম দুর্ঘটনা আরও বেশী বিস্ময়কর এইজন্যে যে আমাদের বর্তমান পোপমহোদয়, যাঁর কাছে চতুর্দশ লুই তাঁর সাম্রাজ্যের একটি অংশ সমর্পণ করে নিজের ক্ষতি করেছেন, তিনি তাঁর প্রধান শত্রু। প্রায় ন'বছর ধ'রে দুজনের মধ্যে ভীষণ একটা বিবাদ চলছে। সেই বিবাদ এত দূরে গিয়ে পেঁৗচেছে যে, যে-বিদেশী সম্রাটের জোয়ালে ফ্রান্স এতদিন ধরে নিজেকে জুড়ে রেখেছিল ভবিষ্যতে একদিন সেই জোয়াল ঝেড়ে ফেলার আশা করছে সে ; এবং যে অর্থই হচ্ছে বিশ্বের ঘটনাবলীর মূল নিয়ামক, বিশেষ ক'রে সেই অর্থ রাজাকে জোগাতে আর সে রাজী নয়। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে এই মহান রাজার ক্ষমতা এবং স্বার্থকে সীমিত করা হয়েছে, এবং তারই জন্যে এমন কি তাঁর হৃদয়ের মহানুভবতাও মুছে গিয়েছে।

এই সব কথা হুরোণ যতই শুনতে লাগলেন ততই তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। যে সম্রাটের সুনাম হুরোণদের দেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর সঙ্গে যারা প্রতারণা করছে সেই ফরাসীরা কে জানতে চাইলেন তিনি।

এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে দলের একজন বলল : তারা হচ্ছে যীশুসংঘী ; বিশেষ ক'রে, মহারাজার পাপস্বীকার শ্রোতা ফাদার দ্য লা চেইজ। আশা করি, ঈশ্বর একদিন এর জন্যে তাঁদের শাস্তি দেবেন, এবং এখন যেমন তাঁরা আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছেন তেমনি সেদিন তাঁদেরও তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মত দুর্ভাগ্য আর কাদের রয়েছে ! মাসিয়ার দ্য লুভো যীশুসংঘী আর সেনাদল দিয়ে আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছেন।

হুরোণ নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছিলেন না। তিনি বললেন : ভদ্রমহোদয়গণ, জাতির জন্যে আমি যা করেছি তারই পুরস্কার আনার উদ্দেশ্যে আমি ভার্সেলিতে যাচ্ছি। মাসিয়ার দ্য লুভোর সঙ্গে এ নিয়ে আমি কথা বলবো। আমি শুনেছি তিনি তাঁর গোপন আস্তানা থেকে এই যুদ্ধ চালাচ্ছেন। রাজার সঙ্গে অবশ্যই আমি দেখা করব ; যা সত্য তা-ই তাঁকে আমি জানাব। এই সত্যকে স্বীকার ক'রে না নেওয়াটা অসম্ভব—যদি অবশ্য, সত্যকে সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায়। কুমারী দ্য সেঁতিইভকে বিয়ে করার জন্যে আমি শীঘ্রই ফিরে আসব ; এবং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমার সেই বিয়েতে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন।

সেই সব ভালোমানুষের দল এই শুনে মনে করল তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী লর্ড। নিজের পরিচয় গোপন ক'রে তিনি একটি ছ্যাকড়া গাড়ীতে চড়ে এসেছেন। কেউ কেউ ভাবলো তিনি রাজার বয়স্য।

সেইখানে একজন যীশুসংঘী তার পরিচয় গোপন ক'রে বসেছিলেন। তিনি মাননীয় ফাদার দ্য লা চেইসের গুপ্তচর হিসাবে কাজ করছিলেন। সেইখানে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলি তিনি মাননীয় ফাদারের কাছে নিবেদন করলেন; এবং ফাদার সেগুলি নিবেদন করলেন মাসিয়ার দ্য লুভোর কাছে। গুপ্তচরটি একটি চিঠি লিখলেন। একই সময় হুরোণ এবং চিঠিটি ভার্সেলিতে গিয়ে পৌঁছলো।

## নবম পরিচ্ছেদ

## হুরোণ ভার্সেলিতে এলেন। রাজসভায় তাঁর অভ্যর্থনা

প্যারিস থেকে ভার্সেলি পর্যন্ত একরকম ময়লাটানা গাড়ী যাতায়াত করে। সেই রকম একটা গাড়ী থেকে হুরোণকে নামিয়ে রান্না ঘরের উঠোনে বসানো হলো। রাজার সঙ্গে কখন দেখা হ'তে পারে সেকথা পাচকদের জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ইংরাজ সেনাপতি তাঁকে দেখে যেমন হেসেছিল তারাও সেই কথা শুনে তাঁর মুখের ওপরেই হো-হো করে হেসে উঠলো। পাচকদের সঙ্গেও তিনি সেই একই রকম ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ, ধোলাই দিলেন তাদের। তারাও মার দেওয়ার জন্যে তাদের আস্তিন গুটালো। একটা রক্তারক্তি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিল; কিন্তু ঘটলো না। ঠিক সেই সময় একজন দেহরক্ষী সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি ছিল ব্রিটেনীর একটি ভদ্রলোক। সে এসে দাঙ্গাবাজদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে।

আমাদের পর্যটকটি তাকে বললেন: দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব সাহসী মানুষ। আমি হচ্ছি পর্বতের ওপরে মা মারীয়ার মঠের আচার্যের ভাইপো। ইংরেজদের আমি হত্যা করেছি। রাজার সঙ্গে কথা বলতে আমি এখানে এসেছি। আমার অনুরোধ, তুমি আমাকে রাজার কক্ষে নিয়ে যাবে।

তার নিজের অঞ্চলের একজন সাহসী মানুষকে দেখতে পেয়ে সেনানীটির বেশ আনন্দ হলো। তাকে দেখে মনে হলো রাজসভার আদবকায়দার সঙ্গে সে বিশেষ পরিচিত নয়। সে বলল রাজার সঙ্গে কথা বলার ওটা রীতি নয়। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনাকে মাসিয়ার দ্য লুভোর শরণাপন্ন হ'তে হবে। তিনিই আপনাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন।

'বেশ! তাহলে, আমাকে মাসিয়ার দ্য লুভোর কাছেই নিয়ে চল; তিনি আমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবেন।'

সেনানীটি বলল: 'মহারাজার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে মাসিয়ার দ্য লুভোর সঙ্গে কথা বলা আরও কষ্টকর। কিন্তু সমর-বিভাগের প্রথম কমিশনার মাসিয়ার আলেক-জান্দারের কাছে আপনাকে আমি নিয়ে যাব। তাঁর সঙ্গে কথা বলাটা মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে কথা বলারই সমান।'

এই বলে তাঁরা দুজনেই মাসিয়ার আলেকজান্দারের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। আলেকজান্দার ছিলেন কেরানীদের বড়বাবু। কিন্তু আলাপ হলো না ; কারণ, তিনি তখন সম্ভ্রান্ত একটি মহিলার সংগে আলাপে ব্যস্ত ছিলেন ; এবং তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে সেই সময় তাঁর কাছে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

সেই দেহরক্ষীটি বলল ঃ যাই হোক, এতে কিছু যায় আসে না। চলুন, আমরা মাসিয়ার আলেকজান্দারের প্রথম কেরানীর কাছে যাই! তাঁর সংগে কথা বললেই মাসিয়ার আলেকজান্দারের সংগে কথা বলার সমান হবে।

রীতিমত অবাক হয়ে, হুরোণ তার পিছু পিছু গেলেন। ছোট একটি পাশের ঘরে তাঁরা আধঘণ্টা একসংগে কাটালেন।

সরল হারকিউলিস বললেন, 'এসব কী ব্যাপার ? এ-দেশে গোটা জগৎটাই কি অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি ? কাজের জন্যে ভার্সেলিতে মানুষদের সংগে দেখা করা যত কঠিন লোয়ার ব্রিটেনীতে ইংরেজদের সংগে যুদ্ধ করাটা তত কঠিন নয়।

তাঁর দেশের মানুষটির কাছে তাঁর প্রেমোখ্যানের কথা আলোচনা ক'রে কিছুটা সময় তিনি বেশ আনন্দে কাটালেন ; কিন্তু সময় হওয়ায় সেনানীকে তার চৌকিতে ফিরে যেতে হলো। তারপরে, পরের দিন দেখা করার জন্যে দুজনেই কথা দিলে। সেই পাশের ঘরে হুরোণ আরও আধঘন্টা কাটালেন। সেই সময়টা কুমারী দা সেঁতিইভ আর রাজা এবং প্রথম কেরানীদের সংগে আলাপ করার অসুবিধের কথা তিনি ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে সেই রাজকর্মচারীটি এসে উপস্থিত হলেন ;

সরল হারকিউলিস বললেন ঃ স্যার, আপনার সংগে কথা বলার জন্যে আপনি আমাকে যতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন ইংরেজদের তাড়িয়ে দিতে আমি যদি ততক্ষণ অপেক্ষা করতাম তাহলে সেই সময়ের মধ্যে বিনাবাধায় তারা সারা লোয়ার ব্রিটেনীকে নিশ্চয় শ্মশানভূমিতে পরিণত ক'রে ফেলতো।

এই কথা শুনে রাজকর্মচারীটি বিরক্ত হলেন। অবশেষে তিনি ব্রিটেনীর অধিবাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কী চান ?

পরিচয় এবং প্রশংসাপত্রগুলি দেখিয়ে তিনি বললেন ঃ পুরস্কার। আমার যোগ্যতা হচ্ছে এইগুলি।

রাজকর্মচারীটি পরিচয়পত্রগুলি প'ড়ে তাঁকে বললেন ঃ আপনি এইগুলির জোরে সম্ভবত লেফটন্যান্টের পদ কিনতে পারেন।

'আমি! কী বললেন ? ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার পরে আমাকে টাকা দিতে হবে ? আপনাদের জন্যে যুদ্ধ ক'রে নিহত হওয়ার জন্যে আমাকে কর দিতে হবে ? আর আপনারা শান্তিতে এখানে ব'সে মানুষদের দর্শন দেবেন ? আপনি আমার. সংগে পরিহাস করছেন! কোনো কিছু খরচ না করেই আমি একদল

অশ্বারোহী সৈন্য চাই। আমি চাই কুমারী দ্য সেঁতিইভকে মহারাজ সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম থেকে উদ্ধার ক'রে আনবেন; এবং আমার সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। পঞ্চাশ হাজার পরিবারের হয়ে রাজার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই; আমি চাই তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে। এক কথায়, তাঁর কাছে আমি কাজের লোক বলে গণ্য হ'তে চাই। আমাকে কাজে নিয়োগ করা হোক।

'আপনি এই রকম উদ্ধতভাবে কথা বলছেন। আপনার নাম কি মশাই?

হুরোণ বললেন: হায়! হায়! আপনি তাহলে আমার পরিচয়পত্রগুলি পড়েন নি? এই ভাবে মানুষের সঙ্গে আপনি ব্যবহার করেন? আমার নাম হচ্ছে হারকিউলিস দ্য কের্কাবঁ। আমি দীক্ষিত হয়েছি। আমি ব্লু ডায়েলে বাস করি।

সয়মুরের মানুষদের মত রাজকর্মচারীটি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই ভেবে তাঁর দিকে তিনি বেশ একটা নজর দিলেন না।

সেই দিনই, চতুর্দশ লুই-এর পাপস্বীকারশ্রোতা মান্যবর ফাদার দ্য লা চেইস তাঁর গুপ্তচরের চিঠিটি পেলেন। সেই চিঠিটিতে ব্রেটোন কের্কাবঁ-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে ব্রেটন মনে-মনে হিউজিনটদের সমর্থন, এবং যীশুসংঘীদের আচার-আচরণকে নিন্দা করেছেন। আর ওদিকে, মঁসিয়ে দ্য লুভো-ও সেই সদাকৌতূহলী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। সেই চিঠিতে ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন—হুরোণ হচ্ছে একটা দুষ্টপ্রকৃতির চরিত্রহীন মানুষ। সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমটিকে পুড়িয়ে সেখানকার ব্রতচারিনীদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বাসনা তার হয়েছে।

ভার্সেলিসের বাগানগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন হুরোণ, কিন্তু তাঁর ভালো লাগলো না। তারপরে, হুরোণীয়া আর লোয়ার ব্রিটেনীর বাসিন্দাদের মত একটা সস্তা হোটেলে খেয়ে, পরের দিন রাজার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে এই রকম একটি সুন্দর আশা নিয়ে রাত্রির মত তিনি বিশ্রাম করতে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন এবারে কুমারী দ্য সেঁতিইভকে বিয়ে করতে পারবেন; কিছু না হোক, একদল অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি হ'তে পারবেন, এবং হিউর্জিনটদের ওপরে যে নির্যাতন চলছিল তা রোধ করতে তিনি সমর্থ হবেন। এই সব সুন্দর স্বপ্ন দেখতে-দেখতে তিনি ঘুমানোর চেষ্টা করছিলেন এমন সময় পুলিশ তাঁর ঘরে ঢুকলো; ঘরে ঢুকে তাঁর দু-নোলা বন্দুক আর বড় তরোয়ালটাকে বাজেয়াপ্ত করে ফেললো।

তাঁর কাছে কত টাকা ছিল তারা গুনলো; তারপরে একটি দুর্গের দিকে নিয়ে গেল তাঁকে। দ্বিতীয় জনের পুত্র রাজা পঞ্চম চার্লস পোর্ট দ্য টুর্নেলে সান্ত আন্তয়েঁ রাস্তার ধারে এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন।

সেই দুর্গের পথে যাওয়ার সময় হুরোণ যে কতখানি বিস্মিত হয়েছিলেন তা পাঠক-পাঠিকারা অনুমান করতে পারছেন। প্রথমে তাঁর মনে হলো তিনি বোধ হয়

স্বপ্ন দেখছেন। তাই কিছুক্ষণ তিনি হতভম্ভের মত চুপচাপ বসে রইলেন। তারপরেই ক্ষেপে উঠলেন তিনি। তার ফলে তাঁর দেহে অসুরের মত শক্তি সঞ্চারিত হলো। গাড়ীর ভেতরে যে দুজন রক্ষী বসেছিল ঘাড় ধরে তিনি তাদের বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও তাদের পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপরে, তৃতীয় রক্ষীটিকে ধরে টান দিলেন। দুজনের মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হলো। ফলে, রাস্তার ওপরে পিছলে পড়ে গেলেন তিনি! সেই সুযোগে, তারা তাঁকে বেঁধে আবার গাড়ীর মধ্যে যথাস্থানে তুলে দিলে।

তিনি বললেনঃ লোয়ার ব্রিটেনী থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়ার এই তাহলে পুরস্কার! আমাকে এই অবস্থায় দেখলে সুন্দরী দ্য সেঁতিইভ, তুমি কী বলতে?

অবশেষে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। কবরে ঢোকানোর জন্যে মৃতদেহকে যেমন বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকেও তেমনি নিঃশব্দে একটি ঘরের মধ্যে বয়ে নিয়ে গেলো তারা। সেখানেই তালাচাবি দিয়ে তাঁকে বন্ধ ক'রে রাখার কথা ছিল। সেই ঘরে আগে থাকতেই পোর্ট রয়েলের একটি বৃদ্ধ ছাত্র প্রায় দু'বছর ধ'রে নির্জন কারাজীবন যাপন করছিলেন। তাঁর নাম গর্ডন।

প্রধান রেল রক্ষীটি তাঁকে বললঃ শোনো, তোমার একটি সংগী নিয়ে এলাম।

এই কথা বলার সংগে সংগে বিরাট শক্ত লোহার ঝাঁপটিকে ফেলে দেওয়া হলো। তার গায়ে এঁটে দেওয়া হলো বড় লোহার খিলগুলোকে। এইভাবে সারা বিশ্ব থেকে দুজন বন্দী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ

## ব্যাসটিল কারাগারে একজন জেনসেনিষ্টের সঙ্গে অবরুদ্ধ হলেন হুরোণ

মিঃ গর্ডন একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মেজাজটি তাঁর বড়ো শান্ত। দুটি মহৎ জিনিসের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। একটি হচ্ছে, দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা; আর একটি হচ্ছে, দুঃস্থদের সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি। তাঁর নতুন সংগীটির কাছে সহানুভূতি জানানোর উদ্দেশ্যে তিনি এগিয়ে গেলেন মুক্ত উদার হৃদয়ে। নবাগতকে আলিংগন ক'রে তিনি বললেনঃ

'আমার কবরে অংশগ্রহণ করার জন্যে যে কেউ আপনি আসুন না কেন আমরা

* যে ধর্মের মানুষেরা বিশ্বাস করেন যে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনো স্বাধীনতা নেই; এবং যীশুখ্রীষ্টের মৃত্যুর ফলে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাণ হয় নি, হয়েছে মানবজাতির একটি অংশের।

যে নরককুণ্ডে ডুবে রয়েছি তার যন্ত্রণা আপনার কিছু লাঘব করার জন্যে আমি আমার নিজের কথা একবারও ভাববো না। সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যিনি আমাদের এইখানে নিয়ে এসেছেন সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আসুন।'

কোনো মরণোন্মুখ মানুষের মনে জীবনতৃষ্ণা জাগানোর আর তার বিস্মিত চোখ দুটির সামনে আলোর রেখা ফুটিয়ে তোলার জন্যে ইংরাজদের ঢালা পূত বারি যে কাজ করে সরল যুবকটির ওপরে এই কথাগুলি সেই রকম প্রভাব বিস্তার করল।

প্রথম অভিনন্দনগুলি জানানোর ব্যাপারটা শেষ হওয়ার পরে, গর্ডন তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণগুলি বর্ণনা করার কথা বললেন না; কিন্তু তাঁর মিষ্টি আলাপ, এবং যে স্বার্থে দুটি হতভাগ্য মানুষ পরস্পরের দুঃখ নিজেরা ভাগ ক'রে নেয় সেই স্বার্থ নিজের হৃদয়কে খুলে দিতে এবং যে বোঝা এতক্ষণ তাঁর মনের ওপরে চেপে বসেছিল তাকে নামিয়ে দিতে হুরোণকে প্রণোদিত করল। কিন্তু তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কারণটা কী তিনি তা বুঝতে পারলেন না; এবং নিজের ব্যাপারে ভালোমানুষ গর্ডনও ঠিক সেই রকমই বিস্মিত হয়েছিলেন।

মিঃ গর্ডন হুরোণকে বললেন: এটা নিঃসন্দেহ যে আপনাকে দিয়ে ঈশ্বর বিরাট কিছু করাতে চান; কারণ, তিনি আপনাকে লেক অনতারিয়ো থেকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়েছেন, সেখান থেকে নিয়ে গিয়েছেন ফ্রান্সে; লোয়ার ব্রিটেনীতে আপনাকে দীক্ষাস্নান করিয়েছেন, এবং মুক্তির জন্যে আপনাকে বর্তমানে তিনি এইখানে নিয়ে এসেছেন।

হারকিউলিস মন্তব্য করলেন: বিশ্বাস করুন, আমার ধারণা, শয়তানই আমার সঙ্গে এই রকম বাঁদরামি করছে। আমার সঙ্গে এখানে যে বর্বর আচরণ করা হয়েছে সেই রকম আচরণ অ্যামেরিকাতে আমার দেশের লোক কোনোদিন করত না। এই রকম আচরণ করার কথা তারা ভাবতেই পারত না তাদের অনেকেই বলে বর্বর। লোক হিসাবে তারা ভালোমানুষ—একটু গেঁয়ো, এই যা! এদেশের মানুষরা হচ্ছে পরিমার্জিত বদমাইশ। বন্ধ ঘরের মধ্যে একজন পাদরীর সঙ্গে আটক থাকার জন্যে অন্য জগত থেকে এখানে যে আমি এসেছি সেইজন্যে সত্যিই আমি খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কত অসংখ্য মানুষ যে পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে বেরিয়ে অন্য গোলার্ধে মারা যায়, অথবা, সমুদ্রের বুকে জাহাজডুবি হয়ে মাছেদের পেটে চলে যায় সেকথাও আমি ভাবি। এই সব হতভাগা মানুষদের নিয়ে ঈশ্বর যে কোনো করুণাময় পরিকল্পনা করেছেন তা বিশ্বাস করতে আমি নারাজ।

জালের ফাঁক দিয়ে তাঁদের খাবার দেওয়া হলো। করুণাময় ঈশ্বরকে নিয়ে, বিনা বিচারে আটক রাখার সম্বন্ধে, এবং এই জগতের মানুষেরা নানা রকম অসম্মান

আর দুঃখদুর্দশার কবল থেকে কিভাবে নিজেদের বাঁচাতে পারে তারই কলাকৌশল আলোচনার মাধ্যমে দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা হলো।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন : দু'বছর হলো আমি এখানে এসেছি। এখানে আসার পর থেকে নিজে আর বইগুলি ছাড়া অন্য কোনোকিছুতেই আমি সান্ত্বনা পাই নি : তবু, এক মুহূর্তের জন্যেও আমি মাথা খারাপ করি নি।

হারকিউলিস বললেন : 'হায়রে ; আপনি তাহলে আপনার ধর্মমার সঙ্গে প্রেমে পড়েন নি ; আমার মত কুমারী দ্য সেঁতিইভের সঙ্গে আপনার যদি পরিচয় থাকতো, তাহলে ধৈর্য ধরা আপনার পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত।'

এই কথা বলতে-বলতে তিনি ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন ; এর ফলে, তাঁর কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়ে গেল।

'তাহলে, চোখের জল আমাদের এত সান্ত্বনা দেয় কেমন ক'রে ? আমার ধারণা, ব্যাপারটা ঠিক উলটো হওয়া উচিৎ ছিল।'

সেই ভালোমানুষ বৃদ্ধটি বললেন : বৎস, আমাদের চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক। সব রকম ক্ষরণই আমাদের দেহের পক্ষে উপকারী ; এবং আমাদের দেহগুলিকে যে-সব জিনিস সান্ত্বনা দেয় সেইগুলি সান্ত্বনা দেয় আত্মাকেও। পরম করুণাময় ঈশ্বরের আমরা হচ্ছি যন্ত্র।

সরল হুরোণের বুঝবার ক্ষমতা যে ভালো ছিল সেকথা আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, এবং অনেক বার। এই কথাটির তাৎপর্য গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি ; এবং, তিনি নিজেই এর প্রমাণ। এর পরে তিনি তাঁর সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : চারটি শক্ত খিল দেওয়া ঘরে আপনি দু'বছর বন্দী হয়ে আছেন কেন ?

গর্ডন উত্তর দিলেন : ঈশ্বরের করুণায়। আমাকে সবাই জেনসেনিস্ট বলে জানে, আরনড আর নিকোলকে আমি চিনি। যীশসংঘীরা আমার ওপরে নির্যাতন করেছে। আমরা বিশ্বাস করি পোপ অন্যান্য যে কোনো ধর্মপালের চেয়ে বেশী কিছু নয় ; আর সেইজন্যে রাজার পাপস্বীকারশ্রোতা হিসাবে ফাদার দ্য লা চেইস রাজার কাছ থেকে একটা নির্দেশনামা বার ক'রে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আমার সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন অর্থাৎ আমার স্বাধীনতাটিকে বিনাবিচারে অপহরণ করেছেন।

এই শুনে হুরোণ বললেন : ভারি অবাক কাণ্ডতো ! যত দুঃখী মানুষ আমি দেখেছি তাদের সেই দুঃখের জন্যে একমাত্র দায়ী হচেছন ওই পোপ, আপনার ওই 'ঈশ্বরের একটি করুণা' বলতে আপনি কী বলতে চান, আমি স্বীকার করছি, তা আমার মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু আমার এই দুঃখের দিনে আপনার মতো একটি মানুষের সঙ্গে আমার যে পরিচয় হয়েছে এইটাকে আমি ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ ব'লে মনে করছি ; কারণ, আমি নিজে যে সান্ত্বনা পেতে পারতাম না সেই সান্ত্বনা আপনি আমাকে দিয়েছেন।'

এই আলোচনা দিনের পর দিন বেশ চিত্তাকর্ষক আর শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠতে লাগলো। দুটি বন্দীর আত্মা একসঙ্গে মিশে গেল। বৃদ্ধ মানুষটি অনেক কিছু জানতেন ; আর অনেক কিছু শেখার আগ্রহ ছিল যুবকটির। প্রথম মাসের শেষে, তিনি আগ্রহের সঙ্গে জ্যামিতি পড়তে শুরু করলেন। গর্ডন তাঁকে রোহলুটের 'পদার্থবিদ্যা' পড়ালেন। সেযুগে সৌখীন সমাজে ওই গ্রন্থটি বেশ জনপ্রিয় ছিল ; এবং সেই গ্রন্থটির মধ্যে যে সন্দেহ আর অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেটা বোঝার মত তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

তারপরে, তিনি পড়লেন 'সত্যের অনুসন্ধান' নামক একটি গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। এই শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থটি তার জ্ঞানের ওপরে নতুন আলোকপাত করল।

তিনি মন্তব্য করলেন : কী! আমাদের কল্পনা আর ইন্দ্রিয়গুলি কি আমাদের সঙ্গে এতটা প্রতারণা করে? কী! বস্তু দেখেই কি আমাদের ধারণা হয় না? আমারা নিজেরাই কি সেই ধারণাকে গ'ড়ে তুলি নে?'

দ্বিতীয় খণ্ডটি প'ড়ে তিনি বেশ খুশি হলেন না। সেটি প'ড়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পেঁছিলেন যে সৃষ্টি করার চেয়ে ধ্বংস করা অনেক সহজ, কেবল খুব উঁচু ধরনের শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে যেরকম মন্তব্য আশা করা যায় সেই রকম মন্তব্য একজন অজ্ঞ যুবক করছেন এই দেখে তাঁর সংগীটি অবাক হয়ে গেলেন। এই দেখে হুরোণের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর খুব একটা উঁচু ধারণা জন্মালো ; এবং তাঁর ওপরে গর্ডনের স্নেহ আরও বেড়ে গেল।

তিনি একদিন গর্ডনকে বললেন : আপনাদের ওই ফরাসী দার্শনিক নিকোলো ম্যালিবাঁচি তাঁর গ্রন্থটির অর্দ্ধেকটা লিখেছিলেন তাঁর মাথাটা খারাপ না হওয়া পর্যন্ত ; আর পরের অর্দ্ধেকটা লিখেছিলেন কল্পনা আর কুসংস্কারের সাহায্যে।

কয়েক দিন পরে, গর্ডন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : আত্মার সম্বন্ধে আর যেভাবে আমাদের মনে কোনো বিষয়ের ধারণা জন্মায় সেবিষয়ে তোমার মতটা কী? ইচ্ছাশক্তি, ঐশ অনুগ্রহ, আর স্বাধীন কর্মক্ষমতার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী?

হুরোণ বললেন : কিছু না, কিছু না। মাঝে-মাঝে চিন্তা করলে এইটাই মনে হয় যে নক্ষত্র আর মৌলিক পদার্থগুলির মত শাশ্বত একটি মহাশক্তির কবলস্থ আমরা ; যে আমাদের মধ্যে সব যন্ত্রগুলিকেই তিনি কর্মক্ষম করে তুলেন, যে বিরাট বিপুল একটি যন্ত্রের আমরা চাকা মাত্র। সেই যন্ত্রটির আত্মা হচ্ছেন তিনি ; যে তিনি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেন, বিশেষ কারও দিকে লক্ষ্য ক'রে কিছু করেন না। এইটিই আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে ; বাকি সব আমার কাছে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ঢাকা।

'কিন্তু বৎস, এটাকে মেনে নিলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে ঈশ্বরই পাপের অধিকর্তা।'

'কিন্তু পিতা, আপনার এই ঐশ অনুগ্রহই তাঁকে পাপের অধিকর্তা হিসাবে স্বীকার করবে ; কারণ, যাকেই এই অনুগ্রহ দান করা হবে না সে অবশ্যই পাপ করবে ; এবং আমাদের যিনি পাপের হাতে তুলে দেন তিনিই কি পাপের অধিকর্তা নন ?

হুরোণের এই আন্তরিক অভিব্যক্তিটি সেই ভালো মানুষটিকে খুবই বিব্রত করল। তিনি দেখলেন যে চোরাবালি থেকে তাঁকে উদ্ধার করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে তিনি কথার পর কথার পাহাড় সাজালেন ; আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সেগুলি খুবই অর্থপূর্ণ ; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল সেগুলির কোনো অর্থ নেই—ঠিক যেমন স্বভাবজাত পূর্বাভিস অর্থহীন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে হুরোণ তাঁকে করুণার চোখে না দেখে পারছেন না। ভালো আর মন্দের মূলটি কোথায় এই প্রশ্নটি স্পষ্টভাবেই তা নিরূপণ করে দিলে, এবং হতভাগ্য গর্ডন শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন আবার প্যানডোরার বাক্সটি খুলতে, নজির দেখাতে বাধ্য হলেন অনেক কিছু অলৌলিক আর কিংবদন্তীর কাহিনীর ; এবং, শেষ পর্যন্ত আদি পাপের। এই সবগুলিকে তালগোল পাকিয়ে তিনি এমন গভীর অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তা থেকে কেউ কোনো আলোর রেখাটুকু পর্যন্ত দেখতে পেলেন না। যাই হোক, আত্মার বিষয় থেকে এই রোমান্টিক আলোচনা নিজেদের দুঃখচেতনা থেকে তাঁদের মনকে সরিয়ে রেখেছিল ; এবং একটি অদ্ভুত যাদুবলে জগতের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া অসংখ্য দুঃখদারিদ্র্য তাঁদের নিজস্ব দুঃখবোধকে স্তিমিত করে দিয়েছিল। সমস্ত মানবজাতিই দুঃখদারিদ্র্যে জর্জরিত বলে নিজেদের দুঃখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে তাঁরা আর সাহস পেলেন না।

কিন্তু রাত্রির শান্ত আর সমাহিত পরিবেশে সুন্দরী সেঁতিইভ তাঁর প্রেমিকের মন থেকে সমস্ত অতীন্দ্রিয় এবং নৈতিক চিন্তাগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। ঘুম থেকে জেগে উঠলেন হুরোণ ; চোখের জলে তাঁর বালিশ তখন ভিজে গিয়েছে। বৃদ্ধ জেনসেনিস্ট তাঁর ঐশ করুণার কার্যকারণ সম্বন্ধ ভুলে গেলেন ; যে যুবকটি তাঁর মতে মারাত্মক পাপ করেছিলেন ভুলে গেলেন তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথাও।

এই সব বক্তৃতা আর সেগুলির সম্বন্ধে যুক্তি দেওয়ার কাজ শেষ হওয়ার পরে, তাঁরা আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে মনযোগ দিলেন। সেই ভাঁড়ার নিঃশেষ হওয়ার পরে তাঁরা বই পড়তে লাগলেন ; কখনও একসঙ্গে, কখনও বা পৃথকভাবে। যুবকটির বোধশক্তি দিন-দিন বাড়তে লাগলো, এবং কুমারী দ্য সেঁতিইভের জন্যে চিন্তা তাঁকে প্রায় বিভ্রান্ত ক'রে না তুললে তিনি গণিতশাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি করতে পারতেন।

তিনি অনেক ইতিহাস পড়লেন ; সেগুলি প'ড়ে বিষণ্ণ হলেন তিনি। তাঁর মনে হলো পৃথিবীটা দুঃস্থ মানুষে ছেয়ে গিয়েছে ; পৃথিবীর মানুষেরা বড়ই

দুঃস্থ। সত্যি কথা বলতে কি অপরাধ আর দুর্ভাগ্যের ছবি ছাড়া মানুষের ইতিহাসে আর কিছু নেই। এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে নিরপরাধ আর শান্তিপ্রিয় মানুষদের কোনো সময়েই দেখা যায় না। মানুষরা সবাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বিকৃত চরিত্রের। ইতিহাস থেকে যে আনন্দ-আমোদ পাওয়া যায় তার উৎস হচ্ছে মানুষের দুঃখ আর যন্ত্রণা-জনিত বিষাদ। জোরালো আকাঙ্ক্ষা, মারাত্মক অপরাধ, এবং করুণ দুর্ভাগ্যগুলি না থাকলে মানুষের আমোদ-প্রমোদ অনেকটা স্তিমিত হয়ে যেতো, এবং তুচ্ছ হয়ে পড়তো। ইতিহাসের দেবী ক্লিয়োর চাই ছোরা আর সংগীতের দেবী মেলপোমিনকে।

অন্য দেশগুলির চেয়ে ফরাসী দেশের ইতিহাসও কম বীভৎস ঘটনায় পূর্ণ ছিল না; কিন্তু তবু, শুরু থেকেই এই ইতিহাস তাঁর কাছে খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়েছিল; অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটিকে তাঁর মনে হয়েছিল খুবই নীরস, এর সমাপ্তি ঘটেছিল শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে, এমন কি চতুর্থ হেনরীর সময়েও; অথবা, অন্যান্য দেশে যে সব মহৎ কাজের এবং সুন্দর সুন্দর আবিষ্কারের কীর্তি স্থাপিত হয়েছে সেরকম কিছু নজির এদেশে দেখা যায় নি। সেইজন্যে বিশ্বের ছোট একটি কোণে যে সমস্ত দুর্বোধ্য অভ্যুপাত ঘটছে সেগুলি পাঠ করার জন্যে বিতৃষ্ণাকে দূর করতে নীতিগতভাবে বাধ্য বলে তিনি মনে করেছিলেন।

গর্ডন তাঁরই মত চিন্তা করছিলেন। ফেজেনস্যাকস, ফেজ্রানসাকেট এবং অ্যাসটারাকের সম্রাটদের হাস্যকর কাহিনীগুলি পড়ে তাঁরা দুজনেই করুণার হাসি হেসেছিলেন। সেই সব কাহিনী তাঁদের উত্তরাধিকারীদেরই ভালো লাগা উচিৎ—যদি অবশ্য তাঁদের কোনো উত্তরাধিকারী থেকে থাকে। রোমীয় সাধারণতন্ত্রের গৌরবময় দিনগুলিও মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে বিশ্বের অন্য দেশগুলির মতই জলো ছিল। বিজয়ী রোমান সাম্রাজ্য বিশ্বের জাতিদের শাসন করতো। সেই সময়কার রোমের চিত্রটি তাঁর সমস্ত আত্মাকে অভিভূত করেছিল। স্বাধীনতা আর গৌরব অর্জন করার উৎসাহে যে জাতি সাতশ বছর ধরে শাসিত হয়েছিল তার কথা চিন্তা ক'রে তাঁর চোখ দুটি আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল।

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস গড়িয়ে যেতে লাগলো; এবং তিনি যদি প্রেমে না পড়তেন তাহলে. সেই হতাশার পবিত্র মন্দিরের মধ্যে বেশ সুখেই তিনি জীবনযাপন করতে পারতেন।

পর্বতের ওপরে আমাদের মা মারীয়ার মঠের আচার্য এবং স্নেহময়ী কুমারী দ্য কের্কাবঁ-র কথা ভেবে তাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তিটি আরও কোমল হয়ে উঠলো।

তিনি প্রায় মাঝে-মাঝে একটা কথাই বলতেন : আমার কোনো সংবাদ না পেয়ে তাঁরা কী ভাববেন? তাঁরা নিশ্চয় মনে করবেন আমি একটা অকৃতজ্ঞ হতচ্ছাড়া।

এই ধারণাই তাঁকে উতলা ক'রে তুললো। নিজের সম্বন্ধে যতটা তিনি চিন্তা করতেন তার চেয়েও তিনি বেশী ভাবতেন তাঁদের সম্বন্ধে যাঁরা তাঁকে ভালোবাসতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

## কিভাবে হুয়োণের প্রতিভার স্ফূরণ হলো

পড়াশুনা মানুষের চিত্তকে উন্নত করে, এবং একজন বিদগ্ধ বন্ধু সান্ত্বনা দেন মানুষকে। সেদিক থেকে আমাদের এই বন্দীটির লাভ হয়েছিল দুটি। এই লাভ তাঁর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত।

'মানুষের যে রূপান্তর হয় সেটা আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি ; কারণ, আমি পশু ছিলাম ; এখন হয়েছি মানুষ।'

যে অর্থ খরচ করার জন্যে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারই একটি অংশ নিয়ে তিনি একটি পাঠাগার তৈরি করেছিলেন। তাঁর মনে যে-সব ভাবনাচিন্তার উদয় হচ্ছিল সেগুলি লিখে রাখার জন্যে তাঁর বন্ধুটি তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করে তাঁর মনের ভাবনাচিন্তাগুলির সম্বন্ধে তিনি লিখলেন ঃ

'আমার ধারণা, অনেক দিন বিশ্বের দেশগুলি আমারই মত বন্য ছিল। এই সামান্য কিছুদিন আগে পর্যন্ত সংস্কৃতি বলতে তাদের কিছু ছিল না। যুগ যুগ ধরে যা একেবারে সাময়িক তা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিল না। অতীতের কথা তারা চিন্তাই করতো না ; ভবিষ্যতের বিষয়েও তাই। ক্যানাডার ওপর দিয়ে আমি আঠারো মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি ; কোথাও একটি কীর্তিও আমার চোখে পড়ে নি। কোনোভাবেই তাদের পূর্বপুরুষদের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তারা অবহিত ছিল না। এইটিই কি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নয়? আমার মনে হয় এই মহাদেশের মানবপ্রজাতি অন্যান্য মহাদেশের মানবপ্রজাতির চেয়ে উন্নত মানের। বহু যুগ ধ'রে. তারা চারুকলা আর জ্ঞানের চর্চা করেছে। তাদের থুতনিতে দাড়ি রয়েছে বলেই কি এটা সম্ভব হয়েছে? এবং ঈশ্বর আমেরিকার মানুষদের এই অলংকারটি দিতে অস্বীকার করেছেন? এটা আমি বিশ্বাস করি নে ; কারণ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে চীনেম্যানদের দাড়ি নেই ; কিন্ত তা সত্ত্বেও পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী তারা চারুকলার চর্চা ক'রে আসছে। সত্যি কথা বলতে কি, তাদের ইতিহাস যদি চার হাজারের বেশী হয় তাহলে নিশ্চয় পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী জাতিহিসাবে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল, এবং পরিণত হয়েছিল একটি উন্নয়নশীল দেশে।

'চীনের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে বিশেষ ক'রে একটি জিনিস আমার নজরে পড়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে প্রায় সবই জিনিসই হ'তে পারে, আর সব জিনিসই স্বাভাবিক। আমি এটিকে প্রশংসা করি এই জন্যে যে এর মধ্যে অলৌকিক কিছু মেশানো নেই।

অন্য সব দেশ কেন প্রচার করছে যে অলৌকিক উপায়ে তাদের সৃষ্টি হয়েছে ? ফরাসীদেশের ঘটণাপঞ্জীর বিবরণ যাঁরা লিখেছিলেন সেই প্রাচীন লেখকরা, প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় তাঁরা খুব একটা প্রাচীন নয়, লিখেছেন যে ফরাসীজাতের উৎপত্তি হয়েছে হেকটারের পুত্র ফ্রাংকাসের নাম থেকে। রোমীয়রা বলে যে তারা এশিয়া মাইনরের ফ্রিজিয়ান সম্প্রদায়ের কোনো একটি অধিবাসীর সন্তান ; অথচ, তাদের ভাষার মধ্যে এমন একটা শব্দও নেই যার সঙ্গে এশিয়া মাইনরের শব্দভাণ্ডারের কোনো সাদৃশ্য রয়েছে। দেবতারা দশ হাজার বছর ধ'রে নাকি মিশরে বসবাস করেছেন ; শয়তানেরা বাস করেছে সিদিরাতে ; সেইখানেই তাদের বংশে জন্মেছে হুণেরা। আমাদিসদের দেশে যে-সব গল্পকাহিনী প্রচলিত রয়েছে গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইসের আগে তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য কোনো কাহিনী আমার নজরে পড়ে নি ; কিন্তু সেগুলি আমাদিসদের কাহিনীর চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক। স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে ভূতপ্রেত, দৈববাণী, অলৌকিক ঘটনা, ডাইনীবিদ্যা, শারীরিক রূপান্তর প্রভৃতির সাহায্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম সাম্রাজ্য এবং ভাগ্য দাঁড়িয়ে রয়েছে এই সব স্বপ্নের তাৎপর্যের ওপরে। একজায়গায় পশুরা কথা বলে, আর এক দেশে বর্বর পশুদের পুজো করে মানুষ, দেবতারা হয়েছে মানুষ, মানুষ পরিণত হয়েছে দেবতায়। আমাদের যদি গল্পই বিশ্বাস করতে হয় তাহলে সেই গল্পে অন্তত কিছুটা সত্য থাকা উচিৎ। দার্শনিকদের গল্পকাহিনীকে আমি প্রশংসা করি ; কিন্তু শিশুদের গল্পকাহিনীগুলিকে আমি উপহাস করি, এবং প্রতারকদের গাল-গপ্পকে আমি ঘৃণা করি।'

একদিন তিনি সম্রাট জাসটিনিয়ার ইতিহাসটি পড়লেন। তিনি দেখলেন কনসটানটিনোপল-এর কয়েকজন আকাট মূর্খ সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতির বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সেকথা সেখানে লেখা রয়েছে। যে ভাষায় সেই নির্দেশনামাটি লিখিত হয়েছিল সেটি গ্রীকভাষায় লেখা ছিল বটে ; কিন্তু দেখলে মনে হবে সেটি এমন একজন মানুষ লিখেছিল গ্রীকভাষায় যার জ্ঞান ছিল অতীব অল্প। সেই নির্দেশনামা জারি করার কারণ এই যে সেনাপতিটি হৃদয়ের আবেগে এই কথাগুলি কথা ফেলেছিলেন ঃ 'সত্য আলোকিত হয় তার নিজের আলোতে। জ্বলন্ত কাঠের আগুন মানুষের মনকে আলোকিত করতে পারে না।' সেই আকাঠ মূর্খের দল ঘোষণা করে দিল যে সেনাপতির এই উক্তিটি হচ্ছে নাস্তিকের। লোকটা যে বিধর্মী এই থেকে তা আন্দাজ করা যায়। আর এর ঠিক বিপরীত কথাটাই হচ্ছে ক্যাথলিকদের। সেইটিই সর্বজনস্বীকৃত ঃ সেইটিই হচ্ছে গ্রীকদের আসল বাণী। সেই বাণীটি হচ্ছে ঃ জ্বলন্ত কাঠের আগুনে না পোড়ালে মানুষের মনকে আলোকিত করা যায় না ; এবং নিজের আলোতে সত্য আলোকিত হয় না।'

ক্যাপটেনের কথাগুলিকে সেই লোকগুলি [ তাদের লাইনোসটোলিয়ান বলা হতো ] এইভাবে নিন্দা ক'রে তাকে শাস্তি দেওয়ার রাজাজ্ঞা বার করল।

এই জেনে, হুরোণ খুবই উত্তেজিত হয়ে মন্তব্য করলেন : কী ! এই সব মানুষগুলির কি রাজাজ্ঞা বার করা উচিৎ ?

গর্ডন বললেন : 'ওগুলি রাজার আজ্ঞা নয় ; রাজাজ্ঞার বিরোধী নির্দেশ। কনসটানটিনোপলের সবাই সেইজন্যে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল ; এবং সম্রাটই ছিলেন তাদের প্রথম উপহাসের পাত্র। তিনি বিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি জানতেন কেমন ক'রে সেই সব আকাঠ মূর্খদের এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলা যায় যেখানে ভালো ছাড়া মন্দ করার শক্তি তাদের থাকবে না, তিনি জানতেন যে এই ভদ্রমানুষেরা —এবং অন্যান্য কিছু লোক [ তাদের বলা হয় প্যাসটোফোর ] তাঁর পূর্বপুরুষ সম্রাটদের ধৈর্যের পরীক্ষা করেছিলেন, এবং আরও গুরুতর ব্যাপারে বিরোধীতা করেছিলেন তাঁদের।'

হুরোণ বললেন : তিনি ঠিক কাজই করেছিলেন। প্যাসটোফোরদের সংযত রাখা উচিৎ।

তিনি আরও কতকগুলি মন্তব্য করলেন। সেগুলি শুনে বিস্মিত হলেন বৃদ্ধ গর্ডন।

তিনি নিজের মনেই বললেন : ছোকরা বলে কী ! উপদেশ দিয়ে পঞ্চাশ বছর আমি কাটিয়ে দিয়েছি ; এবং এই শিশুটির, যাকে আমি প্রায় বর্বর বলেই ধরে নিচ্ছি, সৎ স্বাভাবিক বুদ্ধির ধারেই আমি পেঁছিতে পারি নি। আমি যে এত কষ্ট ক'রে কুসংস্কারগুলিকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছি এটা ভেবেই আমি কাঁপছি : আর ওই যুবকটি শোনে জগতে যা কিছু সরল আর স্বাভাবিক কেবল সেইটুকুই।

সেই ভালোমানুষটির কয়েক খানা ছোট সমালোচনার বই ছিল। এগুলি হচ্ছে সেই জাতীয় পুস্তিকা যেগুলির মধ্যে নিজেরা কোনো সৃষ্টিধর্মী লেখা লিখতে পারে না বলেই মানুষ অপরের রচনার কুৎসা প্রকাশ করে, সেখানে কোনো পাতি লেখক ফরাসী নাট্যকার রেশিনকে নিন্দা করে, অথবা, নিন্দা করে ফরাসী ধর্মপাল এবং লেখক ফেনেলঁকে। সেই রকম কিছু পুস্তিকার পাতা উলটিয়ে গেলেন হুরোণ।

তারপরে তিনি মন্তব্য করলেন : এক জাতীয় ডাঁশ রয়েছে যারা সবচেয়ে ভালো ঘোড়াদের পাছার মধ্যে ডিম পাড়ে। ঘোড়াগুলি অবশ্য তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে পারে না। এই সব লেখককে ওই রকম ডাঁশের সঙ্গে তুলনা করি আমি।

সাহিত্যের সেই বিষ্ঠাগুলির দিকে দৃকপাত করার কোনো রকম ইচ্ছা ছিল না ওই দুজন দার্শনিকের।

. তারপরে, কালবিলম্ব না ক'রেই তারা জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়তে লাগলেন। নক্ষত্র-

লোকের একটি মানচিত্র চেয়ে পাঠালেন হ্যুরোণ। এই মহান দৃশ্যটি দেখে তিনি বিশেষ পুলকিত হলেন।

তিনি বললেন ঃ 'চিন্তা করার শক্তিটাই যখন আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো ঠিক সেই সময়ে স্বর্গমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছি এটা আমার কাছে খুবই দুঃখজনক! বৃহস্পতি এবং শনি এই বিরাট নভোমণ্ডলে আবর্তন করছে। কোটি-কোটি বিশ্বকে কোটি-কোটি সূর্য করছে আলোকিত। আর পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র অংশ যেখানে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি সেখানকার মানুষ কী করছে? যার দেখার আর চিন্তা করার শক্তি রয়েছে, সেই রকম একটি মানুষকে এই সব বিশ্বকে, এমন কি ঈশ্বর তাকে যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন সেটুকু দেখার পথেও, তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে! যে আলো সারা বিশ্বের জন্য সৃষ্টি হয়েছে সেই আলো থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছে তারা। যেখানে আমি আমার শৈশব আর যৌবন কাটিয়েছি সেই উত্তর অঞ্চলে ওই আলোকে আমার কাছে কেউ লুকিয়ে রাখে নি। গর্ডন, আপনি না থাকলে, এখানে আমি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাব।'

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

## নাটকগুলি প'ড়ে হ্যুরোণের কী হলো

পৃথিবীতে তিন রকম গাছ রয়েছে যারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু। বৃক্ষ মাটি থেকে তুলে তাদের ভালো মাটিতে রোপণ করলে অনতিবিলম্বে তারা তাদের মূল মাটির নীচে প্রসারিত করে, ছড়িয়ে দেয় তাদের ডালপালা। যুবক হ্যুরোণকে দেখলে আমাদের সেই রকম একটি গাছের কথা মনে হয়; এবং সেই রকম ভালো মাটি যে কয়েদখানা হবে এটা ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগে।

যে সমস্ত বই নিয়ে আমাদের দুজন বন্দী অবসরজীবন যাপন করছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল কিছু কবিতার বই, গ্রীক ট্র্যাজিডির *অনুবাদ, এবং ফরাসী ভাষায় লেখা কিছু নাটক। যে-যে অংশগুলি প্রেম নিয়ে আলোচনা করেছিল সেইগুলি প'ড়ে হ্যুরোণ যুগপৎ আনন্দ আর বেদনা অনুভব করলেন। সেগুলির মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁর প্রেমিকার মূর্তিটি প্রতিফলিত হয়েছিল। দুটি কপোতের কাহিনী তাঁর হৃদয়কে হাহাকারে ভরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর প্রিয় কপোতের কাছ থেকে এতদিন তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

মলেয়ার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্যারিসের আচার আচরণ এবং মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিল তাঁকে।

'তাঁর কোন্ কমেডিটি আপনার বেশী ভালো লাগে?'

'নিঃসন্দেহে Tartufe'

গর্ডন বললেন ঃ তোমার সংগে আমি একমত। এই নাটকটিই আমাকে কারাগারে নিয়ে এসেছে। আর ওই জাতীয় নাটকগুলি হয়তো তোমারও এই দুর্ভাগ্যের কারণ।'

'এই গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলি সম্বন্ধে আপনার মত কী?'

'গ্রীকদের জন্যে ওগুলি খুবই ভালো।'

কিন্তু আধুনিক Iphigenic, Phedre, Andromaque এবং Athalic প'ড়ে তিনি উত্তাল হয়ে উঠলেন; দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। কাঁদলেন; মুখস্ত করার ইচ্ছে না-থাকলেও সেগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গেল।

গর্ডন বললেন ঃ Rodogune পড়। রচনা হিসাবে এটি একটি অপরূপ সৃষ্টি। অন্য যে সব গ্রন্থ প'ড়ে তুমি এত আনন্দ পেয়েছ এর তুলনায় সেগুলি কিছু নয়।

প্রথম পৃষ্ঠার পুরোটাও তখনও তিনি পড়েন নি; তিনি বলে উঠলেন ঃ

'এতো একই লেখকের রচনা নয়।'

'কী ক'রে বুঝলে?'

'তা আমি এখনও বুঝতে পারছি নে; কিন্তু এই গুলি আমার হৃদয় স্পর্শ করছে না।'

গর্ডন বললেন ঃ এই কথা? ছন্দটা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

হুরোণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কী দিয়ে তাহলে বিচার করব?

সেই অংশটিকে তিনি আবার মন দিয়ে পড়লেন। এইভাবে পড়ার মধ্যে নিজেকে খুশি করার চেষ্টাটাই তাঁর প্রবল ছিল। সেইটি পড়ে শুকনো চোখে তিনি তাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন; অবাক হয়ে গেলেন তিনি। কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবশেষে তিনি কী বুঝলেন সেকথা গর্ডন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। এই শুনে তিনি বললেন ঃ

'শুরুতে কী বলা হয়েছে তা আমার মাথায় বিশেষ ঢোকে নি। মাঝখানটা পড়ে আমি বিরক্ত হয়েছি; কিন্তু শেষ দৃশ্যটি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে যদিও আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে বাস্তবতা ব'লে কিছু নেই। কোনো চরিত্রগুলিই আমার ভালো লাগে নি। কুড়িটা ছত্রও আমার মনে নেই; অথচ, কোনো কিছু আমার ভালো লাগলে তাকে আমি ভুলি নে।'

'তবু আমাদের রঙ্গমঞ্চে এটি শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে সফল হয়েছে।'

তিনি বললেন ঃ 'এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা যে-পদে অধিষ্ঠিত থাকে সে-পদের যোগ্য নয়। আপনার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে এইটিও সেই জাতীয় একটা কিছু। মোটের ওপরে, এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার; এবং

তিনি সুন্দরী মাদামেয়সেল দ্য লেদিগুয়েরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছিলেন। বিষয়টা ছিল গির্জাসম্বন্ধীয়। আচার্য দৌড়ে গেলেন মো-র ধর্মপালের গ্রাম্য ভবনে। মাদাম গেঁয়োর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি তখন মাদামেয়সেল দ্য মুঁলের সঙ্গে গভীরভাবে পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে অনেক চেষ্টার পরে তিনি এই দুজন যাজকের সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হলেন। তাঁরা দুজনেই সাফ জবাব দিয়ে দিলেন যে তাঁর ভাইপোর ব্যাপারে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না; কারণ, তাঁর ভাইপো অনুযাজক নন।

তারপরে তিনি যীশুসংঘীর সঙ্গে দেখা করলেন। যীশুসংঘীটি খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, যদিও তিনি তাঁর পরিচয় কোনোদিনই পান নি তবু মানুষ হিসাবে আচার্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি হলপ করে বললেন যে লোয়ার ব্রিটেনীর অধিবাসীদের প্রতি তাঁর সংঘ চিরদিনই অনুরক্ত রয়েছে।

তিনি বললেন: কিন্তু আপনার ভাইপো কি দুর্ভাগ্যবশত একজন হিউজিনট নয়?

নিশ্চয় না, মাননীয় ফাদার।

হয়ত সে একজন জেনসেনিস্ট!

মাননীয় ফাদার, আপনাকে আমি নিশ্চিন্ত করতে পারি যে তাকে এমন কি ক্রীশ্চানও বলা যায় না। এই মাত্র এগারো মাস হলো সে দীক্ষিত হয়েছে।

ভালো-ভালো। তার সম্বন্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব। আপনার যাজকীয় সম্পত্তি কি অনেক?

না; খুবই সামান্য। আমাদের ভাইপোর জন্যেই আমাদের প্রচুর খরচ করতে হয়।

আপনার মঠের আশপাশে কোনো জেনসেনিস্ট রয়েছে নাকি? প্রিয় আচার্য, খুব সাবধান! ওরা হিউজিনটদের চেয়েও অনেক বেশী বিপজ্জনক, এমন কি নাস্তিকদের চেয়েও।

মাননীয় ফাদার, ওসব ঝামেলা আমাদের নেই। জেনসিনিজম বলতে কী বোঝায় তা আমাদের পর্বতের ওপরে মা মারীয়ার আশ্রম জানে না।

আরও ভালো! এখন আপনি আসুন। এমন কিছু নেই যা আপনার জন্যে আমি করতে পারব না।

খুবই হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আচার্যকে বিদায় দিলেন; কিন্তু সেই পর্যন্ত।

দিনের পর দিন কাটতে লাগলো। আচার্য এবং তাঁর বোন রীতিমত হতাশ হয়ে পড়লেন।

ইতিমধ্যে সেই দুষ্ট প্রকৃতির ম্যাজিস্ট্রেটটি তাঁর সেই বাঁদর ছেলের সঙ্গে সুন্দরী

কুমারী দ্য সেঁতিইভের বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন, সেই উদ্দেশ্যে কুমারীকে তিনি সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম থেকে বার ক'রে আনলেন। তাঁর জন্যে যে স্বামীটিকে ঠিক করা হয়েছিল তাকে তিনি যতটা ঘৃণা করতেন সেই অনুপাতে তাঁর ধর্মপুত্রকে তিনি ততটা ভালবাসতেন। সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে আটকে রেখে তাঁকে যে অপমান করা হয়েছিল তারই ফলে হুরোণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল; এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রকে বিয়ে করার নির্দেশ দেওয়ার ফলে, তার প্রতি তাঁর ঘৃণা ঘনীভূত হয়েছিল। ধমকাধমকি, অনুরোধ উপরোধ, আর ভীতিপ্রদর্শন তাঁর হৃদয়টিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল একেবারে। বয়স্ক আচার্য এবং পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী বয়সের পিসীমার বন্ধুত্বের চেয়ে কোনো যুবতীর মনে ভালোবাসা যে অনেক বেশী দুঃসাহসিক সেকথা আমরা জানি। তাছাড়া, আশ্রমে লুকিয়ে-লুকিয়ে প্রেমের উপন্যাস পড়ার ফলে প্রেমের সম্বন্ধে যে উপদেশগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলিকে শুভ ছাড়া অন্য কোনো সংগায় অভিহিত করা যায় না।

রাজার একজন দেহরক্ষী লোয়ার ব্রিটেনীতে যে একটি চিঠি লিখেছিল সে কথা সুন্দরী সেঁতিইভের মনে পড়ে গেল। সেই চিঠিটির কথা সেই অঞ্চলের মানুষেরা যে উল্লেখ করতো তাও তিনি শুনেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ভার্সেলিসে গিয়ে নিজেই তিনি খোঁজখবর নেবেন। লোক মুখে শোনা যাচ্ছিল তাঁর স্বামী কারারুদ্ধ আছেন। তাই যদি হয় তাহলে মন্ত্রীর পায়ের কাছে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রতি যাতে ন্যায়বিচার হয় সেই চেষ্টা তিনি করবেন। রাজার দরবারে সুন্দরী রমণীর কোনো প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকে না এই গোপন সংবাদটি তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমি জানি নে; কিন্তু এর জন্যে কী মূল্য দিতে হয় তা তিনি জানতেন না।

এই রকম একটি পরিকল্পনা ক'রে সান্ত্বনা পেলেন তিনি, শান্তি পেলেন মনে। তাঁর সেই বর্বর করপ্রার্থীকে আর তিনি দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন না। তাঁর সেই ঘৃণ্য শ্বশুরকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন, ভাইকে দিলেন স্নেহ আর প্রীতি। সমস্ত বাড়ীর মধ্যে সৃষ্টি করলেন একটি আনন্দের পরিবেশ। যেদিন বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল সেইদিন ভোর চারটের সময় তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। বিয়ের যে সামান্য যৌতুক তিনি পেয়েছিলেন সেগুলি সঙ্গে নিলেন; তা ছাড়া, আরও যা কিছু হাতের কাছে পেলেন কিছুই বাদ দিলেন না। পরিকল্পনাটি তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন যে দুপুরের দিকে যখন তাঁর অন্তর্ধানটিকে আবিষ্কার করা হলো তখন তিনি বাড়ী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে গিয়ে পড়েছেন। এই আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যে রকম বিভ্রান্ত আর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিগত এক সপ্তাহ ধরে সদা কৌতূহলী ম্যাজিস্ট্রেট যত প্রশ্ন করেছিলেন সেইদিন তিনি সেগুলির চেয়ে প্রশ্ন করলেন অনেক

বেশী। ভাবী বর সেদিন এতটা হতভম্ব হয়েছিল যে অতটা হতভম্ব জীবনে আর কোনোদিন সে হয়নি। ক্রুদ্ধ অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি তাঁর বোনের পশ্চাৎ ধাবন করবেন। ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর পুত্রও সেঁতিইভের সহযাত্রী হবেন ব'লে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করলেন। লোয়ার ব্রিটেনীর প্রায় সমস্ত বাহিনীকে দুর্ভাগ্য সেদিন প্যারিসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের মনেও এই রকম একটা আশঙ্কা ছিল। তিনিও সন্দেহ করেছিলেন কেউ কেউ তাঁর পশ্চাৎ ধাবন করবে। তিনি যাচ্ছিলেন ঘোড়ার পিঠে; এবং কারও মনে কোনো রকম সন্দেহের উদ্রেক না ক'রেই পথচারীদের কাছ থেকে তিনি যথোচিৎ সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো মেদবহুল যাজক, বিরাট বপুর ম্যাজিস্ট্রেট, আর একটা যুবক বাঁদরকে প্যারিসের দিকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে তারা দেখেছে কিনা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। তৃতীয় দিনে তিনি বুঝতে পারলেন যে পশ্চাৎধাবনকারীরা আর বেশী দূরে নেই। এই সংবাদ পেয়ে সোজা রাস্তা ছেড়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন; এবং পশ্চাৎধাবনকারীরা যখন প্যারিসে তাঁকে বৃথাই অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিল সেই সময় দক্ষতা আর ভাগ্যের সহযোগিতায় তিনি ভার্সেলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, ভার্সেলিসে তিনি কিভাবে চলাফেরা করবেন? তিনি যুবতী, সুন্দরী, শহরের আদবকায়দায় অশিক্ষিতা, নিঃসহায় এবং অপরিচিতা। যে কোনো সময়ে যে কোনো বিপদে পড়ার সম্ভাবনা তাঁর রয়েছে। এমত অবস্থায় রাজার একটি বিশেষ দেহরক্ষীকে কেমন ক'রে তিনি খুঁজে বার করবেন? একজন নিম্নপদস্থ যীশুসংঘীর কাছে সাহায্য নেওয়ার কথা তিনি ভাবলেন; কারণ জীবনের প্রতিটি ধাপেই কিছু কিছু এই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। লোকে বলে, ঈশ্বর যেমন প্রতিটি পশুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অসুখের সৃষ্টি করেছেন তেমনি রাজাকে তিনি দিয়েছেন একজন পাপস্বীকারশ্রোতা। যাঁরা যাজকবৃত্তি ভোগ করতে চান তাঁরা সবাই সেই পাপস্বীকার শ্রোতার নাম দিয়েছেন গ্যালিকান মন্ডলীর প্রধান। তারপরে রয়েছে রাজকুমারীদের পাপস্বীকার শ্রোতা। মন্ত্রীদের কোনো পাপস্বীকার শ্রোতা নেই; কারণ তাঁরা অত মূর্খ ছিলেন না। মার্জিত উচ্ছৃংখল জনতার জন্যে যীশুসংঘীরা ছিল, এবং বিশেষ ক'রে বাড়ীর চাকরাণীদের জন্যে! তাদের ভেতর দিয়ে তাদের মনিবগিন্নীদের গোপন কথা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে; আর কাজটা বড় তুচ্ছ নয়। সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন পাদরীর শরণাপন্ন হলেন। এই মানুষটির নাম হচ্ছে ফাদার টু-টে-টো (সব-মানুষের-কাছে-সব কিছু)। তিনি তাঁর কাছে সব স্বীকার করলেন, বর্ণনা করলেন তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা, তাঁর সাময়িক অবস্থা, তার বিপদ—সব বললেন তাঁকে; এবং এমন একজন ভালো যাজকের বাড়ীতে তাঁর একটি আশ্রয়

সংগ্রহ করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলেন যেখানে প্রলোভন থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন।

ফাদার টু-টে-টো তাঁর সব চেয়ে বিশ্বাসী একজন খ্রীষ্টভক্ত শিষ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্যাটি ছিল রাজপরিবারে যে মদ পরিবেশন করতো তার স্ত্রী। যে মুহূর্তে কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন সেই মুহূর্ত থেকে তিনি তাঁর বিশ্বাস আর বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। ব্রিটানীর বাসিন্দা সেই দেহরক্ষীটির সংবাদ আহরণ ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে রাজকর্মচারীদের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে তাঁর প্রেমিককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে তিনি সেই কর্মচারীটির সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছুটে গেলেন। একটি রমণীকে দেখে কর্মচারিটির হৃদয় কোমল হলো; কারণ, পুরুষদের পোষ মানানোর জন্যে ঈশ্বর যে নারীকে সৃষ্টি করেছেন একথা আমাদের স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। এইভাবে বিগলিত হয়ে তিনি তাঁর কাছে সব কিছু খুলে বললেন ঃ

'আপনার প্রেমিক প্রায় একবছর হলো ব্যাসটিল কারাগারে বন্দী হয়ে রয়েছে; এবং তার হয়ে আপনি মধ্যস্থতা না করলে তাকে হয়তো চিরজীবন সেখানেই কাটাতে হতো'।

এই শুনে কোমল-হৃদয় কুমারী দ্য সেঁতিইভ মূর্চ্ছা গেলেন। তাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে, কেরাণীটি তাঁকে এই কথা বললেন ঃ

'ভালো করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। আমার যতটা প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে সেটা কেবল মাঝে-মাঝে অপরের ক্ষতি করার কাজেই নিয়োজিত হয়। আমার উপদেশ শুনুন। আপনি বরং মাসিয়ার দ্য সেঁতা পোয়াঁজের শরণাপন্ন হন : ভালো আর খারাপ দুই-ই করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তিনি হচ্ছেন মাসিয়ার দ্য লুভোর সম্পর্কে ভাই; এবং তাঁর প্রিয়। এই মন্ত্রীর আত্মা দুটি ঃ একটি হ'চ্ছে, মাসিয়ার দ্য সেঁতা পোয়াঁজে; আর একটি হচ্ছে, মাদাম দুফ্রেসনোয়; কিন্তু মাদাম এখন ভার্সেলিসে নেই। সেইজন্যে যাঁর কথা আমি আপনাকে বলেছি সেই রক্ষাকর্তাকে মুগ্ধ করা ছাড়া আর কিছু করণীয় বর্তমানে আপনার নেই।'

এই শুনে সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের হৃদয় কিছু তুচ্ছ আনন্দ আর অসামান্য দুঃখে দু'ভাগ হয়ে গেল, ভাগ হয়ে গেল আশার ক্ষীণ আলোয় আর ভয়ঙ্কর আশঙ্কায়। তিনি জানতেন তাঁর ভাই তাঁর পেছনে-পেছনে আসছেন তাঁকে ধরার জন্যে; অথচ, প্রেমিককে তিনি অতিরিক্ত ভালোবাসেন। তাই তিনি চোখের জল মুছতে লাগলেন; কারণ, সেই জল অঝোর ধারায় ঝরছিল। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তবু সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর সমস্ত সাহস সংগ্রহ করে তিনি, বলতে গেলে, এক রকম ছুটে গেলেন মাসিয়ার সাঁতে-পোয়াঁজের বাড়ীতে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## হুরোণের প্রতিভার বিকাশ

বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলিতে সরলতার প্রতিমূর্তি যুবক হুরোণ দ্রুতভাবে উন্নতি করছিলেন ; এবং বিশেষ ক'রে, মানববিজ্ঞানে। তাঁর এই প্রতিভার আকস্মিক বিকাশের পেছনে দুটি কারণ ছিল। একটি হচ্ছে তাঁর বর্বর শিক্ষা ; আর একটি হচ্ছে আত্মার প্রকৃতি। কারণ, শৈশবে তিনি কিছুই শিক্ষা করেন নি। তার ফলে তাঁর মনে অন্ধ কুসংস্কার শেকড় গেড়ে বসতে পারে নি। তাঁর মন ভুলভ্রান্তির আবর্জনায় ঢাকা ছিল না ; সেইজন্যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাধুতা বলতে যা বোঝায় তার সবটাই তিনি মনের মধ্যে পুষ্ট করেছিলেন। জিনিসগুলি আসলে যা সেই-ভাবেই তিনি তাদের দেখতেন। কিন্তু আমাদের শৈশবে যে সব ধারণা আমাদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তাদের জন্যে সারাজীবন ধরে তাদের আমরা ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখে থাকি।

বন্ধু গর্ডনকে তিনি বললেন : আপনাদের ওই যে সব নির্যাতনকারীর দল রয়েছে তাদের সবই হচ্ছে ঘৃণিত বদমাইশ। আপনার ওপরে তারা যে পীড়ন করেছে এর জন্যে আপনার ওপরে আমার করুণা হয় ; কিন্তু আপনি যে জেনসেনিস্ট সেইজন্যে আপনাকে আমি নিন্দা করছি। আমার ধারণা সব ধর্মসম্প্রদায়ই ভুলের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জ্যামিতিতে কোনো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রয়েছে কিনা আমাকে বলুন'।

সেই ভালোমানুষ বৃদ্ধ গর্ডন বললেন : 'না বৎস।' এই ব'লে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলে গেলেন : চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে সব মানুষই সত্যের সম্বন্ধে একমত হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যের সম্বন্ধে তারা ভিন্ন-ভিন্ন মত পোষণ করে।

'বরং বলুন, অন্তঃস্থ মিথ্যা। আপনারা যে সব বিষয় নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি তর্ক করেন সেগুলিকে যুগ যুগ ক'রে আপনারা কেবল পাল্টিয়ে এসেছেন। সেগুলির ভেতরে যদি কোনো সত্য লুকানো থাকতো তাহলে তা নিঃসন্দেহে আবিষ্কৃত হতো ; এবং এই বিশ্বে সবাই হতো একমত, অন্তত সেই বিশেষ ব্যাপারটিতে। পৃথিবীর কাছে সূর্য যেমন একটি প্রয়োজনীয় সত্য, এই সত্য যদি সেইরকম প্রয়োজনীয় হতো তাহলে তা সূর্যের মতই উজ্জ্বল হতো। এটা একটা উদ্ভট ব্যাপার, মানবচরিত্রের কাছে অপমানজনক ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষের সুখের জন্যে যে সত্য প্রয়োজনীয় সেই সত্যকে ঈশ্বর লুকিয়ে রেখেছেন এই কথা বলার অর্থই হচ্ছে সেই অনাদি এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা।'

যুবকটি শিক্ষা পেয়েছিলেন কেবল তাঁর প্রকৃতিরই কাছ থেকে। সেই শিক্ষার বলে, অজ্ঞ যুবকটি যা বললেন সেটি বৃদ্ধ হতভাগ্য পণ্ডিতটির মনে গভীর রেখাপাত করল।

তিনি একটু চিৎকার করেই বললেন: আমি যে তাহলে মিথ্যা কল্পনার মোহে প'ড়ে নিজেকে দুঃস্থ করে তুলেছি সেকথা কি সত্যি? ঈশ্বরের মঙ্গলময় করুণার চেয়ে নিজের দুঃখের সম্বন্ধে আমি বেশী নিশ্চয়। ঈশ্বরের এবং মানব-চরিত্রের স্বাধীনতা রয়েছে কি নেই তাই নিয়ে যুক্তি তর্ক ক'রে আমি আমার সময় কাটিয়েছি; কিন্তু তার ফলে, আমি হারিয়েছি আমার নিজের স্বাধীনতা। আমি যে গর্তের মধ্যে পড়েছি সেখান থেকে সাধু আগাস্টিন অথবা সাধু প্রসপার কেউ আমাকে তুলতে পারবেন না।

সরল হুরোণ তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে অবশেষে বললেন:

'আপনার কাছে সাহস ক'রে আর খোলাখুলিভাবে আমার বক্তব্য রাখার জন্যে আমাকে কি আপনি অনুমতি দেবেন? অলস আর অর্থহীন বিবাদের জন্যে নিজেদের যারা নির্যাতনের শিকার ক'রে তুলেন আমার ধারণা তাঁদের কাজের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। যারা নির্যাতন করে আমার মতে তারা হচ্ছে শয়তান।'

তাঁদের যে অন্যায়ভাবে বন্দী করা হয়েছে এবিষয়ে দুটি বন্দীই ছিলেন একেবারে একমত।

হুরোণ বললেন: আপনাকে যতটা করুণা করা উচিৎ তার চেয়ে একশগুণ বেশী করুণা করা উচিৎ আমাকে। আমি জন্মেছিলাম স্বাধীন হয়ে, মুক্ত বাতাসের মত: আমার জীবন ছিল দুটি—স্বাধীনতা আর আমার ভালোবাসার আধার। সেই দুটি জিনিস থেকেই আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমরা দুজনেই আজ বন্দী। আমরা জানি নে কে আমাদের বন্দী করেছে; অথবা, সে-সংবাদ জানার ক্ষমতাও আমাদের নেই। কুড়ি বছর ধরে হুরোণ হয়েই আমি বেঁচে ছিলাম। হুরোণরা তাদের শত্রুদের ক্ষমা করে না ব'লে এরা তাদের বলে বর্বর। কিন্তু কোনোদিন তারা তাদের বন্ধুদের উৎপীড়ন করে না। ফ্রান্সে পা দিতে-না-দিতেই এদেশের জন্যে নিজের রক্ত আমি পাত করেছি। সম্ভবত আমি গোটা একটি অঞ্চলকে রক্ষা করেছিলাম, কিন্ত এই তার পুরস্কার। এই জ্যান্ত মানুষের কবরখানার মধ্যে আমি আজ দিন কাটাচ্ছি। আপনি আমার কাছে না থাকলে এই-খানেই আমি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মারা যেতাম। এদেশে আইন বলতে নিশ্চয় কিছু নেই। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে মানুষের কী বলার রয়েছে সেকথা বলার কোনো সুযোগ না দিয়েই তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। ইংলণ্ডে এরকম ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। হায়রে! ইংরাজদের বিরুদ্ধে না লড়ে অন্য কারও বিরুদ্ধে লড়লেই আমার ভালো হতো।

মানুষের কাছ থেকে প্রকৃতিদত্ত প্রথম অধিকারগুলিকে ছিনিয়ে নেওয়ার বিরুধে তাঁর এই বিকাশমুখী জীবনদর্শন সোচ্চার না হয়ে পারে নি ; এবং তিনি যে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন তা ন্যায়সংগতই হয়েছিল।

তাঁর সঙ্গীটি তাঁর কথার প্রতিবাদ করেন নি। বিচ্ছেদের ফলে প্রেমিক প্রেমিকাদের প্রেম শক্তিশালী হয় ; এবং দার্শনিক মতবাদ তাকে স্তিমিত করতে পারে না। নীতিবাদ অথবা অতীন্দ্রিয়বাদ নিয়ে তিনি যেমন আলোচনা করতেন তেমনি প্রায় তিনি বলতেন নিজের প্রেমিকার কথা। নিজের প্রেমের উন্মাদনাকে যতই তিনি বিশুদ্ধ করলেন ততই বেশী ক'রে তিনি ভালোবাসতে লাগলেন। নতুন কিছু প্রেমের উপাখ্যান তিনি পড়লেন : কিন্তু তাঁর মনের আসল চরিত্রটি ফুটে উঠেছিল এমন একটি উপন্যাসও তাঁর হাতে পড়ে নি। তিনি সব সময় অনুভব করতেন তাঁর ভালোবাসা আরও গভীর, এত গভীর যে প্রেমের উপন্যাসের লেখক তার সীমানার কাছেও পেঁছিতে পারেন নি।

তিনি শেষ পর্যন্ত আক্ষেপ ক'রে বলতেন ঃ 'হায়রে ! প্রায় কোনো লেখকই ভালোবাসার মর্ম জানে না। তাদের লক্ষ্য রয়েছে কেবল নিজেদের বুদ্ধি আর কলাকৌশল বিস্তার করার দিকে।'

অবশেষে নিজের অলক্ষ্যেই সেই সৎ জেনসেনিস্ট পাদরীটি হুরোণের বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হলেন। এতদিন ভালোবাসাকে তিনি জানতেন পাপ ব'লে ; অনুতপ্ত মানুষ তার পাপস্বীকারোক্তিতে এইটিকেই পাপ ব'লে চিহ্নিত করে। এখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ভালোবাসা হচ্ছে অন্য যে কোনো উদার আর মহতী মানবিক বৃত্তির মত। এ মানুষের মনকে কেবল উন্নতই করে না, কোমলও করে ; এবং মাঝে-মাঝে মানুষের অন্যান্য সৎ বৃত্তিগুলিকেও উদ্বোধিত করতে পারে। শেষ কথা হচ্ছে, একজন হুরোণ একটি কট্টর নীতিবাগীশ পাদরীকে নতুনভাবে ভাবিত করল। এইটিই হচ্ছে সেই দুটি বন্দীর জীবনে শেষ অলৌকিক ঘটনা।

পঞ্চদশ অধ্যায়

## সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ কয়েকটি রুচিকর প্রস্তাব নাকচ করার চেষ্টা করবেন

এদিকে সুন্দরী চারুনয়না কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর প্রেমিকের চেয়ে নিজেই বেশী কষ্ট পাচ্ছিলেন। কেরানীটির উপদেশমত তাই তিনি মাসিয়ার দ্য স্যাঁতে-পোয়াঁজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেই বান্ধবীটিকে যার বাড়ীতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুজনেরই মুখ ছিল ঘোমটায় ঢাকা।

প্রথমই যাঁকে তিনি দেখলেন তিনি হচ্ছেন তাঁর দাদা অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ। তাঁর দাদা তখন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। এই দেখে ভয় পেয়ে গেলেন তিনি; কিন্তু তাঁর পুণ্যবতী বান্ধবী সাহস দিলেন তাঁকে।

বান্ধবীটি বলল: দেশের লোকেরা তোমার নামে কুৎসা প্রচার করছে। ঠিক সেই কারণেই, তাঁর কাছে তোমার নিজের মুখেই সব কথা বলা উচিৎ। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে বিশ্বের এই অংশে যারা পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তারাই সব সময়ে খাঁটি—যদি না সেই অভিযোগগুলিকে সরাসরি খণ্ডন করা যায়। তাছাড়া, তুমি নিজে গেলেই কাজটা ভালো হবে; আর আমি যদি ভুল না করি তাহলে, আমার ধারণা, তোমার দাদার কথায় যে কাজ হয়েছে তার চেয়ে অনেক ভালো।

আজ পর্যন্ত কোনো উদ্দাম প্রেমিক অথবা প্রেমিকা এত অল্প আশ্বাসে এতটা সাহস পায় নি। কুমারী দ্য সেঁতিইভ যথারীতি দর্শনকক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর যৌবন, তাঁর দেহের লাবণ্য, তাঁর অবসাদগ্রস্ত দুটি চোখ অজ্ঞাতসারে ঝরে-পড়া অশ্রুসিক্ত নয়ন-পল্লব ইত্যাদি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই উপমন্ত্রীর প্রতিটি মোসাহেব তার ক্ষমতাশীল মনিবকে ভুলে গিয়ে, সৌন্দর্যের শক্তির কথা ক্ষণেকের জন্যে চিন্তা না ক'রে পারলো না। স্যাঁতে-পোয়েঁজা তাঁকে তাঁর নিজস্ব কক্ষে ডেকে নিয়ে গেলেন। কুমারী সেঁতিইভ মনোরম ভ্রূভঙ্গী ক'রে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। স্যাঁতে-পোয়েঁজা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় কিঞ্চিৎ ভাবাতি-শয্যের খপ্পরে গিয়ে পড়ায় কুমারী ভয় পেয়ে কেঁপে উঠেছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন—ভয় করার কোনো দরকার নেই।

স্যাঁতে-পোঁয়েজা বললেন: আজ সন্ধ্যের সময় আবার আপনি আসুন। আপনার বিষয়টা ভালো ক'রে ভেবে দেখতে হবে; তার জন্যে চাই অবসর। এখানে এখন অনেক লোক রয়েছে। সকলের সংগেই কথাবার্তা বলে তাড়াতাড়ি বিদায় করতে হবে তাদের; কিন্তু আপনার ব্যাপারটা বেশ ভালো ক'রে তলিয়ে দেখতে হবে আমাকে।

তারপরে তিনি তাঁর সৌন্দর্য আর দেহসুষমার কিছু প্রশংসা করলেন, প্রশংসা করলেন তাঁর বাস্তব চিন্তাশক্তিকে; এবং শেষকালে সন্ধ্যে সাতটার সময় আসার জন্যে উপদেশ দিলেন তাঁকে।

সন্ধ্যে সাতটার সময়েই তিনি আবার সেখানে গেলেন; তাঁর সেই সাধ্বী বান্ধবীটি যথারীতি সঙ্গে গেলেন তাঁর। বাইরের ঘরে ব'সে বান্ধবীটি 'ক্রীশ্চান পিডাগগ' নামে একটি বই পড়তে লাগলেন; আর সেই সময় স্যাঁতে-পোয়েঁজা এবং সুন্দরী কুমারী সেঁতিইভ পেছনের একটি ঘরে নিভৃতে আলাপ করতে লাগলেন।

স্যাঁতে-পোয়ে'জা বললেন : আপনাকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্যে নির্দেশনামা জারি করার উদ্দেশ্যে আপনার দাদা যে আমাকে অনুরোধ করতে এসেছিলেন সেকথা বললে কি আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন, ভদ্রে ? কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমি কী ভাবছি জানেন ? ভাবছি, আমার উচিৎ তাঁকে এখান থেকে লোয়ার ব্রিটেনীতে তাড়াতাড়ি ফিরে পাঠানোর নির্দেশ জারি করা ।

কুমারী বললেন : হায় হায় স্যার ! বিনা বিচারে আটক করার নির্দেশনামা আপনার অফিস থেকে উদার হৃদয়েই জারি করা হয় ; কারণ, অবসর জীবনের ভাতার মত সেইগুলি চাইবার জন্যে এই রাজ্যের দূরদূরান্ত থেকে মানুষেরা এখানে হাজির হয় । আমি কিন্তু আমার ভাইয়ের নামে ওই রকম কোনো নির্দেশনামা জারি করার অনুরোধ নিয়ে আপনার এখানে আসি নি । তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত যথেষ্ট কারণ আমার রয়েছে । কিন্তু মানুষের স্বাধীনতাকে আমি শ্রদ্ধা করি । আর সেই জন্যেই, এমন একজন মানুষের বিষয়ে আপনার কাছে বিনীত এবং আন্তরিকভাবে অনুরোধ করতে আজ আমি এসেছি যাঁকে আমি বিয়ে করতে চাই । তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে একটি অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে সম্রাট ঋণী । তাঁর সেবা পেলে সম্রাটের উপকারই হবে । তিনি হচ্ছেন এমন একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর সন্তান যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন । তাঁর অপরাধ কী ? এবিষয়ে তাঁর কী বলার রয়েছে তা না শুনেই তাঁর প্রতি এই রকম নির্মম ব্যবহার করা হলো কেন ?

এই কথা শুনে, উপমন্ত্রীটি তাঁকে দুটি চিঠি দেখালেন । একটি হচ্ছে গুপ্তচর যীশুসংঘীর ; আর একটি হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক সেই ম্যাজিস্ট্রেটের ।

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে কুমারী বললেন : বলেন কী ? পৃথিবীতে এই রকম সব শয়তান আছে নাকি ? আর তারা কি জোর করে এই ধরনের নোংরা শয়তান প্রকৃতির একটা গবেট ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে ? আর এই রকম সাক্ষ্যের জোরেই কি দেশের লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় ?

এই বলেই তিনি নতজানু হলেন ; তারপরে, যে বীরপুরুষটি তাঁকে পুজো করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে চোখের জলে শরীর ভিজিয়ে উপমন্ত্রীর কাছে তিনি আবেদন জানালেন । এই রকম একটি পরিস্থিতিতে তাঁর নয়নাভিরাম লাবণ্যই সব চেয়ে কাজের হবে ব'লে মনে হয়েছিল । তাঁর সেই সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে উপমন্ত্রী তাঁর সমস্ত লজ্জা শরম ভুলে গিয়ে পরোক্ষভাবে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর আর্জি মঞ্জুর করা হবে ; কিন্তু তার আগে প্রেমিককে দান করার জন্যে যে ফলগুলি তিনি আলাদাভাবে সংরক্ষিত রেখেছেন সেগুলি প্রথমে তাঁকে দেওয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে তাঁকে । এই কথা শুনে কুমারী খুবই আঘাত পেলেন, হতভম্বও হলেন ; এবং প্রস্তাবটির অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না এই রকম একটা হাবভাবও কিছুক্ষণ

দেখালেন তিনি। ফলে, তার প্রস্তাবটি ঠিক কী সেটা তাঁকে আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হলেন উপমন্ত্রী। প্রথম কথাটি তিনি বললেন সঙ্কোচের সঙ্গে; তার পরে পরের কথাটি বললেন কিছুটা সংকোচ কাটিয়ে; আর খোলাখুলিভাবে। এর ফলে, তাঁর প্রেমিকের বিরুদ্ধে বিনাবিচারে কারাদণ্ডের যে নির্দেশজারি করা হয়েছে সেটিকে যে তুলে নেওয়া হবে কেবল সেই কথাই তিনি দিলেন না; সেই সঙ্গে এই প্রস্তাবও তিনি দিলেন যে এই আটকের জন্যে যাতে সরকার থেকে তাঁকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার, সম্মান এবং ভালো চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাও তিনি দেখবেন; এবং যতই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ততই তিনি চাইলেন কুমারী যাতে তাঁর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করেন।

কুমারী সেঁতিইভ কাঁদলেন; তীব্র একটা দৈহিক আর সেই সঙ্গে মানসিক যাতনা তাঁর কণ্ঠটিকে রুদ্ধ ক'রে ফেললো; সোফার ওপরে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়লেন তিনি। যা দেখলেন আর যা শুনলেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি। এবার উপমন্ত্রী নিজে বসলেন নতজানু হয়ে। দেখতে তিনি খারাপ নয়, ভালোই। যে নারী অন্য কোনো পুরুষের কাছে নিজের হৃদয় বিলিয়ে দেয় নি তেমন কারও কাছে তাঁর প্রস্তাবটি হয়ত এতটা বেদনাদায়ক ব'লে মনে হতো না; কিন্তু কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর প্রেমিককে পুজো করতেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাটা জঘন্য অপরাধ ব'লে মনে হলো তাঁর কাছে। আরও আগ্রহভরে স্যাঁতে-পোয়েঁজা তাঁর আর্জি পেশ করলেন, অনুগ্রহ ভিক্ষা করলেন তাঁর। শেষ কালে তিনি তাঁকে এই কথা বলে দিলেন যে যার কথা তিনি গভীর প্রণয়ের সঙ্গে এবং ভীষণভাবে চিন্তা করছেন তাঁর মুক্তির জন্যে ওই একটিমাত্র পথই রয়েছে, অন্য কোনো পথ তাঁর কাছে খোলা নেই। এই অসাধারণ আলাপ আলোচনাটি অনেকক্ষণ ধরে চললো। পাশের ঘরে যে সঙ্গিনীটি এতক্ষণ বসে-বসে 'ক্রীশ্চান পিডাগগ' শীর্ষক বইটি পড়েছিলেন তিনি ভাবলেন :

'যা বাবা! দু'ঘণ্টা ধ'রে ওরা ঘরের মধ্যে বসে করছে কী! প্রভু স্যাঁতে-পোয়েঁজা তো অন্য কারও সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেন না! হয়ত, হতভাগিনীর কোনো অনুরোধই তিনি রাখেন নি; সেইজন্যে এখনও তিনি অনুরোধ করে যাচ্ছেন।'

অবশেষে, তাঁর সঙ্গিনীটি ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কেমন যেন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। মুখ দিয়ে তাঁর কোনো কথা বেরোচ্ছিল না। যে সব মন্ত্রী আর উপমন্ত্রীর দল অত সহজে মানুষের স্বাধীনতা আর নারীদের সম্মান নষ্ট করে তাদের কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন তিনি।

ফেরার সময়ে সারাটা পথ একটা কথাও তিনি বলেন নি। কিন্তু বান্ধবীর বাড়ীতে ফিরে তিনি আর কিছু চেপে রাখতে পারলেন না, সব কথা বলে ফেললেন।

কাহিনী শুনতে-শুনতে তাঁর সাধবী বান্ধবীটি বারবার হায়-হায় করে নিজের বুকের ওপরে দুটি হাত এড়োএড়ি করে ক্রুশের চিহ্নটি আঁকতে লাগলেন।

কাহিনী শেষ হলে, বান্ধবী বললেন ঃ প্রিয় বন্ধু, আগামী কাল আমাদের অধ্যক্ষ ফাদার টো-টে-টুর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই আপনাকে আলাপ করতে হবে। মঁসিয়ার সাঁতে-পোয়েঁজার ওপরে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে। এই মঠের অনেক চাকরানীর পাপস্বীকার তিনি শোনেন। তিনি হচ্ছেন সাধু মানুষ ; অনেকের অনুরোধই তিনি শুনে থাকেন ; কিছু কেতাবদুরস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের করণীয় কী তিনি তা বাতলিয়ে দেন। তাঁর কথামত কাজ করুন। আমিও তাই করি। আর সেই কাজ করে দেখেছি কোনো সময়েই আমার ভুল হয়নি। আমরা নারীরা হচ্ছি দুর্বল। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন পুরুষ মানুষের প্রয়োজন হয় আমাদের। সেইজন্যে বলেছি, প্রিয় বান্ধবী, ফাদার টো-টে-টুকে খুঁজে বার করার চেষ্টা আগামী কাল অবশ্যই আমি করব।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## যীশুসংঘীফাদার টো-টে-টুর সংগে আলোচনা

সাধু পাপস্বীকারশ্রোতার সঙ্গে দেখা হ'তেই সুন্দরী এবং বিষণ্ণ কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁকে জানালেন যে যাঁকে বিধিসঙ্গতভাবে তিনি তাঁর স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করতে চান তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে শক্তিশালী এবং ইন্দ্রিয়ভোগসুখ-বিলাসী একজন রাজকর্মচারী তাঁকে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন ; কিন্তু সেই কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে তিনি যা চেয়েছেন তার মূল্য অনেক। তিনি আরও বললেন যে এই ধরনের ব্যভিচারকে তিনি সবচেয়ে ঘৃণ্য ব'লে বিবেচনা করেন ; এবং নিজের জীবনদান করার যদি প্রশ্ন উঠতো তাহলে মূল্য হিসাবে অনেক আগেই তিনি তা দান করতে পারতেন।

এই শুনে ফাদার টো-টে-টু চিৎকার ক'রে উঠলেন ; 'ঘৃণ্য, জঘন্য পাপাচারী লোকটা কে ? এই নোংরা প্রকৃতির লোকটার নাম আমাকে আপনার বলা উচিৎ। খ্রীষ্ট যে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাতা এমতে বিশ্বাসী নয় নিশ্চয় সে এরকম কোনো জেনসেনিস্ট। মাননীয় ফাদার দ্য লা চেইসের কাছে তার নামে আমি অভিযোগ করব। যেখানে বর্তমানে আপনার প্রিয় ভাবী রয়েছেন সেইখানে লোকটিকে চিররুদ্ধ ক'রে রাখার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

নিজের সংগে অনেক দ্বন্দ্ব করার পরে খুব বিব্রতভাবে হতভাগিনী রমণীটি অবশেষে সেই লোকটির নাম বললেন ঃ সাঁতে-পোয়েঁজা।

যীশুসংঘীটি কিছুটা চমকে গিয়ে বললেন ঃ প্রভু সাঁতে-পোয়েঁজা ! তাই বুঝি ! বৎসে, ব্যাপারটা তাহলে অন্য রকম। তিনি হচ্ছেন আমাদের মহামহিম মন্ত্রীর সম্পর্কে ভাই। এত বড় মন্ত্রী আমাদের রাজ্যে আর কেউ কোনোদিন ছিলেন না। আর প্রভু সাঁতে-পোয়েঁজ হচ্ছেন একজন কৃতি মানুষ ; ভালো কাজ বা আদর্শকে সব সময় তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেছেন ; সত্যিকার খ্রীস্টভক্ত বলতে যা বোঝায় তিনি হচ্ছেন তাই। তাঁর মনে এই রকম কোনো চিন্তার উদয় হ'তে পারে না। আপনি নিশ্চয় তাঁকে ভুল বুঝে থাকবেন।'

'না, ফাদার ! তাঁর কথা আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। কোন্ দিকে আমি যাব ? যেদিকেই তাকাই সেইদিকেই একটা গোলকধাঁধাঁ। হয় আমাকে দুঃখকে বেছে নিতে হবে, আর নয়ত, বেছে নিতে হবে অপমানকে। এ ছাড়া, তৃতীয় কোনো পথ আমার কাছে খোলা নেই। হয় আমার প্রেমিক জীবন্ত অবস্থায় জেলখানার মধ্যে চিরকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে ; আর না হয়, আমাকে এমনভাবে বেঁচে থাকতে হবে যেভাবে বেঁচে থাকাটা আমার সম্মানের পক্ষে হবে হানিকর। আমি তাকেও মরতে দিতে পারছি না, নিজেকেও পারছি না বাঁচাতে।

মিষ্টি কথা বলে ফাদার তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন ঃ

'বৎসে, তোমাকে প্রথমেই একটা কথা বলি শোনো। ওই 'প্রেমিক' শব্দটা ব্যবহার করো না। শব্দটার গায়ে একটা পার্থিব বস্তুর গন্ধ লেগে রয়েছে। তাতে ঈশ্বর রুষ্ট হতে পারেন। বল, 'আমার স্বামী ; কারণ, যদিও এখনও তিনি তোমার স্বামী হন নি তবু, স্বামী বলেই তাঁকে তুমি মনে করছো ; আর এর চেয়ে সত্য কথা আর নেই।

'দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঃ যদিও মনে-মনে তিনি তোমার স্বামী, এবং তুমিও আশা কর যে তিনি তাই হবেন তবুও, এখনও তিনি তোমার সত্যিকার স্বামী হননি। তার ফলে, তোমার কোনো ব্যাভিচার করা হবে না—যদিও এটি হচ্ছে বিরাট একটি পাপ, আর এই পাপকে যতদূর সম্ভব আমাদের সব সময় এড়িয়ে চলা উচিৎ।

'তৃতীয়ত ঃ—উদ্দেশ্য যদি সাধু হয় হয় তাহলে কোনো কাজই নিন্দনীয় নয়। তোমার স্বামীকে মুক্ত করার জন্যে তুমি যাই করো না কেন তার চেয়ে পবিত্র কাজ বিশেষ আর কিছু নেই।

'চতুর্থত ঃ এবিষয়ে আদিগ্রন্থেও তুমি অনেক নিদর্শন পাবে, এবং বেশ অদ্ভুতভাবেই। সেইগুলিই পথনির্বাচনে তোমাকে সাহায্য করবে। সাধু আগস্টিন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হচ্ছে এই যে সেপটিমিয়াস অ্যাসিডিনাসের রাজত্বকালে আমাদের মুক্তির ৩৪০ অব্দে একটি দরিদ্র লোক সিজারের প্রাপ্য খাজনা সিজারকে দিতে পারে নি। সেইজন্যে 'যেখানে কিছু নেই সেখানে রাজাকে অবশ্যই তাঁর অধিকার ছাড়তে হবে,' এই নীতি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও, ন্যায়সঙ্গত

কারণেই সেই দরিদ্র লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁর করের পরিমাণ ছিল এক পাউন্ড সোনা। সেই দণ্ডিত লোকটির একটি স্ত্রী ছিল। ঈশ্বর তাকে সৌন্দর্য আর বিজ্ঞতা দুই-ই দিয়েছিলেন। একজন বুড়ো কৃপণ এক পাউন্ড সোনা আর সেই সঙ্গে আরও কিছু সেই মহিলাকে দিতে রাজি হলো; কিন্তু তার শর্ত ছিল একটি। সেই শর্তটি হচ্ছে তার সঙ্গে মহিলাটিকে সম্ভোগজনিত পাপাচারে লিপ্ত হ'তে হবে। মহিলাটি ভাবলো তার স্বামীর জীবনরক্ষার জন্যে পাপ না করেই একাজ সে করতে পারে। মহিলাটির সেই উদার দেহদানকে সাধু আগস্টিন সমর্থন করেছিলেন। কথাটা সত্যি যে সেই বুড়ো কৃপণটা শেষ পর্যন্ত মহিলাটির সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, এবং তা সত্ত্বেও, তার স্বামীটিকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছিল; কিন্তু স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে যেটুকু তার সাধ্যের ভেতরে ছিল ততটুকু কাজ মহিলাটি করেছিল।

'বৎসে, তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার এই ভেবে যে একজন যীশুসংঘী যখন সাধু আগস্টিনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন তখন বুঝতে হবে যে সাধুটি ঠিকই বলেছেন। আমি তোমাকে কিছু করার জন্যে উপদেশ দিচ্ছি না। কী করা তোমার উচিৎ, না উচিৎ, সেটুকু বোঝার মত জ্ঞান তোমার রয়েছে; এবং এটা আমি ধরেই নিতে পারি যে স্বামীকে উদ্ধার করার জন্যে তোমার যা করণীয় তা তুমি করবে। আমাদের প্রভু সাঁতে-পোয়েঁজ সৎ মানুষ। তিনি যে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করবেন না, কেবল এইটুকুই আমি বলতে পারি। ঈশ্বরের কাছে তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি প্রার্থনা করব। আশা করি, ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করার জন্যেই সব কাজ নির্বিঘ্নে সমাধান হবে।'

সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ উপমন্ত্রীর প্রস্তাব শুনে যতটা ভয় পেয়েছিলেন যীশুসংঘীর ধর্মোপদেশ শুনে তার চেয়ে কম ভয় পেলেন না। হতাশ হয়ে তিনি তাঁর বান্ধবীর কাছে ফিরে গেলেন। যাঁকে তিনি অত ভালোবাসেন তাঁর সেই প্রেমিককে মারাত্মক বন্দীজীবনের বিভীষিকা থেকে উদ্ধার করার মানসে নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করতে প্রলুব্ধ হলেন তিনি; এবং তাঁর কাছে যে সম্পত্তিটি সবচেয়ে মূল্যবান, এবং যেটি তিনি তাঁর হতভাগ্য প্রেমিকের সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করছিলেন সেটিকে অপরের হাতে তুলে দেওয়ার লজ্জা আর অপমানের বোঝা মাথায় তুলে নিতে চেয়েছিলেন তিনি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

## মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে তিনি আত্মদান করলেন

তিনি তাঁর বান্ধবীকে বললেন তাঁকে হত্যা করতে ; কিন্তু সেই মহিলাটি ছিলেন যীশুসংঘীর মতই দয়াশীলা। তিনি তাঁকে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন ঃ 'হায়রে হায় ! এই সুন্দর, শিষ্টাচারী, বিখ্যাত রাজসভায় এই শর্ত ছাড়া অন্য কোনো শর্তে কোনো কাজের ফয়সালা হয় না। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণই বল, আর সব চেয়ে হালকাই বল কোনো চাকরিই কাউকে বিলিয়ে দেওয়া এখানে হয় না তোমার কাছ থেকে যে দাম চাওয়া হয়েছে সেই দাম ছাড়া। আমার কথা শোনো ; তুমি আমার বান্ধবী ; তোমার সব গোপন কথা আমাকে তুমি বলেছ। আমি স্বীকার করছি, আমি যদি তোমার মত এই সব ব্যাপারে বিরুদ্ধ মনোভাবের মেয়ে হতাম তাহলে আমার স্বামী বর্তমানে যে পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বেঁচে আছেন সেই পদটি তিনি পেতেন না। একথা তিনিও জানেন ; তার জন্যে আমার ওপরে তিনি তো অসন্তুষ্ট হন-ই নি ; বরং আমাকে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই মনে করেন ; আর নিজেকে মনে করেন আমার সৃষ্ট জীব ব'লে। তুমি কি মনে কর যাঁরা আজ রাজ্যপাল হয়ে বসে আছেন, অথবা, যাঁরা সেনাবাহিনীর মাথায় অবস্থান করছেন তাঁদের সম্মান আর সৌভাগ্য একমাত্র তাঁদেরই নিজস্ব কর্মদক্ষতায় অর্জিত হয়েছে ? তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা এইগুলির জন্যে তাঁদের স্ত্রীদের কাছে ঋণী। এই স্ত্রীরাই রাজসভায় মহিলা নামে পরিচিতা ! উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের নির্বাচন করে প্রেম ; এবং যার স্ত্রী সবচেয়ে বেশী সুন্দরী তাকে তত উঁচু পদ দেওয়া হয়।

'তোমার অবস্থাটা আরও সঙ্গীন। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার প্রেমিককে অন্ধকার কয়েদখানা থেকে বাইরে বার ক'রে আনা, আর তাকে বিয়ে করা। এটাই হচ্ছে তোমার পবিত্র কর্তব্য। সেই কর্তব্য তোমাকে সম্পাদন করতে হবে। যে সব মহতী আর সুন্দরী মহিলাদের কথা আমি বললাম এই কাজের জন্যে কেউ তাঁদের আজ পর্যন্ত নিন্দা করে নি। বিশ্ববাসীরা তোমার কাজটিকে প্রশংসা করে হাততালি দেবে। সবাই বলবে একটি দুর্বলতার অপরাধে নিজেকে তুমি অপরাধিনী করেছ ; আর সেই দুর্বলতা হচ্ছে পুণ্যের আতিশয্য।'

কুমারী দ্য সেঁতিইভ বেশ চেঁচিয়েই বললেন ঃ 'হায় ঈশ্বর ! এ আবার কোন্ ধরনের পুণ্য ? কী দুঃখ ! কী দুঃখ ! এই জগৎটা কী ? পুরুষদের সম্বন্ধে কী

অভিজ্ঞতাই না আমার হলো ? একজন ফাদার দ্য লা চেইজ, আর একজন হাস্যকর জেলাশাসক আমার প্রেমিককে কারাগারে রুদ্ধ করল ; আমার ওপরে নির্যাতন করল আমার পরিবারের মানুষ ; আমাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেওয়া হলো আমার নারীধর্ম বিসর্জন দেওয়ার শর্তে ! একজন যীশুসংঘী ধ্বংস করল একটি সাহসী মানুষকে ; আর একজন যীশুসংঘী চায় আমাকে ধ্বংস করতে ! চারপাশ থেকেই আমাকে জালে জড়ানো হচ্ছে ; এবং আমি বর্তমানে ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি ! হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, আর না হয়, সরাসরি কথা বলতে হবে রাজার সঙ্গে। খ্রীষ্টযাগে যোগ দেওয়ার আর থিয়েটার দেখতে যাওয়ার সময় রাজা যখন বেরোবেন তখন আমি তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বো।'

তাঁর সত্যিকার বান্ধবীটি বললেন : 'তাঁর অনুচরেরা তাঁর কাছে তোমাকে যেতে দেবে না ; আর রাজার সঙ্গে কথা বলার দুর্ভাগ্য যদি তোমার হয় তাহলে মাসিয়ার দ্য লুভো, অথবা, মাননীয় ফাদার দ্য লা চেইস তোমার বাকি জীবনটা একটা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে কবর দিয়ে রাখবেন।

এই উদারহৃদয়া বান্ধবীটি যখন কুমারী দ্য সেঁতিইভের নির্যাতীত আত্মার বিভ্রান্তিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এবং তাঁর হৃদয়ের মধ্যে ছুরিকাটিকে গভীরভাবে বসিয়ে দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি চিঠি আর কানের দুটি সুন্দর দুল নিয়ে একটি দূত এসে হাজির হলো মসিয়ার দ্য সোঁতে-পোয়াঁজের কাছ থেকে। অশ্রুসিক্ত লোচনে কুমারী দ্য সেঁতিইভ সেই প্যাকেটে যা যা ছিল সেগুলির একটিও গ্রহণ করতে রাজি হলেন না ; কিন্তু তাঁর বান্ধবী নিজের হেঁপাজতে সেগুলি রেখে দিলেন।

দূতটি চলে যাওয়ার পরেই আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুটি চিঠিটি পড়লেন। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে সেদিন রাত্রিতে দুটি বান্ধবীর জন্যে ছোট একটি ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। কুমারী দ্য সেঁতিইভ জোর করেই বললেন যে সেই ভোজে তিনি যাবেন না। আর সেই সময় তাঁর সাধবী বান্ধবীটি চেষ্টা করলেন হীরের দুল দুটি তাঁর কানে পরিয়ে দেওয়ার জন্যে ; কিন্তু কুমারী দ্য সেঁতিইভ সেই দুল দুটিকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না ; এবং সারাদিন ধরেই বান্ধবীর সেই চেষ্টাটিকে তিনি বাধা দিতে লাগলেন। অবশেষে, প্রেমিকের চিন্তায় একেবারে মসগুল হয়ে থাকার ফলে, বান্ধবীটি তাঁর সব প্রতিরোধ ব্যর্থ ক'রে তাঁকে টানতে-টানতে সেই মারাত্মক ভোজসভায় নিয়ে হাজির করালেন তাঁকে। তিনি জানতেও পারলেন না কোথায় তিনি যাচ্ছিলেন। সেই হীরের দুলদুটি কানে পরার সমস্ত আবেদন নিবেদনকে তিনি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলেন। ফলে সে-দুটিকে তাঁর বান্ধবী নিজেই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন ; এবং ভোজের আসরে বসার আগে জোর ক'রে সেদুটিকে তাঁর কানে পরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কুমারী দ্য

সেঁতিইভ এতই বিভ্রান্ত হয়ে মানসিক উত্তেজনায় ভুগছিলেন যে এই যাতনা তিনি সহ্য করেছিলেন ; এবং এরই ফলে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ভেবেছিলেন এটি হচ্ছে কুমারীর আত্মসমর্পণের পূর্বাভাস মাত্র। খাওয়া-দাওয়ার শেষে তাঁর বান্ধবীটি বিজ্ঞতার সঙ্গেই সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক তখন তাঁকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করার নির্দেশনামাটির খারিজপত্র দেখালেন ; দেখালেন উদারভাবে ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার, এবং ক্যাপটেনের পদে নিয়োগপত্রগুলি। সেইজন্যে তিনি তাঁকে দিলেন অজস্র প্রতিশ্রুতি।

কুমারী দ্য সেঁতিইভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : হায়রে ! আপনি যদি ভালোবাসা পাওয়ায় জন্যে এত চেষ্টা না করতেন তাহলে আপনাকে আমি কত ভালোই না বাসতাম ;

এক কথায়, অনেক প্রতিরোধের পরে, অনেক ভয়ার্ত আর্তনাদ আর চিৎকারের পরে, এবং অনেক অশ্রুবর্ষণের ভেতর দিয়ে, ধস্তাধস্তিতে দুর্বল হয়ে, ক্লান্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করলেন তিনি ; তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা এই ছিল যে সরল হুরোণ ছাড়া আর কারও কথা তিনি কিছুতেই ভাববেন না ; আর তাঁর সেই প্রয়োজনকে মূলধন করে তাঁর ধর্ষণকারী নিষ্ঠুরভাবে তাঁর কাছ থেকে তাঁর অভিপ্রেত সুযোগটি পুরোমাত্রায় আদায় করে ছাড়লেন।

### অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

## প্রেমিক হুরোণ আর জেনসেনীসটাকে উদ্ধার করলেন তিনি

পরের দিন সকালে প্যারিশের দিকে তিনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ; সঙ্গে নিলেন মন্ত্রীর দেওয়া মুক্তিনির্দেশনামা। এই যাত্রায় তাঁর মন এতটা উতলা হয়ে উঠেছিল যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নারীহিসাবে তিনি ছিলেন ধার্মিক ; আত্মাটি ছিল তাঁর মহৎ ; তিরস্কারের পর তিরস্কার ক'রে নিজেকে তিনি ক্ষতবিক্ষত করেছেন ; কোমলতায় তাঁর হৃদয়টি হয়ে উঠেছিল উত্তাল ; প্রেমিকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার অনুশোচনায় তিনি হয়েছিলেন বিভ্রান্ত ; এবং আরাধনার বস্তুটিকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আনার আনন্দে আর গর্বে বুকটা তাঁর ভরে উঠেছিল। এই রকম বিভিন্ন জাতীয় ভাব আর অনুভাবের আবর্তে যার হৃদয় মথিত হয় সেই রকম একটি রমণীর মনের অবস্থা কী হ'তে পারে তা আপনারা অনুমান ক'রে নিতে পারেন। তাঁর মানসিক যন্ত্রণা, দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব, এবং তাঁর সাফল্য—এই গুলি পর্যায়ক্রমে তাঁর ভাবনাচিন্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রইলো। এতদিন তাঁর জীবন কেটেছিল ফ্রান্সের একটি দূরবর্তী অঞ্চলে ; সেখানকার পরিবেশ আর

শিক্ষাদীক্ষার মধ্যেই তাঁর ভাবনাচিন্তাগুলি সীমিত ছিল। এখন তিনি আর সেই সরল, নিরপরাধ গ্রাম্যমহিলা নন। প্রেম আর দুর্ভাগ্য একসঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে এখন সৃষ্টি করেছে নতুনভাবে। তাঁর হতভাগ্য প্রেমিকের যুক্তিশক্তিটি যেমন তীব্রভাবে বেড়ে উঠেছিল, তেমনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁর নিজের মধ্যেও বেড়ে উঠছিল একটি মানবিক বৃত্তি। পুরুষমানুষেরা চিন্তা করতে যতটা সময় নেয় তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি নারীরা শেখে অনুভব করতে। সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে চার বছরে তিনি যা শিক্ষা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী তিনি শিখেছিলেন এই কটা দিনের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রায়।

তিনি পোশাক পরেছিলেন অত্যন্ত সাদাসিদেভাবে। যে জমকালো পোশাক প'রে তিনি তাঁর মারাত্মক পৃষ্ঠপোষকের সামনে গিয়েছিলেন সেই রকম পোশাক তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। সেই কানের দুল দুটি সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। সেগুলি তাঁর বান্ধবীর কাছে রেখে গেলেন তিনি। তিনি যে সত্যিকার কাজের মত একটা কাজ করতে যাচ্ছেন এই ভেবে তিনি বেশ আনন্দ পেলেন; সেই সঙ্গে বিভ্রান্ত-ও হলেন বেশ। হুরোণকে মনে হলো দেবতার মত; নিজের ওপরে ঘৃণা জন্মালো তাঁর। এইভাবে বিরুদ্ধ ভাবগুলির সংঘর্ষে বেশ উতলা হয়ে উঠলেন তিনি; শেষ পর্যন্ত হাজির হলেন সেই 'মারাত্মক দুর্গটির' ফটকের কাছে। 'এই দুর্গটি হচ্ছে প্রতিহিংসার রাজপ্রাসাদ; এখানে প্রায়শই অপরাধী আর নিরপরাধী একসঙ্গে কারারুদ্ধ হয়'।

দুর্গের কাছে এসে ঘোড়ার গাড়ী থেকে তিনি নামতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন; গাড়ী থেকে নামতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। তাঁকে সাহায্য করার জন্যে জনকয়েক লোক তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। ফটকের মধ্যে তিনি ঢুকলেন। বুকটা তখন তাঁর খুবই ধড়পড় করছিল; চোখ থেকে জল ঝরছিল অঝোর ধারায়; তাঁর সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল থরথর ক'রে। দুর্গের গভর্নরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু বাকশক্তি তখন তাঁর প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তির নির্দেশনামাটি তাঁকে তিনি দেখালেন; এবং অনেক কষ্টে কথা বললেন দু' একটি। এই বন্দীটির প্রতি গভর্নরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল; তাই তাঁর মুক্তির নির্দেশ পেয়ে খুবই খুশি হলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মত তাঁর হৃদয়টা সহানুভূতিহীন ছিল না। তাঁরা মনে করতেন বন্দীদের আটক রাখার জন্যেই তাঁরা মাইনে পান। তাতেই তাঁরা খুশি। বন্দীদের কাছ থেকে জোর ক'রে টাকা আদায় করতেন তাঁরা; অপরের দুঃখ আর দারিদ্র্যকে মূলধন ক'রে তাঁরা বেঁচে থাকতেন; আর একটি পৈশাচিক আনন্দ লাভ করতেন হতভাগ্যদের মর্মান্তিক আর্তনাদে। এগুলি ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতেন না তাঁরা।

বন্দীকে গভর্ণর তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে দেখেই মূর্ছা গেলেন। সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ প'ড়ে রইলেন। শারীরিক কোনো ক্রিয়া তাঁর দেখা গেল না। মনে হলো তিনি মারা গিয়েছেন। অন্যটি শীঘ্রই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

গভর্ণর তাঁকে বললেন: এই মহিলাটিই সম্ভবত তোমার স্ত্রী। তুমি যে বিয়ে করেছিলে সেকথাতো আমাকে তুমি বল নি। আমি শুনেছি যে এই উদার মহিলাটির আবেদনেই তুমি মুক্তি পেয়েছ।

সেই সুন্দরী মহিলাটি কাঁপতে-কাঁপতে বললেনঃ 'হায় হায়। ওঁর স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই।' এই বলেই তিনি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

জ্ঞান ফিরে আসার পরে, হুরোণকে সেনাবিভাগে চাকরি দেওয়ার লিখিতপত্রটি তিনি তাঁকে দিলেন। পত্রটি দেওয়ার সময়ে তাঁর হাতটা কাঁপছিল। এই দেখে হুরোণও একই রকম বিস্মিত হয়েছিলেন, অভিভূতও কম হন নি। একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আর একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেলেন তিনি।

'আমাকে এখানে আটক রাখা হয়েছিল কেন? আমাকে তুমি কেমন করে উদ্ধার করলে? যারা আমাকে কয়েদখানায় পুরেছিল সেই সব শয়তানরা কোথায়? তুমি স্বর্গের দেবী। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

এই শুনে সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর চোখ দুটি নামিয়ে নিলেন; আবার উঁচিয়ে ধরলেন তাঁর প্রেমিকের মুখের দিকে; লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর মুখটা। সঙ্গে-সঙ্গে চোখ দুটিকে তিনি সরিয়ে নিলেন অন্য দিকে। চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠলো তাঁর। এক কথায়, তিনি যা জানতেন, যে দুঃখকষ্ট তিনি সহ্য করেছিলেন সব কথাই তিনি তাঁকে বললেন; শুধু একটা কথাই বাদ দিলেন তিনি। এই কথাটা চিরকালের জন্যে তিনি গোপন রাখতে চেয়েছিলেন; যে কথাটা হুরোণ ছাড়া, বিশ্বের রীতিনীতিতে অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে এবং রাজসভার আচার অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে যারা বেশী ওয়াকিবহাল তারা সকলেই সহজে অনুমান করতে পারতো।

এই সব কথা শুনে ক্ষেপে গিয়ে হুরোণ বললেনঃ কী বললে! তোমাদের জেলা শাসকের মত একটা শয়তান আমার স্বাধীনতা নষ্ট করার মত ক্ষমতা রাখে এও কি সম্ভব? হায়রে! নিকৃষ্ট জানোয়ারদের মত মানুষও যে আঘাত করতে পারে তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী, একজন যীশুসংঘী রাজার পাপস্বীকারশ্রোতা জিলা শাসকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমার ওপরে দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দিল এটাকেও কি সম্ভব ব'লে আমাকে মেনে নিতে হবে? আর কোন ছলে, সেই ঘৃণ্য শয়তানটা আমাকে নির্যাতন করেছে তা কল্পনা করারও কোনো

সুযোগ আমি পাব না? সে কি মনে করেছিল আমি একজন জেনসেনিসট? অবশেষে, আমাকে তোমার মনে পড়লো কেমন ক'রে? আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। আমি তো তখন একটা বর্বর ছিলাম। কী বললে! কারও পরামর্শ না নিয়ে, কারও সাহায্য না নিয়ে ভার্সেলিসে তুমি আসতে পারলে কেমন ক'রে? তুমি সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মুক্তি হলো! তাহলে বুঝতে হবে, সৌন্দর্য আর পবিত্রতার মধ্যে এমন একটা যাদু রয়েছে যাকে কিছুতেই জয় করা যায় না! সেই যাদু লোহার কপাটকে খুলে দেয়, নরম ক'রে দেয় ইস্পাতের মত কঠিন হৃদয়কে।

'পবিত্র' শব্দটি শুনে, সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। যার জন্যে নিজেকে তিনি বারবার ধিক্কার দিচ্ছিলেন সেই অপরাধ করার মধ্যে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা কিভাবে রক্ষা পেয়েছে তা তিনি জানতেন না।

তার প্রেমিকের কথা তখনও শেষ হয় নি। তিনি বলে গেলেন: তুমি হচ্ছ ঈশ্বরের দূত; তুমি আমার শৃঙ্খলা মোচন করেছ। আমার জন্যে ন্যায়বিচার আদায় ক'রে নেওয়ার মত যদি তোমার প্রতিপত্তি থাকে (কী ক'রে তা সম্ভব হলো তা আমার মাথায় ঢুকছে না। তাহলে, একটি বৃদ্ধ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে সেই প্রতিপত্তিকে আবার একটু খাটাও। তুমি যেমন আমাকে প্রথম ভালোবেসেছিলে তিনিও তেমনি আমাকে চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন প্রথম। দুর্ভাগ্যই আমাদের এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। পিতার মত তাঁকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে ছাড়াও আমি বাঁচতে পারব না, তাঁকে ছাড়াও বেঁচে থাকা আমার পক্ষে দুরূহ হবে।

'আমি! আবার কি আমি সেই মানুষটার কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করব যে...'

'হ্যাঁ; তোমার কাছে আমার সমস্ত কিছু সমর্পণ করলাম; তোমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই আমি ঋণী থাকবো না। সেই ক্ষমতাশালী মানুষটিকে লেখো; তোমার করুণা উপচে পড়ুক আমার ওপরে। যা শুরু করেছিলে শেষ কর সেই কাজ। সম্পূর্ণ কর তোমার অলৌকিক শক্তিকে।'

তিনি বেশ বুঝতে পারলেন তাঁর প্রেমিকের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব সে-সবই তাঁর করা উচিৎ। একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু তাঁর হাত রাজি হলো না। তিনবার চেষ্টা করলেন লিখতে; তিনবারই সেগুলিকে ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। শেষ পর্যন্ত শেষ হলো চিঠি লেখার কাজ। সেই বৃদ্ধ শহীদকে আলিঙ্গন করলেন তাঁরা; তারপরে, তাঁকে ঈশ্বরের করুণায় ওপরে ছেড়ে দিয়ে দুজনে কারাপ্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

সুখী অথচ বিষন্ন কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর ভাইয়ের বাসার ঠিকানা জানতেন। গেলেন সেখানে তিনি; আর হুরোণ সেই বাড়ীরই একটি অংশে তাঁর আস্তানা ঠিক করলেন।

তাঁরা তাঁদের বাসায় গিয়ে পেঁছিতে না পৌছতেই তাঁর পৃষ্ঠপোষক বৃদ্ধ গর্ডনের মুক্তির নির্দেশ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন ; সেই সংগে পরের দিন তাঁর সংগে বিশেষ একটি স্থানে মিলিত হওয়ার আবেদনও করলেন তাঁর কাছে।

এইভাবে তাঁর প্রতিটি উদার আর প্রশংসার্হ কাজ সুসম্পন্ন হলো বটে ; কিন্তু তার জন্যে তাঁর কুমারীধর্মকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এইভাবে একই সংগে মানুষের সুখ আর দুঃখকে বিক্রী ক'রে দেওয়ার রীতিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে মনে করলেন। বৃদ্ধ গর্ডনের মুক্তির নির্দেশটি তাঁর প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন। তিনি এত দুঃখ আর লজ্জা পেয়েছিলেন যে সেই চিঠিটার দিকে তিনি চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। বন্ধুটিকে মুক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কারণেই হুরোণ তাঁর প্রেমিকাকে ছেড়ে চলে যেতে পারতেন না। সেই কারাগারে তিনি একরকম উড়ে চলে গেলেন ; এবং তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন। বিশ্বে মানুষদের অবস্থা যে কী উদ্ভূতভাবে ওঠে আর পড়ে সেই কথা ভাবতে লাগলেন তিনি : সেই সংগে প্রশংসা করতে লাগলেন একটি যুবতীর সাহস আর মানবিক গুণকে। সেই দুটি হতভাগ্য তাঁর কাছে অনেক ঋণী ; জীবন দিয়েও সেই ঋণ তাঁরা শোধ করতে পারবেন না।

## ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ

### সকলে একসঙ্গে মিলিত হলেন

উদারহৃদয়া এবং সম্ভ্রান্ত, ব্যাভিচারিনী যুবতীটি আত্মীয়স্বজনের সংগে মিলিত হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ, তাঁর দাদা, পর্বতের সৎ আচার্য এবং কুমারী দ্য কের্কাব'। তাঁরা সবাই একইভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন ; কিন্তু তাঁদের অবস্থা আর ভাবাবেগের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। আবে দ্য সেঁতিইভ তাঁদের বোনের ওপরে অবিচার ক'রে যে অপরাধ করেছিলেন তারই প্রায়শ্চিত্ত তিনি করছিলেন তাঁর বোনের পায়ের কাছে ব'সে। তিনি তাঁর দাদার অপরাধ ক্ষমা করলেন। আচার্য এবং তাঁর সহানুভূতিশীলা বোন কাঁদছিলেন ; কিন্তু সেটা আনন্দে। নোংরা প্রকৃতির জিলাশাসক আর তাঁর দায়িত্বজ্ঞানবর্জিত পুত্র এই সব লোকদেখানো দৃশ্য নিয়ে মাথা ঘামালেন না। তাঁদের শত্রুটির মুক্তিসংবাদ পেয়েই তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মূর্খতা আর ভয়টিকে গোপন করার জন্যে যত তাড়াতাড়ি পারলেন তাঁরা ফিরে গেলেন নিজেদের অঞ্চলে।

এই নাটকের চারটি চরিত্র বিভিন্নভাবে উদ্বেলিত হয়ে যুবকটি ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। যুবকটি গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধুকে মুক্ত করে আনার

জন্যে। তাঁর বোনের চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ। এই অবস্থায় কুমারী দ্য কের্কাব বললেন: আমার প্রিয় ভাইপোকে তাহলে আবার আমি দেখবো।

চরুনেত্রা কুমারী দ্য সেঁতিইভ বললেন: হ্যাঁ, তাকে আবার আপনি দেখতে পাবেন; কিন্তু তিনি আর সেই আগের মানুষ নন। তাঁর হাবভাব, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা—সবগুলিরই আমূল পরিবর্তন হয়েছে। একদিন তিনি যেমন অজ্ঞ, এবং সব কাজেই কেমন যেন অস্বাভাবিক ছিলেন, এখন তেমনি তিনি হয়েছেন সম্ভ্রান্ত। আপনাদের পরিবারের সম্মান তিনি বাড়াবেন; তিনিই হবেন আপনাদের সান্ত্বনার বস্তু। আমিও যদি সেই রকম আমাদের পরিবারের সম্মান বাড়াতে পারতাম!'

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন: কী বলছ? তুমি কি আর সেই আগের মত নেই? কী এমন তাহলে ঘটলো যার জন্যে তোমার এত পরিবর্তন হয়েছে?

এই রকম যখন বাক্যালাপ চলছে সেই সময় জেনসেনিস্টদের হাত ধরে হুরোণ ফিরে এলেন। তারপরেই দৃশ্যের পরিবর্তন হলো, এবং বেশ মনোজ্ঞ হয়ে উঠলো সেটি। শুরু হলো কাকা আর পিসীমার আলিংগনের ভেতর দিয়ে। সরল হুরোণের পায়ের কাছে অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। সেই সরল হুরোণ তখন আর সরল ছিলেন না। দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে তখন আলাপ হচ্ছিল কেবল চোখের ভাষায়। ভাষাটা চোখের হলেও পরস্পরের আবেগটি কিন্তু পরস্পরের হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। একজনের মুখের ওপরে চকচক ক'রে ফুটে উঠেছিল গভীর সন্তোষ আর কৃতজ্ঞার স্বীকৃতি; অন্যদিকে কুমারী সেঁতিইভের অশ্রুসিক্ত আর কিছুটা ফিরিয়ে রাখা চোখদুটির মধ্যে ফুটে উঠলো একটা বেদনাগ্রস্ত বিব্রত ভাব। এত আনন্দের মধ্যে তিনি একটি দুঃখকে মিশিয়ে রেখেছেন এই দেখে বিস্মিত হলেন সবাই।

বৃদ্ধ গর্ডন অনতিবিলম্বেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। যুবক বন্দীটির দুঃখকে তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন। সকলের কছে প্রিয় হওয়ার এইটিই ছিল তাঁর উপযুক্ত প্রশংসাপত্র। নিজের মুক্তির জন্যে দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে তিনি ঋণী ছিলেন। এরই ফলে তিনি ভালোবাসতে শিখেছিলেন। মানুষের ওপরে পূর্বে যে বিদ্বেষ তাঁর ছিল তা তাঁর হৃদয় থেকে দূর হয়ে গেল। তিনি এবং হুরোণ পরিণত হলেন সত্যিকারের মানুষে। খাওয়ার আগে প্রত্যেকেই তাঁরা নিজের নিজের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বললেন। শিশুরা যেমন ভূতের গল্প শোনে দুজন আচার্য এবং পিসীমা সেই রকম নিবিষ্ট মনে তাঁদের কাহিনী শুনতে লাগলেন।

গর্ডন বললেন: কী আর বলব! যে জেলখানার দরজা কুমারী দ্য সেঁতিইভ ভেঙে দিয়েছেন তার ভেতরে এখনও সম্ভবত পাঁচশ'র ওপরে সৎ মানুষ বন্দী হয়ে

রয়েছে। তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কী তা জানা যায় নি। অনেকেই সেই হতভাগ্য মানুষদের আঘাত করেছে; কিন্তু তাদের কষ্ট লাঘব করার মত একজনও নেই।

তাঁর এই মন্তব্য থেকেই বোঝা গেল মানবিক জ্ঞানটা তাঁর বেড়েছে; সেই সঙ্গে বেড়েছে তাঁর উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা। সেদিনকার সব আলোচনাই সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের বিজয় অভিযানের গৌরব ঘোষণা করল। তিনি যে কত মহৎ, কত বড় দুঃসাহসিনী এই কথাটাই সকলে নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে লাগলেন। এই মত প্রকাশের আর প্রশংসার মধ্যে একটা জিনিস মিশিয়ে ছিল। সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা। রাজসভার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ওপরে যাদের প্রভাব আর প্রতিপত্তি রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষেরা নিজেদের ঘৃণা করেই এই জাতীয় শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে থাকে। কিন্তু অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ মাঝে-মাঝে বললেন: 'আমার বোন কী এমন করেছে যার ফলে রাজকর্মচারীদের এত তাড়াতাড়ি বশীভূত করা তার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারলো?'

সান্ধ্যভোজন তৈরি হয়ে গেল; সবাই একটু তাড়াতাড়িই খেতে বসলেন। কিন্তু ভাগ্যের মার আর কাকে বলে! ভার্সেলিসের সেই বিশ্বাসী বান্ধবীটি এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কী ঘটে গিয়েছে সে-সব সংবাদ তিনি জানতেন না। দু'ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে তিনি এসেছিলেন; এবং সেই গাড়ীটা যে কার তা দেখেই বোঝা গিয়েছিল। দেখে মনে হলো সরকারের অনুগ্রহভাজন একটি বেশ উঁচু পদের রাজকর্মচারী তিনি। হাতে তাঁর অনেক কাজ। বাজে কাজে নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় তাঁর নেই। সেই রকম একটা মেজাজ আর ব্যস্ততা নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। সমবেত ভদ্রমহোদয় আর ভদ্রমহিলাদের বিরাট একটা ঔদাসীন্যের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে তিনি সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন:

সবাইকে তুমি এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন? আমার সঙ্গে এস। এই নাও তোমার হীরে। এইগুলি নিয়ে আসতে তুমি ভুলে গিয়েছিলে।

কথাগুলি তিনি বেশ চুপিচুপিই বলেছিলেন; কিন্তু হুরোণ তা শুনতে পেলেন। হীরেগুলিকে তিনি দেখলেন। ভাইটির মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। যারা এই ধরণের সম্পদ কোনোদিন দেখেনি তারা হীরেগুলিকে দেখে যেমন অবাক হয়ে যায়, হুরোণের কাকা আর পিসী-ও সেই রকম সাধারণ মানুষদের মতই অবাক হয়ে গেলেন। এক বছর ধরে নানা রকম গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে, যুবক হুরোণের মন আর চিন্তাশক্তি নতুন ভাবে গড়ে উঠেছিল; নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনিও কিছুটা অবাক হয়ে গেলেন; এক মুহূর্তের জন্যে তিনিও কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রেমিকা সেটি লক্ষ্য করলেন; তাঁর মুখের ওপরে ফুটে

উঠলো একটা মারাত্মক ধরনের পাণ্ডুবতা। তাঁর শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো ; অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে নিলেন তিনি।

তিনি তাঁর সেই মারাত্মক বন্ধুটিকে বললেন : 'হায় মাদাম, তুমি আমাকে ধ্বংস করে ফেললে ; আমার বুকে বসিয়ে দিলে একটি মরণশেল।'

এই কথাগুলি শুনে হুরোণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল ; কিন্তু আগের মত হঠাৎ নিজেকে তিনি হারিয়ে ফেললেন না। নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করতে ইতিমধ্যেই তিনি শিখেছেন। ব্যাপারটা কী তা নিয়ে তিনি কোনো আলোচনা করলেন না ; করলে, ভাইয়ের সামনে তাঁর প্রেমিকাকে হয়ত অস্বস্তিতে ফেলা হতো ; কিন্তু প্রেমিকার মুখের মত তাঁর মুখটাও বিবর্ণ হয়ে গেল।

প্রেমিকের মুখের চেহারায় পরিবর্তন দেখেই তিনি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন ; তারপরেই, বান্ধবীটিকে সেই ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উঠোনের পাশে একটু ফাঁকা জায়গার ওপরে। সেইখানে মুক্তাগুলি বান্ধবীর পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন :

তুমি ভালোই জানো, এই মুক্তোগুলি আমাকে প্রলুব্ধ করে নি ; কিন্তু যিনি আমাকে এই জিনিসগুলি দিয়েছেন আর কোনোদিনই তিনি আমাকে দেখতে পাবেন না।

সেই মুক্তাগুলি তাঁর বান্ধবীটি কুড়িয়ে নিলেন ; তারপরে কুমারী দ্য সেঁতিইভ বললেন : 'হয় তিনি ওগুলি ফিরিয়ে নিন ; আর না হয়, ওগুলি তোমাকে দান করুন ; তুমি এবার যাও। আমার নিজের কাছে নিজেকে অপদস্থ করতে আর তুমি আমাকে বাধ্য করো না।

এই শুনে রাজদূতীটি ফিরে গেলেন। রমণীটির অনুশোচনা আর দুঃখ করার কারণটা কী তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

এই ঘটনার ফলে, সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভ খুবই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন, মনের মধ্যে তখন তাঁর শুরু হয়েছিল বিরাট একটা আলোড়ন ; মনে হচ্ছিল, শ্বাস বোধ হয় তাঁর রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্যে বিছানায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন তিনি ; কিন্তু পাছে অন্য সবাই বিব্রত হয়ে ওঠেন সেই ভয়ে নিজের দুঃখ আর যন্ত্রণাকে তিনি মনের মধ্যে চেপে রাখলেন। তিনি বলে দিলেন বিশেষ ক্লান্ত হওয়ার ফলে তিনি একটু বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন। নিছক এইটুকু বলেই যে তিনি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তা নয়। কেউ যাতে তাঁর সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না হন এইজন্যে তিনি সবাইকে সান্ত্বনা দিলেন, এবং উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করলেন তাঁদের ; এবং তাঁর প্রেমিকের দিকে এমন নয়নাভিরাম একটি ভ্রূভঙ্গী করলেন যার ফলে হুরোণের বুকটা তোলপাড় ক'রে উঠলো।

তাঁকে হারিয়ে ভোজের আসরটি শুরু হয়েছিল বেশ বিষণ্ণভাবেই। কিন্তু যে

বিষণ্ণতার ফলে মানুষেরা সাধারণত আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনায় নিজেদের ব্যস্ত রাখার সুযোগ পায়, যে বিষণ্ণতা মানুষের আকাঙ্ক্ষিত চপল আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী মহত্তর, এবং যে আনন্দটা সাধারণত পীড়াদায়ক হট্টগোল ছাড়া আর কিছু নয়, এই বিষণ্ণতা ছিল সেই জাতীয়।

'জেনসেনিজম' আর 'মলিনিজম' বলতে কী বোঝায় তা বিশদভাবে কয়েকটি কথায় সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন গর্ডন ; একটি সম্প্রদায় আর একটি সম্প্রদায়ের ওপরে যে নির্যাতন করে তারও ইতিহাস বললেন তাঁদের ; সেইসঙ্গে বললেন দুটি সম্প্রদায়েরই গোয়াতুর্মির কথা। এই সময় সেই আলোচনায় সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে যোগ দিলেন হুরোণ। এই সব পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাতে চারপাশে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে যারা কাল্পিত স্বার্থ আর দুর্বোধ্য অদ্ভুত ব্যাপারগুলি নিয়ে অমঙ্গলজনক কাজ করে তাদের প্রতি করুণা না দেখিয়ে তিনি যে পারেন না—সেই কথাটা তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন। গর্ডন বলে গেলেন কাহিনীগুলি। সেগুলির ওপরে হুরোণ বক্তব্য রাখলেন নিজের। সেগুলি অতিথিরা গভীর আগ্রহে শুনলেন, এবং নতুন জ্ঞান অর্জন করলেন। তারপরে আলোচনা শুরু হলো দুর্ভাগ্যের বিরাটত্ব আর জীবনের ক্ষুদ্র আয়তন নিয়ে। বলা হলো, সব পেশার মধ্যেই তাদের নিজস্ব কিছু কিছু খুঁত আর বিপদ জড়িয়ে রয়েছে ; আর রাজা থেকে দরিদ্র পর্যন্ত সবাই একই রকম নিন্দা করে বিশ্বপ্রকৃতিকে। এত কম টাকায় এত লোক যে কী ক'রে অপরের ওপরে নির্যাতন করার, আর অপরকে শাস্তি দেওয়ার আর মানুষকে হত্যা করার চাকরি নেয় তা বোঝা সত্যিই কষ্টকর। কী অমানুষিক ঔদাসীন্যে যে অধিকারপ্রাপ্ত কোনো মানুষ একটি সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করে তা ভাবতেই অবাক লাগে। আর তার চেয়েও বর্বরগুলো টাকা নিয়ে কী ক'রে যে সেই নির্দেশ মহা আনন্দে পালন করে তা আমাদের মাথায় ঢোকে না।

সেই সৎপ্রকৃতির বৃদ্ধ গর্ডন বললেন ঃ যৌবনে আমি একজনকে দেখেছিলাম। তিনি ছিলেন মার্শাল দ্য মাঁ্যারিলাকের একজন আত্মীয়। সেই স্বনামধন্য কিন্তু হতভাগ্য মানুষটির জন্যেই, নিজের অঞ্চলে সেই ভদ্রলোকটি রাজপুরুষদের কোপে প'ড়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই কোপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তিনি ছদ্মনামে প্যারিসে আত্মগোপন করেছিলেন। সেই বৃদ্ধের বয়স তখন প্রায় বাহাত্তর। তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেই মহিলাটির বয়সও তখন সেই রকমই হবে। তাঁদের একটা বখাটে ছেলে ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে ছোকরা তার বাবার বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লেখালো। তারপরে সেখান থেকেও সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারপরে একেবারে গোল্লায় চলে গেল সে। কষ্টও সে কম পেলো না। স্বাস্থ্য আর সম্পদ সব নষ্ট ক'রে, নিজের নাম ভাঁড়িয়ে সে যোগ দিল

কার্ডিন্যাল রিচিল্যুর দেহরক্ষীবাহিনীতে [ কারণ, ম্যাজারিনের মত, এই যাজকটিরও একটি দেহরক্ষীবাহিনী ছিল ]; এবং তাঁর বশংবদদের বাহিনীতে চাকরি নিলে একটি কনস্টবলের।

'এই দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীর ওপরে ভার দেওয়া হলো সেই বৃদ্ধ আর তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করার। নিজের প্রভুকে খুশি করার জন্যে যারা জিদ ধ'রে প্রভুর কাজ করে সেই রকমভাবে কাজ ক'রে এই ছোকরাটি নিজের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছিল। তাঁদের যখন সে গ্রেফতার ক'রে নিয়ে আসছিল সেই সময় পথে সে শুনতে পেলো সেই দুজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা বন্দী জন্ম থেকেই তাঁরা যে দুঃখকষ্ট পেয়ে এসেছেন সেই দুঃখের কাহিনী নিয়ে আলোচনা করে নিজেদের ভাগ্যের ওপরে দোষ চাপাচ্ছেন। তাঁদের সব দুর্ভাগ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ছিল তাঁদের সেই উচ্ছৃংখল সন্তান, এবং সেই সন্তানকে হারানো! এই কথাই বৃদ্ধদম্পতিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিছেন এই শুনে ছোকরাটি তাঁদের চিনতে পারলেন; কিন্তু তবু সে তাঁদের কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দিলে। তাঁদের সে এই ব'লে সান্ত্বনা দিলে যে সবার আগে তাকে সেবা করতে হবে তার মাননীয় প্রভুকে।

'আমি ফাদার দ্য লা চেইসের একটি গুপ্তচরকে দেখেছি। সামান্য কিছু অর্থ পাবে এই আশায় সে তার নিজের ভাইয়ের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। সেই অর্থও সে পায় নি। অনুশোচনায় তাকে মারা যেতে আমি দেখেছি; কিন্তু সে অনুতাপ বা দুঃখ করেছিল এইজন্যে যে একজন যীশুসংঘী তাকে ঠকিয়েছিলেন।

'অনেক দিন আমি পাপস্বীকারশ্রোতা হিসাবে কাজ করেছিলাম। সেই পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে, পরিবারের অনেক গোপন কথাই আমি জানতে পেরেছিলাম। ভীষণ দুঃখের মধ্যে ডুবে থাকা সত্ত্বেও, একটি মধুর প্রকাশভঙ্গীর আর আনন্দের আড়ালে নিজেদের ঢেকে রাখে না এমন মানুষ আমার চোখে খুব কমই পড়েছে। উচ্ছৃংখল কামনাবাসানাগুলির ফসলই যে আমাদের বিরাট দুঃখ তা আমি সব সময়েই লক্ষ্য করেছি।'

হুরোণ বললেন: আমার কথা যদি শোনেন তাহলে বলতে পারি যে, যে-কোনো উন্নতচরিত্রের, কৃতজ্ঞ আর বিবেকসম্পন্ন মানুষই সব সময় সুখী হ'তে পারেন। চারুদর্শনা, উদার প্রকৃতির কুমারী দ্য সেঁতিইভের সাহচর্যে আমি যে অবারিত সুখলাভ ক'রব সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

একটি বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে অ্যাবে সেঁতিইভের দিকে তাকিয়ে তিনি যোগ করলেন: একথা ভেবে আমি বেশ গর্ব অনুভব করছি যে আগের বছরের মত এবারে আর আপনি আমাদের বিয়েতে আপত্তি জানাবেন না। তাছাড়া, এবারে আরও ভদ্র আর রুচিসঙ্গতভাবেই স্বামীর কর্তব্য আমি পালন করব।'

বিভ্রান্ত হয়ে অ্যাবে অতীতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ; এবং ভবিষ্যতে প্রীতি আর অন্তরঙ্গতার অভাব হবে না ব'লে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আচার্য বললেন তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে এইটিই হবে সবচেয়ে গৌরবের দিন। হুরোণের সাধ্বী পিসিমা খুশি হলেন, এবং আনন্দে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন :

'আমি সব সময় বলে এসেছি তুমি কোনোদিনই অনুযাজক হ'তে পারবে না। এই খ্রীষ্টপ্রসাদটি অন্যটির চেয়ে বেশী কাম্য। ঈশ্বর করুন, আমি যেন এই সম্মানের যোগ্য হ'তে পারি ! কিন্তু আমি তোমার মায়ের কাজ করব।'

এরপরে, কুমারী দ্য সেঁতিইভকে প্রশংসা করার জন্যে সবাই নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলেন।

কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর জন্যে যা করেছেন সেইজন্যে তাঁর প্রেমিকের হৃদয় আবেগে টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁকে আরও ভালোবেসে ফেললেন। হীরের ব্যাপারটা তাঁর মনের ওপরে স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে নি। কিন্তু তাঁর সেইকথাগুলি 'তুমি আমার বুকে বসিয়ে দিলে একটি মরণশেল' তিনি বেশ ভালোভাবেই শুনতে পেয়েছিলেন। সেই কথাগুলি শুনে মনে-মনে তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন ; আর তাঁর সুন্দরী প্রেমিকার উদ্দেশে যে প্রশংসাবাক্যগুলি উচ্চারিত হয়েছে তার ফলে তাঁর প্রেম হয়েছিল গভীরতর। এক কথায়, কুমারীর কথা ছাড়া আর কারও কথা কেউ ভাবলেন না : সবাই সেই দুজনের সুখের কথা চিন্তা করলেন। সুখী হওয়ার যোগ্যতা প্রেমিক-প্রেমিকার ছিল। প্যারিশে চিরকাল বাস করার একটি পরিকল্পনা তাদের হলো। কিভাবে প্রাচুর্য আর সৌভাগ্যের মধ্যে বাস করা যায় সেই সম্বন্ধেও গবেষণা চললো। সামান্যতম আশার আলো মানুষকে যেখানে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয় সেই আশার মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে দিলেন তাঁরা। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে মনে-মনে হুরোণ তখন একটি কথা চিন্তা করছিলেন। সেইটি সকলের আকাশসৌধকে ধূলিসাৎ ক'রে দিলে। সাঁতে-পোয়েঁজ নিজের নাম সই-করা তাঁকে যে প্রতিশ্রুতিপত্র দিয়েছিলেন, এবং নিজের নাম সই করে লুভো তাঁকে যে নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন সেগুলি সকলকে তিনি পড়ে শোনালেন। এই মানুষগুলির সত্যিকার পরিচয়, অথবা, তাঁরা তাঁদের যেরকম মানুষ হওয়া উচিৎ ব'লে ভেবেছিলেন সেইভাবেই তাঁদের পরিচয় হুরোণের কাছে দেওয়া হলো। এই সব মন্ত্রীদের কথা এবং শাসনব্যবস্থার কথা প্রত্যেকেই খুবই উচ্ছ্বসিতভাবে আলোচনা করতে লাগলেন। পৃথিবীর মাটিতে সব চেয়ে মূল্যবান সভ্যতা বলতে ফ্রান্সে একেই বোঝানো হতো।

হুরোণ বললেন : আমি যদি ফ্রান্সের রাজা হতাম তাহলে সমরবিভাগের জন্যে এই রকম মন্ত্রীকেই আমি নিয়োগ করতাম। সব চেয়ে উঁচু বংশের মানুষকেই আমি চাকরি দিতাম ; কারণ, সম্ভ্রান্ত মানুষদের নির্দেশ দিতে হবে তাঁকে। আমি

চাইবো তিনি যেন একজন অফিসার হন ; এবং বিভিন্ন পদের মধ্যে দিয়ে তিনি অফিসার হবেন। অথবা, অন্ততপক্ষে লেফট্ন্যানট জেনারেলের পদে সমাসীন থাকবেন, এবং ফ্রান্সের মার্শাল হওয়ার যোগ্যতা তাঁর থাকবে। কারণ হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সমরবিভাগের কাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়াটা তাঁর পক্ষে কি অত্যাবশ্যক নয় ? আর, একজন সামরিক অফিসারকে কি এইসব অফিসারদের একশগুণ বেশী তৎপরতার সঙ্গে আদেশ পালন করা উচিৎ নয় ? শুধু একজন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হলেই তাঁর চলবে না। কারণ, তিনিও কি তাঁরই মত তাঁর সাহস দেখে উদ্বেলিত হন না। নিছক মন্ত্রীপরিষদের কাজটা কী ? তিনি দূরে ব'সে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কেবল অনুমান করেন। প্রকৃত যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় কি প্রয়োজনীয় নয় ? আমার মন্ত্রী যদি কিছুটা উদার প্রকৃতির হন তাহলেও আমার কিছু বলার থাকবে না ; যদিও তার জন্যে কোষাধ্যক্ষকে কিছুটা বিব্রত হ'তে হয় তাতেও আমি কিছু মনে করব না। কাজের মধ্যে তিনি কিছু আনন্দ চান তাতেও আমার কোনো আপত্তি হবে না। আমি চাই সে-আনন্দ তিনি পান ; কারণ, তিনি তাঁর কাজের চেয়ে মহত্তর ; এবং গোটা জাতির তিনি প্রিয়পাত্র। এই আনন্দ পাওয়ার অধিকার তাঁর আছে। তার ফলে, কাজ এক-ঘেয়েমীতে পরিণত হয় না।' এই রকম চরিত্রের একজন মানুষকেই তিনি মন্ত্রী করতে চান ; কারণ, এই কথাটাই তিনি বারবার বলেছেন যে এই প্রকৃতির মানুষেরা কোনোদিনই নিষ্ঠুর হ'তে পারেন না।'

হুরোণের বাসনাটিকে মাসিয়ার লুভো সম্ভবত পূর্ণ করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন অন্য জগতের মানুষ।

কিন্তু যখন তাঁরা খাওয়ার টেবিলের চারপাশে জটলা ক'রে বসে এই ধরনের আলাপআলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় অন্যদিকে হতভাগিনী রমণীটির অবস্থা গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর শিরার মধ্যে রক্ত তখন টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছে। বিষাক্ত জ্বরের লক্ষণগুলি তাঁর দেহের ওপরে ফুটে বেরিয়েছে। তাঁর যন্ত্রণা তখন খুবই হচ্ছিল ; কিন্তু পাছে অতিথিদের আনন্দ নষ্ট হয় এইজন্যে যন্ত্রণার কথা তিনি মুখে প্রকাশ করলেন না।

তিনি ঘুমান নি জেনে তাঁর ভাই তাঁর বিছানার কাছে ছুটে গেলেন। তাঁর প্রেমিক হুরোণও তাঁর দাদার পিছু পিছু তাঁর বিছানার কাছে হাজির হলেন। সকলের চেয়ে নিশ্চয় তিনিই বেশী শঙ্কিত হয়েছিলেন। দুর্ভাবনাতেও পড়েছিলেন সব চেয়ে বেশী। কিন্তু প্রকৃতি তাঁকে যে সুন্দর উপহারগুলি দান করেছিলেন সেগুলিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে তিনি শিখেছিলেন ; এবং সেই পরিস্থিতিতে তাড়াতাড়ি নিজেকে তিনি সামলিয়ে নিলেন। চরিত্রের দিক থেকে এইটিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে যোগ্য কাজ।

আশপাশ থেকে একজন চিকিৎসককে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হলো। যাঁরা রোগীর বর্তমান অবস্থাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার পুরাণো ব্যাধিকে টেনে নিয়ে আসেন ইনি ছিলেন সেই রকম একজন ভ্রাম্যমান ডাক্তার—অনেকটা হাতুড়ে বদ্যির মত। যে বিজ্ঞানে সব চেয়ে দক্ষ অনুসন্ধান আর সবচেয়ে উপযুক্ত পরীক্ষার মধ্যেও কিছুটা অনিশ্চয়তা আর বিপদের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেই বিজ্ঞানকে আমরা অন্ধভাবে কাজে লাগাই। টোটকা একটা ওষুধ দিয়ে রোগীর অবস্থাকে আরও খারাপ করে দিলেন। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও কি টোটকা চলে? প্যারিশে সেই সময় এই রকম টোটকা চিকিৎসার বেশ প্রচলন ছিল।

তাঁর চিকিৎসকটি তাঁর অসুখকে যতটা মারাত্মক বলে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর দুঃখ তার চেয়েও মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ালো। মানসিক যন্ত্রণা তাঁর দেহটিকে এতই অস্থির ক'রে তুললো যে তিনি মৃত্যুর পথে এগিয়ে চললেন। যে অসংখ্য দুশ্চিন্তা তাঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল সেইগুলি তাঁর শিরায় শিরায়, ধমনীর প্রতিটি রন্ধ্রে যে বিপজ্জনক বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল জ্বরের প্রাণঘাতী উত্তাপের চেয়ে তা ছিল অনেক বেশী মারাত্মক।

## বিংশ পরিচ্ছেদ

## সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁক্তিইভের মৃত্যু এবং তারপর

আর একজন চিকিৎসককে ডাকা হলো। কিন্তু যে প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই একটি বলিষ্ট যুবকযুবতীর শরীরে কাজ করে তাকে তিনি কোনো সাহায্য করলেন না। যে শিরা উপশিরাগুলি জীবনকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাদের সে-সুযোগ তিনি দিলেন না। তার পরিবর্তে তাঁর একমাত্র চেষ্টা হলো আগের চিকিৎসকের ওষুধগুলিকে অবান্তর ব'লে ঘোষণা করা। ফলে, পরবর্তী দুটি দিনের মধ্যেই সেই অসুখ মারাত্মক আকার ধারণা করল। যে মস্তিষ্ককে মনের পাদপীঠ ব'লে মনে করা হয় সেই মস্তিষ্কটি অনুভূতি আর আবেগের কেন্দ্রভূমি হৃদয়ের মত জর্জরিত হয়ে উঠলো।

আমাদের ভাবনাচিন্তা আর আবেগের কাছে কী এক অদ্ভুত কৌশলেই না দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন যান্ত্রিক গঠনগুলি বন্দী হয়ে রয়েছে? কীভাবেই না একটি বিষন্ন চিন্তা রক্তের সমস্ত চলাচলকে বিঘ্নিত করে? আর সেই রক্ত কী অদ্ভুত উপায়েই না মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির শক্তিকে বানচাল ক'রে দেয়? যেটি আমাদের শরীরে অবশ্যই বর্তমান রয়েছে, এবং আলোর চেয়েও যা বেশী গতিশীল এবং সক্রিয় সেই তরল পদার্থটি কী? যে বস্তুটি চক্ষের নিমেষে আমাদের

জীবনের সব কটি শিরা উপশিরার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির জন্ম দেয়, আমাদের স্মৃতিশক্তি, আনন্দ অথবা দুঃখ, বিচারবিবেচনা করার শক্তি অথবা পাগলামির জন্ম দেয় সেই বস্তুটির প্রকৃতিটা কী ? যা আমরা ভুলে যেতে চাই তাকে যে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে, যা চিন্তাশীল মানুষকে হয় প্রশংসার যোগ্য অথবা, সহানুভূতির বা করুণার পাত্র ক'রে তুলে সেই দুর্বোধ্য জিনিসটি কী ?

সেই ভালোমানুষ বৃদ্ধ গর্ডন তখন এই রকম চিন্তাই করছিলেন। এই মন্তব্যগুলি স্বাভাবিক ছাড়া অন্য কিছু নয়, অথচ মানুষ তা করে না। এর জন্যে রোগীর প্রতি তাঁর সহানুভূতির কোনো অভাব ছিল না ; যে সমস্ত বিষণ্ণ দার্শনিকরা পার্থিব কোনো অনুভূতি না থাকার জন্যে গর্ব করেন তিনি সেই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। পিতা যেমন তাঁর প্রিয় সন্তানকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে দুঃখ পান তিনিও তেমনি এই যুবতীটির দুর্ভাগ্য দেখে কষ্ট পাচ্ছিলেন। অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ মরীয়া হয়ে উঠেছিলেন। আচার্য এবং তাঁর ভগ্নীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল অঝোর ধারায়, কিন্তু হুরোণের মনের মধ্যে কী হচ্ছিল তা কে বলবে ? তাঁর দুঃখের পরিমাপ করা অসম্ভব ; তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার মত উপযুক্ত ভাষা নেই।

দেখে মনে হলো তাঁর পিসীমার হৃৎস্পন্দনও থেমে গিয়েছে। দুর্বল হাত দুটি দিয়ে তিনি মরণোন্মুখ মেয়েটির মাথাটা ধরে রেখেছিলেন। অ্যাবে নতজানু হয়ে তাঁর ভগ্নীর পায়ের দিকে বসেছিলেন। হুরোণ নাড়ছিলেন তাঁর হাতদুটিকে। সেই হাতদুটিকে তিনি ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন চোখের জলে। তাঁর আশা, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী, তাঁর প্রেমিকা, তাঁর স্ত্রী এই ব'লে ডেকে আদর করছিলেন তিনি। 'স্ত্রী' এই কথাটি শুনে কুমারী সেঁতিইভ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ; একটি অনির্বচনীয় কোমল দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন তাঁর প্রেমিকের দিকে ; তারপরেই হঠাৎ একটা মর্মান্তিক আর্ত-নাদ করলেন। মাঝেমাঝে দুঃখ আর স্নায়বিক নির্যাতনের অন্তরালে বেদনা সাময়িক-ভাবে স্তিমিত হয় ; এবং তারই ফলে মানুষ তার কথা 'বলার শক্তি ফিরে পায়। সেই রকম একটা সাময়িক বিরতিতে, তিনি চিৎকার করে উঠলেন :

'আমি ! তোমার স্ত্রী ! হায়রে হায় ! এই সম্বোধন, এই সুখ, এই আনন্দ আমার জন্যে নয়। —আমি মারা যাচ্ছি—মারা যাওয়াই আমার উচিৎ। ওগো আমার হৃদয়ের দেবতা, তোমাকে আমি নরকের শয়তানদের মুখে তুলে দিয়েছিলাম। তার প্রতিফল আমি পেয়েছি ! আমার শাস্তি হয়েছে—তুমি বেঁচে থাক, সুখী হও'।

এই করুণ আর ভয়ংকর কথাগুলির-অর্থ কেউ বুঝতে পারলেন না। তবু সকলের হৃদয়ই গলে গেল ; সকলেই ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্যটিকে পরিষ্কার

করে বলার মত সাহস তাঁর ছিল না। তাঁর শ্রোতারা সেই কথা শুনে বিস্ময়, দুঃখ আর করুণায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। যে ক্ষমতাশালী মানুষটি তাঁর নিদারুণ অবিচারটিকে সংশোধন করেছিলেন তাঁর অপরাধজনক আচরণ দিয়ে এবং যিনি একটি অমায়িক নিরপরাধ মেয়েকে তাঁর পাপের অংশীদার হ'তে বাধ্য করেছিলেন তাঁকে সবাই একবাক্যে ছি-ছি করতে লাগলেন।

হুরোণ বললেনঃ 'কে? তুমি অপরাধিনী! না, না—তোমার কোনো দোষ নেই। অপরাধ কেবল মানুষের মনেই থাকে। তুমি অনুরক্ত ছিলে কেবল ধর্মের আর আমার প্রতি'।

তাঁর এই বক্তব্যটি এমন উচ্ছ্বাসে তিনি সমর্থন করলেন যে মনে হলো কুমারী দ্য সেঁতিইভ তাঁর প্রাণ ফিরে পেয়েছেন। এই কথাগুলি শুনে কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন তিনি; এবং হুরোণ যে তাঁকে তখনও ভালোবাসেন তা বুঝতে পেরে বিস্ময় বোধ করলেন তিনি। বৃদ্ধ গর্ডন যতদিন জেনসেনিস্ট ছিলেন ততদিন তিনি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করতেন; কিন্তু এখন তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন। তারই ফলে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করলেন; এবং করলেন অশ্রুপাত।

এই সব বিলাপ আর অশ্রুপাতের মধ্যে, যখন সবাই সেই গুণবতী মহিলার সংকটপূর্ণ অবস্থায় ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং সকলের মন সেইদিকে নিবন্ধ হয়েছিল, সেই সময় রাজ্যসভা থেকে একটি দূত এসে হাজির হলোঃ

'দূত! কার কাছ থেকে! কেন?'

দূতটিকে পাঠিয়েছিলেন রাজার পাপস্বীকারশ্রোতা পাহাড়ের আচার্যের কাছে। চিঠিটি ফাদার দ্য লা চেইস লেখেন নি; লিখেছিলেন ব্রাদার ভাদবেন্দ, তাঁর অধঃস্তন যাজক। সেই সময় তিনি বেশ প্রতিপত্তিশালী মানুষ ছিলেন। তিনি মাননীয় ফাদারের নির্দেশগুলি আর্চ বিশপদের জানাতেন; দেখাশুনা করার ভার ছিল তাঁর ওপরে, যাজকদের বৃত্তি মঞ্জুর করতেন তিনি, এবং মাঝে-মাঝে বিনাবিচারে কাউকে কারারুদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ জারি করতেন। তিনি আচার্যকে লিখেছিলেন যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ভাইপোর কৃতিত্বের কথা অবগত হয়েছেন; এবং তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল ভুলবশতঃ; এই রকম লজ্জাকর ঘটনা মাঝে-মাঝে ঘটে; তা নিয়ে কিছু মনে না করাই ভালো। অবশেষে তিনি লিখেছেন, আচার্য যেন তার ভাইপোকে পরের দিন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে স্বয়ং নিয়ে আসেন ;এবং সেই সংগে যেন নিয়ে যান সৎ গর্ডনকেও। ব্রাদার ভ্যাদবেন্দ তাঁদের মাননীয় মন্ত্রী এবং মাসিয়ার দ্য লুভোর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন। পাশের ঘরে তাঁদের সংগে দু'একটা কথা বলবেন।'

সেই সংগে তিনি আরও লিখেছেন যে হুরোণের ইতিহাস এবং ইংরেজদের সংগে তাঁর যুদ্ধের ব্যাপারটা রাজার কর্ণগোচর করা হয়েছে; এবং রাজা গ্যালারীর পাশ

দিয়ে যাওয়ার সময় নিঃসন্দেহে প্রসন্নচিত্তে তার দিকে তাকাবেন, এবং সম্ভবত মাথাটা একটু নেড়ে সম্মান দেখাবেন তাকে। চিঠিটিতে এই লিখে তিনি শেষ করেছেন যে রাজসভার সম্ভ্রান্ত মহিলারা তাঁর ভাইপোটিকে তাঁদের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্যে ডেকে পাঠাবেন, এবং তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তাকে অভিনন্দন জানাবেন ; এবং রাজার নৈশভোজে তার সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা হবে। চিঠি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, 'আপনার প্রিয় ব্রাদার, যীশুসংঘী, ভ্যাদবেন্দ এই নামে।

আচার্য চিঠিটি বেশ জোরে-জোরে পড়লেন ; তাঁর ভাইপোটি সব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ; কিন্তু তাঁর রাগকে সাময়িকভাবে চেপে রাখলেন তিনি ; পত্রবাহককে তিনি কিছুই বললেন না ! কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যের দিনগুলির সঙ্গীর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বাক্যবিন্যাসটির সম্বন্ধে তোমার মতটা কী ?

গর্ডন বললেন ঃ এইভাবেই তাহলে দেখছি, মানুষ মানুষের হাতে হনুমানের মত ব্যবহার পায় ! প্রথমে তারা চাবুক খায়, তারপরে তারা ধেই-ধেই করে নাচে।

স্ব-অবস্থায় ফিরে এলেন হুরোণ, অর্থাৎ ভয়ানক মানষিক উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন তিনি। চিঠিটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে ছুঁড়ে দিলেন পত্রবাহকের মুখের ওপরে।

হুরোণের এই কাজে ভয় পেয়ে গেলেন আচার্য। তাঁর মনে হলো হাজার-হাজার বজ্র গর্জন ক'রে তাঁর মাথার ওপরে ভেঙে পড়ছে। তিনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন এক কুড়ি বিনা বিচারে আটক করার নির্দেশ তাঁর দিকে হই-হই করে ছুটে আসছে। একটি যুবকের এই রকম হৃদয়োচ্ছ্বাসের পক্ষে যতটা সম্ভব সাফাই গেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চিঠির একটা উত্তর সেই পত্রবাহকের হাতে তুলে দিলেন। সেই চিঠিটিতে বিনীতভাবে তিনি জানালেন যে এই জাতীয় ক্রোধোচ্ছ্বাস মহৎ আত্মার হৃদয়াবেগের প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু অন্য একটি চিন্তায় সকলেরই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সেই চিন্তাটি আরও বিষন্ন। সুন্দরী এবং হতভাগ্য কুমারী দ্য স্যাঁতেইভ ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে। তাঁর সত্তায় একটি প্রশান্তি নেমে আসছে ; কিন্তু সেই প্রশান্তি বড় ভয়ংকর ; যুদ্ধ ক'রে-ক'রে বিপর্যস্ত হয়ে মানুষ যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখনই এই রকম প্রশান্তি মানুষের মনের ওপর নেমে আসে।

ভাঙা-ভাঙা জড়িত কণ্ঠে তিনি তাঁর প্রণয়ীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ প্রিয়তম, আমার দুর্বলতার জন্যে মৃত্যু আমাকে শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু তুমি যে মুক্তি পেয়েছ এই সান্তনা নিয়েই আমি মারা যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমি যখন বঞ্চনা করছিলাম তখনও আমি তোমাকে পুজো করতাম। তোমার কাছ থেকে যখন আমি শেষ বিদায় নিয়ে যাচ্ছি তখনও তোমাকে আমি পুজো করি।

যন্ত্রণা সহ্য করার তাঁর যে কতখানি ক্ষমতা রয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেন নি তিনি। 'তিনি সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করেছেন' তাঁর সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের এই উক্তির মধ্যে যে একটা তুচ্ছ গৌরব রয়েছে তা লাভ করার সার্থকতা কী তা তিনি বোঝেন নি।

মাত্র কুড়ি বছর বয়স তাঁর। এই বয়সে ভালোবাসার মানুষটির কাছ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন জীবন থেকে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে জগৎ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে হলো তাঁকে। জগতে এমন কে আছে যে এর জন্যে অনুশোচনা আর যাতনা ভোগ করে না? মৃত্যুর পূর্বাবস্থায় মানুষ যত রকম ভয়ানক কষ্ট পায় সেগুলি তিনি পেয়েছিলেন; সেই কষ্ট ফুটে উঠেছিল তাঁর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে-যাওয়া দৃষ্টিশক্তির মধ্যে, তাঁর যথাশক্তি দিয়ে কথা বলার ভেতর দিয়ে। এক কথায়, মাঝে-মাঝে যখনই কান্নার মত শক্তি তাঁর হয়েছিল তখনই আর পাঁচজনের মতই তিনি কেঁদেছিলেন।

যারা কোনো কিছু না বুঝেই মৃত্যুর মুখে ছুটে যায় তাদের সেই আত্মম্ভরি মৃত্যু নিয়ে মানুষ যদি উৎসব করে তো করুক। সব জন্তুদের-ই কপাল এই একই। বয়স অথবা, শারীরিক আর মানসিক গোলোযোগে আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলি যখন বিকল হয়ে যায় কেবল তখনই আমরা তাদের মত মারা যায়। যাদের ক্ষতি বিরাট দুঃখও তাদের বিরাট। জোর ক'রে সেই দুঃখের যদি শ্বাসরোধ করা হয় তাহলে তাকে দম্ভ ছাড়া আর কিছুই বলা যায়; আর সেটি এমন একটি দম্ভ যাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত।

শেষ মুহূর্তটি এগিয়ে এল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কুমারী দ্য সেঁতিইভ। তাঁর চারপাশে কান্নার রোল উঠলো। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়লেন হুরোণ। সাধারণ মানুষদের চেয়ে মহৎ মানুষদের মনে যে-কোনো আবেগের চাপটা বেশী করে পড়ে। সেই ভালোমানুষ বৃদ্ধ গর্ডন ভালোভাবেই জানতেন, এবং জেনে তিনি বেশ ভয়ই পেয়েছিলেন, যে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরে হুরোণ আত্মহত্যা করতে পারেন। সেইজন্যে, ঘরের ভেতরে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেগুলিকে তাঁর সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হলো। সেই দেখে হতভাগ্য যুবকটি তাঁর আত্মীয়দের এবং গর্ডনকে বললেন:

'আপনারা কি তাহলে মনে করছেন যে আমাকে আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখার অধিকার আর ক্ষমতা এ পৃথিবীতে কারও রয়েছে?

এই কথাগুলি বলার সময় এক ফোঁটা চোখের জল তাঁর পড়লো না, একটুও গোঙালেন না তিনি বা উচ্ছ্বাস দেখালেন না বিন্দুমাত্র।

এই নিয়ে সকলের সামনে, সবাই যা করেন সেই রকম, কোনো মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেওয়ার বাসনাকে গর্ডন নিজের মধ্যেই চেপে রাখলেন; কারণ তাতে এই

প্রমাণিত হতো যে সংকটপূর্ণ অবস্থায় এই পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করার অধিকার আমাদের নেই ; মনে হতো যে এই পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে তার ঘাঁটিতে প্রহরারত সেনানী বিশেষ : পদার্থের অনুগুলির মিলন একস্থানে হবে, না, অন্য কোনো স্থানে হবে তা নিয়ে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের উদাসীনতার ইঙ্গিত যেন এর মধ্যে প্রকাশ পেতো। এগুলি হচ্ছে খুবই দুর্বল যুক্তি। দৃঢ়চিত্তের এবং দৃঢ়সংকল্পে হতাশ মানুষ এই যুক্তিকে ঘৃণিতভাবে বর্জন করে ! এর জবাব ক্যাটো দিয়েছিলেন নিজের বুকের মধ্যে একটি ছোরা বসিয়ে।

হুরোণের বিষণ্নতা, ভয়ংকর নিস্তব্ধতা, দুঃখজনক হাবভাব, কম্পমান ওষ্ঠদ্বয় এবং শরীর দেখে প্রতিটি দর্শকের মনে একটা করুণা আর সেই সঙ্গে ভীতির সঞ্চার হলো, যার ফলে মানুষের সকল শক্তি বন্দী হয়ে থাকে, মানুষ কথা বলতে পারে না ; মনের ভাবকে কেবল প্রকাশ করতে চায় ভাঙা-ভাঙা স্বরে। গৃহকর্ত্রী আর তার পরিবারের সকলে দৌড়ে এলেন। তাঁর সেই গভীর মরীয়ার ভাব দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তাঁরা ; তবু সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, লক্ষ্য করলেন তাঁর প্রতিটি হাবভাব। ইতিমধ্যে সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের বরফ শীতল মরদেহ নিচের ঘরে নিয়ে আসা হয়েছিল—তাঁর প্রেমিকের চোখের বাইরে। প্রেমিকটি তখনও চারপাশে সেই দেহটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন—কিন্তু কিছু দেখার মত শক্তি তাঁর তখন ছিল না।

মৃতদেহটিকে ঘরের দরজার কাছে খুলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। মরদেহের পাশে দুজন যাজক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পবিত্র বারি নিক্ষেপ করছিলেন, সেই সঙ্গে করছিলেন প্রার্থনা। দেখে মনে হলো, এই কাজে তাঁরা বেশ মন দিতে পারছিলেন না। কোনো কোনো পথচারী হাতে কোন কাজ না থাকায়, পবিত্র কুণ্ড থেকে পবিত্র বারি নিয়ে শবাধারের ওপরে দু'এক ফোঁটা ছিটিয়ে দিচ্ছিল ; কেউ কেউ আবার উদাসীনভাবে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। আত্মীয়স্বজনেরা চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন নিজেদের ; এবং প্রত্যেকেই ভাবছিলেন এই ক্ষতি কিছুতেই হুরোণ সামলে উঠতে পারবেন না। মৃত্যুর এই শোকাকুল দৃশ্যের মধ্যে, তাঁর ভার্সেলিসের বান্ধবীকে নিয়ে সাঁভে-পোয়েজ সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন।

নারীর দেহভোগের যে ক্ষণিক স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন সেইটিই তাঁর মনে একটি স্থায়ী আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর সেই উদার অনুগ্রহকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাঁর গর্বে আঘাত লেগেছিল ; এবং তারই ফলে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। এই বাড়ীতে আসার কথাটা ফাদার দ্য লা চেইস কখনও ভাবতে পারতেন না। কিন্তু সাঁতে-পোয়েজের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর চোখের সামনে তখন সুন্দরী কুমারী দ্য সেঁতিইভের মূর্তিটি সব সময় ভাসছিল ; নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্যে তখন তিনি জ্বলে পুড়ে মরছিলেন। একবার ভোগ করার ফলে,

সেই আনন্দটি তাঁর মনে সৃষ্টি করেছিল তীক্ষ্ন আকাঙ্ক্ষার। সেই জন্যেই তাঁর সন্ধানে এখানে আসতে তিনি দ্বিধা করেন নি। তাঁকে তৃতীয়বার দেখার ইচ্ছা তাঁর হতো না যদি স্বেচ্ছায় দ্বিতীয়বার তাঁর সঙ্গে তিনি দেখা করতে যেতেন।

গাড়ী থেকে তিনি নেমে এলেন; এবং যে জিনিসটি প্রথমে তাঁর চোখে পড়লো সেটি হচ্ছে একটি শবাধার। মৃতদেহ দেখলে আমোদপ্রমোদের মধ্যে মানুষ হয়েছে এই রকম একজন মানুষের যেমন বিস্বাদ লাগে সেই রকম একটি বিস্বাদ নিয়ে, এবং যে মনে করে এই রকম একটি দৃশ্য মানুষের দুঃখের কথা হয়ত তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, সেই রকম একজন মানুষের মত মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। তিনি চাইছিলেন ওপরে যেতে। কৌতূহলের বশে ভার্সেলিজ থেকে আগত সেই মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন কার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হয়েছে। তিনি শুনলেন অন্ত্যোষ্টিক্রিয়াটি হচ্ছে কুমারী দ্য সেঁতিইভের। নাম শুনে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে মর্মভেদী একটি আর্তনাদ করলেন তিনি। ভীষণ রকম আশ্চর্য আর দুঃখে জর্জরিত হয়ে ফিরে এলেন সাঁতে-পেঁয়েজে! বৃদ্ধ গর্ডন দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে। তাঁর চোখ দুটি তখন জলে ভরে উঠেছিল। বিলাপ বন্ধ করে তিনি রাজার পারিষদকে দুঃখজনক সব ঘটনা আনুপূর্বিক বললেন। সাঁতে-পেঁয়েজ স্বভাবতই দুষ্ট চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। কাজের চাপ আর স্ফূর্তির স্রোত তাঁকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে, নিজের আসল পরিচয়টা তখনও তিনি পান নি। যে বয়সটা মন্ত্রীদের হৃদয়কে কঠোর ক'রে দেয় সেই রকম বৃদ্ধ তখনও তিনি হন নি। গর্ডনের কাহিনীটি তিনি মাথা নিচু করে শুনলেন। চোখ থেকে জলও পড়লো তাঁর। সেই জল পড়তে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। অনুশোচনা কাকে বলে শিখলেন তিনি।

তিনি বললেন: যে অসাধারণ মানুষটির কথা তুমি আমাকে বলে গিয়েছিলে তার দিকে আমি লক্ষ্য রাখবো। সে-ও তোমার মতই নিরপরাধ শিকার—যার মৃত্যুর জন্যে আমি নিজে দায়ী।

ঘরের যেখানে আচার্য দ্য কের্কাব, অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ এবং কতকগুলি প্রতিবেশী তখন মূর্ছিত হুরোণের জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছিলেন সেই সময় গর্ডন তাঁর সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

উপমন্ত্রীটি বললেন: তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দায়ী। সেই অপরাধকে মোচন করার কাজেই আমার সমস্ত জীবনটা কাটবে।

তাঁকে দেখে হুরোণের মনে প্রথমে যে ইচ্ছাটি জেগেছিল সেটি হচ্ছে তাঁকে হত্যা ক'রে নিজেকে বিনাশ করা। সেই অবস্থায় এর চেয়ে ভালো চিন্তা কারও মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। তাছাড়া, সকলেই তাঁর চলাফেরার ওপরে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁকে কেউ অভ্যর্থনা

জানালেন না ব'লে, তাঁকে সবাই তিরস্কার করলেন বলে, ঘৃণা দেখালেন ব'লে, এবং প্রচুর পরিমাণে অপমান করলেন ব'লে তিনি বিরক্ত হলেন না। তিনি জানতেন এইগুলি তাঁর পাওয়ার কথা। সময়ে সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। মাসিয়ার দ্য লুভো অবশেষে একদিন হুরোণকে একটি দক্ষ অফিসারে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্যারিশে এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে তিনি অন্য নামে পরিচিত ছিলেন। সব সৎমানুষেরাই তাঁর কাজের খুব প্রশংসা করতেন। তিনি একদিকে ছিলেন যোদ্ধা আর একদিকে ছিলেন সাহসী দার্শনিক।

তাঁর নিজের জীবনকাহিনী বলতে-বলতে গভীর বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়তেন তিনি। তবু সেই কাহিনী বর্ণনা করে তিনি সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁর প্রিয়তমার স্মৃতিটিকে হৃদয়ের মধ্যে তিনি পুষে রেখেছিলেন। অ্যাবে দ্য সেঁতিইভ এবং আচার্যের জন্যে ভালো ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। অনুযাজক না হয়ে তাঁর ভাইপো সামরিক সম্মান লাভ করুক আচার্য এই চেয়েছিলেন। ভার্সেলিসের সেই সাধ্বীটি হীরের দুলগুলি নিয়েছিলেন। তাছাড়া, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। ফাদার টো-টে-টু পেয়েছিলেন চকোলেট, কফি, মিষ্টি ; আর সেই সঙ্গে মাননীয় ফাদার ক্রয়সেটের 'অনুধ্যান বিষয়ক গ্রন্থ', এবং মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই করা 'ফ্লাওয়ার অফ দি সেনটস' শীর্ষক একটি পুস্তক। বন্ধুত্ব আর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গর্ডন মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন হুরোণের সঙ্গে। তিনি একটি বৃত্তি-ও লাভ করেছিলেন ; ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ আর সহগামী ঘটনা বলতে কী বোঝায় সেকথা চিরদিনের জন্যে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি। 'দুর্ভাগ্যের কিছু প্রয়োজন রয়েছে' এই বাক্যটিকে নীতিহিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বিশ্বে এরকম বিজ্ঞ মানুষ ক'জন আছেন যাঁরা যথার্থই বলতে পারেন ঃ দুর্ভাগ্যগুলি হচ্ছে অর্থহীন।

# ব্যাবিলনের রাজকুমারী

( ১৭৬৮ )

PRINCESS OF BABYLON

১

ব্যাবিলনে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম বেলাস। বয়সে তিনি ছিলেন বৃদ্ধ। তিনি ভাবতেন পৃথিবীতে তাঁর জোড়া আর কোনো রাজা নেই। কারণ, তাঁর সভাষদেরা এই কথাই তাঁকে বলতেন; তাঁর মাইনে-করা ইতিহাস লেখকেরা প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি নরোত্তম। তাঁর এই হাস্যকর আকাশচুম্বী দম্ভের সম্ভবত একটা কারণ ছিল। সেটা হচ্ছে এই যে তাঁর জন্মের ত্রিশ হাজার বছরের-ও বেশী আগে তাঁর পূর্ব পুরুষেরা ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তিনি সেটিকে সুন্দর ক'রে তুলেছিলেন। আমরা জানি, ব্যাবিলন থেকে কয়েক মাইল দূরে তাঁর প্রাসাদ এবং রাজ বাড়ীর বাগানটি অবস্থিত ছিল। একদিকে ইউফ্রেতিস আর একদিকে তাইগ্রিস নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেই প্রাসাদ আর বাগান। এই দুটি নদীর জল সেই মনোরম তীরগুলিকে ধুয়ে দিত। তাঁর সেই বিরাট প্রাসাদের সামনের দিকের দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাজার ফুট; চূড়াটি ঠেকেছিল মেঘের গায়ে। পাটাতনের চারপাশ ঘেরা ছিল শ্বেত মার্বেল দিয়ে তৈরি করা ছোটো-ছোটো পিল্পা বসানো সিঁড়ি দিয়ে। পিল্পাগুলি পঞ্চাশ ফুট ক'রে উঁচু। সেগুলির পাশে-পাশে বসানো ছিল সেই রাজ্যের রাজা আর মহান পুরুষদের বিরাট-বিরাট মূর্তি। এই পাটাতনটি তৈরি হয়েছিল দুই সারি ইঁট দিয়ে। তার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত মোড়া ছিল সীসের মোটা পাতে; এবং সেই পাটাতনের ওপরে ছিল বারো ফুট পুরু মাটি; সেই মাটির ওপরে লাগানো হয়েছিল অলিভ, কমলালেবু, জামির লেবু, তাল, লবঙ্গ, নারকেল এবং দারুচিনি গাছের সারি। সেই গাছের সারির ভেতর দিয়ে বেড়ানোর একটি সংকীর্ণ পথ ছিল; পথটি এতই সংকীর্ণ ছিল যে তার ওপরে কোনোদিন সূর্যের কিরণ প্রবেশ করতে পারত না।

এই বাগানে কয়েকটি মার্বেল পাথরের বিরাট-বিরাট জলাধার ছিল। একশটি জলের নালার ভেতর দিয়ে ইউফ্রেতিস নদীর জল টেনে এনে সেই জলাধারগুলিকে ভর্তি করা হতো। সেই জলকে জলনিকাশী খালের মধ্যে দিয়ে বাগানের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। তার ফলে সেখানে যে জলপ্রপাতগুলির সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির দৈর্ঘ্য হচ্ছে সর্বসমেত ছ'হাজার ফুট; তাছাড়া, সেখানে অনেকগুলি ঝরণার-ও সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলি এত জোরে ওপরের দিকে উঁচিয়ে উঠতো যে তাদের মাথাগুলি দেখা যেত না। তারপরে সেই জল আবার ফিরে যেত ইউফ্রেতিসে; কারণ, জলগুলি ছিল তারই। পরবর্তীকালে বহুযুগ ধরে সেমিরামীদের উদ্যানগুলি এশিয়াবাসীদের অবাক ক'রে দিত; প্রাচীন কালের এই

সব অসামান্য সৌন্দর্যের সেগুলি অতি নিম্নমানের অনুকরণমাত্র। কারণ, সেমিরামীদের কালেই সব কিছু ভাঙতে শুরু করেছিল।

কিন্তু ব্যাবিলনে যেটি ছিল পরমাশ্চর্য, এবং যা তার অন্য সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছিল সেটি হচ্ছে রাজার একমাত্র কন্যা ফরমোসান্তো। তাঁরই ছবি আর মূর্তি গুলি দেখেই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ দশকে এথেনসের ভাস্কর প্র্যাকসিটেলিস তাঁর আফ্রোদিতীর মূর্তিটি গড়েছিলেন, এবং তৈরি করেছিলেন আর এক নারীমূর্তি; তার নাম দিয়েছিলেন 'ভেনাস অফ দি লার্ভাল হিপস', অথবা 'চারু নিতম্বিনী ভেনাস'। হায় ঈশ্বর! আসল আর নকলের মধ্যে কতই না তফাৎ! সুতরাং বলা যেতে পারে তাঁর রাজ্যের চেয়ে বেলাসের গর্ব করার জিনিস ছিল তাঁর কন্যা। রাজকন্যার বয়স তখন আঠারো ঃ সুতরাং তাঁর বিয়ের জন্যে এমন একটি পাত্রের প্রয়োজন হয়েছিল যিনি হবেন তাঁর যোগ্য। কিন্তু সেরকম পাত্র পাওয়া যাবে কোথায়? প্রাচীন কালের একজন জ্ঞানী বলেছিলেন, নিমরডের ধনুতে জ্যা রোপণ করতে না পারলে ফরমোসনতাকে পত্নী হিসাবে পাওয়ার যোগ্যতা কারও হবে না।

এই নিমরড ছিলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট একজন শক্তিমান শিকারী। তিনি একটি ধনু রেখে গিয়েছিলেন! ধনুটির দৈর্ঘ্য ছিল ব্যাবিলনবাসীদের হিসাব মত সাত ফুট। সেটি তৈরি হয়েছিল আবলুস কাঠ দিয়ে। রাশিয়ার ডারবেনট শহরের কামারশালায় পেটানো ককেসাস পাহাড়ের লোহার চেয়েও শক্ত সেই কাঠ। সেই বিস্ময়কর ধনুটিকে নিমরডের পরে অন্য কোনো নশ্বর মানুষ আজ পর্যন্ত বাঁকাতে পারে নি।

জ্ঞানী ব্যক্তিটি আরও বলেছিলেন, যে-মানুষটি সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করবেন তাঁকে ব্যাবিলনের সার্কাসে ছেড়ে দেওয়া সব চেয়ে ভয়ংকর এবং হিংস্র সিংহকে হত্যা করতে হবে। কেবল এই নয়, যিনি ধনুতে জ্যা রোপণ করবেন আর সিংহটিকে হত্যা করবেন তাঁকে তাঁর সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করতে হবে। কিন্তু সবার ওপরে তাঁকে হ'তে হবে বিচক্ষণ, সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক, এবং সব চেয়ে ধর্মপরায়ণ; এবং বিশ্বে সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিসের অধিকারী হ'তে হবে তাঁকে।

এই ঘোষণা শুনে তিনজন রাজা শক্তিপরীক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন ফরমোসানতাকে পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে। সেই তিন জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিশরের ফ্যারোয়া, আর একজন হচ্ছেন ভারতবর্ষের শাহ্; এবং শেষ জন হলেন সিদিয়া দেশের মহান খান থানান। কবে আর কোথায় এই শক্তির পরীক্ষা হবে তা ঠিক ক'রে দিলেন বেলাস। ঠিক হলো, তাঁর উদ্যানের একেবারে শেষপ্রান্তে, ইউফ্রেতিস আর তাইগ্রিস নদীর জল যে বিরাট অংশটিকে যুগ্মভাবে ঘিরে রেখেছে, শক্তি পরীক্ষার মহড়া হবে সেইখানে। চারপাশে দর্শকদের জন্যে মার্বেল পাথরের বিরাট একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা হলো। সেখানে

কম ক'রে পাঁচ লক্ষ দর্শক বসতে পারবে। সেই রঙ্গমঞ্চটির ঠিক উলটো দিকে পাতা হলো রাজার সিংহাসন। পারিষদবর্গ নিয়ে সকন্যা রাজা বসবেন সেই সিংহাসনের ওপরে। রাজসিংহাসন আর রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা ছিল তার ডান আর বাঁ দিকে আরও অনেকগুলি সিংহাসন আর অন্যান্য আসন পাতা হলো। সেখানে বসবেন ওই তিন জন রাজা, এবং সেই মহান বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান দেখার জন্যে বিদেশ থেকে যে-সব রাজা-মহারাজারা এসেছিলেন তাঁরা।

মিশরবাসীদের আরাধ্য ষন্ডদেবতার পিঠে চড়ে প্রথমে এলেন মিশরের রাজা। তাঁর হাতে ছিল দেবী ঈসিসের গিটার নামক এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। তাঁর পেছনে-পেছনে এলেন বরফের চেয়েও সাদা আলখাল্লা পরে দু'হাজার পুরোহিত; তাঁদের পেছনে দু'হাজার খোজা, দু'হাজার যাদুকর, আর দু'হাজার যোদ্ধা।

তারই কিছু পরে, বারোটি হাতিতে টানা একটি রথে চেপে হাজির হলেন ভারতবর্ষের রাজা। তাঁর সঙ্গীদের সংখ্যা মিশরের রাজার অনুচরদের চেয়ে অনেক বেশী; তাদের পোশাক আরও ঝলমলে।

শেষকালে এলেন সিদিয়ার সম্রাট। তাঁর অনুচরদের মধ্যে ছিল কয়েকজন মাত্র বাছা-বাছা যোদ্ধা। তাদের হাতে ছিল তীর আর ধনুক। তিনি হাজির হলেন চমৎকার একটা বাঘের পিঠে চড়ে। সেই বাঘটা ছিল পারস্যদেশীয় যে-কোনো প্রথম শ্রেণীর একটা ঘোড়ার মত লম্বা। সেই বাঘটিকে তিনি পোষ মানিয়ে ছিলেন। এই রাজার আভিজাত্য আর বেশ ভারিক্কী চালচলন অন্য দুজন রাজার দ্যুতিকে ম্লান ক'রে দিলে। তাঁর হাত দুটি ছিল আবরণহীন, যেমন সাদা তেমনি পেশীবহুল। মনে হলো, নিমরডের ধনুতে জ্যা রোপণ করাটা তাঁর পক্ষে অতীব সহজ।

সেই তিনজন রাজা, রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, বেলাস এবং ফরমোসানতার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। মিশরের রাজা রাজকন্যাকে উপহার দিলেন নীলনদের সেরা দুটি কুমীর, দুটি জলহস্তী, দুটি জেব্রা, দুটি মিশরীয় ইঁদুর, শুকনো আর মসলা দিয়ে জারানো দুটি মিশরীয় ম্যমী, সেইসঙ্গে দিলেন মহান ঋষিতুল্য পণ্ডিত হারমিসের কতগুলি গ্রন্থ। তাঁর মতে সেই গ্রন্থগুলি ছিল পৃথিবীতে সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস।

ভারতবর্ষের রাজা তাঁকে উপহার দিলেন একশটা হাতী; প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে সোনার হাওদা; সেই সঙ্গে রাজকুমারীর পায়ের কাছে রাখলেন স্বয়ং ব্রহ্মার হাতে লেখা বেদগ্রন্থটি।

সিদিয়ার রাজা লেখাপড়া কিছু জানতেন না। তিনি উপহার দিলেন কালো শেয়ালের চামড়ায় সাজানো একশটা বেশ তেজী ঘোড়া।

প্রেমিক তিন জনের সামনে রাজকুমারী তাঁর চোখ দুটিকে নামিয়ে রাখলেন,

এবং মাথাটি নিচু করে এমনভাবে তাঁদের তিনি সম্মান জানালেন যা থেকে প্রমাণ হবে যে তিনি বেশ নম্র এবং উচ্চবংশসম্ভূতা।

তাঁদের জন্যে যে সিংহাসনগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেইখানে নিয়ে তাঁদের বসানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন বেলাস।

তিনি তাঁদের বললেন ঃ আমার যদি তিনটি মেয়ে থাকত তাহলে আজ আমি ছ'জনকে সুখী করতে পারতাম।

নিমরডের ধনুতে প্রথমে কে জ্যা রোপণ করবেন সেটা নির্ধারণ করার জন্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের বললেন একটি লটারী করতে। তাঁদের নামগুলি একটি ধাতুর চাকতিতে খোদাই ক'রে সেগুলিকে একটি সোনার শিরস্ত্রাণের মধ্যে রাখা হলো। মিশরের রাজার নাম উঠলো প্রথমে ; তারপরে উঠলো ভারতবর্ষীয় রাজার নাম। ধনু আর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখে, নিজের নাম সর্বশেষে ওঠার জন্যে সিদিয়ার রাজা কোনো অভিযোগ করলেন না।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করার জন্যে মহা আড়ম্বরে যখন তোড়জোড় চলছিল সেই সময় কুড়ি হাজার চাকর আর কুড়ি হাজার সুন্দরী যুবতী বেশ সুশৃঙ্খলার সঙ্গে বিভিন্ন সারির মধ্যে যে সব দর্শক বসেছিল তাদের জলযোগ পরিবেশন করল। প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, নিজেরা যাতে চিত্তবিনোদন করার জন্যে প্রতিদিন উৎসব করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই দেবতারা পৃথিবীতে রাজাদের সৃষ্টি করেছেন ; এছাড়া, রাজাদের সৃষ্টি করার পেছনে তাঁদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই ; যে, মানুষের জীবন বড়ই স্বল্পপরিসর ; এবং এই রকম আমোদপ্রমোদ ছাড়া জীবনকে অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করা যায় না ; যে, মামলামকোদ্দমা, ছলচাতুরী, চক্রান্ত, ধর্মশাস্ত্রবিদদের তর্কবিতর্কগুলি হচ্ছে মারাত্মক রকমের উদ্ভট ব্যাপার ; কারণ, সেগুলি মানুষের জীবনকে একেবারে ছারখার করে দেয় ; যে, মানুষের জন্ম হয়েছে কেবল সুখভোগ করার জন্যে। প্রত্যেকেই আরও স্বীকার করল যে এই ভোগ আর আনন্দ করার জন্যে দেবতারা যদি তাকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে, সে এই রকম আগ্রহভরে অবিরাম সুখভোগের পেছনে ধাওয়া করতে পারত না। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলো যে মানবপ্রকৃতির সার হচ্ছে আনন্দে মেতে থাকা ; বাকি সবকিছুই হচ্ছে মূর্খতার নামন্তরমাত্র। এই চমৎকার নীতিটি একমাত্র বাস্তব ঘটনা ছাড়া আর কোথাও বিতর্কিত হয় নি।

ফরমোসানতার ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্যে যখন তোড়জোড় চলছিল সেই সময় একটি অপরিচিত যুবক ঘোড়ার মত দেখতে অথচ শিঙওয়ালা একটি অদ্ভুত জন্তুর পিঠে চেপে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর পার্শ্বচরটিও এলো সেই একই রকম জন্তুর পিঠে চ'ড়ে। যুবকটির হাতের ওপরে বসে ছিল বিরাট একটা পাখি। তাঁর চেহারা আর হাবভাবের মধ্যে এমন একটা জিনিস ফুটে উঠেছিল যা দেখে

রক্ষীদের মনে হয়েছিল তিনি কোনো দেববংশসম্ভূত। তাঁর দেহের বর্ণনা আমরা ইতিমধ্যেই যতটুকু দিয়েছি তা থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর দেহটা ছিল শক্তির দেবতা হারকিউলসের মত; মুখটা ছিল শিকারী অ্যাডোনিসের মুখের মত সুন্দর আর কমনীয়; অর্থাৎ তাঁর দেহের মধ্যে মেশানো ছিল রাজকীয় আভিজাত্যের সঙ্গে অপরূপ একটি কমনীয়তা। তাঁর কালো চোখের ভুরু দুটির আর গোছা-গোছা বাতাসে-কাঁপা চুলের ভেতর থেকে একটি অপরূপ সৌন্দর্য ঝরে পড়ছিল। ব্যাবিলনে এরকম সুন্দর পুরুষ বিরল। তাঁকে দেখে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাঁকে ভালোভাবে দেখার জন্যে রঙ্গমঞ্চের সবাই তাদের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো। রাজসভার সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। ফরমোসানতা এতক্ষণ মাটির দিকে চোখ নিবদ্ধ ক'রে বসেছিলেন। তিনিও এবারে চোখ দুটি তুলে তাকালেন। লজ্জায় লাল হয়ে গেল তাঁর মুখ। তিন জন রাজা বিবর্ণ হয়ে গেলেন। সেই আগন্তুকটির সঙ্গে ফরমোসানতার তুলনা ক'রে দর্শকবৃন্দ চিৎকার করে উঠলো ঃ

'এই বিশ্বে এই যুবকটি ছাড়া এমন একটি প্রাণীও নেই রাজকুমারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা যেতে পারে।'

যাদের ওপরে অতিথিদের রঙ্গমঞ্চের ভেতরে নিয়ে আসার ভার ছিল তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল তিনি কোনো রাজা কি না। তার উত্তরে আগন্তুকটি বললেন সেরকম কোনো সৌভাগ্যের অধিকারী তিনি নন। ফরমোসানতার উপযুক্ত কোনো রাজা আছেন কিনা তাই দেখার কৌতূহল নিয়ে অনেক অনেক দূর থেকে তিনি এসেছেন। পার্শ্বচর, সেই দুটি অদ্ভুৎ জন্তু, এবং পাখিটি সমেত তাঁকে নিয়ে আসা হলো রঙ্গমঞ্চের প্রথম সারিতে। বেলাস, তাঁর কন্যা, তিন জন রাজা এবং সমবেত দর্শকবৃন্দের কাছে পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলকে হাত তুলে নমস্কার করলেন তিনি। বেশ কিছু লজ্জা পেয়েই তিনি তারপরে বসলেন। দুটি অদ্ভুৎ কিংবদন্তীর প্রাণী শুয়ে পড়লো তাঁর পায়ের কাছে; পাখিটি বসে রইলো তাঁর কাঁধের ওপরে। তাঁর পার্শ্বচরের হাতে ছিল ছোট একটি থলে। সেটি নিয়ে সে বসলো তার মনিবের পাশে।

শুরু হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সোনার খাপ থেকে বার ক'রে আনা হলো নিমরডের ধনুটিকে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করার ভার যাঁর ওপরে ছিল তিনি এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে-পেছনে চললো কুড়িটি চাকর; আর আগে-আগে বাজতে লাগলো কুড়িটা শিঙ্গা। সেই ধনুটি নিয়ে তিনি মিশরের রাজার হাতে দিলেন। তিনি তাঁর পুরোহিতদের বললেন মন্ত্র পড়ে সেটিকে শুদ্ধ করতে। তারপরে ধনুটিকে তিনি ষণ্ড এপিসের মাথায় ঠেস দিয়ে রাখলেন। তিনিই যে প্রথমে জয়লাভ করবেন সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ তাঁর ছিল না। ষাঁড়ের পিঠ থেকে

নেমে তিনি এসে দাঁড়ালেন খেলার মাঠের মাঝখানে। ধনুটিকে বাঁকানোর জন্যে চেষ্টা করলেন তিনি, সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন; তারপরে এমন সব হাস্যকর মুখভঙ্গী করতে লাগলেন যে সারা রঙ্গমঞ্চটি দর্শকদের অট্টহাসির শব্দে গমগম করতে লগলো। রাজকুমারী নিজেও হাসি চেপে রাখতে পারলেন না।

এই সব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহায্য করার জন্যে রাজার যে কর্মচারী থাকেন তিনি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বিনীতভাবে বললেন ঃ

'মহারাজ, এই সম্মান অর্জন করার জন্যে আর বৃথা চেষ্টা করবেন না। এই কাজটা নির্ভর করে একমাত্র হাতের পেশী আর শিরাগুলির ওপরে। অন্য যে-কোনো ব্যাপারেই আপনি জয়ী হবেন—এই ধনুকটি বাঁকানো ছাড়া। যুদ্ধের দেবী ওসিরিসের মন্ত্রপূতঃ তরবারি আপনার কাছে আছে। সেইজন্যে সিংহকে আপনি হারাতে পারবেন। ব্যাবিলনের রাজকুমারী কেবল সেই রাজপুত্রকেই বিবাহ করবেন যিনি হচ্ছেন খুবই বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ; এবং আপনি সেই রকমই একজন। রাজকুমারীকে বিবাহ করবেন তিনি যিনি সবচেয়ে ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং আপনি হচ্ছেন সেইরকম একজন রাজকুমার; কারণ, মিশরের পুরোহিতদের কাছে আপনি শিক্ষালাভ করেছেন। সবচেয়ে যিনি দানশীল রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়ার কথা তাঁরই; এবং আপনি যে উদার এবং দাতা কর্ণ তা আপনি প্রমাণ করেছেন রাজকুমারীকে দুটি সব চেয়ে সুন্দর কুমীর আর মিশরীয় ব-দ্বীপের সব চেয়ে সুন্দর দুটি ইঁদুর উপহার দিয়ে। আপনার সহায় আছে দেবতা এপিসের ষণ্ড, এবং মহাপণ্ডিত হারমিসের গ্রন্থমালা। এই দুটি বস্তুই হচ্ছে বিশ্বে একেবারে দুষ্প্রাপ্য। রাজকুমারীর যোগ্য পাত্র যে আপনি তা তর্কের অপেক্ষা রাখে না'।

মিশরের রাজা বললেন ঃ তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

এই বলে তিনি তাঁর সিংহাসনে ফিরে এলেন।

তারপরে, ভারতবর্ষ থেকে যে রাজা সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর হাতে সেই ধনুটিকে দেওয়া হলো। ধনুটি নোওয়ানোর জন্যে যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তার ফলে পনেরটি দিন হাতের যন্ত্রণায় বেশ ভুগেছিলেন তিনি। কিন্তু সিদিয়ার রাজাও যে তাঁর চেয়ে বেশী সফল হবেন না এই ভেবেই তিনি সান্ত্বনা দিয়েছিলেন নিজেকে।

যথাসময়ে সিদিয়ার রাজা ধনুটিতে হাত দিলেন। তিনি যে কেবল গায়ের জোরই দিলেন তা নয়; সেই সঙ্গে প্রয়োগ করলেন কৌশলও। মনে হলো, তাঁর হাতে ধনুটি কিছুটা সহজ হয়েছে। কিছুটা তিনি বাঁকালেনও; কিন্তু কিছুতেই সেটিকে জ্যা রোপণ করার অবস্থায় তিনি নিয়ে আসতে পারলেন না। তাঁর ভদ্র এবং বীরোচিৎ আচরণ দেখে দর্শকবৃন্দ তাঁর দিকে একটু ঝুঁকেছিল; তাই ধনু বাঁকাতে তিনি শেষ পর্যন্ত পারলেন না ব'লে সবাই বেশ দুঃখ পেলো। শেষ পর্যন্ত তারা এই উপসংহারে এলো যে বিয়ে করার সৌভাগ্য রাজকুমারীর নেই।

সেই অপরিচিত যুবকটি লাফিয়ে সেইখানে হাজির হয়ে সিদিয়ার রাজাকে সম্বোধন ক'রে বললেন :

'মহারাজ, সম্পূর্ণভাবে সফল হ'তে পারেন নি ব'লে আপনার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই যে আবলুস কাঠ দেখছেন এগুলি তৈরি হয় আমাদের দেশে। এই কাঠগুলিকে বাঁকানোর একটি মাত্র কৌশল আছে। এই ধনুটিকে আধখানা মোচড়াতে আমার যতটুকু কৃতিত্ব প্রমাণিত হবে তার চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব আপনার রয়েছে এটাকে যে আপনি সামান্য একটু বাঁকাতে পেরেছেন তার জন্যে।

এই ব'লে তিনি একটা তীর নিলেন, সেটিকে ছিলার ওপরে চাপালেন, নিমরডের ধনুটিকে বাঁকালেন ; তারপরে তীরটিকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে বেড়ার বাইরে। এই বিরাট কৃতিত্বের জন্যে, দ' লক্ষ মানুষ একসঙ্গে করতালি দিয়ে উঠলো ; তাদের সেই হর্ষধ্বনিতে সারা ব্যাবিলন হলো মুখরিত। এত সুন্দর একটি যুবকের এতটা শক্তিশালী হওয়াটা যে খুবই আনন্দের, সেবিষয়ে সমস্ত মহিলাই একমত হলেন।

তারপরে পকেট থেকে হাতির দাঁতের ছোটো একটি ফলক বার করলেন তিনি ; সোনালি একটা পেনসিল দিয়ে তার ওপরে একটা কিছু লিখলেন ; সেটাকে ধনুকে বসালেন ; তারপরে, সুন্দরভাবে সেটিকে তিনি রাজকুমারীর কাছে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। এই দেখে সব দর্শকরাই মোহিত হয়ে গেল। তারপরে, বিনীতভাবে তিনি তাঁর পাখী আর পার্শ্বচরের মধ্য গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। সারা ব্যাবিলনের মানুষেরা অবাক হয়ে গেলেন ; কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন তিনজন রাজা। আর সেই আগন্তুকটি এত বড় একটা কৃতিত্ব যেন তাঁর কাছে কিছু নয় এই রকম মনোভাব দেখিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

ফরমোসানতা নেই ধনুশুদ্ধ হাতির দাঁতের ওপরে লেখাটা পড়ে আরও বেশী অবাক হয়ে গেলেন। সুন্দর ক্যালডিয়ান ভাষায় সেখানে ছোটো একটি কবিতা লেখা ছিল। ছত্রকটির অর্থ হচ্ছে :

'নিমরড এই ধনুটি নিয়ে যুদ্ধ করতে-:—কানধনু হচ্ছে সুখের ধনু :—এটি তুমি গ্রহণ কর। তোমার ভিতর দিয়ে বিজয়ী দেবতা বিশ্বের প্রভু হয়েছেন। আজকের দিনে প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজন শক্তিমান রাজা তোমার অনুগ্রহ লাভের জন্যে সাহস করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ হবে তা আমি জানি নে ; কিন্তু এটুকু জানি যে তোমাকে খুশি করার সৌভাগ্য যিনি অর্জন করবেন, বিশ্ববাসী তাঁকে অবশ্যই হিংসা করবে।

এই ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতাটি পড়ে রাজকুমারী অখুশি হন নি। প্রাচীন রাজসভার কিছু কিছু প্রধান পুরুষেরা অবশ্য এই কবিতাটির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন। তাঁদের মতে প্রাচীন কালের রামরাজত্বে বেলাসকে সূর্যের সঙ্গে আর

ফরমোসান্‌তাকে চাঁদের সংগে তুলনা করা উচিৎ ছিল ; বেলাসের কাঁধকে উঁচু গম্বুজের সংগে, আর রাজকুমারীর কন্ঠটিকে তুলনা করা উচিৎ ছিল এক বস্তা গমের সংগে। তাঁদের অভিমত হচ্ছে আগন্তুকটির কল্পনাশক্তি বলতে কিছু ছিল না ; এবং সত্যিকার কবিতার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না তিনি ; কিন্তু মহিলাদের কথা স্বতন্ত্র। ছত্রগুলি তাঁদের কাছে প্রেমের কবিতা হিসাবে খুবই সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। যে মানুষ ওই একটা অনড় ধনুকে এমন অবলীলায় নড়িয়ে দিলেন তাঁর মধ্যে এত বুদ্ধি থাকতে পারে এই ভেবে অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। রাজকুমারীর প্রধান সঙ্গিনী তাঁকে বললেন ঃ 'রাজকুমারী, কতগুণই না এইখানে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল ! তাঁর বুদ্ধি এবং বেলাসের ধনু থেকে যুবকটি লাভ করবেন কী ?'

রাজকুমারী বললেন ঃ প্রশংসা।

সঙ্গিনীটি বললেন ঃ তা বটে ! আর একটা ছোটো প্রেমের কবিতা পেলেই তাঁকে হয়ত ভালোবাসা যেতে পারবে !

সে সব যাই হোক গে, রাজা বেলাস তাঁর সভার পন্ডিতদের সংগে আলোচনায় বসলেন ; তারপরে তিনি ঘোষণা করলেন যে যদিও কোনো রাজাই নিমরডের ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারেন নি তবুও তাঁর কন্যার বিবাহ স্থগিত থাকবে না। সেই-জন্যে বিরাট খাঁচার মধ্যে বিশেষ ক'রে এইজন্যেই যাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই বিশাল সিংহটিকে যে রাজা হারাতে পারবেন তাঁরই সংগে কন্যার বিবাহ তিনি দেবেন। মিশরের রাজাকে শিক্ষা দিয়ে দিয়ে সেদেশের পন্ডিতরা গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভাবলেন বিয়ে করার জন্যে রাজার দেহকে হিংস্র সিংহের মুখব্যাদনের সামনে পেতে দিতে হবে এতবড় হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু নেই। রাজকুমারীকে স্বাধিকারে পাওয়া যে একটি মহামূল্যবান সঞ্চয়ের সামিল এটা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না ; কিন্তু এটাও তিনি না ভেবে পারলেন না যে সিংহ যদি তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে হত্যা করে তাহলে এই সুন্দরী রাজকুমারীটিকে কোনো দিনই তিনি বিবাহ করতে পারবেন না। সেই মিশরের রাজা যেভাবে চিন্তা করেছিলেন ভারতবর্ষের রাজাটিও ঠিক সেই কথাই ভেবেছিলেন। তাঁরা দুজনেই এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছিলেন যে ব্যাবিলনের রাজা তাঁদের উপহাস করছেন। শাস্তি দেওয়ার জন্যে তাঁদের উচিত রাজাকে এখনই তাঁদের সৈন্যবাহিনীকে তলব করা ; তাঁদের এমন অনেক প্রজা রয়েছে যারা তাদের রাজাদের সম্মান রক্ষা করার জন্যে জীবন বিসর্জন দেওয়াটাকে পরম গৌরবের বস্তু ব'লে মনে করবে ; এবং তার ফলে, তাঁদের পবিত্র চুলের একটিও খসবে না। তাঁরা আরও ভাবলেন যে ব্যাবিলনের রাজাকে অনায়াসেই তাঁরা সিংহাসনচ্যুত করবেন ; তারপরে, ব্যাবিলনের রাজকুমারীকে কে বিয়ে করবেন সেটা তাঁরা লটারীর মাধ্যমে ঠিক করবেন।

এই রকম একটি সমঝোতায় এসে, দুজনেই তাঁদের নিজের নিজের দেশে জরুরী দূত পাঠালেন। তাদের হাতে নির্দেশ পাঠানো হলো রাজকুমারীকে বলপূর্বক অপহরণ করার উদ্দেশ্যে যেন তিন লক্ষ সেনানীকে প্রস্তুত ক'রে রাখা হয়।

যাই হোক, রাজার ঘোষণা শুনে সিদিয়ার রাজা তাঁর ভোজালিটা নিয়ে রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। রাজকুমারীর রূপলাবণ্যে তিনি যে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তা নয়; তখনও পর্যন্ত গৌরব অর্জন করাই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা; আর সেই বাসনাই তাঁকে ব্যাবিলনে টেনে নিয়ে এসেছিল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের আর মিশরের রাজারা সিংহদের সংগে লড়াই না করাটাকে যদি বিচক্ষণতা বলে মনে করে থাকেন তাহলে তাদের সংগে যুদ্ধের প্রস্তাবটিকে নাকচ না ক'রে দেওয়ার মত যথেষ্ট সাহস তাঁর রয়েছে; এইভাবেই তাঁর রাজমুকুটের সম্মান তিনি পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাঁর সাহস ছিল অসাধারণ। সেইজন্যে নিজের পোষা বাঘের সাহায্য নিতেও তিনি অস্বীকার করলেন। তিনি একাই এগিয়ে গেলেন; মাথায় পরলেন স্বর্ণখচিত একটা মাত্র লোহার শিরস্ত্রাণ। তার ওপরে সাদা রঙে আঁকা ছিল তিনটি ঘোড়ার ন্যাজ।

লেবাননের সীমান্তে সিরিয়ার পর্বতশ্রেণীর মধ্যে যে সব প্রকাণ্ড হিংস্র সিংহ ঘুরে বেড়ায় এটি ছিল তাদের চেয়েও হিংস্র আর প্রকাণ্ড। সেই সিংহটিকে ছেড়ে দেওয়া হলো তাঁর সামনে। সেই সিংহের বিরাট ভয়ংকর নখরগুলি দেখে মনে হলো তিনটি রাজাকে একসংগে ছিন্নভিন্ন করার মত শক্তি তাদের রয়েছে; এবং তার কণ্ঠনালীর যে আয়তন দেখা গেল তাতে মনে হলো সেই তিনটি রাজাকে একসংগে সাবলীলভাবে সে সেই নালীটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। তার গর্জনে সারা রঙ্গমঞ্চটি কেঁপে উঠলো। এই দুটি গর্বিত যোদ্ধা যতটা সম্ভব দ্রুত বেগে মাথা নিচু ক'রে দুজনের দিকে ধাবিত হলো। সাহসী রাজা তাঁর তরোয়ালের মুখটা সিংহের কণ্ঠনালীর মধ্যে আমূল বসিয়ে দিলেন। কিন্তু সিংহের মোটা দাঁত ভাঙা একেবারে অসম্ভব। রাজার তরোয়ালের মুখটা সেই দাঁতে লেগে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। এই আঘাতে অরণ্যের দৈত্যটি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু তার আগেই সে তার ভয়ংকর নখগুলি রাজার গায়ের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল।

এত বড় বীর একজন রাজপুত্রের এহেন মারাত্মক বিপদ দেখে সেই অপরিচিত যুবকটি বিদ্যুতের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রঙ্গমঞ্চের ভেতরে; এবং যেভাবে ভোজের আসরে মুরদের মাথাগুলিকে কুপিয়ে ফেলতে সাম্প্রতিক কালে যুবক বীরযোদ্ধাদের আমরা দেখেছি সেই রকম অনায়াস স্বাচ্ছন্দে আর সাবলীলভাবে তিনি সিংহের মাথাটা তার ধড় থেকে নামিয়ে দিলেন।

একটা ছোটো বাক্স বার করে সিদিয়ার রাজাকে সেটি উপহার দিলেন তিনি; তারপরে বললেন:

'মহারাজ, এই বাক্সের ভেতরে একটা সত্যিকার ওষুধের গাছ রয়েছে। এই রকম গাছ আমাদের দেশে জন্মায়। এই গাছের রস ঘষে দিলে, মহারাজ, আপনার এই ক্ষতগুলি এখনই সেরে যাবে। সিংহটিকে আপনি যে পরাজিত করতে পারলেন না সেজন্যে দুর্ঘটনাই দায়ী। সিংহের কাছে এইভাবে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও, আপনার সাহসকে প্রশংসা না করে আমি পারছি নে।

হিংসার পরিবর্তে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সিদিয়ার রাজার মন ভরে উঠলো। তিনি তাঁর উপকারী বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালেন; আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। তারপরে ক্ষতস্থানে যুবকটির দেওয়া গাছের রস ঘষার জন্যে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন তিনি।

সেই অপরিচিত যুবক সিংহের কাটা মাথাটি দিলেন তাঁর পার্শ্বচরকে। সেই রঙ্গমঞ্চের নিচে প্রকান্ড একটা ঝরণা ছিল। পার্শ্বচরটি সেই মাথাটা সেইখানে নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে ধুলেন; সব রক্ত পরিষ্কার করলেন; তাঁর ছোটো একটা থলে থেকে একটা লোহার সাঁড়াশী বার করলেন। সেই সাঁড়াশী দিয়ে সিংহের চল্লিশটা দাঁত তুলে নিয়ে সেইসব জায়গায় বসালেন সেই একই মাপের চল্লিশটা হীরে।

স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে তাঁর প্রভু ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। সিংহের মাথাটি দিলেন তাঁর পাখীকে। তার পরে মধুর কাব্যময় ভাষায় বললেন:

'সুন্দর পাখী, আমার প্রেমপ্রীতির অর্ঘ্যস্বরূপ ছোটো এই উপহারটি নিয়ে তুমি রাজকুমারীর পায়ে কাছে রেখে এসো'।

সেই ভয়ংকর মাথাটাকে নিজের একটা নখের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে পাখীটি আকাশ-পথে উড়ে গেল; তারপরে রাজকুমারীর পায়ের কাছে সেটি রেখে বিনয়নম্রভাবে ঘাড়টি নামিয়ে তাঁর গায়ের কাছে গুঁড়ি দিয়ে বসলো। সেই চকচকে উজ্জ্বল হীরেগুলি যে-ই দেখলো তার-ই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ব্যাবিলনের আশপাশেও এমন মূল্যবান রত্নের সন্ধান কেউ পায় নি। এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে মূল্যবান হীরে-জহরৎ বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি হচ্ছে: পান্না, পোখরাজ, নীলকান্তমণি ইত্যাদি। এই হীরেগুলিকে দেখে বেলাস এবং তাঁর পারিষদবর্গ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। আর যে পাখীটি সেই উপহার বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়েছিল আরও বেশী। চেহারাটা ছিল তার মোটামুটি ঈগল পাখীর মতই; কিন্তু ঈগল পাখীর চোখ দুটো যেমন ভয়ংকর আর ভীতিপ্রদ, এর চোখদুটি ঠিক তেমনি কমনীয় আর সুন্দর। এর ঠোঁট দুটি ছিল গোলাপী রঙের, অনেকটা রাজকুমারীর সুন্দর মুখের রঙের মত। এর ঘাড়ের রঙ ছিল রামধনুর মত সাতরঙা; কিন্তু সেই রঙগুলি আরও বেশী জীবন্ত আর উজ্জ্বল। এর পুচ্ছটির রঙ স্বর্ণাভ; কিন্তু কী বাহার তার! এর পায়ের রঙ ছিল সাদা আর বেগনে রঙে মেশানো। আজ পর্যন্ত যে সব সুন্দর পাখী দেবরাজ-মহিষীর রথ টেনে নিয়ে

গিয়েছে তাদের লেজগুলি এর লেজের সৌন্দর্যের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে পারে না :

সমবেত জনমণ্ডলীর দৃষ্টি, কৌতূহল, বিস্ময় এবং আনন্দ এই সব হীরে আর পাখীটির দিকে বিভক্ত হয়ে গেল। বেলাস আর তাঁর কন্যা রাজকুমারী ফরমোসান্ তার মাঝখানে রেলিঙ-দেওয়া যে ঝুল বারান্দা ছিল পাখীটি তার ওপরে গিয়ে আরাম ক'রে বসলো। রাজকুমারী তাকে বেশ প্রশংসা করলেন, আদর ক'রে গায়ে হাত বুলালেন তার, চুমু খেলেন তাকে। তাঁর আলিঙ্গনকে সমর্থন জানালো সে : মনে হলো, এই আদরে সেও বেশ পরিতৃপ্ত হয়েছে। তার সেই মনোভাবের মধ্যে রাজকুমারীর প্রতি শ্রদ্ধাও যেন ফুটে উঠলো। রাজকুমারী তাকে চুমু খেলে, পাখীটি তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিলে নিজেকে। এবং তার পরে তাঁর দিকে অবসন্ন দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলো। রাজকুমারী তাকে বিস্কুট আর পেস্তা খেতে দিলেন ; সেগুলিকে সে তার বেগনে-সাদায় মেশানো নখ দিয়ে গ্রহণ করল ; তারপরে এমন সুন্দরভাবে ঠোঁটের মধ্যে পুরে দিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হীরেগুলির কথা বেলাস খুব ভালোভাবে চিন্তা করলেন। শেষপর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে তাঁর রাজ্যের কোনো প্রদেশই এত মূল্যবান একটা উপহারের যোগ্য প্রতিদান দিতে পারবে না। তিনজন সম্রাটকে উপহার দেওয়ার যে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন এই অপরিচিত যুবকটিকে তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন তিনি। তিনি বললেন, এই যুবকটি নিশ্চয় চীনসম্রাটের পুত্র ; অথবা, যে ইয়োরোপের কথা আমি শুনেছি সেখানকার কোনো রাজার ছেলেও হ'তে পারে ; অথবা, আফ্রিকার কোনো রাজপুত্র হওয়াও বিচিত্র নয়। আমি শুনেছি, আফ্রিকা হচ্ছে মিশর সাম্রাজ্যেরই কাছাকাছি একটা দেশ !

আগন্তুকটিকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে তৎক্ষণাৎ তাঁর অশ্বের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটিকে তিনি তাঁর কাছে পাঠালেন। সেইসঙ্গে, তিনি নিজেই সম্রাট, অথবা, ওই সব সাম্রাজ্যের রাজপুত্র কিনা সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে নির্দেশ দিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে এত বিস্ময়কর ধনরত্নের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, কেবলমাত্র একটি পার্শ্বচর আর ছোটো একটা থলে নিয়ে তিনি ওখানে গিয়েছিলেন কেন ?

রাজার নির্দেশমত কাজ করার জন্যে কর্মচারীটি রঙ্গমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময়েই আর একটি ভৃত্য কিংবদন্তীর শিঙওয়ালা একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলো। ভৃত্যটি সেই যুবককে সম্বোধন ক'রে বলল :

'আপনার পিতা ওরমারের মৃত্যু আসন্ন। এই কথা আপনাকে বলার জন্যে আমি এখানে এসেছি'।

এই শুনে অপরিচিত যুবকটি আকাশের দিকে তাঁর চোখ দুটি মেলে দিলেন।

চোখদুটি দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগলো তাঁর। তিনি শুধু বললেনঃ এখান থেকে আমরা চলে যাই চল!

যিনি সিংহকে পরাজিত করেছিলেন, চল্লিশটি হীরে দান করেছিলেন, এবং সুন্দর পাখীটির যিনি মনিব সেই অপরিচিত যুবকের কাছে রাজকর্মচারীটি বেলাসের অভিনন্দন জানাল; তারপরে, সেই বীর যুবকটি কোন্ সম্রাটের পুত্র সেকথা সে জিজ্ঞাসা করল তাঁর ভৃত্যটিকে।

ভৃত্যটি বলল ঃ ওঁর বাবা একজন মেষপালক; তাঁর অঞ্চলের সবাই তাঁকে খুব ভালোবাসে।

এই রকম যখন কথাবার্তা চলছে তার মধ্যেই যুবকটি তাঁর সেই কিংবদন্তীর ঘোড়ার ওপরে উঠে বসেছেন। তিনি রাজকর্মচারীকে বললেন—মহাশয়, আমার হয়ে মহারাজ বেলাস আর তাঁর কন্যার কাছে আমার শ্রদ্ধা আর আনুগত্য জানাবেন। যে পাখীটি আমি তাঁর কাছে রেখে যাচ্ছি, সেই পাখীটি তাঁরই মত অনবদ্য। সেইজন্যে আমার অনুরোধ পাখীটির প্রতি তিনি যেন সবিশেষ যত্ন নেন।

কথাটি শেষ হওয়ার সংগে সংগে তিনি যাত্রা করলেন, এবং বিদ্যুতের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেখান থেকে। তাঁর দুটি ভৃত্যও অনুসরণ করল তাঁকে। চোখের নিমেষে তারাও দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

একটা উদগ্র কান্নার বেগকে কিছুতেই সামাল দিতে পারলেন না রাজকুমারী। রংগমঞ্চের দিকে পাখীটি তাকিয়ে দেখলো, যে আসনে তার মনিব বসেছিলেন সে-আসনটি শূন্য। সেই শূন্য আসন দেখে সে শোকার্ত হলো। তারপরে ঘুরে সে রাজকুমারীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, তাঁর সুন্দর হাতটিকে সে তার চঞ্চু দিয়ে ঘষলো; মনে হলো সে যেন রাজকুমারীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করছে।

সেই অদ্ভুত যুবক যে একজন মেষপালকের পুত্র এই শুনে বেলাস খুবই অবাক হয়ে গেলেন। আর কোনো ব্যাপারেই জীবনে এত আশ্চর্য আর কোনোদিন তিনি হন নি। তাই একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁকে অনুসরণ করার জন্যে দূতদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা অনতিবিলম্বে ফিরে এসে জানালো যে, যে তিনটি কিংবদন্তীর ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে তিনজন এখান থেকে চলে গিয়েছেন, তাদের ধরা গেল না; এবং যে বেগে ঘোড়াগুলি ছুটছে তাতে মনে হবে দিনে তিনশ মাইল অবশ্যই তারা অতিক্রম করবে।

২

সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই যুবকটির এহেন অদ্ভুত আর দুঃসাহসী কাজগুলি মনে-মনে আলোচনা করতে লাগলেন; এবং নানান

জল্পনা-কল্পনায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সামান্য একজন মেষপালকের ছেলে চল্লিশটা বড়-বড় হীরে উপহার দিতে পারলো কেমন ক'রে? যুবকটি এসেছিল শিঙওয়ালা অদ্ভুত একটা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে। এটাই বা কেমন ক'রে সম্ভব হলো? এইটা ভেবে সবাই কেমন যে হতভম্ব হয়ে গেল। আর রাজকুমারী? সেই পাখীটিকে আদর করতে করতে, ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও বেশ তন্ময় হয়েই ভাবতে লাগলেন।

রাজকুমারী আলদিয়া ছিলেন তাঁর জ্যেঠার মেয়ে, সম্পর্কে তাঁর বোন। চেহারাটিও ছিল তাঁর বেশ চমৎকার। ফরমোসানতার মতই তিনি ছিলেন সুন্দরী। তিনি তাঁকে বললেন:

'বোন, মানবরূপী এই দেবতাটি কোনো মেষপালকের পুত্র কিনা তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার ধারণা, তোমাকে বিয়ে করার জন্যে যেসব শর্ত ছিল সেগুলি তিনি পূর্ণ করেছেন। নিমরডের ধনুর্কটিকে তিনি বাঁকিয়েছেন; পরাজিত করেছেন সিংহকে; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কোনো রকম না ভেবেচিন্তেই তিনি তোমার জন্যে যে একটা বেশ সুন্দর ছড়া লিখে ফেললেন এতেই বোঝা যায় তিনি বেশ জ্ঞানীগুণী মানুষ; এবং তোমাকে বড়-বড় চল্লিশটা হীরের টুকরো উপহার দেওয়ার পরে তুমি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবে না তিনি অতি উদার প্রকৃতির মানুষ। আর তাঁর ওই পাখী! বিশ্বের মধ্যে ওটিও তাঁর একটি অতি বিস্ময়কর সঞ্চয়। তোমার সান্নিধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা হয়ত ছিল তাঁর; কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই সংবাদ শোনোমাত্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই তিনি এখান থেকে চলে গেলেন; এতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ হিসাবে তাঁর জোড়া আর নেই। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ সব দিক থেকেই পূর্ণ হয়েছে; কেবল একটি শর্ত এখনও পূর্ণ হয় নি। সেটি হচ্ছে তাঁর দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা। কিন্তু তার চেয়েও তিনি বেশী করেছেন। তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, একমাত্র যাঁকেই তাঁর ভয় করার কিছু ছিল, তাঁর জীবন তিনি রক্ষা করেছেন। এবং যেহেতু অন্য দুজন ভয়ে সিংহটির সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন সেই হেতু আমি মনে করি, তিনি যে সহজেই তাঁদের পরাজিত করতে পারতেন, সেদিক থেকে তোমার মনে কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।'

ফরমোসানতা বললেন: তুমি যা বললে তা খুবই সত্যি; কিন্তু সকলের সেরা সেই মানুষটি, এবং সম্ভবত, সবচেয়ে ভালোবাসার যোগ্যও, একজন মেষ-পালকের পুত্র এটা কি সম্ভব?

এই আলোচনায় যোগ দিলে রাজকুমারীর প্রধান পরিচারিকা। সে বলল, 'রাজাদের প্রায়ই মেষপালকের খেতাব দেওয়া হয়। তাঁদের মেষপালক বলা হয় এই জন্যে যে তাঁরা তাঁদের প্রজাদের হিতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন; হয়ত তাঁর ভৃত্য রসিকতা ক'রেই শব্দটি ব্যবহার করেছে যদিও তার রসিকতাটি আদৌ সময়োচিত হয়

নি। এই সব খুঁত খুঁতে স্বভাবের রুচিবাগীশ রাজাদের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং গুণপনা যে অনেক বেশী সেটা প্রমাণ করার জন্যেই হয়ত এই যুবক বীরটি এমন যা-তা ভাবে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।'

এই সব কথা শুনেও রাজকুমারী কোনো উত্তর দিলেন না। পাখীটিকে তিনি কেবল বারবার চুমু খেতে লাগলেন।

তবু, তিন জন রাজাকে সম্মান দেখানোর জন্যে বিরাট একটি উৎসবের আয়োজন করা হলো ; সেই সঙ্গে যে সব রাজা এবং রাজপুত্র এই উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁরাও সেই সম্মান থেকে বাদ গেলেন না। ঠিক হলো, রাজকুমারী এবং রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রী দেখাশুনা ক'রে রাজাদের সম্মান দেখাবেন। ব্যাবিলনের মহামহিম সম্রাটের উপযুক্ত উপহার রাজা পেয়েছিলেন। আহার পরিবেশনের সময় কন্যা ফরমোসানতার বিয়ের ব্যাপারে কী করা যাবে সেবিষয়ে ঠিক করার জন্যে রাজা তাঁর মন্ত্রণা-সভার সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারপর, একজন প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিবিদের মত নিম্নলিখিত বক্তব্যটি তিনি রাখলেন ঃ

'আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার মেয়ের ব্যাপারে অথবা কার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব তা আমি বুঝতে পারছি নে। আমার মেয়েকে বিয়ে করার যে যোগ্যতা অর্জন করেছিল সে একজন নিচুজাতের মেষপালক ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষ আর মিশরের রাজারা হচ্ছে কাপুরুষ। সিদিয়ানদের রাজাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল ; কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে যে-সব শর্ত ছিল সেগুলির কোনোটিকেই তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। প্রত্যাদেশের সঙ্গে আবার আমাকে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা সবাই ভাবুন ; প্রত্যাদেশ যা বলবেন আমরা সেইমতই একটা সিদ্ধান্তে আসব। কারণ, অমর দেবতাদের নির্দেশ ছাড়া আর কিছুই রাজার মেনে চলা উচিত নয়।'

এই ব'লে তিনি মন্দিরে চলে গেলেন ঃ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দৈববাণী সামান্য কয়েকটি কথায় সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে ঃ বিশ্বপরিক্রমা করার আগে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে না।

অবাক হয়ে বেলাস মন্ত্রণা কক্ষে ফিরে এসে দৈববাণীর উত্তরটি সকলকে জানালেন।

দৈববাণীগুলির ওপরে সমস্ত মন্ত্রীদেরই গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা সবাই স্বীকার করলেন, অথবা, স্বীকার করলেন ব'লে মনে হলো, যে এই দৈববাণীগুলিই হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি ; এবং তাদের কাছে মানুষের চুপ করে থাকাই উচিৎ ; সেই সঙ্গে তাঁরা এই মন্তব্যও করলেন যে দৈববাণীদের দৌলতেই রাজারা তাঁদের প্রজাদের শাসন করেন ; এবং দৈববাণীগুলি না থাকলে পৃথিবীতে ধর্ম বা শান্তি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

অবশেষে, দৈববাণীগুলির প্রতি তাঁদের যে গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে তা প্রমাণ করে, প্রায় সকলেই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই দৈববাণীটি হচ্ছে সব চেয়ে অশিষ্ট ; এবং সেইজন্যে এর নির্দেশমানা যুক্তিযুক্ত হবে না ; কারণ, যাওয়ার মত বিশেষ কোনো স্থান না থাকায়, কোনো যুবতীর, বিশেষ ক'রে ব্যাবিলনের মহান রাজার কন্যার পক্ষে এইভাবে দৌড়ে বেড়ানোটা নেহাত-ই অশোভনীয় ; সেই সঙ্গে তাঁরা এই অভিমতও প্রকাশ করলেন যে এর ফলে রাজকুমারীর বিবাহ অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাবে, অথবা, এর ফলে তাঁর বিবাহ হয়ত এমনভাবে হবে যাকে রাজার পদমর্যাদার অনুপযুক্ত, লজ্জাকর এবং হাস্যকর ছাড়া অন্য কোনোভাবেই চিহ্নিত করা যাবে না। এক কথায়, এই দৈববাণীটির জ্ঞানগম্যি বলে কোনো পদার্থ নেই।

মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠ ছিলেন তাঁর নাম ওনাদেসাস। অন্য সকলের চেয়ে তাঁর জ্ঞানগম্যি একটু বেশীই ছিল। তিনি বললেন ঃ দৈববাণী নিশ্চয় কোনো তীর্থস্থানে যাওয়ার কথা বলেছে ; এবং রাজকুমারীর পথ-প্রদর্শক হ'তে তিনি নিজেই রাজি হলেন। মন্ত্রণাসভার সকলেই তাঁর মতকে সমর্থন করলেন ; কিন্তু প্রত্যেকেই রাজকুমারীর অশ্বগুলির তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা ঠিক করলেন যে আরবদেশে যাওয়ার পথে যে মন্দির পড়ে, ব্যাবিলন থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে ন'শ পঁচাত্তর মাইল, রাজকুমারী সেখান পর্যন্ত যেতে পারেন। শোনা যায় সেই মন্দিরে একজন সাধু থাকেন। অবিবাহিতা যুবতীদের তিনি বেশ ভালো বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, এবং নির্দেশ দিলেন যে তাঁর মন্ত্রীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি রাজকুমারীর সঙ্গে যাবেন। এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করার পরে সবাই ভোজের আসরে যোগ দিতে চলে গেলেন।

৩

বাগিচাগুলির কেন্দ্রস্থলে, দুটি জলপ্রপাতের মাঝখানে, একটি ডিম্বাকৃতি ভোজের আসর তৈরি করা হয়েছিল। চওড়ায় সেটি ছিল তিনশ ফুট, চালটা ছিল তার আকাশরঙা। তার গায়ে বসানো ছিল সোনালি তারা। সেগুলি দেখলে মনে হবে সমস্ত তারামণ্ডল আর নক্ষত্রগুলিকে সেখানে বসানো রয়েছে—প্রতিটি তার নিজের নিজের স্থানে। একটি অদৃশ্য যন্ত্রের সাহায্যে স্বর্গীয় নক্ষত্রগুলি যেমন ঘোরে তেমনি একটি অদৃশ্য যন্ত্রের শক্তিতে সেই চাল আর চাঁদোয়াটিও ঘুরছিল। দামী চোঙার মধ্যে পোরা এক লক্ষ মশাল জ্বলছিল সেখানে। সেই আলোতে আলোকিত হয়েছিল ভোজঘরের ভিতর আর বাইরেটা। অনেকগুলি সিঁড়ি-লাগানো বিরাট একটা কুলুঙ্গি ছিল সেখানে। সেই কুলুঙ্গিতে ছিল কুড়ি হাজার কারুকার্য করা পাত্র আর সোনার ডিশ। এই কুলুঙ্গির উলটো দিকে অন্যান্য সিঁড়ির ওপরে বসেছিল গাইয়ে আর বাজিয়ের দল। তাদের সংখ্যা অনেক। আর দুটি বিরাট

ঘরকে বেশ ভালোভাবেই সাজানো হয়েছিল। একটাকে সাজানো হয়েছিল প্রতিটি ঋতুর বিশেষ-বিশেষ ফল দিয়ে; আর একটিকে মদ ঢালার স্ফটিক পাত্র দিয়ে। বিশ্বে যত রকমের মদ রয়েছে সেগুলি সেই সব পাত্রের মধ্যে চকচক করছিল।

একটা টেবিলকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। সেই টেবিলটির ওপরে দামী পাথর বসানো ছিল। দেখে মনে হবে সেগুলি নানা রকমের ফুল আর ফল। অতিথিরা এক একটা ভাগের চারপাশে বসলেন। সুন্দরী ফরমোসানতাকে বসানো হলো ভারতবর্ষের আর মিশরের রাজার মাঝখানে; অমায়িক প্রকৃতির আলদিয়া বসলেন সিদিয়ার রাজার পাশে। সেখানে যে-সব রাজা এবং রাজপুত্র উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সংখ্যা হবে ত্রিশের মত। ব্যাবিলনের সবচেয়ে সুন্দরী রমণীদের পাশে তাঁদের এক একজনকে বসতে দেওয়া হলো। স্বয়ং ব্যাবিলনের রাজা বসেছিলেন সকলের মাঝখানে, তাঁর কন্যার ঠিক বিপরীত দিকে। এখনও মেয়ের বিয়ে দিতে না পারার, আর তাঁকে তখনও দেখার আনন্দের মধ্যে তিনি কেমন যেন একটা নৈরাশ্য-জনিত অশান্তিতে ভুগছেন বলে মনে হলো। তাঁর পাশে টেবিলের ওপরে পাখীটিকে বসানোর জন্যে ফরমোসানতা রাজার অনুমতি চাইলেন। রাজা প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন তাঁর।

বাজনা বাজতে লাগলো, তার ফলে প্রতিটি রাজা তাঁর পার্শ্ববর্তিনীটির সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেলেন। উৎসবটি কেবল যে সকলকে খুশি করতে পেরেছিল তা নয়, পরিবেশের দিক থেকেও এটি ছিল উত্তম। রাজকুমারীর সামনে মাংসের কোর্মা পরিবেশন করা হলো। এই বস্তুটি খেতে রাজা বড় ভালোবাসতেন। সেইজন্যে কোর্মার ডিশটি রাজাকে দেওয়ার জন্যে রাজকুমারী বললেন। এই শুনে, পাখীটি তৎক্ষণাৎ সেটিকে চমৎকার ভাবে তুলে নিয়ে গেল রাজার সামনে। ভোজের আসরে এর চেয়ে অদ্ভুৎ দৃশ্য আর কেউ কোনোদিন দেখে নি। মেয়ের মত রাজাও পাখীটিকে আদর করলেন। তারপরে রাজকুমারীর কাছে ফিরে আসার জন্যে পাখীটি উড়ে পড়ল। ওড়ার সময় এমন একটি সুন্দর পুচ্ছ সে বিছিয়ে দিল, তার ছড়ানো পাখাগুলিতে এমন বিচিত্র রঙের আভা দেখা গেল, আর তার পালকগুলি এমন চোখ-ধাঁধানো রঙে চকমক করে উঠলো যে সকলেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। নির্বাক হয়ে বসে রইলো গাইয়ে-বাজিয়েদের দল; তাদের যন্ত্রগুলি সব বেসুরো হয়ে গেল। কেউ খেলেন না, কেউ কথা বললেন না; কেবল শোনা গেল অবাক বিস্ময়জনিত একটি গুনগুন শব্দ। বিশ্বে কোনো রাজার অস্তিত্ব রয়েছে কিনা সেকথা না ভেবেই, যতক্ষণ ধ'রে ভোজ চলছিল ততক্ষণই রাজকুমারী পাখীটিকে চুমু খেয়ে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে ভারতবর্ষ আর মিশর দুদেশের রাজারই বিরক্তি আর ক্রোধ দ্বিগুণ জ্বলে উঠলো; এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে

তাঁদের তিন-তিন ছ'লক্ষ সেনানীকে কাজ লাগানোর উদ্দেশ্যে ঝটিতি মনোস্থির ক'রে ফেললেন তাঁরা।

এদিকে সিদিয়ার রাজা সুন্দরী আলদিয়ার সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করতে লাগলেন। রাজকুমারী তাঁর দিকে যে নজর দিচ্ছেলেন না সেইজন্যে তাঁর ওপরে রাজার কোনো বিদ্বেষ ছিল না ; তবে তাঁর উদ্ধত আত্মাটি রাজকুমারীকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছিল। রাজকুমারীর প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে, উদাসীনতাই তিনি দেখিয়েছিলেন অনেক বেশী।

তিনি মন্তব্য করলেন ঃ রাজকুমারী যে দেখতে ভালো সেকথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু যাঁরা সবসময় নিজেদের সৌন্দর্য নিয়ে রাতদিন মসগুল হয়ে থাকে আমার ধারণা ইনি হচ্ছেন সেই রকম একটি মহিলা। এঁরাই মনে করেন, এঁরা যখন প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন তখন পুরুষেরা একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়। একটি কদাকার বিনয়ী সুশীলা নারীকে ওই প্রাণহীনা সুন্দরী মূর্তিটির চেয়ে আমি বেশী পছন্দ করি। ভদ্রে, ওঁর চেয়ে আপনার লাবণ্য কম নেই ; তবু, অপরিচিতদের সঙ্গে অন্তত দুটো আলাপ করার মত সৌজন্যবোধ আপনার আছে। একজন সিদিয়াবাসীর আন্তরিকতার সঙ্গে আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি যে আপনার ওই সম্পর্কিত বোনের চেয়ে আপনাকে আমি বেশী পছন্দ করি।'

ফরমোসানতার চরিত্র সম্বন্ধে তিনি অবশ্য ভুলই করেছিলেন। বাইরে থেকে দেখে যে রকম মনে হয় রাজকুমারী সেরকম হেয় ছিলেন না ; কিন্তু রাজার প্রশস্তি জনক বাক্যগুলি রাজকুমারী আলদিয়ার বেশ ভালোই লাগলো। এর পরে তাঁদের মধ্যে আলাপ আলোচনাটা বেশ জমে উঠলো। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে বেশ তৃপ্তি পেলেন তাঁরা ; এবং টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় নিজেদের সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত হলেন।

ভোজনের পরে, অতিথিরা কুঞ্জবনে বেড়াতে বেরোলেন। সিদিয়ার রাজা এবং আলদিয়ার একটা নিরিবিলি স্থান খুঁজে বার করতে অসুবিধে হলো না। আলদিয়ার মধ্যে কপটতা ব'লে কোনো বস্তু ছিল না ; রাজাকে তিনি এই কথাগুলি অকপটভাবে বললেন ঃ

'সম্পর্কে আমার ওই বোনটি আমার চেয়ে বেশী সুন্দরী বলে আমি ওকে ঘৃণা করছি নে। ওই যে ব্যাবিলনের সিংহাসনের উত্তরাধীকারিণী হবে তার জন্যেও ওর ওপরে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। লাবণ্যের চেয়ে আপনাকে আনন্দ দেওয়ার সম্মান অর্জন করাটা আমার কাছে বেশী মূল্যবান। আপনাকে বাদ দিয়ে ব্যাবিলনের সিংহাসন লাভ করার চেয়ে সিদিয়াসমেত আপনাকে আমি বেশী পছন্দ করি। কিন্তু ন্যায়ত-ধর্মত এই রাজমুকুট আমারই প্রাপ্য—অবশ্য পৃথিবীতে ন্যায় আর ধর্ম ব'লে যদি কিছু থাকে ; কারণ, আমি হচ্ছি নিমরডের বড় তরফের মেয়ে ; আর ফরমোসানতা

হচ্ছে ছোটো তরফের। ওর ঠাকুর্দা আমার ঠাকুর্দাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন; এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছিলেন তাঁকে।

সিদিয়ার রাজা বললেন: 'ব্যাবিলনের রাজবংশে তাহলে এই রক্তের খেলা চলছে। তোমার ঠাকুর্দার নাম কী ছিল?

আমারই মত তাঁকে লোকে আলদিয়া বলে ডাকতো। আমার বাবারও ওই একই নাম ছিল। আমার মায়ের সঙ্গে আমার বাবাকেও রাজ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তাঁদের মৃত্যুর পরে বেলাস দেখলেন আমাকে ভয় করার আর দরকার তার নেই। তাই তার ইচ্ছে হলো মেয়ের সঙ্গে আমাকে মানুষ করার। কিন্তু তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।'

সিদিয়ার রাজা বললেন: তোমার বাবার ওপরে, তোমার ঠাকুর্দার ওপরে আর তোমার অধিকারের ওপরে যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে তার প্রতিশোধ আমি নেব। তোমার বিয়ে দেওয়ার দায় আর দায়িত্ব আমার। পরশু দিন প্রভাতেই আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব; কারণ, আগামী কাল দিনের বেলায় ব্যাবিলনের রাজার সঙ্গে আমাদের ভোজ খেতে হবে। তারপরে, আমি ফিরে আসবই আসব, আর তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে তোমার অধিকারকে সমর্থন করব।'

সুন্দরী আলদিয়া বললেন: 'তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।' তারপরে, কিছু আন্তরিক কথাবার্তার পরে, পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তাঁরা।

সেই অনবদ্য ফরমোসানতা অনেকক্ষণ হলো তাঁর বিশ্রাম কক্ষে ফিরে গিয়েছেন। ইতিমধ্যে একটি রুপোর বাক্সের মধ্যে একটা ছোট কমলালেবুর গাছ আনার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর পাখীটি যাতে তার ডালের ওপরে বসতে পারে সেইজন্যে বাক্সশুদ্ধ গাছটিকে তিনি তাঁর বিছানার পাশে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। তার মশারি ফেলা হয়েছে; কিন্তু চোখে তাঁর ঘুম নেই। তিনি পুরোমাত্রায় জেগে রয়েছেন। সেই সুন্দর আগন্তুকটি তাঁর চোখের ওপরে ভাসছিলেন। তাঁর মনে হলো তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যুবকটি নিমরডের ধনু নিয়ে তীর ছুঁড়ছেন। সিংহের মাথাটা তিনি কাটছেন—মনে হলো তাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর লেখা ছোটো প্রেমের ছড়াটা রাজকুমারী বিড়বিড় করে আওড়ালেন। অবশেষে তিনি দেখলেন যুবকটি তাঁর শিঙওয়ালা কিংবদন্তীর ঘোড়ার পিঠে চড়ে জনতার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছেন। এই সব চিন্তা করে চোখের জলে, দীর্ঘশ্বাস আর আর্তনাদের মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। মাঝে-মাঝে তারই ফাঁকে-ফাঁকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলতে লাগলেন:

'আর কি তাকে আমি কোনোদিন দেখতে পাব না? আর কি সে ফিরে আসবে না?'

কমলালেবুর গাছের মাথা থেকে পাখীটি উত্তর দিলে—সে ফিরে আসবে, ভদ্রে।

একবার তোমাকে যে দেখেছে, তার কি তোমার কাছে আবার ফিরে আসার বাসনা হবে না ?'

'ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! হে ভগবান ! আমার পাখী যে দেখছি বিশুদ্ধ ক্যালডীয়ান ভাষায় কথা বলছে !'

এই কথাগুলি ব'লে তিনি মশারিটা তুলে দিলেন। তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন নিজের হাতটা। হাঁটু মুড়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি ঈশ্বর ? পৃথিবীতে নেমে এসেছ ? এই সুন্দর পালকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে তুমি কি সেই মহান ওরমুজ ? যদি তুমি তাই হও, তাহলে সেই সুন্দর যুবকটিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও।

পাখীটি বলল : আমি পাখী ছাড়া আর কিছু নই ; কিন্তু যে সময় সব জন্তু জানোয়াররা কথা বলতো সেই সময়ে আমি জন্মেছি। সেই সময় পাখী, সাপ, গাধা, ঘোড়া, আর গ্রিফিনরা মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে কথা বলতো। পাছে তোমার পরিচারিকার দল আমাকে যাদুকর ভেবে বসে এই জন্যে অন্যদের সামনে আমি কথা বলি না। তুমি ছাড়া অন্য কারও কাছেই নিজেকে আমি প্রকাশ করব না।'

ফরমোসানতারে মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। হতভম্ভ হয়ে গেলেন তিনি। বিস্ময়ের পর বিস্ময় এসে অভিভূত ক'রে ফেললো তাঁকে। পাখীকে অসংখ্য প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো তাঁর। অবশেষে তিনি তাকে তার বয়স কত জিজ্ঞাসা করলেন।

'সাতাশ হাজার ন'শ বছর ছ'মাস, ভদ্রে। আকাশে যেদিন ছোটো একটি আবর্তন শুরু হয়েছিল সেইদিনে আমি জন্মেছিলুম। তোমার দেশের পণ্ডিতেরা যাকে বিষুবরেখাগুলির পূর্বগমন বলেন সেইদিনে। এই কাজটি সম্পন্ন হ'তে আপনাদের পঞ্জিকামতে আঠাশ হাজার বছর সময় লাগে। এর চেয়েও অনেক বড় আবর্তন রয়েছে। সেই জন্যে আমার চেয়ে বেশী বয়সের প্রাণী এজগতেও আছে। নানান দেশ বেড়াতে-বেড়াতে এক সময় আমি ক্যালডীয়ান ভাষা শিখেছিলুম। সেও প্রায় বাইশ হাজার বছর আগে। চিরকালই এই ভাষাটার দিকে আমার ঝোঁক রয়েছে ; কিন্তু আমার ভাইয়েরা, অন্য প্রাণীরা, তোমাদের জলবায়ুতে এই ভাষায় কথা বলার অভ্যাসকে বর্জন করেছে।'

'এবং কেন বর্জন করেছে, স্বর্গের পাখী ?'

'হায়রে, সেকথা আর কী বলব ? আমাদের সঙ্গে আলাপ না ক'রে, আর আমাদের কাছ থেকে উপদেশ না নিয়ে আজকাল মানুষেরা আমাদের খেয়ে ফেলার অভ্যাস করেছে। অসভ্য কোথাকার ! তাদের দেহের মধ্যে যেসব যন্ত্র রয়েছে আমাদের দেহেও ঠিক সেই রকম যন্ত্রই রয়েছে ; তাদের যে অনুভূতি রয়েছে

আমাদেরও ঠিক সেই অনুভূতি রয়েছে ; তাদের যেসব অভাব আর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে আমাদেরও ঠিক সে রকম অভাব আর আকাঙ্ক্ষা রয়েছে ; তাদের যেমন আত্মা রয়েছে আমাদেরও ঠিক সেই রকম আত্মা রয়েছে। আমরা তাদের ভাই। একমাত্র দুষ্ট-প্রকৃতির মানুষ ছাড়া আর কারও যে আমাদের কেটেকুটে রান্না ক'রে খাওয়া উচিত নয় এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়াটা কি তাদের উচিত নয় ? তোমাদের সঙ্গে আমাদের ভাই-ভাই সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ট ছিল যে সর্বশক্তিমান, চিরায়ত ভগবান মানুষের সঙ্গে একটি চুক্তি করে আমাদের প্রকাশ্যে সেই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। আমাদের রক্ত দিয়ে তোমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করা নিষেধ ছিল তাঁর, নিষেধ ছিল আমরা যাতে তোমাদের রক্ত পান না করি সেবিষয়ে।

'তোমাদের প্রাচীন 'লকম্যান' ভাষায় জন্তু-জানোয়ারাদের নিয়ে যে সব গল্প-কাহিনী লেখা হয়েছিল পৃথিবীর নানান ভাষায় সেগুলির অনুবাদ হয়েছে। সেযুগে আমাদের সঙ্গে তোমাদের কী মধুর সম্পর্ক ছিল তার চিরন্তন নিদর্শন হচ্ছে সেইগুলি। সব গল্পগুলিই শুরু হয়েছিল এই কথাগুলি দিয়েঃ 'যে সময়ে পশুরা কথা বলতো'। কথাটা সত্যি যে তোমাদের মধ্যে এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা তাঁদের কুকুরদের সঙ্গে অবিরাম কথা বলে যান ; কিন্তু সেসব কথার কোনো উত্তর দেবে না বলে কুকুরা প্রতিজ্ঞা করেছে ; কারণ চাবুক মেরে শিকারে যেতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের ; এবং আমাদের প্রাচীন আর সাধারণ বন্ধু যারা—সেই হরিণ, শশক আর তিতির পাখীদের হত্যায় মানুষের সহযোগী হতে বাধ্য হয়েছে তারা।

'তোমার দেশে এখনও কিছু প্রাচীন কবিতা রয়েছে যেগুলিতে ঘোড়ারা কথা বলেছে। তোমাদের গাড়োয়ানও প্রতিদিনই ঘোড়াদের সঙ্গে কথা বলে ; কিন্তু এমনই তাদের অসভ্য ব্যবহার, আর এত কুৎসিৎ কথা তাদের মুখ থেকে বেরোয় যে ঘোড়ারা, মানুষের ওপরে আগে যাদের অত করুণা ছিল—সেই ঘোড়ারা আজকাল তাদের ঘৃণা, যথেষ্ট ঘৃণা করে।

'একেবারে নিখুঁৎ মানুষ বলতে যা বোঝায় তোমার সুন্দর যুবকটি হচ্ছে তাই। সে যে দেশে বাস করে একমাত্র সেই দেশেই তোমার জাত-ভাইরা এখনও আমাদের ভালোবাসে, আমাদের সঙ্গে কথা বলে ; আর বিশ্বের মধ্যে এইটিই হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে মানুষরা এখনও সৎ, এখনও ন্যায়পরায়ণ।'

এই শুনে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এবং আমার এই প্রিয় আগন্তুকটির দেশ কোথায় ? তার রাজ্যের নাম কী ? কারণ, তুমি যে বাদুড়জাতীয় প্রাণী একথা আমি যেমন বিশ্বাস করি নে তেমনি বিশ্বাস করি নে যে সে একজন মেষপালক।

'ভদ্রে, গাঙ্গেয় উপত্যকাবাসীরা যে দেশে থাকে সেইটিই হচ্ছে তার দেশ।

এখানকার অধিবাসীরা খুবই ধার্মিক ; তাদের পরাজিত করা অসম্ভব। গঙ্গানদীর পূর্বকূলে তারা বাস করে। আমার এই বন্ধুটির নাম আমাজন। সে রাজা নয় ; এবং রাজা হয়ে নিজেকে অপমানিত করতে সে রাজি হবে কি না তা আমি জানি নে। নিজের দেশের মানুষদের সে খুব ভালোবাসে। তাদের মত সে-ও একজন মেষপালক। তোমাদের দেশে মেষপালক বলতে যা বোঝায়, তারা যে সেই রকম মেষপালক ছিল একথা ভেব না কিন্তু। তোমাদের দেশের মেষপালকরা ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় ; তাদের ভেড়া-ছাগলের গায়ে যেটুকু পোশাক থাকে সেটুকুও তাদের নেই। তোমাদের দেশে যারা ভেড়া-ছাগল চরায় তারা দারিদ্র্যের চাপে গোঙায়। এর জন্যে মনিবদের কাছ থেকে তারা যে সামান্য পারিশ্রমিক পায় তার অর্ধেক কেড়ে নিয়ে যায় অন্য লোকে জোর জুলুম করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে সব মেষপালক বাস করে জন্ম থেকে তারা সবাই সমান। তাদের প্রত্যেকের গরু, ছাগল, মহিষ রয়েছে। আর তারাই হচ্ছে সেই সব সম্পদের মালিক, তাদের পশু-চারণ ক্ষেত্রগুলি সব সময় সবুজ ঘাসে ভরে রয়েছে। সেইখানে গরু, ছাগলগুলি চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। তাদের কেউ কোনোদিন জবাই করে না। প্রতিবেশী জন্তু-জানোয়ারদের হত্যা ক'রে তাদের মাংস খাওয়াটা গঙ্গানদীর আশপাশের বাসিন্দাদের কাছে একটা জঘন্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। তাদের লোমগুলি উৎকৃষ্ট ধরনের সিল্কের চেয়েও ভালো মানের আর বেশী চকচকে। প্রাচ্য দেশে যে সব ব্যবসা-বাণিজ্য চলে এই পশমই হচ্ছে সেই ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। তাছাড়া, মানুষ যা কিছু পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সেই সব জিনিসই এই গাঙ্গেয় ভূমিতে উৎপন্ন হয়। যে সব বড়-বড় হীরের টুকরোগুলি তোমাকে উপহার দিয়ে আমাজন নিজেকে গৌরবান্বিত করেছে সেগুলি এসেছে তার নিজস্ব খনি থেকে। কিংবদন্তীর যে ঘোড়ার ওপরে চড়ে আসতে তাকে তুমি দেখেছিলে সেই রকম ঘোড়ার পিঠে চড়েই সেখানকার মানুষেরা সাধরণত ঘুরে বেড়ায়। এই জাতীয় ঘোড়াগুলিই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সেরা প্রাণী, রূপে, গুণে ভব্যতায় পৃথিবীর অলংকারের মত ; কিন্তু সেই সঙ্গে এত দুর্দান্ত যে ওর সমকক্ষ ভয়ংকর জীব আর একটিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওই অঞ্চলের একশ জন মানুষ আর একশটা ঘোড়া অসংখ্য শত্রু বাহিনীকে হাটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। প্রায় দু'শ বছর আগে, ভারতীয় একটি রাজার মাথায় ওদের জয় করার একটা ভূত চেপেছিল। দশ হাজার হাতি আর দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ওদের রাজ্য তিনি আক্রমণ করেছিলেন। তোমার টেবিলের ওপরে সোনার ব্রোচের মধ্যে পুঁতিগুলি যেমন ভাবে গাঁথা রয়েছে তাদের সেই শিঙ্গাল ঘোড়াগুলি হাতিগুলোকে ঠিক তেমনি ভাবে চিরে ফেলেছিল। প্রাচ্য দেশের মানুষেরা যেমনভাবে ধানগাছ কাটে, সেইভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসীরা তাদের তরোয়ালের আঘাতে শত্রুদের পাটে পাট শুইয়ে দিলে। বন্দী

হলেন রাজা, সেই সঙ্গে বন্দী হলো রাজার সৈন্য। তাদের সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী, গঙ্গার পবিত্র বারিতে রাজাকে স্নান করানো হলো। তারপরে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি যাতে হয় সেই রকম খাদ্য দেওয়া হলো তাঁকে। সেই খাবার ছিল শাকসব্জী; অন্য কোনো খাবার তাকে দেওয়া হয় নি। প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর দেহকে পুষ্ট করার জন্যে প্রকৃতি সে দেশে অকৃপণ ভাবে নানান জাতের শাকসব্জী, গাছপালা ছড়িয়ে রেখেছেন। যে সব মানুষ খাদ্য হিসাবে মাংস গ্রহণ করে, এবং যারা সদ্য জাতীয় তীব্র পানীয় ব্যবহার করে তাদের রক্ত সব সময় টগবগ ক'রে ফোটে। তার ফলে, তাদের মাথায় হাজার রকমের পরিকল্পনা গিজগিজ করতে থাকে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তারা চায় তাদের ভাইদের রক্তপাত করতে, এবং শস্যশ্যামল উর্বর জনপদকে ধ্বংস করে তারা চায় শ্মশানের ওপরে রাজত্ব করতে। ভারতীয় রাজার মাথায় যে স্ক্রুগুলি আলগা হয়ে গিয়েছিল সেগুলিকে ঠিক করতে লেগেছিল পুরো ছটি মাস। তাদের চিকিৎসকেরা যখন দেখলেন রাজার নাড়ির গতি মোটামুটি ভাবে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তখনই গাঙ্গেয় উপত্যকার মহামন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে সে বিষয়ে তাঁরা জানালেন। কিংবদন্তীর ঘোড়াদের উপদেশ দিয়ে আর মন্ত্রণা পরিষদ মানবিক হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়ে ভারতীয় রাজা, তাঁর মূর্খ পরিষদ আর পুরুষত্ববিহীন যোদ্ধাদের তাঁর দেশে ফিরিয়ে দিলেন। এই শিক্ষা পাওয়ার পরে তারা বিজ্ঞ হয়েছিল। সেই সময় থেকে, ভারতবাসীরা নিজেদের অজ্ঞতার পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হলো; যে ক্যালডীয়ান দার্শনিকদের সমকক্ষ তারা হ'তে পারে নি তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করার আগ্রহ তাদের জন্মালো, তাঁদের শ্রদ্ধা করতে শিখলো তারা।'

এই শুনে রাজকুমারী তাকে বললেন: প্রিয় বিহঙ্গ, আচ্ছা বলত গাঙ্গেয় উপত্যকার বাসিন্দারা কোন ধর্মের মানুষ? ধর্ম বলতে তাদের কি কিছু আছে?

পাখীটি বলল: 'ভদ্রে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আমরা প্রতিটি পূর্ণিমায় মিলিত হই। প্রার্থনা করার সময় একাগ্রতায় যাতে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত না হয় সেইজন্যে চিরহরিৎ সীডার কাঠের তৈরি বিরাট একটি মন্দিরের মধ্যে পুরুষরা যায়, আর একটি মন্দিরের মধ্যে প্রার্থনা করে মহিলারা। বিহঙ্গেরা সমবেত হয় একটি কুঞ্জবনে। চতুষ্পদেরা মিলিত হয় একটি সুন্দর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত বন-ভূমিতে। ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দিয়েছেন সেই সব কিছুর জন্যে ঈশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ ক'রে আমাদের মধ্যে কিছু টিয়াপাখি রয়েছে। নীতি কথা তারা খুব সুন্দরভাবেই প্রচার করে।

'আমার প্রিয় আমাজনের দেশের পরিচয় হচ্ছে এই। সেখানেই আমি বাস করি। যে প্রেম দিয়ে তিনি তোমাকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন তাঁর প্রতি আমার বন্ধুত্বও সেই রকমই গভীর। আমার ওপরে তোমার যদি আস্থা থাকে তাহলে আমরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যাব; এবং তাঁর দেশে গিয়ে তাঁকে তুমি দেখতে পাবে।'

রাজকুমারী হেসে বললেন : প্রিয় বিহঙ্গ, তোমার পেশাটি বড় চমৎকার।

আমাজনের দেশে যাওয়ার জন্যে মনে-মনে তিনি ছটপট করতে লাগলেন ; কিন্তু সেকথা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে সাহস পেলেন না তিনি।

পাখীটি বলল : আমি আমার বন্ধুর সেবক। এখন তোমাকে ভালোবেসে আমি আনন্দ পেয়েছি। তোমার এই গুপ্ত প্রেমের অভিসারে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হব।

তার কথা শুনে, রাজকুমারী একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। মনো হলো, এজগতে আর তিনি নেই। সেদিন তিনি যা ইতিপূর্বে'ই দেখেছিলেন, সেই মুহূর্তে তিনি যা দেখলেন, বিশেষ ক'রে, হৃদয়ের মধ্যে তিনি যা অনুভব করলেন সব কিছু মিলে তাঁর মনে এত উল্লাস জাগিয়ে তুললো যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দেববালীদের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে স্বর্গীয় মহিমা আর সুখে নিমজ্জিত থেকে নবম স্বর্গে মানুষ যে রকম আনন্দ পায় রাজকুমারীর আনন্দ তার চেয়েও অনেক বেশী।

৪

আমাজনের কথা আলোচনা করেই সারাটা রাত তিনি কাটিয়ে দিলেন। তাঁকে তিনি তাঁর মেষপালক ছাড়া অন্য কোনো নামে ডাকলেন না ; আর এই সময় থেকেই কিছু কিছু দেশে 'মেষপালক' এবং 'প্রমিক' এই দুটি শব্দ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

আমাজনের আর কোনো প্রেয়সী রয়েছে কিনা সেকথা মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। তার উত্তরে পাখীটি বলল—'না' এই শুনে তিনি স্বর্গসুখ অনুভব করলেন ! কখনওবা আমাজনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা তিনি শুনতে চাইলেন। ভালো কাজ এবং ললিত কলার চর্চা করে, প্রকৃতির রহস্য ভেদ ক'রে, আর সেই সঙ্গে নিজের মানসিক উন্নতিবিধান ক'রে তিনি দিন কাটান এই কথা শুনে রাজকুমারী বেশ আনন্দ পেলেন। কখনও বা তিনি জানতে চাইলেন পাখীটির আত্মার মত সুন্দর আত্মা তাঁর প্রেমিকের রয়েছে কিনা ; তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর প্রেমিকের বয়স আঠার অথবা উনিশ হওয়া সত্বেও তার বয়স কুড়ি হাজার হলো কেমন ক'রে ? এইরকম অসংখ্য প্রশ্ন করলেন তিনি ; এবং তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর পাখীটি এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে দিলে যে তাঁর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। অবশেষে ঘুমে তাঁর চোখের পাতা দুটি জুড়ে এলো, এবং দেবতারা তাঁকে এমন সুন্দর মিষ্টি স্বপ্নের প্রলয় উচ্ছ্বাসের মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন যা মাঝে-মাঝে বাস্তবকেও অতিক্রম করে যায়, এবং ক্যালডীয়ানদের দর্শন যার ব্যাখ্যায় অপারক।

অনেক দেরী করেই ঘুম ভাঙলো রাজকুমারীর। তাঁর পিতা মহারাজ যখন

তাঁর শোয়ার ঘরে এসে ঢ্ুকলেন তখন বেশ বেলা হয়েছে। সসম্ভ্রম বিনয়ের সঙ্গে পাখীটি তাঁকে স্বাগত জানালো ; তাঁর কাছে এগিয়ে গেল, ডানাগ্ুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘাড়টাকে বার করে দিলে ; তার পরে, তার কমলালেব্ুর গাছটির ডালে গিয়ে সে বসলো। রাজা বসলেন রাজক্ুমারীর বিছানার ওপরে। রাজক্ুমারীর স্বপ্নগ্ুলি তাঁর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে ত্ুলেছিল। রাজা দীর্ঘ শ্বশ্র্ুর একটি প্রান্ত স্পর্শ করল রাজক্ুমারীর স্ুন্দর ম্ুখটিকে। কন্যাকে দ্ু'বার আলিঙ্গন ক'রে রাজা তাঁকে এই কথাগ্ুলি বললেন ঃ

'বৎস, আমার পছন্দমত কাউকে গতকাল স্বামী হিসাবে নির্বাচিত করতে ত্ুমি পার নি। তাহলেও, তোমাকে বিয়ে করতে হবে। আমার সাম্রাজ্যের জন্যে তোমার বিয়ে করা দরকার। দৈববাণীর উপদেশ আমি নিয়েছি। ত্ুমি জানো দৈববাণী কোনো দিন ভ্ুল করে না : আর সেই দৈববাণীই আমার সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। সেই দৈববাণীর নির্দেশ হচ্ছে তোমাকে প্ৃথিবী পরিক্রমা করতে হবে। সেইজন্যে যাত্রা শ্ুর্ু করতে হবে তোমাকে। তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

রাজক্ুমারী বলেন ঃ 'হাঁ, নিশ্চয়—গাঙ্গেয় উপত্যকায়'। কথাগ্ুলি তাঁর ম্ুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়েছিল। কথাটি ব'লে তিনি যে অবিবেচনার কাজ করেছিলেন তা তিনি বেশ ব্ুঝতে পারলেন। ভ্ুগোলের জ্ঞান রাজার একেবারে ছিল না। উপত্যকা বলতে তিনি কী বোঝাতে চাইছেন রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। অতি সহজেই রাজক্ুমারী সেই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেলেন। রাজা বললেন তীর্থযাত্রা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় তাঁর নেই, যে তাঁর সঙ্গে যাঁরা যাবেন তাঁদের তিনি ঠিক ক'রে ফেলেছেন—তাঁরা হচ্ছেন মন্ত্রীপরিষদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি, তাঁর অশ্ববাহিনীর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, তাঁর একজন সহচারী, একজন চিকীৎসক তাঁর সহকারী একজন, তাঁর পাখী এবং সেই সঙ্গে তাঁর আহারের ব্যবস্থা করার জন্যে প্রয়োজনীয় লোক আর জিনিসপত্র।

তখনও পর্যন্ত রাজক্ুমারী তাঁর পিতার রাজপ্রাসাদের বাইরে কোথাও যান নি। তিনজন রাজা আর আমাজন সেখানে যাওয়ার আগে তাঁর পদমর্যাদার উপয্ুক্ত এবং রাজসিক আমোদ প্রমোদের বাইরে তিনি বড়ই নীরস জীবনযাপন করছিলেন। তীর্থযাত্রায় যাবেন এই শ্ুনে তিনি আনন্দে খ্ুবই ম্ুগ্ধ হয়ে গেলেন।

নিজের হৃদয়ের কানে ফিশফিশ করতে-করতে তিনি বললেন ; কে জানে, দেবতারাও হয়ত সেই একই মন্দিরে যাওয়ার জন্যে আমাজনকে উৎসাহিত করবেন ; এবং সেই তীর্থযাত্রীকে আবার দেখার আমার স্ুযোগ হবে।

কন্যার ভালোবাসা নিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে ধন্যবাদ জানালেন ; তিনি তাঁর পিতাকে বললেন ঃ যে সাধ্ুকে দেখার জন্য আমাকে যেতে হবে তাঁর প্রতি সব সময় আমি মনে-মনে একটি ভক্তি প্ুষে রেখেছি।

অতিথিদের বেলাস একটি চমৎকার ভোজে আপ্যায়িত করলেন। অতিথিদের মধ্যে সবাই ছিলেন পুরুষ। সেই দলটির মধ্যে নানান মতের আর চরিত্রের মানুষরা ছিলেন—রাজা ছিলেন, রাজকুমার ছিলেন, মন্ত্রীরা ছিলেন আর ছিলেন পুরোহিতদের দল। সবাই হিংসা করতেন সবাইকে। সকলেই কথা বলছিলেন দাঁত টিপে-টিপে গুরুত্ব বুঝে; প্রতিবেশীদের জন্য তাঁরা যেমন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তেমনি ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন নিজেদের নিয়ে। মদ তাঁরা যে পেট ভরে খেয়েছিলেন সেকথা সত্যি; কিন্তু তবু ভোজের আসরে নেমে এসেছিল একটা বিষণ্ণতা। রাজকুমারীরা নিজেদের কক্ষের মধ্যে বসেছিলেন; বসে-বসে তাঁরা নিজের নিজের যাত্রার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের কামরার ছোটো-ছোটো ঢাকনির ভেতরেই তাঁরা নিজেদের আহারের পর্ব শেষ করলেন। তারপরে, ফরমোসানতো তাঁর প্রিয় পাখীটিকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেরোলেন। পাখীটি তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তাঁর অপরূপ লেজ আর স্বর্গীয় পালক মেলে একগাছ থেকে আর একগাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

মিশরের রাজার দেহটা মদে ইতিমধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছিল। বলা যায় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর ভৃত্যকে একটা ধনুক আর একটা তীর আনতে নির্দেশ দিলেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর রাজ্যে তাঁর জোড়া দক্ষ তীরন্দাজ আর কেউ ছিলেন না। তীর নিয়ে কোনো দিকে একবার লক্ষ্য স্থির করলে সব চেয়ে নিরাপদ জায়গার ওপরেও তিনি তাঁর তীরের ফলাটা বিঁধতে পারতেন। কিন্তু মনে হলো সুন্দর পাখীটি সেই তীরের মুখে তার বুকটা পেতে দেওয়ার জন্যে তীরের মত দ্রুতবেগে উড়ে গেল। তারপরে, রাজকুমারীর বাহুদুটির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গেল। মিশরীয়টি এই দেখে বোকার মত হো-হো ক'রে হেসে নিজের জায়গায় বসার জন্যে ফিরে গেলেন। আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করলেন রাজকুমারী, চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন সব, নিজের চুল ছিঁড়লেন, চাপড়াতে লাগলেন বুক। নিচু স্বরে সেই মরনোন্মুখ পাখীটি তাঁকে বলল ঃ

'আমাকে পুড়িয়ে ফেলো। অ্যারেবিয়া ফেলিক্সে আমার ছাই নিয়ে যেতে ভুলো না। জায়গাটা হচ্ছে এডেন বা ইডেনের প্রাচীন শহরের পূর্ব দিকে। লবঙ্গ আর দারুচিনির ছোটো একটা স্তূপের ওপরে রেখে ছাইগুলিকে রোদে শুকোতে দিয়ো।

এই কথাগুলি ব'লে সে মারা গেল। অনেকক্ষণ ধরে রাজকুমারী অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন; তারপরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিরে আসার পরে আবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন; সেই সঙ্গে গোঙাতে লাগলেন তিনি। তাঁর পিতাও কন্যার দুঃখে সহানুভূতি জানালেন। মিশরের রাজাকে অভিশম্পাৎ দিলেন। কিন্তু এটা বুঝতে তাঁর দেরি হল না যে এই দুর্ঘটনা ভবিষ্যৎ কোনো

মারাত্মক বিপদের পূর্বাভাষ ছাড়া আর কিছু নয়। দৈববাণীর পরামর্শ নিতে তাড়াতাড়ি তিনি মন্দিরে চলে গেলেন।

দৈববাণী শোনা গেল ঃ 'সব কিছু মিশিয়ে ; জীবন আর মৃত্যু, নাস্তিকতা আর অখণ্ড বিশ্বাস, লাভ আর ক্ষতি, দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য।

এই বাণীর অর্থ কী তা কেউ বুঝতে পারলেন না ; না রাজা, না তাঁর মন্ত্রীরা ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ভেবে তিনি সন্তুষ্ট হলেন যে দৈববাণীর শরণাপন্ন হয়ে রাজকর্তব্য তিনি পালন করেছেন।

দৈববাণী শোনার জন্যে রাজা যখন অপেক্ষা করছিলেন সেই সময়ে রাজকুমারীর চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল ঝরছিল। পাখীর নির্দেশমত তার দেহটিকে দাহ করার জন্যে সমস্ত খরচা তিনি দিলেন ; এবং নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার ছাই অ্যারেবীয়াতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন তিনি। অদাহ্য পদার্থ শণগাছ দিয়ে তার মরদেহটিকে দাহ করা হলো ; সেই সঙ্গে যে কমলালেবুর গাছে সে বসে থাকত পোড়ানো হলো সেই গাছটিকেও। একটা সোনার কৌটোর ভেতরে সেই ছাইগুলিকে তিনি পুরলেন ; মরা সিংহের মুখ থেকে পদ্মরাগ মণি আর হীরেগুলিকে খুলে নিয়ে তাদের বসালেন সেই কৌটোতে। হায়রে ! এই দুঃখের কাজগুলি করার পরিবর্তে সেই ঘৃণিত মিশরের রাজাটিকে তিনি যদি জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে পারতেন ! সেইটিই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। তাঁকে হত্যা করতে না পেরে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে অন্য কয়েকটি কাজ করলেন তিনি। মিশরের রাজা তাঁকে যে সব উপহার দিয়েছিলেন সেইগুলির ওপরে একহাত নিলেন তিনি ; দুটি কুমীরকে বধ করলেন ; বধ করলেন রাজার দুটি জলহস্তীকে, দুটি জেব্রা আর দুটি ইঁদুরকে ; এবং দুটি ম্যমীকে ইউফ্রেতিস নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মিশরের রাজার এপিস ষাঁড়টি যদি তাঁর নাগালের মধ্যে থাকত তাহলে তাকেও তিনি রেহাই দিতেন না।

এই প্রকাশ্য অপমাননায় মিশরের রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তিন লক্ষ সেনানীকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর মিত্রপক্ষ প্রস্থান করেছে দেখে ভারতীয় রাজাটিও উঠে গেলেন ; যাওয়ার সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন যে সেইদিনই তিনি তাঁর তিন লক্ষ সেনানী নিয়ে ফিরে আসবেন ; ফিরে এসে যোগ দেবেন মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে ; আর সিদিয়ার রাজা রাত্রির অন্ধকারে রাজকুমারী আলদিয়াকে নিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে গেলেন ; যাওয়ার সময় এই প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে আলদিয়ার জন্যে তিন লক্ষ সিদিয়ার সেনানী নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে ফিরে আসবেন, এবং রাজকুমারী বড় তরফের বংশে জন্মগ্রহণ করার জন্যে ন্যায়সঙ্গত কারণে ব্যাবিলনের যে সিংহাসনটি তাঁর পাওয়ার কথা সেই সিংহাসনটি তিনি তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

আর রাজকুমারী ফরমোসানতা কী করলেন ? অনুচরবর্গ আর লটবহর, নিয়ে ভোর তিনটের সময় তিনি যাত্রা করলেন তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে। অ্যারেবিয়াতে যেতে, এবং পাখীটির শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবেন এই ভেবে মনে-মনে খুব গর্ব অনুভব করলেন তিনি। যাঁকে না পেলে তাঁর জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা দুরূহ হবে তাঁর সেই প্রিয় আমাজনকে দেবতারা তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবেন এই রকম একটা উগ্র বাসনাও তাঁর মনের মধ্যে তখন বেশ তোলপাড় ক'রে উঠেছিল।

ঘুম ভাঙার পরে ব্যাবিলনের রাজা দেখলেন সবাই চলে গিয়েছেন। এই দেখে বেশ বিষন্নভাবেই তিনি মন্তব্য করলেন : 'হায়রে, বিরাট-বিরাট উৎসবগুলি কত সহজেই না শেষ হয়ে যায় ? সব গোলমাল, হইচই আর কর্মব্যস্ততা মিটে যাওয়ার পরে কী বিস্ময়কর শূন্যতাই না নেমে আসে মানুষের মনে !' কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে রাজকুমারী আলদিয়াকে সিদিয়ার রাজা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন তখনই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। রাজা হিসাবে সে রাগ করাটা যে তাঁর উচিত ছিল সে-বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। সমস্ত মন্ত্রীদের মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন তিনি। মন্ত্রণাকক্ষে আসার জন্যে মন্ত্রীরা যখন প্রসাধন করছিলেন সেই সময় রাজা দৈববাণীর শরণাপন্ন হ'তে ভুললেন না ; কিন্তু সারা বিশ্বে আজপর্যন্ত যে কথাগুলি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে সেই কথাগুলি ছাড়া অন্য কিছুই তিনি শুনতে পেলেন না : 'আত্মীয়স্বজনেরা যখন তাদের মেয়েদের বিবাহ দেয় না তখন তারা নিজেরাই বিয়ে ক'রে।'

সিদিয়ার রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে তখনই তাঁর তিন লক্ষ সেনানীকে নির্দেশ দেওয়া হলো। এইভাবে সবচেয়ে মারাত্মক একটি যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো ; বিশ্বের সুন্দরতম একটি উৎসবের আনন্দ থেকেই এই যুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল সেইদিন। তিন লক্ষ সেনানীর চারটি বাহিনী সেদিন এশিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করেছিল। কয়েক শতাব্দী পরে, সংঘটিত ট্রয়ের যে যুদ্ধটি বিশ্বকে বিস্মিত আর চমৎকৃত করেছিল এই যুদ্ধের তুলনায় সেটি ছিল নেহাতি-ই তুচ্ছ ; কিন্তু সেই সংগে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই দুটি যুদ্ধের মধ্যে বিশেষ একটি পার্থক্য ছিল। ট্রয়ের যুদ্ধের কারণ ছিল একটি অতিরিক্ত কামুক প্রকৃতির বৃদ্ধা মহিলা। বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে দু'বার তিনি চেষ্টা করেছিলেন ; আর এই ক্ষেত্রে কারণ ছিল তিনটি : দুটি যুবতী আর একটি পাখী।

কাশ্মীর থেকে যে সুন্দর রাজপথটি সোজা ব্যাবিলনে গিয়ে পৌঁচেছিল ভারতীয় রাজা সেই পথ ধরে কাশ্মীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর সেনাবাহিনীর সংগে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে। যে সুন্দর রাজপথটি ব্যাবিলন থেকে সোজা ইম্যায়ুস পাহাড় পর্যন্ত গিয়েছিল আলদিয়াকে নিয়ে সিদিয়ার রাজা সেই পথ ধরে পালিয়ে গেলেন। অপদার্থ সরকারের হাতে প'ড়ে কালক্রমে সেই সুন্দর রাজপথগুলির এখন আর

কোনো চিহ্ন নেই ! ক্ষুদে ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধ'রে মিশরের রাজা তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আজব হিব্রুরা সেই ক্ষুদে সাগরটিকে এখনও পর্যন্ত মহাসাগর বলে চিহ্নিত করে আসছে।

ইতিমধ্যে সুন্দরী লাবণ্যময়ী রাজকুমারী ফরমোসানতা বাসোরার পথ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এই পথের দু'পাশে রোপণ করা ছিল বিরাট-বিরাট তালগাছের সারি। সেই তালগাছগুলি ছায়া পথটিকে সব সময় স্নিগ্ধ ক'রে রেখেছিল, ভরিয়ে রেখেছিল সব ঋতুতে পাকা আর ডাঁশা ফলের সমারোহে। যে মন্দিরে গিয়ে তাঁর তীর্থযাত্রা শেষ করার কথা সেটি ছিল বাসোরাতেই। যে সাধুর নামে সেই মন্দিরটিকে উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁর ঢঙ আর আদবকায়দা ছিল দেবতা ল্যাম্পসাকাশের মত। এই দেবতাটিকে পরবর্তীকালে সেদেশের মানুষেরা পুজো করত। তিনি যে যুবতীদের জন্যে কেবল স্বামীই যোগাড় করে দিতেন তা নয়, নিজেও প্রায়শ সেই স্বামীর স্থান গ্রহণ করতেন। সারা এশিয়ার মধ্যে এই সাধুটিকে সব চেয়ে পবিত্র ব'লে সবাই স্বীকার করত।

বাসোরার এই সাধুটির সঙ্গে দেখা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে রাজকুমারীর ছিল না। তিনি শুধু মনে-মনে ডাকছিলেন তাঁর প্রিয় গাঙ্গেয় উপত্যকার মেষপালকটিকে, তাঁর সেই সুন্দর মনোমুগ্ধকর আমাজনকে। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাসোরায় তিনি জাহাজে চাপবেন ; এবং তাঁর মৃত বিহঙ্গটি তাঁকে যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিল সেই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্যে তিনি এগিয়ে যাবেন অ্যারেবীয়া ফেলিক্সের পথে।

যাত্রার তৃতীয় স্তরে, তিনি একটি সুন্দর সরাইখনায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনুচরেরা ইতিমধ্যেই তাঁর জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল। ঠিক এমনি সময়ে তিনি খবর পেলেন যে মিশরের রাজাও সেখানে এসে পেঁাচেছেন। রাজকুমারী কোন্ পথ দিয়ে যাবেন সে-সংবাদ রাজার দূতেরা তাঁকে দিয়েছিলেন। সেই সংবাদ পেয়েই রাজা অনেক রক্ষী নিয়ে তাঁর পথ পরিবর্তন করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সরাই খানার সমস্ত দরজার মুখে তিনি তাঁর সেপাইশান্ত্রীদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপরে, সুন্দরী রাজকুমারীর বিশ্রামকক্ষে হাজির হয়ে তাঁকে এই কথাগুলি বললেন ঃ

'ভদ্রে, আপনাকেই আমি অন্বেষণ করছিলাম। ব্যাবিলনে থাকার সময় আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলেন তা হলো অতীব গর্হিত। চঞ্চলচিত্ত উন্নাসিকা রমণীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তা অবধান করুন ঃ 'আজ রাত্রিতে অনুগ্রহ ক'রে আপনি আমার সঙ্গে ভোজন করবেন। আমার শয্যা ছাড়া অন্য কোনো শয্যায় আপনি শয়ন করবেন না ; এবং আমার যে রকম মর্জি হবে সেই রকমই ব্যবহার আপনার সঙ্গে আমি করব'।

রাজকুমারী ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে গায়ের জোরে রাজার সংগে তিনি এ'টে উঠতে পারবেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজের অবস্থার সংগে কীভাবে সমঝে চলতে হয় এটা জানাই হচ্ছে সুবুদ্ধির পরিচয়। একটি নিরপরাধ কৌশল ক'রে মিশরের রাজার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন। তাঁর চোখ দুটির কোণাগুলি দিয়ে রাজার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন; অনেক যুগ পরে এই দৃষ্টিভংগীটিই পরে প্রেমকটাক্ষ ব'লে অভিহিত হয়েছে। এই শুনে রাজাকে তিনি বেশ বিনীতভাবে সুন্দর করে, মিষ্টি করে এই কথাগুলি বললেন। তাঁর কথার মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটে উঠলো যাতে মনে হবে রাজার কথা শুনে তিনি বেশ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই সংগে তাঁর কথার মধ্যে ঝরে পড়ল হাজার রকম চোখের আর ঠোঁটের ভ্রূভংগী;—এমনই সেগুলির মাদকতা যে অতিবড় বিজ্ঞও তাতে মূর্খ ব'লে প্রতিপন্ন হতো, অতি বড় বিচক্ষণ মানুষেরও বোকা ব'নে যেতে বিলম্ব হতো না।

'মহারাজ, আমার সম্রাট পিতার রাজ্যে পদধূলি দিয়ে আপনি যখন তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন সেই সময় আমি যে সর্বদা মাটির দিকে চোখ নিচু ক'রে থাকতাম সেকথা আমি স্বীকার করছি। তখন আমার সাতা সাত্যই কেমন যেন একটা ভয় করত; আমার অকপট ব্যবহারটিকে অনেকেই হয়ত পছন্দ করত না। আমার ভালোবাসা লাভ করার যোগ্যতম পুরুষ আপনিই ছিলেন; তবু পাছে আমার পিতা এবং আপনার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন যে আমি আপনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছি এই জন্যেই আমি বেশী ভয় পেয়েছিলাম। এখন আমার মনের ভাবটা আপনার কাছে আমি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারি। আপনার ষণ্ডদেবতা এপিসের নামে শপথ নিয়ে আমি বলছি যে আপনার প্রস্তাবগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনাকে বাদ দিয়ে এই বিশ্বের আমিই দ্বিতীয় ব্যক্তি যে আপনার ষণ্ডদেবতাকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে। আমার পিতার সাম্রাজ্যে ইতিপূর্বেই আমি আপনার সংগে ভোজ খেয়েছি; এবং আজকে এখানে আপনার সংগে আমি খাব; আর সেটা কেবল আপনার সংগেই—দলের অন্য কারও সংগে ব'সে নয়। আমার একটিমাত্র অনুরোধ এই যে আপনার ঘ্রাণবিভাগের মন্ত্রীমহোদয় যেন আমাদের সুরা পান করেন। ব্যাবিলনে তাঁকে আমার বেশ সম্মানীয় অতিথি বলেই মনে হয়েছিল। আমার কাছে অতি উৎকৃষ্ট জাতের কিছু সুরা আছে। আপনাদের দুজনকেই সেই সুরার কিছুটা আস্বাদন আমি করাবো। আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আমার কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী; কিন্তু সৎবংশে লালিতা কোনো যুবতীর পক্ষে ও ধরনের চিন্তা করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি এই সংবাদ পেয়ে খুশি হোন যে আপনাকে আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে মনে করি, এবং আমার বিশ্বাস বিশ্বের মধ্যে অমায়িকতার দিক থেকে আপনার কোনো তুলনা নেই।'

এই কথাগুলি শুনে মিশরের রাজার মাথাটা একেবারে ঘুরে গেল। ভোজের ত্রাণমন্ত্রীকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন তিনি।

রাজকুমারী বললেন : আমার আর একটি আর্জি রয়েছে। আমাকে যিনি ওষুধপত্র তৈরি করে দেন তাঁর সঙ্গে আমাকে কিছু আলোচনা করতে দিতে হবে। মহিলাদের সব সময় ছোটোখাটো একটু আধটু অসুখবিসুখ লেগেই থাকে ; যেমন ধরুন, মাথার টিপটিপনি, বুকের ধড়পড়ানি, পেটের বেদনা,—এই জাতীয় সব ব্যাধি আরকি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি নিরাময়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এক কথায়, এই বিশেষ মুহূর্তে সেই রকম একজন আমার দরকার। আশাকরি, প্রেমের জন্যে আমার এই সামান্য প্রার্থনাটুকু আপনি মঞ্জুর করবেন।

মিশরের রাজা বললেন : ভদ্রে, যদিও চিকিৎসকের অভিসন্ধি আমার অভিসন্ধির ঠিক বিপরীত, এবং তার কলানৈপুণ্যের সঙ্গে আমার কলানৈপুণ্যের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই তবু জীবন বলতে কী বোঝায় তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি ; সেইজন্যে আপনার এই ন্যায্য দাবিটিকে আমি অস্বীকার করতে পারছি নে। নৈশভোজের প্রস্তুতি চলার কালে আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যে চিকিৎসককে আমি নির্দেশ দিচ্ছি। আমার ধারণা, পথশ্রমে আপনি নিশ্চয় কিছুটা ক্লান্ত হয়েছেন ; সেইজন্যে পরিচারিকার সাহায্যও আপনার প্রয়োজন। পরে আপনার নির্দেশ এবং সুযোগমত আপনার সঙ্গে আমি দেখা করব।

রাজা বিদায় নিলেন ; তারপরে তাঁর কক্ষে এসে ঢুকলো সেই কম্পাউন্ডার আর তাঁর পরিচারিকা ইরুলা। পরিচারিকাটির ওপর অগাধ আস্থা ছিল রাজকুমারীর। নৈশভোজনের জন্য ছ'বোতল 'চিরার' মদ আনতে তিনি তাকে বললেন ; এবং যে সব সেপাইরা তাঁর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বন্দী করে রেখেছে তাদের সেই মদ খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন তাকে। মদ খেয়ে যাতে সবাই চব্বিশ ঘণ্টা বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সেইজন্যে সব বোতলগুলির মধ্যে একরকম ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ তিনি তাঁর কম্পাউন্ডারকে দিলেন। এই রকম ওষুধ কম্পাউন্ডারের কাছে সব সময়েই থাকত। তাঁর নির্দেশ ইরুলা যথাযথভাবে পালন করল। তারও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রাজা তাঁর ত্রাণমন্ত্রীকে নিয়ে হাজির হলেন। ভোজের আসরে পরস্পরের আলাপ বেশ মনোরমই হয়েছিল। রাজা এবং ত্রাণমন্ত্রী [ ইনি ছিলেন রাজার মহাযাজকও ] ছ'বোতল মদ নিঃশেষ করলেন, এবং স্বীকার করলেন যে এরকম সুন্দর মদ মিশরে দুর্লভ। সেপাই শন্ত্রীটাও যাতে মদ খায় সেবিষয়ে পরিচারিকাটিও খুবই সচেতন ছিল। আর রাজকুমারীর কথা বলতে গেলে বলতে হয় সেই মদের এক ফোঁটাও যাতে তাঁকে খেতে না হয় সেদিক থেকে তিনি ছিলেন খুবই সতর্ক। তিনি বললেন তাঁর চিকিৎসক তাঁকে বিশেষ একটা ওষুধ দিয়েছেন। সেই মদ পান করলে সেই ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। মদ খেতে না খেতে সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

মিশরীয় রাজার মহাযাজকের গালে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া সুন্দর দাড়ি ছিল। তাঁর পদমর্যাদার অন্য কারও অত সুন্দর দাড়ি ছিল না। রাজকুমারী বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে সেই দাড়িগুলি কেটে ফেললেন। সেগুলিকে সেলাই করে তৈরি করলেন একটা ফিতে। সেই ফিতেটাকে থুতনির চারধারে বেশ ভালো ক'রে জড়িয়ে নিলেন। তারপরে, মহাযাজকের ঢিলে পোশাকটাকে জড়িয়ে নিলেন গায়ে; এবং মহাযাজকের মর্যাদার প্রতীক হিসাবে আর যা কিছু ছিল সেগুলি দেহের যথাস্থানে পরলেন তিনি। পরিচারিকা ইরুলা নিজেকে সাজালো দেবী ইসিসের পুজারিণীর বেশে। অবশেষে পাখীটির ভস্মাধার আর মণিমুক্তাগুলিকে নিয়ে প্রহরীদের মাঝখান দিয়েই সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি! তাদের প্রভুর মতই তারাও তখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছিল। সরাইখানার প্রধান ফটকের সামনে দুটি ঘোড়া ইতিমধ্যেই তার পরিচারিকা ঠিক করে রেখেছিল। নিজের দলের কাউকেই রাজকুমারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি। নিয়ে গেলে, প্রহরীরা হয়ত তাদের বাইরে যেতে দিত না।

রাজকুমারী আর ইরুলা সৈন্যবাহিনীর অনেকগুলি সারি পেরিয়ে গেলেন; রাজকুমারীকে মহাযাজক ভেবে তারা সবাই তাঁকে 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি মহামাননীয় পিতা' বলে সম্বোধন করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করল। রাজার মোহনিদ্রা ভাঙার আগেই পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই দুজন পলাতকা রমণী বাসোরাতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে পাছে অপরের সন্দেহ উদ্রেক ক'রে এই জন্যে তাঁরা তাঁদের ছদ্মবেশগুলি ছেড়ে ফেললেন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি একটা জাহাজে চাপলেন তাঁরা। সেই জাহাজ ওরমুজ প্রণালীর পাশ দিয়ে তাঁদের পৌঁছে দিলে সুন্দর এডেনের তীরে অ্যারেবিয়া ফেলিক্সে। এই এডেন হচ্ছে সেই এডেন। তার বাগানগুলি এত বিখ্যাত ছিল যে আজ পর্যন্ত সেখানে যাঁরা বাস করেন বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসাবে তাঁদের সুনাম রয়েছে। স্বর্গীয় উদ্যানগুলির, হেসপেরিড আর 'ফরচুনেট' দ্বীপগুলি বাগানের ছাচে গড়া সেগুলি। কারণ, সেখানকার উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষেরা মনে করত ঘন ছায়াবীথি আর স্রোতোস্বিনীর কুলুকুলু ধ্বনি ছাড়া• বিশ্বে আরামে ভোগ করার মত কিছু আর নেই। স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবনযাপন করা অথবা, স্বর্গের প্রমোদ্যানে বেড়ানো তাঁদের কাছে একই জিনিষ ছিল। কে কী বলছে তা না বুঝেই অবিরাম তাঁরা বকবক্ করে যেতেন; তাঁদের স্পষ্ট ধারণা বলতে কোনো বিষয়েই কিছু ছিল না, অথবা, নিজেদের বক্তব্য বোঝানোর মত ভাষাও ছিল না তাঁদের।

এই দ্বীপটিতে নেমেই রাজকুমারীর প্রথম কাজ হলো তাঁর প্রিয় পাখীটি তাঁকে যা করতে বলেছিল তাই করা। সেটি হলো পাখীটির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তাঁর সুন্দর হাত দুটি দিয়ে তিনি লবঙ্গ আর দারুচিনি দিয়ে ছোটো একটা চিতা সাজালেন। কী আশ্চর্যই না তিনি হয়ে গেলেন যখন তিনি দেখলেন পাখীটির চিতাভস্মগুলি

সেই চিতার ওপরে বিছিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চিতাটি আপনা-আপনিই জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সব পুড়ে গেল। সেই ভস্মীভূত ছাইগুলি থেকে যা বেরিয়ে এল সেটি আর কিছু নয়, একটি বড় ডিম, সেই ডিম ফেটে বেরিয়ে এলো তাঁর পাখীটি। তার রঙ আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল। সারা জীবনে রাজকুমারীর যত সুখকর মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল এই মুহূর্তটি সেগুলির চেয়ে অনেক বেশী সুখকর। সেই সঙ্গে বাকি ছিল কেবল আর একটি জিনিস, তার চেয়ে প্রিয়তর তাঁর জীবনে আর কিছু ছিল না। এটি ছিল তাঁর কামনার ধন। কিন্তু তাকে পাওয়ার আশা ছিল সুদূরে পরাহত।

তিনি পাখীটিকে বললেন: যার কথা অনেককেই আমি বলতে শুনেছি তুমি যে সেই ফিনিক্স তা আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। এই বিস্ময়কর দৃশ্য থেকে আনন্দ আর বিস্ময়ে আমার মারা যাওয়ার উপক্রম করেছে। তোমার পুনরুত্থানে আমার বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু আমার খুবই সৌভাগ্য যে আমি এখন সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি।

ফিনিক্সটি তাঁকে বলল: ভদ্রে, পুনরুত্থান জিনিসটা পৃথিবীতে খুবই সহজ-খুবই। একবার না জন্মে দু'বার জন্মগ্রহণ করার মধ্যে বেশী আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই। পুনর্জন্ম বা পুনরুত্থানের দৌলতেই এই বিশ্বে প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। এরই ফলে শুঁয়া পোকা সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়! শস্যের একটা দানা মাটিতে পুঁতে দিলে সেটা গাছ হয়ে বেরিয়ে আসে। জন্তু-জানোয়ারদের মাটিতে পুঁতে দিলে সেইগুলি নানান রকমের শাকসব্জী, লতাপাতা, ঝোপঝাড়, গাছের আকারে আবার বেঁচে ওঠে, এবং জীবজন্তুদের পুষ্টি সাধন করে; অনতিবিলম্বেই তারা সেইসব জীবদের অংগকোষে পরিণত হয়। দেহের সব অনুপরমাণুগুলিই রূপান্তরিত হয় অন্যান্য জীবজন্তুদের দেহে। অবশ্য কথাটা সত্যি যে আমার নিজের দেহেই পুনরুত্থিত হওয়ার অনুগ্রহ দেবতা ওরমুজ আমাকে দান করেছেন।

আমাজন আর ফিনিক্সকে প্রথম দেখার পর থেকে ইরাজকুমারীর বিস্ময় আর কাটে না! তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তোমার চিতাভস্মের মধ্যে থেকে প্রায় তোমারই মত একটি ফিনিক্সকে পরম-দয়াল ঈশ্বর যে সৃষ্টি করতে পারেন সেটা আমি সহজেই বুঝতে পাচ্ছি; কিন্তু তাই বলে, তুমি যে সেই একই জীব হবে, এবং তোমার আত্মা যে একই হবে—এই জিনিসটা আমি যে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি নে সেকথা আমি স্বীকার করছি। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার ভস্মগুলিকে আমি যখন পকেটে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম তখন তোমার আত্মা কোথায় ছিল?

'হায় ঈশ্বর! ভদ্রে, তুমি এ কী বলছ? আমার দেহের একটি অণুর ওপরে

কাজ করা যা, মহান দেবতা ওরমুজের কাছে, নতুন একটা সৃষ্টি করাও কি সেই একই কথা নয় ? আগে তিনি আমাকে অনুভূতি দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন স্মৃতি আর ভাবনাচিন্তা করার শক্তি। সেই জিনিসগুলি আবার তিনি আমাকে দিলেন। আমার মধ্যে মৌলিক যে জীবন্ত অণুটি নিহিত রয়েছে তার সংগে অণুগ্রহ ক'রে তিনি এই অণুটিকে যুক্ত করেছেন কি না বাস্তব ক্ষেত্রে সেই আলোচনা এখানে অবান্তর। মানুষই বল, আর, ফিনিক্সই বল—সৃষ্টি কেমনভাবে সম্ভব হয়েছে সেবিষয়ে তারা সমানভাবে অজ্ঞ ; কিন্তু পরমেশ্বর যে শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহটি আমাকে দান করেছেন সেটি হচ্ছে এই যে তোমার জন্যে আমাকে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেছেন। হায়রে ! আমার পরবর্তী পুনরুত্থানের পূর্বে আমি যে আঠাশ হাজার বছর বেঁচে থাকব সে ক'টা দিন আমি যদি তোমার আর আমার প্রিয় আমাজনের সংগে বেঁচে থাকতে পারতাম !'

'আমার প্রিয় ফিনিক্স, ব্যাবিলনে তুমি আমাকে প্রথম যে কথাটি বলেছিলে তা স্মরণ রেখো। সেকথা আমি কেনোদিনই ভুলবো না ; আমার যে প্রিয় মেষপালককে আমি পুজো করি তার সংগে আবার দেখা হওয়ার আশায় আমার বুক ভরে আছে। আমাদের দুজনকেই যেতে হবে সেই গাংগেয় উপত্যকায় ; আমার সংগে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে ব্যাবিলনে।'

ফিনিক্স বলল ঃ অবশ্যই, অবশ্যই ! আমারও পরিকল্পনা তাই। আর নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে এক মুহূর্ত নেই। সব চেয়ে যে রাস্তাটা ছোটো সেই রাস্তা দিয়েই আমাজনের সন্ধানে আমাদের বেরোতে হবে ; অর্থাৎ, আকাশপথে। অ্যারেবিয়া ফেলিক্সে দুটো গ্রিফিন আছে। তারা আমার বিশেষ বন্ধু। তারা যেখানে থাকে সেখান থেকে এখানকার দূরত্ব হচ্ছে মাত্র চারশ পঞ্চাশ হাজার মাইল। পায়রার মুখে আমি তাদের চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। আজ রাত্রি হওয়ার আগেই তারা এখানে এসে পৌঁছে যাবে। তোমার জন্যে সহজে ব্যবহার করার মত ড্রয়ার-দেওয়া ছোটো একটা পালংক তৈরি করতে হবে। সেটুকু সময় আমরা পাব। সেই ড্রয়ারগুলির ভেতরে তুমি তোমার খাবার-দাবার পুরে রাখবে। তোমার পরিচারিকাকে নিয়ে এই গাড়ীর ওপরে স্বচ্ছন্দেই তুমি বসতে পারবে ঃ এই দুজন গ্রিফিন হচ্ছে তাদের সমগোত্রীয়দের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। দু'জনই তাদের নখ দিয়ে চাঁদোয়ার সংগে আঁটা বাঁশের এক একটা ডগা ধরে থাকবে। কিন্তু আবার বলছি, সময় বড় মূল্যবান।'

এই বলেই ফরমোসানতার সংগে সে বেরিয়ে গেল তারই পরিচিত একটা খাট-পালংক তৈরি করার দোকানে। চার ঘণ্টার মধ্যে পালংক তৈরি হয়ে গেলো ! তার ড্রয়ারগুলির মধ্যে পোরা হলো ছোটো-ছোটো পাতলা রুটি, ব্যাবিলনের চেয়েও উন্নত ধরনের বিস্কুট, বড়-বড় লেবু, আনারস, নারকেল, পেস্তা আর এডেনে তৈরি করা

সুরা। সুরিনামে তৈরি করা সুরার চেয়ে চিরাসের সুরা যেমন উন্নতমানের, চিরাসের সুরার চেয়েও তেমনি এডেনের সুরা উন্নতমানের।

পালংকটি যেমন হালকা, তেমনি বড় আর পুরু। যথা সময়ে সেই দুটি গ্রিফিন এসে হাজির হলো। রাজকুমারী আর তাঁর সহচরী ইরলা সেই গাড়ীর ওপরে বসলেন। দুজন গ্রিফিন পালকের মত অনায়াসে সেটিকে নিয়ে আকাশপথে উড়তে লাগলো। ফিনিক্স মাঝে-মাঝে তাঁর পেছনে-পেছনে উড়ে চললো, আবার কখনও বা পালংকের পিঠে গিয়ে বসলো। আকাশ বিদীর্ণ ক'রে তীরের মত বেগে দুটি গ্রিফিন গাংগেয় উপত্যকার দিকে উড়ে গেল। যাত্রীদের কিছু ভোজন করার আর তাদের নিজেদের কিছু জলপান করার সময় রাত্রিতে সামান্য একটু ক্ষণের জন্যে তারা যা থামতো ; আর কোনো সময়েই তারা বিশ্রাম নেয় নি।

অবশেষে তারা গাংগেয় উপত্যকায় এসে পেঁছিলো। আশা, ভালোবাসা আর আনন্দে রাজকুমারীর বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। আমাজনের বাড়ীর কাছে এসে গাড়ীটি থামালো ফিনিক্স। তাঁর সংগে সে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক হলো বাড়ী থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন। তিনি কোথায় গিয়েছেন তা কেউ জানে না।

এই শুনে ফরমোসান্‌তার হৃদয়ে যে হতাশা জেগে উঠলো তা প্রকাশ করার মত ভাষা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি ; এমন গাংগেয় উপত্যকাতেও না।

ফিনিক্স বলল ঃ হায় ! হায় ! এইটাই আমি ভয় করেছিলাম। বাসোরায় যাওয়ার পথে সরাইখানায় মিশরের বদমাইশ রাজাটার সংগে যে তিনটি ঘণ্টা তুমি কাটিয়েছিলে তারই জন্যে তোমাকে হয়ত সারাজীবনের সুখটিকে বরবাদ করে দিতে হবে। আমাদের খুবই ভয় হচ্ছে আমাজনকে হয়ত আমরা হারিয়েছি ; হয়ত, আর তাকে আমরা খুঁজে পাব না।

তাঁর মার সংগে দেখা করা সম্ভব কিনা সেকথা সে চাকরদের জিজ্ঞাসা করল। ভদ্রমহিলা বলে পাঠালাম তাঁর স্বামী দুদিন আগে মারা গিয়েছেন ; তাই তিনি কারও সংগে কথা বলতে পারবেন না। সেখানে ফিনিক্সের আধিপত্য কম ছিল না। তাই সে রাজকুমারীকে একটি খাবার কক্ষে নিয়ে গেল। সেই ঘরের দেওয়ালগুলি ছিল কমলালেবু গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। তাদের মধ্যে খোদাই করা ছিল হাতির দাঁত। সেখানকার নিচু শ্রেণীর মেষপালক-পালিকারা সোনার ঝালর মোড়া লম্বা সাদা পোশাক পরেছিল। তারাই তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করল। একশটা সাদাসিদে ধরনের চীনেমাটির পাত্রে একশ রকমের সুস্বাদু মাংস খেতে দেওয়া হল তাঁদের। সেগুলির ভেতরে জীবজন্তুর লুকানো মাংস দেখা গেল না। সেগুলির মধ্যে ছিল ভাত, সাগুদানা, সেমাই, ময়দার লম্বা পিঠে, ভাজা, দুধ, হাঁস-মুরগীর ডিম, দুধের সর, পনির, নানান রকমের পিঠে, শাকসব্জী, সুগন্ধী আর সুস্বাদু ফল—

অন্য দেশে সেরকম ফলের নামও কেউ কোনোদিন শোনে নি। সেই সঙ্গে তাঁদের পরিবেশন করা হল প্রচুর পরিমাণে শক্তিবর্ধনকারী পানীয়—প্রথম শ্রেণীর সুরার চেয়েও তা ভালো।

রাজকুমারী যখন গোলাপবিছানো একটি বিছানার ওপরে ব'সে পরম পরিতৃপ্তি-ভরে ভালো ভালো খাবারগুলি খাচ্ছিলেন সেই সময়ে চারটি ময়ূর তাদের চমৎকার পাখাগুলি নাড়িয়ে বাতাস করছিল তাঁদের। তাঁদের ভাগ্য ভালো যে ময়ূরগুলি বোবা ছিল; দু'শ পাখী, দু'শ মেষপালক আর পালিকা দুটি পৃথক স্থানে গান জুড়ে দিয়েছিল। নাইটিংগেল, ক্যানেরি, ছোটো-ছোটো পিঙ্গলবর্ণ লিনেট, চ্যাকিনৃশ্ প্রভৃতি গাইয়ে পাখিরা মেষপালিকাদের সঙ্গে বেশ চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে গান করতে লাগলো; আর মেষপালকরা গাইতে লাগলো চড়া আর খাদে। চারপাশের প্রকৃতি সহজ, অনাড়ম্বর, সুন্দর। রাজকুমারী স্বীকার করলেন যে ব্যাবিলনে যদি চাকচিক্য আর আড়ম্বর বেশী থাকে তো এখানে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রকৃতি হচ্ছে অপরূপা! কিন্তু এই ধরনের সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি এবং সঙ্গীত-মুখর পরিবেশের মাঝে রাজকুমারীর চোখ বেয়ে অজস্রধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তিনি সহচরী ইরলাকে বললেন:

'এই মেষপালক-পালিকারা, এই নাইটিংগেল, লিনেটরা নিজেদের মধ্যে প্রেম নিবেদন করছে; আর আমি? আমার গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রেমিকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি; তার জন্যে আমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।'

তিনি যখন এইভাবে অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করছিলেন, এবং একদিকে চোখের জল আর একদিকে তাঁর প্রেমিকের প্রশংসা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে তাঁর মুখ দিয়ে ঝরছিল, সেই সময় ফিনিক্স আমাজনের মাকে উদ্দেশ্য করে বলল: ভদ্রে, ব্যাবিলনের রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা না ক'রে আপনি পারবেন না। আপনি জানেন—

তিনি বললেন: আমি সবই জানি, এমন কি বাসোরা যাওয়ার পথে সরাইখানায় যে ঘটনা ঘটেছিল সেটি পর্যন্ত। একটি কালো পাখি আজ সকালে সব ঘটনা আমার কাছে বলেছে। আর এই নিষ্ঠুর কালো পাখিটার জন্যেই আমার ছেলেটি উন্মাদ হয়ে তার পৈত্রিক ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

'আপনি তাহলে জানেন না যে রাজকুমারী আবার আমাকে বাঁচিয়েছে?

'না বৎস। কালো পাখিটি আমাকে বলেছিল যে তুমি মারা গিয়েছ। এই সংবাদ পেয়ে আমি শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। এই ক্ষতিতে, আমার স্বামীর মৃত্যু, আর আমার ছেলে হঠাৎ দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে, আমি এতই দুঃখ পেয়েছিলাম যে কারও কাছে আমার ঘরের দরজা না খোলার জন্যে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাবিলনের রাজকুমারী এখানে এসে

আমাকে সম্মান জানিয়েছে ব'লে আমি অনুরোধ করছি তাকে তুমি এখনই আমার কাছে নিয়ে এস। আমার জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা তাকে আমার জানানোর আছে। আমি চাই তুমিও এখানে থাক।

তারপরে তিনি আর একটি সুসজ্জিত কক্ষে রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এই মহিলাটি ভালোভাবে হাঁটতে পারতেন না। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল তিনশ বছরের কাছাকাছি; কিন্তু তখনও তাঁর দেহের ওপরে কমনীয় সৌন্দর্যের একটি ছাপ লেগেছিল। এই থেকেই বেশ বোঝা যায় যে তাঁর বয়স যখন দুশ তিরিশ অথবা দুশ পঞ্চাশ ছিল তখনও সুন্দরী মহিলাদের শ্রেণীতেই তিনি পড়তেন। খুবই সৌজন্য সহকারে রাজকুমারীকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। একদিকে আগ্রহ আর একদিকে নৈরাশ্যে তাঁর চিত্ত দুলতে লাগলো। তার ফলে তাঁর ওপরে বেশ একটা সমীহ হলো রাজকুমারীর!

দেখা হওয়ামাত্র রাজকুমারী ভদ্রমহিলাকে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর জন্যে সহানুভূতি জানালেন।

বিধবা ভদ্রমহিলাটি বললেন: হায়রে! তাঁর মৃত্যুর জন্যে তোমার যে কত বেশী শোক করা উচিত তা তুমি কল্পনা করতে পারছ না।

রাজকুমারী বললেন: আমি যে খুবই দুঃখ পেয়েছি সেবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি ছিলেন পিতা, মানে তার...' এইটুকু বলার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল অশ্রুধারা তাঁকে বাধা দিলে। 'তারই জন্যে এই দেশ ভ্রমণে আমি বেরিয়েছি; পথে কত বিপদ আপদ থেকে অল্পের-জন্যে বেঁচেছি। তার জন্যেই আমার বাবাকে আর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজসভাকে আমি পরিত্যাগ করেছি। পথে মিশরের রাজা আমাকে আটকে রেখেছিল। তাকে আমি ঘৃণা করি। সেই বলাৎকারীর হাত থেকে পালিয়ে এসে যে মানুষটিকে আমি ভালোবাসি কেবলমাত্র তারই জন্যে আমি উড়ে এসেছি আকাশ পথে। আর এসে দেখি সে আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছে।' এর পরে, তাঁর এত দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ঝরলো যে তিনি আর কথা বলতে পারলেন না।

তাঁর মা তাঁকে বললেন: ভদ্রে, বাসোরায় যাওয়ার পথে সরাইখানায় তার সঙ্গে ভোজ খাওয়ার সময় মিশরের রাজা যখন তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যখন চিরাসের সুরায় পূর্ণ পাত্রখানি তোমার সুন্দর দুটি হাতের মধ্যে ধরা ছিল তখন কি একটা কালো পাখিকে ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াতে তুমি দেখেছিলে?'

রাজকুমারী বললেন: হ্যাঁ, অবশ্যই দেখেছি। এখন আমার মনে হচ্ছে সেই রকম একটা পাখিকে আমি দেখেছি। তখন তার দিকে আমি বিশেষ নজর দিই নি। কিন্তু আগের ঘটনাগুলি স্মরণ ক'রে এখন আমার মনে পড়েছে, আমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে রাজা যখন টেবিলের পাশ থেকে উঠে এলো সেই সময় একটা

কালো পাখি চিৎকার করতে করতে জানলার ভেতর দিয়ে উড়ে গেল, এবং আর সে ফিরে আসে নি।'

আমাজনের মা বললেন : কী আর বলব মাদাম, ঠিক এইটিই আমাদের যত দুর্ভাগ্যের কারণ। তোমার স্বাস্থ্য কেমন আছে, আর ব্যাবিলনের সংবাদ কী জানার জন্যে আমার ছেলে একটি কালো পাখিকে পাঠিয়েছিল। সে বলেছিল তাড়াতাড়ি সে ব্যাবিলনে ফিরে যাবে। বলেছিল তোমার পায়ের কাছে বসে বাকি জীবনটা তোমার সেবায় কাটিয়ে ধন্য করবে নিজেকে। তোমাকে সে যে কত ভালোবাসে তা তুমি জানো না। গাঙ্গেয় উপত্যকার সবাই স্নেহশীল আর বিশ্বাসী, কিন্তু আমার ছেলে হচ্ছে তাদের সেরা। ভালোবাসতেও যেমন, তেমনি যাকে ভালোবাসবে তাকে সে ভালোবাসবে একেবারে প্রাণ দিয়ে। মিশরের রাজা আর একজন অসৎ চরিত্রের পুরোহিতের সঙ্গে একটা সরাইখানায় বসে আনন্দ ক'রে মদ খেতে সেই কালো পাখিটি তোমাকে দেখেছিল। তারপরে, ফিনিক্সের হত্যাকারী এই রাজাটিকে আলিঙ্গন করতেও সে দেখেছিল তোমাকে। এই সব দেখে ঘৃণায় সে শিউরে উঠেছিল। ঘৃণা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার ছিল। তোমার সেই মারাত্মক কামলিপ্সাকে অভিশম্পাৎ দিতে দিতে সে উড়ে পালিয়ে এসেছিল। আজই সে ফিরে এসে সব ঘটনা বলেছে। কিন্তু হায় ঈশ্বর! কী সংকটপূর্ণ অবস্থাতেই না সে এই সংবাদটা আমাদের দিলে! ঠিক সেই সময়েই আমার ছেলে আমার কাছে তার বাবার আর ফিনিক্সের মৃত্যুর জন্যে বিলাপ করছিল ; আর ঠিক সে-ই মুহূর্তে আমি তাকে বলছিলাম সে হচ্ছে তোমার সম্পর্কিত ভাই।'

'কী বলছেন ভদ্রে! আমার সম্পর্কিত ভাই! এও কি সম্ভব? কিভাবে এ সম্ভব হলো? কেমন করে এরকম ব্যাপারটা ঘটতে পারে? কী বলছেন আপনি? তার সঙ্গে আমার বংশগত সম্বন্ধ থাকার জন্যে আমি কতই না আনন্দ পেয়েছি! আবার, তার বিরক্তির কারণ হওয়ার জন্যেও আমি কতই না দুঃখী!

তাঁর মা বললেন : আমার ছেলে হচ্ছে বংশপরিচয়ে তোমার ভাই ; এবং সেবিষয়ে এখনই আমি তোমার সন্দেহ নিরসন করব ; কিন্তু আমার আত্মীয়া হয়ে তুমি আমার পুত্রটিকে আমার কাছ থেকে অপহরণ করেছ। মিশরের রাজাকে আলিঙ্গন করার ফলে তুমি তাকে যে দুঃখ দিয়েছ সে-দুখ সে সহ্য করতে পারে নি।

সুন্দরী রাজকুমারী চিৎকার ক'রে কেঁদে বললেন : ছি-ছি, প্রিয় জ্যেঠি ; তার নামে আর সর্বশক্তিমান দেবতা ওরমুজের নামে শপথ করে আমি বলছি যে এই আলিঙ্গনটির মধ্যে আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক তো ছিলই না, বরং আপনার ছেলেকে আমি যে ভালোবাসি এটি হচ্ছে তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তারই জন্যে আমার বাবার নির্দেশ আমি অমান্য করেছি। তারই জন্যে ইউফ্রেটিস নদী ছেড়ে গঙ্গানদীর তীরে আমি এসেছি। মিশরের এই অপদার্থ রাজার হাতে

প'ড়েছিলাম আমি। কৌশল ছাড়া তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্য কোনো উপায় আমার ছিল না। ফিনিক্সের যে দেহভস্ম আর আত্মা তখন আমার পকেটে ছিল আমার কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্যে তাদের আমি সাক্ষী মানছি। সেই আমার প্রতি সুবিচার করতে পারে। কিন্তু গঙ্গার তীরে যার জন্ম হয়েছে আপনার সেই পুত্রটি আমার আত্মীয় হলো কেমনভাবে? আর, আমি হচ্ছি সেই বংশের সন্তান যাঁরা এতগুলি শতাব্দী ধ'রে ইউফ্রেতিস নদীর ধারে রাজত্ব করছেন?'

গাঙ্গেয় উপকূলের সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাটি বললেন: তোমার প্রপিতামহ আলদিয়া যে ব্যাবিলনের রাজা ছিলেন তা তুমি জানো। আর এও জানো যে বেলাসের পিতা তাঁর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিলেন।

'জানি, ভদ্রে।'

'এও তুমি জানো যে বিবাহের ফলে এই আলদিয়ার একটি মেয়ে হয়েছিল। তার নামও আলদিয়া। সেই কন্যাটিকে প্রাসাদে নিয়ে এসে তোমার বাবা মানুষ করেছিলেন। এই রাজকুমারের ওপরে তোমার বাবা অত্যাচার করেছিলেন। তাই তিনি অন্য একটি নাম নিয়ে আমাদের এই সুন্দর দেশটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এইখানেই আমাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তাঁরই ঔরসে আমি এই রাজকুমার আলদিয়া আমাজনকে জন্ম দিয়েছিলাম। সমস্ত নশ্বর জীবদের মধ্যে আলদিয়া হচ্ছে সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ধার্মিক, এবং বর্তমানে সবচেয়ে উন্মাদ। তোমার সৌন্দর্যের সংবাদ শুনে সে ব্যাবিলনের উৎসবে গিয়েছিল। তখন থেকেই তার কাছে তুমি হচ্ছ সৌন্দর্যের দেবী; এবং সম্ভবতঃ, আমার প্রিয় পুত্রটিকে আর আমি দেখতে পাব না।

তারপরে, আলদিয়া রাজবংশের সমস্ত কিছু খেতাব তিনি রাজকুমারীকে দেখালেন। সেসব জিনিস দেখার জন্যে রাজকুমারী বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না।

'আমাদের আকাঙ্ক্ষার ধনকে আমরা কি পরীক্ষা করতে বসবো, মাদাম? আপনার সব কথাই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আলদিয়া আমাজন কোথায়? আমার সেই জ্ঞাতিভাই, আমার প্রেমিক, আমার রাজা কোথায়? কোথায় আমার জীবনেশ্বর? কোন্ পথ দিয়ে সে গিয়েছে? পরমেশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সব স্থানে গিয়ে আমি তাকে খুঁজবো; সে যে বিশ্বের অলংকার। দ্যুলোক-ভূলোক আমি ঘুরে বেড়াবো। আমি যে তাকে ভালোবাসি, আমি যে নিরপরাধ সেকথা তার কাছে আমি প্রমাণ করব।

প্রেমবিহ্বল চিত্তে মিশরের রাজাকে আলিঙ্গন করার জন্যে কালো পাখিটি রাজকুমারীর চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করেছিল সেই কলঙ্ক থেকে ফিনিক্স তাঁকে মুক্ত করল; কিন্তু প্রতারণার হাত থেকে আমাজনকে রক্ষা করতে হবে, ফিরিয়ে আনতে হবে তাঁকে। চারপাশে পাখিদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো; প্রতিটি রাস্তায়

ছুটিয়ে দেওয়া হলো কিংবদন্তীর শিঙওয়ালা ঘোড়াদের। অবশেষে সংবাদ এলো যে আমাজন চীনদেশে যাওয়ার পথ ধরেছেন।

এই শুনে রাজকুমারী বললেন: ঠিক আছে। চল, আমরা চীনের দিকেই যাই। চীন দেশ এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। আমার ধারণা, খুব বেশী দেরি হলে পনের দিনের মধ্যেই আমি আপনার ছেলেকে আপনার কাছে পেঁাছে দিতে পারব।

এই সব কথা শুনে আমাজনের মা এবং রাজকুমারী দুজনেই কাঁদতে লাগলেন; তারপরে দুজনেই দুজনকে আন্তরিকতার সংগে জড়িয়ে ধরলেন।

ফিনিক্স তখনই ছ'টি শিঙওয়ালা ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করল। আমাজনের মা সংগে দিলেন দুহাজার ঘোড়সওয়ার, এবং তাঁর আত্মীয়া রাজকুমারীকে দিলেন তাঁর দেশের কয়েক হাজার সবচেয়ে সুন্দর হীরের টুকরো। কালো পাখির অবিচক্ষণ আচরণের ফলে যে অমংগলের সৃষ্টি হলো তাতে বিষম ক্ষুব্ধ হয়ে ফিনিক্স সমস্ত কালো পাখিকে সেদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলে; এবং সেই থেকে গংগার তীরগুলিতে কালো পাখীদের আর দেখতে পাওয়া যায় না।

৫

শিঙওয়ালা কিংবদন্তীর ঘোড়াগুলি আট দিনের আগেই ফরমোসানতো, ইরালা আর ফিনিক্সকে চীনের রাজধানী ক্যামবালুতে পেঁাছিয়ে দিলে। শহরটি ব্যাবিলনের চেয়েও বড়। এর জাঁকজমক ছিল অন্য রকম। আমাজনকে খুঁজে বার করার চেষ্টাতেই রাজকুমারীর সমস্ত মনপ্রাণ যদি নিয়োজিত না থাকত তাহলে এই নতুন নতুন জিনিস আর নতুন নতুন আচার আচরণ তাঁকে বেশ আনন্দ দিতে পারত।

ব্যাবিলনের রাজকুমারী তাঁর শহরের একটি ফটকের কাছে উপস্থিত হয়েছেন এই সংবাদ পাওয়া মাত্র চীন সম্রাট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে রাজকীয় বেশধারী তাঁর চার হাজার কর্মচারীকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তারা সবাই তাঁর সামনে গিয়ে সাষ্টাংগে প্রণতি জানালো; বেগনে রঙের সিল্কের কাপড়ের ওপরে সোনালি অক্ষরে প্রশস্তি লিখে উপহার দিলে তাঁকে। রাজকুমারী তাদের বললেন তাঁর যদি চার হাজার জিব থাকত তাহলে প্রতিটি রাজকর্মচারীকে পৃথক পৃথক ভাবে তিনি এখনই অভিনন্দন জানাতেন; কিন্তু তা তাঁর নেই ব'লে তিনি একসংগে সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তিনি আশা করেন এই সমষ্টিবাচক প্রশংসায় সকলেই খুশি হবেন। রাজকর্মচারীরা শ্রদ্ধার সংগে তাঁকে রাজসান্নিধানে নিয়ে গেল।

বিশ্বের মধ্যে এই সম্রাটই ছিলেন সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ, সবচেয়ে বিনয়ী, এবং সবচেয়ে বিজ্ঞ। চাষ আবাদ যে একটি সম্ভ্রান্ত পেশা তা তাঁর প্রজাদের কাছে প্রমাণ

করার জন্যে ইনিই নিজের দুটি হাত দিয়ে ছোটো একটি ক্ষেত্রে লাঙল দিয়েছিলেন। মানুষে ন্যায়কাজ করলে তাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। অন্য দেশের আইনগুলি নির্লজ্জভাবে কেবল দুষ্কৃতকারীদেরই শাস্তি বিধান করে আসছে। পশ্চিমের প্রত্যন্ত দেশগুলি থেকে একবার একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁর সাম্রাজ্যে গিয়েছিল কিছু কুকার্য করতে। এই সম্রাট তাদের সকলকে তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। চীনাবাসীদের তাদের মত ভাবতে শেখাবে এই রকম একটা উন্মাদ আশা নিয়ে সেদেশে গিয়েছিল তারা। সত্যপ্রচারের নামাবলী গায়ে দিয়ে ইতিমধ্যেই তারা অনেক সম্মান আর অর্থ রোজগার করেছিল। তাদের বিতাড়িত ক'রে এই কথাগুলির মাধ্যমে সম্রাট তাঁর চরিত্রটি প্রকাশ করেছিলেন। সেই কথাগুলি চীন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে লেখা রয়েছে ঃ

অন্য দেশে তোমরা যত অন্যায় অবিচার করেছ এখানেও তোমরা ততটা পরিমানই অন্যায় অবিচার করতে পার। বিশ্বের মধ্যে যে দেশটি সবচেয়ে সহিষ্ণু সেখানে তোমরা এসেছ অসহিষ্ণুতার কট্টর বীজ বুনতে। তোমাদের যাতে শাস্তি দিতে আমি বাধ্য না হই সেইজন্যে তোমাদের আমি এখান থেকে ফিরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সম্মানের সঙ্গেই তোমাদের আমার দেশের সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিশ্বের যে গোলার্দ্ধ থেকে তোমরা এখানে এসেছ সেই গোলার্দ্ধের মধ্যে ফিরে যাওয়ার জন্যে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব দেওয়া হবে তোমাদের। তোমরা শান্তিতে ফিরে যাও, শান্তি বলে কোনো পদার্থ যদি তোমাদের মধ্যে থাকে; আর কোনো দিন এদেশে তোমরা ফিরে এস না।'

সম্রাটের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, আর বক্তৃতার কথা রাজকুমারী বেশ আনন্দের সঙ্গেই শুনলেন। অসহিষ্ণুতার গোঁড়ামিটিকে নীতি হিসাবে প্রচার করার কোনো বাসনা তাঁর ছিল না ব'লে রাজদরবারে তিনি যে সসম্মানে গৃহীত হবেন সেবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ তাঁর ছিল না। ভোজের আসরে তাঁর সঙ্গে সম্রাটের যে অন্তরঙ্গ রহস্যালাপ হয়েছিল তার মধ্যে সম্রাট যতরকম অপ্রিয় আদবকায়দা রয়েছে সেগুলিকে বিনীতভাবেই বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাজকুমারী সম্রাটকে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর ফিনিক্সটি! সম্রাট আদর ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে ছিলেন। ফিনিক্সটি-ও তাঁর চেয়ারের ওপরে গিয়ে বসেছিল। ভোজের শেষের দিকে রাজকুমারী বেশ কৌশলের সঙ্গেই তাঁর আগমনের কারণটি সম্রাটকে বললেন; এবং তাঁর রাজধানীর মধ্যে থেকে সুন্দর আমাজনকে খুঁজে বার করার জন্যে অনুরোধ জানালেন; এবং তারই ভেতরে তাঁর দুঃসাহসী ভ্রমণের কথাও বর্ণনা করলেন তাঁর কাছে; সেই যুবক বীরযোদ্ধার জন্যে কী উদগ্র কামনাবহ্নিতে তার বুকটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল সে কথাও তিনি চেপে রাখলেন না।

চীনের সম্রাট তাঁকে বললেন ঃ কার কথা আপনি বলছেন? তিনি আমার

রাজসভায় এসে আমার আনন্দবর্ধণ করেছিলেন। এই অমায়িক আমাজনকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। কথাটা সত্যি যে তিনি দুঃখে খুবই জর্জরিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু তারই ফলে, তাঁর লাবণ্য আরও মর্মান্তিকভাবে প্রকটিত হয়ে পড়েছিল; আমার যারা প্রিয়পাত্র তাদের কারুরই তাঁর মত তীক্ষ্ন বুদ্ধি নেই। আমার এখানে রাজপোশাকধারী এমন কোনো রাজপুরুষ নেই যার জ্ঞান তাঁর চেয়ে বেশী। এমন কোনো যোদ্ধা নেই যার চালচলন তাঁর চালচলনের মত বীরত্বব্যঞ্জক। তাঁর উদ্দাম যৌবন তাঁর অন্য গুণাবলীর মূল্যে বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বজয়ের কামনা পোষণ করার মত দুর্ভাগ্য আমার যদি হতো তাহলে আমি তাঁকে আমার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ক'রে দিতাম। তাহলে আমি যে সারা বিশ্ব জয় করতে পারতাম সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাঁর বিষন্নতা মাঝে-মাঝে তাঁর যে মেজাজটিকে রুক্ষ ক'রে দিত এটাই হচ্ছে খুবই দুঃখের বিষয়।'

এই শুনে রাজকুমারীর মনটা উতলা হয়ে উঠলো। তার সঙ্গে মেশানো ছিল একটা দুঃখবোধ। এই দুটিতে মিলিয়ে তাঁর কথা অনেকটা তিরস্কারের মত শুনালো। তিনি বললেন ঃ আপনি তাহলে, সম্রাট, তাঁর সঙ্গে আমাকে খেতে দিলেন না কেন ? এর ফলে, আপনি আমাকে মারাত্মক একটি কষ্ট দিয়েছেন। তাঁকে এখনই ডেকে পাঠান।

সম্রাট বললেন ঃ ভদ্রে, আজ প্রাতেই তিনি এখান থেকে চলে গিয়েছেন; কোথায় যাচ্ছেন সেকথা আমাকে তিনি বলে যান নি।

এই শুনে ফিনিক্সের দিকে তাকিয়ে রাজকুমারী বললেন ঃ আমার মত আর কোনো এমন হতভাগ্য রমণীকে তুমি দেখেছ ?'

তারপরে কথার জের টেনে তিনি বলে গেলেন ঃ কিন্তু মহারাজ, এমন সুন্দর কেতাবদুরস্ত, অমায়িক রাজসভা পরিত্যাগ ক'রে, আমার ধারণা এখানে মানুষ সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন কেন ?

সম্রাট বললেন ঃ মাদাম, কারণটা হচ্ছে ঃ রাজবংশের একটি বেশ সুন্দরী আর অমায়িক চরিত্রের রাজকুমারী তাঁর সঙ্গে ভীষণভাবে প্রেমে পড়েছিলেন। সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে আজ দুপুরে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি; আমাজন আজ সকালেই এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। যাওয়ার সময় আমার বংশের সেই রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে তিনি এই ছোটো চিঠিটি রেখে গিয়েছেন। চিঠিটি পড়ে রাজকুমারীর কান্না আর থামে না!"

'...চীনরাজবংশের সুন্দরী রাজকুমারী, এমন একটি মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার তুমি উপযুক্ত যার ভালোবাসা অন্য কোনো প্রেমের দেবীর বেদীতে উৎসর্গীকৃত হয় নি। অমর দেবতাদের কাছে এই বলে আমি শপথ নিয়েছি যে ব্যাবিলনের রাজকুমারী ফরমোসানতো ছাড়া অন্য কোনো রমণীকেই আমি ভালোবাসব না, আর

বিদেশভ্রমণ কালে কেমনভাবে নিজের বাসনাকামনাগুলি সংযত রাখতে হয় তা তাকে শেখাবো। মিশরের একটি অপদার্থ রাজার কাছে নিজেকে নিবেদন করার মত দুর্ভাগ্য তার হয়েছিল। আমার মত হতভাগ্য মানুষ আর নেই। আমি আমার বাবা আর ফিনিক্সকে হারিয়েছি, হারিয়েছি ফরমোসানতার ভালোবাসা পাওয়ার আশাকে। মায়ের মনে দুঃখ দিয়ে তাঁকে আর আমার দেশকে ছেড়ে আমি চলে এসেছি। আমাকে ছাড়া ফরমোসানতো অন্য একজকে ভালোবাসে এই সংবাদ যেখানে আমি শুনেছি সেখানে একমুহূর্তও আমি থাকতে পারি নি। বিশ্বময় পরিক্রমা করার আর প্রেমের কাছে বিশ্বস্ত থাকার শপথ আমি নিয়েছি। ভংগ করলে তুমি হয়ত আমাকে ঘৃণার চোখে দেখবে, এবং দেবতারাও আমাকে শাস্তি দেবেন সেই প্রতিজ্ঞা ভদ্রে, তুমি আর কাউকে ভালোবেসো এবং আমার মত বিশ্বাসী হও।'

সুন্দরী ফরমোসানতো উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ ওই অদ্ভুত চিঠিটা আমাকে দিন দিন। এটা পড়ে কিছু সান্ত্বনা আমি পাব। আমার এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আমি সুখী। আমাজন আমাকে ভালোবাসে। আমার জন্যে আমাজন চীনের রাজকুমারীর আলিংগনকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এতবড় সংকল্প একমাত্র আমাজন ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ করতে পারে নি। আমার কাছে একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ হিসাবে নিজেকে সে প্রতিভাত করেছে। ফিনিক্স জানে নিজের জন্যে সাফাই গাওয়ার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। বিশুদ্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে নিছক নিরপরাধ মনোবৃত্তি নিয়ে কাউকে আলিংগন করার ফলে নিজের আসল প্রেমিকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়াটা কতই না মর্মান্তিক। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে সে কোন্ দিকে গিয়েছে? সে গিয়েছে কোন্ পথ ধরে? আমাকে দয়া করে একটু জানিয়ে দিন; আমি এখনই বেরিয়ে পড়ি।'

চীনের সম্রাট তাঁকে বললেন যে তিনি যতটুকু সংবাদ পেয়েছেন তা থেকে তাঁর মনে হয় আমাজন সিদিয়া যাওয়ার রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়েছেন। এই শুনে কিংবদন্তীর ঘোড়াগুলিকে তৎক্ষণাৎ তৈরি করা হলো, এবং সম্রাটকে তাঁর আতিথেতার জন্যে যথেষ্ট কমনীয় ভাষায় প্রশংসা ক'রে, রাজকুমারী তাঁর পরিচারিকা ইরলো আর দলবলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন রাজপ্রাসাদ থেকে।

সিদিয়াতে পেঁাছেই তিনি বুঝতে পারলেন বিভিন্ন দেশে মানুষ আর সরকার কত বিভিন্ন; এবং এই রকমই তারা হবে যতদিন না যে অন্ধকারের মেঘ পৃথিবীকে যুগযুগ ধরে ঢেকে রেখেছে সেই অন্ধকারের আবরণ ধীরে ধীরে উন্মোচিত করার জন্যে আরও বিদগ্ধ মানুষ জন্মগ্রহণ করবেন; এবং যতদিন না এই বর্বর পরিবেশের মধ্যে, পশুকে মানুষে পরিণত করার মত যথেষ্ট শক্তি আর অধ্যবসায় নিয়ে আবির্ভাব হবে বীর পুরুষদের। সিদিয়াতে শহর ব'লে কোনো বস্তু নেই; সেইজন্যে ললিতকলা বলতেও সেখানে কিছু নেই। আদিগন্ত মাঠ; মাঠ ছাড়া সেখানে আর

কিছু চোখে পড়ে না ; সেখানে যে সব মানুষ দেখা যায় তারা হয় তাঁবু খাটিয়ে অথবা রথের ওপরে বাস করে। দেশের এই রকম চেহারা দেখে তিনি বেশ ভয় পেয়ে গেলেন। কোন্ তাঁবুতে বা গাড়ীর কামরায় সেখানকার রাজা থাকেন জিজ্ঞাসা করলেন রাজকুমারী। তিনি শুনলেন যে ব্যাবিলন-সম্রাটের ভাইঝি সুন্দরী রাজকুমারী আলদিয়াকে তাদের রাজা নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। আট দিন আগে তিন লক্ষ সেনানী নিয়ে তিনি গিয়েছেন সেই ব্যাবিলনের রাজাকে আক্রমণ করতে।

এই শুনে ফরমোসান্তা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন : 'কী বললে ! তিনি আমার বোনকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন ? এরকম দুর্ঘটনা যে ঘটতে পারে তা আমি ভাবতে পারতাম না। কী বললে ! যে বোন কেবল আমাকে খোষামোদ করেই সুখী ছিল সে এখন হয়েছে রাণী, আর আমি এখনও রয়েছি অবিবাহিতা ?'

তাঁর ইচ্ছামত, তৎক্ষণাৎ তাঁকে রাণীর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো।

দূরবর্তী এই ভূখণ্ডে তাঁদের অপ্রত্যাশিত দেখাসাক্ষাতের ফলে এবং অস্বাভাবিক ঘটনাবলী নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে এমন একটি মনোহর পরিবেশের সৃষ্টি হলো যা থেকে মনে হলো তাঁরা যে কোনোদিনই পরস্পরকে ভালোবাসতেন না সেকথা তাঁরা একেবারে ভুলে গিয়েছেন। দুজনেই দুজনকে গভীরভাবে বিচলিত দেখলেন। একটি সত্যিকারের কমনীয়তাকে ঢেকে দিল একটি পরম বিভ্রান্তি। চোখের জলে দুজন আলিঙ্গন করলেন দুজনকে। তাঁদের মধ্যে যে হৃদ্যতা আর অকপট আচরণ দেখা গেল সে জিনিসটি প্রাসাদের মধ্যে কোনো দিন দেখা যেত না।

ফিনিক্সের কথা আলদিয়ার মনে পড়লো, মনে পড়লো পরিচারিকা ইরলার কথা। তিনি তাঁর বোনকে উপহার দিলেন কালো চামড়া ; আর তাঁর বোন তাঁকে উপহার দিলেন হীরামুক্তা। দুজন রাজার মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করলেন। সাধারণ মানুষদের দুঃখদুর্দশা নিয়ে অনুশোচনা করলেন তাঁরা। দুজন সৎ মানুষ যে মতবিরোধকে এক ঘণ্টায় সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারেন সেই মতবিরোধের মোকাবিলায় পরস্পরের গলা কাটার জন্যে এই সব রাজারা সাধারণ মানুষদের ঠেলে দেয়। কিন্তু তাঁদের আলোচনার আসল বিষয়টা ছিল সেই সুন্দর আগন্তুক যিনি সিংহদের পরাজিত করেছিলেন, বিশ্বের সব চেয়ে বড় হীরে উপহার দিয়েছিলেন, যিনি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন, এবং কালো পাখিটির দেওয়া সংবাদে বর্তমানে যিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

আলদিয়া বললেন : সে আমার ভাই।

ফরমোসান্তা চিৎকার করে বললেন : সে আমার প্রেমিক। তুমি নিশ্চয় তাকে দেখেছ। সে কি এখনও এখানে আছে ? কারণ বোন, সে যে তোমার ভাই

তা সে জানে। চীনের সম্রাটকে ছেড়ে সে যেমন ভাবে হঠাৎ চলে এসেছিল সেই ভাবে তোমাকে ছেড়ে সে নিশ্চয় চলে যেতে পারে না।

'তাকে আমি দেখেছি কি না জিজ্ঞাসা করছ? হায় ঈশ্বর! হ্যাঁ; সে আমার সঙ্গে পুরো চারটে দিন কাটিয়েছে। হায় বোন, আমার সেই ভাইকে দেখে সত্যি বড় কষ্ট হয়। একটা মিথ্যা সংবাদ তাকে একেবারে উন্মাদ ক'রে দিয়েছে। কোথায় সে যাবে সেবিষয়ে কিছু না জেনেই সে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এত দুঃখ পেয়েছে যে সারা সিদিয়ার মধ্যে যে সব চেয়ে সুন্দরী এমন একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রেমকেও সে গ্রহণ করে নি। ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখো। একটা চিঠি লিখে রেখে গতকাল এখান থেকে চলে গিয়েছে সে। সেই চিঠি প'ড়ে মেয়েটি তো একেবারে উন্মাদিনী। আর তার কথা যদি বলতো, সে কিমেরিয়াদের দেশ দেখতে চলে গিয়েছে।

এই শুনে চিৎকার করে উঠলেন ফরমোসানতো ঃ ঈশ্বর! ঈশ্বর! আমার কপালে আর একটা ব্যর্থতা! আমার এত সৌভাগ্য যে আমি তা আশা করতে পারি নি। আমি যা আশা করতে পারি নি তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্য আমাকে গ্রাস করেছে। সেই সুন্দর লিপিটি আমাকে এনে দাও। সে যে আত্মত্যাগগুলি করেছে সেগুলির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে আমি বেরিয়ে পড়ি। বিদায় বোন! আমাজন আছে কিমেরিয়ার বাসিন্দাদের মধ্যে; তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উড়ে যাব আমি।

আলদিয়া দেখলেন যে তাঁর বোন রাজকুমারী ফরমোসানতার মাথা তাঁর সম্পর্কিত ভাই আমাজনের মাথার চেয়েও বেশী গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু সিদিয়ার রাজাকে বিয়ে করার জন্যে ব্যাবিলনের আনন্দ আর প্রাচুর্যকে বর্জন করার পরে প্রেমের মহামারীর ছোঁয়াচ কী অনিষ্ট করতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি বেশ কিছুটা অবহিত হয়েছিলেন; ফলে, তাঁর উত্তেজনাও প্রশমিত হয়েছিল, কিছুটা বিজ্ঞ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রেমসঞ্জাত মূর্খতার ফলগুলির সম্বন্ধে মহিলারা চিরকালই আগ্রহশীলা। সেইজন্যে ফরমোসানতার দুঃখে তিনি সহানুভূতি জানালেন; তাঁর যাত্রা যাতে শুভ হয় সেই কামনা করলেন; এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে দুর্ভাগ্য-বশত তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় তাহলে তিনি এই প্রেমের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবেন।

৬

ব্যাবিলনের রাজকুমারী তাঁর ফিনিক্স পাখিটিকে নিয়ে অনতিবিলম্বেই কিমেরিয়ায় পেঁাছে গেলেন। এই দেশটির জনসংখ্যা অবশ্য চীনের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক কমই ছিল, কিন্তু এর আয়তন ছিল চীনের আয়তনের দ্বিগুণ। আগেকার দিনে

এর অবস্থা ছিল সিদিয়ার মতই ; কিন্তু তারপর থেকে যে সব দেশ অন্য দেশগুলির আদর্শ হিসাবে গর্ব করে এই দেশটিও তাদের মতই নানাদিক থেকে বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল।

কয়েকটি দিনের মধ্যেই রাজকুমারী বিরাট একটি শহরে প্রবেশ করলেন। সেই সময় যে সাম্রাজ্ঞীটি রাজত্ব করছিলেন তাঁরই দৌলতে সেই দেশটি সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। সেই সময় সাম্রাজ্ঞী নিজে শহরে ছিলেন না ; তাঁর সাম্রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যটি বিস্তৃত ছিল ইয়োরোপের প্রান্তদেশগুলি থেকে এশিয়া মহাদেশের ধার পর্যন্ত। তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তাঁর প্রজাদের অভাব-অভিযোগগুলির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'তে, তাদের দুঃখদুর্দশা কিভাবে দূর করা যায় তার ব্যবস্থা করতে, এবং চারপাশে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে।

ব্যাবিলনের রাজকুমারী আর তাঁর 'ফিনিক্সের আগমন বার্তা শোনার সংগে-সংগে, সেই প্রাচীন শহরের একজন প্রথম সারির রাজকর্মচারী, পেশায় তিনি ছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন। সে দেশে ওই রকম বড় সম্মান আর কাউকেই দেখানো হতো না। তাঁর সাম্রাজ্ঞী ছিলেন বিশ্বের সব চেয়ে নম্র এবং উদারচরিত্রের মহিলা। নিজে উপস্থিত থাকলে এই রকম মহাসম্মানিতা রাজকুমারীকে তিনি যে রকম শ্রদ্ধা আর সম্মান নিবেদন করতেন ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও যে সেই শ্রদ্ধা আর সম্মান তাঁকে জানাতে পেরেছেন সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েই তিনি অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করেছিলেন।

রাজকুমারীকে রাজপ্রাসাদে থাকতে দেওয়া হলো। তাঁকে দেখার জন্যে যে উৎসুক জনতা সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছিল বিতাড়িত করা হলো তাদের। তারপরে, বিরাট আড়ম্বর আর শালীনতার সংগে আপ্যায়িত করা হলো তাঁকে। ওখানকার একজন অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজপুরুষ ছিল দক্ষ প্রকৃতিবিজ্ঞানী। রাজকুমারী যখন তাঁর বিশ্রামকক্ষে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন সেই সব ফিনিক্সের সংগে আলাপ ক'রে নিজের চিত্তবিনোদন করছিলেন তিনি। ফিনিক্স বলল যে আগেই তাঁদের দেশটি সে বেড়িয়ে গিয়েছিল ; অন্যথায়, সেই দেশটিকে আবার সে চিনতে পারত না।

সে বলল : এই এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হল কেমন ক'রে ? প্রায় তিনশ বছর আগে এখানে আমি এসেছিলাম। তখন জায়গাটাকে আমি বন্য প্রকৃতির আর হিংস্র জীবজন্তুর বাসভূমি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি নি। কিন্তু এখন দেখছি এখানে গড়ে উঠেছে কলকারখানা, ললিতকলার চর্চা, জাঁকজমক ; দেখছি মানুষে হয়েছে বেশ সংস্কৃতিবান আর বিনয়ী।

সেই রাজপুরুষটি উত্তর দিলেন : 'এই বিরাট বিপ্লব শুরু করেছিলেন একটিমাত্র

পুরুষ ; সেটিকে এখন নিখুঁত পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন একটিমাত্র মহিলা। মিশরীয়দের দেবতা ইসিসের চেয়ে বিধানরচনায় এই মহিলাটির দক্ষতা অনেক বেশী, গ্রীকদের দেবতা সিরিসের চেয়েও অনেক বেশী কৃতিত্ব ইনি অর্জন করেছেন ভূমিজ সম্পদকে মানুষের কাজে লাগাতে। দেশশাসনের ব্যাপারে রাজারা সাধারণত যে সংকীর্ণ প্রতিভা আর যথেচ্ছাচারের মনোবৃত্তি দেখান তাই দেখে অনেক সংবিধান রচয়িতার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই সব রাজারা কেবল নিজেদের কথাটাই ভাবতেন ; এবং এই বিশ্বে আর যে কোনো মানুষ রয়েছে সে-চিন্তা তাদের মনে আদৌ স্থান পেত না ; অথবা, তাঁদের মনে হতো, বাকি মানুষদের সঙ্গে শত্রুতা করাই তাঁদের কর্তব্য। কেবলমাত্র নিজেদের সুখসুবিধার জন্যেই তাঁরা তৈরি করেছিলেন প্রতিষ্ঠান, সৃষ্টি করেছিলেন নানান রকম প্রথা, আচার অনুষ্ঠানের, এবং নিয়ে এসেছিলেন ধর্ম। যেমন মিশরীয়দের কথা ধরা যাক। ওই সব স্তূপাকার পাহাড়কুঁচির দৌলতে বিশ্বে তারা আজ বিখ্যাত হয়েছে। হিংস্র, বর্বর কুসংস্কার-গুলি নিয়ে নিজেদের তারা অসম্মানিত করেছে, আর সেইসঙ্গে করেছে উন্মত্ত। অশ্লীল আর অপবিত্র ব'লে অন্য দেশগুলিকে ঘৃণা করেছে তারা। সেই সব দেশ-গুলির সঙ্গে কোনোরকম মেলামেশা করাটাকেই তারা অপমানজনক ব'লে মনে করে। রাজপ্রাসাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এমন দু-একজন মানুষই কেবল মাঝে-মাঝে অসভ্য প্রথাগুলির ওপরে উঠতে পেরেছেন। তা ছাড়া, এমন একজন মানুষও সেখানে নেই যে অপরিচিত মানুষদের ব্যবহৃত কোনো পাত্র থেকে খাবার তুলে খেতে পারে। তাদের যারা পুরোহিত তারাও সেই একই রকম নিষ্ঠুর ; তাদের ব্যবহারও সাধারণ মানুষদের আচার আচরণের চেয়ে কম হাস্যকর নয়। এর চেয়ে একেবারে কোনো আইন না থাকা অনেক ভালো। সমাজের বুকে এই রকম আতিথ্যবিমুখ প্রতিষ্ঠানগুলি চাপিয়ে দেওয়ার চেয়ে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের যে ধারণাগুলির ছাপ মেরে দিয়েছে সেগুলিকে অনুসরণ করা অনেক ভালো।

'এবিষয়ে আমাদের সাম্রাজ্ঞী একেবারে অন্যপথের পথিক। তাঁর সাম্রাজ্য বিরাট। তার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত জাতির আর সংস্কৃতির মানুষেরা বসবাস করে। তিনি মনে করেন তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্যগুলির অন্তর্গত প্রত্যেকটি জাতি অন্যান্য জাতিগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকবে। তাঁর রচিত আইনগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রথম আর মৌলিক আইন হচ্ছে এই যে সব মানুষকে মেনে নিতে হবে অসীম করুণা আর সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ন। সেই দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে পুজার ধর্মীয় পুজা-আরাধনার রীতি বিভিন্ন হলেও, মানুষের নীতিবোধ সর্বত্র-ই এক। এই নীতির বলে, বিশ্বের সব জাতির মানুষদের সঙ্গে নিজের প্রজাদের তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন ; এবং তারই ফলে, কিমেরার অধিবাসীরা অনতিবিলম্বেই স্ক্যানডিনেভিয়া

আর চীনদেশের মানুষদের তাদের ভ্রাতৃস্থানীয় ব'লে মনে করবে। কেবল এতেই তিনি সন্তুষ্ট নয়। তিনি সংকল্প করেছেন যে মানবসমাজের যেটি সব চেয়ে শক্ত বাঁধন সেই মহামূল্য পরধর্মসহিষ্ণুতার মূলটিকে তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রোথিত করবেন তিনি। এই সব নীতিগুলি পালন করার জন্যেই, 'তাঁর রাজ্যের জননী' এই আখ্যায় তিনি ভূষিতা হয়েছেন; এবং এই নীতিগুলিকে যদি চেষ্টা ক'রে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন তাহলে 'মানবজাতির উপকারী বন্ধু' হিসাবে অভিহিতা হবেন তিনি।

'তাঁর আগে যে সব পুরুষেরা রাজত্ব করতেন দুর্ভাগ্যবশত তাঁরা এমন সব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন যাদের বলে অপরিচিত দেশগুলিকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করার জন্যে, আর তাঁদের পিতৃপুরুষদের দেশকে পরাজিত দেশের মানুষের রক্তে ভিজিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁরা হাজার হাজার নরঘাতকদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব নরঘাতকদের বলা হতো 'বীর যোদ্ধা'; আর তাদের লুণ্ঠনকে বলা হতো গৌরবজনক কার্য। কিন্তু আমাদের সাম্রাজ্ঞী আর এক রকম গৌরবের অধিকারিনী। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীদের পাঠিয়েছেন শান্তির দূত হিসাবে; তাদের কাজ যে কেবল ধ্বংসকামীদের অত্যাচার বন্ধ করাই ছিল তা নয়; পরস্পরের সাহায্যকারী হিসাবে নিজেদের তারা যাতে মনে ক'রে সেই চিন্তায় তাদের উদ্বুদ্ধ করা-ও। তাঁর পতাকাগুলি হচ্ছে বিশ্বশান্তির প্রতীক।'

এই ভদ্র অভিজাত মানুষটির কথা শুনে ফিনিক্স খুবই মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলল যে এই পৃথিবীতে সে কুড়ি হাজার ন'শ বছর সাত মাস বাস করেছে; কিন্তু এরকমটি আর কোথাও সে দেখেনি। তারপরে সে তার বন্ধু আমাজনের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলে। চীনের সম্রাট আর সিদিয়ানবাসীদের রাজকুমারী এই বিষয়ে যে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন এখানেও তার চেয়ে বেশী কিছু তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না। আমাজন তাঁর আচরণটি এখানেও যথাযথভাবে পালন করেছেন; অর্থাৎ যে রাজদরবারেই কোনো মহিলা তাঁর কাছে এমনভাবে প্রেম নিবেদন করার ফলে মানবসুলভ দুর্বলতার খিন্দুমাত্র সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তাঁর থাকতো সেখান থেকেই অতি দ্রুত তিনি পালিয়ে গিয়েছেন। আমাজনের গভীর প্রেমের এই তাজা নিদর্শনটি ফিনিক্স অনতিবিলম্বেই রাজকুমারীর নজরে নিয়ে গেল। এই প্রেমটি খুবই বিস্ময়কর; কারণ, রাজকুমারী যে কোনো দিন তাঁর সেই প্রেমের কথা জানতে পারবেন সেকথা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

আমাজন যাত্রা করেছিলেন স্ক্যানডিনেভিয়ার পথে। সেখানে যেসব ব্যাপার তিনি দেখলেন সেগুলি আরও বিস্ময়কর। এখানে তিনি দেখলেন, যা অন্য দেশ-গুলিকে একেবারে কল্পনার বাইরে, রাজতন্ত্র আর স্বাধীনতা একেবারে পাশাপাশি বিরাজ করছে। মাটি যারা চষে সেই সব শ্রমিকরা, আর সেদেশের অভিজাত

সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা আইনসভায় পাশাপাশি বসে রয়েছে; আর যুবক রাজকুমার তাঁর দেশবাসীদের এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে একটি সত্যিকার স্বাধীন জাতিকে শাসন করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করবেন। এইটাই সেখানকার সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা যে, এই রাজকুমারের যৌবন কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছিল; সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। অতিরিক্ত হিসাবে ছিল তাঁর দেশকে শাসন করার সার্বভৌম ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন সাধারণ মানুষদের সঙ্গে একটি পবিত্র চুক্তির মাধ্যমে।

সারমাতিয়ার সিংহাসনে আমাজন একজন দার্শনিককে দেখলেন। তাঁকে এক হিসাবে অরাজকতার সম্রাট বলা যেতে পারে; কারণ, এক লক্ষ ক্ষুদে রাজাদের নেতা ছিলেন তিনি। তাঁদের মধ্যে যে কোনো একজনই বাকি সকলের প্রস্তাবকে নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখতো। প্রজাদের বিভিন্ন মতগুলিকে সমঝোতায় আনার জন্যে এই রাজাকে যত ঝামেলা পোয়াতে হতো ইতালী আর সিসিলীর মাঝামাঝি দ্বীপ-গুলির বাসিন্দা পবনদেবতা ঈয়লাসুকে যুধ্যমান বায়ুগুলিকে সংযত রাখার জন্যে তত ঝামেলা পোয়াতে হতো না। অবিরাম ঝড়ের ঝাপটায় টালমাটাল খাওয়া জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি চমৎকার অধিনায়ক হওয়ার ফলে সেই জাহাজ চড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়নি।

নানান দেশ ঘুরে বেড়ালেন আমাজন। সেই দেশগুলি তাঁর নিজের দেশ থেকে কতই না প্রভেদ! মিশরের রাজাকে রাজকুমারী ফরমোসানতা যে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন তার জন্যে যথেষ্ট বিভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই সব দেশগুলিতে যেসব মহিলারা তাঁকে প্রেমনিবেদন করেছিলেন তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। অবিচলিত প্রেম আর অননুকরণীয় অনুরক্তির একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তিনি রাজকুমারীর কাছে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

ফিনিক্সকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাবিলনের রাজকুমারী তাঁর খুবই পেছনে-পেছনে ছুটছিলেন। একদিন, কি, বড় জোর দুদিনের জন্যে তাঁকে ধরতে পারছিলেন না। একজন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অক্লান্তভাবে, আর একজন তাঁর পেছনে ধাওয়া করার জন্যে এক মুহূর্তও নষ্ট করছিলেন না।

এইভাবে তাঁরা জার্মানীর বিরাট দেশটি পরিভ্রমণ করলেন। উত্তরাঞ্চলে যুক্তি আর দর্শন যে উন্নতি করেছে তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এমন কি সেই সব অঞ্চলের রাজকুমাররাও শিক্ষিত; চিন্তার স্বাধীনতাকে তাঁরাও বেশ উৎসাহ দিয়েছেন। স্বার্থের খাতিরে তাঁদের যাঁরা প্রতারণা করতেন, অথবা, নিজেরাই যাঁরা প্রতারিত হয়েছিলেন এমন সব মানুষদের ওপরে রাজকুমারদের শিক্ষার ভার দেওয়া হতো না। বিশ্বজনীন নীতিবোধের জ্ঞানে তাঁদের মানুষ করা হয়েছিল; শেখানো হয়েছিল কুসংস্কারকে ঘৃণা করতে। দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলিকে যে নির্বোধ দেশাচার দুর্বল

এবং ধ্বংস ক'রে ফেলেছিল সেইগুলিকে তাঁদের দেশগুলি থেকে নির্বাসিত করেছিলেন তাঁরা। এই কথাটি তাঁরা সুসম্পন্ন করেছিলেন অসংখ্য পুরুষ আর মহিলাদের সংখ্যাতীত কারাগারের মধ্যে জীবন্ত কবর দিয়ে। ফলে সেই সব নারীপুরুষ পরস্পরের কাছ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল তারা। পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে নিষ্ঠুরতম যুদ্ধ যা করে এই উন্মত্ততাও সেই একই কাজ করেছিল।

উত্তরাঞ্চলের রাজপুত্রেরা অবশেষে এই সত্য বুঝতে পেরেছিলেন যে ভালো জাতের ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধি করতে হলে সবচেয়ে উঁচু জাতের পাল ধরানো ঘোড়াদের ঘোটকীদের কাছ থেকে পৃথক ক'রে রাখলে চলবে না। অন্য যে সব ভুলগুলি একই রকমের উদ্ভট আর অপকারী ছিল সেগুলিকেও তাঁরা প্রকাশ্যে ফাঁস করে দিলেন। এক কথায় ওই সব বিরাট বিরাট অঞ্চলগুলিতে তাঁদের যুক্তিগুলিকে কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানোর সাহস অবশেষে তাঁদের হয়েছিল। আর সেই সময়ে অন্যান্য অঞ্চলের সর্বত্র মানুষে বিশ্বাস করত যে মানুষ যতটা অজ্ঞ সেই অনুপাতে ছাড়া তাদের শাসন করা যায় না।

জার্মানী থেকে আমাজন পেঁছিলেন বাটাভিয়াতে। সেখানকার মানুষদের মধ্যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাঁর সুখী দেশবাসীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে তাঁর এত দিনকার একটানা দুঃখ অনেকটা প্রশমিত হলো। স্বাধীনতা, সম্পত্তি, সাম্য, প্রাচুর্য এবং সহিষ্ণুতা বলতে কী বোঝায় তা তিনি সেখানে দেখতে পেলেন। কিন্তু সেখানকার মহিলারা এতই উদাসীন যে তাদের কেউ তাঁর দিকে প্রেমের কটাক্ষ নিক্ষেপ করল না। এ জিনিসটা আগে কোনো দিন তাঁর চোখে পড়ে নি। কথাটা সত্যি যে তাদের দিকে একবার তিনি যদি ইশারা করতেন তাহলে একের পর এক ক'রে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করত তারা; যদিও তাদের কেউ তাঁকে এতটুকু ভালোবাসত না; কিন্তু নারীজয়ের বাসনা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না।

এই প্রাণহীন দেশে ফরমোসানতা আর একটু হলে আমাজনকে ধরে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি সে-দেশে গিয়ে পেঁছানোর এক মুহূর্ত আগেই আমাজন সেই দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বাটাভিয়ার অধিবাসীদের কাছে একটি দ্বীপের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলেন আমাজন। সেই দ্বীপটির নাম অ্যালবিয়ন। সেই জন্যে তাঁর কিংবদন্তীর শিংওয়ালা ঘোড়াগুলিকে নিয়ে তিনি ঠিক করলেন একটি জাহাজে চাপবেন। অনুকূল উত্তরে বাতাসে সেই জাহাজটি চারদিনে সেই বিখ্যাত দেশটিতে তাঁকে পেঁছে দিলে। তায়ার, এমন কি, আটল্যানতিক মহাসাগরের বুকে যে দ্বীপগুলি রয়েছে তাদের চেয়েও সেই দেশটি বিখ্যাত ছিল।

সুন্দরী ফরমোসানতা ভলগা, ভিসটুলা, এলব এবং ওয়েসের-এর তীরগুলি

পর্যন্ত আমাজনের পিছু পিছু ঘুরেছিলেন। অবশেষে তিনি পৌঁছলেন রাইন নদীর ধারে—এইখানে রাইন নদীর জলগুলি জার্মান সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

এইখানে গিয়ে তিনি শুনেলেন তাঁর প্রেমিক আমাজনের জাহাজ সেইমাত্র অ্যালবিয়নের দিকে যাত্রা করেছে। তাঁর মনে হলো যে-জাহাজে চড়ে আমাজন যাচ্ছিলেন সেই জাহাজটিকে তিনি দেখতে পেয়েছেন। এই দেখে আনন্দে চিৎকার না ক'রে তিনি পারেন নি। এই দেখে বাটাভিয়ার সুন্দরীরা অবাক হয়ে গেল। একজন যুবক যে কেমন ক'রে একটি নারীর মধ্যে এতটা উচ্ছ্বাস জাগাতে পারে তা তারা ভাবতে পারল না। ফিনিক্সের সম্বন্ধেও তাদের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; কারণ, তারা মনে করত তাদের নিজেদের পাতিহাঁস বা অন্যান্য জল-মুরগীদের পালক বিক্রী ক'রে যে দাম পাওয়া যাবে ফিনিক্সের পালক বিক্রী করে ততটা দাম পাওয়া যাবে না। তাঁকে আর তাঁর দলবলকে সেই সুখের দ্বীপটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাবিলনের রাজকুমারী দুটি জাহাজ ভাড়া করলেন। সেইখানেই পৌঁছলেই তাঁর আকাঙ্ক্ষার মানুষটিকে, তাঁর জীবনের আত্মাটিকে, এবং তাঁর হৃদয়ের দেবতাকে তিনি পাবেন।

ঠিক যে সময় সেই বিশ্বাসী আর অসুখী আমাজন অ্যালবিয়ন উপকূলে নামলেন ঠিক সেই সময় পশ্চিম থেকে হঠাৎ একটা প্রতিকূল বাতাস উঠলো এবং ব্যাবিলনের রাজকুমারীর জাহাজগুলিকে আটকে দিলে। তখনই তাঁরা জাহাজে ওঠার তোড়জোড় করছিলেন। এই দেখে মনের যন্ত্রণা, ভীষণ দুঃখ, এবং ততোধিক বিষাদে রাজকুমারী শয্যাশায়িনী হলেন। বাতাসের গতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন বিছানা ছেড়ে আর উঠবেন না। কিন্তু পুরো আটদিন ধরে সমানে সেই বাতাস প্রবল প্রতাপে বয়ে গেল। সেই আটদিন তিনি তাঁর নিজস্ব পরিচারিকা ইরলাকে নির্দেশ দিলেন তাঁকে প্রেমের উপন্যাস পড়ে শোনাতে। সেই উপন্যাসগুলি অবশ্য বাটাভিয়ার কোনো লেখক লেখেন নি। কিন্তু সেগুলির আমদানি হয়েছিল বিশ্বের অন্য প্রান্ত থেকে। সেগুলির মধ্যে ছিল সেই সব দেশের বুদ্ধি আর অন্যান্য বস্তুতে বোঝাই হয়ে। পুস্তক বিক্রেতা মার্ক মাইকেল রে-র দোকান থেকে সেই গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই সব উপন্যাসগুলি লেখা হয়েছিল অসোনিয়া আর ওয়েলচিতে। প্রতিবেশী বাটাভিয়াকে ধনী করার জন্যে খুবই বিজ্ঞতার সঙ্গে সেই উপন্যাসগুলি সে-সব দেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন সেই সব উপন্যাসের নায়িকারা তাঁরই মত দুঃসাহসিনী হবেন। তার ফলে, তাঁর দুঃখ হয়ত কিছুটা কমবে। পরিচারিকা সেই বইগুলি পড়ে শোনালো তাঁকে, ফিনিক্স তাঁর ওপরে উপদেশ বর্ষণ করল। কিন্তু রাজকুমারী উপন্যাসগুলির মধ্যে এমন কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা দেখলেন না যার সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র সাদৃশ্য

রয়েছে। তাই ঝড়ের অবস্থা কেমন জিজ্ঞাসা করতে বার বার পড়ায় বাধা সৃষ্টি করলেন তিনি।

ইতিমধ্যে আমাজন তাঁর ছটি শিংওয়ালা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে অ্যালবিয়নের রাজধানীর পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। প্রিয় রাজকুমারীর কথা একাগ্র মনে ভাবতে-ভাবতে চলেছেন তিনি। কিছুটা দূরে গিয়ে তিনি দেখলেন একটা গাড়ী খানার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। লোকজনের সন্ধানে তাঁর চাকর-বাকররা নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু গাড়ীর মালিকটি মুখে একটা পাইপ নিয়ে সেই ওলটানো গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছেন। তখনকার দিনে ধূমপান করা মানুষের একটা অভ্যাস ছিল। বিন্দুমাত্র অধৈর্য না দেখিয়ে তিনি গভীর প্রশান্তি নিয়ে পাইপ টানছিলেন। তাঁর নাম হচ্ছে 'প্রভু তার-পর'। যে ভাষা থেকে আমি এই নামটি গ্রহণ করেছি সেই ভাষাতে তাঁকে এই নামেই ডাকা হতো।

তাঁকে সাহায্য করার জন্যে আমাজন খুব তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেলেন, অন্য মানুষদের চেয়ে তাঁর শক্তি এত বেশি ছিল যে একটা হাত দিয়েই গাড়ীটাকে তিনি যথাস্থানে নিয়ে এসে দাঁড় করালেন। এই উপকারের প্রতি যথোচিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেই 'প্রভু তার-পর' তাঁর সম্বন্ধে কেবল মন্তব্য করলেন: 'বেশ শক্ত জোয়ান—ঈশ্বর··· !

ইতিমধ্যে দেহাতী লোকেরা সেখানে এসে হাজির হয়েছে। তাদের কোনো কাজ নেই দেখে তারা চটে ব্যোম হয়ে গেল; তারপরে আগন্তুকের দিকে মারমুখী হয়ে ধাওয়া করল তারা। তারা তাঁকে গালাগালি দিলে, বিদেশী কুকুর বলে ডাকলে তাঁকে, এবং যুদ্ধং দেহী ভংগীতে রুখে দাঁড়াল তারা।

তাদের হাত থেকে একটি ছড়ি কেড়ে নিয়ে তিনি তাঁর কাছ থেকে কুড়ি পা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এই দেখে বাকি যারা ছিল তারা তাদের মাথার টুপী খুলে ফেললো, এবং বিশেষ সম্মান দেখিয়ে তাঁকে তাদের সংগে মদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানাল। তারা জীবনে যা দেখেনি তার চেয়ে অনেক অর্থ তিনি তাদের দিলেন। আমাদের 'প্রভু তার-পর' এই দেখে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালেন, এবং খাওয়ার জন্যে তাঁর নিজের বাড়ীতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের 'প্রভু'র বাড়ীটি ছিল শহরতলীতে—সেখান থেকে তিন মাইল দূরে। তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। দুর্ঘটনায় নিজের গাড়ীটি অকেজো হওয়ার ফলে আমাদের 'প্রভু' আমাজনের গাড়ীতেই নিজের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন।

মিনিট পনের চুপচাপ থাকার পরে, আমাদের 'প্রভু তার-পর' একবার মাত্র আমাজনের দিকে তাকিয়ে বললেন—'হাউ ডু ই ডু [How d'ye do]। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে ইংরিজি ভাষায় এই বাক্যটির কোনো অর্থ নেই। তারপরে

তিনি বললেন : 'আপনার ছটি চমৎকার শিংওয়ালা ঘোড়া আছে দেখছি।' এই কথা বলে চুপচাপ বসে যথারীতি তিনি ধূমপান করতে লাগলেন।

আমাদের পরিব্রাজক তাঁকে বললেন, তাঁর ঘোড়াগুলি তিনি প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। তিনি যে সেগুলিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার সংলগ্ন একটি দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেকথাও আমাদের প্রভুকে জানালেন তিনি। তারপর, ব্যাবিলনের রাজকুমারীর সঙ্গে তার যে প্রেমঘটিত একটা ব্যাপার ঘটেছে এবং রাজকুমারী যে দুর্ভাগ্যবশত মিশরের রাজাকে চুমু খেয়েছেন সেসব কথাও এক সময়ে আমাজন তাঁকে বললেন। এই সব কথা শুনে সেই ভদ্রলোক কোনো মন্তব্য করলেন না; বিরাট একটা ঔদাসীন্য নিয়ে বসে রইলেন তিনি। তাঁকে দেখে মনে হলো মিশরের রাজা বলে কোনো রাজা অথবা ব্যাবিলনের রাজকুমারীর মত কোনো রাজকুমারী পৃথিবীতে আছেন কিনা সে-সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আরও পনের মিনিট তিনি নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। তারপরে তিনি তাঁর সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন আবহাওয়াটা কেমন লাগছে তাঁর, এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় ভালো 'রোস্ট' করা গরুর মাংস পাওয়া যায় কি না। আমাজন তাঁর স্বভাবজাত বিনয়ের সঙ্গে বললেন যে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা তাদের ভাইবোনেদের মাংস খান না। পাইথাগোরাস যে দর্শনটি বহু যুগ পরে প্রচার করেছিলেন সেইটি বিস্তারিতভাবে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করলেন আমাজন। তাঁর এই ব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে আমাদের 'প্রভু' ঘুমিয়ে পড়লেন; এবং এক ঘুমেই নিজের বাড়ীর দরজার কাছে পেঁাছে গেলেন তিনি।

আমাদের 'প্রভুর' খুবই লাবন্যময়ী একটি যুবতী স্ত্রী ছিলেন; তাঁর স্বামীটি ছিলেন অতি মাত্রায় বেরসিক, এবং যাকে বলা হয়—গর্দভ; কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে প্রকৃতি অজস্র সম্পদ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রাণটি ছিল উজ্জ্বল; সাধারণ জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। ওখানকার আরও কয়েকজন ভদ্রলোক সেদিন তাঁদের বাসায় এসেছিলেন নিমন্ত্রণ খেতে। অতিথিদের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন; কারণ এই দেশটি সব সময়েই প্রায় বিদেশীদের পদানত ছিল। তার ফলে, যাঁরা তাঁদের রাজাদের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা নানান রকম আচার-আচরণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন সেই দেশে। এই দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন অতিমাত্রায় অমায়িক প্রকৃতির, কারও কারও ছিল প্রদীপ্ত মেধা; আর সামান্য কিছু মানুষ ছিলেন যাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল খুবই গভীর।

গৃহকর্ত্রীর কিন্তু ওই ধরনের কুৎসিৎ কোনো কৃত্রিম দম্ভ ছিল না। যে কৃত্রিম বিনয় দেখানোর জন্যে অ্যালবিয়ন রাজ্যের তদানিন্তন যুবতীদের নিন্দা করা হতো সে রকম কোনো অপগুণ তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি। তাঁর মধ্যে বিদগ্ধ চিন্তার অভাব ছিল সত্যি কথা; কিন্তু একটা ঘৃণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অথবা

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের আড়ালে তাঁর সেই অর্বাচীনতাকে তিনি ঢেকে রাখতেন না ; এবং তাঁর কিছুই বলার নেই এই কথা বলে বিনয় দেখিয়ে কাউকে তিনি বিব্রত করতেন না। তাঁর মত চিত্তাকর্ষক মহিলা আর কোথাও দেখা যায় নি। তাঁর স্বভাব-সুলভ নম্রতা আর কমনীয়তার সঙ্গেই আমাজনকে তিনি স্বাগত জানালেন। এই যুবক অতিথিটির অদ্ভুত সৌন্দর্যের সঙ্গে তাঁর স্বামীর দেহটিকে হঠাৎ তুলনা না ক'রে তিনি পারলেন না। এতেই বোঝা যায় তাঁর আচরণটি খুবই যুৎসই হয়েছিল।

খাওয়ার সময় আমাজনকে তাঁর নিজের পাশে বসালেন তিনি ; এবং ময়দা, দুধ, ডিম দিয়ে তৈরি নানান জাতীয় নরম খাবারগুলি স্বহস্তে তিনি তাঁকে পরিবেশন করলেন ; কারণ আমাজন নিজেই তাঁকে বলেছিলেন যে দেবতাদের কাছ থেকে যারা স্বর্গীয় জীবন লাভ করেছে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী তাদের মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে না। তাঁর সৌন্দর্য, শক্তি, গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসীদের আচার-আচরণ, ললিতকলার অগ্রগতি, ধর্ম এবং শাসনব্যবস্থা নিয়ে খাওয়ার সময়ে নানান আলোচনা হলো। সেই আলোচনা করতে তাঁদের কেবল ভালোই লাগলো না ; বেশ শিক্ষাপ্রদ বলেও মনে করলেন তাঁরা। এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প-গুজব চলেছিল সেদিন। সেই সময়ে 'আমাদের প্রভু তার-পর' প্রচুর পরিমাণে মদ্যপান ক'রে চুপচাপ বসে রইলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাদের গৃহকর্ত্রী অতিথিদের জন্যে চা ঢালতে লাগলেন। তখনও যুবকটির সুন্দর চেহারার দিকে তাকিয়ে তিনি বেশ তৃপ্তি অনুভব করছিলেন। এমন সময় পার্লামেন্টের একজন সদস্যের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা শুরু হলো। কারণ, তখনও যে সেদেশে Wittenagemot, বা 'বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মজলিস' নামে একটি পার্লামেন্ট ছিল সেকথা সবাই জানে। তাদের শ্রদ্ধেয় শাসনবিধি, আইন, আচার আচরণ, প্রথা, সৈন্যবাহিনী ও কলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাজন প্রশ্ন করলে, পার্লামেন্টের সদস্যটি তাঁকে এই উত্তর দিলেন ঃ

'আমাদের দেশের জল হাওয়া অতিরিক্ত উষ্ণ নয় ; তা সত্ত্বেও, অনেক যুগ আমরা উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সেই রকম তাইবার নদীর জলে সিঞ্চিত প্রাচীন শনিগ্রহের দেশ থেকে যারা আমাদের দেশে এসেছিল তাদের শাসনেও আমরা অনেক দিন ক্রীতদাসের জীবনযাপন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের দেশ যারা প্রথম অধিকার করেছিল তাদের হাতে আমরা যে যন্ত্রণাভোগ করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী যন্ত্রণা আমাদের ভোগ করতে হয়েছে আমাদের নিজেদের অপকর্মের জন্যে। আমাদের একজন রাজকুমার তাঁর কাপুরুষতাকে এত তুঙ্গে চড়িয়ে দিয়েছিলেন যে একটি যাজকের প্রজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করলেন তিনি। সেই যাজকটিও অবশ্য তাইবার নদীর তীরেই বাস করতেন। তাঁকে বলা হতো 'সাত

পাহাড়ের বুড়ো।' ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশেই সেই সময় মানবদেহধারী হিংস্র পশুরা বাস করত। সেই দেশগুলির ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করার দুর্ভাগ্য 'সাত পাহাড়ে'র হয়েছিল।

'সেই সময়কার অপযশ আর নৈতিক অবনতির ভেতর থেকে যে যুগের জন্ম হলো সেটি ছিল হিংস্র আর বিভ্রান্ত। আমাদের দেশটি হচ্ছে আশপাশের সমুদ্রের চেয়েও উদ্দাম। গৃহযুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়েছি আমরা, হয়েছি রক্তাক্ত। আমাদের দেশের অনেক রাজাকে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। আমাদের রাজ-বংশের প্রায় একশজন রাজা বা রাজপুত্রকে ঝুলতে হয়েছে ফাঁসির মঞ্চে। আর তাঁদের অনুচরদের হৃদপিণ্ডগুলি ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাঁদের চোখের সামনে। এক কথায়, আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা করেছে এখানকার জহ্লাদ। কারণ, জহ্লাদই আমাদের সাময়িক ঘটনাগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়েছে।

'কিন্তু সবচেয়ে বড় বিভীষিকা হচ্ছে এই যে এই কিছুদিন আগে, কতগুলি লোক কালো পোশাক পরে, আর কতগুলি মানুষ জ্যাকেটের ওপর কালো শার্ট ঝুলিয়ে, পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে, তাদের পাগলামিটাকে সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিলে। আমাদের দেশ তখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল ঃ একদল চিহ্নিত হলো হত্যাকারী হিসাবে, আর একদলে রইলো যারা তাদের হাতে নিহত হয়েছে তারা, একদল হচ্ছে জহ্লাদ, আর একদল হচ্ছে তাদের হাতে যারা নাস্তানাবুদ হলো তারা; একদল হলো লুণ্ঠনকারী, আর একদল হলো ক্রীতদাস; এবং সবাই যা করার করে গেল ঈশ্বরের নামে এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে অন্বেষণের চেষ্টায়।

'কে ভাবতে পেরেছিল যে এই ভয়ংকর নরককুণ্ড থেকে, এই নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞতা, এবং ধর্মোন্মত্ততা থেকে অবশেষে বর্তমান বিশ্বের মধ্যে, বলা যেতে পারে, একটি নিখুঁৎ সরকার গড়ে উঠবে? কিন্তু তাই হয়েছে। একটি স্বাধীন, যুদ্ধবাজ, বেনেবুদ্ধিসম্পন্ন, বিদগ্ধ জাতির সিংহাসনে বসে আছেন এমন একজন সম্মানিত এবং ধনবান রাজপুত্র যাঁর ভালো বা মন্দ কিছু করারই কোনো ক্ষমতা নেই। একদিকে অভিজাত সম্প্রদায় আর একদিকে জনপ্রতিনিধিরা রাজার সঙ্গে শাসন ক্ষমতা ভাগ করে নিয়েছেন।

'আমরা দেখেছি রাজারা যখন স্বৈরাচারী ছিলেন সেই সময় অদ্ভুত অদ্ভুত মারাত্মক ঘটনাগুলি ঘটেছে, বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ হয়েছে, অরাজকতার আর বিপর্যয়ের বন্যা নেমেছে; ফলে আমাদের দেশটি পরিণত হয়েছে শ্মশানভূমিতে। কিন্তু আমাদের রাজাদের ক্ষমতা যখন সীমিত করা হলো, আর সেই সীমিত ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা যখন সন্তুষ্ট হলেন তখনই কেবল আমাদের দেশে বিরাজ করতে লাগলো শান্তি, সম্পদ; সুখের মুখ দেখতে পেল মানুষে। আমরা যখন রহস্য নিয়ে বিবাদ-বিশংবাদে মত্ত ছিলাম তখন আমাদের দেশে শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না;

কিন্তু যে মুহূর্তে সেইসব রহস্যগুলি ঝেঁটিয়ে বিদায় করার মত আমাদের সুবুদ্ধি হলো তখনই সেই শৃঙ্খলা আমাদের দেশে আবার ফিরে এল। আমাদের বিজয়ী নৌবহর সমুদ্রের ওপরে আমাদের গৌরব বিস্তার করল ; আমাদের আইনগুলির ফলে আমাদের জীবন আর সম্পদ হলো নিরাপদ ; কোনো বিচারকই এখন আর নিজের ইচ্ছা মত রায় দিতে পারেন না ; এবং কোনো কারণ না দেখিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসারও ক্ষমতা কারও এখন নেই। কোন অপরাধে মানুষ অভিযুক্ত হয়েছে তার উপযুক্ত প্রমাণ না দেখিয়ে এবং আইনের কোন্ সূত্র অনুযায়ী তাঁকে দণ্ড দেওয়া হবে সেসব উল্লেখ না ক'রে কোনো বিচারক যদি কাউকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহলে নরঘাতক বলে তাঁকে আমরা শাস্তি দেব।

'কথাটা সত্যি যে আমাদের দেশে এখন দুটি দল রয়েছে ; তারা সব সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে লিখছে আর ষড়যন্ত্র করে চলেছে ; কিন্তু স্বাধীনতা আর দেশকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার যখনই সময় এসেছে তখনই তারা সব সময় পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই দুটি দলই পরস্পরের কাজের ওপরে লক্ষ্য রেখেছে এবং আইনের ওপরে মানুষের যে পবিত্র আস্থা রয়েছে সেই আস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই জন্যে পরস্পরের সম্বন্ধে সজাগ রয়েছে তারা। পরস্পরকে তারা ঘৃণা করে বটে, কিন্তু দেশকে তারা ভালোবাসে। একই প্রেমিকাকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে নিজেদের যেমন অকপট প্রেম নিবেদন করে এরাও সেই রকম রাজ্যের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেছে।

'যে প্রতিভা থেকে আমরা মানবজাতির স্বাভাবিক অধিকারকে আবিষ্কার আর সমর্থন করেছি সেই প্রতিভা থেকেই মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা বিজ্ঞান সম্পর্কে সাফল্য অর্জন করেছি আমরা। আপনাদের ওই মিশরবাসী যারা বড় কারিগর ব'লে নিজেদের জাহির করে, আপনাদের ভারতবাসী যারা মহান দার্শনিক বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চায়, আপনাদের ওই ব্যাবিলনবাসী যারা চার লক্ষ তিরিশ হাজার বছর ধরে গ্রহনক্ষত্রির আবর্তন লক্ষ্য করেছে বলে বড়াই করে, আপনাদের ওই গ্রীসের অধিবাসী যারা অত লিখেও অত কম কথা বলে এসেছে তারা সকলেই আমাদের মহান আবিষ্কারকদের গ্রন্থ এদেশে যারা অধ্যয়ন করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে কিছু নয়। একশ বছরের মধ্যে আমরা প্রকৃতির যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছি মনুষ্যজাতি একশ হাজার বছরের মধ্যেও তা আবিষ্কার করতে পারে নি।

'আমাদের বর্তমান রাজ্যের এইটিই হচ্ছে সত্যিকার কাহিনী। আমাদের ভালো বা মন্দ আপনার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকিয়ে রাখি নি ; লুকিয়ে রাখিনি আমাদের লজ্জা বা গৌরবের কথা ; এবং কোনোটাকেই আমি বাড়িয়ে বলি নি ;

এই বক্তৃতার পরে, যেসব উঁচু দরের বিজ্ঞানের কথা তাঁর বন্ধুটি বললেন সে

সম্বন্ধে কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা আমাজন জানালেন। যদি ব্যাবিলনের রাজকুমারীর প্রতি তাঁর অত টান না থাকত, যে মাকে তিনি ছেড়ে এসেছিলেন তাঁর প্রতি সন্তানের ভালোবাসা তাঁর যদি অত গভীর না হতো, এবং তাঁর দেশপ্রেম তাঁর বিকৃত মেজাজের বিরুদ্ধে অতটা সোচ্চার যদি না হতো তাহলে তাঁর জীবনের বাকি কটা দিন তিনি হয়ত ওই দেশেই কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু মিশরের রাজাকে রাজকুমারী যে হতভাগ্য চুম্বনটি দিয়েছিলেন সেইটিই তাঁকে এত অশান্ত করে তুলেছিল যে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি জানার দিকে তিনি বিশেষ মনযোগ দিতে পারলেন না।

তিনি বললেন: বিশ্ব পরিক্রমা করার আর নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। শনিগ্রহের সেই প্রাচীন দেশটি, তাইবারের তীরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের এবং সাত পাহাড়—যারা এতদিন আপনাদের ওপরে প্রভুত্ব করেছিল তাদের দেখার জন্যে আমার খুবই কৌতূহল হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর আদি পুরুষ।

অপর ভদ্রলোকটি বললেন: সঙ্গীত আর চিত্রকলার প্রতি আপনার যদি বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকে তাহলে যেমন করেই হোক সেই দেশটি দেখার জন্যে আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি। এই সাত পাহাড়কে দেখার জন্যে এমন কি আমরাও বড় উদগ্রীব হয়ে উঠেছি; কিন্তু আমাদের দেশ যারা জয় করেছিল তাদের বংশধরদের দেখলে আপনি খুবই অবাক হয়ে যাবেন।

অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল; এবং ব্যাপারটা যদিও আমাজনের মাথায় ঠিক ঢুকছিল না তবুও তিনি এমন অমায়িকভাবে কথাবার্তা বললেন, তাঁর স্বরটি এতই সুন্দর ছিল যে, তাঁর প্রতিটি আচার-আচরণ এতই মহৎ আর আকর্ষণীয় ছিল যে তাঁর সঙ্গে নিভৃতে একটু আলাপ করার আনন্দ থেকে গৃহকর্ত্রী নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না। কথা বলতে-বলতে আমাজনের হাতে তিনি একটা মৃদু মোচড় দিলেন; এবং তাঁর সতর্ক আর চকচকে চোখ দুটি দিয়ে তাঁর দিকে এমন চকিত চাহনি হানলেন যে তারই মধ্যে থেকে তাঁর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি বেশ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠলো। রাত্রির ভোজন পর্যন্ত তাঁকে আটকে রাখলেন তিনি, এবং সেই রাত্রিতে তাঁর নিজের বাড়ীতে আমাজনের ঘুমানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টি তাঁর কামনাকে উদ্দীপ্ত করল। সবাই শুয়ে পড়লে তিনি ক্ষুদ্র একটি প্রেমপত্র আমাজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 'আমাদের প্রভু তার-পরে' যখন ঘুমিয়ে পড়বেন সেই সময় আমাজন যে সেই পত্রের ভিত্তিতে তাঁর নৈশ শয্যায় গিয়ে তাঁকে আনন্দ দেবেন সেবিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গৃহকর্ত্রীর সাদর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস আর একবার আমাজনের হয়েছিল। ক্ষুদ্র নির্বুদ্ধিতা মহৎ মানুষের আহত বুকের মধ্যে এই ধরনের অদ্ভুত কাজই করে!

প্রথা অনুসারে অশেষ শ্রদ্ধা সহকারে ভদ্রমহিলাকে যথারীতি তিনি একটি উত্তর পাঠালেন। তিনি তাঁকে তাঁর পবিত্র শপথের কথা জানিয়ে দিলেন; অনার্য আকাঙ্ক্ষা কেমনভাবে জয় করতে হয় ব্যাবিলনের রাজকুমারীকে সেই শিক্ষা দেওয়ার যে কঠোর দায়িত্ব তাঁর রয়েছে সেই কথা মহিলাটিকে সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি। তারপরে, তাঁর সেই কিংবদন্তীর ঘোড়াগুলিকে সাজিয়ে তিনি ব্যাটাভিয়ার দিকে প্রস্থান করলেন; পেছনে ফেলে গেলেন একদল মানুষকে। তাঁরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অপসৃয়মান তাঁর দিকে; আর রেখে গেলেন গভীর নৈরাশ্যে নিমজ্জিতা মহিলাটিকে। দুঃখের জ্বালায় আমাজনের লেখা চিঠিটি তিনি ভুল করে বাইরে ফেলে রেখেছিলেন। পরের দিন প্রভাতে 'আমাদের প্রভু তার-পরে' সেই চিঠিটি পড়লেন:

কাঁধদুটিকে কুঞ্চিত ক'রে তিনি বললেন: দুত্তোর নিকুচি করেছে! কী সব আবোল তাবোল ব্যাপার যে এখানে ঘটছে?'—এই বলেই কতগুলি মাতাল প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনি শেয়াল শিকার করতে বেরিয়ে গেলেন।

আমাজন ইতিমধ্যে জাহাজে চড়ে ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটা ভূগোলের নক্সা। 'আমাদের প্রভু তার-পরে'র বাড়ীতে আলাপ-আলোচনা করার সময় সেই বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁকে এই নক্সাটি দিয়েছিলেন। এক টুকরো কাগজের ওপরে পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশ রয়েছে দেখে তিনি অতিশয় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই ছোটো কাগজের ওপরে তাঁর চোখ আর কল্পনা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তিনি রাইন নদীকে দেখতে পেলেন, দেখতে পেলেন দানিয়ুব নদী; তাঁর চোখে পড়ল তাইরোলের আলপস পর্বতমালা। কাগজের ওপরে সেগুলি অন্য নামে চিহ্নিত ছিল। 'সাত পাহাড়ে'র শহরে পৌঁছানোর আগে যে-যে দেশের মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল সেই সেই দেশগুলিও আঁকা ছিল সেখানে; কিন্তু যে দেশগুলির ওপরে তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল সেগুলি হচ্ছে: গাঙ্গেয় উপত্যকা আর ব্যাবিলন। এই ব্যাবিলনেই সেই প্রিয় রাজকুমারীকে তিনি দেখেছিলেন। আর দেখছিলেন তিনি বাসোরার মারাত্মক দেশটিকে। এই-খানেই রাজকুমারী মিশরের রাজাকে চুম্বন দিয়েছিলেন। এই কথা মনে হতেই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; চোখের জলে ভিজে গেল তাঁর দেহ। কিন্তু অ্যালবিয়ন দেশের যে মানুষটি সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন যে টেমস নদীর উপকূলের অধিবাসীরা নীল নদ, ইউফ্রেতিস-এর গঙ্গা নদীর উপকূলস্থ অধিবাসীদের চেয়ে হাজার গুণ বিজ্ঞ তাঁর সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে এই অ্যালবিয়ানবাসীই তাঁকে ক্ষুদ্র পৃথিবীটি উপহার দিয়েছিলেন।

আমাজন ব্যাটাভিয়াতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফরমোসন্তা দুটি জাহাজের

পুরো পাল উড়িয়ে অ্যালবিয়নে এসে হাজির হলেন। আমাজনের জাহাজ আর রাজকুমারীর জাহাজ পেরিয়ে এল, আর একটু হলে দুটি জাহাজই পরস্পরকে স্পর্শ ক'রে ফেলতো। দুটি প্রেমিক প্রেমিকা যে পরস্পরকে ছুঁতে পারতেন সেবিষয়ে তাঁদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

হায়রে! যদি তাঁরা তা জানতেন! কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি তা হ'তে দিলেন না।

৯

ব্যাটোভিয়ার চওড়া কর্দমাক্ত উপকূলে ভাগে নামার সঙ্গে-সঙ্গে 'সাত পাহাড়ে'র শহরেব দিকে আমাজন একেবারে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেলেন। সাত পাহাড়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে জার্মানীর দক্ষিণাঞ্চলটিকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রতিটি চার মাইল অন্তর-অন্তর তিনি একটি রাজকুমার এবং একটি রাজকুমারীকে দেখতে পেলেন, তাঁর চোখে পড়লো রাজকুমারীদের পরিচারিকা আর ভিক্ষুকরা। প্রতিটি জায়গায় এই সব ভদ্রমহিলা আর তাঁদের পরিচারিকাদের ছ্যাবলামি দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। খাঁটি জার্মান পদ্ধতিতে এই সব চারিত্রিক ছলাকলাগুলি তাঁরা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সকলকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বিনীত ভাবে। এইভাবে আলপস পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে তিনি দালমাতিয়া সমুদ্রের ওপরে জাহাজে চাপলেন। এমন একটি শহরে তিনি নামলেন যার অনুরূপ দৃশ্য এর আগে আর কোথাও তিনি দেখেন নি। সেখানকার পথগুলি সব সমুদ্র; ঘরবাড়ী তৈরি হয়েছে সমুদ্রের ওপরে। জনসাধারণের মেলামেশার জন্যে যে কটি স্থান রয়েছে সেই কটি জায়গাই এই শহরটির শোভা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে অনেক নারী পুরুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের দুটি করে মুখ। একটি প্রকৃতির দেওয়া; আর একটি পিসবোর্ডের মুখোশ। মুখোশগুলি বিশ্রীভাবে চিত্রিত। এইগুলি দিয়ে স্বাভাবিক মুখগুলিকে তারা ঢাকা দিয়ে রাখে। দেখলে মনে হয় তারা মানুষ নয়, অশরীরী প্রেত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষরা যেমন টুপী আর জুতো কেনে, বিদেশ থেকে কেউ এদেশে এসে পেঁছিলেই সেই রকম তাকে এই মুখোস কিনতে হয়। প্রকৃতির বিরোধী এই হুজুগকে আমাজন ঘৃণা করতেন। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানকার সাধারণতন্ত্রের বিরাট খাতায় শহরের বারো হাজার মহিলার নাম নথিভুক্ত রয়েছে। রাজ্যের কাছে এরা ছিল প্রয়োজনীয়; একটি সুন্দর আর লাভজনক ব্যবসা চালনার জন্যে এই সব নারীদের নিয়োগ করা হতো। সেই অর্থে ধনবৃদ্ধি হতো জাতির। সাধারণ ব্যবসাদারেরা সাধারণত বিরাট ঝুঁকি আর প্রচুর খরচ ক'রে নানারকম জিনিসপত্র প্রাচ্য দেশে পাঠাতো। এই সুন্দরী ব্যবসাদারেরা কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়েই অবিরাম তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেত; সেই ব্যবসাটির উৎস ছিল তাদের দেহসুষমা। সেই সুন্দর আমাজনের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করতে

তারা সবাই এগিয়ে এল। তারা চাইছিল মনোমত একজনকে তিনি বেছে নিন। অপরূপা ব্যাবিলনের রাজকুমারীর নাম করতে-করতে, এবং বারো হাজার ভেনিস-ললনার চেয়ে তিনি যে অনেক সুন্দরী এই কথা অমর দেবতাদের দিব্যি দিয়ে বলতে-বলতে তাদের কাছ থেকে আমাজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

মনের আবেগে তিনি চিৎকার করে বললেন—অনবদ্য রূপসী বিশ্বাসঘাতিনী, আমি তোমাকে বিশ্বাসী প্রেমিকা হতে শিক্ষা দেব।

তারপরে তাঁর চোখে পড়লো তাইবারের বেগনে রঙের স্রোত, সংক্রামক জলাভূমি, ছেঁড়া পোশাক-পরা কংকালসার কয়েকজন মানুষ। তারাই হচ্ছে সেখানকার বাসিন্দা। তাদের দেহের চামড়াগুলি সব রোদে তামাটে হয়ে গিয়েছে। এই দেখেই বোঝা গেল সাত পাহাড় শহরের ফটকের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। এই শহরের বীর যোদ্ধারা আর সংসদ সদস্যেরা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ একদিন জয় ক'রে সেখানে প্রচলন করেছিল পুলিশতন্ত্রের। বিজয়-তোরণের সামনে বীর যোদ্ধাদের অধীনে পাঁচ হাজার অক্ষৌহিনী সেনাবাহিনীকে কুচকাওয়াজ করতে, আর সংসদের মধ্যে বসে উপদেবতাদের বিশ্ববাসীদের বিধান দিতে তিনি দেখবেন বলে আশা করেছিলেন; কিন্তু তাদের পরিবর্তে তিনি দেখলেন মাত্র একদল সেনা-বাহিনীকে। তার মধ্যে ছিল ত্রিশ জনের কাছাকাছি ছেঁড়া পোশাক-পরা গরিব অশ্বারোহী রক্ষী; রোদ এড়ানোর জন্যে মাথার ওপরে ছিল তাদের ছাতা। একটি মন্দিরে উপস্থিত হলেন তিনি। মন্দিরটিকে খুবই সুন্দর লাগলো তাঁর; কিন্তু ব্যাবিলনের মন্দিরের মত অত চমৎকার নয়। সেই মন্দিরের মধ্যে নারীকণ্ঠে পুরুষরা গান করছে শুনে তিনি খুবই বিস্মিত হলেন।

তিনি বললেন: একটি বড় চমৎকার দেশ, একেবারে অত্যাশ্চর্য। এই দেশটিকেই আগে বলা হতো শনির দেশ। আমি এমন দেশ দেখেছি যেখানে কেউ তার নিজের মুখ দেখায় নি; এখানে দেখছি অন্য ব্যাপার। এখানে পুরুষদের নিজেদের স্বরও নেই, দাড়িও নেই।

তিনি শুনলেন ওই সব গায়করা আর পুরুষ নেই। তারা যাতে অনেক গুণবান ব্যক্তির গুণকীর্তন করতে পারে এই জন্যে পুরুষত্ব বর্জন করতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের। এর অর্থ কী আমাজন তা বুঝতে পারলেন না। সেই ভদ্র-লোকেরা একটা গান করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলেন। তাঁর স্বভাবজাত সুরেলা কণ্ঠে তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার সুরে একটি গান গাইলেন। মহিলাদের সবচেয়ে নীচু আর পুরুষদের সব চেয়ে উঁচু গলার একটি সুন্দর সমন্বয় ফুটে উঠেছিল তাঁর স্বরের মধ্যে।

তারা বলল: হায় মহাশয়, আপনার কণ্ঠটি রমণীর বা শিশুর উঁচু সুরে গাওয়া কণ্ঠের মত কত সুরেলাই না হতো যদি আপনার…

আমাজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'যদি আপনার… ? যথা ?

'হায় মহাশয়, যদি আপনার—

'যদি আপনার কী…'

'যদি আপনার দাড়ি না থাকত !'

তারপরে তারা খুবই মধুর স্বরে, এবং তাদের দেশের রীতি অনুসারে খুবই হাস্যকর মুখভংগী-সহকারে তাদের বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলে তাঁকে। ব্যাখ্যা শুনে আমাজন তো অবাক।

তিনি বললেন ঃ অনেক দেশ আমি ঘুরেছি ; কিন্তু এদেশে আসার আগে এরকম অদ্ভুত কথা তো আর কোথাও আমি শুনি নি।

অনেকক্ষণ ধরে তারা সবাই মিলে গান বাজনা করল ; তারপরে, সাত পাহাড়ের সেই বৃদ্ধটি আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের দরজার কাছে এসে হাজির হলেন। বুড়ো আংগুলটিকে উঁচিয়ে তাঁর মাথার চুলগুলিকে চার ভাগ করলেন তিনি। দুটি আঙুলকে প্রসারিত ক'রে, আর দুটি অংগুলকে নিচের দিকে বাঁকিয়ে তিনি যে ভাষায় কথাগুলি বললেন সেই ভাষায় আজকাল আর কেউ কথা বলে না ঃ 'শহরের দিকে এবং বিশ্বের দিকে।'

অনতিবিলম্বেই আমাজন দেখতে পেলেন এতদিন বিশ্বকে যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন গম্ভীর মানুষেরা ; তাঁদের কারও-কারও গায়ে পীত আর লাল রঙে মেশানো ঈষৎ লালচে ধরনের পোশাক, আবার কারও কারও পোশাক ছিল বেগুনে রঙের। সুন্দর চেহারার আমাজনের দিকে তাঁরা সকলেই বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। মাথা নীচু ক'রে তাঁকে সম্মান জানালেন তাঁরা ; তারপরে জাতীর ভাষায় তাঁর সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে কয়েকটা কথা আদান প্রদান করলেন।

ওখানকার সবচেয়ে গোঁড়া প্রকৃতির মানুষদের পেশা ছিল শহরে নতুন যারা আসতো তাদের শহরের মধ্যে যেসব দেখার জিনিস আছে সেইগুলি দেখিয়ে বেড়ানো। খুবই আগ্রহের সংগে তারা তাঁকে অনেকগুলি ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে গেল। সেই সব জায়গায় কোনো অশ্বতর চালকও একটা রাত্রি কাটাতে রাজি হবে না। কিন্তু একদিন সেখানে ছিল প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের কত গৌরবোজ্জল সমাধি মন্দির। তা ছাড়া, দু'শো বছর আগেকার ছবি তিনি দেখলেন ; তা ছাড়া দু'হাজার বছর আগেকার কিছু মূর্তি'ও দেখলেন তিনি। সেগুলিকে দেখে তাঁর মনে হলো সত্যিই বড় অপরূপ !

'এই রকম মূর্তি' কি আপনারা এখনও তৈরি করতে পারেন ?'

গোঁড়াদের মধ্যে একজন বলল ঃ না মহাত্মন ; কিন্তু এই দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলিকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি ব'লে বিশ্বের বাকি অংশটিকে আমরা ঘৃণার চোখে

দেখি। একভাবে আপনি আমাদের পুরানো পোশাকধারী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন; আমাদের কারখানায় যে সব ফেলে-দেওয়া পোশাক রয়েছে সেগুলিকেই গৌরবের বস্তু বলে আমরা মনে করি।

রাজপ্রাসাদ দেখার ইচ্ছা হলো আমাজনের। সেইজন্যে সেইখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি দেখলেন সেইখানে বেগনে রঙের পোশাক প'রে অনেকে নানান দেশ থেকে আহৃত করের টাকা গণছে; একটি দেশ হচ্ছে ডানিয়ুব নদীর ধারে, আর একটি হচ্ছে লয়রাতে, আরগুলি রয়েছে গুয়াদালকিভির অথবা, ভিসটুলাতে।

ভূগোলের ম্যাপটা দেখে আমাজন বললেন: 'কী আশ্চর্য! সাত পাহাড়ের প্রাচীন যোদ্ধাদের মত আপনাদের প্রভুও তাহলে সারা ইয়োরোপের রাজা?'

এই শুনে বেগনে পোশাকধারী লোকটি বলল: ঈশ্বরদত্ত অধিকারের বলে তাঁর সমস্ত বিশ্বের রাজা হওয়া উচিত; এবং এমন একটা সময়ও ছিল যখন তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রায় সারা বিশ্বের ওপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে নজরানা হিসাবে অধীনস্থ রাজারা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের যা দেন সেই নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট রয়েছেন। তাঁরা এতই মহৎ।

আমাজন জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার প্রভু তাহলে রাজাদের রাজা। এইটিই তাঁর খেতাব?

'না মহাত্মন্! তাঁর খেতাব হচ্ছে 'ভৃত্যদের ভৃত্য'। তিনি আসলে ছিলেন একজন জেলে আর মুটে। সেইজন্যে তাঁর মর্যাদার প্রতীক চিহ্নগুলি হচ্ছে চাবি আর জাল। কিন্তু বর্তমানে তিনি খ্রীষ্টীয় রাজ্যের অন্তর্গত প্রতিটি রাজাকেই তাঁর নির্দেশ পাঠান। এইত সেদিন কেলটদের রাজাকে তিনি একশ একটা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন; এবং সেখানকার রাজা তাঁর প্রতিটি নির্দেশ পালন করেছিলেন।

'এই একশ এক নির্দেশ যাতে পালিত হয় সেইজন্যে আপনার জেলেটি নিশ্চয় পাঁচ ছ' লক্ষ লোক পাঠিয়েছিলেন?'

'না, না। মোটেই না। দশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে পোষার মত আর্থিক স্বাচ্ছল্য আমাদের স্বর্গীয় প্রভুর নেই। কিন্তু তাঁর পাঁচ থেকে ছ'লক্ষ ধর্মীয় প্রবক্তা অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এই নানান জাতির আর রঙের প্রবক্তারা তাঁদের নিজেদের দেশের মানুষদের সাহায্যে নিজেদের ভরণপোষণ করেন; আর তাইত করা উচিত। স্বর্গ থেকে তাঁরা ঘোষণা করেন যে আমাদের প্রভুর হাতে চাবির যে গোছা রয়েছে সেই দিয়ে সমস্ত তালা বন্ধ আর খুলতে তিনি পারেন; বিশেষ ক'রে শক্ত বাক্সগুলির তালাগুলিকে। একজন নর্মান যাজক ছিলেন আমাদের এই রাজার অতি বিশ্বাসী অনুচর। আমাদের প্রভুর একশ একটা নির্দেশ যে বিনা দ্বিধায় পালন করা উচিত এই কথাটা তিনি কেলটদের রাজাকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন।

কারণ, আপনি নিশ্চিত হ'তে পারেন যে 'সাত পাহাড়ের বুদ্ধ' কোনোদিন কোনো ভুল করতে পারেন না—না লেখায়, না কথায়।

আমাজন বললেন : সত্যি বলতে কি, মানুষ হিসাবে ইনি অপূর্ব! তাঁর সংগে বসে খাবার বেশ একটা কৌতূহল হয়েছে আমার।

'আপনি যদি রাজাও হতেন তাহলেও, তাঁর সংগে একই টেবিলে বসে আপনি খেতে পারতেন না। আপনার জন্যে তাঁর পাশে তিনি একটি টেবিল সংরক্ষিত রাখতে পারেন, কিন্তু সেই টেবিলটি হবে তাঁর টেবিলের চেয়ে ছোটো আর নিচু। বড়ো জোর এইটুকু তিনি আপনার জন্যে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি তাঁর সংগে কথা বলে নিজেকে সম্মানিত করতে চান তাহলে সে-সুযোগ আপনাকে একটা আমি করে দিতে পারি যদি আপনি তার জন্যে আমাকে কিছু—মানে—দর্শনী দেন।

আমাজন বললেন : খুবই আনন্দের সংগে।

এই শুনে বেগনে-পোশাকধারী লোকটি মাথাটি নিচু ক'রে তাঁকে সম্মান জানালো।

তারপরে সে বলল : আগামী কাল তাঁর সংগে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি মাথাটা খুব নিচু ক'রে তাঁকে বারবার অভিবাদন জানাবেন। 'সাত পাহাড়ের বুদ্ধের' পাদুটিকে চুম্বন করতে হবে আপনাকে;'

এই কথা শুনে, আমাজন এত হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন যে মনে হলো তাঁর দম আটকে যাবে। দুটো হাতে দুটো পাঁজরাকে চেপে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাসতে-হাসতে চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়লো। তারপরে একটি সরাইখানায় উপস্থিত হলেন তিনি। সেখানে গিয়ে, অনেকক্ষণ ধরে তিনি হাসতে লাগলেন।

খাবার সময় দাড়িহীন কুড়িটি পুরুষ আর কুড়িটি বেহালা একটি ঐকতানের সৃষ্টি করল। দিনের বাকি অংশটিতে শহরের প্রধান অমাত্যেরা এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। তাঁরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিলেন ; অর্থাৎ সাত পাহাড়ের বুদ্ধের পাদুটি চুম্বন করার প্রস্তাবের চেয়েও বেশী। কিন্তু আমাজন চরিত্রের দিক থেকে অতিরিক্ত বিনয়ী হওয়ার ফলে প্রথমে মনে করেছিলেন তাঁরা সবাই তাঁকে রমণী বলে ধরে নিয়েছেন। অতিরিক্ত ভব্যতা আর সতর্কতার সংগে তিনি তাঁদের ভুলটা ভেঙে দিলেন। কিন্তু দুতিন জন বেগনে পোশাকধারী লোক তাঁর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াতেই তাদের তুলে অবলীলাক্রমে তিনি জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে, বিশ্বের প্রভুদের সেই শহর থেকে, যেখানে থাকলে বুদ্ধ লোকটির গোড়ালি তাঁকে অবশ্যই চুম্বন করতে হতো—যেন তাঁর জিবটি মুখের ভেতরে না থেকে তাঁর পায়ের সংগে লেগে রয়েছে, সেখান থেকে একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেলেন তিনি।

যেসব দেশের মধ্যে দিয়ে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন সেই দেশেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে যারা তাঁরা কাছে যৌন আবেদন জানিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের প্রস্তাবকেই তিনি অবিরাম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ব্যাবিলনের রাজকুমারীর প্রতি প্রেমে তিনি ছিলেন অচল ; কিন্তু মিশরের রাজার ওপরে তাঁর রাগ ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছিল। এই ভাবে প্রেমের সংকল্পে অটুট থেকে ঘুরতে-ঘুরতে অবশেষে তিনি উপস্থিত হলেন গলেদের নতুন রাজধানীতে। অন্য অনেক শহরের মতই এই শহরটিকেও ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা, এবং দুঃখের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। এর প্রথম নামটি ছিল 'ময়লা এবং কাদা' [ Dirt and Mire ] ; তারপরে দেবী ঈসিসের পূজারী হওয়ার ফলে, এই শহরটি নাম নিয়েছিল 'ঈসিসের' ; সেই দেবতাটিকে তারা আজও পূজা করে। এই শহরটির যে প্রথম সংবিধান সভার সৃষ্টি হয়েছিল তার সভ্যরা ছিল ভিস্তিওয়ালার দল। অনেক দিন ধরে দেশটি ছিল পরাধীন ; এবং সাত পাহাড়ের বীর যোদ্ধাদের হাতে এর অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। কয়েক যুগ পরে, রাইন নদীর ওপাশ থেকে অন্যান্য বীরদস্যুরা এসে লুণ্ঠন করেছিল তার সম্পদ।

সময়ে সবই পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনের হাত থেকে এই শহরটিও ছাড়ান পায় নি, ধীরে ধীরে দেশটি পরিণত হয়েছে একটি শহরে। এর অর্ধেক অংশে বাস করে বেশ অভিজাত সম্প্রদায় ; বাকি অংশে যারা বাস করে তারা হচ্ছে বর্বর ; তাদের আচার-ব্যবহার হাস্যকর। এখানকার অধিবাসীদের পরিচয় হচ্ছে এই। এই শহরে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষের মত। এদের খেলা আর আমোদপ্রমোদ ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। অন্যেরা যে সব ললিত-কলার সৃষ্টি করেছিলেন সেই কলার উৎকর্ষ যাচাই করে এই সব অলস প্রকৃতির মানুষেরা। রাজ দরবার থেকে সামান্য চার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও, রাজদরবারে কী ঘটছে সে সংবাদ তারা রাখে না। তাদের হাবভাব দেখে মনে হবে রাজদরবার তাদের কাছ থেকে বোধ হয়, ছ'লক্ষ মাইল দূরে। দলে মিশে আনন্দ করা, স্ফূর্তি করা, এবং চপলতা দেখানোই তাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ব'লে গণ্য হতো ; কেবল তাই নয়, এগুলিকে তারা একমাত্র করণীয় কাজ ব'লে মনে করতো। শিশুরা যাতে না কান্নাকাটি করে সেই জন্যে যেমন অতিরিক্ত কয়েকটা খেলনা দিয়ে তাদের চুপ করিয়ে রাখা হয় তেমনি তাদেরও শাসন করা হতো। দু'শ বছর আগে অত্যাচারে তাদের দেশটা শ্মশান হয়ে গিয়েছিল, অথবা, কু-তর্কের জোরে দেশের এক অংশ আর এক অংশকে কেটে কুটে শেষ ক'রে ফেলেছিল। এই কথা তাদের কেউ বললে তারা সত্যিই বলতো, 'কাজটা তাদের ঠিক হয়নি' এবং তারপরেই তারা হো-হো করে হেসে উঠতো বা হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যেত তাদের।

সেই অনুপাতে অবসরভোগী শ্রেণীগুলির মানুষেরা ছিল মনোজ্ঞ, অমায়িক এবং সংস্কৃতিবান। কিন্তু দেখা গেল, তাদের মধ্যে আর যারা ব্যবসা করত তাদের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা আরও বেশী, এবং আরও মর্মান্তিক।

শেষোক্ত এই বিদগ্ধ অথবা, তথাকথিত বিদগ্ধ শ্রেণীর মধ্যে একদল দুঃখবাদী উন্মাদ ছিল। তাদের চরিত্রে ছিল দুটি গুণ : একটি হচ্ছে যত সব উদ্ভট কাজ করতে তারা ভালোবাসত ; আর একটি হচ্ছে তাদের দুষ্ট বুদ্ধি। তারা যেখানে যেত সেইখানেই একটা বিষণ্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হতো। একটু প্রশ্রয় পেলেই বিশ্বকে তারা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারত। গায়ক পাখিরা যেমন বিশ্রী চিৎকারকারী বাদুড়দের তাদের গর্তের মধ্যে তাড়িয়ে দেয় এই অলস মানুষগুলিও তেমনি নেচে আর গেয়ে এই শ্রেণীটিকে তাদের গর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়ে তাদের অস্তিত্বকে একেবারে মুছে দিয়েছিল।

এই ব্যস্তবাগীশ মানুষদের একটি ছোটো দল তাদের দেশের প্রাচীন নিষ্ঠুর প্রথাগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছিল। এই প্রথাগুলির বিরুদ্ধে ভয়ার্ত মানব প্রকৃতি আর্তনাদ ক'রে উঠতো। এদিক থেকে তারা তাদের পোকায় কাটা খাতাগুলি ছাড়া অন্য কিছুই দেখতো না। তার মধ্যে থেকে কোনো নিষ্ঠুর প্রথার নজির পেলেই সেটিকে তারা পবিত্র আইন বলে মনে করতো। স্বাধীনভাবে কোনো কিছু চিন্তা করার সাহস তাদের ছিল না ; যে যুগে কেউ কোনো চিন্তা করতো না সেই প্রাচীন যুগের পুরানো ধ্বংসাবশেষ থেকেই সবসময় তারা নিজেদের ধারণাগুলিকে আহরণ ক'রে বেড়াতো। এই বিকৃত অভ্যাসের ফলে, আনন্দের সহরেও এমন কতগুলি আচার আচরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত যেগুলিকে খুবই দুঃখজনক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সেইজন্যেই সেখানে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি হতো না। একজন নিরপরাধ মানুষ যে অন্যায় করেনি তাকে দিয়ে সেই অন্যায় স্বীকার করিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তার ওপরে কখনও-কখনও হাজারটা মৃত্যু দণ্ড চাপিয়ে দেওয়া হতো।

কাউকে বিষ দিয়ে অথবা বাপ বা মাকে হত্যা করলে হত্যাকারীকে যে কঠোর দণ্ড দেওয়া হয় অমিতাচারী যুবকদের সেই রকম কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। অবসরভোগী শ্রেণীর মানুষেরা এই দেখে উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করে উঠতো ; কিন্তু পরের দিনেই সেকথা আর তাদের মনে থাকতো না ; অন্য কোনো নতুন একটা হুজুগের চিন্তায় মেতে উঠতো তারা।

এই জাতির চোখের ওপর দিয়ে একটা যুগ চলে গেল। মানুষ যা ভাবতেও পারে না এই রকম অতি উচ্চাঙ্গের ললিত কলার সৃষ্টি সে যুগে হয়েছিল। বিদেশ থেকে মানুষেরা যেমন ব্যাবিলনে যেত সেই রকম সেদেশেও বাইরে থেকে মানুষরা আসতো ভাস্কর্যমণ্ডিত বিরাট বিরাট মিনার, বাগান করার বিস্ময়কর প্রণালী, ভাস্কর্য

আর চিত্রকলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখে প্রশংসা করতে। কানকে বিস্মিত না ক'রে হৃদয়কে যা মুগ্ধ করতো সেই রকম সংগীত শুনে মোহিত হতো তারা।

সত্যিকার কবিতা, অর্থাৎ, যে কবিতা স্বাভাবিক এবং সুসমঞ্জস, যে কবিতা হৃদয় আর মনকে স্পর্শ করে—এই সুখের যুগটির আগে সেই কবিতা বলতে কী বোঝায় তা তারা জানতো না। নতুন ধরনের বাগ্মীতা নিগূঢ় সৌন্দর্যকে পরিস্ফুট করে। যে সব প্রথম শ্রেণীর নাটক অভিনয় করার জন্যে অন্য কোনো জাতি চেষ্টা করে নি সেগুলি সেখানকার রঙ্গমঞ্চে বার বার অভিনীত হয়েছিল। একথায়, প্রতিটি পেশার মধ্যে ছিল একটা সুরুচি—এতটা বেশী ছিল যে দ্রুয়িদদের মধ্যেও ভালো লেখকের জন্ম হয়েছিল।

কত পুষ্পমাল্য, কত সুনাম মহীরুহের মত আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছিল! পোড়া মাটিতে অচিরাৎ সেগুলি সব শুকিয়ে গেল। বেঁচে রইলো কেবল সামান্য কয়েকটি ছোটো চারাগাছ। তাদের পাতাগুলিও হয়ে গেল বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর। মানুষ অলস হওয়ার ফলে ভালো সৃষ্টির উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যাবুদ্ধি সংস্কৃতিতে যাঁরা ছিল প্রথম শ্রেণীর মানুষ তাদের অতিরিক্ত পরিতৃপ্তিবোধের সুযোগে এবং কিম্ভূতকিমাকার কিছু সৃষ্টি করার তাগিদে এই ধ্বংস হলো সুসম্পন্ন। দম্ভ আঁকড়ে রইলো কলাকে; তার ফলে ফিরে এল সেই বর্বর যুগের দিনগুলি; আর সেই দম্ভের হাতে নির্যাতীত হলো সত্যিকার প্রতিভাধর মানুষেরা। তার ফলে নিজেদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলো তারা। ভীরুলের ঝাঁক তাড়িয়ে দিল মৌমাছিদের।

সত্যিকার কলা বলতে আর কিছু দেখা গেল না; সত্যিকার প্রতিভা বলতে অবশিষ্ট রইলো না আর কিছু। গুণপনা যা রইলো সেটি কেবল বিগতযুগের সংস্কৃতি নিয়ে বিশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করার মধ্যে। হোটেলের মাথায় যে বিজ্ঞাপন লেখে সেইরকম স্থূলচিত্রকর প্রথিতযশা চিত্রকরদের মহৎ চিত্রগুলির বেশ বিজ্ঞভাবে খুঁত বার করতে লাগলো। অবিজ্ঞ আর কুরুচিপূর্ণ মানুষেরা অন্যান্য মোটা বুদ্ধির জন্যে চিত্রকরদের পয়সা দিয়ে পুষ্ট করতে লাগলো। একই জিনিষ নানান গ্রন্থে নানান নামে প্রকাশিত হ'তে লাগলো। প্রতিটি গ্রন্থই হলো হয় একটি অভিধান, অথবা, একটি পুস্তিকা। শয়তানের চক্রান্তে বিভ্রান্ত অজ্ঞাত একটি জাতির দুর্বোধ্য ইতিহাস এবং বস্তীবাসী ভিক্ষুকবেশী নরনারীতে পর্যবসীত স্বর্গীয় প্রতিভাধর মানুষদের সম্বন্ধে দ্রুয়িদদের সরকারী কাগজে সপ্তাহে দুবার ক'রে লেখা হতে লাগলো। পূর্বতন অন্যান্য দ্রুয়িদরা কালো পোশাক পরে, ক্রোধ আর ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে, তাদের অভিযোগগুলি নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে গেল। তাদের অভিযোগ এই যে মানবজাতিকে প্রতারণা করার সুযোগ আর তাদের দেওয়া হচ্ছে না। সেই সুযোগটি দেওয়া হচ্ছে ধূসর পোশাক পরা কতগুলি ছাগলকে; এবং কয়েকজন

দুর্বৃদ্ধ মস্তানদের নিয়োগ করা হলো সেই সব অপমানজনক অভিযোগগুলিকে ছাপানোর জন্যে।

এসব কিছু ব্যাপার আমাজন জানতেন না ; আর তাঁকে যদি জানানোও হতো তাহলেও এসব বিষয় নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না তখন। অবশ্য সেই সঙ্গে আর একটি সাধনাও তাঁর মাথার মধ্যে কায়েমি হয়ে বসেছিল। সেটি হচ্ছে তাঁর অলঙ্ঘ্যনীয় ব্রতের কথা। তিনি ঠিক করেছিলেন নৈরাশ্য তাঁকে যে-কোনো দেশেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াক না কেন সেসব দেশের মেয়েরা যে সব চপলতা দেখাবে সেগুলিকে তিনি ঘৃণা করবেন।

সেই অজ্ঞ জনতা যাদের কৌতূহল যুক্তি এবং স্বভাব, সব কিছুর সীমা এবং সীমানা ছাড়িয়ে যায়, তারা হাঁ ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর সেই শিংওয়ালা ঘোড়া-গুলির চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের চেয়ে বুদ্ধিমতী নারীরা তাঁকে দেখার জন্যে জোর ক'রে তাঁর গাড়ীর দরজাগুলি খুলে ফেললো।

রাজদরবারে যাওয়ার জন্যে প্রথমে তিনি কিছু ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কিছু অলস লোক, এরাই ছিল সং গোষ্ঠীর মানুষ, এবং এরা কচিৎ কদাচিতই রাজদরবারে যেত, তাঁকে জানালো যে সেখানে যাওয়ার আর চল নেই এখন, সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আর সমস্ত আমোদপ্রমোদ এখন শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সেই রাত্রিতেই একটি মহিলার সঙ্গে নৈশ আহার করার জন্যে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানানো হলো। সেই মহিলাটির বাস্তব জ্ঞান, এবং প্রতিভা ইতিমধ্যেই বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ; এবং আমাজন যেসব রাজ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কিছু কিছু স্থানে তিনি ভ্রমণ করেছেন। সেই মহিলাটি তাঁকে অনেক আনন্দ দিয়েছিলেন ; সেই সঙ্গে যাঁরা সেখানে ভোজ খেতে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গেও আলাপ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এদেশে যে স্বাধীনতা ছিল সেটিকে সন্তোষজনক বলা যায় ; সেখানে মানুষে স্ফূর্তি করতো, কিন্তু অযথা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতো না, বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ছিল না কোনো ব্যর্থ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনীর মনোভাব ; বুদ্ধি ছিল, কিন্তু ছিল না অপরকে আঘাত করার প্রচেষ্টা। তিনি বুঝতে পারলেন 'সং গোষ্ঠী' কথাটা একেবারে অর্থহীন নয় ; যদিও প্রতারকরা এই কথাটাকে হামেশাই ব্যবহার ক'রে থাকে। পরের দিন যাদের সঙ্গে তিনি মধ্যাহ্ন আহার করলেন তারা কিছুটা কম অমায়িক প্রকৃতির, কিন্তু বড়ই ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। যতই তিনি অতিথিদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন ততই তারা তাঁকে পেয়ে খুশি হলো। তাঁর কঠিন হৃদয় নরম হলো, তারপরে গলে গেল,—তাঁর দেশের সুগন্ধী মশলার মত। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এই মশলা ধীরে ধীরে নরম হয়ে চারপাশে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে তাঁকে একটি সাধারণ আমোদপ্রমোদের জায়গায় নিয়ে

যাওয়া হলো ; স্থানটি বড়ই মনোমুগ্ধকর ; কিন্তু দুয়িদরা এটিকে বর্জন করেছিল ; কারণ তাদের মাইনে-করা হিসাব পরীক্ষককে তারা চাকরি দেয় নি। এতেই তাদের আরও বেশী বিদ্বেষ জন্মেছিল। এই জলসাতে ছিল সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠ, হৃদয়ে আবেগ-আনন্দ করার অনেক রকম জিনিস থাকে। এর নামটি কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানি করা। একে বলা হতো 'অপেরা'। 'সাত পাহাড়ের' ভাষায় এটি বলতে আগে বোঝাত কাজ, উদ্বেগ, পেশা, পরিশ্রম, আর ব্যবসা। এই ব্যবসাটি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে একজন গায়িকা তার মধুর কণ্ঠে মোহিত করেছিল তাঁকে, মোহিত করেছিল তাঁকে তার লাবন্য। সেই 'ব্যবসার' সঙ্গে জড়িত মেয়েটিকে জলসা ভাঙার পরে তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাকে তিনি উপহার দিলেন একমুঠো হীরে। এই উপহারের জন্যে মেয়েটি এতই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ল যে দিনের বাকি অংশটুকু সে কিছুতেই তাঁর কাছ ছেড়ে গেল না। তিনি তার সঙ্গে খেলেন ; খাওয়ার সময় তিনি তাঁর গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেললেন। খাওয়া দাওয়ার পরে সুন্দরী নারীদের সম্বন্ধে তাঁর চিরাচরিত অনীহা তিনি ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন নারী চপলতার মিষ্টি আবেদনগুলিকে। হায়রে, মানবিক দুর্বলতার কী অপরূপ দৃষ্টান্ত!

ঠিক এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে, তাঁর ফিনিক্স, পরিচারিকা ইরলা, এবং শিংওয়ালা ঘোড়ার পিঠে চড়া দুশ গাঙ্গেয় উপত্যকার অশ্বারোহী নিয়ে ব্যাবিলনের সুন্দরী রাজকুমারী সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। শহরের ফটকগুলি খোলার অনেক আগেই তিনি এসে পোঁচেছিলেন। এসেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে সুবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত একটি মানুষ তখনও শহরে আছেন কি না। ম্যাজিস্ট্রেটরা অনতিবিলম্বেই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে রাজকুমারী আমাজনের কথাই জিজ্ঞাসা করছেন। আমাজন যে বাড়ীতে ছিলেন তাঁকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি ঘরে ঢুকলেন। বুকটা তখন তাঁর ধুড়ধুড় করছিল। তাঁর প্রেমিকের মধ্যে বিশ্বস্ততার রূপটিকে আর একবার দেখার জন্যে তাঁর হৃদয় আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারলো না। বিছানার মশারি ছিল তোলা। তিনি দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ের আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে আমাজন ঘুমোচ্ছেন। মেয়েটির চামড়া, চুল আর চোখ দুটি কালো। তাঁদের অবস্থা দেখে মনে হলো অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁরা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এবং তাঁদের বিশ্রাম দরকার।

দুঃখে ফরমোসানতা এত জোরে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন যে ঘরের বাতাস সেই শব্দে কেঁপে উঠলো, কিন্তু সেই শব্দে তাঁর অথবা সেই 'ব্যবসার' মেয়েটির ঘুম ভাঙলো না। একটু ধাতস্ত হওয়ার পরেই রাজকুমারী সেই মারাত্মক কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি রাগ আর দুঃখে ফুঁসছিলেন। যে যুবতীটি

সুপুরুষ আমাজনের সংগে এমন সুখশয্যায় নিদ্রিতা ছিল তার সম্বন্ধে ইরলা খবরাখবর নিলে। ইরলা জানতে পারলে সেই মেয়েটি হচ্ছে অপোরার গায়িকা; স্বভাবচরিত্রের দিক থেকে বেশ শান্তশিষ্ট; সুমধুর কণ্ঠে গান করা ছাড়া আরও কয়েকটি গুণ তার মধ্যে রয়েছে।

চোখের জলে ভিজে ব্যাবিলনের সুন্দরী রাজকুমারী চিৎকার ক'রে বললেন: হে ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর! হে শক্তিমান ওরমুজ! কার জন্যে আমি এইভাবে প্রতারিত হলাম? কে আমাকে প্রতারিত করল? যে আমার জন্যে অতগুলি রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে গলের একজন রাস্তার মেয়ের জন্যে আমাকে পরিত্যাগ করল? না! এই অপমানের পরে আর আমি বেঁচে থাকতে পারব না'।

ইরলা তাঁকে বললেন: মাদাম, বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত যুবকদের এই একই হাল। স্বর্গীয় কোনো রমণীর সৌন্দর্যে সে যদি প্রেমোম্মত্ত হয়-ও তবু মাঝে-মাঝে সরাইখানার একটা মেয়ের জন্যে মাঝে-মাঝে সে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

রাজকুমারী বললেন—যাক, সব শেষ হয়ে গেল। জীবনে ওর মুখ আর আমি দেখবো না। চল, এখনই আমরা এখান থেকে চলে যাই; ঘোড়াদের সাজাও।

আমাজনের নিদ্রাভংগ পর্যন্ত ফিনিক্স তাঁকে অপেক্ষা করতে বলল। তা হলে সে তাঁর সংগে কথা বলতে পারবে।

রাজকুমারী বললেন: কথা বলার যোগ্য সে নয়। এই প্রস্তাব দিয়ে তুমি আমাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলে। সে হয়ত ভাবতে পারে আমার ইচ্ছেতেই তাকে তুমি তিরস্কার করছ; এবং তার সংগে আমি একটা মিটমাট করে নিতে চাইছি। আমাকে যদি তুমি ভালোবাসো তাহলে মরার ওপরে আর খাঁড়ার আঘাত করো না।

নিজের জীবনের জন্যে ব্যাবিলনের রাজকুমারীর কাছে ফিনিক্স কৃতজ্ঞ ছিল; তাই সে তাঁর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলো না! সমস্ত দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

ইরলা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল: এবার কোন দিকে যাবেন, মাদাম?

রাজকুমারী বললেন: জানি নে। সামনে যে রাস্তা দেখতে পাব সেই রাস্তাতেই যাব। আমাজনের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে পারলেই আমি বাঁচি।

ফিনিক্সের মনে ভাবাতিশয্য বলে কিছু ছিল না! সেদিক থেকে ফরমোসানতার চেয়ে সে ছিল বেশী বিজ্ঞ। রাস্তায় সে তাঁকে সান্ত্বনা দিলে: সে তাঁর কাছে বেশ শান্তভাবেই অনুযোগ করল যে পরের অপরাধের জন্যে নিজেকে নির্যাতন করা উচিত নয়। আমানজনের প্রেম যে কত নিখুঁত তার প্রমাণ আমাজন অনেক বারই দিয়েছেন; এবং মুহূর্তের জন্যে একবার যদি তিনি ভুলই করে থাকেন তাহলে সে-

দোষ তাঁর ক্ষমা করা উচিত ; যে, এই একবারই ওরমুজের অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন ; যে, এর পরে প্রেমের ব্যাপারে আরও বেশী অবিচল তিনি হবেন, প্রেমের ধর্মটিকে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন তিনি ; যে, পাপের প্রায়শ্চিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আরও উন্নত করবে ; যে, এর ফলে তাঁর নিজের আনন্দ আরও বেশী হবে। সে আরও বলল যে, তাঁর পূর্বে আরও অনেক রাজকুমারী তাঁদের প্রেমিকদের এই পদস্খলনকে ক্ষমা করেছেন ; এবং তার জন্যে ভবিষ্যতে তাঁদের অনুতাপ করার কোনো কারণ ঘটেনি। অনুরোধ উপরোধ করার কলাবিদ্যায় সে এতই দক্ষ ছিল যে ফরমোসানতার মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো। কিছুটা শান্তি পেলেন তিনি : তিনি যে অত তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন এই জন্যে কিছুটা দুঃখও হলো তাঁর। তাঁর মনে হলো ঘোড়াগুলি অতি দ্রুত এগিয়ে এসেছে। আর ফিরে যেতে তাঁর সাহস হলো না। তাঁকে ক্ষমা করার আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর রাগ প্রকাশ করার ইচ্ছা দুটিই বেশ প্রচণ্ড হয়ে উঠলো ; প্রেম আর দম্ভের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো বিরাট। যাই হোক, ইতিমধ্যে ঘোড়াগুলি তাদের পথে এগিয়ে গেল ; এবং তাঁর পিতার দেবতা যে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন সেইমত তিনি বিশ্বজগৎ ঘুরে বেড়ালেন।

আমাজনের ঘুম ভাঙলে ফরমোসানতা আর ফিনিক্সের আগমন আর প্রস্থানের সংবাদ তাঁকে দেওয়া হলো। রাজকুমারীর যে ক্রোধ আর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেকথাও শুনলেন তিনি ; এবং. তাঁকে যে রাজকুমারী কোনো দিন ক্ষমা করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেকথাও তিনি শুনলেন।

সব শুনে তিনি বললেন ঃ তাহলে এখন তাকে অনুসরণ করা এবং তার পায়ের কাছে প'ড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছু করার আর আমার নেই।

তাঁর এই ঘোষণা শুনে তাঁর আমোদ প্রমোদের বন্ধুরা তাঁর চারপাশে জমায়েৎ হয়ে তাঁকে সমবেত কণ্ঠে জানালো যে তাদের সঙ্গে তাঁর বাস করাটাই সব দিক থেকে সমীচীন বলে বিবেচিত হবে। তাঁদের বিশ্বাস সেই দেশের ললিতকলার কেন্দ্রস্থলে, সুখশান্তি আর ভোগলালসার পরিতৃপ্তির মধ্যে যে সুন্দর জীবনটি প্রকাশিত হচ্ছে তার মত জীবন বিশ্বের আর কোথাও নেই। অনেক বিদেশী, এমন কি রাজারা পর্যন্ত, তাঁদের দেশ আর সিংহাসন পরিত্যাগ ক'বে তাদের সেই সুখ আর মনোমুগ্ধকর শান্ত পরিবেশের মধ্যে জীবন কাটানোর জন্যে সেদেশে এসে বসবাস করেছেন। তা ছাড়া তাঁর গাড়ীটি অকেজো হয়ে গিয়েছিল ; এবং একজন সেই গাড়ীটিকে আধুনিক কায়দায় তৈরি করছিল তখন। সেখানকার সব চেয়ে ভালো দর্জি একেবারে অত্যাধুনিক ফ্যাশনে তাঁর জন্যে ইতিমধ্যেই এক ডজন 'সুট' তৈরি ক'রে ফেলেছিল। তাছাড়া, সারা শহরে যত যৌবনমদগর্বিতা ভদ্রমহিলা ছিলেন, যাঁদের বাড়ীতে নানা রকম নাটক মঞ্চস্থ হতো, তাঁদের প্রত্যেকেই ঠিক করেছিলেন যে এক একদিন

ক'রে তাঁদের বাড়ীতে ভালো ভালো খাবার আর কথাবার্তায় তাঁকে আপ্যায়িত করবেন তাঁরা। সেই 'ব্যবসায়িক' মেয়েটি ইতিমধ্যে তার প্রসাধন কক্ষে বসে চকোলেট খাচ্ছিল, হাসছিল, গাইছিল আর সুপুরুষ আমাজনকে প্রেমপূর্ণ তির্যক কটাক্ষ দিয়ে আনন্দ দিচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই আমাজন বুঝতে পেরেছিলেন যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মেয়েটা একটা পাতিহাঁস ছাড়া আর কিছু নয়।

এই মহান রাজকুমারটি অনেক সদগুণে ভূষিত ছিলেন ; যথা : অন্তরঙ্গতা, সহৃদয়তা, সরলতা এবং সাহসিকতা। তাঁর দেশভ্রমণের, আর দুর্ভাগ্যের কথা বন্ধুদের কাছে তিনি বললেন। বন্ধুবান্ধবরা জানতে পারল যে তিনি হচ্ছেন রাজকুমারীর সম্পর্কিত ভাই। মিশরের রাজাকে রাজকুমারী যে মারাত্মক চুম্বনটি দিয়েছিলেন তার কথা তারা জানতে পারলো।

এই শুনে তারা মন্তব্য করল : আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এই ছোটোখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে অগ্রাহ্য করতে হবে ; অন্যথায় মানুষের জীবন অশান্তিতে ভরে উঠবে।

ফরমোসানতার পশ্চাৎ ধাবন করার তাঁর যে বাসনা হয়েছিল সেই বাসনাটিকে কেউ রোধ করতে পারল না ; কিন্তু তখনও গাড়ীটা ঠিক না হওয়ায় তাঁকে পানভোজন আর উৎসবে আরও তিন দিন সেই সব কর্মবিমুখ মানুষদের সঙ্গে কাটাতে হলো। অবশেষে, সকলকে আলিঙ্গন করলেন তিনি। তাঁর দেশের উৎকৃষ্ট হীরকখণ্ডগুলি উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে তিনি তাদের বাধ্য করলেন, চাপল্য আর আনন্দের মধ্যে তাদের মন আনন্দ আর সুখ পায় বলে সেগুলি অবিরাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন তিনি।

যেতে যেতে তিনি বললেন : জার্মানরা হচ্ছে ইয়োরোপের বৃদ্ধ মানুষ, অ্যালবিয়ানের মানুষরা হচ্ছে সাবালক, আর গলের মানুষেরা হচ্ছে শিশু। শিশুদের সঙ্গে খেলা করতেই আমি ভালোবাসি।

৯৯

রাজকুমারী যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো অসুবিধে হয় নি তাঁর পথপ্রদর্শকদের। রাজকুমারী যে পথ ধরে চলেছিলেন সেদিকে তাঁর আর তাঁর প্রকাণ্ড পাখিটার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা মানুষের মুখে ছিল না। সেই সব অঞ্চলের মানুষেরা তখনও পর্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। একটা বাড়ীকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে ডালমিটিয়া আর অ্যানকোনার মানুষেরাও অবাক হয়েছিল ; কিন্তু তাদের সেই আশ্চর্য হওয়ার মধ্যে কিছুটা উন্নাসিকতার বাতাবরণ ছিল। লয়র, দরদোগনা, গ্যারোজ আর জিরোঁদির উপকূলগুলি তখনও পর্যন্ত তাঁদের জয়োধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

ফ্রান্স এবং স্পেনের সীমান্ত বরাবর পাইরেনিস নামে যে পর্বতমালা রয়েছে

তার পাদদেশে পৌঁছানোর পরে, আমাজন ঢাকের বাজনার সংগে নাচতে জানুন আর নেই জানুন, তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট আর দ্রুয়িদরা তাঁকে নাচতে বাধ্য করলেন। কিন্তু পাইরেনিস পর্বতমালা অতিক্রম করার পরে দেখে আনন্দ পাওয়ার মত কোনো কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না। মাঝে-মাঝে দু'একজন চাষীর গান শোনা গেলেও সেগুলি তাঁর কাছে বড়ই করুণ শোনালো। সেখানকার অধিবাসীরা গভীরভাবে বুক ফুলিয়ে হাঁটছিল; কারও কারও মাথায় জড়ানো ছিল পুঁতির মালা, আর কোমরে গোঁজা ছিল একটি ক'রে ছোরা। লোকদের পোশাক ছিল কালো। এই দেখে মনে হলো তারা কোনো শোক পালন করছে। আমাজনের ভৃত্যেরা তাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে মুখে কিছু না বলে তারা উত্তর দিলে আকারে ইংগিতে। কোনো সরাইখানায় উপস্থিত হলে সরাইখানার মালিক তিনটি কথায় তাঁদের জানিয়ে দিলে যে সেখানে খাবার কিছু নেই; কিন্তু যে জিনিসগুলির জন্যে তাঁরা এত তাগিদ দিচ্ছেন সেগুলিকে চার মাইল দূরে শহর থেকে আনা যেতে পারে।

সেই সব মৌনভাষীদের জিজ্ঞাসা করা হলো ব্যাবিলনের সুন্দরী রাজকুমারীকে তারা সেই পথ দিয়ে যেতে দেখেছে কি না। যতটা সংক্ষেপে মানুষে কথা বলতে পারে তার চেয়েও সংক্ষিপ্তভাবে তারা সেই প্রশ্নের জবাব দিলে।

'হ্যাঁ; আমরা তাকে দেখেছি। তিনি তো অতটা সুন্দরী নয়। পিংগলবর্ণ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণই সৌন্দর্যের আধার নয়। তাঁর গলাটা অ্যালাবাস্টারের মত। বিশ্বের মধ্যে এই জিনিসটিই হচ্ছে সব চেয়ে জঘন্য। ওরকম রঙ আমাদের দেশে কচিৎ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না বললেই হয়।

বেটিস নদী যে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে আমাজন সেই দেশের দিকে এগিয়ে গেলেন। তায়াররা এই দেশটিকে বারোহাজার বছরের আগে আবিষ্কার করেনি; ঠিক এই সময়েই তারা আটলানটিক সমুদ্রটিকে আবিষ্কার করেছিল। তায়াররা বেটিকাকে চাষ-আবাদের উপযুক্ত করেছিল; ওখানকার অধিবাসীরা সেসব কিছু করে নি। তারা মনে করতো যে কোনো কিছুর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করাটা তাদের উচিত হবে না। তায়াররা সংগে নিয়ে এসেছিল কিছু ইহুদীদের। যেখানেই অর্থ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল সেইসব দেশেই ইহুদীরা তখন থেকেই ঘুরে বেড়াত। সুদখোর হিসাবে তাদের আর জোড়া ছিল না। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সুদে টাকা খাটিয়ে বিশ্বের প্রায় সব ধনদৌলত তারা নিজেদের বাড়িতে জমা করেছিল। এরই ফলে বেটিকার অধিবাসীরা মনে করত ইহুদীরা হচ্ছে যাদুকর; আর যাদের যাদুকর বা 'ডাইন' হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, একদল দ্রুয়িদ নিষ্করুণ ভাবে তাদের সবাইকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল। এরাই নিজেদের বলত 'ইনকুইজিটর' অর্থাৎ নরমেধযজ্ঞকারী! এই যাজকরা ঝুটীত ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে

রেখে ইহুদীদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করল ; তার পরে, ইহুদীদের ভক্তিস্তোত্রটি ভক্তিভরে আউড়িয়ে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে তাদের অল্প আগুনে ঝলসিয়ে মারলো।

ব্যাবিলনের রাজকুমারী দলবল নিয়ে সেই দেশে অবতরণ করলেন। দেশটির নাম সেভাইল। তাড়াতাড়ি হয়ে ব্যাবিলনে ফিরে যাওয়ার জন্যে তিনি ঠিক করেছিলেন বেটিস-এ জাহাজ ধরবেন ; ফিরে যাবেন তাঁর পিতা রাজা বেলাসের কাছে, এবং সম্ভব হলে তাঁর হীন চরিত্রের প্রেমিককে ভুলে যাবেন ; অথবা, অন্ততপক্ষে, তাঁকে বিয়ে করার কথা বলবেন। রাজদরবারে যাদের ব্যবসাপাতি রয়েছে সেই রকম দুজন ইহুদীকে তিনি ডেকে পাঠালেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল তাদের মাধ্যমে তিনটি জাহাজ তিনি ভাড়া করবেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করল ফিনিক্স ; এবং একটু দর কষাকষির পরে তিনটি জাহাজের ভাড়া ঠিক করল।

যাঁর বাড়ীতে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই ভদ্রমহিলাটি একজন পরম ঈশ্বরভক্ত। তাঁর স্বামীও ভক্ত হিসাবে কিছু কম যেতেন না। তা ছাড়াও তাঁর আর একটি বাড়তি গুণ ছিল। সেটি হচ্ছে এই যে মহাধর্মযাজকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। অর্থাৎ, তিনি ছিলেন দ্রুয়িদ ইনকুইজিটারদের একজন গুপ্তচর। তাঁর বাড়ীতে যে একটি ডাইনী এবং দুজন ইহুদীর আবির্ভাব হয়েছে, এবং বিরাট রঙচঙে পাখির বেশে লুকানো একটি শয়তানের সঙ্গে তারা একটা আপোসরফায় এসেছে এই সংবাদটি তাঁদের কাছে পাচার ক'রে দিতে তিনি ভুল করলেন না। মহিলাটির কাছে প্রচুর হীরে রয়েছে এই সংবাদ পেয়ে, ইনকুইজিটাররা সরাসরি ঘোষণা করে দিলেন যে তিনি একটি ডাইনী। দু'শ অশ্বারোহী সেনানী আর কিংবদন্তীর ঘোড়াগুলি যখন প্রশস্ত অশ্বশালায় ঘুমিয়ে পড়বে সেই সময় তাদের বন্দী করার জন্যে তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ; এর কারণ হচ্ছে, ইনকুই-জিটাররা বড়ই কাপুরুষ ছিলেন।

শহরের ফটকগুলিকে বেশ শক্ত ভাবে ঘেরাও ক'রে রাজকুমারী আর ইরলাকে তাঁরা গ্রেফতার করলেন। কিন্তু তাঁরা ফিনিক্সটিকে ধরতে পারলেন না। সে তীর-বেগে উড়ে পালিয়ে গেল। গল থেকে সেভাইলে আঁসার পথে আমাজনের সঙ্গে তার যে দেখা হবে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ তার ছিল না।

বেটিকার সীমান্তে আমাজনের সঙ্গে দেখা হলো তার ; রাজকুমারীর যে বিষম বিপদ উপস্থিত হয়েছে সেকথা তাঁকে সে বলল। এই শুনে রাগে আমাজনের বাক-রুদ্ধ হয়ে গেল। সোনার পাত দিয়ে মোড়া একটি ইস্পাতের বর্ম দিয়ে বুক আর পিঠটা ঢেকে দিলেন তিনি। হাতে নিলেন বারো ফুট লম্বা একটা বর্শা ; আর নিলেন একটা বেশ ধারালো তরোয়াল। এই তরোয়ালের নাম হচ্ছে 'থানডারার'। এই তরোয়ালের এত শক্তি ছিল যে তার একটা আঘাতে গাছ পালা, পাহাড় আর দ্রুয়িদরা দুভাগে ভাগ হয়ে যেত। তাঁর সুন্দর মাথাটিকে তিনি ঢাকলেন সোনার

একটি শিরস্ত্রাণ দিয়ে। তার ওপরে গ‍ুঁজে দিলেন বক আর উটপাখির পালক। এইগ‍ুলি ছিল ম্যাগগ জাতির প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র। তিনি যখন সিদিয়াতে গিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর বোন আলদিয়া তাঁকে সেটি দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সামান্য যে ক'জন অন‍ুচর ছিল তারাও সব তাদের ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো।

প্রিয় ফিনিক্সটিকে ব‍ুকের ওপরে জড়িয়ে ধ'রে খ‍ুব দঃখের স‍ুরে আমাজন শ‍ুধ‍ু বললেন ঃ আমিই অপরাধী! অলসদের শহরে সেই মেয়েটির সঙ্গে আমি যদি না ঘ‍ুমাতাম তাহলে, ব্যাবিলনের রাজক‍ুমারী এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তেন না। চল, এবার আমরা 'ইনক‍ুইজিটারদের' দিকে দৌড়ে যাই।'

অনতিবিলম্বেই তিনি সেভাইল নগরীতে প্রবেশ করলেন। দ‍ুশো গাঙ্গের উপত্যকার বাসিন্দা আর তাদের ঘোড়াগ‍ুলি যেখানে অবর‍ুদ্ধ ছিল সেইখানে পাহারা দিচ্ছিল পনের শ' সেনানী। কিছ‍ু মাত্র আহার করতেও তাদের দেয় নি তারা। ব্যাবিলনের রাজক‍ুমারী, তাঁর পরিচারিকা ইরলা আর দ‍ুটি ধনী ইহ‍ুদীকে প‍ুড়িয়ে মারার জন্যে তখন প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।

মহা ইনক‍ুইজিটার তাঁর পবিত্র বিচারশালার সিংহাসনে ইতিমধ্যেই আরোহণ করেছেন। আঞ্চলিক ইনক‍ুইজিটাররা তাঁর চারপাশ ঘিরে বসেছিল। সেভাইলের একদল নাগরিক দ‍ুটিহাত জড়ো করে বসেছিল নির্বাক হয়ে। তাদের কোমরে জড়ানো ছিল প‍ুঁতির মালা। এমন সময় স‍ুন্দরী রাজক‍ুমারী, ইরলা, আর দ‍ুজন ইহ‍ুদীকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। তাঁদের হাতগ‍ুলি পিছনে বাঁধা ; দেহগ‍ুলি তাঁদের কালো আলখাল্লায় ঢাকা।

পেছন দিকের একটা জানলা দিয়ে ফিনিক্স কারাগারের মধ্যে ঢ‍ুকে গেল ; আর গাঙ্গেয় উপত্যকার বাসিন্দারা দরজা ভাঙতে শ‍ুর‍ু করলো। অজেয় আমাজন দরজাগ‍ুলিকে বাইরে থেকে চ‍ূর্ণবিচ‍ূর্ণ ক'রে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে হইহই করতে-করতে জেল ভেঙে বেরিয়ে পড়লো তারা। তাদের দলপতি হলেন আমাজন। অ্যালগ‍ুয়াজিল, ফ্যামিলিয়র অথবা, ইনক‍ুইজিটর পদবীধারী যাজকদের পরাজিত করতে তাঁর বেশী সময় লাগলো না। সামনে যে পড়লো তাকেই তরোয়াল দিয়ে কেটে ক‍ুঁচিয়ে ফেললেন আমাজন। প্রত্যেকটি ঘোড়া শিং দিয়ে একসঙ্গে গেঁথে ফেললো ডজন ডজন মান‍ুষদের! কালো আলখাল্লা আর নোংরা ছেঁড়া বেশধারীর পালিয়ে গেল পাঁই পাঁই ক'রে। পালানোর সময় যপের পবিত্র মালাগ‍ুলিকে তারা শক্ত ক'রে ধরে রইলো।

বিচারসভার প্রধান ধর্মযাজকের গলা ধরে তাঁকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলেন আমাজন ; তারপরে সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ পা দ‍ূরে যে চিতাগ্নি জ্বালা হয়েছিল তার ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো তাঁকে। অন্যান্য ক্ষ‍ুদে ইনক‍ুইজিটারদেরও একজন

একজন ক'রে ধরে সেই চিতার ওপরে ছ‍ু'ড়ে দিলেন তিনি ; তারপরে, ফরমোসানতার পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শ‍ুয়ে পড়লেন।

রাজক‍ুমারী বললেন ; তুমি কতই না ভালোবাসার যোগ্য। আর তুমি যদি সেই রাস্তার মেয়েটার সঙ্গে শ‍ুয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করতে তাহলে তোমাকে আমি কত প‍ুজোই না করতাম !'

আমাজন যখন রাজক‍ুমারীর সঙ্গে মিটমাট করায় ব্যস্ত ছিলেন, গাঙ্গের উপত্যকার বাসিন্দারা যখন চিতার উপরে সমস্ত ইনক‍ুইজিটারদের দেহগ‍ুলিকে ছ‍ু'ড়ে ফেলে দিচ্ছিল, আর যখন চিতার লকলকে জিহ্বাগ‍ুলি আকাশকে স্পর্শ করছিল সেই সময় আমাজনের চোখে পড়লো একদল সেনানী দ‍ূর থেকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। রাজম‍ুক‍ুট প'রে একজন ব‍ৃদ্ধ সম্রাট তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর গাড়ীটি টেনে নিয়ে এসেছিল আটটি অশ্বতর ; সেই অশ্বতরগ‍ুলি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। সেই গাড়ীটির পেছনে পেছনে আসছিল আর একটি গাড়ী। সেগ‍ুলির সঙ্গে কতগ‍ুলি লোক। দেখতে তাদের বেশ গম্ভীর লাগছিল। তাদের গায়ে কালো আলখাল্লা ; গলায় ভাঁজকরা গলবস্ত্র। তারা চড়ে আসছিল চমৎকার তেজী ঘোড়ার পিঠে। একদল মান‍ুষ নিঃশব্দে পায়ে হে'টে আসছিল তাদের সঙ্গে। চ‍ুলগ‍ুলি তাদের তেলে চিটচিট করছিল।

দেখামাত্র আমাজন তাঁর গাঙ্গেয়বাহিনীকে সংঘবদ্ধ ক'রে তাঁর বর্শার ম‍ুখটা নিচ‍ু করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখী হওয়ামাত্র রাজা তাঁর ম‍ুক‍ুটটিকে খ‍ুলে ফেললেন, তাঁর গাড়ী থেকে নামলেন, আমাজনের ঘোড়ার পা-দানিকে আলিঙ্গন করে বললেন :

'দেবতারা আপনাকে পাঠিয়েছেন। মান‍ুষের বেশধারী কতগ‍ুলি পশ‍ুকে আপনি শাস্তি দিয়েছেন। আপনি ম‍ুক্ত করেছেন আমার দেশকে। আপনি আমার রক্ষাকর্তা। যে পবিত্র রাক্ষসগ‍ুলি—যাদের হাত থেকে প‍ৃথিবীকে আপনারা বাঁচিয়েছেন, সাত পাহাড়ের ব‍ৃদ্ধের নামে তারা আমার ওপরে প্রভ‍ুত্ব করত। তাদের জঘন্য অত্যাচার সহ্য করার জন্যে আমাকে তারা বাধ্য করেছিল। তাদের সেই ঘ‍ৃণ্য অপরাধগ‍ুলিকে সামান্যমাত্র প্রশমিত করার চেষ্টা আমি যদি করতাম তাহলে আমার প্রজারা আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যেত। এই ম‍ুহ‍ূর্ত থেকে আমি সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলছি, রাজত্ব করছি ; এবং তার জন্যে আমি আপনার কাছে ঋণী।

তারপরে, সম্ভ্রমের সঙ্গে ফরমোসানতার হাতে তিনি চ‍ুম্বন করলেন ; এবং অশ্বতরচালিত সেই গাড়ীতে আমাজন, ইরলা আর ফিনিক্সের সঙ্গে উঠে আসার জন্যে অন‍ুরোধ করলেন তাঁকে। দ‍ুজন ইহ‍ুদী ধনক‍ুবের ভয় আর ক‍ৃতজ্ঞতায় তখনও মাটির ওপরে লম্বা হয়ে শ‍ুয়ে ছিল। এতক্ষণ পরে তারা তাদের মাথা ত‍ুললো, শিংওয়ালা ঘোড়াগ‍ুলি বেটিকার রাজার পিছ‍ু পিছ‍ু তাঁর প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

গম্ভীর প্রকৃতির মানুষদের সম্রাট হওয়ার সম্ভ্রম শ্লথগতি অশ্বতরবাহিত গাড়ীর ওপরে নির্ভর করত ব'লে, পরস্পরের দুঃসাহসিক ভ্রমণের কাহিনী পরস্পরের কাছে বর্ণনা করার সুযোগ আমাজন আর ফরমোসানতা পেয়েছিলেন। আমাজন ফিনিক্সের সঙ্গে আলাপ করলেন ; খুবই প্রশংসা করলেন, তাকে আলিঙ্গন করলেন বারবার। পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসীরা যে কত নিষ্ঠুর, কত বর্বর তা তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। তারা জীবজন্তুদের ভোক্ষণ করে ; তারা তাঁদের ভাষা বোঝে না। তিনি বুঝতে পারলেন যে একমাত্র গাঙ্গেয় উপত্যকার বাসিন্দারাই প্রকৃত আর প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের সম্ভ্রম বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বিনীতভাবে স্বীকার করলেন যে নশ্বর মানুষদের মধ্যে সব চেয়ে বর্বর হচ্ছে ওই ইনকুইজিটাররা যাদের তিনি এইমাত্র হত্যা করে পৃথিবীকে পাপমুক্ত করেছেন। ফিনিক্সকে তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং ধন্যবাদ দিলেন। সুন্দরী ফরমোসানতা ইতিমধ্যেই সেই গলেদের মেয়েটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যে বীর তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন তাঁর শৌর্যবীর্যেই তাঁর হৃদয় ভরে গিয়েছিল। মিশরের রাজাকে তিনি যে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন তার পেছনে তাঁর যে কোনো কুমতলব ছিল না সেবিষয়ে নিশ্চিত হলেন আমাজন ; ফিনিক্সের পুনরুজ্জীবনের কথাও তিনি শুনলেন। এই সব শুনে তিনি পবিত্র আনন্দ লাভ করলেন, এবং প্রেমরসে বিভোর হয়ে গেলেন।

রাজপ্রাসাদে মধ্যাহ্নভোজনে বসলেন তাঁরা ; কিন্তু এ-খানা তাঁদের ছিল অন্য রকম। বেটিকার পাচক ছিল ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের। গল থেকে কিছু পাচক আনার জন্যে আমাজন রাজাকে পরামর্শ দিলেন। ভোজের সময় রাজার গাইয়েরা যে সুন্দর গানটি গাইলো সেটি 'স্পেনের মূর্খতা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভোজ শেষ হলে, কাজের কথা শুরু হলো।

সুপুরুষ আমাজন, সুন্দরী ফরমোসানতা এবং মনোমুগ্ধকর ফিনিক্সকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী ?

আমাজন বললেন : আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি ব্যাবিলনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাই আমার রয়েছে। আমি হচ্ছি ব্যাবিলনের ভবিষ্যৎ সম্রাট ; এবং সেবিষয়ে আমার সম্পর্কিত কাকা বেলাস, আর অপরূপা ফরমোসানতার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই, যদি না অবশ্য ফরমোসানতা আমার সঙ্গে গাঙ্গেয় উপত্যকায় থাকতে চায়।

রাজকুমারী বললেন : আমার পরিকল্পনা হচ্ছে আমার এই সম্পর্কিত ভাইটির কাছ থেকে কোনো দিন পৃথক ভাবে বাস না করার। কিন্তু আমার ধারণা, প্রথমে আমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া উচিত ; এবং তাতে ওর অমত হবে না ; কারণ, বাসোরা পর্যন্ত তীর্থযাত্রা করার অনুমতি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন ; আর আমি ঘুরে বেড়িয়েছি সারা পৃথিবী।

ফিনিক্স বলল : আমার কথা হচ্ছে যেখানে এই দুটি কোমল প্রাণ এবং কোমল-প্রাণা প্রেমিকযুগল যাবেন আমিও সেইখানেই তাঁদের অনুসরণ করব।

বেটিকার রাজা বললেন : আপনারা ঠিক কথাই বলেছেন ; কিন্তু যতটা সহজ বলে ভাবছেন ব্যাবিলনে ফিরে যাওয়া আপনাদের ততটা সহজ হবে না। তায়ারার জাহাজগুলির, আর বিশ্বের সব মানুষের সঙ্গে যাদের আলাপ রয়েছে আমার সেই দুটি ইহুদী উত্তমর্ণের কাছ থেকে সেই দেশের সংবাদ আমি প্রতিদিনই পাই। ইউফ্রেতিস আর নীল নদের অঞ্চলের মানুষেরা ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে তোড়জোড় করছে। তিন লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সিদিয়ার রাজা তাঁর শ্ত্রীর হয়ে ব্যাবিলনের সিংহাসন চাইছেন। মিশর আর ভারতবর্ষের দুটি রাজাও তাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদীর উপকূলভাগকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন। তাঁদের যে উপহাস করা হয়েছে তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে প্রত্যেকে তিনি লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের দামামা বাজাচ্ছেন। মিশরের রাজা তাঁর রাজ্যে অনুপস্থিত থাকায় ইথিয়োপীয়ার রাজা তাঁর তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে মিশরকে ধ্বংস করছেন ; এবং নিজের রাজ্যকে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ব্যাবিলনের রাজার হাতে আছে মাত্র ছ'লক্ষ সেনানী।

রাজা বলে গেলেন : আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে, এই সব বিপুল বাহিনী পূর্বদিক থেকে বানের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে একথা যখন আমি শুনি, যখন তাদের বিস্ময়কর আড়ম্বরের কথা আমার কানে আসে, যখন আমি আমার এই কুড়ি বা তিরিশ হাজারের ক্ষুদ্রবাহিনীকে তাদের সঙ্গে তুলনা করি—যাদের খাওয়া-পরার সামান্য সংস্থান করাটাও আমার পক্ষে কষ্টকর—তখনই আমার মনে হয় যে পাশ্চাত্ত্য গোলার্ধ থেকে প্রাচ্য গোলার্ধ অনেকদিন আগে থেকেই বেঁচে রয়েছে। মনে হয়, বিশৃঙ্খলা আর বর্বর যুগ থেকে মাত্র যেদিন আমাদের জন্ম হয়েছে।

আমাজন বললেন : সম্রাট, দৌড়ের মাঠে যারা পরে নামে তারা প্রায়ই যারা আগে নামে তাদের ছাড়িয়ে যায়। মানুষের সৃষ্টি প্রথমে যে ভারতবর্ষে হয়েছে এই কথাটা আমাদের দেশের মানুষেরা বলে থাকে। কিন্তু এবিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

বেটিকার সম্রাট ফিনিক্সকে জিজ্ঞাসা করলেন : এবং এবিষয়ে তোমার কী মনে হয় ?

ফেনিক্স উত্তর দিলে : মহারাজ, প্রাচীন যুগ বলতে কী বোঝায় সেবিষয়ে কিছু মনে হওয়ার মত আমার বয়স হয় নি। আমার বয়স মাত্র সাতাশ হাজার বছর। কিন্তু আমার বাবা বেঁচে ছিলেন আমার বয়সের পাঁচগুণ। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর বাবার কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন যে প্রাচ্যদেশের লোকসংখ্যা অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশী, এবং সম্পদের দিক থেকেও তাই। আমার

পিতামহ তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে গঙ্গার উপকূল ভাগগুলিতেই প্রাণীরা প্রথম জন্মায়।

এর পরে ফিনিক্স বলল : আমার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে পারি যে এই মত পোষণ করার মত দম্ভ আমার নেই। আমি বিশ্বাস করি নি যে অ্যালবিয়নের শৃগালরা, অ্যালপস পর্বতমালার কাঠবিড়ালীরা, গলের নেকড়েরা আমার দেশ থেকে এসেছে। সেই রকম, আপনাদের দেশের ফার আর ওকগাছগুলি যে আমাদের দেশের তালগাছ আর নারকেল গাছ থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা আমি মনে করি নে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : তাহলে, কোথা থেকে আমরা জন্মেছি ?

ফিনিক্স উত্তর দিলে : তা আমি জানি নে। আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে এই যে ব্যাবিলনের সুন্দরী রাজকুমারী এবং আমার প্রিয় আমাজন কোথায় যাবেন।

রাজা বললেন : আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনি ওঁর ওই দুশ শিঙওয়ালা ঘোড়া নিয়ে অতগুলি রাজার তিন লক্ষ ক'রে সেনানীকে কি হারাতে পারবেন ?

আমাজন বলল : কেন পারবো না ?

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে যে বেশ জোর ছিল রাজা তা ভালই বুঝতে পারলেন : 'কেন নয় ?' কিন্তু রাজা মনে করেছিলেন, কেবলমাত্র বীরত্বের মনোভাবই অসংখ্য শত্রুকে পরাজিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তিনি বললেন : আমার পরামর্শ হচ্ছে ইথিয়োপীয়ার রাজাকে আপনি অনুসন্ধান করবেন। আমার এই ইহুদীদের মাধ্যমে সেই কৃষ্ণবর্ণ রাজার সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি আপনাকে আমার সুপারিশপত্র দেব। মিশরের রাজার সঙ্গে তাঁর শত্রুতা থাকার ফলে, আপনার সাহায্যে বলবৃদ্ধি করতে পারলে তিনি খুবই খুশি হবেন। আপনার সঙ্গে আমি আমার দু'হাজার স্থিতধী বীর সেনানী দিতে পারি। বাস্‌ক নামধারী যে সব লোক পাইরেনিস পাহাড়ের নীচে বাস করে, অথবা, ওই সব অঞ্চলে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে যত লোক পারেন আপনি যদি সংগ্রহ করতে পারেন তাহলে মন্দ হবে না। তবে সেদিক থেকে কতটা সফল আপনি হতে পারবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার ওপরে। আপনার ওই শিংওয়ালা ঘোড়ার পিঠে আপনার একজন সেনানীকে পাঠিয়ে দিন ; সঙ্গে দিন কিছু হীরে। এমন একজন বাস্‌ক নেই যে আপনার সেবা করার জন্যে তার দুর্গ, অর্থাৎ পৈত্রিক কুঁড়ে ছাড়তে রাজি হবে। তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে, সাহসী আর অমায়িক প্রকৃতির। তারা না আসা পর্যন্ত আমরা আপনাদের জন্যে উৎসবের আয়োজন করবো, ঠিক করবো আপনাদের জাহাজগুলি। আপনি আমার যা উপকার করেছেন তার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।

ফরমোসানতাকে উদ্ধার করার আর ফিরে পাওয়ার আনন্দে মসগুল হয়ে

পড়েছিলেন আমাজন। তাঁর সংগে আলাপ করে শান্তিতে তিনি প্রেমের পুনর্মিলন-জাত সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলেন ; এগুলি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান যৌন ভালোবাসার প্রায় সমতুল্য।

একদল গর্বিত আনন্দমুখর বাসুক শীঘ্রিই হাজির হলো। এলো তারা ঢাক বাজিয়ে নাচতে-নাচতে। বেটিকার আর এক পল্টন দাম্ভিক সেনানী—তারাও তৈরি হয়েছিল। বৃদ্ধ রোদে-পোড়া রাজা দুজন প্রেমিকাপ্রেমিকাকে আদর করে আলিঙ্গন করলেন। সংগে দিলেন তিনি প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, বিছানাপত্র, দাবা খেলার বোর্ড, কালো পোশাক, পেঁয়াজ, ভেড়া, মুরগী, ময়দা, এবং বিশেষ করে রসুন। সেগুলিকে জাহাজে তুলিয়ে দিয়ে তাঁদের শুভযাত্রা, অপরিবর্তনীয় ভালোবাসা আর যুদ্ধে অনেক জয়লাভের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন তিনি।

জাহাজগুলি সমুদ্রের যে উপকূলে এসে হাজির হলো সেইখানে শোনা যায় অনেক যুগ পরে তায়ার শহর পরিত্যাগ ক'রে এসে ডাইডো কার্থেজের অপরূপ শহরটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! ডাইডো ছিলেন একজন ফিনিসের মহিলা; পীগম্যালিয়নের ভংনী, এবং সাইকেয়ুস নামধারী একজনের পত্নী! প্রাচীন যুগের বিদগ্ধ ইতিহাস লেখকদের মতে একটা ষাঁড়ের মাথা কেটে পাতলা ফালি বার করে এই শহরটি তৈরি করেছিলেন তিনি। এই ঐতিহাসিকেরা কোনোদিন আজগুবী গল্প কাহিনী লিখতেন না। ছোটোদের জন্যে যাঁরা গল্প লিখেছেন সেই সব অধ্যাপকেরাও এই কথাই বলেছেন,—যদিও মোটের ওপরে, তায়ারে পীগম্যালিয়ন, ডাইডো, বা সাইকেয়ুস নামধারী কোনো মানব বা মানবী কোনোদিন বর্তমান ছিলেন না। এই নামগুলি একেবারে গ্রীক ; এবং যদিচ, সেই সময় তায়ারে রাজা বলতে কেউ ছিলেন না।

সেই গর্বিত কার্থেজে সে সময়ে কোনো সমুদ্র-বন্দর ছিল না। সে সময় সেখানে যারা বাস করত তাদের বলা হতো নুমিডিয়ান। তারা রোদে মাছ শুকনো করতো। সেই সময় বাইজাসিন, সারটিস, এবং উত্তর আফ্রিকার প্রাচীন শহর সাইরিন অথবা বিরাট উপদ্বীপ কারসোনিস যেখানে অবস্থিত ছিল সেই সব উর্বর উপকূল ভাগ দিয়ে তারা ঘুরে বেড়াতো।

পবিত্র নীল নদের প্রথম মাসের কাছাকাছি একটা সময়ে শেষ পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন তাঁরা। এই উর্বর দেশটির একেবারে শেষ প্রান্তে নানান দেশের বাণিজ্যপোতগুলি ক্যানোপাসের বন্দরে এসে নোঙর ফেলেছিল। দেবতা ক্যানোপাস সেই বন্দরটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, না, সেখানকার বাসিন্দারাই দেবতাটির প্রতিষ্ঠা করেছিল সেকথা ওই পোতগুলির নাবিকেরা জানতো না ; ক্যানোপাস নক্ষত্রটি এই শহরের নামকরণ করেছিল, না, শহরের মানুষেরাই নক্ষত্রটির ওই নাম দিয়েছিল তাও তাদের অজানা ছিল। যেটুকু সবাই জানতো তা হচ্ছে এই যে শহর আর

নক্ষত্র দুটিই ছিল অতি প্রাচীন। কোনো বস্তুর সৃষ্টির সম্বন্ধে এইটুকুই তারা জানতো, এর বেশী কিছু না।

মিশরকে ধ্বংস করার পরে, ইথিয়োপীয়ার রাজা অজেয় আমাজন আর সুন্দরী রাজকুমারীকে এইখানেই সমুদ্রতীরে উঠে আসতে দেখলেন। একজনকে তিনি মনে করলেন যুদ্ধের দেবতা ব'লে আর একজনকে তিনি ধরে নিলেন সৌন্দর্যের দেবী বলে। বেটিকার রাজার কাছ থেকে আমাজন যে সুপারিশ পত্রগুলি এনেছিলেন সেগুলি তিনি ইথিয়োপীয়ার রাজাকে দেখালেন। যে যুগে বীর যোদ্ধাদের অভিনন্দন জানানো একটি অবশ্যপালনীয় প্রথা ছিল সেই যুগের রীতি অনুযায়ী ইথিয়োপীয়ার রাজা তাঁদের অভিনন্দন জানানোর জন্যে তৎক্ষণাৎ উৎসবের আয়োজন করলেন। তারপরে, ব্যাবিলনের ভোগসুখবিলাসী নগরটিকে যারা অবরোধ করেছিলেন সেই মিশরের রাজার তিন লক্ষ সেনানী, ভারতীয় সম্রাটের তিন লক্ষ সেনানী, সিদিয়ার মহান খান-খানানের তিন লক্ষ সেনানীকে কিভাবে উৎখাৎ করা যায় সে বিষয়ে শলা-পরামর্শে বসলেন তাঁরা।

আমাজন তাঁর সংগে এনেছিলেন দুশো স্প্যানিয়ার্ড। তারা ভাবলো ব্যাবিলনকে মুক্ত করার জন্যে ইথিয়োপীয়ার রাজার সংগে হাত মেলাতে তারা রাজি নয়। তাদের রাজা নির্দেশ দিয়েছিলেন যুদ্ধ করে সেই দেশটিকে মুক্ত করতে। সেই নির্দেশই তাদের কাছে যথেষ্ট; এবং সেই অভিযানে তাদের পরাজিত করার শক্তি কারও নেই।

বাসুকের সেনানী বলল এর আগে অনেক অনেক বীরত্বের কাজ তারা ক'রেছে; এবং নিজেরাই তারা মিশরবাসীদের, ভারতবাসীদের এবং সিদিয়ানদের পরাজিত করতে পারবে। তারা শেষ কথা বলে দিলে যে স্প্যানিয়ার্ডরা যদি একেবারে পেছনের সারিতে চলে না যায় তাহলে সেই যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করবে না।

মিত্রপক্ষীয়দের এই দাম্ভিক মন্তব্য শুনে গাঙ্গেয় উপত্যকার দুশো অশ্বারোহী না হেসে পারলো না। তারা বলল যে মাত্র একশ শিংওয়ালা ঘোড়া নিয়ে বিশ্বের সব রাজাকে তারা হারিয়ে দিতে পারবে। বিশেষ বিচক্ষণতার সংগে আর মনোজ্ঞ বাক্যালাপের মাধ্যমে রাজকুমারী শেষ পর্যন্ত তাদের থামালেন। কৃষ্ণকায় সম্রাটের হাতে আমাজন তাঁর গাঙ্গেয় উপত্যকার অশ্বারোহীদের, তাঁর শিংওয়ালা ঘোড়াদের, তাঁর স্প্যানিয়ার্ডদের, তাঁর সংগৃহীত বাসুক সৈন্যদের, এবং তাঁর সুন্দর পাখিটিকে তুলে দিলেন।

প্রস্তুত হলো অভিযান। মেমফিসের পাশ দিয়ে, হেলিয়োপলিশের ধার দিয়ে, আরসিনো, পেত্রা, আরটিমিটা আর আপামিয়ার সীমান্ত দিয়ে তিনটি রাজাকে একসঙ্গে আক্রমণ করার জন্যে সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলল। এই বিখ্যাত যুদ্ধের সংগে আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে তাদের মুরগী-লড়াইয়ের তুলনা করা যায়।

কেমন ক'রে সুন্দরী ফরমোসানতাকে দেখে ইথিয়োপীয়ার রাজার চিত্রবিভ্রম ঘটেছিল এবং কেমন ক'রে রাজকুমারীর পটলচেরা চোখ দুটি শান্ত ঘুমে বুজে এলে তিনি তাঁর বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন সেকথা সবাই জানে। আমাদের স্মরণ আছে যে আমাজন নিজের চোখে এই দৃশ্যটি দেখেছিলেন ; দেখে তাঁর মনে হয়েছিল দিন আর রাত্রি এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। এই অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যে আমাজন তাঁর সেই মারাত্মক তরোয়াল বার ক'রে নিগ্রোটির উদ্ধত মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন, এবং ইথিয়োপীয়ার সমস্ত সৈন্যকে মিশর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেকথা আজ আর গোপন নেই। মিশরের ঘটনাপঞ্জীতে এই সব বীরত্বগাথা কি লেখা নেই? তাঁর স্পেনদেশীয় সৈন্য, বাসকের সৈন্য আর শিংওয়ালা ঘোড়া দিয়ে তিনি যে তিনটি রাজাকে পরাজিত করেছিলেন তার জন্যে চারদিকে তাঁর যশগৌরব ছড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দরী ফরমোসানতাকে তিনি তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। মিশরের রাজা ফরমোসানতার যেসব পরিচারিকাদের ক্রীতদাসীতে পরিণত করেছিলেন তাদের তিনি মুক্ত করে দিলেন। সিদিয়ানদের খান-খানান নিজেকে তাঁর সামন্ত রাজা বলে ঘোষণা করলেন। রাজকুমারী আলদিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহকে রাজকীয় স্বীকৃতি দেওয়া হলো। একশ করদ রাজাদের সামনে ব্যাবিলন রাজ্যের স্বীকৃত যুবরাজ অজেয় এবং উদার আমাজন ফিনিক্সের সঙ্গে বিজয়গৌরবে নগরে প্রবেশ করলেন। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজা বেলাস যে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন আমাজনের বিবাহের উৎসব ছিল তার চেয়েও অনেক দিক থেকে অনেক বেশী জাকজমকপূর্ণ। সেই উৎসবে মিশরীয় দেবতা ষণ্ডরূপী এপিসের সিদ্ধ মাংস সকলকে পরিবেশন করা হয়েছিল। এই নববিবাহিত দম্পতির পানপাত্র বহন করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন মিশর আর ভারতবর্ষের দুটি রাজা। ব্যাবিলনের পাঁচশ কবি কবিতার মাধ্যমে এই বিবাহের স্তুতিগান করেছিলেন।

ওগো সুরসুন্দরি, গ্রন্থারম্ভেই সকল কবিরা তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন : কেবল আমিই করছি আমার গ্রন্থের শেষে। তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা দিয়ে শুরু না ক'রে, আমি যে তোমার আশীর্বাদভিক্ষা দিয়ে গ্রন্থের শেষ করছি এর জন্যে আমাকে তুমি তিরস্কার করো না। কিন্তু সেইজন্যে, তুমি যে আমাকে কম কৃপা দেখাবে সেকথা সত্যি নয়। এই কাহিনীটি অকপটভাবে বর্ণনা ক'রে নশ্বর মানুষদের যে সত্যগুলি আমি শিক্ষা দিয়েছি লেখকের খেতাবধারী কেউ যাতে তাদের গালগল্প লিখে তার ওপরে পালিশপলেস্তারা না চড়ায় সেই জন্যে তোমাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। এই ভাবেই তারা আমার কাঁদিদ আর মাস্টার সিমপলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ; ব্যাটাভিয়া থেকে প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে একজন প্রাক্তন ক্যাপুচিন সাধু জেনের পবিত্র কাহিনীগুলিকে কাব্যিক ভাষায় বিকৃত করেছে— অবশ্য ক্যাপুচিনদের কলমেরই যোগ্য ভাষা সেটি। আমার মুদ্রাকরের সংসার

বিরাট ; টাইপ কাগজ আর কালি কেনার সামর্থ্যও তার নেই। ওইসব লেখকেরা আমার মুদ্রাকরের যেন কোনো ক্ষতি না করে।

ওগো সুরসুন্দরি, মাজ্যারিন কলেজের বচনবাগীশ অধ্যাপক ঘৃণ্য কোজির রসনাকে তুমি স্তব্ধ কর। প্রাচ্য রোমীয় সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সেনাপতি বেলিসারিয়াস এবং সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নীতিগর্ভমূলক আলোচনাগুলি প'ড়ে সন্তুষ্ট না হয়ে সেই দুজন মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তিনি নিকৃষ্ট অপমানজনক কুৎসা প্রচার করেছেন।

পন্ডিতাভিমানী লারসের রসনা স্তব্ধ কর তুমি। প্রাচীন ব্যাবিলনের ভাষায় তিনি একেবারে অনভিজ্ঞ, আমার মত ইউফ্রেতিস আর তাইগ্রিসের উপকূলে কোনো দিনই তিনি ভ্রমণ করেন নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজার কন্যা সুন্দরী ফরমোসানতা, এবং রাজকুমারী আলদিয়া, এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় রাজদরবারের সমস্ত মহিলা অর্থের জন্যে এশিয়া থেকে আগত রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ব্যাবিলনে বেশ্যাবৃত্তি করতেন এই কথা বলার মত ঔদ্ধত্য তাঁর হয়েছিল। কলেজের এই লম্পট অধ্যাপকটি তোমার এবং তোমার শ্লীলতার শত্রু। মেনডিসের সুন্দরী মিশরীয় নারীরা ছাগল ছাড়া অন্য কিছুতে যে আসক্ত ছিল না এই অভিযোগ তিনি করেছেন। এই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিজে মিশরে গিয়ে এই ধরণের কিছু মুখরোচক আনন্দ লাভ করার পরি-কল্পনা তিনি গোপনে করেছিলেন।

আধুনিক এবং প্রাচীন ইতিহাসে সমানভাবে অজ্ঞ হয়ে, কোনো একটি বৃদ্ধ বিধবার অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্যে তিনি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের অনির্বচনীয়া নিনন ষাট বছর বয়সে ফরাসী আকাদমি, আকাদমি অফ ইনসক্রিপশনস্ এবং বেল্ লেটারস-এর সদস্য অ্যাবে গিদোঁর সঙ্গে এক বিছানায় রাত্রি যাপন করেছিলেন। অ্যাবে শেটিনিফের কথা কোনোদিন তিনি শোনেন নি ; তাঁকে তিনি অ্যাবে গিদোঁ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ব্যাবিলনের ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তাঁর যেমন জ্ঞান ছিল না তেমনি ছিল না নিনন্-এর সম্বন্ধে।

স্বর্গকন্যা সুরসুন্দরীগণ, তোমাদের শত্রু লারসে এখানেই থামেন নি ; আরও কিছু বলেছেন। বালকদের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করার সপক্ষে তিনি লম্বা-লম্বা প্রশস্তি বাণী রচনা করেছেন ; এবং আমাদের দেশের সব শিশুরাই এই ঘৃণ্য অভ্যাসে অভ্যস্ত এই কথা বলার মত ঔদ্ধত্য তাঁর হয়েছে। অপরাধীদের সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের অপরাধ থেকে তিনি রেহাই পাবেন বলে মনে করেন।

শুদ্ধা এবং মহতী সুরসুন্দরীগণ, পান্ডিত্যাভিমানকে তোমরা যেমন ঘৃণা কর তেমনি ঘৃণা কর বালকদের সঙ্গে অবৈধ আসঙ্গলিপ্সাকে। মিঃ লারসের হাত থেকে আমাকে তোমরা বাঁচাও!

আর আপনি মিঃ আলিবোরোঁ ; নিজেকে আপনি একজন ফেরোঁ বলে প্রচার ক'রে

বেড়ান ; এক সময় এই শব্দটির অর্থ ছিল যীশুসংঘী। আপনি এমন একজন মানুষ যাঁর কাবালক্ষ্মী কখনও থাকেন পাগলাগারদে, আবার কখনও বা মদের দোকানের এক কোণে। আপনি Ecossaise নামে সুন্দর একটি কমেডি রচনা করেছেন ; এবং ইয়োরোপের সমস্ত রঙ্গমঞ্চে সেটি উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেছে। আপনি হচ্ছেন যাজক দেঁফোতয়েনের সুযোগ্য সন্তান। যে সব সুন্দরী যুবতীরা লোহা বয়ে নিয়ে যায়, যাদের প্রেমের দেবতা ভেনাসের পুত্রের মত বেপরোয়া, এবং যারা আকাশে ওড়ে বটে, কিন্তু কোনোদিন ঘরের চিমনির ওপরে উঠতে পারে না—তাদের সঙ্গে আপনার পিতার অবৈধ সংসর্গের ফসল আপনি। প্রিয় আলিবোরোঁ আপনার প্রতি চিরকালই আমার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল ; আপনার উক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার সময় এক মাস ধরে আমাকে হাসতে বাধ্য করেছিলেন আপনি। ব্যাবিলনের রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমি একটি সুপারিশপত্র দিচ্ছি : তাঁর বিবরণটি লোকে যাতে পড়তে পারে সেই উদ্দেশ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আপনি যা ইচ্ছা হয় বলতে পারেন।

গির্জার মুখপাত্র, খিঁচুনিগ্রস্ত পত্রিকায় convulsionnaires-বিদগ্ধ বক্তা, অ্যাবে বেচারান্দ এবং অ্যাবে সোমে প্রতিষ্ঠিত গির্জার ফাদার, এখানে আপনার কথা আমি ভুলবো না। ব্যাবিলনের রাজকুমারী যে একজন ঈশ্বরবাদিনী, প্রচলিত ধর্মবোধের বিরোধী, আর সেই সঙ্গে নাস্তিক—এই কথাটা আপনার পবিত্র, বাকচটকে ভরা, এবং সুবুদ্ধিসম্পন্ন রচনার মধ্যে লিখতে আপনি যেন ভুল না করেন। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ব্যাবিলনের রাজকুমারীকে সরবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় যাতে নিন্দা করে—সেইজন্যে সিয়ুর রিবালিয়ারকে আপনি রাজি করান। এটি করলে, আমার পুস্তকবিক্রেতা খুবই খুশি হবেন। নববর্ষের উপহার হিসাবে এই ছোটো ইতিহাসটি তাঁকে আমি দান করেছি